

অধ্যাত্মরামায়ণম্ ।

(মহর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ণবেদব্যাস প্রণীতম্)

সপ্তকাণ্ডঃ

মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ শ্রীনাথো মিশ্র কর্তৃক সংগৃহীত ও

০ কলিকাতা বড়বাড়ার হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত ।



যোগেশ্বরী বা কৃষ্ণদৈপায়ণ বেদব্যাস জগদীশ্বর ॥ ১ ॥

২ ॥ কলিকাতা বড়বাড়ার হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত ।

শ্রীযুক্ত নীলকান্ত তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত ।

কলিকাতা ।

২৫ নং গঙ্গাধর বাবুর লেন চীপসাইড থ্রেসে

বি, এচ, ব্যানার্জী এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত ।

১২৯০ সাল ।

সাধারণের নিমিত্ত ইহার মূল্য ৬ ছয় টাকা ও রাজা মহারাজা মহোদয়গণের নিমিত্ত ১২ বার টাকা

শুদ্ধিপত্র ।



অঙ্ক	ভুক্তি	পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি	অঙ্ক	ভুক্তি	পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি
স্বস্ত	স্বস্ত	১	...	২	বৈদ্য	বৈদ্য	৩৭	...	৩০
প্রত্যুত	প্রত্যুত	২	...	১৮	ভবন	ভবন	৩৭	...	২
ব্যা	বিষয়	২	...	২২	মঞ্জরী	মঞ্জরী	৩৭	...	১৩
ভদ্রহি	ভদ্রহি	৮৮	...	৪	শুক	শুক	৩৭	...	১৪
মুখ	মুখ	১১	...	১১	কিকিনী, ধয়, ভূজ, দুর্কা,				
প্রত্যুত	প্রত্যুত	১২	...	১৫	কিকিনী, ধয়, ভূজ, দুর্কা	৩৭	...		১৫
কামন পূর্ণা	কামনা পূর্ণ	১৩	...	২০	সমুজল	সমুজল	৩৭	...	২০
আবিভূত	আবিভূত	১৩	...	২৪	এষ:	এষ	৩৮	...	১৮
কোস্ত	কোস্ত	১৪	...	৩	নমোস্ত	নমোস্ত	৩৮	...	২
নামা	নামা	১৬	...	২	জগত্রয়	জগত্রয়	৩৮	...	২
শ্রুশ্রম:	শ্রুশ্রম	১৬	...	৫	মুপৈপতি	মুপৈপতি	৩৯	...	১১
প্রত্যুত	প্রত্যুত	১৬	...	১৮	দৃষ্টা	দৃষ্টা	৪০	...	১০
মুজ্জ	পুত্রো	১৭	...	২	মথ	মথ	৪০	...	২
মুজ্জ	পুত্রো	১৭	২	৭	দিতোমিত	দিতোমিত	৪০	...	২
মুজ্জ	মুজ্জ	১৭	...	১৬	শ্রুশ্রম:	শ্রুশ্রম	৪১	...	২
মুজ্জ	মুজ্জ	২১	...	৭	লক্ষণা:	লক্ষণা:	৪৩	...	১৩
মুজ্জ	মুজ্জ	২৫	...	২১	মথ	মথ	৪৩	...	১৫
মুজ্জ	মুজ্জ	২৫	...	২৩	লক্ষণা	লক্ষণা	৪৪	...	৪
মুজ্জ	মুজ্জ	৩০	...	৭	প্রোত্যা	প্রোত্যা	৪৪	...	৫
মুজ্জ	মুজ্জ	৩১	...	২	ময়োজলান	ময়োজলান	৪৫	...	১৫
মুজ্জ	মুজ্জ	৩৭	...	৪৩	লক্ষা	লক্ষা	৪৫	...	২

অংশ	ভূমি	পৃষ্ঠা	কলাম	পুংক্তি	অংশ	ভূমি	পৃষ্ঠা	কলাম	পুংক্তি
মুক্তিত	মুক্তিত	৪৫	...	২	১১	মুক্তিত	৪৫	...	৩
মোহানি	মোহানি	৪৬	...	৩	ততঃ	ততঃ	৫৫	...	৬
মুখ	মুখ	৪৬	...	২	উচ্চীরতাঃ	উচ্চীরতাঃ	৫৫	...	১১
মলল	মলল	৪৬	...	১১	যদা	যদা	৫৫	...	২
নায়া	নায়া	৪৬	...	২	৮	যোড়ষ	যোড়ষ	৫৬	...
যাস্ত	যাস্ত	৪৭	...	২	মূপাঙ্গনে	মূপাঙ্গনে	৫৬	...	২
লক্ষ	লক্ষ	৪৭	...	২	ভেষ	ভেষ	৫৬	...	১৭
মঙ্গলা	মঙ্গলা	৪৭	...	২	১	প্রাণত্যা	প্রাণত্যা	৫৬	...
ভূতোষ	ভূতোষ	৪৭	...	২	৩	দ্যাভা	দ্যাভা	৫৭	...
যুক্ত	যুক্ত	৪৭	...	২	৮	য়	য়	৫৭	...
স্তি	স্তিঃ	৪৭	...	২	১০	যেকতি	যেকতি	৫৭	...
উৎপৎসে	উৎপৎসে	৪৭	...	২	১৩	কাজ্জয়	কাজ্জয়	৫৭	...
ভাগ	ভাগ	৪৮	...	২	২	চাধ্যা	চাধ্যা	৫৭	...
যোগা	যোগাৎ	৪৮	...	৫	৫	রুধা	রুধা	৬০	...
যাতাৎ	যাতাৎ	৪৯	...	২	২	নাথর	নাথর	৬১	...
যদ্যৎ	যদ্যৎ	৪৯	...	৭	৭	তাকো	তাকো	৬১	...
দ্যন্ত	দ্যন্ত	৪৯	...	১	১	যন্তোষার্থ	যন্তোষার্থ	৬১	...
রামেঠৈ	রামেঠৈ	৪৯	...	২	৩	রামাভাদয়	রামাভাদয়	৬২	...
দ্যত্র	দ্যত্র	৫১	...	৭	৭	তত্রাদৃষ্টা	তত্রাদৃষ্টা	৬২	...
শরচ্চ	শরচ্চ	৫১	...	৮	৮	তামুচুঃ	তামুচুঃ	৬২	...
সুদর্শনা	সুদর্শনা	৫১	...	২	৫	ক্রহি	ক্রহি	৬৩	...
অন্তঃপুর	অন্তঃপুর	৫১	...	২	১৩	সপথ	সপথ	৬২	...
বরুণো	বরুণো	৫২	...	২	১৩	ধয়	ধয়ঃ	৬৩	...
ভূচ্যতে	ভূচ্যতে	৫২	...	৭	৭	বিলষেত	বিলষেত	৬৩	...
মূপাধি	মূপাধি	৫২	...	১০	১০	গৃহীষ্ট	গৃহীষ্ট	৬৪	...
চিন্নাত্র	চিন্নাত্র	৫২	...	১৩	১৩	মিত্যুক্তঃ	মিত্যুক্তঃ	৬৪	...
যরি	যরি	৫৩	...	১	১	ত্রকামহে	ত্রকামহে	৬৫	...
হায়া	হায়া	৫৩	...	৪	৪	কৌতুভা	কৌতুভা	৬৫	...

					ଅଂକ୍ତି	ଂକ୍ତି	ପୃଷ୍ଠା	କଲମ	ପୁଂକ୍ତି
					ଚିରାଏ	ଚିରାଏ	୧୫	...	୨ ୧୦
					ଞ୍ଜାମି	ଞ୍ଜାମି	୧୫	...	୨ ୧୧
					ସନ୍ୟାସ	ସନ୍ୟାସ	୧୫	...	୫
					ନାହର	ନାହର	୧୫	...	୬
					କୁଟୁମ୍ବ	କୁଟୁମ୍ବ	୧୫	...	୭
					ସ୍ତବ	ସ୍ତବ	୧୬	...	୮
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୧୧	ଉଚ୍ଚ:	ଉଚ୍ଚ:	୧୧	...	୯
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୧୮	ବାଦିତା	ବାଦିତା	୧୧	...	୧୮
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୨	କୁର୍ଦ୍ଦ	କୁର୍ଦ୍ଦ	୧୮	...	୧
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୨	ହୈନ୍ଦବ	ହୈନ୍ଦବ	୧୨	...	୧
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୨	ଭୁବି	ଭୁବି	୧୨	...	୧
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୨	ନାମ୍ବେବ	ନାମ୍ବେବ	୧୨	...	୧୦
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୨	ଇତ୍ତୁକ୍ତା	ଇତ୍ତୁକ୍ତା	୮୦	...	୮
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୨	ସାନସ:	ସାନସ:	୮୨	...	୮
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୨	ସଧୁ	ସଧୁ	୮୨	...	୧୦
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୨	ସଂପୃଷ୍ଠ	ସଂପୃଷ୍ଠ	୮୨	...	୨ ୭
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୨	ପୁରୀ	ପୁରୀ	୮୩	...	୭
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୨	ସ୍ଵାପ	ସ୍ଵାପ	୮୩	...	୮
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୨	ସଂସ୍କୃତେ	ସଂସ୍କୃତେ	୮୩	...	୮
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୨	ଆର୍ଯ୍ୟଦା	ଆର୍ଯ୍ୟଦା	୮୪	...	୧
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୨	ସନ୍ୟାସ	ସନ୍ୟାସ	୮୪	...	୮
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୨	ଭବେ	ଭବେ	୮୪	...	୬
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୨	ନୟନ	ନୟନ	୮୪	...	୧୫
ଞ୍ଜର	ଞ୍ଜର	୬୮	...	୨	ସନ୍ୟାସ	ସନ୍ୟାସ	୮୫	...	୮

অভিধি	তুতি	পৃষ্ঠা	কলম	পুংক্তি	অভিধি				
তেহনোহন্য	তেহনোহন্য	৮৭	...	১৬	ভমদ্য				
কুলম	কুলম্	৮৭	...	২	জগ্মঃ				
হুজ্জেকণং	হুজ্জেকণং	৮৭	...	২	নমলা				
রম	রম্	৮৮	...	১১	সাতা	সীতা	১০৫	...	২
তোহমিশম্	তোহমিশম্	৮৮	...	১৪	যত্র	যত্র	১০৬	...	৬
তান্যং	তান্যং	৮৯	...	৬	নদং	নদীং	১০৬	...	২
বাদহং	বাদহং	৮৯	...	১০	কিমত	কিমত	১০৬	...	২
শুজ্জায়াং	শুজ্জায়াং	৮৯	...	১৩	মুনি	মুনি	১০৭	...	৬
করনোহমবং	করনোহমবং	৯০	...	১১	ভবিষং	ভবিষ্যং	১০৭	...	২
তথাহকর	তথাহকর	৯০	...	২	কামযুক্	কামযুক্	১০৭	...	২
তামুক্তো	তামুক্তো	৯১	...	২	রামবন	রাম ভবন	১০৮	...	১২
হবসন	হবসন্	৯১	...	৬	সাসি	স্বাসি	১০৮	...	২৫
লক্ষণেন	লক্ষণেন	৯২	...	৬	দযো	দযো	১০৮	...	২
যশোঃ	যশোঃ	৯৩	...	৫	পুনঃ	পুনঃ	১১৭	...	৭
ভোতা	ভোতা	৯৫	...	২	ক	ক	১১০	...	৬
প্রাপ্তা	প্রাপ্তাঃ	৯৬	...	৬	ইন্দী	ইন্দী	১১১	...	২
চক্রভূত	চক্রভূত	৯৬	...	২	পূরং	পূরং	১১১	...	২
ইতুকা	ইতুকা	৯৬	...	২	কুর্ধ্যা সত্যং	কুর্ধ্যামসত্যং	১১২	...	৮
স্বাত্রবী	স্বাত্রবী	৯৬	...	২	যদ্য	যদ্য	১১৩	...	১০
দৃষ্টোহসি	দৃষ্টোহসি	৯৭	...	৩	কার্যং	কার্যং	১১৪	...	৪
ভো	ভোঃ	৯৭	...	১৫	ননৃতং	নানৃতং	১১৪	...	১১
মুক্তকণা	মুক্তকণা	৯৯	...	২	মোক্ষসে	মোক্ষসে	১১৫	...	১
ল'কা	ল'কা	১০০	...	১১	দৃক	দৃক্	১১৫	...	২
প্রভুঃ	প্রভুঃ	১০০	...	১২	রাজপ	রাজোপ	১১৫	...	২
গঃ	ন্যঃ	১০১	...	২	অনয়ঃ	অনয়ঃ	১২০	...	১৫
কোটো	কোটো	১০১	...	২			১২০	...	১৫

অঙ্ক	ভুক্তি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অঙ্ক	ভুক্তি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
মকতাব:	মকতাব:	১২৪	...	২	কিম	কিম	১৩২	—	২
জগ্ম	জগ্ম	১২৪	...	২	কাঙ্করা	কাঙ্করা	১৪০	—	১১
কেশা	কেশা	১২৫	—	১	মহদুঃ	মহদুঃ	১৪০	—	২
সুতীক	সুতীক:	১২৫	—	১৩	বক্কা	বক্কা	১৪০	—	২
দ্রষ্টং	দ্রষ্টুং	১২৬	...	৭	চাঃচক	চাঃচক	১৪১	...	২
দান্ত	দান্ত	১২৭	—	২	সংখ্যে	সংখ্যে	১৪১	—	৩
আগন্ত্য	আগন্ত্য	১২৭	—	৫	পূরা	পূরা	১৪১	...	১৩
সংবৈশ্চ	সংবৈশ্চ	১২৮	—	৬	মুদ্রাক	মুদ্রাক	১৪২	...	৭
সার্কং	সার্কং	১২৯	—	৭	রুদন্তী	রুদন্তী	১৪২	...	১০
হুলা	হুলা	১৩০	—	৭	কামিনীকে	কামিনীকে	১৪২	—	১৩
বুদ্ধিভৈ ওপৈ:	বুদ্ধিভৈ ওপৈ:	১৩০	—	৫	সক	সক	১৪২	—	২
স্বপ্নাবস্থা	স্বপ্নাবস্থা	১৩০	...	২	মহুবা	মহুবা	১৪২	—	২
দাহি	দাহি	১৩১	—	৪	কুলেহুৎ	কুলেহুৎ	১৪২	—	২
বিভূষিত:	বিভূষিত:	১৩২	—	১	সঃ	স	১৪৩	—	১
ভাবিত:	ভাবিত:	১৩২	—	১	কৃত্যতিথ্যং	কৃত্যতিথ্যং	১৪৪	—	৮
বস্ত্রো	বস্ত্রে	১৩৩	—	২	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমান	১৪৪	—	১১
বুদ্ধিন	বুদ্ধিনা	১৩৩	...	৮	ভাষ্যা	ভাষ্যা	১৪৪	—	২
সংকেপা	সংকেপা	১৩৪	...	১৬	হব্য	হব্য	১৪৪	—	২
বদ্যং	বদ্যং	১৩৫	—	৬	ভূগ	ভূগ	১৪৫	—	৪
ভদ্রল:	ভদ্রল:	১৩৫	—	২	মুদ্রমন্	মুদ্রমন্	১৪৫	—	১০
শৃণু	শৃণু	১৩৫	—	২	চতুর্দিক	চতুর্দিক	১৪৫	—	১৬
হকৃতিভো	হকৃতিভো	১৩৬	—	৫	পূর্ণকার	পূর্ণকার	১৪৫	—	১৮
যন	যেন	১৩৬	—	৭	নশতি	নশতি	১৪৬	—	১৪
ভবেদ্যথা	ভবেদ্যথা	১৩৬	—	৮	বাক্যতোঃশৃণু	বাক্যতোঃশৃণু	১৪৬	—	২
সমভান্য	সমভান্য	১৩৬	—	১০	পূরা	পূরা	১৪৭	—	৭
স্থিতোহমনিশং	স্থিতোহমনিশং	১৩৭	—	২	চেষ্যং	চেষ্যং	১৪৭	—	৮
সংদে	সংদে	১৩৭	—	১১	জ্ঞা	জ্ঞা	১৪৭	—	১০
কিস্তো	কিস্তো	১৩৮	—	১১	হস্তাদি	হস্তাদি	১৪৭	—	১২

অঙ্ক	অঙ্ক	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অঙ্ক	অঙ্ক	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
গতো	গতো	১৪৭	২	৩	স্থলে	স্থলে	১৬৩		৫
সম্বাদে	সম্বাদে	১৪৭	২	১২	মিতীর্ঘতে	মিতীর্ঘতে	১৬৩	২	১
ভক্তানুকম্পী	ভক্তানুকম্পী	১৪২		৬	উন্নতলং	উন্নতলং	১৬৩	২	৪
কর্তুং	কর্তুং	১৪২		৭	কুক্ষিনাডো	কুক্ষিনাডো	১৬৩	২	১৬
হত্যাদে	হত্যাদে	১৪২		১০	যদগ্নিঃ	যদগ্নিঃ	১৬৪		৩
বদ্ধ	বদ্ধ	১৪২		১৪	অপীয্য বয়সঃ	অপীয্য বয়সঃ	১৬৪		১০
চিত্তা	চিত্তা	১৫০		৯	বুদ্ধা	বুদ্ধা	১৬৫		১
ভূত্ব	ভূত্ব	১৫১		১০	পুংস্তে	পুংস্তে	১৬৭		৬
পূর	পূর	১৫১		১৩	বা	বা	১৬৭		৬
হ্যাতি	হ্যাতি	১৫২		১০	মদবুদ্ধা	মদবুদ্ধা	১৬৭		৩
তদৃষ্টা	তৎ দৃষ্টা	১৫২		১১	তাক্তা	তাক্তা	১৬৯		২
তিষ্ঠেতঃ	তিষ্ঠেতি	১৫০	২	৬	পক্ষা	পক্ষা	১৭০		১
কোশমানাং	কোশমানাং	১৫৩		৮	নাম্না	নাম্না	১৭৩		৩
সম্বাদে	সম্বাদে	১৫৩		১১	ভতে	ভতে	১৭৩		৭
জ্ঞাত্বা	জ্ঞাত্বা	১৫৪		৬	তদদ্ব্যুত	তদদ্ব্যুত	১৭৫		১২
হৃদ্যাক্য	হৃদ্যাক্য	১৫৫		১	নিঃপত্রান	নিঃপত্রান	১৭৬		৩
ত্রবং	এবং	১৫৬		৭	মিত্রাযুদা	মিত্রাযুদা	১৭৭		৭
বপুর্দিষ্টা	বপুর্দিষ্টা	১৫৬		১২	ত্রৈহাব	ত্রৈহাব	১৭৭	২	১
বাহন	বাহন	১৫৬	২	৮	যত্বে	যত্বে	১৭৮		১০
ভুবি	ভুবি	১৫৭		১২	রঘুনন্দন	রঘুনন্দন	১৭৮	২	৮
খণ্ডান	খণ্ডান	১৫৭	২	২	তচ্ছ্রুতা	তচ্ছ্রুতা	১৭৯		১
তত্রাদ্ব্যুত	তত্রাদ্ব্যুত	১৬০		৩	অযোধ্যতা	অযোধ্যতা	১৭৯		১
বেষ্টিতো	বেষ্টিতো	১৬০		৮	পুন	পুন	১৮০		২
যদ্য	যদ্য	১৬০	২	১	ত্বা	ত্বা	১৮১		১১
পুরা	পুরা	১৬১		৩	সুগ্রীবস্তাতি	সুগ্রীবস্তাতি	১৮১	২	১০
সাপস্তাভক	সাপস্তাভক	১৬১		৬	সমুদ্যুক্তঃ	সমুদ্যুক্তঃ	১৮২		৬
ভূত্বা	ভূত্বা	১৬১		৭	বালীন	বালীন	১৮২		৭
ইত্যাক্তো	ইত্যাক্তো	১৬২		৭	পতঙ্গবৎ	পতঙ্গবৎ	১৮২		৮

অঙ্ক	শ্রুতি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অঙ্ক	শ্রুতি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
যুধ্যমানো	যুধ্যমানো	১৮২		১২	সিদ্ধার্থঃ	সিদ্ধার্থঃ	১২১	২	২
বালীনঃ	বালীনঃ	১৮২	২	৩	মহাধা	বুদ্ধা	১২১	২	১০
ভূত্বা	ভূত্বা	১৮২	২	৭	মলকার	মলকার	১২১	২	১৪
ধনুরালম্বা	ধনুরালম্বা	১৮২	২	২	অভিষ্ট	অভিষ্ট	১২১	২	২৭-২
বক্ষঃ	বক্ষঃ	১৮২	২	১১	পূম	পূম	১২২		৩
দুর্বা	দুর্বা	১৮২	২	১২	জুহুয়া	জুহুয়া	১২৩	১	২
লক্ষ্য	লক্ষ্য	১৮২	২	১৩	দাখা	দাখা	১২৩	২	৪
রাজধর্ম	রাজধর্ম	১৮৩		৩	যদ্যদি	যদ্যদি	১২৩	২	৫
দেখিবা	দেখিবা	১৮৩		১০	পাঠ্যভাষ্যঃ	পাঠ্যভাষ্যঃ	১২৩	২	১১
অনয়ামি	অনয়ামি	১৮৩	২	১	নিশ্চেতঃ	নিশ্চেতঃ	১২৫	১	১৪
মহর্ভাষাদাদি	মহর্ভাষাদাদি				হুংখার্তা	হুংখার্তা	১২৬		৩
কতিত্বাৎ	কপিত্বাৎ	১৮৪	২	১৩	পশ্চাদ্যৎ	পশ্চাদ্যৎ	১২৬		১১
তচ্ছ্রুত্বা	তচ্ছ্রুত্বা	১৮৪		১	নির্মলাশ্রামঃ	নির্মলাশ্রামঃ	১২৭		৬
প্রিয়	প্রিয়ঃ	১৮৪		২	মুহ্যন্তো	মুদুযুন্তো	১২৮		১
পদযুক্তমন্	পদযুক্তমন্	১৮৪	২	১	সামীপ্যঃ	সামীপ্যঃ	১২৮		৪
ব্রহ্মন্দনঃ	ব্রহ্মন্দনঃ	১৮৫		৫	তচ্ছ্রুত্বা	তচ্ছ্রুত্বা	১২৮	১	১১
শিক্ত	শিক্ত	১৮৫		১৪	যুথপানঃ	যুথপানঃ	১২৮		১৩
দেহস্বাস্থ্যম	দেহস্বাস্থ্যম	১৮৬		৮	ব্রহ্মপতেঃ	ব্রহ্মপতেঃ	১২৯		২
যদ্যুক্তঃ	যদ্যুক্তঃ	১৮৮		৫	যান্	যান্	১২৯	২	২
মুঠৈ	মুঠৈ	১৮৮		৭	বন্দন্তঃ	বন্দন্তঃ	২০০		২
যুথপৈর্বানরৈঃ	যুথপৈর্বানরৈঃ	১৮৮		১০	হনুমতো	হনুমতো	২০০		২
স্তারয়া	স্তারয়া	১৮৮		১০	কণক	কণক	২০১		৭
জাতুপুত্র	জাতুপুত্র	১৮৮		১২	অজিনস্ব	অজিনস্ব	২০১		১২
সঞ্জয়ন্	সঞ্জয়ন্	১২০		৭	জাম্ববানাম	জাম্ববানাম	২০২		২
মেঘান্তর	মেঘান্তর	১২০		১০	বায়ুপুত্রো	বায়ুপুত্রো	২০২		৫
ভক্ত্যায়	ভক্ত্যায়	১২১		১১	শত্রু	শত্রু	২০২		১১
দাখা	দাখা	১২১		১৪	যুবরাদং	যুবরাজঃ			
বাচেৎ	বাচেৎ	১২১	২	৪	বাসুবন্তঃ	জাম্ববন্তঃ	২০৩		২

ଅନୁକ୍ର	ପ୍ରାକ	ପୃଷ୍ଠା	କଳମ	ପଂକ୍ତି	ଅନୁକ୍ର	ପ୍ରାକ	ପୃଷ୍ଠା	କଳମ	ପଂକ୍ତି
ସଂସ୍କୃତଃ	ସଂସ୍କୃତଃ	୨୦୭		୧୭	ଭୂଆତେ:	ଭୂଆତେ	୨୧୫		୭
ମୁକ୍ତବା:	ମୁକ୍ତବା:	୨୦୭	୨	୫	କୃତ୍ୱା	କୃତ୍ୱା	୨୧୫	୨	୮
କଳକ	କଳକ	୨୦୮		୧୦	କୃତ୍ୱା	କୃତ୍ୱା	୨୧୫	୨	୧୦
ଅବନିକା	ଅବନିକା	୨୦୭		୮	ମେଳିତ୍ୱ	ମେଳିତ୍ୱ	୨୧୫	୨	୧୨
ରାମାୟ:	ରାମାୟ	୨୦୭		୨	ଆମାମତ	ଆମାମତ	୨୧୬		୧୧
କ୍ରମିନ	କ୍ରମିନ	୨୦୭		୧୦	ବକ୍ଷେନ	ବକ୍ଷେନ	୨୧୬	୨	୭
ସନ୍ଧ୍ୟ	ସନ୍ଧ୍ୟ	୨୦୭		୮	କୃତ୍ୱା	କୃତ୍ୱା	୨୧୬	୨	୧୦
ତମସ	ତମସ:	୨୦୭		୬	ବିନିର୍ଭୂତଃ	ବିନିର୍ଭୂତଃ	୨୧୭		୧୩
ସମୁଦ୍ରେତଃ	ସମୁଦ୍ରେତଃ	୨୦୭	୨	୨	ମୁନର୍ବୋ	ମୁନର୍ବୋ	୨୧୮		୮
କଳଃ	କଳଃ	୨୦୮		୧	ମଃ	ମ	୨୧୯	୨	
ସମୁଦ୍ରେତଃ	ସମୁଦ୍ରେତଃ	୨୦୮	୨	୭	ଆନମା	ଆନମ	୨୧୯		୧୬
ଯଦି	ଯଦି	୨୦୯		୬	ଆନୁବାକ୍ତ	ଆନୁବାକ୍ତ	୨୧୯	୨	୬
ହୃଦୋଦ୍ଧୃତୋଽପି	ହୃଦୋଦ୍ଧୃତୋଽପି	୨୧୦		୨	ଆନୁବା	ଆନୁବା	୨୨୦		୭
ଗୃହିତା ଅ:	ଗୃହିତା: ଅ:	୨୧୦		୧୧	ମୁକ୍ତଃ	ମୁକ୍ତଃ	୨୨୦		୬
ସହାଚଳମ୍	ସହାଚଳମ୍	୨୧୧	୨		ଆନୁବାକ୍ତୋ ନମସ୍କାରିତାମି				
ହୁମ୍ପାୟ	ହୁମ୍ପାୟ	୨୧୧		୫	ଆନୁବାକ୍ତୋ ନମସ୍କାରିତାମି	୨୨୧			୮
ଜୟତା	ଜୟତା	୨୧୧		୯	ଚିରେନ	ଚିରେନ	୨୨୦		୯
ଭକ୍ତୋ	ଭକ୍ତୋ	୨୧୧		୮	କାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥ	କାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥ	୨୨୦	୭	୭
ବାହାବାକ୍ତ:	ବାହାବାକ୍ତ:	୨୧୨		୭	ମୁକ୍ତଃ	ମୁକ୍ତଃ	୨୨୦	୨	୮
ସନ୍ତ	ସନ୍ତ	୨୧୩		୨	କିମାୟାହଃ	କିମାୟାହଃ	୨୨୧		୭
ସବନଃ	ସବନଃ	୨୧୩		୭	ରାମ	ରାମଃ	୨୨୨		୮
ସନ୍ଦାନେ	ସନ୍ଦାନେ	୨୧୩		୧୨	ବିଚାର୍ଯ୍ୟ	ବିଚାର୍ଯ୍ୟ	୨୨୨		୧୦
ନାମିନୀ	ନାମିନୀ	୨୧୩		୧୬	ହୁମାନ୍	ହୁମାନ୍	୨୨୨	୨	
ବାନବଃ	ବାନବଃ	୨୧୪		୧	ଭକ୍ତ:	ଭକ୍ତା:	୨୨୩		୫
ନୂର୍ଦ୍ଦାୟକ	ନୂର୍ଦ୍ଦାୟକ	୨୧୪		୬	ହୁମା	ହୁମା	୨୨୩		୬
ସମୁଦ୍ରେତଃ	ସମୁଦ୍ରେତଃ	୨୧୫		୨	ହୁମାନାହ	ହୁମାନାହ	୨୨୩		୧୨
ବୁଦ୍ଧା	ବୁଦ୍ଧା	୨୧୫		୭	ଭୋ	ଭୋ:	୨୨୪	୨	
ତାଦାତ୍ମକ:	ତାଦାତ୍ମକ:	୨୧୫		୯	ନାମକତାତ୍ମକ:	ନାମକତାତ୍ମକ	୨୨୫		୫

অণ্ডকি	তুচ্ছ	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অণ্ডকি	তুচ্ছ	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
সিদ্ধার্থঃ	সিদ্ধার্থঃ	২২৪	...	৭	কেম	কেন	২৪১	...	৬
জলাতর্পণঃ	জলাতর্পণঃ	২২৪	...	১১	মস্ত	মাস্ত	২৪১	...	৭
শৃঙ্গৈঃ	শৃঙ্গৈঃ	২২৪	...	ঐ ১	বালিনঃ	বালিনঃ	২৪১	...	২ ১
তাম্	তাম্	২২৫	...	১	ভো	ভোঃ	২৪১	...	২ ৫
হৃম্ভাঃ	হৃম্ভাঃ	২২৫	...	৫	ভবাম্ভে	ভবাম্ভে	২৪৩	...	১০
হৃদনম	হৃদনম	২২৫	—	১২	হৃদেন্দ্র	হৃদেন্দ্র	২৪৪	...	৫
ভবিষ্যতি	ভবিষ্যতি	২২৬	...	১০	তুর্ঘ্যোষৈ	তুর্ঘ্যোষৈ	২৪৫	...	২ ৪
সঙ্গীনো	সঙ্গীনো	২২৮	...	১	বিভীষণ গম্বী	বিভীষণ গম্বী	২৪৭	...	৪
বেষ্টিত	বেষ্টিত	২২৮	...	১৩	উৎপ্লুতা জলধৌ-				
মহম্	মহম্		উৎপ্লুতা জলধৌ			২৪৬	...
দৃষ্টা	দৃষ্টা	২২৮	...	১-৩-২	মন্ত্রসে	মন্যসে	২৪৭	...	৩
দৃষ্টা	দৃষ্টা	২২৮	...	ঐ ৮	সীতা	সীতাঃ	২৪৮	...	২ ১
দৃষ্টসে	দৃষ্টসে	২২৯	...	১০	বরা	বীরা	২৪৮	...	২ ৭
বাকঃ	বাকঃ	২২৯	...	১৩	নিজগ্ন	নিজগ্ন	২৪৯	...	৮
বঃ	বঃ	২৩০	...	৩	কপি	কপিম্	২৪৯	...	২
অথোপেতা	অথোপেতা	২৩০	...	২	চপটৈ	চপটৈ	২৪৯	...	১১
বাক্যাদগুকা	বাক্যাদগুকা	২৩২	...	১১	কপি	কপি	২৪৯	...	১১
প্রেরয়ামাস	প্রেরয়ামাস	২৩২	...	১১	যুগ্মানতীব	যুগ্মানতীব	২৫০	...	২
পীষঃ	পীষঃ	২৩৩	...	১১	মার্গনাথ	মার্গনাথঃ	২৫০	...	১২
দৃষ্টা	দৃষ্টা	২৩৩	...	৫	বদত	বদতা	২৫২	...	৫
সংজ্ঞাতি	সংজ্ঞাতি	২৩৩	...	১৪	রপ্যগমঃ	রপ্যগমঃ	২৫২	...	১১
বারিধি	বারিধি	২৩৫	...	৭	পরমাশ্রয়	পরমাশ্রয়ঃ	২৫১	...	২ ৫
তুনঃ	পুনঃ	২৩৬	...	১২	যদন্তোন	যদন্তোন	২৫৩	...	৫
হৃম্ভোমতো	হৃম্ভোমতো	২৩৮	...	ঐ ১	রক্ষিতাং	রক্ষিতাঃ	২৫৩	...	২ ২
ক্রোধঃ	ক্রোধঃ	২৩৮	...	ঐ ২	চিন্তাস্তাজ	চিন্তাস্তাজ	২৫৩	...	২ ১০
প্রেরয়ামাস	প্রেরয়ামাস	২৩৮	...	ঐ ৬-৮	প্রকারে	প্রকারে	২৫৩	...	২ ১৬
পদাঙ্কঃ	পদাঙ্কঃ	২৪০	...	১	গচ্ছামে	গচ্ছামে	২৫৫	...	২
—	—	২৪০	...	২	সলিলাভাষ	সলিলাভাষ	২৫৬	...	২ ৫

অঙ্ক	ভুক্তি	পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি	অঙ্ক	ভুক্তি	পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি
৩৪২	৩৪২	২৫৮	...	২	ইতুকা	ইতুকা	২৭০	...	৪
নাকুওর	নাকুওর	২৫৮	...	৫	দষ্টা	দষ্টা	২৭০	...	৪
যাস্তামহে	যাস্তামহে	২৫৯	...	৫	ইত্যাকোপ	ইত্যাকোপ	২৭২	...	১
আদেশকরণ	আদেশকরণ	২৫৯	...	২৪	বিফাতে	বিফাতে	২৭৩	...	৪
বিভোক্তাঃ	বিভোক্তাঃ	২৬০	...	৮	ভদ্রে	ভদ্রে	২৭৩	...	২
তাবদ্রুতঃ	তাবদ্রুতঃ	২৬০	...	২	৪	তস্যাতঃ	তস্যাতঃ	২৭৪	...
বিমোক্ষসে	বিমোক্ষসে	২৬০	...	২	৫	লবধ	লবধ	২৭৪	...
গতে	গতে	২৬০	...	২	৭	বভীষণ-তাজিম্	বভীষণ-তাজিম্	২৭৫	...
অনার্যেণ	অনার্যেণ	২৬০	...	২	৩	শুক	শুক	২৭৫	...
যোহন্ত	যোহন্ত	২৬১	...	৫	জুকে	জুকে	২৭৫	...	৫
মেদেন	মেদেন	২৬১	...	১০	ভুক্তঃ	ভুক্তঃ	২৭৬	...	১৭
ভ্রাতা	ভ্রাতা	২৬১	...	৫	ভোক্তাঃ	ভোক্তাঃ	২৭৬	...	২
শূন্যোভোষঃ	শূন্যোভোষঃ	২৬৩	...	৮	অবিচায়েব	অবিচায়েব	২৭৬	...	২
রপাণীয়াংচ	রপাণীয়াংচ	২৬৫	...	৭	তাবদাদা	তাবদাদা	২৭৭	...	৩
পুরুষ	পুরুষঃ	২৬৫	...	২	২	পূতাস্তা	পূতাস্তা	২৭৮	...
সমুজি	সমুজি	২৬৫	...	২	৫	মুদকাদোঃ	মুদকাদোঃ	২৭৯	...
যোগাথঃ	যোগাথঃ	২৬৫	...	২	৬	তরুংকোংপাটা	তরুংকোংপাটা	২৭৯	...
প্রমিত্তা	প্রমিত্তা	২৬৬	...	৭	জয়যোজসা	জয়যোজসা	২৮০	...	৭
					তচ্ছ্রুতা	তচ্ছ্রুতা	২৮১	...	১১
হীতো	হীতো	২৬৬	...	৭	মুযুজাস	মুযুজাস	২৮২	...	২
পঠেদাস্ত লিখেদা পঠেদাস্ত লিখেদাঃ	পঠেদাস্ত লিখেদা পঠেদাস্ত লিখেদাঃ	২৬৬	...	২	১	নমস্তু	নমস্তু	২৮২	...
তাবদ্রাজ্যঃ	তাবদ্রাজ্যঃ	২৬৬	...	২	৭	খৈল	খৈল	২৮২	...
স্তম্ব	স্তম্ব	২৬৬	...	২	১১	খৈল	খৈল	২৮২	...
পরিষজ্য	পরিষজ্য	২৬৬	...	২	১২	শক্তি	শক্তিঃ	২৮২	...
মুখ্যঃ	মুখ্যঃ	২৬৭	...	২	২	যুকে	যুকে	২৮৩	...
যুখৈঃ	যুখৈঃ	২৬৭	...	২	২	মহাসত্তঃ	মহাসত্তঃ	২৮৩	...
মবীঃ	মবীঃ	২৬৭	...	২	২	হরেন্তনো	হরেন্তনোঃ ॥ ২ ॥	২৮৩	...
দহমো	দহমো	২৬৯	...	৩	৩	বিফঃ	বিফঃ	২৮৪	...
নিপাত্যতাম	নিপাত্যতাম	২৬৯	...	২	২	গ্রহীতকামঃ	গ্রহীতকামঃ	২৮৪	...

অঙ্ক	শক্তি	পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি	অঙ্ক	শক্তি	পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি
রথোপা	রথোপাস্তে	২৮৪	...	৮	মৃত্তা বসায়	মৃত্তা বসায়	৩০৬	...	৬
বায়ুগেণ	বায়ুবেগেন	২৮৫	...	৭	মুক্তিভঃ পুন	মুক্তিভঃ পুন	৩০৬	...	৩
বাগ্নিমত	বাগ্নিমৎ	২৮৮	...	৭	বুদ্ধা	বুদ্ধা	৩০৬	...	১০
প্রযো	প্রযো	২৮৮	...	৮	বিস্তর	বিস্তর	৩০৬	...	১৬
ভুতং	ভুতং	২৮৮	...	১০	বিমৃঢ়া	বিমৃঢ়া:	৩০৭	...	৩
যোজনায়তম	যোজনায়তম্	২৮৯	...	৬	কহিরাণেন	কহিরাহিণেন	৩০৮	...	৯
হনুমা-বজা	হনুমা-বজা	২৯০	...	১২	মজদ	মজদ	৩০৮	...	১০
সঃ	স	২৯১	...	২	যুগপৈঃ	যুগপৈঃ	৩০৮	...	২
পদম	পদম্	২৯৪	...	৪	প্রোশান্ত	প্রোশান্ত	৩০৯	...	১১
সম্বাদে	সম্বাদে	২৯৪	...	৯	বিবিশুদ্ধতঃ	বিবিশুদ্ধতম্	৩০৯	...	১০
অযুগ্মার্থঃ	অযুগ্মার্থঃ	২৯৫	...	৫	গ্রহবিভাঃ	গ্রহবিভাঃ	৩১১	...	৫
দাক্ষ্যতঃ	দাক্ষ্যতঃ	২৯৬	...	৬	পরিষাশ্বয়ন	পরিষাশ্বয়ন	৩১১	...	৬
বানরান	বানরান্	২৯৭	...	১১	শৃগু	শৃগু	৩১২	...	৪
বিশ্বাস্যিকি	বিশ্বাস্যিকি	২৯৮	...	২	কোণী-কচিন্	কোণী কচিং	৩১২	...	১২
বক্রণে	বক্রণে	২৯৮	...	৯	নিধনায়চ	নিধনায়চ	৩১২	...	১১
স্বরস্তোত্র	স্বরস্তোত্র	২৯৮	...	১১	বগৈঃ সুরীষগৈঃ	বাসৈঃ-সুরীষগৈঃ	৩১৩	...	৫
রামস্তং	রামস্তং	২৯৯	...	১০	যোক্তঃ	যোক্তঃ	৩১৪	...	২
শেবঃ	শেবঃ	৩০১	...	৪	নিশ্চকামাথ	নিশ্চকামাথ	৩১৪	...	৭
মারা	মার্যং	৩০১	...	১৫	পঞ্চাশ্রায়ান্মোক্ষমে	পঞ্চাশ্রায়ান্মোক্ষমে	৩১৫	...	৭
সৌমিত্রঃ	সৌমিত্রিং	৩০২	...	৫	অস্ত্র সস্ত্র	অস্ত্র সস্ত্র	৩১৪	...	১৫
বৃথপাঃ	বৃথপাঃ	৩০৩	...	৬	ভোষদঃ	ভোষদঃ	৩১৫	...	১১
ঈব	ঈব	৩০৩	...	৬	আহর	আহরং	৩১৫	...	৩
লোচনঃ	লোচনঃ	৩০৪	...	৮	রঘুভ্রমম্	রঘুভ্রমম্	৩১৫	...	৪
শত্রুঃ	শত্রুঃ	৩০৪	...	২	সম্বর্তকো	সম্বর্তকো	৩১৭	...	৪
বুদ্ধেভাঃ	বুদ্ধেভাঃ	৩০৪	...	১১	যুক্ত	যুক্ত	৩১৮	...	১
দীর্ঘকালঃ	দীর্ঘকালঃ	৩০৪	...	১৩	সমীপস্তে	সমীপস্তে	৩১৮	...	৪
মুহুর্ষুঃ	মুহুর্ষুঃ	৩০৪	...	৩	সংরক্ষো	সংরক্ষো	৩১৮	...	১
মুহুর্ষুঃ	মুহুর্ষুঃ	৩০৫	...	৬	বাহুভাঃ	বাহুভাঃ	৩১৮	...	৭
					বর্ততে	বর্ততে	৩১৯	...	৩

ଅନୁକ୍ର	ପଦ	ପୃଷ୍ଠା	କଲମ	ପଂକ୍ତି
ଜାଞ୍ଜାଲ୍ୟାମାନ	ଜାଞ୍ଜାଲ୍ୟାମାନ	୩୧୨	...	୨
କାନ୍ଧିକ	କାନ୍ଧିକ	୩୧୨	...	୨
ଭାବନାପତ୍ର	ଭାବନାପତ୍ର	୩୨୦	...	୨
ବିଷ୍ଣୁଦେବୀ	ବିଷ୍ଣୁଦେବୀ	୩୨୦	...	୨
ନିବାରଣତ୍ୱ	ନିବାରଣତ୍ୱ	୩୨୨	...	୨
ଯୋଗୀଶ୍ୱରୀ ତତ୍ତ୍ୱ	ଯୋଗୀଶ୍ୱରୀ-ତାତ୍ତ୍ୱ	୩୨୩	...	୨
ନୈବେଦ୍ୟ	ନୈବେଦ୍ୟ	୩୨୪	...	୮
ସୁନାମ	ସୁନାମ	୩୨୪	...	୨
ଚିତାଂ	ଚିତାଂ	୩୨୫	...	୮
ସର୍ବମକୋ	ସର୍ବମକୋ	୩୨୫	...	୧୦
ହର୍ଷ	ହର୍ଷ	୩୨୫	...	୨
ପୂଜାମାନୋ	ପୂଜାମାନୋ	୩୨୬	...	୨
ହର୍ଷଗନ୍ଧରା	ହର୍ଷଗନ୍ଧରା	୩୨୭	...	୨
ହତଶକ୍ତଂ	ହତଶକ୍ତଂ	୩୨୭	...	୨
ଶିବିକାକ୍ରାନ୍ତ	ଶିବିକାକ୍ରାନ୍ତ	୩୨୮	...	୮
ନିହତୋ	ନିହତୋ	୩୩୧	...	୬
ବନଧଂ	ବନଧଂ	୩୩୧	...	୮
ସଦ୍ୱ	ସଦ୍ୱ	୩୩୧	...	୬
ଭୁବି	ଭୁବି	୩୩୧	...	୮
ଶିଳକଳ	ଶିଳ	୩୩୨	...	୧
ଅତିବିଷ୍ଣୁ	ଅତିବିଷ୍ଣୁ	୩୩୩	...	୨
ବରାତଂ	ବରାତଂ	୩୩୩	...	୬
ଅରଚକ୍ତ	ଅରଚକ୍ତ	୩୩୪	...	୫
ଉପବାନ୍	ଉପବାନ୍	୩୩୫	...	୬
ହିମାନ୍ତଂ	ହିମାନ୍ତଂ	୩୩୫	...	୮
ଲଜ୍ଜାମାନଂ	ଲଜ୍ଜାମାନଂ	୩୩୬	...	୧
ମଳିନଂ	ମଳିନଂ	୩୩୭	...	୨
ଭୂତାନାଂ	ଭୂତାନାଂ	୩୩୮	...	୮

ଅନୁକ୍ର	ପଦ	ପୃଷ୍ଠା	କଲମ	ପଂକ୍ତି
ଚୁଷକ	ଚୁଷକ	୩୪୦	...	୨
ମାତ୍ୟା	ମାତ୍ୟା	୩୪୩	...	୧୦
ନିର୍ଗାନ୍ତ	ନିର୍ଗାନ୍ତ	୩୫୩	...	୧୨
ଜାୟନ୍ତଂ	ଜାୟନ୍ତଂ	୩୫୫	...	୧

ତତୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣମାମାଦ୍ୟ ବୈଦେହୀଂ ନାମ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ ।

ଆତ୍ମବାଦୟତ ଶ୍ରୀତୋ ଭରତଃ ପ୍ରେମବିହ୍ୱଳଃ ॥ ୮୫ ॥

ସଂସୃତଃ	ସଂସୃତଃ	୩୫୭	...	୧
ଶୁକ୍ଳା	ଶୁକ୍ଳା	୩୫୭	...	୬
ଦ୍ରବ୍ୟ	ଦ୍ରବ୍ୟ	୩୫୭	...	୭
ପାଣିସ୍ୟ	ପାଣିସ୍ୟ	୩୫୮	...	୬
ନିନାଦେଶ	ନିନାଦେଶ	୩୫୮	...	୨
ଚରଣୋ	ଚରଣୋ	୩୫୯	...	୨
ନିର୍ଭସି	ନିର୍ଭସି	୩୫୯	...	୧୩
କ୍ରତୁ	କ୍ରତୁ	୩୫୯	...	୬
ଗିବେଶ	ଗିବେଶ	୩୫୯	...	୭
ଆକ୍ତି	ଆକ୍ତି	୩୫୯	...	୧୦
ମତା	ମତା	୩୫୯	...	୫
ଭୂଂକ୍ତ୍ୟ	ଭୂଂକ୍ତ୍ୟ	୩୫୭	...	୧
ଶତ୍ରୁ-ଧର୍ଷିତୋ	ଶତ୍ରୁ-ଧର୍ଷିତଃ	୩୫୭	...	୧
ସଂଗ୍ରହ	ସଂଗ୍ରହ	୩୫୭	...	୮
ଭୂଷା	ଭୂଷା	୩୬୦	...	୧୧
ମଧୁପର୍ବଣୀ	ମଧୁପର୍ବଣୀ	୩୬୧	...	୨୦
ମନ୍ଦୋ	ମନ୍ଦୋ	୩୬୧	...	୮
ବ୍ରାହ୍ମଣଃ	ବ୍ରାହ୍ମଣଃ	୩୬୨	...	୫
ଅସଂସ୍କୃତି	ଅସଂସ୍କୃତି	୩୬୨	...	୧୭
ନତୀମ୍ନାମି	ନତୀମ୍ନାମି	୩୬୪	...	୧୬
ଶୂର୍ପଣା	ଶୂର୍ପଣା	୩୬୪	...	୧୧
ହୃଦିଷ୍ଟିତୋ	ହୃଦିଷ୍ଟିତୋ	୩୬୫	...	୮

অঙ্ক	শক্তি	পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি	অঙ্ক	শক্তি	পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি
পরিষদ্য	পরিষদ্য	৩৬৭	২	১২	প্রাণী	প্রাণী	৩২০		৮
বাধ	বাধ	৩৬৮		৫	এষঃ	এষ	৩২০	২	৬
শ্রু	শ্রু	৩৬৮		২	বুড়ি	বুড়ি	৩২১		৫
শ্রু	শ্রু	৩৬৮		১১	বকত্র	বকত্র	৩২১		১০
তুঙ্গা	তুঙ্গা	৩৬৮	ঐ	১	হহজ	হহজ	৩২১	ঐ	৫
কালথঞ্জ	কালথঞ্জ	৩৬৯		১৭	কুহি	হপাকুহি	৩২১	ঐ	৬
সর্কেত্রবন্ডে	সর্কেত্রবন্ডে	৩৬৯	ঐ	২	অন	অন	৩২২		১
মেটাদ্যমঃ	মেটাদ্যমঃ	৩৭১		২	ম্য	ম্য	৩২৪		৪
পিবন্ত্যমৃত	পিবন্ত্যমৃত	৩৭১	ঐ	২	রাবন	রাধন	৩২৪		১০
তুহুজ	তুহুজ	৩৭১	ঐ	৫	বদীদং	বাদীদং	৩২৪	ঐ	৫
ময়স্যা	ময়স্যা	৩৭২	ঐ	১৬	ঠেদ্য	ঠেদ্যম	৩২৫	ঐ	১
দেশেহজ	দেশেহজ	৩৭৩	ঐ	৮	হর্ষ	হর্ষ	৩২৫	ঐ	১১
সাহায্যার্থে	সাহায্যার্থে	৩৭৪	ঐ	১	হুর্ধ্বো	হুর্ধ্বো	৩২৬		১২
ইত্যুক্তো	ইত্যুক্তো	৩৭৪	ঐ	২	ইত্যুক্তো	ইত্যুক্তো	৩২৬	ঐ	৪
ক্রিয়া নেব	ক্রিয়ানেব	৩৭৪	ঐ	২	ভাষ্যা	ভাষ্যা	৩২৬	ঐ	১৫
জগদধারঃ	জগদধারঃ	৩৭৬		১২	গৃনে	গৃহে	৩২৮		১২
যোদ্ধকামঃ	যোদ্ধকামঃ	৩৭৮	ঐ	২	তর	তরং	৩২৮	ঐ	১
পরান্নান	পরান্নানং	৩৭৯		১	লাগ্নীকে	বাগ্নীকে	৩২৮	ঐ	৪
ভম	ভম্	৩৭৯	ঐ	৬	ক্রকঃ	ক্রক	৪০০		৫
দীত	দীত	৩৮১	ঐ	৫	রাধবঃ	রাধবঃ	৪০১		৫
প্রোচো	প্রোচ	৩৮২		২	নিধিখ্যাসনানন্ত নিধিখ্যাসনানন্তর ৪০১				১৪
ইত্যুক্তঃ	ইত্যুক্তঃ	৩৮২		৭	দিভো	দিভো	৪০১	ঐ	৭
বীশো	বীশো	৩৮৪	ঐ	২	শ্রুবিবর	শ্রুবিবর	৩৫৬	ঐ	১৭
ত্যানাতানা	ত্যানা	৩৮৭	ঐ	২	সাত্তা	সাত্তা	৪০১	ঐ	১৫
ঘোতী	ঘোত	৩৮৭	ঐ	১৭	অবেগক	অবেগক	৪০২		৮
অতাতং	অতাতং	৩৮৮	ঐ	১০	বাগ্নীকিং	বাগ্নীকিং	৪০২	ঐ	৩
সদৃশং	সদৃশং	৩৯০	ঐ	১	গেরার	গেরার	৪০২	ঐ	১
জানারে	জানারে	৩৯০	ঐ	৭	৪০২ হুয়ের পাতার ২৩ নৌকের পর যে নৌক আছে তাই হইবে না।				

অন্তঃ	তত্ত্ব	পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি	অন্তঃ	তত্ত্ব	পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি
মমাস্রম	মমাস্রম	৪০৩		১১	সম্মিত	সম্মিত	৪২৪		১২
জাঠৈব	জাঠৈব	৪০৫		২	বিজি	বিজি	৪২৫		৩
অধার	অধার	৪০৬	২	১৩	বনঃ	মহাবলঃ	৪২৫		৬
পরিশুদ্ধাস্তরো	পরিশুদ্ধাস্তরো	৪০৭		২	আপতোহস্মি মহাতেজ আগতোহস্মি মহাভুজঃ।	}	৪২৫		১০
সংহিতম্	সংহিতম্	৪০৭	ঐ	৫					
আনৈষ্য	আনৈষ্য	৪০৮		১	গমনা বিজি	গমনে বিজি	৪২৫		১১
পুরুষঃ	পুরুষঃ	৩০৮		১	৩০	৩১	৪২৫		১
মগাশাসি	মগাশাসি	৪০৮		২	৩১	৩২	৪২৫	২	৪
মেবাধিগম	মেবাধিগমা	৪০৮	ঐ	১	৩২	৩৩	৪২৫	ঐ	৮
পুণ্য	পুণ্য	৪০৮		১০	৩৩	৩৪	৪২৫	ঐ	১২
পুষ্করাবতী	পুষ্করাবতী	৪০৯		১৮	শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধা	৪২৫		১
হরিম্	হরিম্	৪১০		৮	মা মৃষ	মা মৃষা	৪২৫	ঐ	১৪
লক্ষণম্	লক্ষণম্	৪১১	ঐ	২	বান	বানর	৪২৬		৬
বিসজ্জিতঃ	বিসজ্জিতঃ	৪১১	ঐ	৮	যন্ময়ি	সন্ময়ি	৪২৬		১২
সসাত্তো	সসাত্তো	৪১২	ঐ	২	অনন্তর	অনন্তর	৪২৬		২৬
কার্যাস্তরে	কার্যাস্তরে	৪১৫		১	দক্ষেকণ	দক্ষেকণ	৪২৬	ঐ	৯
ভুক্তা	ভুক্তা	৪১৬		৭	দ্রী	দ্রী	৪২৬	ঐ	১০
ইচ্ছা	ইচ্ছা	৪১৬		১৫	৩৪	৩৫	৪২৬	২	১০
সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত	৪১৬		১৭	৩৫	৩৬	৪২৬		৬
অবাস্থা	অবাস্থা	৪১৬	ঐ	৩	৩৬	৩৭	৪২৬		১০
দাহু	দাহু	৪১৭		২	৩৭	৩৮	৪২৬	ঐ	২
মৈবে	মৈবে	৪১৮		১	কান্তিঃ ॥	কান্তি ॥ ৩৯ ॥	৪২৬	ঐ	৬
মাণো	মাণো	৪১৮		৩	৩৮	৩৯	৪২৬	ঐ	১০
সহা	সহা	৪১৯	ঐ	৩	শাস্ত্রানি শাস্ত্রানি শাস্ত্রানি শাস্ত্রানি	৪২৭			১
পতিতস্তাঃ	পতিতস্তাঃ	৪২১		৬	জগদুক্ত বিগ্রহো জগদুক্ত বিগ্রহো	}	৪২৭		৩
দন্তিতাম্	দন্তিতাম্	৪২২	ঐ	৬					
শত্রুয়া	শত্রুয়া	৪২২	ঐ	১৩	বিগ্রো	বিগ্রো	৪২৭		৩
নির্বাণং	নির্বাণং	৪২৩		৬	৩৯	৪০	৪২৭		৪

অঙ্ক	ভূমি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অঙ্ক	ভূমি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
পূর্বজনবাসীরা	পূর্ববাসীজনেরা	৪২৭	২	১৬	ভবাবি	ভবাবি	৪৩২		৯
কিবুদ্বা	কিবুদ্বা	৪২৭	ঐ	১৮	নাথ	নাথ	৪৩২		১১
৬৮	৬৭	৪৩২		১২	স্বরূপম	স্বরূপম	৪৩২		১৪
ঐতীনাং সাক্ষিঃ	ঐতীনাং সাক্ষিঃ	৪২৭		৫	ময়ত	ময়ত	৪৩২	২	৫
স্ববিস্তৃত	স্ববিস্তৃত	৪২৮	ঐ	২১	দম্ব	দম্ব	৪৩২		৫
তং	তে	৪২২	ঐ	৭	সৈজ্যস	সৈজ্যস	৪৪০		১৩
শক্রদরো	শক্রদরো	৪৩০		১১	অককার	অককার নাশকরিতে	৪৪০		১৫
সুস্তাব	সুস্তাব	৪৩১	ঐ	২	বিভূতিদ	বিভূতিদঃ	৪৪০	ঐ	৪
সান্তানিকান্যাস্ত	সান্তানিকান্যাস্ত	৪৩১		১২	তাপশ	তাপস	৪৪০	ঐ	১২
দেবর্ষি	দেবর্ষি	৪৩১		১১	সুখাং	সুখা	৪৪১		২
কলের	কলের	৪৩১	ঐ	২৭	ধর্মী	ধর্ম	৪৪১		২
সজাঃ	সংজাঃ	৪৩২		১২	জুগুয়াদ	জুগুয়াদ	৪৪২	ঐ	৫
সান্তনিকা	সান্তনিক	৪৩২		১২	রামান্তিকি	রামাং কিঞ্চি	৪৪২	ঐ	১৩
৩৭	৪৭	৪২৮		৬	শ্রেষ্ঠ	শ্রেষ্ঠ	৪৪২	ঐ	২৭
স্পৃষ্টা	স্পৃষ্টা	৪৩২	ঐ	২	প্রভঞ্জন	প্রভঞ্জন	৪৪৩		৪
রঞ্জঃ	রহা	৪৩২	ঐ	২	যতিপ্রভ জনমুত তত্ত্ব যোগিজ্ঞান কথিত—ইহার পরিবর্তে				
স্থানস্বয়	স্থানান্তর	৪৩২	ঐ	১১	“মুনীন্দ্রাগণ কর্তৃক উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত পরম তত্ত্ব পবনতনয়				
নয়কস্তাসা	নায়কস্ত	৪৩৩		১	হুম্যান্ যাহার সমুখে ব্যক্ত করিতেছেন”—হইবে				
সংস্কৃত মে	সংস্কৃতং মে	৪৩৩	ঐ	৪	বুদ্ধা	বুদ্ধা	৪৪৫	ঐ	৪
নমস্কার	নমস্কার	৪৩৪		১৩	ধর্ম্য	ধর্ম্য	৪৪৫		৬
সর্বশাস্ত্রের	সর্বশাস্ত্রের	৪৩৪		২০	তিনিষ্ঠিতঃ	নিষ্ঠিতঃ	৪৪৫		৮
সৌমিত্র	সৌমিত্রি	৪৩৫	ঐ	৮	তীক্ষণ	তিতিক্ষণ	৪৪৫	ঐ	১৭
ত্রাকৃত	হ্রতালকৃত	৪৩৫	ঐ	১৪	চিত্রকূট	চিত্রকূট	৪৪৬	ঐ	১৫
বীর্ঘাং	বীর্ঘাং	৪৩৬	ঐ	৩	বশিষ্ঠাদি	বশিষ্ঠাদি	৪৪৬	ঐ	১৮
ভর্গঃ	ভর্গাং	৪৩৬	ঐ	৯	নেকাণ্ড	মেকাণ্ড	৪৪৭		৬
কোশল্যেয়ং	কোশল্যেয়ং	৪৩৭	ঐ	৮	গমন্ত	গমন্	৪৪৭		১৩
নিরবং	নিরবদ্য	৪৩৮		১৮	হৃদ্যাক্তান্ত	হৃদ্যাক্তান্	৪৪৭	ঐ	৫
জানকীং	জানকী	৪৩৮	ঐ	১২	নিবসতা	নিবসতা	৪৪৭	ঐ	৮

অশুদ্ধি	ভুক্তি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অশুদ্ধি	ভুক্তি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
মুক্তিভঃ	মুক্তিভঃ	৪৪৭	২	১০	প্রনরা	প্রণরাদ্	৪৪৮	২	৬
ভষাক্যং	ভষাক্যং	৪৪৭	ঐ	১৪	অগ্রীব	অগ্রীবঃ	৪৪৮	ঐ	১১
গৃথং	গৃথং	৪৪৮		৪	প্রেক্য চাহিৎ	প্রেক্য চাহি	৪৪৮	ঐ	১৩
চারিণীমং	চারিণীম্	৪৪৮		১০	রামাফি	রামাফিক	৪৪৮		
রাঘবমং	রাঘবম্	৪৪৮		১১	রামর	বানর	১২০		
					সীতা ও লক্ষ্মণের	লক্ষ্মণের	১২১		১৫

শুদ্ধিপত্র সমাপ্ত ।



সূচিপত্র ।

প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।	প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।
উমামহেশ্বর সন্বাদ	১	জটায়ুর সহিত কথা ও রাম লক্ষ্মণের কণোপ- কথন	১৩৩ ১৩৭
শ্রীরামচন্দ্র	৬	শর্পণখার নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন	১৩৮ ১৪৩
রামাবতারোৎপত্তি	১৩	রাবণ মারীচ সন্বাদ	১৪৪ ১৪৭
অম্বাশ্রদ্ধোপাখ্যান	১৬	অর্ণবমৃগাশ্বেষণে রামের গমন সীতার কটুবচনে লক্ষ্মণের তথ্য হইতে গমন ভিক্ষুক বেশে রাবণের আগমন ও তৎকর্তৃক সীতা হরণ	১৪৮ ১৫৩
রামাদির উৎপত্তি	২০	সীতার অদর্শনে রামের বিলাপ ও জটায়ু মুখে সীতাহরণের কথা শ্রবণ ও জটায়ুর মৃত্যু	১৫৪ ১৫৯
বিশ্বামিত্রের সহিত বামচন্দ্রের বনগমন ও তারকাবধ	২১	কবন্ধ বধ	১৬০ ১৬৫
মসিন্দা মারীচ সুরাত্ব নিধন বিবরণ অর্ধ- ল্যার শাপমোচন ও তৎকৃত শ্রীরাম- চন্দ্রের স্তবকথন	২৪	শবরীর উপাখ্যান	১৬৫ ১৬৯
কংধবুর্ভঙ্গ ও রামাদির বিবাহ	৪০	অম্বামুক পর্কতে বানবাদি দর্শন ও শুক্রীরের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মৈত্রতা	১৭০ ১৭৮
পরশুরামের পরাজয় ও রামাদির অযোধ্যা নগরে নিবাস	৪৬	সংক্ৰান্তাল বেষ ও বালি বর্ষ	১৭৮ ১৮৩
রাম নারদ সন্বাদ	৫১	রাম তারি সন্বাদ	১৮৫ ১৯০
বশিষ্ঠের সহিত দশরথের ও কৈকেয়ীর সহিত মন্থরার মন্ত্রণা	৫৫	রাম লক্ষ্মণের কণোপকথন	১৯০ ১৯৫
কৈকেয়ীর সহিত দশরথের কথা ও কৈকেয়ী কর্তৃক রামের বনগমনে বর প্রার্থনা	৬৩	সুগ্রীবের উপেক্ষাদর্শনে রামের ক্রোধ প্রকাশ ও লক্ষ্মণের কিকিদ্ধাপুরীতে গমন	১৯০ ১৯৫
রাম স্মৃতি সন্বাদ ।	৬৯	সীতাশ্বেষণে বানর গণের গমন ও যোগিনী সন্বাদ	২০১ ২০৮
লক্ষণ ও সীতার সহিত শ্রীরামের বন গমন শুভ্রকের সহিত মৈত্রতা ।	৭৭	বানর গণের খেদ ও সম্প্রতিদর্শন	২০৯ ২১৩
শুভ্রকের বিদায়, ভরদ্বাজ মুনির চরণ বন্দনা করিয়া চিত্রকূট পর্বত সমীপে বাল্মি- কীর আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন	৮৪	সম্প্রতির পূর্বরূপান্ত	২১৪ ২১৮
শ্রমজ্ঞের অযোধ্যায় আগমন, দশরথের অন্ধ মুনিকৃত অভিষাপের কথন ও মৃগতির মৃত্যু এবং ভরতের আগমন	৯২	মাগর দর্শনে বানর গণের শঙ্কা	২১৯ ২২১
ভরতের রামচন্দ্রকে লইয়া আসিতে বন গমন	১০৩	হনুমানের সাগর লঙ্ঘন	২২৩ ২২৬
রাম ও ভরতের কণোপকথন	১০৯	হনুমানের অশোকবনে প্রবেশ সীতাদর্শন এবং তথায় রাবণের সীতাবধে উদ্যোগ	২২৭ ২৩১
রামাদির দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ ও বিরোধ রূপান্ত	১১৮	সীতা ও হনুমানের কণোপকথন	২৩২ ২৪০
শরভজাত্রে গমন স্মৃতিক এবং অগস্ত্য মুনির আতিথ্য গ্রহণান্তর রামাদির পঞ্চবটী বনে গমন	১২৩	পাশবদ্ধ হইয়া রাবণ সতীর হনুমানের প্রবেশ তৎকৃত পরিচয় প্রদান ও হৃ- দয়াম কর্তৃক লঙ্কাদাহ	২৪০ ২৪৬

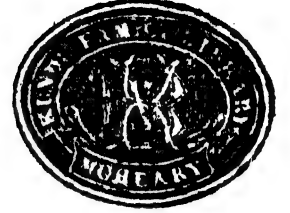
প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।	প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।
জানকীর সহিত মারুতীর কাণোপবৎন	১১২	বাণ বধে দেবগণ কর্তৃক রামচন্দ্রের স্তোত্র	৩৪৭
সীতার নিকটে বিদায় লইয়া আগমন ও বানর গণের মধুবনে প্রবেশ রামাদির নিকটে সীতা দর্শনের কথা প্রকাশ সমুদ্রতীরে শ্রীরামচন্দ্রের শিবির স্থাপন	১১৩	ভবতের আক্ষেপ ও রামাভিষেকার্থ ঋষিগণের আগমন, মহাদেব, পিতৃগণ ও গন্ধর্ষ- গণের স্তোত্র যথাযোগ্য সংকার পূর্বক অঙ্গদ, বিভীষণাদির স্ব পৃথুনে গমন	৩৫৫
মন্ত্রিগণের সহিত রাবণের মন্ত্রণা বিভীষণ বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অবমাননা ও বিভীষণের শ্রীরাম নিকটে আশ্রয়	১৫৮	অযোধ্যা নগরে ঋষিগণের আগমন অগস্ত্যা কর্তৃক রাবণের পুত্রপুরুষের ও রাবণ কুন্তলাদির ব্রহ্মাস্ত্র বণন	৩৬০
বিভীষণের সহিত মিত্রনা সাগরের মূর্তি- ধারণ করিয়া আগমন ও তৎকর্তৃক শ্রীরাম চন্দ্রের স্তব	১৬৩	বালিগ্রীবে কাকত্যা	৩৬২
নন্দ বানর কর্তৃক সমুদ্রবন্ধন ও শুক বাণ বন্দ্যাদি শব্দে অপমান ও ব্রাহ্মণমূর্তি ধারণ, মালা- বানের হিতবচনে রাবণের অশঙ্কা উভয় পক্ষে যুদ্ধ ও অতিকার বধ	১৭৫	নাবদ রাবণের কথা পুষ্পকরথের প্রস্থান সীতারামের কথা বাস্তা ও সীতা বর্জন	৩৭৮
লক্ষ্মণের শক্তিশেল, কালমেঘি প্রবণ সম্বাদ হনুমান কর্তৃক কালমেঘি বধ, লক্ষ্মণের চৈতন্য	১৮৭	লক্ষ্মণ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের শরদ্র কর্তৃক লবণাস্রব বধ, শ্রীরামের অহমেধ বন্দ, কুশ বান্দীকির কথাবাণী	৩৮৪
কুম্ভকা বধ	২২৫	বানের নিকটে কুশলবেব রামায়ণ গান, সীতার সহিত পুনস্কার মনিবরের তথায় আগমন এবং বাধ্যকি কর্তৃক বলকবীর পরিচয় প্রদান	৪০১
ইন্দ্রজিৎ বধ	২৩১	কালেব আগমন, শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা ও লক্ষ্মণ বর্জন	৪০২
রাবণের গোপনে আঁহতি প্রদান বানরগণ কর্তৃক যজ্ঞ ভঙ্গ ও মন্দোদরীর অপ- মান এবং উভয়ের কথাবাণী	২০৮	কুশ লবকে বাজ্য প্রদান, কামরূপী বানরগণের আবির্ভাব, বিভীষণ ও মাকতি বাতীত মকলের শ্রীরামচন্দ্রাদির সহিত গমন, সরযু নদীর তলে মকলের কলেবর তাপ, পুষ্করপ পারণ, দেবগণের স্তব	৪২০
রাম রাবণের যুদ্ধ ও রাবণ বধ	৩১৪	শ্রীরামচন্দ্রের স্তব	৪৩৭
সমুদ্র তীরে শিবিকারোহণে সীতার আগমন ও সীতার অগ্নি পরীক্ষা	৩২২	সংক্ষিপ্ত রামায়ণ রামাষ্টক নায়ায়ণ স্তব	৪৪৪
দ্রুমা ও ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তব ও তথায় দেববেশে দশরথের আগমন	৩৩১		৪৫৫
ইন্দ্রপ্রেরিত পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া রামাদির গমন, পথিমধ্যে ভরদ্বাজ, গুহক ও ভরতের নিকটে আগমন বাণী প্রদান	৩৩৮		

বিজ্ঞাপন ভূমিকা ।

ব্রহ্মাও পুরাণাস্তর্গত সপ্তকাণ্ড শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণ গ্রন্থ অতিপ্রাচীন ও বিবিধ-সমুপদেশ পূর্ণ । ইহা-
মনোযোগ পূর্বক পাঠ বা শ্রবণ করিলে, নরপতিগণের রাজনীতি, প্রজাবর্গের রাজভক্তি, যোগপরায়ণ
মুমুক্শু তপস্বিবর্গের তপঃপ্রকরণ, আচার্য্যগণের শিষ্যের প্রতি ব্যবহার, শিষ্যগণের গুরুভক্তি নারী-
বৃন্দের পতিপরায়ণতা-প্রভৃতি শিক্ষা হয় । ইহার সুমধুর-বচন-বিব্রাস শ্রবণ করিলে, মুমূর্ষুব্যক্তির
অন্তরে সাহস, নিদারুণ-শোক-সন্তপ্ত ব্যক্তির হৃদয়ের শান্তি ও ঘোরমহাপাতকগ্রস্তব্যক্তির অন্তঃ-
করণেও সুখ-প্রদায়িনী আশার উদ্বেক হয় । এই সুগভীর অধ্যাত্মরামায়ণ-সমুদ্রে যে নানাপ্রকার রাজ-
নীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতিরূপ মূল্যাকলাপে পরিপূর্ণ, তাহা আর ভারতবাসীগণের অবিদিত
নাই । অধুনা যবন-কর নির্মুক্ত ভারত-ভূমি শশাঙ্করেখার ন্যায় প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে । ইহার
বিমল কিরণে গোড়ীয়সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে । অতএব এমন সময়ে যে সমস্ত
মানবমণ্ডলীরসুপথ-প্রদর্শক, বিশেষতঃ সমস্ত সাংসারিকগণের প্রধান আশ্রয়াল্পদ ও ভবিষ্যৎ কবি-
গণের কল্পতরুরূপ অধ্যাত্মরামায়ণ গ্রন্থ মহামূল্য পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, মনের আনন্দে অগ্ন্যা
গ্রন্থাপেক্ষাও অধিকতর সুমধুর ধ্বনিকরতঃ বঙ্গবাসীগণের কর্ণকুহরে সুধা বর্ষণ করিবেন, তাহাতে
সন্দেহ কি । বঙ্গসাহিত্যের প্রধান আশ্রয়াল্পদ মহামান্য শ্রীযুক্ত কালিপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ও শ্রীযুক্ত
বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সুপ্রসিদ্ধ মহাভারত গ্রন্থের অনুবাদত্রয় উদ্যাপন করিয়া
যে সমস্ত শিক্ষিত ভূখণ্ডের ধন্যবাদ-রূপ-ফলভোগী হইয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই । কিন্তু
এই দুই মহোদয়ের অনুবাদিত পুস্তকের ন্যায় মদনুবাদিত অধ্যাত্মরামায়ণও যেজন সমাজে আদরণীয়
হইবে, এরূপ আশা ছরাশামাত্র । ইদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা দেখিয়া
অনেকে অনেক পুরাতন প্রসিদ্ধ মহাকাব্য ও দৃশ্যকাব্যাদি মুদ্রাঙ্কন করিতে যত্নবান হইয়াছেন । কিন্তু সমু-
পদেশের সমর্থিতরূপ অধ্যাত্মরামায়ণের প্রতি কেহই কটাক্ষপাত করেন নাই । সংস্কৃত ভাষার
আলোচনার সহিত এই সময়ে এই গ্রন্থকে মূল ও অবিকল বাঙ্গলা অনুবাদে সুশোভিত করিতে পারিলে
ভারতবাসীগণের অনেক উপকার সংসাধন করা হয় । আমি এই বিবেচনায় আমার ভারতবাসী ভ্রাতৃগণের
সেই উপকার সংসাধনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া জনসমাজে দণ্ডায়মান হইয়াছি, এইক্ষণ কৃতবিদ্য দেশ-
হিতৈষী মহাশয়গণ কৃপা করিয়া এই অধ্যাত্মরামায়ণের উন্নতি সাধনবিষয়ে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ রাখেন
তাহা হইলেই সকল পরিশ্রম সফল হয় ।

অধ্যাত্ম-রামায়ণম্ ।

আদিকাণ্ডঃ ।



অনুক্রমণিকাধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ।

কদাচিন্নারদো যোগী পরানুগ্রহবাঞ্ছয়া ।
পর্যটনং সকলান্ লোকান্ ব্রহ্মলোকমুপাগমৎ ॥ ১ ॥
তত্র দৃষ্টা মূর্তিমন্দিশ্ছন্দোভিঃ পরিবেষ্টিতম্ ।
বালার্কপ্রভয়া সমাগ্-ভাসয়ন্তং সভাগৃহম্ ॥ ২ ॥
মার্কণ্ডেয়াদিমুনিভিঃ স্তূয়মানং প্রজ্ঞাপতিম্ ।
সৰ্ব্বাঙ্গগোচরজ্ঞানং সরস্বত্যা সমন্বিতম্ ॥ ৩ ॥
চতুর্মুখং জগন্নাথং তক্তাভীষ্টফলপ্রদম্ ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ তুষ্ঠাব মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৪ ॥

সম্ভুক্তস্তং মুনিং প্রাহ স্বয়ম্ভুর্বৈষ্ণবোত্তমম্ ।
কিং প্রক্টুকামস্তমসি তদ্বদিষ্যামি তে মুনে ॥ ৫ ॥
ইত্যাকর্ণ্য মুনিশ্রেষ্ঠো বাক্যং ব্রহ্মাণমব্রবীৎ ।

নারদ উবাচ ॥ ৬ ॥

দ্বভং শ্রুতং ময়া সৰ্বং পূৰ্ব্বম্বেব শুভাশুভম্ ।
ইদানীমেকমেবাস্তি শ্রোতব্যং স্বরসত্তম ॥ ৭ ॥
তদ্রহস্তমপি ক্রহি যদি তেহনুগ্রহো ময়ি ॥ ৮ ॥
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবর্জিতাঃ ।
দুরাচাররতাঃ সৰ্ব্বে সত্যবর্তাপরাধুখাঃ ॥ ৯ ॥

সূত কহিলেন,—কোন সময়ে ভুবনহিতৈষী, মহাবোীগীন্দ্র ভগবান্ নারদঋষি, সমস্ত লোক পর্যটনকরতঃ, ব্রহ্মলোক গমন করিলেন (১)। তথায় দেখিলেন,—মূর্তিমান্ বেদ সকলে পরিবেষ্টিত হইয়া, প্রজ্ঞাপতি নবোদিতস্বর্ঘ্যতুল্য প্রভাধারা সভাগৃহ উদ্ভাসিত করিতেছেন (২)। এবং ব্রহ্মতেজঃসমপ্রভ তপোবীৰ্য্য-প্রদীপ্তদেহ মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণ কর্তৃক, সৰ্ব্বাঙ্গগোচর সৰ্ব্বাঙ্গ-ধারী প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মা, বাগ্বেদী ভারতীর সহিত স্তূয়মান হইতেছেন (৩)। সেই ভক্তজ্ঞাভীষ্টফলপ্রদ, চতুর্মুখ জগন্নাথকে, সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, মুনিপুঙ্গব নারদ স্তব করিলেন (৪)।

অনন্তর স্বয়ম্ভু প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মা, বৈষ্ণবচূড়ামণি নারদের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! স্বাভিপ্রায় প্রকাশ কর; তোমার প্রার্থনানুরূপ অভিলষিত সমস্তই অকপটে কহিব (৫)। ইত্যাদি ব্রহ্ম বাক্যাবসানে নারদ স্বাভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া, কহিলেন (৬)। হে স্বরসত্তম! পূৰ্বে ত্বদীয়-মুখ-বিনির্গত শুভাশুভ সমস্ত তত্ত্ববর্তী শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে অপর একটি শ্রোতব্য আছে (৭)। তাহা নির্জনে অন্তঃকম্পাপ্রকাশপূর্বক ব্যক্ত করিলে, কৃতার্থ হই(৮)। তন্ময়নক কলি-যুগ উপস্থিত হইলে, সমস্ত লোক পুণ্যজনক ধর্মকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক দুরাচারে রত এবং সত্যবর্তাপরাধু, পরাণবাদে

পর্যাপবাদনিরতাঃ পরদ্রব্যভিলাষিণঃ ।
 পরদ্রব্যসক্তমনসঃ পরহিংসাপরায়ণাঃ ॥ ১০ ॥
 দেহাত্মদৃষ্টয়ো-মূঢ়া নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ ।
 মাতৃপিতৃভুক্তদেবাঃ স্ত্রীদেবাঃ কামকিঙ্করাঃ ॥ ১১ ॥
 বিপ্রা-লোভভয়গ্রস্তা-বেদবিক্রয়জীবিনঃ ।
 ধনান্নান্নাৰ্ঘ্যমভ্যাস্তবিদ্যামদবিমোহিতাঃ ॥ ১২ ॥
 তন্ত্ৰস্বজ্ঞাতিকৰ্ম্মাণঃ প্রায়শঃ পরবঞ্চকাঃ ।
 ক্ষত্রিয়াশ্চ তথা বৈশ্যাঃ সধৰ্ম্মত্যাগশীলিনঃ ॥ ১৩ ॥
 তদ্বচ্ছূদ্রাশ্চ যে কেচিৎ ব্রাহ্মণাচারতৎপরঃ ।
 স্ত্রিয়শ্চ প্রায়শো ভ্রষ্টা-ভত্রবজ্ঞাননির্ভরাঃ ॥ ১৪ ॥
 স্বশুরদ্রোহকারিণ্যো-ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।
 এতেষাং নষ্টবুদ্ধিানাং পরলোক কথং ভবেৎ ॥ ১৫ ॥
 ইতি চিন্তাকুলং চিত্তং জায়তে মম সন্ততম্ ।
 লঘূপায়েন যেনৈষাং পরলোকগতি-র্ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

নিরত, পর দ্রব্যে অভিলাষী, পরদ্রব্যে আসক্তচিত্ত, পরহিংসা
 পরায়ণ (১০) । নিজ দেহকে আত্মা জানিয়া তৎপ্রতিপালনে
 তৎপর, কর্তব্যাকর্তব্যবিচারবিমূঢ়, পশুবুদ্ধি, জনক জননীর
 প্রতি ভক্তিহীন, প্রত্যুত রুটভাবে গুরুজন সম্ভাবণকারী, স্ত্রীবশী-
 ছৃত, কামাতুর (১১) । ব্রাহ্মণগণ সদা অসৎপ্রতিগ্রহ প্রভৃতিতে
 লোলুপ, ভগবিন্দুল, বেদবিক্রয়োপজীবী অর্থাৎ গ্রন্থ বিক্রয় ও
 অধ্যাপনালব্ধ বেতনাদি দ্বারা জীবিকানির্ভাহকারী, অর্থকরী
 বিদ্যাভ্যাসগর্বে বিমোহিত (১২) । স্বজ্ঞাতি কর্তৃত্যাগী এবং
 অত্যন্ত পরপ্রভাষণাপরায়ণ ; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণও স্বধৰ্ম্মত্যাগ-
 শীল (১৩) ; তদ্রূপ শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাচার তৎপর ; স্ত্রীজ্ঞাতি অত্যন্ত
 ভ্রষ্টাচারিণী, ভক্তির প্রতি অবজ্ঞাকারিণী (১৪) । ও স্বশুর প্রভৃতি
 গুরুজনদের অনিষ্টকারিণী হইবে, সন্দেহ নাই । এই সমস্ত নষ্ট-
 মতি জনগণের পরকালে মুক্তির সম্ভাবনা কোথায় ? (১৫) । এই
 চিন্তার আমার চিত্ত সন্তত আকুল হইতেছে । যে সামান্য
 উপায়ের উক্ত জনগণের পরলোকে গতি হয় (১৬) । আপনি

তমুপায়মুপাখ্যাহি সৰ্ব্বং বেত্তি যতো ভবান্ ।
 ইত্যুর্বেকাক্যমাকর্ণ্য প্রভৃবাচাম্ভুজাসনঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

সাধু পুৰুষং ত্বয়া সাধো বক্ষে তচ্ছূণু সাদরম্ ।
 পুৰা ত্রিপুরহস্তারং পার্শ্বতী ভক্তবৎসলম্ ॥ ১৮ ॥
 শ্রীরামতত্ত্বং জিজ্ঞাসুঃ পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতা ।
 প্রিয়ায়ৈ-গিরিশস্তৃষ্টে গুঢ়ং ব্যাখ্যাতবান্ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥
 পুরাণোত্তম-মধ্যাত্মরামায়ণ-মিতি স্মৃতম্ ।
 তৎপার্কতী জগদ্ধাত্রী পূজয়িত্বা দিবাদিশম্ ॥ ২০ ॥
 আলোচয়ন্তী সানন্দমগ্না তিষ্ঠতি সাম্প্রতম্ ।
 প্রচরিস্যতি তল্লোকে প্রাণ্যদৃষ্টবশাদ-যদি ॥ ২১ ॥
 তস্মাদধ্যয়নমাত্রেণ জনা-যাস্মন্তি সদগতিম্ ।
 তাবদ্বিজ্ঞস্ততে পাপং ব্রহ্মহত্যাপূরঃসরম্ ॥ ২২ ॥

সেই উপায় ব্যক্ত করুন, যেহেতু আপনি সর্বজ্ঞ । ঋষির এত
 বাক্য শ্রবণ করিয়া অম্ভুজাসন ব্রহ্মা প্রভৃতির প্রবৃত্ত হই-
 লেন (১৭) ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে সাধো ! তুমি অত্যাৎকষ্ট প্রশ্ন করি-
 যাছ । আমি স্বদীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, তুমি সাদরে শ্রবণ
 কর । পুরাকালে ত্রিপুরাসুরনাশক ভক্তবৎসল (মহাদেবকে)
 পার্কতী (১৮) । বিনয় বচনে শ্রীরামতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, স্বয়ং
 গিরিশ প্রিয়ার নিকট (অধ্যাত্মরামায়ণ রূপ) নিগূঢ় (বিষয়)
 ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন (১৯) । জগদ্ধাত্রী পার্কতী পুরাণপ্রধান সেই
 অধ্যাত্ম রামায়ণ দিবানিশি অর্জন ও আলোচনা করতঃ সানন্দ-
 চিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন । এক্ষণে প্রাণিগণের শুভাদৃষ্টবশতঃ
 স্বাহাই লোকে প্রচারিত হইবে (২০) (২১) । তাহার অধ্যয়ন-
 মাতেই জনগণ সদগতি লাভ করিবে । যাবৎ জগৎসংসারে
 অধ্যাত্মরামায়ণের আবির্ভাব না হইবে, তৎবৎ ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি
 মহাপাপের প্রাচুর্য্য থাকিবে এবং সমস্ত শাস্ত্র পরম্পর বিষয়-

যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণ-মুদেষ্যতি ।
 তাবৎ সৰ্ব্বাণি শাস্ত্রাণি বিবদন্তে পরস্পরম্ ॥ ২৩ ॥
 যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণ-মুদেষ্যতি ।
 তাবৎ স্বরূপং রামস্ত দুৰ্বোধঃ মহতামপি ॥ ২৪ ॥
 যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণ-মুদেষ্যতি ।
 তাবৎ সৰ্ব্বপুরাণানি প্রবর্তন্তে মহীতলে ॥ ২৫ ॥
 যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণ-মুদেষ্যতি ।
 তাবৎ কলিঙ্গহোংসাহঃ সঞ্চরিস্যতি নির্ভয়ঃ ॥ ২৬ ॥
 অধ্যাত্মরামায়ণসংকীৰ্ত্তনশ্রবণাদিভ্যম্ ।
 ফলং বক্তুং ন শক্নোমি কাংক্ষ্যে ন মুনিসত্তম ॥ ২৭ ॥
 তথাপি তস্য মাহাত্ম্যং বক্ষ্যে কিকিঁত্বানঘ ।
 শৃণু চিত্তং সমাধায় শিবেনোক্তং পুরা মম ॥ ২৮ ॥
 অধ্যাত্মরামায়ণতঃ শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকমেব বা ।
 যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুক্তঃ স-পাপান্মুচ্যতে ক্ষণাৎ ॥ ২৯ ॥
 বস্তু প্রত্যহ মধ্যাত্ম-রামায়ণ-মনশ্চাধীঃ ।
 যথাশক্তি পঠেদ্ভক্ত্যা স জীবন্মুচ্যতে নরঃ ॥ ৩০ ॥

মান হইবে (২২) (৩০) । তাবৎ জগতে অধ্যাত্মরামায়ণ না উদিত হইবে, তাবৎ মহৎ ব্যক্তিরাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপপরিজ্ঞানে অসমর্থ থাকিবে (২৪) । যতদিন না পৃথিবীতে অধ্যাত্মরামায়ণ প্রকাশিত হইবে, তাবৎ সমস্ত পুরাণ শাস্ত্র অপ্রবর্তিত থাকিবে (২৫) । যত দিন না সংসারে অধ্যাত্মরামায়ণ প্রাহুত হইতেছে, তত দিন কলিযুগ মহোৎসাহসহকারে নির্ভয়চিত্তে বিচরণ করিবে (২৬) । হে মুনিসত্তম ! যদিও আমি অধ্যাত্মরামায়ণের সংকীৰ্ত্তন ও শ্রবণাদিভ্যমিত পুণ্যফল সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে অসমর্থ (২৭) । তথাপি, হে অনঘ ! যাহা আমি পূর্বে মহাদেবের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য বর্ণন করি-
 তেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর (২৮) । যে ব্যক্তি অধ্যাত্ম-
 রামায়ণের একটি শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ ভক্তিসংযুক্তরূপে পাঠ করেন,
 তিনি সমস্ত পাপরাশিকে ক্ষণকালমাত্রে ভস্মসাৎ করিয়া মুক্ত
 হইতে পারেন (২৯) । যিনি অনন্তচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্বক প্রতি-

যো ভক্ত্যর্চয়তে হধ্যাত্মরামায়ণ-মতদ্রুতঃ ।
 দিনে দিনে হৃদয়ে মেধস্য ফলং তস্য ভবেন্মুনে ॥ ৩১ ॥
 যদৃচ্ছয়াপি যো হধ্যাত্মরামায়ণ-মনাদরাৎ ।
 অন্যতঃ শৃণুয়ান্মর্ত্যঃ সোহপি মুচ্যেত পাতকাৎ ॥ ৩২ ॥
 নমস্করোতি যো হধ্যাত্মরামায়ণ-মদূরতঃ ।
 সর্বদেবার্চনফলং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
 লিখিত্বা পুস্তকে হধ্যাত্মরামায়ণমশেষতঃ ।
 যো দদ্যাদ্ভামভক্তেভ্যস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩৪ ॥
 অধীতেষু চ বেদেষু শাস্ত্রেষু ব্যাহতেষু চ ।
 যৎ ফলং দুর্লভং লোকে তৎফলং তস্য সংভবেৎ ॥ ৩৫ ॥
 একাদশীদিনে হধ্যাত্মরামায়ণ-মুপোষিতঃ ।
 যো-রামভক্তঃ সদসি ব্যাকরোতি নরোত্তমঃ ॥ ৩৬ ॥
 তস্য পুণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণু বৈষ্ণবসত্তম ।
 প্রত্যক্ষরন্ত গায়ত্রীপুরশ্চর্য্যাফলং লভেৎ ॥ ৩৭ ॥

দিবস যথাশক্তি অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ করেন, তিনি জীবন্মুক্ত
 হইতে পারেন (৩০) । যিনি ভক্তিপূর্বক নিরালস্য হইয়া অধ্যাত্ম-
 রামায়ণ পুস্তক পূজা করেন, তিনি দিন দিন অশ্বমেধজঙ্ঘীর
 ফললাভ করিতে পারেন (৩১) । যে নর যদৃচ্ছাক্রমে অনাদরে যে
 কোন ব্যক্তি হইতে অধ্যাত্মরামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি পাতক
 হইতে মুক্ত হইবেন (৩২) । যিনি অদূরতঃ অধ্যাত্মরামায়ণকে
 প্রণাম করেন, তিনি সর্বদেবের আর্চনফল লাভ করিতে পারেন,
 তাহার সংশয় নাই (৩৩) । (হে নারদ !) যিনি ক্রান্ত অধ্যাত্ম-
 রামায়ণ পুস্তক লিখিয়া রামভক্ত জনে প্রদান করেন, তাহার
 পুণ্যফল শ্রবণ কর (৩৪) । নিগিল বেদ অধ্যয়ন করিলে বা
 সমস্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলে, যে ফল হয় আর ত্রৈলোক্যে যে ফল
 দুর্লভ, তাহার সেই সমস্ত ফল লাভ হয় (৩৫) । একাদশীদিনে
 যে রামভক্ত নরোত্তম উপোষিত হইয়া সত্যমণ্ডলীতে অধ্যাত্ম-
 রামায়ণ ব্যাখ্যা করেন (৩৬) । হে বৈষ্ণবোত্তম নারদ ! তাহার
 পুণ্যফল কীৰ্ত্তন করি শ্রবণ কর । (উক্ত ব্যক্তি) গায়ত্রী পুরশ্চ-
 রেণ প্রতি অক্ষরের ফল লাভ করেন (৩৭) । শ্রীরামনবগীতিনে

অধ্যাত্মরামায়ণম্ ।

উপবাসন্ততং কৃৎস্না শ্রীরামনবমীদিনে ।
 রাত্রৌজাগরিতোহধ্যাত্মরামায়ণ-মনন্তধীঃ ।
 যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্যপি তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥ ৩৮ ॥
 কুরুক্ষেত্রাদিনিখিলপুণ্যতীর্থেষু নৈকশঃ ।
 আত্মতুল্যং ধনং সূর্য্যগ্রহণে সর্বতোমুখে ॥ ৩৯ ॥
 বিপ্রৈভ্যো ব্যাসমুখ্যৈভ্যো-দত্ত্বা যৎ ফল মঙ্গুতে ।
 তৎফলং সম্ভবেৎ তস্য সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥
 যো-গায়তে মুদা ধ্যায়াত্মরামায়ণমহর্নিশম্ ।
 আজ্ঞাং তস্য প্রতীক্ষন্তে দেবা ইন্দ্রপুরুষগণা ॥ ৪১ ॥
 পঠন্ প্রত্যহমধ্যাত্মরামায়ণমতদ্রিতং ।
 বদ্যৎ করোতি তৎকর্ম তত্তৎ কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ৪২ ॥
 তত্র শ্রীরামহৃদয়ং যঃ পঠেৎ স্তমসমাহিতঃ ।
 সত্রক্ষ্যোহপি পুতাত্মা ত্রিভিরেব নিনোর্ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥
 শ্রীরামহৃদয়ং য-স্ত হনুমৎ প্রতিমান্তিকে ।
 ত্রিঃপঠেৎ প্রত্যহং মৌনী স সর্বৈষ্পিতভাগ্ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

নিরাহার জাগরিত ও অনন্তচিত্ত হইয়া যিনি অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল বলিতেছি (৩৮)। বারম্বার কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি নিখিল পুণ্যতীর্থ পর্য্যটন করিলে বা সর্পগ্রাস-চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণকালে বেদব্যাসগন বিপ্রসকলকে নিজ বিহবানুসারে ধন দান করিলে, যে ফল হয়, উক্ত মহাত্মার সেই ফল হয়, ইহার সত্যতা বিষয়ে সংশয় নাই (৩৯) (৪০)। যে জন কষ্টচিত্তে দিব্য-রাত্রি অধ্যাত্ম রামায়ণ গান করেন, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার আজ্ঞা প্রতীক্ষাকরেন (৪১)। নিরালস্য ব্যক্তি প্রত্যহ অধ্যাত্ম-রামায়ণ পাঠ করিয়া যে ধর্ম্মকর্ম্ম করেন, তাঁহার সে সমস্তই কোটিগুণ হয় (৪২)। যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া অধ্যাত্মরামায়-ণের অন্তর্গত শ্রীরামহৃদয় পাঠ করেন, তিনি ব্রহ্ম হইলেও, দিবসত্রয় মধ্যে পবিত্র হয়েন (৪৩)। যে ব্যক্তি মৌনী হইয়া হনুমৎ প্রতিমানিকটে প্রতিদিন বারম্বার শ্রীরামহৃদয় পাঠ করেন, তিনি বাহ্মনীয় ফললাভ করিতে পাবেন (৪৪)। যিনি তুলসী

পঠন্ শ্রীরামহৃদয়ং তুলস্যাশ্বখয়ো-র্ষদি ।
 প্রদক্ষিণং প্রকুর্বাতি ব্রহ্মহত্যা নিবর্ততে ॥ ৪৫ ॥
 শ্রীরামগীতমাহাত্ম্যং সর্বং জানাতি শঙ্করঃ ।
 তদর্দ্ধং গিরিজা বেত্তি তদর্দ্ধং বেদ্যাহং মুনে ॥ ৪৬ ॥
 তত্তে কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি কুৎসং বক্তুং ন শক্যতে ।
 যজ্ঞাহ্বা তৎক্ষণালোকশ্চিত্তশুদ্ধিমবাধুয়াৎ ॥ ৪৭ ॥
 শ্রীরামগীতা যৎ পাপং ন নাশয়তি নারদ ।
 তন্ন পশ্যাম্যহং লোকে মার্গমাণোহপি সর্বদা ॥ ৪৮ ॥
 রামেণোপনিষৎ সিন্ধুগুণ্যথোৎ পাদিতাং পুরা ।
 রামলক্ষ্মণযোগীতাং স্তুধাং পীত্বামরো ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥
 যমদগ্নিস্ততঃ পূর্ব্বং কার্ত্তবীৰ্য্যবধেপ্সয়া ।
 ধনুর্বিদ্যাভ্যাসিতুং মহেশদ্যান্তিকে বদম্ ॥ ৫০ ॥
 অধীয়মানাং পার্বর্ত্যা রামগীতাং প্রযত্নতঃ ।
 শ্রুত্বা গৃহীত্বা স্পঠন্ নারায়ণকলামগাৎ ॥ ৫১ ॥

বা অশ্বখবৃক্ষ প্রদক্ষিণপূরঃসর শ্রীরামহৃদয় আবৃত্তি করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পাবেন (৪৫)। হে নারদ! শ্রীরামগীত মাহাত্ম্য শঙ্কর মহাদেব সমস্তই বিদিত আছেন, তদর্দ্ধ গিরিজা জানেন এবং তদর্দ্ধ আমি জানি (৪৬)। অতএব তোমার নিকট সমস্ত কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ হইলেও আমি তাহার কিঞ্চিদ্ভাগ কহিতেছি, যাহা বিদিত হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে লোকের চিত্ত নিশ্চল হইতে পারে (৪৭)। হে নারদ! সর্বদা ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে অব্বেষণ করিয়াও আমি এমন পাপ দেখিতে পাই না, শ্রীরামগীতা যাহা ধ্বংস করিতে অসমর্থ (৪৮)। পূর্বে শ্রীরাম সাগর মন্থন করিয়া রামলক্ষ্মণের গীতারূপ যে স্তুধা উৎপন্ন করিয়াছিলেন, উক্ত স্তুধাপানে সমস্ত বেদ অমর হইয়াছেন (৪৯)।

পূর্বে যমদগ্নিতনয় পরশুরাম কার্ত্তবীৰ্য্যবধিলাষী হইয়া ধনুর্বিদ্যা অভ্যাসকরিবার নিমিত্ত মহাদেবের নিকট অবস্থিতি করতঃ (৫০)। পার্বর্তীকর্ত্তক অধীয়মান, রামগীতা যত্নসহকারে শ্রবণ, গ্রহণ ও পঠন-পূর্ব্বক নারায়ণাংশ লাভ করিয়াছেন (৫১)।

ব্রহ্মাহত্যাदिपापानां निष्कृतिं यदि वाञ्छति ।
 रामगीतां मासमात्रं पठित्वा मुच्यते नरः ॥ ५२ ॥
 दुष्प्रतिग्रहदुर्भोज्यदुरालापাদिसंशुभम् ।
 पापं सकृत्कीर्तनेन रामगीता विनाशयेत् ॥ ५३ ॥
 शालग्रामशिलाग्रे च तुलस्यश्चसन्निधौ ।
 यतीनां पुरतस्तद्व-द्रामगीतां पठेत्तु यः ।
 स तत्फलमवाप्नोति यदाचोहपि न गोचरम् ॥ ५४ ॥
 रामगीतां पठन् भक्त्या यः श्राद्धे भोजयेद्विजान् ।
 तस्य ते पितरः सर्वे यास्ति विष्णोः परमपदम् ॥ ५५ ॥
 एकदश्यां निराहारो न्येतो-द्वादशीदिने ।
 स्निग्धागस्त्यतरोर्मূले रामगीतां पठेत्तु यः ।
 स-एव राघवः साक्षात् सर्वदेवैश्च पूज्यते ॥ ५६ ॥

বিনা দানং বিনা ধ্যানং বিনা তীর্থাবগাহনম্ ।
 রামগীতাং নরোহধীত্য তদন্তরফলং লভেৎ ॥ ৫২ ॥
 বহুনা কি-মিহোক্তেন শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ ।
 ক্রতিশ্রুতিপুরাণেতিহাসাগমশতানি চ ।
 নাইস্তি নান্না-মধ্যাত্মরামায়ণকলা-মপি ॥ ৫৩ ॥
 অধ্যাত্মরামচরিতস্য মুনীশ্বরায়
 মহাত্ম্য-মেতদুদিতং কমলাসনে ।
 যঃ শ্রদ্ধয়া পঠতি বা শৃণুয়াৎ স মর্ত্যঃ
 প্রাপ্নোতি বিষ্ণুপদবীং স্মরপূজ্যমানঃ ॥ ৫৪ ॥
 ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উমামহেশ্বরসংবাদে উত্তরখণ্ডে

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

যে নর ব্রহ্মাহত্যাदि नानाविध पापहर्हते निष्कृति वाञ्छा करिवेन
 তিনি মাসমাত্র রামগীতা আবৃত্তি করিলেই মুক্ত হইতে পারি-
 বেন (৫২) । একবারমাত্র রামগীতাকীর্তনকারীর নিন্দিত প্রতি-
 গ্রহ, অভোজ্যভোজন, অসৎ আলাপন প্রভৃতি জনিত
 পাপ বিনষ্ট হয় (৫৩) । শালগ্রামশীলা, তুলসী, অশ্বখ বৃ-
 শ্বনিদিগের সম্মুখে যে ব্যক্তি রামগীতা পাঠ করেন,
 বাক্যের অতীত ফল লাভ করিতে পারেন (৫৪) । যিনি
 গাদি সাংবৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন সময়ে
 পূর্বক শ্রীরামগীতা পাঠ করেন, তাঁহার সমস্ত পিতৃলোক
 পরম পদ প্রাপ্ত হন (৫৫) । একাদশীদিনে নিরাহার ও
 দিনে (অর্থাৎ পারণদিবসে) একাগ্রমনে যিনি অগস্ত্য
 রামগীতা পাঠ করেন, তিনি সাক্ষাৎ রাঘবস্বরূপ এবং
 পূজ্য হন (৫৬) । দান, ধ্যান ও তীর্থাবগাহন-ব্যক্তি

মনুষ্য রামগীতা অধ্যয়ন করিলেই অসীম ফল লাভ করিতে
 পারেন (৫৭) । হে নারদ ! এ বিষয়ে তোমায় আর অধিক কি
 কহিব ; ক্রতি, শ্রুতি, পুরাণ, ইতিহাস ও শতআগম আবৃত্তি-
 করিলেও অধ্যাত্মরামায়ণের এক কলার তুল্য ফল লাভ হয় না
 (৫৮) । কমলাসন ব্রহ্মা মুনীশ্বর নারদকে যে অধ্যাত্মরামায়ণ-
 মহাত্ম্য কহিয়াছিলেন, মানবগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে তাহা
 পাঠ বা শ্রবণ করিলে দেবগণ কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া বিষ্ণুপদবী
 প্রাপ্ত হইবেন (৫৯) ।

এই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উমা ও মহেশ্বরের কথোপ কথনে উত্তরখণ্ডে
 একষষ্টিতম অধ্যায় উক্ত হইল ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যঃ পৃথ্বীভরবারণায় দিবজৈঃ সংপ্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ
সংজাতঃ পৃথিবীতলে রবিকূলে মায়ামনুষ্যোহব্যয় ।
হস্তা রাক্ষসপুঙ্গবং পুনরগাদ্ ব্রহ্মহৃদাদ্যাং স্থিরাম্
কীর্ত্তিপাপহরাংবিধায়জগতাংতংজানকীশংভজে ॥ ১ ॥

বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলম্বাদিষু হেভুমেকং
মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্ত্যমূর্ত্তিম্ ।
আনন্দসান্দ্ৰমমলং নিজবোধরূপং
সীতাপতিং বিদিততত্ত্বমহং নমামি ॥ ২ ॥
পঠন্তি যে নিত্যমনন্তচেতসঃ
শৃণুস্তি চাধ্যাত্মকসংজিতং শুভম্ ।
রামায়ণং সৰ্ব্বপুরানসম্মতং
বিধূতপাপা-হরিমেব যাস্তি ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নারদ । যিনি চিন্ময়, অব্যয় ভূতার
হরণার্থ সুরগণ-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া, ভূতলে ভাস্কর কূলে মায়া-
মনুষ্যভাবে জগৎসংসারের পাপহরা অচলা কীর্ত্তি বিধান করিয়া
রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশানন বধানস্তর পুনর্বার ব্রহ্মসায়ুজ্যপদ প্রাপ্ত
হইয়াছেন একরূপ জানকীশ রামচন্দ্রকে ভজনাকরি (১) ।
যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের মুখ্য কারণ, মায়ার আধার
অথচ মায়াবিরহিত, অচিন্তনীয়মূর্ত্তি, আনন্দরসমগ্ন, নিৰ্ম্মলজ্ঞান-
স্বরূপ, নিজবোধরূপ, সমস্ততত্ত্ব বিদিত ; সেই সীতাপতিকে
প্রণাম করি (২) ।

যাঁহারা অনন্তচিত্ত হইয়া প্রতিদিন সৰ্ব্বপুরাণ সম্মত অধ্যাত্ম-
রামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহারা বিধূতপাপ হইয়া বৈকুণ্ঠ-
ভবনে গমন করেন (৩) । যিনি ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ

অধ্যাত্মরামায়ণমেব নিত্যং

পঠেদ্-যদীচ্ছেদ্ব্যবন্ধমুক্তিম্ ।

গবাং সহস্রায়ুতকোটাদানজং

ফলং লভেদ্-যঃ শৃণুয়াৎ স নিত্যম্ ॥ ৪ ॥

পুরাগিরিসম্ভূতা শ্রীরামার্ণবসংজিতা ।

অধ্যাত্মরামগঙ্গায় পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৫ ॥

কৈলাসাগ্রে কদাচিত্ত্রিশতবিমলে মন্দিরে রত্নপীঠে
সংবিষ্টংধ্যাননিষ্ঠংত্ৰিনয়নমভয়ংসেবিতংসিদ্ধসংঘৈঃ।
দেবী বামাক্ষসংস্থা গিরিবরতনয়া পার্শ্বতী ভক্তিনত্ৰা
প্রাহেদংদেবমীশংসকলমলহরংবাক্যমানন্দকন্দম্॥৬॥

পার্বত্যুবাচ ।

নমোহস্ত তে দেব জগন্নিবাস

সৰ্ব্বাত্মদৃক্ ত্বং পরমেশ্বরোহসি ।

করিতে বাসনা করিবেন, তিনি প্রতিদिवস অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ
করবেন এবং যিনি নিত্য উক্ত রামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি
কোটিসহস্রায়ুত সবৎসা ধেহুদানের ফল লাভ করেন (৪) ।
হিমগিরিসম্ভূতা ত্রিপথগামিনী ভাগীরথীর ত্রায় কৈলাসশিখর-
সম্ভূতা শ্রীরাম-সাগর-সম্ভূতা অধ্যাত্মরামায়ণ গঙ্গা ত্রিভুবন পবিত্র
করিতেছেন (৫) । একদা কৈলাসাগ্রে মহাদেবের বামউরু-
তলবাসিনী ভক্তিনত্ৰা গিরিবরতনয়া পার্শ্বতী শতহৃদ্যতুল্যবিমল
মন্দিরে রত্নময় পীঠোপরি উপবিষ্ট ধ্যাননিষ্ঠ সিদ্ধসমূহ সেবিত
অভয় ত্রিনয়ন হেৰদেব মহাদেবকে আনন্দরসপূর্ণ কলুষবিনাশক
বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন(৬),—হে দেব জগন্নিবাস ! আপনাকে

পৃচ্ছামি তত্ত্বং পুরুষোত্তমস্য
 সনাতনত্বঞ্চ সনাতনোহসি ॥ ৭ ॥
 গোপ্যং যদত্যন্তমনস্ত্বাক্যং
 বদন্তি ভক্তেষু মহানুভাবাঃ ।
 তদপ্যহোহং তব দেব ভক্ত্যা
 প্রিয়োহসি মে ত্বং বদ যত্তু পৃষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥
 জ্ঞানং সবিজ্ঞানমথানুভক্তি
 বৈরাগ্যমুক্তঞ্চ মিতং বিভাস্বন ।
 জানাম্যহং যোষিদপি ব্রহ্মজ্ঞং
 যথা তথা ক্রহি তরন্তি যেন ॥ ৯ ॥
 পৃচ্ছামি চান্যচ্চ পরং রহস্যং
 তদেব চাগ্রে বদ বারিজাক্ষ ।

শ্রীরামচন্দ্রেহখিলতত্ত্বসারে
 ভক্তির্দৃঢ়া নৌ ভবতি প্রসিদ্ধা ॥ ১০ ॥
 ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষণায়
 নান্যন্ততঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ ।
 তথাপি হংসংশয়বন্ধনং মে
 বিভেত্তু মর্হস্যনয়োক্তিভিস্তম্ ॥ ১১ ॥
 বদন্তি রামং পরমেকমাদ্যং
 নিরন্তমায়াগুণসংপ্রবাহম্ ।
 ভজন্তি চাহর্নিশমপ্রমত্তাঃ
 পরং পদং যান্তি তথৈব সিদ্ধাঃ ॥ ১২ ॥
 বদন্তি কেচিৎ পরমোহপি রামঃ
 স্ববিদ্যয়া সংবৃতমানসঃ স্বম্ ।
 জানাতি নাত্মানমতোহপরেণ
 সংবোধিতো-বেদপরাত্নতত্ত্বম্ ॥ ১৩ ॥
 যদি প্রজানাতি কুতো-বিলাপঃ
 সীতা হতা তেন কৃতঃ পরেণ ।

নমস্কার, আপনি সর্বোচ্চদৃক ও পরমেশ্বর; আপনাকে পুরুষোত্ত-
 মের তত্ত্ব ও সনাতনত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি, যেহেতু আপনিও
 সনাতন (৭)। যদিও শিববাক্য অতিশয় গোপনীয়, তথাপি
 মহানুভব ব্যক্তির ভক্তজনে বিতরণ করিয়া থাকেন, কারণ
 আমিও আপনার অতিভক্তিপ্রিয়া, অতএব হে ভক্তিপ্রিয়!
 আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আপনার সর্বতোভাবে বিধেয় (৮)।
 হে বিভাস্বন! যদিও আপনি আমার পূর্বে জ্ঞানযোগ, বিজ্ঞান-
 যোগ, ভক্তিব্যোগ ও বৈরাগ্যযোগ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং
 যদিও আমি উক্ত যোগচতুষ্টয় জানি, তথাপি যোষিদ্ধিধায়
 আমাকে পুনর্ব্বার কহিতে অনুমতি হয় (অর্থাৎ সময়ানুসারে
 সকল কথা সর্বদা আমার স্মৃতিপথবর্ত্তিনী হয় না; ঋতিরূপা
 ভবদীয় বাণী শ্রবণ করাই আমাদের কর্তব্য, কারণ ঋতি ও
 স্মৃতির পরস্পর বিরোধ হইলে ঋতিই বলবতী হয়), অতএব
 মন্ববুদ্ধি ব্যক্তির যেক্ষেপে উদ্ধার হইতে পারে, তজ্জপ বলিতে
 আজ্ঞা হয় (৯)। আমি আপনার সমীপে আর একটি যে
 ব্রহ্ম কথ্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে বারিজাক্ষ! আপনি আমার

তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। অখিলতত্ত্বসার শ্রীরামে কিরূপে
 আমাদের অনপায়িনী অসাধারণী প্রসিদ্ধ ভক্তি জন্মিতে
 পারে (১০)। ভক্তিই ভবমোচনের নিমিত্ত প্রসিদ্ধা, তদপেক্ষা
 অন্য কোন সাধন নাই, তথাপি আপনি আমার মানসসংশয়বন্ধন
 ছেদন করিবার উপযুক্ত পাত্র (১১) অপ্রমত্ত সিদ্ধ ব্যক্তির
 শ্রীরামকে শ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয়, আদ্য ও মায়াগুণ প্রবাহরহিত জানিয়া
 দিবারাত্র ভজনা করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (১২)।
 নিজ বিদ্যাদ্বারা আচ্ছন্নচিত্ত কোন কোন ব্যক্তির শ্রীরামকে
 পরম বলিয়া বিদিত আছেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজ আত্মতত্ত্ব
 বোধ না থাকায়, অপরবোধিত ব্যক্তিকর্ত্তক স্ববোধিত হইয়া,
 বেদ পরমাত্মতত্ত্ব জানিয়া থাকেন (১৩)।

সীতা শত্রুহস্ত গৃহীতা হইবেন এইটা যদি জানেন তবে
 শ্রীরাম কি হেতু বিলাপ করিবেন, আর যদি এ বিষয় অবিজ্ঞাত

জানাতি নৈবং যদি কেন সেব্যঃ
সমো-হি সর্বৈরপি জীবিতািতৈঃ ॥ ১৪ ॥
অত্রোত্তরং কিং বিদিতং ভবতি-
স্তদ্ব হি মে সংশয়ভেদি বাক্যম্ ॥ ১৫ ॥
শ্রীমহেশ্বর-উবাচ ।

ধন্যাসি ভক্তাসি পরাত্মনস্ত্বং
যজ্ঞজ্ঞাতুমীহা তব রামতত্ত্বম্ ।
পুরা ন কেনাপ্যভিনোদিতোহহং
বক্তুং রহস্যং পরমং নিগূঢ়ম্ ॥ ১৬ ॥
ত্বয়াদ্য ভক্ত্যা পরিণোদিতোহহং
বক্ষ্যে নমস্কৃত্য রঘুভ্রমন্তে ।
রামঃ পরাত্মা প্রকৃতিরনাদি-
রানন্দ-একঃ পুরুষোত্তমো-হি ॥ ১৭ ॥
স্বমায়রা কৃৎস্নমিদং হি সৃষ্টা
নভোবদন্তর্বহিরাস্থিতো যঃ ।
সর্বান্তরস্থো-হি নিগূঢ়- আত্মা
স্বমায়রা সৃষ্টমিদং বিচক্ষে ॥ ১৮ ॥

ছিলেন, তাহা হইলে সমস্ত জীবের জনকত্ব হইয়া শ্রীরাম কোন
ব্যক্তি কর্তৃক বা সেব্য হইবেন (১৪) ? ইহার প্রত্যুত্তর কি,
সংশয় ভেদী বাক্য দ্বারা সবিস্তারে ব্যক্ত করুন (১৫) ।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,— হে পার্শ্বতি ! তুমি ধন্যা ও পর-
মাত্মার পরমভক্তা, যেহেতু শ্রীরামতত্ত্ব জানিতে তোমার সমুচিত
চেষ্টা হইয়াছে; পূর্বে একপ নিগূঢ় পরম রহস্য বলিবার নিমিত্ত
কেহই আমাকে অনুরোধ করে নাই (১৬) । অদ্য আমি
তোমার ভক্তিপ্রণেমে বশীভূত হইয়া রঘুভ্রম শ্রীরাম চরণারবিন্দে
প্রণতিপূর্বক তদীয় প্রেমের প্রত্যুত্তর দানে প্রবৃত্ত হইলাম; রাম
পরমাত্মা প্রকৃতির অনাদি সদানন্দময় অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম (১৭)
বিনি নিজমায়া প্রভাবে এই চরাচর স্বাবর জগম প্রভৃতি সমস্ত
ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া নভোমণ্ডলের ছায় অভ্যন্তরে ও বাহ্যে স্বপ্র-
কাশ সর্বাস্তর্যামী নিগূঢ় আত্মারূপে অবস্থিতি করিতেছেন

জগন্তি নিত্যং পরিতো ভ্রমন্তি
যৎসম্বিধৌ চুষ্কলৌহবন্ধি ।
এতন্ম জানন্তি বিমূঢ়চিত্তাঃ
স্ববিদ্যায়া সংবৃতমানসস্তে ॥ ১৯ ॥
স্বাজ্ঞানমপ্যাত্মনি শুদ্ধবোধে
স্বারোপয়ন্তীহ নিরস্তমায়ে ।
সংসারমেবানুসরন্তিযে বৈ
পুল্লাদিসক্তাঃ পুরকর্ম্মযুক্তাঃ ॥ ২০ ॥
জানন্তি নৈবং হৃদয়স্থিতং বৈ
চামীকরং কণ্ঠগতং যথাজ্ঞাঃ ॥ ২১ ॥
যথা প্রকাশো-নতু বিদ্যাতে রবো
জ্যোতিঃস্বভাবাৎ পরমেশ্বরে তথা ।
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনে রঘুভ্রমে-
স্ববিদ্যা কথং স্যাৎ পরতঃ পরাত্মনি ॥ ২২ ॥

(১৮) । এই সমস্ত জগৎ চুষ্কলৌহের ছায় নিয়ত যাহার
চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে; (অর্থাৎ চুষ্কলপ্রস্তরের সান্নিধ্য-
বশতঃ বেক্রপ অচৈতন্য জড়পদার্থ লৌহাদি বস্তুর চলনশক্তি
জন্মিয়া থাকে, তদ্রূপ অসামান্যমায়াশক্তিবিশিষ্ট বিশ্বভাবন
পরমাত্মা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এই দেহাদি অচৈতন্য জড়পদা-
র্থের চৈতন্য জন্মিয়া থাকে । ইহা মুগ্ধাস্তঃকরণ নিজমায়াচ্ছন্নচিত্ত
ব্যক্তির জানিতে পারে না (১৯), রবং সচ্চিদানন্দ নির্বিকার
নিরস্তমায় নিম্নলবোধ পরমাত্মা ঈশ্বরের প্রতি নিজের অজ্ঞানতা-
রূপ দোষারোপণ করতঃ প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ বশতঃ পুল্লাদি
বিষয়ে আসক্তচিত্ত হইয়া ঘোরতর সংসারের অনুসরণ করিয়া
থাকে (২০) । অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন কণ্ঠস্থিত চামীকর জানিতে
পারে না, তদ্রূপ সর্বভূতহৃদয়স্থিত ঈশ্বরকে সামান্য লোকে
কিরূপে জানিতে পারিবে (২১) । জ্যোতিঃস্বভাবহেতু বেক্রপ
স্বর্য্যবিষয়ক জ্ঞান বোধ হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের কার্য্য প্রকাশহেতু
ঈশ্বরকারণ জ্ঞান প্রকাশিত হয়, অতএব পরাংপর পরমাত্মা বিশুদ্ধ-
বিজ্ঞান রঘুভ্রম রামচন্দ্রে অবিদ্যার সম্ভাবনা কোথায় ? (২২)

বধা হি চাক্ষো-ভ্রমতো-গৃহাদিকং
 বিনষ্টদৃষ্টে-ভ্রমতীব দৃশ্যতে।
 তথৈব দেহেন্দ্রিয়কর্তৃরাজ্ঞনঃ
 কৃতং পরো-হৃদ্য জনো-বিমুহুতি ॥ ২৩ ॥
 নাহো-ন রাজ্ঞিঃ সবিতু-র্যথা ভবেৎ
 প্রকাশরূপো-ব্যভিচারতঃ কচিৎ।
 জ্ঞানং তথা জ্ঞানমিদং ভয়ং হরৌ
 রামে কথং স্থাস্যতি শুদ্ধচিদম্বনে ॥ ২৪ ॥
 তস্মাৎ পরানন্দময়ে রঘুভূমে
 বিজ্ঞানরূপো হি ন বিদ্যতে তনুঃ।
 অজ্ঞানসাক্ষিগ্যরবিন্দলোচনে
 মায়াশ্রয়স্থান বিমোহকারণম্ ॥ ২৫ ॥

তত্র তে কথয়িষ্যামি রহস্যমপি দুর্লভম্।

সীতারামমরুৎসূনুসংবাদং মোক্ষসাধনম্ ॥ ২৬ ॥

কিংবা নয়নদ্বয়ের ভ্রমবশতঃ গৃহাদি বস্তুসকল বেমন
 দর্শনে অগোচর হয়, পরে ভ্রমের অন্যথা হইলে পুনর্বার উহা
 দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেহেন্দ্রিয়কর্তা পরমেশ্বরে
 কর্তৃক এইরূপ সমস্ত ঘটনা ঘটতে পারে। ইহাতে সাধারণ
 জনের মুগ্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা (২৩)। অথবা সূর্য্যদেব
 বেক্রপ দিবাও রাজ্রি-বিধানের কারণ নহেন, জ্যোতিঃসভাবহেতু
 কখন প্রকাশমান ও কখন অপ্রকাশ থাকেন, তদ্রূপ জ্ঞান ও
 অজ্ঞান এই দুইটা উক্ত শুদ্ধচিত্ত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা শ্রীরামে
 কিরূপে থাকিতে পারে? (২৪) অতএব পরানন্দময় বিজ্ঞান-
 কারণ (অর্থাৎ বিজ্ঞানত্বগণ অবিরত শ্রীরামে বিদ্যমান রহিয়াছে)
 রঘুভূম রামচন্দ্রে তমোভগ নাই এবং মায়াশ্রয়স্থ প্রযুক্ত অজ্ঞান-
 সাক্ষী অরবিন্দলোচন সেই রামে কেন মোহের কারণ উপস্থিত
 হইবে? (২৫) অতএব, হে পার্শ্বতি! আমি তোমার নিকট
 সীতা, রাম ও হনুমান-সংক্রান্ত মোক্ষসাধন দুর্লভ রহস্য কীর্তন
 করিতেছি, (তুমি অবহিতা হইয়া শ্রবণ কর) (২৬)।

পুরা রাময়ণে রামো-রাবণং দেবকণ্টকম্।
 হৃদা রণে রণপ্লাঘী সপুত্রবলবাহনম্ ॥ ২৭ ॥
 সীতয়া সহ স্ত্রীবলক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ।
 অযোধ্যামগমদ্রামো-হনুমৎ প্রমুখৈ-বৃতঃ ॥ ২৮ ॥
 অভিমিত্তপরিবৃতো-বশিষ্ঠাদৈ-র্মহাত্মভিঃ।
 সিংহাসনে সমাসীনঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ ॥ ২৯ ॥
 দৃষ্ট্বা তদা হনুমন্তং প্রাঞ্জলিং পুরতঃ স্থিতম্।
 কৃতকার্য্যং নিরাকাজ্ঞং জ্ঞানাপেক্ষং মহামতিম্ ॥ ৩০ ॥
 রামঃ সীতা-মুবাচেদং ক্রহি তত্ত্বং হনুমতে।
 নিকল্মষোহয়ং জ্ঞানস্যপাত্রং নৌ নিত্যভক্তিমান্ ॥ ৩১ ॥
 তথেনি জ্ঞানকী প্রাহ তত্ত্বং রামবিনিশ্চিতম্।
 হনুমতে প্রপন্মায় সীতা লোকবিমহিনী ॥ ৩২ ॥

পূর্বে রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র, সপুত্রবলবাহন দেবকণ্টক রাব-
 ণকে রণে বিনাশপূর্ব্বক রণপ্লাঘী হইয়া (২৭) সীতা, স্ত্রীবি ও
 লক্ষণের সহিত মিলিত এবং হনুমৎ প্রমুখ বানরগণে পরিবেষ্টিত
 হইয়া নিজ রাজধানী অযোধ্যাপুরী গমন করিয়াছিলেন (২৮)।
 পরে তিনি বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাত্মা ঋষিগণ কর্তৃক পরিবৃত ও
 রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক কোটিসূর্য্যতুল্য
 দীপ্তি ধারণ করিয়াছিলেন (২৯), তখন তিনি সন্মুখবর্তী
 বঙ্কাজলি কৃতকার্য্য নিরাকাজ্ঞ জ্ঞানাপেক্ষী মহামতি হনুমানকে
 অবলোকন করিয়া (৩০) (প্রিয়ংবদা জনকনন্দিনী) সীতাকে
 (ইজিতবারা) কহিলেন,—হে প্রিয়ে! জগৎ প্রাণকুমারকে
 কিঞ্চিৎ ভবজ্ঞানের কথা বল, এ ব্যক্তি নিকল্মষ, জ্ঞানের ভাজন
 এবং আমাদের প্রতি সতত ভক্তিমান (৩১)। সর্বলোক-
 বিমোহিনী জনকনন্দিনী যে আজ্ঞা বলিয়া অতিবশংবদ শরণা-
 গত সমীরণস্থলকে রামবিনিশ্চিত তত্ত্বকথা বর্ণনকরিতে সন্মুদাতা
 হইলেন (৩২)। সীতা কহিলেন,—হে পবনভনয়! তুমি শ্রীরামঃ

সীতোবাচ ।

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-মদ্বয়ম্ ।
 সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং সত্ত্বাত্মমগোচরম্ ॥৩৩॥
 আনন্দং নিশ্চলং শান্তং নির্বিকারং নিরঞ্জনম্ ।
 সর্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশ-মকল্মষম্ ॥ ৩৪ ॥
 মাং বিদ্ধিমূলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্ ।
 তস্য সন্নিধিমাশ্রয়ে স্বজামীদমতদ্রিতা ॥ ৩৫ ॥
 তৎসান্নিধ্যাত্ময়া সৃষ্টং তস্মিন্নারোপ্যতে বুধৈঃ ॥৩৬॥
 অযোধ্যানগরে জন্ম রঘুবংশেহতিনির্মলে ।
 বিশ্বামিত্রসহায়ত্বং মথসংরক্ষণং ততঃ ॥ ৩৭ ॥
 অহল্যাপাপশমনং চাপভঙ্গো মহেশিতুঃ ।
 মৎপাণিগ্রহণং পশ্চাদ্ভার্গবস্য মদক্ষয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
 অযোধ্যানগরে বাসো-ময়া দ্বাদশবার্ষিকঃ ।
 দণ্ডকারণ্যগমনং বিরোধবধ-এব চ ॥ ৩৯ ॥

মায়ামারীচমরণং ছায়াসীতাহিতিস্তথা ।
 জটায়ুঘো-মোক্ষলাভঃ কবক্ষস্য তথৈব চ ॥ ৪০ ॥
 শবর্য্যাঃ পূজনং পশ্চাৎ স্ত্রীবেণ সমাগমঃ ।
 বালিনশ্চ বধঃ পশ্চাৎ সীতাস্বেষণমেব চ ॥ ৪১ ॥
 সেতুবন্ধশ্চ জলধৌ লঙ্কায়াম্চ নিরোধনম্ ।
 রাবণস্য বধো-যুদ্ধে সপুত্রস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৪২ ॥
 বিভীষণে রাজ্যদানং পুষ্পকেন ময়া সহ ।
 অযোধ্যাগমনং পশ্চাদ্রাজ্যেরামাভিষেচনম্ ॥ ৪৩ ॥
 এবমাদীনি চাত্তানি ময়ৈবাচরিতান্যপি ।
 আরোপয়ন্তিরামেহস্মিন্ নির্বিকারেহ খিলাত্মনি ॥৪৪॥
 রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচ-
 ত্যাকাঙ্ক্ষতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ ।
 আনন্দমুর্তি-রচলঃ পরিণামহীনো-
 মায়াশূণ্যননুগতো-হি তথা বিভাতি ॥ ৪৫ ॥

চন্দ্রকে পরমব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ, অদ্বিতীয়, সর্বোপাধি বিরহিত
 সত্ত্বাত্ম, অগোচর, নিশ্চল, নির্বিকার, নিরঞ্জন, শান্তস্বভাব,
 সর্বব্যাপী, স্ব প্রকাশ, বিধৌতপাপ বলিয়া জানিবে (৩৩) (৩৪)
 এবং আমাকে মূলপ্রকৃতি ওসৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী বলিয়া
 জান । আমি অতদ্রিতা হইয়া রামচন্দ্রের সান্নিধ্যরশতঃ এই
 ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছি (৩৫) । রামসহযোগে আমি মাতা সৃষ্টি
 করিয়াছি, পণ্ডিতগণ তাহাই শ্রীরামে আরোপিত করিয়া থাকেন
 (৩৬) । বিশেষতঃ অযোধ্যানগরে অতি পবিত্র রঘুবংশে শ্রীরামের
 জন্ম, ভগবান বিশ্বামিত্র ঋষির সহায়তা এবং ঋষিগণের যজ্ঞ
 রক্ষা ; (৩৭) পরে অহল্যার শাপমোচন, মিথিলানগরে মহা-
 দেবের ধনুর্ভঙ্গ, আমার পাণিগ্রহণ এবং ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ ভার্গব
 রামদণ্ডের দর্পক্ষয় (৩৮) ; তৎপরে আমার সহিত দ্বাদশবর্ষব্যাপী
 অযোধ্যানগরবাস, দণ্ডকারণ্যগমন এবং বিরোধাত্ম-রাক্ষস-বধ

(৩৯) ; অনন্তর মায়ামারীচমারণ, ছায়াসীতাহরণ, জটায়ুর মুক্তি-
 লাভ এবং কবক্ষের মোক্ষপ্রাপ্তি (৪০) ; তদনন্তর শবরী হইতে
 পূজা গ্রহণ, স্ত্রীবেণের সহিত সমাগম, বালি বধ এবং সীতার
 স্বেষণ (৪১) ; পশ্চাৎ জলধিতে সেতুবন্ধন, লঙ্কানিরোধন
 এবং যুদ্ধে সপুত্র দুরাত্মা রাবণের বধ (৪২) ; তৎপশ্চাৎ বিভী-
 ষণে রাজ্যদান, পুষ্পকরথারোহণে আমার সহিত অযোধ্যাগমন
 এবং রাজ্যে রামাভিষেচন (৪৩) ; ইত্যাদি ও অন্যান্য নানা
 কার্য্য আমাকর্তৃক আচরিত হইলেও নির্বিকার অখিলাত্মা সেই
 রামে আরোপিত হইয়া থাকে (৪৪) । রামচন্দ্র গমন স্থিতি,
 শোক, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি কিছুই করেন না, কেবল সানন্দমুর্তি,
 অচল, পরিণামহীন ও মায়াশূণ্যননুগত হইয়া দীপ্তি পাইয়া
 থাকেন (৪৫) ।

শ্রীমহেশ্বর-উবাচ ।

ততো-রামঃ স্বয়ং প্রাহ হনুমন্তযুপস্থিতম্ ।
 শৃণু তত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি হ্যাত্মানাত্ম পরাত্মনাম্ ॥ ৪৬ ॥
 আকাশস্য যথা ভেদস্ত্রিবিধো-দৃশ্যতে মহান্ ।
 জলাশয়ে মহাকাশস্তদবচ্ছিন্ন-এব হি ॥ ৪৭ ॥
 প্রতিবিম্বাখ্যমপরংদৃশ্যতে ত্রিবিধং নভঃ ।
 বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যমেকং পূর্ণং তথাপরম্ ॥ ৪৮ ॥
 আভাসস্বপরং বিশ্বভূতমেবং ত্রিধা চিতিঃ ।
 আভাসবুদ্ধেঃ কর্তৃত্বমবিচ্ছিন্নেহবিকারিণি ॥ ৪৯ ॥
 সাক্ষিণ্যারোপ্যতে ভ্রান্ত্যা জীবত্বঞ্চ তথা বুদ্ধেঃ ।
 আভাসস্ত মুখা বুদ্ধিরবিদ্যা কার্য্য-মুচ্যতে ॥ ৫০ ॥

সীতা হনুমানকে ইত্যাদি সমস্ত কীর্তনকরিলে সম্মুখে দণ্ডা-
 রমান মহামতি বায়ুপুত্রকে রঘুনাথ স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞানের কথা
 কহিতে উদ্যত হইলেন । এই রূপা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডারী জগজ্জননী
 পালতীকে দেবদেব মহাদেব শ্রবণ করাইতেছেন । হে বায়ু-
 পুত্র । বক্রপ ত্রিবিধ আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ
 আয়তত্ব ও অনায়তত্ব এবং পরমায়তত্ব ত্রিবিধ কীর্তন করি,
 শ্রবণ কর (৪৬) । সোপাধিক, নিরূপাধিক ও প্রতিবিম্বাখ্য
 এই ত্রিবিধ আকাশের মধ্যে জল শূন্য জলাশয়ে বা ঘটাদিতে যে
 আকাশ দৃষ্ট হয় তাহাকে সোপাধিক কহে, আর নিরূপাধিক যে
 নভোনগলে দৃষ্ট হয় তাহাকে মহাকাশ কহে, এবং দর্পণাদিতে
 যে আকাশ তাহাকে প্রতিবিম্বাখ্য আকাশ বলা যায় । উক্ত
 ত্রিবিধ আকাশকে প্রথম বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য, দ্বিতীয় পূর্ণ অর্থাৎ
 মহাকাশ, তৃতীয় বিশ্বভূত আভাসরূপ এই ত্রিবিধ জ্ঞান জন্মিয়া
 পাকে । জ্ঞান ভ্রমপ্রমাসাধারণ হেতু দ্বিবিধ, — ভ্রমাত্মক ও প্রমা-
 ত্মক ; তাহাতে আমি করি বা করিতেছি ও করিব ইত্যাদি
 আত্মার আভাসবুদ্ধির কর্তৃক কর্মস্বাদি যে জ্ঞান তাহাকে ভ্রমজ্ঞান
 বলা যায়, এবং ভ্রমবশতঃ অবিচ্ছিন্ন অবিকারী অজ্ঞানসাক্ষী যে
 আত্মা তাহাতে বৃষণ জীবত্ব আরোপিত করিয়া থাকেন, কিন্তু
 আভাসবুদ্ধি মিথ্যা অবিদ্যা কার্য্য অর্থাৎ মায়ার কার্য্য (৪৭)
 (৪৮) (৪৯) (৫০) । বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য তিনিই ব্রহ্মপদ-

অবিচ্ছিন্নস্ত তত্ত্বম্ বিচ্ছেদস্ত বিকল্পিতঃ ।
 অবিচ্ছিন্নস্ত পূর্ণেন একত্বং প্রতিপদ্যতে ॥ ৫১ ॥
 তত্ত্বমস্যাং বাচ্যৈশ্চ সাভাসস্য মহন্তথা ।
 ঐক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্মনোঃ ॥ ৫২ ॥
 তদা বিদ্যা স্বকার্য্যৈশ্চ ন সংশয়ঃ ।
 এবং বিজ্ঞায় মদন্তো-মদ্যাবায়োপপদ্যতে ॥ ৫৩ ॥
 মদন্ত্রিবিম্বানাং হি শাস্ত্রমাত্রেণ মুহ্যতাম্ ।
 ন জ্ঞানং নচ মোক্ষঃ স্ত্রাং তেযাং জন্মশতৈরপি ॥ ৫৪ ॥
 ইদং রহস্যং হৃদয়ং মনাত্মনো-
 ময়েব সাক্ষাৎ কথিতং তবানঘে ।
 মদন্ত্রিহীনায় শঠায় ন ত্বয়া
 দাতব্যমৈন্দ্রাদপি রাজ্যতোহধিকম্ ॥ ৫৫ ॥

বাচ্য, কারণ বিচ্ছেদজ্ঞান বিকল্পিত, অর্থাৎ কখন ব্রহ্মপদবাচ্য
 বা কখন জীবপদবাচ্য, পরন্তু এবং বাচ্যবাচকভাবেহু বুদ্ধা-
 বচ্ছিন্ন চৈতন্য পূর্ণজ্ঞানের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইলে তৎ স্বম
 অসি, তৎ জীবাত্মা, তৎ পরমাত্মা, অসি একত্বজ্ঞান অর্থাৎ সেই
 তুমি ইত্যাদি মহা বাক্য দ্বারা সাভাস বুদ্ধির ভেদঃ প্রকাশ হয়,
 তবে উক্ত মহাবাক্যদ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ের যৎকালে
 ঐক্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎকালে আত্মকার্য্যদ্বারা অবিদ্যারূপে
 নিজ নিজ মায়্য বিনষ্ট হইতে পারে তদ্বিষয়ের সংশয় নাই,
 অতএব বায়ুপুত্র এবং প্রকারে মদন্ত্রি জীবলোক বিজ্ঞাপিত হইলে
 মদীয় পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন (৫১) (৫২) । আমাতে ভক্তি
 বিমুখ ব্যক্তির শাস্ত্রমাত্রেই মুক্ত হইতে পারেন এবং তাঁহা-
 দিগের শতবার জন্ম হইলেও জ্ঞান বা মুক্তির লাভ হয় না (৫৪) ।
 যে অনঘে হে নির্মলে ! আমার আত্মার অর্থাৎ শ্রীরামের এই
 রহস্যহৃদয় তোমার নিকট কহিলাম, যদি দেবরাজ ইন্দ্র হইতেও
 অধিক রাজ্য প্রাপ্ত হয় তাহা হইলেও মদন্ত্রিহীন বা শঠতা-
 চারিকে কদাচ দিবে না (৫৫) ; কারণ যে শ্রীরামহৃদয় কীর্তন

শ্রীমহেশ্বর-উবাচ ।

এতত্তেহভিহিতং দেবি শ্রীরামহৃদয়ং ময়া ।

অতি গুহ্যতমং হৃদ্যং পবিত্রং পাপশাতনম্ ॥ ৫৬ ॥

সাক্ষাদ্রামেণ কথিতং সৰ্ববোধাস্তসংগ্রহম্ ।

যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স মুক্তো-নাত্র সংশয় ॥ ৫৭ ॥

ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি বহুজন্মার্জিতান্যপি ।

নশ্যন্ত্যেব ন-সন্দেহো-রামস্য বচনং যথা ॥ ৫৮ ॥

জাতিভ্রষ্টো-ইতিপাপী পরধন পরদা-

রেষু নিত্যোদ্যতো-বা

স্তেয়ী ব্রহ্মো-মাতাপিতৃবধনিরভো-

যোগিস্বন্দাপকারী ।

যঃ সংপূজ্যাত্তিরামঃ পঠতি চ হৃদয়ং

রামচন্দ্রস্য ভক্ত্যা

যোগীন্দ্রে-রপ্যলভ্যং পদ-মিহ লভতে

সৰ্বদেবৈঃস পূজ্যঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমা-

মহেশ্বরসংবাদে আদিকাণ্ডে

শ্রীরামহৃদয়ং নাম প্রথ-

মোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥ ১ ॥

করিলাম, ইহা অতিগুহ্যতম ও হৃদ্য, পরম পবিত্র এবং পাপ-
নাশন (৫৬)। সাক্ষাৎ শ্রীরাম কহিয়াছেন, এই সৰ্ববোধাস্ত-
সংগ্রহ রামহৃদয়, যে ব্যক্তি নিরন্তর ভক্তি পূর্বক পাঠকরিবেন,
তিনি মুক্ত হইবেন তাহার সংশয় নাই (৫৭), প্রত্যুত রাম-
ধাক্যাহুসারে বহুজন্মার্জিত যে ব্রহ্মহত্যাদি পাপনাশ হইবে
তাহার ও অহুমাত্র সংশয় নাই (৫৮)। বিশেষ জাতিভ্রষ্ট, অতি-
পাতকী, পরধন ও পরদারে নিত্য উদ্যত, স্তেয়ী, ব্রহ্ম, জনক
জননীবধে নিরত, যোগিগণের অপকারী ইত্যাদি পাপাচরণ

করিলেও যিনি শ্রীরামকে পূজন করিরা ভক্তিযোগসহকারে উক্ত
রামহৃদয় পাঠ করেন, তিনি সৰ্বদেব পূজ্য অস্ত্রে যোগীকুণ্ডলের
অলভ্য পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন (৫৯)।

এই অধ্যাত্মরামায়ণের উমামহেশ্বরকথোপকথনে আদি-

কাণ্ডের রামহৃদয়নামে প্রথম অধ্যায়

উক্ত হইল ॥ ৬০ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

পার্বত্যবাচ ।

ধন্যাস্থানুগৃহীতান্মি কৃতার্থান্মি জগৎপ্রভো ।
বিচ্ছিন্নো-মেহতিসন্দেহ গ্রস্থি-ৰ্ভবদনু গ্রহাৎ ॥ ১ ॥
ত্বন্মুখাদ্গলিতং রামতত্ত্বায়ুতরসায়নম্ ।
পিবন্ত্যামে মনো-দেব ন তৃপ্যতি ভবাপহম্ ॥ ২ ॥
শ্রীরামস্য কথাতত্ত্বং শ্রুতং সংক্ষেপতো ময়া ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ ক্ষুটাক্ষরম্ ॥ ৩ ॥
শ্রীমহেশ্বর-উবাচ ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্গুহ্যতরং মহৎ ।
অধ্যাত্মরামচরিতং রামেণোক্তং পুরা মম ॥ ৪ ॥
তদদ্য কথয়িষ্যামি শৃণু তাপত্রয়াপহম্ ।
যচ্ছৃদ্ধা মুচ্যতে জন্তু রজ্ঞানাদ্বা মহাভয়াৎ ॥ ৫ ॥

পার্বত্যী কহিতেছেন,—হে জগৎপ্রভো ! আপনাকর্তৃক অনু-
গৃহীতা, ধন্যা ও কৃতার্থা হইলাম ; যে হেতু ভবদীয় অসাধারণ
অমুগ্রহবলে অদ্য আমার চিত্তদোষের অপনোদন হইল (১) ।
হে দেব ! সংক্ষেপতঃ অপূৰ্ণভব ভবদীয় মুখারবিন্দগলিত শ্রীরাম-
তত্ত্বপীযুষরসায়নস্বাদুপানে আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতেছে না
(২) । ইদানীং সবিস্তর অনুতাক্ষর শ্রীরামচরিত্রশ্রবণে অধিনীর
বথোচিতবলবতীমনোহিলাধিত-ফল-সন্ধায়িনীকুলুমবতীআশা-
লতার তাদৃকফল বিতরণে তুর্ণ কামন পূর্ণা করুন(৩) । পরে পার্ব-
ত্যীর পূৰ্ব্বপক্ষের দার্যতা জানিয়া শ্রীমহেশ্বরসিদ্ধান্তাঙ্কুল তর্ক-
বিন্যাসবিতরণে সক্ষম হইতেছেন।হে দেবি পার্বত্যি ! আধ্যাত্মিক
আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই ত্রাপত্রয়নাশক এবং গুপ্ত
হইতেও গুপ্ততম ধেমহৎ অধ্যাত্মরামচরিত্র পূৰ্বে আমার নিকট
শ্রীরাম কহিয়াছিলেন, তাহা অদ্য সবিস্তর কীৰ্ত্তন করিতেছি ;
শ্রবণকর । বাহ্য শ্রবণকরিলে জীবলোক অজ্ঞান বা মহাভয়-

প্রাপ্নোতি পরমায়ুষ্কিং দীর্ঘায়ুং পুত্রসন্ততিম্ ॥ ৬ ॥
ভূমি-ভারেন মগ্না দশবদনমুখাশেষরক্ষোগগণানাং
ধৃত্বা গোরূপমাদৌ দিবিজমুনিগণৈঃ সাকমজাসনস্ত ।
গহ্বা লোকংরুদন্তী ব্যসনমুপগতং ব্রহ্মাণেহপ্যাহ সৰ্ব্বং
ব্রহ্মাধ্যাত্মমূহূর্তংসকলমপিহৃদাবেদশেষাত্তত্বান্(৭)।
তস্মাৎ ক্ষীরসমুদ্রতীর-মগন-ব্রহ্মাথ দেবৈ-ব্রতো-
দেব্যা চাখিললোকহুৎস্বমজরং সৰ্ব্বজ্ঞমীশং হরিম্ ।
অন্তোষীচ্ছৃতিশুদ্ধানিশ্মলপদৈঃ স্তোত্রৈঃপুরাণোক্তবৈ
ৰ্ভক্ত্যাগদগদয়াগিরেতিবিমলৈরানন্দবাস্পৈর্বৃতঃ॥৮॥
ততঃ ক্ষুরাৎসহস্রাংসহস্রসদৃশ প্রভঃ ।
আবিরাসীৎ হরিঃ প্রাচ্যাং দিশাং ব্যপনয়ন্তমঃ ॥৯॥
কথঞ্চিদৃষ্টবান্ ব্রহ্মা হৃদর্শকৃতাত্মনাম্ ॥ ১০ ॥

হইতে মুক্ত হইয়া পরমসম্পত্তি ও দীর্ঘজীবী পুত্র সন্তান লাভ
করিতে পারে (৪)(৫)(৬) । দশানন-প্রভৃতি নিখিলঅশেষ রজনী-
চরনিকর চরণচার ভারবহনাসহমানা গোরূপধরা ধরিত্রী অমর
মুনিগণের সহিত কমলাসনের সমীপে ব্যসন বিজ্ঞাপন পুরঃসর
রোহদ্যমানা হইলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা মুহূর্তকালমধ্যে অশেষ
আত্মতত্ত্ব বিদিত হইয়া দেবতাদিগের সহিত ক্ষীরোদসমুদ্র-
তীরে গমনকরিলেন (৭) । অনন্তর ব্রহ্মা বসুমতী-প্রভৃতি
দেবগণসমভিব্যাহারে ভক্তিগদগদচিত্তে, বাস্পাকুললোচনে
শ্রুতিশুদ্ধ, বিমলপদযুক্ত ও নানাপুরাণোক্তব স্ততিদ্বারা সৰ্ব্বান্ত-
র্যামী সৰ্ব্বজ্ঞ ও অজর জৈম্ব হরিকে স্তব করিতে লাগিলেন (৮) ।
পরে দীপ্তিবিশিষ্ট সহস্রাংসহস্রসদৃশ প্রভ হরি পূৰ্ব্বদিক্ নিজ
প্রথরকরকদম্বদ্বারা ঘোরতর তিমির দূরীকরণপূৰ্ব্বক আবিভূত
হইলে,দর্শনোৎসুক বিশ্বকর্তা বিধাতা সাধারণের হৃদর্শজগৎপাতা
হরিকে কথঞ্চিৎ কণ্ঠে দৃষ্টি করিলেন (৯) (১০) । ইন্দ্রনীল-

ইন্দ্রনীলপ্রতীকাশং স্মিতাস্যং পদ্মলোচনম্ ।

কিরীটহারকেয়ুরকুণ্ডলৈঃ কটকাদিভিঃ ॥ ১১ ॥

বিভ্রাজমানঃ শ্রীবৎসকৌস্তম্ভপ্রভয়া যুতম্ ।

স্তবদ্বিঃ সনকাদৈশ্চ পার্শ্বদৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ১২ ॥

শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিরাজিতম্ ।

স্বর্ণযজ্ঞোপবীতেন স্বর্ণবর্ণান্বরেণ চ ॥ ১৩ ॥

শ্রিয়া ভূম্যা চ সহিতং গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ।

হর্ষগদাগদয়া বাচা স্তোতুং সমুপচক্ৰনে ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

নতোহস্মি তে পদং দেব প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিভিঃ ।

যশ্চিন্ত্যতে কৰ্ম্মপাশাক্ষুদি নিত্যমুগ্ধক্ষুভিঃ ॥ ১৫ ॥

মায়য়া গুণময্যা ত্বং স্বজস্যবসি লুম্পসি ।

জগন্তেন ন তে লোপঃ স্বানন্দানুভবাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

তথা শুদ্ধির্ন দুষ্কীনাং দানাধ্যয়ন কৰ্ম্মভিঃ ।

শুদ্ধাত্মন-স্তে যশসি সদা ভক্তিমতাং যথা ॥ ১৭ ॥

সমবরণ, দ্বিষৎ-হস্তবদন, পদ্মপলাশলোচন, মুকুট হার তাড়া কুণ্ডল বলয় প্রভৃতি নানা অলঙ্কারে অলঙ্করিত, শ্রীবৎসকৌস্তম্ভ-প্রভাজালে শোভিত বক্ষঃস্থল, অলকতিলকাবলি-পূজিতগুহুল, পার্শ্বদপরিবেষ্টিত, সনকাদি ঋষিগণকর্তৃক স্তুয়মান (১১) (১২), শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম বনমালা বিরাজিত, পীতযজ্ঞোপবীত, পীতান্বরধর, ক্ষীরসাগরসুতায়িত, গরুড়োপরি রোচিষ্ণু ইত্যাদি অশেষ অলৌকিকরূপ ও লাভন্য দেখিয়া, আত্মাকে শত শত সাবুবাদদানে হর্ষপুলকোদগমমুন্দরশরীর স্বয়ম্ভু শ্রুতি স্মৃতি ও নানাপুরাণভাষা উচ্চারণপূর্ব্বক নিজমতি পরিপাকাবধি স্তব করিতে সক্ষম হইলেন (১৩) (১৪)।—হে দেব! প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি স্বাষ্টাঙ্গদ্বারা ভবপারতরণি ভবদীয় শ্রীচরণাবিন্দ-যুগলে অভিবাদনকরি, যে পাদপদ্ম চিন্তা করিলে মুগ্ধ ব্যক্তির কৰ্ম্মপাশহইতে মুক্ত হবেন (১৫)। আপনি আনন্দানুভব আত্মার ও গুণময়ী মায়াশক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। অতএব জগতে অস্ত্র উপদ্রব হইবার সম্ভাবনা

অত-স্তবাজ্জি-র্মে দৃষ্ট-শ্চিত্তদোষাপনুভয়ে ।

সদ্যোহস্তহৃদয়ে নিতাং মুনিভিঃ সাত্ত্বতৈর্ধৃতঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মাদৈঃ স্বার্থসিদ্ধার্থ-মস্মাভিঃ পূর্ব্বসেবিতঃ ।

অপরোক্ষানুভূত্যর্থং জ্ঞানিভির্হাদি ভাবিতঃ ॥ ১৯ ॥

ত্বদজ্জি পূজানিস্মালাতুলসীমালয়া বিভো ।

স্পর্ধিতে বক্ষসি পদং লক্ষ্যাপি শ্রীঃ সপত্নিবৎ ॥ ২০ ॥

অত-স্তৎপাদভক্তেষু তব ভক্তিঃ শ্রিয়োহধিকা ।

ভক্তিমেবাহিবাঞ্ছন্তি ত্বদভক্তাঃ সারবেদিনঃ ॥ ২১ ॥

অত-স্তৎ পাদকমলে ভক্তি-রেব সদাস্ত মে ।

সংসারাময়তপ্তানাং ভেমজং ভক্তিরেব তে ॥ ২২ ॥

ইতি ক্রবাণং ব্রহ্মাণং বভাষে ভগবান্ হরিঃ ।

কিং করোমীতি তে বেধঃ প্রত্যাচাচাতিহবিতঃ ॥ ২৩ ॥

কি আছে? দানাদ্যয়ন কৰ্ম্ম করিলে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের চিন্তা-শুদ্ধি জন্মাইতে পারে না; সদাভক্তিযুক্ত শ্রদ্ধাধান ব্যক্তিরাই কৰ্ম্মমাত্রেরই বশবী হইবেন। অতএব অদ্য ভবদীয় শ্রীচরণাবিন্দ-যুগল সমবলোকনকরিয়া মদীয় চিত্তদোষের অপনোদন হইল। সত্ত্বগুণাবলম্বী মুনিগণ হংগম্ভে ভবদীয় পাদপদ্ম যোগ করিয়া আত্মাকে কৃতকৃত্য মানিতেছেন (১৬) (১৭) (১৮)। আমা-দিগের অভীষ্টসাধনজন্তু অচিন্তনায় ভবদীয় শ্রীচরণাবিন্দ পূর্ব্ব ব্রহ্মাদিকর্তৃক সেবিত হইয়াছিল, সম্প্রতি দেবতাদিগের অনুরোধে যে তব চরণ, তাহা জ্ঞানিগণ চিন্তে সর্বদা ভাবনা করিতেছেন (১৯)।

হে বিভো! আপনকার শ্রীপাদপদ্ম আমাদিগের পূজা-নিস্মালাতুলসীমালারদ্বারা লক্ষ্যলক্ষীক হইলেও ক্ষীর-সাগরসুতার সপত্নীর আয় কি আশ্চর্য বনমালা-চিহ্ন বক্ষঃস্থলে বিরাজমান দেখিতেছি। হে নাথ! তব পাদপদ্মের ভক্ত-ষে ব্যক্তি, সে তব ভক্তিপ্রদা লক্ষ্মী-অশেকিত অধিক ভক্ততম; কারণ ভগবত্ত্ব সার বেদি ব্যক্তির, ভক্তিমাত্রেরই বাঞ্ছাকরেন। অতএব ভবদীয় পদাবিন্দে আমাদিগের ভক্তি যেন অনপায়িনী হয়, তাহার বীজ এই যে ভবরোগপীড়িত ব্যক্তিদিগের ভগবৎ পাদপদ্মে ভক্তি মাত্রই পরমোষবী হন (২০) (২১) (২২)।

ভগবন্ রাবণো-নাম পৌলস্ত্যতনয়ো-মহান্ ।
 রাক্ষসানা-মধিপতি-শ্রদ্ধভবরদর্পিতঃ ॥ ২৪ ॥
 ত্রিলোকীং লোকপালাং-শ্চ বাধতে বিশ্ববাধকঃ ।
 মানুষ্যেণ মৃতি-স্তৃণু ময়া কল্যাণকল্পিতা ॥ ২৫ ॥
 অতস্ত্বং মানুষ্যো ভূত্বা জহি দেবরিপুং বিভো ॥ ২৬ ॥
 শ্রীভগবানুবাচ ।

কশ্যপস্য বরো দত্ত স্তপসা তোষিতেন মে ।
 যাচিতঃ পুত্রভাবায় তথৈতাদ্রীকৃতং ময়া ॥ ২৭ ॥
 স ইদানীং দশরথো-ভূত্বা তিষ্ঠতি ভূতলে ।
 তস্যাহং পুত্রতামেত্য কৌশল্যায়াং শুভোদয়ে ॥ ২৮ ॥
 চতুর্দ্বাভ্রানমেবাহং স্বজামীতরয়োঃ পৃথক্ ।
 যোগমায়াপি নীতেতি জনকস্য গৃহে তদা ॥ ২৯ ॥

এবশ্রুত্বায়ে পিতামহের স্তবে পরিতুষ্ট ভগবান্ হরি কহিলেন
 বে, হে চতুর্দানন! আমি তোমার কি করিব? এই হরিবাক্য-
 বসানে অশেষ ভূতভাবন বিষমষ্টা স্রষ্টমনা বিধি ভগবাক্যের
 প্রত্যুত্তর প্রদানে সাহসী হইলেন (২৩)। হে ভগবন্! পৌলস্ত্য-
 তনয় রাবণনামে মহান্ রাক্ষসাদিপতি আছে। সম্প্রতি অশ্রদ্ধভ-
 বরদর্পিত বিশ্ববাধক রাবণ স্বর্গ মর্ত্য ও রসাতল দেবরাজ ইন্দ্রাদি
 লোকপাল প্রভৃতি সমস্ত ব্রাহ্মণের অশেষ ক্রোধ প্রদান করিতেছে।
 কিন্তু মানবহইতে তছোর নিধনরূপ কল্যাণ কল্পনা পূর্বেই স্থির
 করিয়াছি। হে প্রভো! এক্ষণে মানবরূপে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ
 হইয়া দেবতাদিগের শত্রু বিনাশকরুন (২৪) (২৫) (২৬)।

এই পিতামহের বাক্যাবসানে মহাত্মভব ত্রিলোকপাবন
 ভূভারহরণৈক কারণ ভূতভাবন ভগবান্ হরি রাবণবধের প্রতি
 বিধিকে সর্বিশেষ বিধিবিভরণে স্থিরচিত্ত করিতেছেন। পূর্বে
 কশ্যপনামক প্রজাপতি সাতিশয় কঠোর তপস্তার অনুষ্ঠান
 করিয়া পুত্রভাব যাক্রাকরতঃ আশ্রমে অসাধারণ আরাধনা
 করিয়াছিল। আমি উক্ত ব্যক্তির অলৌকিক আরাধনায় সন্তুষ্ট
 হইয়া পুত্রহ অঙ্গীকার করিয়াছি। এক্ষণে উক্ত প্রজাপতি
 অযোধ্যানগরীতে দশরথনামে নরপতি বিখ্যাত হইয়াছেন। উক্ত
 নৃপতির ধর্মপত্নী কৌশল্যা-ঈশ্বরে চতুর্দ্বা অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া
 রাজা দশরথের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া, (আর যোগমায়া নীতা

উৎপৎস্যতে ময়া সার্কং সর্বং সম্পাদয়াম্যহম্ ।
 ইত্যুক্ত্বাস্তদর্ধে বিষ্ণু-ব্রহ্মা দেবানথাত্রবীং ॥ ৩০ ॥
 বিষ্ণু-মর্ত্যরূপেণ ভবিষ্যতি রঘোঃ কুলে ।
 যুয়ং স্বজধ্বং সর্বৈহপি বানরেষংশসম্ভবান্ ॥ ৩১ ॥
 বিষ্ণোঃ সহায়-ভবত যাবৎ স্থাস্যতি ভূতলে ।
 ইতি দেবান্ সমাদিশ্য সমাশ্বাশ্য চ মেদিনীং ।
 যদৌ ব্রহ্মা স্বভবনং বিজরং স্তখ-মাস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥
 দেবা-শ্চ সর্বৈ হরিরূপধারিণঃ
 স্থিতাঃ সহায়ার্থ-মিতস্ততো হরে ।
 মহাবলাঃ পর্বতবৃক্ষযোধিনঃ
 প্রতীক্ষমাণা-ভগবন্ত মীশ্বরম্ ॥ ৩২ ॥
 ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমানহেশ্বরসম্বাদে আদি-
 কাণ্ডে ব্রহ্মণা সহ রামাবতারোৎপত্তিকথনং
 নাম দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

মিথিলাদেশোক্তব জনকরাজভবনে সমুদ্ভূতা হইবেন) অতএব
 যোগমায়া নীতার সহিত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, ভূভারহরণ কারণ
 তোমাদিগের সর্বকর্ষা সম্পাদন করিবো। এই কথা ব্রহ্মাকে
 কহিয়া বিষ্ণু অন্তর্দ্বার হইলে, জগৎপতি ব্রহ্মা বসুন্ধরা-প্রভৃতি
 সমস্ত দেবতাদিগকে কহিতেছেন (২৭) (২৮) (২৯) (৩০)।

বিষ্ণু মানবরূপে রঘুকুলে অবতীর্ণ হইবেন আর যাবৎকাল
 বিষ্ণু ভূতলে থাকিবেন, তাবৎ তোমরা বানররূপে সমুদ্ভূত হইয়া
 বিষ্ণুর সহায়তা করিবে (৩১)। এইরূপে প্রজানাথ ব্রহ্মা দেবতা-
 দিগের আদেশ প্রদানান্তে, “হে মেদিনী! স্বং মার্ভেঃ,” এইরূপ
 বারম্বার মেদিনীকে আশ্বাস প্রদানে নানাবিধ সাঙ্ঘনাবাক্যে প্রি-
 চিত্ত করিয়া সুস্থচিত্তে ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক গমন করিলেন (৩২)। অন-
 ন্তর মহাবলপরাক্রান্ত ও পর্বত বৃক্ষযোধি দেবতাসমস্ত হরিসহা-
 যার্থ ইত্যন্ততঃ অর্থাৎ চতুর্দিক্ বানররূপ ধারণ করিয়া ভূতলে ভূত
 ভাবন ভগবদীশ্বরে প্রতীক্ষার কালক্ষেয়ে সক্ষম হইলেন (৩৩)।
 এই শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমানহেশ্বর কথোপকথনে আদিকাণ্ডে
 রামাবতারের উৎপত্তিকথন দ্বিতীয় অধ্যায় উক্ত হইল।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সূর্য্যবংশে-ভবদ্রাজা দিলীপ-ইতি বিশ্রুতঃ ।
 তস্য পুত্রোভবন্নাম্না অজ-ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ১ ॥
 তস্য পুত্রো-দশরথো-মহাবলপরাক্রমঃ ।
 য-শ্চক্রে হয়মেধানাং শত-মিন্দ্র সমপ্রভঃ ॥ ২ ॥
 অথ রাজা দশরথঃ শ্রীমান্ সত্যপরাক্রমঃ ।
 অযোধ্যাধিপতি-বীরঃসর্বলোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ৩ ॥
 অনপত্যত্বদুঃখেন পীড়িতো-গুরুমেকদা ।
 বশিষ্ঠং মুনিশার্চুল-মভিবাদ্যেদ-মব্রবীৎ ॥ ৪ ॥

প্রথমতঃ সূর্য্যবংশীয় দিলীপনামক এক সম্রাটছিলেন। পরে তস্য পুত্র অজ নামক মহারাজ বিখ্যাত ছিলেন। তদনন্তর তস্য পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত শ্রীমান্ দশরথনামাধেয় নরপতি শত-অশ্বমেধ-যাগান্তে পৃথিবীতলে পুরন্দরসম-দীপ্ত ও সত্যপরা-ক্রম অযোধ্যাপতি বীর সর্বলোকে প্রথিত ছিলেন (১) (২) (৩)। তাঁহার কি অভূতপূর্ব্ব রাজকার্য্য, কিবা শৌর্য্যবীর্য্যো-দার্য্যগুণ, কিবা ঔরসপুত্রবৎ প্রজাপালন, কিবা দানাধ্যয়ন, দেবপূজন, অতিথিসেবন, নিত্যহোমী-গুরুদেব-মুনিবিপ্রপিতৃ-মাতৃভক্তিপরায়ণতা, কি সুন্দর শ্রৌতস্মার্ত্ত-ক্রিয়াচরণ, সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, দাম্পত্য-ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই মহারাজ কি আশ্চর্য্য পারদর্শী ছিলেন, তাহা অনির্লক্ষ্যনীয়। মহারাজের কতই গুণ! বোধ হয়, প্রাক্তনসংস্কার তত্তৎকালে আবির্ভূত হইত। মহারাজের ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা নাই; কেবল অনপত্যত্বদুঃখে দুঃখিত। একদিবস নৃপতি মুনিপুঙ্গবকুলপুরোহিত বশিষ্ঠ গুরুদেবের শ্রীচরণাবিন্দে সান্ত্বিত প্রণতিপূর্ব্বকরূপে অভিবাচনাতে জিজ্ঞাসা করিলেন (৪) :

স্বামিন্ পুত্রাঃ কথং মে হ্যঃ সর্বলক্ষণলক্ষিতাঃ ।
 পুত্রহীনস্য মে রাজ্যং সর্বং দুঃখায় কল্পতে ॥ ৫ ॥
 নানপত্যস্য লোকোহস্তি শ্রুতি-রেষা সনাতনী ॥ ৬ ॥
 অপুত্রস্য ধনং ব্যর্থং অপুত্রস্য ফলং যশঃ ।
 অধোগতি-রপুত্রস্য ভবতীত্যনুশুশ্রমঃ ॥ ৭ ॥
 ধিগ্জন্ম তেষাং যোগীশ যেযাং গেহেহনপত্যতা ।
 নিরাশঃ পিতরো-যাস্তি হনপত্যস্য নিত্যশঃ ॥ ৮ ॥
 অতো-হব্রবীদ্বশিষ্ঠ-স্তং ভবিষ্যন্তি স্তুতা-স্তব ।
 চন্দ্রারঃ সত্বসম্পন্ন-লোকপালা-ইবাপরে ॥ ৯ ॥
 শান্তাভর্ত্তার-মানীয় ঋষ্যশৃঙ্গং তপোধনং ।
 অস্মাভিঃ সহিতঃ পুত্রকামেষ্ট্রিং শীঘ্র-মাচর ॥ ১০ ॥

স্বামিন্! সর্বলক্ষণলক্ষিত পুত্রমুৎসন্দর্শন সম্পত্তি কোথায়? কারণ পুত্রহীন রাজার সমস্তরাজ্য দুঃখভোজ্য, পুত্রহীন জনের পরলোক নাই, বিশেষ অপুত্রের ধন, ফল, যশ ও যাহা কিছু বৈদিক বা পৌরাণিক, পারলৌকিক কার্য্য সমস্তই ব্যর্থ, অস্তে অধোগতি, ইহা আপনার নিকট বিলক্ষণ শ্রুত আছি। হে যোগীশ! সেই সকল পুরুষের ধিক্জন্ম, বাহাদিগের সম্মাননাই! প্রভূত পিতৃলোকের পিণ্ডলোপ, ইত্যাদি রাজা দশরথের বহু-বিধ বিলাপ শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলিতচিত্ত কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ-মুনি তপোবলে বলিতেছেন (৫) (৬) (৭) (৮)। মহারাজ দ্বিতীয়লোকপালসম ও মহাসত্বসম্পন্ন আপনকার চারিটি পুত্র-সন্তান জন্মিবে (৯)।

সম্পত্তি শান্তাপতি তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়নকরিয়৷ আগাদিগের সহিত শীঘ্র পুত্রেষ্ট্রিযাগানুষ্ঠান করুন (১০)। একদা

একদা স অনাবৃষ্টি কারণাং স্তমহাতপাঃ ।
 আনীতো-লোমপাদেন অনাবৃষ্টিনিবৃত্তয়ে ॥ ১১ ॥
 শান্তাং কণ্ঠাং দদৌ তস্মৈ দক্ষিণার্থে মহীপতিঃ ।
 ইতি শ্রুত্বা দশরথঃ পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমম্ ॥ ১২ ॥
 কো-বা কস্য স্ততঃ কীদৃক্ প্রভাব-স্তস্য তদদ ।
 ইতি শ্রুত্বা বচ-স্তস্য মুনিঃ প্রোবাচ নারদম্ ॥ ১৩ ॥
 বিভাণ্ডকস্য বিপ্রার্ধে-স্তপসা ভাবিতাশ্বনঃ ।
 অমোঘবীৰ্য্যস্য স্ততঃ প্রজ্ঞাপতিসমদ্যুতিঃ ॥ ১৪ ॥
 শৃণু পুত্রো-যথা জ্ঞাত-ঋষ্যশৃঙ্গঃ প্রতাপবান্ ।
 মহার্হঃ স মহাতেজাঃ বালঃ স্ববিরসম্মতঃ ॥ ১৫ ॥
 মহাহ্রদং সমাসাদ্য কাশ্চপ-স্তপসি স্থিতঃ ।
 দীৰ্ঘকালপরিশ্রান্ত-ঋষি-র্দেবর্ষিসত্তমঃ ॥ ১৬ ॥

অনাবৃষ্টিকারণবশতঃ লোমপাদ মহারাজকর্তৃক আনীত হইয়া স্তমহাতপা মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ অনাবৃষ্টিদোষশান্তিভ্যন্ত সৰ্ব্বাঙ্গো-
 পেত সপ্ততন্তু নির্কির্ণে সমাপনকরিলে, পূর্ণমনোরথ নরপতি
 লোমপাদমহারাজ কৰ্ম্মসাক্ষ্যার্থ বাচংবমমুনিকে শাস্তানাম্নীকতা
 দানকরিয়াছিলেন । এইরূপ বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণকরিয়া মহারাজ
 দশরথ মুনিসত্তম বশিষ্ঠ মহাশয়কে স্বাভিপ্রায় প্রকাশকরিতৈ-
 ছেন (১১) (১২) । ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গনামক তপোধন কে এবং কেন
 মহাত্মার তনয়, কীদৃক্ প্রভাব, কিহেতু ঋষ্যশৃঙ্গনাম, এই সমস্ত
 জানিতে বাসনা করি, প্রকাশকরিয়া কিঙ্করের চিন্তা দূর করুন ।
 এইরূপ দশরথের বাক্য শ্রবণকরিয়া মহাহ্রদে বশিষ্ঠমুনি ঋষ্য-
 শৃঙ্গের তাবৎ বিবরণ কথনে সাদরে সক্ষম হইলেন (১৩) ।
 নরনাথ ঋষ্যশৃঙ্গমুনি কোন্ মহাত্মার তনয়, তাহা প্রকাশকরি,
 শ্রবণকরুন । তপোবলপ্রভাবে সৰ্ব্বদা পরমাত্মতত্ত্ববিভাবিত
 অমোঘবীৰ্য্য বিভাণ্ডক বিপ্র ঋষির পুত্র, তিনি প্রজ্ঞাপতিসম
 প্রভ (১৪) ।

পরে উক্ত মুনির কিরূপ প্রভাব ও কিপ্রকারে জন্ম, পুত্র-
 স্বরূপ ব্যাখ্যানকরি, শ্রবণকর । অসীমতেজা অসাধারণ প্রতাপ
 ঋষ্যশৃঙ্গমুনি বালক হইলেও বৃদ্ধসম্মত (১৫) । মহারাজ একদিবস
 মহাহ্রদমধ্যে সমাধিস্থ দেবর্ষিসত্তম কশ্যপপুত্র বিভাণ্ডক মুনির

তস্য রেতঃ প্রচক্ষন্দ দৃষ্টাপ্রসমুর্বশীম্ ।
 অপ্পূপ্প্পৃশতো-রাজন্ মুগী তচ্চাপিবত্তদা ॥ ১৭ ॥
 সহ তোয়েন তৃষিতা গুর্বিগী সাভবত্ততঃ ।
 সা পুরোক্তা ভগবতা প্রক্ষণা লোককর্তৃণা ॥ ১৮ ॥
 দেবকণ্ঠে মুগী ভূত্বা মুনিং সূর্য বিমোক্ষ্যাসে ।
 অমোঘহৃদৃষৈশ্চৈব ভাবিত্বাদ্বেবনির্গমিতৈঃ ॥ ১৯ ॥
 তন্যাং মুগ্যাং সমভবত্তস্য পুত্রো-মহানৃষিঃ ।
 ঋষ্যশৃঙ্গ-স্তপোনিষ্ঠো বন-এবাভ্যবদ্বিত ॥ ২০ ॥
 তস্যার্ধেঃ শৃঙ্গং শিরসি রাজ-ন্মগী-মহাত্মনঃ ।
 তেনর্ধ্যশৃঙ্গ-ইত্যেব সদা স প্রথিতোহভবৎ ॥ ২১ ॥
 ন তেন দৃষ্টঃ পূর্বোহন্যঃ পিতু-রন্যত্র মানুষঃ ।
 তস্মাত্তস্য মনো-নিত্যং ব্রহ্মচর্য্যোহভবন্ প ॥ ২২ ॥
 এতস্মিন্নেব কালে তু সখা তব মহামতে ।
 তেন কামাং কৃতং মিথ্যা ব্রাহ্মণস্যেতি ন শ্রুতিম্ ॥ ২৩ ॥

দীৰ্ঘকালপরিশ্রান্তিবশতঃ (১৬) উর্কশীনাগ্নী অঙ্গারাবলোকনে জল-
 মধ্যে রেতঃপাত হয় । পরে তৃষাতুরা মুগী সেই জলপান করিয়া
 গর্ত্তবতী হইয়াছিল । মহারাজ ঐ মুগীকে পূর্বে দেবকণ্ঠাবহায়
 সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা কোন অপরাধে অভিসম্পাত করেন (১৭)
 (১৮) । হে দেবকণ্ঠ্যে ! তুমি মুগী হইয়া মুনিপুত্র প্রসবকরিলে,
 অভিশাপ হইতে পরিজ্ঞান পাইবে । অব্যর্থ বীৰ্য্যহেতু ও দৈব-
 নির্করবশতঃ সেই মুগীর গর্ত্তহইতে বিভাণ্ডকমুনিকুমার মহান্
 ঋষি তাপসকুঞ্জর ঋষ্যশৃঙ্গমুনি সমুদ্ভূত হইয়া বনমধ্যে ক্রমশঃ
 বদ্ধিত হন (১৯) (২০) । অনন্তর প্রজ্ঞানাত্ম মুনিজননী মুগীর মস্তকে
 শৃঙ্গ বিদ্যমানে মুনিমস্তকেও অবশ্যই শৃঙ্গোৎপত্তি সম্ভাবনায়,
 এই কারণ ঋষ্যশৃঙ্গনামধেয় ভূতলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন (২১) । পরে
 উক্ত মুনি জনকভিন্ন অন্য মানব আর নিরীক্ষণ করেন নাই,
 এই হেতু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির চিত্ত সৰ্ব্বদাই ব্রহ্মচর্য্যাহুষ্ঠানে
 থাকিত (২২) ।

ইত্যবসরে, হে মহামতে ! তব সখা লোমপাদনামা নৃপতি
 ব্রাহ্মণস্বকীয় কোন বস্ত্রবিচারে জ্ঞানকৃত মিথ্যা কহিয়াছিলেন

স ত্রাক্ষণৈঃ পরিত্যজ্য-স্তদা বৈ জগতঃ পতিঃ ।
 পুরোহিতাপচার-চ্চ তস্য রাজ্ঞো-যদুচ্ছয়া ॥ ২৪ ॥
 নববর্ষং সহস্রাক্ষ-স্ততঃ পীড়্যন্ত তং প্রজাঃ ।
 স ত্রাক্ষণান্ পর্য্যপৃচ্ছ-তপোযুক্তা-ম্মনীষিণঃ ॥ ২৫ ॥
 প্রবর্ষণে সুরেন্দ্রস্য সমর্থান্ পৃথিবীপতে ।
 কথং প্রবর্ষেৎ পজ্জন্ত-উপায়ঃ পরিদৃশ্যতাম্ ॥ ২৬ ॥
 ত-মুচু-শ্চেদিতা-স্তেন স্নকৃতানি মনীষিণঃ ।
 তত্র হেকো-মুনিবর-স্তং রাজান-মুবাচ হ ॥ ২৭ ॥
 কুপিতা-স্তব রাজেন্দ্র ত্রাক্ষণা-নিষ্কৃতিং চর ।
 ঋষ্যশৃঙ্গং মুনিহৃত-মানয়স্ব চ পার্থিব ॥ ২৮ ॥
 বালোহয়মনভিজ্ঞোহপি নারীণা-মার্তবেরতঃ ।
 স চে-দবতরে-দ্রাজন্ বিষয়-স্তে মহাতপাঃ ॥ ২৯ ॥

সদ্য প্রবর্ষেৎ পজ্জন্ত্য-ইতি তে নান্নে সংশয়ঃ ।
 এতচ্ছ ত্বা বচো-রাজন্ কৃত্বা নিষ্কৃতিমাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥
 স গত্বা পুন-রাগচ্ছেৎ প্রসন্নেষু দ্বিজাতিষু ।
 রাজান-মাগতং দৃষ্ট্বা প্রতিসংজহ্রিষুঃ প্রজাঃ ॥ ৩১ ॥
 ততোহঙ্গপতি-রাহুয় সচিবান্ মন্ত্রকোবিদান্ ।
 ঋষ্যশৃঙ্গাগমে যত্ন-মকরো-ম্মন্ত্রনিশ্চয়াৎ ॥ ৩২ ॥
 সোহধ্যগচ্ছ-ত্বপায়-স্ত তৈ-রমাত্যৈ-মহীপতে ।
 শাস্ত্রজ্ঞৈ-রখিলার্থজ্ঞৈ-র্নিত্যক্ পরিনিষ্ঠিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥
 তত্র স্বাজ্ঞাপয়ামাস বারমুখ্যা-মহীপতিঃ ।
 বেষ্ঠাঃ সর্বত্র নিষণতা-স্তা-উবাচ মহীপতিঃ ॥ ৩৪ ॥
 ঋষ্যশৃঙ্গ-মুষেঃ পুত্র-মানয়ধ্ব-মুপায়তঃ ।
 লোভয়িত্বা সমাশ্বাস্য বিষমং মম শোভনাঃ ॥ ৩৫ ॥

(২৩) সেই অপরাধে ত্রাক্ষণগণ উক্ত নরপতিকে অসাধারণ দোষে দূষিত জানিয়া কহিলেন যে, মহারাজ ! পুরোহিতের অপচারহেতু আত্মেচ্ছার অধীনতাবশতঃ সমস্ত ত্রাক্ষণগণকর্তৃক যে আপনি পরিত্যজ্য হইলেন, এমত নহে ; দেবরাজ পুরন্দরও ভবন্তের দোষাহুসন্ধানে ভবদীয় রাজ্যে নববর্ষসহস্রপর্য্যন্ত বারি বিতরণে বিরত হইয়া যুগদীয় প্রজাপীড়নে যত্নবান্ হইয়াছেন । পরে অতিবিষমবদন লোমপাদ নৃপতি ত্রাক্ষণগণের মুগপম্ব-বিনির্গত এই অশ্রুতবাক্য শ্রবণকরিয়া, হে পৃথিবীপতে ! ইন্দ্রের প্রবর্ষণে বিশেষ সক্ষম তপোযুক্ত তাবৎ ত্রাক্ষণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন যে, এক্ষণে কি উপায় করিলে, পজ্জন্ত জলদান করে, ইহা উপায়ান্তরাধধারণে সত্বপদেশ প্রদানে মদীয় রাজ্য রক্ষাকরিতে অনুমতি হয় (২৪)(২৫)(২৬) । অনন্তর তাবন্মনীষিগণ লোমপাদ নরপতিকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনকার যদি পূর্ব-সঞ্চিত স্নকৃতি থাকে তবেদেবরাজ ইন্দ্রজীবদানে প্রজাগণের জীবনদান করিতে পারেন । এই কথা মনীষিগণ কহিলে দয়াজ-একজন মুনিবর লোমপাদ নরপতিকে বলিলেন যে, (২৭) । হে পার্থ ! তোমার প্রতি সমস্ত বিপ্র কুপিত আছেন ; এক্ষণে যদিও বালক ও সর্ববিষয় অনভিজ্ঞ, তথাপি বহুপ্রাচীনসম্রাট মহারাজ, মহাতপা বিভাওকমুনিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিপুত্রব-দি

প্রমদাগণের আর্তবে আশ্রিত হইয়া ভবদীয় রাজ্যে শুভাগমন করেন(২৮)(২৯), তাহা হইলে পজ্জন্ত সদ্যঃ প্রবর্ষণকরিবে এবং দৃষ্টি হইতে নিজনিষ্কৃতিলাভে নির্বিল্পে রাজ্যরক্ষা করিতেও শক্য হইবেন, তদ্বিষয়ের অনুমাত্র সন্দেহ নাই । পরে মুনিবর হইতে সাতিশয় আল্লাদজনকবাক্য শ্রবণে প্রহুষ্ঠাত্মা লোমপাদ নৃপতি নিজনিষ্কৃতিলাভ করিবার বাসনায় ফলবৎ প্রদক্ষিণাভি-বাদনমুক্তিক্রিয়াদ্বারা তাবৎ বিপ্রগণকে সুসন্তুষ্ট করিয়া নিজ-রাজধানী চম্পানগরীপ্রতি সাবধান হইলেন (৩০) ।

অনন্তর সমাগতলোমপাদনৃপতিদর্শনে প্রজাগণ সমস্তম-গাত্রোত্থান পূর্বক বন্দনাদি করিতেলাগিল (৩১) । পশ্চাৎ অঙ্গপতি লোমপাদ নৃপতি সমস্তবিং মন্ত্রিকে সাদরে সমাঙ্গান করিয়া রাজ্যে বিভাওকমুনিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গমুনির শুভাগমন বিষয়ে বহুসহকারে মন্ত্রণার স্থিরতর হইলে (৩২), নিত্যপরি-বেষ্টিত নিখিলশাস্ত্রার্থ পারদর্শি অমাত্যবর্গসহিত (সম্যক্) সত্বপায় সমবগত হইয়া কহিলেন, হে কোশলাধিপতে ! পরমকারুণিক সভাধিপতি লোমপাদ রাজা সর্বকর্মকুশলা কতিপয় বারাহণা-দিগকে সবিধে আনিয়া আদেশ প্রদানে সাহসী হইয়া (৩৩) (৩৪), কহিলেন, হে স্নকৃতাঃ ! অশেষলোভ প্রদর্শন পুরঃসর

তা-রাজভয়ভীতা-শ্চ শাপভীতা-শ্চ যোষিতঃ ।

অশক্য-মুচু-স্তৎ কৰ্ম বিবৰ্ণগতচেতসঃ ॥ ৫৬ ॥

তত্র ত্বেকা বারযোষা রাজান-মিদ-মত্রবীৎ ।

প্রযতিষ্যে মহারাজ তমানেতুং তপোধনম্ ॥ ৩৭ ॥

অভিপ্রোতাং-স্ত মে কামাং-স্ত-মনুজাতু-মহঁসি ।

ততঃ শক্লোম্যানয়িতু-মৃষ্যশৃঙ্গ-মৃষেঃ স্ততম্ ॥ ৩৮ ॥

তস্যাঃ সৰ্ব্ব-মভিপ্রোত-মনুজানীৎ স পার্থিবঃ ॥ ৩৯ ॥

নাৰি বৃক্ষা-ম্বা-রোপ্য ফলকারাং-শ্চ মোদকান্ ।

স্বরসাং-শ্চ স্নগন্ধীনি মধুনি রসবন্তি চ ॥ ৪০ ॥

বিষমাস্যস্বকৃত্রীযুক্ত বিভাণ্ডক ঋষিস্তত ঋষ্যশৃঙ্গমুনি মহা-
শয়ের মদীয় রাজ্যে শুভাগননার্থ যথোচিত যত্ন করিবে (৩৫) ।
এইরূপ নৃপতি বারাক্ষণাগণকে আজ্ঞা প্রদান করিলে, বেষ্ঠাগণ
একে রাজভয়ভীতা, তাহে যোষিদ্ধিধায় শাপভয়াদি উভয় ভয়-
ভীত হইয়া প্রথমতঃ বিবর্ণগতচিত্তে বিষমবদনে কর্তব্যকার্য্যে
অপারগতা জানাইল (৩৬) ।

পরে বারাক্ষণাগণ মধ্যে কোন একা বারনারী নৃপতিকে
কহিতেছে, মহারাজ ! উক্ত তপোধনকে আনিতে সমর্থ্যহই, যদি
মদীয় অভিপ্রায়ে স্বমত সংস্থাপন করেন, তাহা হইলেই আগন্তুক
কার্য্যে সাহস করিতে, অর্থাৎ ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে আনিতে
পারি (৩৭) । এই কথা বলিয়া তৃষ্ণীস্তাবাবলম্বনে নৃপতি
সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধা বারনারী দণ্ডায়মানা রহিলে, রাজা কহিলেন,
সুন্দরি ! ভদ্রং ; তুমি বাহা অভিপ্রায় করিয়াছ, তাহাই উত্তম
পরামর্শ । এই বলিয়া নরনাথ তন্মতে অহমত হইলেন (৩৮)(২৯)

ততো-রূপেণ সম্পন্না বয়সা চ মহীপতে ।

দ্বিয়-আদায় কাশ্চিৎ সা জগাম বন-মঞ্জসা ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে তৃতীয়ো-

হধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

তদনন্তর তরগীমধ্যে ফলপত্রবিশিষ্ট কুজিম নানাবিধ বৃক্ষ
রোপন করিয়া স্বরস স্নগন্ধ মধুর রসভাবযুক্ত মোদক লড্ডুকাদি
নানাবিধ ভক্ষ্যভোজ্যমাণ্যভাষ্যাদি লইয়া নানা স্থললিত
ভৈরববসস্তাদিষড়্‌রাগ ভৈরবী পুভূতি ষট্‌ত্রিংশদ্রাগিণীসংযুক্ত
যন্ত্রতন্ত্রোথিত নিষাদাদি বর্তমান সপ্তস্বর আলাপন তালমান-
সহিত নানা রসভাবযুক্ত নাট্যোক্তি সম্প্রদায়ক অঙ্গবিক্ষেপ-
পূর্ব্বক নৃত্যগীতাদি কীর্তনকরতঃ বারাক্ষণাত্ময়-সমভিব্যাহারে
রূপযৌবনসম্পন্না প্রধানা বারনারী বনবিচরণে, অর্থাৎ ঋষ্যশৃঙ্গ-
মুনিকুমারশ্রমে শীঘ্র গমন করিয়াছিল (৪০) (৪১) ।

এই শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণের উমামহেশ্বরকথোপকথনে

ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানে তৃতীয় অধ্যায়

উক্ত হইল ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

মহেশ্বর-উবাচ ।

সা তু স্থিত্বা কিয়-দূরং সংস্থাপ্যা-শ্রম-মুক্তমম ।
সন্দেশাচ্চৈব নৃপতেঃ স্ববুদ্ধ্যা চৈব রাঘব ॥ ১ ॥
নানাপুষ্পকলৈ-বৃক্ষৈঃ কৃত্রিমৈ-রূপশোভিতম ।
কৃৎস্না নাব্যাশ্রমং রম্যং অদ্ভুতং নৌম্যদর্শনম্ ॥ ২ ॥
ততো-নিরূপ্যতাং নাব-মদূরে কাশ্যপাশ্রয়াৎ ।
বাহ্যামাস পুরুষৈ-বিহারং তস্য বৈ যুনেঃ ॥ ৩ ॥
ততো-দুহিতরং বেষ্টাং সমাধায়েতি কর্তৃতাম্ ।
দৃষ্টান্তরং কাশ্যপস্য প্রাহিণৌদ্বুদ্ধিসম্মতাম্ ॥ ৪ ॥
সা তত্র গত্বা কুশলী তপোনিষ্ঠস্য সন্নিধৌ ।
আশ্রয়-স্ত সমাসাদ্য দদর্শ ত-মুখেঃ স্তম্ভম্ ।
উবাচ মধুরং বাক্যং শ্রদ্ধং মধুরয়া গিরা ॥ ৫ ॥

কচ্চি-ম্মুনে কুশলং তাপসানাং

পিতা চ তে কচ্চি-দহীনতেজাঃ ।

কচ্চিৎ প্রিয়া ন রমতে চাশ্রমেহস্মিন্

ত্বাঃ বৈ দ্রক্ষুঃ সাম্প্রতং চাগতোহস্মি ॥ ৬ ॥

প্রথমতঃ প্রধানা ঋষ্যনারী মুনিকুমারশ্রমসমীপবর্তী কিয়-
দূরে থাকিয়া লোমপাদ মহারাজের আদেশানুসারে এবং নিজ-
বুদ্ধিপ্রার্থ্যবশতঃ কৃত্রিম নানাপুষ্পকলবৃক্ষপত্রাদিদ্বারা মুনি-
বিহার জনক নাব্যাশ্রম অতিরমণীয় নির্মাণ কবিত্বা মুনির অন্ত-
রস্থ অভিপ্রায় জানিবার বাসনায় মুনিবেশধারিণী একটা
বেষ্টা গুপ্তচাক্ষুণ্যভাবে মন্দগতিদ্বারা ক্রমশঃ মুনির নিকটে
যাইয়া অতিমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিতেছে (১) (২) (৩)
(৪) (৫),—মুনে! কুশলীতাপসগণमध्ये ভবৎপিতা অতি-

তচ্ছিত্ততো বর্দ্ধতে তাপসানাং

কচ্ছিত্তরোমূলফলং প্রভূতম্ ।

কচ্ছিত্তয়া পীয়তে চৈব বিপ্র

কচ্চিৎ স্বাধ্যায়ঃ ক্রিয়তে চর্য্যশৃঙ্গ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রুত্বা বচ-স্তস্য মুনিবেশধরস্য হি ।

উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞাঃ মুনিবেশবিধারিণীম্ ॥ ৮ ॥

ঋক্ষ্যা ভবান্ জ্যোতি-রিব প্রকাশতে

মন্ত্রে চাহং ত্বা-মভিবাদনীয়ম্ ।

পাদ্যং বৈ সংপ্রদাস্যামি যথা

সিধ্যৎ কৰ্ম্মফলানি চৈব ॥ ৯ ॥

কৌশ্যাং ব্রহ্ম্যামাস যথোপবেশং

কৃষ্ণাজিনে বাবৃত্যয়াং স্তথায়াম্ ।

ক চাশ্রম-স্তব কিং নাম চেদং

ব্রাহ্ম্যং ভাতি তদেব ব্যক্তম্ ॥ ১০ ॥

তেজস্বী । এ আশ্রমে আপনকার রমণী আপনার সহিত রমণ
করেনত ? আমি আপনকার প্রিয়াকে দেখিবার কারণ সম্পৃক্তি
আসিয়াছি (৬) । ভবদীয় তপস্তা বর্দ্ধমানা হইতেছে ? অল্পপ্তিম
ফলমূল ভোজন করেন ত ? নিত্যহোম ও বেদবেদাঙ্গ পাঠ হয়
তো (৭) ? এইরূপ মুনিবেশধারিণীর অতিমনোহর বাক্য শ্রবণে
মুনি মুনিবেশধারিণী বেষ্টাকে সাক্ষাৎ জ্যোতিষরূপ দেখিয়া
কহিয়াছিলেন (৮),—আমি প্রণাম করি; পাদ প্রক্ষালনকরন;
অদ্য আমার তপস্তারকল সুসিদ্ধহইল (৯); কুশান্তরণে বা কৃষ্ণা-
জিনে যথাস্থ উপবেশন করন; আপনকার আশ্রম কোথায় ?
কি নাম ? বোধহয়, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব বিরাজমান (১০) ।

ততো-বেশ্যা প্রত্যাচ দ্বিজেন্দ্রঃ

শঙ্কায়ুক্তা কাশ্যপশ্রাগমে তু ।

মমাশ্রমঃ কাশ্যপপুত্র রম্য-

স্ত্রিযোজনং শৈলমিমং পরেণ ॥ ১১ ॥

তত্র স্বধর্ম্মোহনভিবাদনং মে

ন চোদকং পাদ্য-মুপস্পৃশামি ॥ ১২ ॥

ভবতা নাভিবাদ্যোহহ-মভিবাদ্যো- ভবান্ময়া ।

ব্রত-মেতাদৃশং ব্রহ্মন্ পরিষ্বেজ্যো ভবান্ময়া ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রুত্বা বচ-স্তস্য পুন-রাহ তপোধনঃ ।

ফলানি পকানি দদানি তেহহম্

ভল্লাতকান্য়ামলকানি চৈব ।

করুণকানীঙ্গুদকানি তাবৎ

যথোপযোষং ফলমত্র ভুঞ্জস্ব ॥ ১৪ ॥

স৷ তানি সর্ব্বাণি বিবর্জয়িত্বা

ভক্ষ্যং মহার্ষিঃ প্রদদৌ ততোহস্ম ।

তান্যব্যশৃঙ্গস্য মহারসানি

ভৃশং হরুপাণি রুচিং দদু-র্হি ॥ ১৫ ॥

দদৌ চ ম্যাল্যানি স্নগন্ধিবন্তি

চিত্রাণি বাসাংসি চ ভানুমন্তি ।

পানানি চাণ্ড্যাণি ততো-গৃহীত্বা

মুমোদ চিক্রিড় জহাস চোচ্চৈঃ ॥ ১৬ ॥

তদা চুচুম্বামলগণ্ডমূলে

বিলজ্জমানা ফলিতা লতেষ ।

পাত্রে-শ্চ গাত্রাণি নিষেবমাণা

সমাল্লিষ-চসকু-দৃষ্যশৃঙ্গম্ ॥ ১৭ ॥

বিলজ্জমানেনব মলাভিভূতা

প্রলোভয়ামাস স্ততং মহর্ষেঃ ।

অথর্ব্যশৃঙ্গং বিকৃতং নিরীক্ষ্য

পুনঃ পুনঃ পীড়্য চ কায়মস্য ।

আবেক্ষ্যমানা শনকৈ-র্জগাম

কৃত্যগ্নিহোত্রস্য তদাপদেষং ॥ ১৮ ॥

মুনি ইত্যাদিরূপ পরিচয়গ্রহণে প্রার্থিতে হইলে, বিভাওকথায়ির আগমনে অতিশয়শঙ্কাকুলচিত্তা মুনিবেশধারিণী বারনারী কহিতেছে, হে কাশ্যপপুত্র! আমার আশ্রম অতিরমণীয়; এই পর্ব্বতহইতে তিন যোজন পথ দূরগামী (১১)। তাহাতে আমার অনভিবাদন নিজধর্ম্ম, অর্থাৎ আমরা কাহাকেও প্রণাম করি নাই এবং কাহারও পাদ্যজল স্পর্শকরি না (১২)।

আপনকার আমি অনভিবাদ্য ও আপনি আমার অভিবাদ্য। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমার এই ব্রত, যাহাতে আপনি আমাকে আলিঙ্গন করেন (১৩)। এই কথা কহিলে, তপোধন মুনি-বেশধারিণী বারনারীকে পুনর্বার কহিতেছেন,—ব্রত ফল মূল প্রদানকরি, ভক্ষণ কর। বিশেষ ভল্লাতক, হরীতকি, আমলকী, করুণ, ইঙ্গুদ, নাগরঙ্গ, জয়ীর, নীবার, কলায়, কঙ্কু, তিল, মৃদগ, যব, গোবৃষ, হৈমন্তিক মূলক, কেয়ূক, নারিকেল, শ্রীফল, কদল লবণী, লকুচ, পনস, আগ্র, মরীচ ইত্যাদি সমস্ত

ফলমূল অত্যুত্তম,ভোজনে অতিসুস্বাদু। মুনি এই বলিয়া বারানারীকে ফলদান করিলে, (১৪) মুনিবেশধারিণীবারনারী মুনিদত্ত তাবৎ ফল পরিত্যাগ করিয়া নিজসংকীর্ণ শোভিত উত্তমরসাস্বাদিত নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ও স্নগন্ধমালা, বিচিত্র বসন, কপূর বাসিতাম্বুলাদিদ্বারা মুনিকে যথেষ্ট পরিভূণকরিয়া মুনির সহিত হস্তপরিহাস্তআমোদপ্রমোদরূপ কিয়ৎকাল বিহার করিলে, বিলজ্জমানা ফলিতা লতা বজ্রপ বৃক্ষকে বারবারপরিবেষ্টনকরে, তজ্জপ বৃক্ষরূপ মুনিকে লতাক্রপা বারনারী বারবারমুখচুষনগাত্র-স্পর্শনালিঙ্গন পুনঃপুনঃকায়পীড়নাদিকরতঃমুনিকে পরমাল্লাদ-মাগরে নিমগ্ন দেখিয়া বিভাওকের আগমনে ব্যাকুলচিত্তা বারনারী নৌকাশ্রমে পলায়ন করিল (১৫) (১৬) (১৭) (১৮)।

তস্যাং গত্যাং মদনেন চিত্ত-
 বিচেতনঃ প্রীতবদ্যশৃঙ্গঃ ।
 তামেব চিত্তেন গতেন শৃঙ্খো-
 বিনিঃশ্বস-ম্মার্তবপু-র্ষভূব ॥ ১৯ ॥
 ততো-মুহূর্তং হরিপিঙ্গলাক্ষঃ
 প্রবেষ্টিতো-রোমভি-রানথাগ্রাং ।
 স্বাধ্যায়বান্ হৃষ্টসমাধিসুতো-
 বিভাণ্ডকঃ কাশ্যপ-আবিরাসীৎ ॥ ২০ ॥
 সোহপশ্য-দাসীন যুপেত্য পুত্রঃ
 ধ্যায়ন্ত-মেবং বিপরীতচিত্তং ।
 বিনিঃশ্বসন্তঃ মুহূর্তদৃষ্টিং
 বিভাণ্ডকঃ পুত্র-মুবাচ দীনম্ ॥ ২১ ॥
 নরৈ-র্যথা পূর্ব-মিবাসি পুত্র
 চিন্তাপর-শ্চাপি বিচেতন-শ্চ ।
 দিনোহপি মাত্রং তুমিহাদ্য কি-ম্মু
 পৃচ্ছামি ত্বাং ক-ইহাভ্যাগতোহভূৎ ॥ ২২ ॥
 ন কল্যন্তে সমিধঃ কি-ম্মু তাত
 কচ্চি-দ্ধুতং চাঘিহোত্রং ত্বয়াদ্য ।
 স্ননির্গিতং স্রুক্ষবং হোমধেনুঃ
 কচ্চিৎ সবৎসা চ কৃতা ত্বয়াদ্য ॥ ২৩ ॥

পরে মদনমুগ্ধলসাক্ষ ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতিঃখাসপরিত্যাগ পূর্বক
 অসাধারণ পরিশ্রমবশতঃ শুকবদনে বিরাজিত আছেন (১৯) ।
 ইত্যবসরে অগ্নিহোত্রপরায়ণ, হরিপিঙ্গলাক্ষ, স্বাধ্যায়সফলসমাধি
 কশ্যপপুত্র বিভাণ্ডক ঋষি ক্ষণকাল মধ্যে আশ্বজাশ্রমে আসিয়া
 (২০) বিপরীতচিত্ত, মুহূর্তহিনিঃখাসযুক্ত, উদ্ধৃষ্ট এবস্ত্রকারে
 হুঃখিত মুখাবলোকনে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, (২১) পুত্র !
 সামান্ত বিচেতন মানবের ত্যায় কি হেতু চিন্তাপর দেখিতেছি ?
 এখানে কি অদ্য কোন ব্যক্তি আসিয়াছিল ? (২২) সমিধ্কলনা

ইতি শ্রুত্বা পিতৃ স্তস্য বচো-মুগ্ধাক্ষরং পরম্ ।
 উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞং পিতরং করুণান্বিতং ॥ ২৪ ॥
 ইহাগতো-জটিলো-ব্রহ্মচারী
 ন বৈ ব্রহ্মো নাতীদীর্ঘো-মনস্বী ।
 স্রবর্ণবর্ণঃ কমলায়তাক্ষঃ
 স্রুতং সুরাণা-মিব লোভমানঃ ॥ ২৫ ॥
 স্রুশ্বিষ্করূপঃ সবিতেব দ্বীপুঃ
 স্রুভুগ্নকৃষ্ণাক্ষি-রতীবগৌরঃ ।
 নীলা বিবিক্তা চ জটা স্রুগন্ধা
 হিরণ্যরজ্জুগ্রথিতা স্রুদীর্ঘা ॥ ২৬ ॥
 আলম্ব্যমানা পুন-রস্য কঠে
 বিদ্যোততে বিদ্যু-দিবা-স্তরীক্ষে ।
 দ্বৌ মাংসপিণ্ডা-বধরেণ কণ্ঠা-
 দলোমশৌ চাপি মনোহরৌ চ ॥ ২৭ ॥
 বিলগ্নমধ্যশ্চ স নাভিদেহে
 কটিশ্চ তস্যাপি বৃহৎ প্রমাণা ।

হইয়াছে ? অগ্নিহোত্র হবনকর্ম সম্পন্ন হইয়াছে ? স্রুক্ষবাধি
 প্রকালন করিয়াছ ত ? সবৎসা হোমধেনু প্রভৃতির শুক্রবা হই-
 য়াছে ? ভাবিদিনের কুশব্রজমৌজী-মেখলাদির আরোহণ করি-
 য়াছ ত ? (২৩) জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণকরিয়া করুণান্বিত
 বাক্যজ্ঞ জনকের প্রতি ঋষ্যশৃঙ্গ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া-
 ছিলেন (২৪) । পিতঃ ! এখানে একজন জটিল আসিয়াছিলেন ।
 তিনি অতিশয় ব্রহ্ম এবং অতিশয় দীর্ঘও নহেন । মহামাত্র,
 স্রবর্ণবর্ণ, কমলায়তাক্ষ, দেবতাগণের লোভমান, (২৫) স্রুশ্বিষ্ক
 রূপ, স্রুধাংস্ত সমদীপ্তিশালী, স্রুভুগ্নকৃষ্ণাক্ষি, স্রুপরিষ্কতা ও
 গন্ধামোদিত হিরণ্যরজ্জুগ্রথিত স্রুদীর্ঘজটা (২৬) গগণমণ্ডলে
 বিহাংসম শোভায়মান জটিল কণ্ঠদেশে আলম্ব্যমানা, আর
 পারিজাতবিনিম্বিত ওষ্ঠাধর, এবং বক্ষঃস্থল বিরাজিত অলোমশ
 অতিমনোহর মাংসপিণ্ডদ্বয় (২৭) ও বেদিবিলগ্নবৎ বিলগ্নমধ্যস্থিত

অধাস্য চীরাস্তরতঃ প্রভাতি

হিরণ্ময়ীব মম মেখলেয়ম্ ॥ ২৮ ॥

অশ্রু-চ্চ তস্যাদ্ভুতদর্শনীয়ং

বিকুঞ্চিতং পাদয়োঃ সংবিরৌতি ।

পাণ্যো-চ্চ তদ্বজ্রচিরং নিবন্ধো

কলাপকা-রক্ষমালা যথেষৎ ॥ ২৯ ॥

বিচেষ্টমানস্য চ তস্য নাভিঃ

কৃজন্তি হংসাঃ শরদীব মত্তাঃ ।

চীরাগি তস্যাদ্ভুতদর্শনানি

লোমানি তদ্ব-গ্নম রূপবন্তি ॥ ৩০ ॥

বক্তৃঞ্চ তস্যাদ্ভুতদর্শনীয়ং

প্রব্যাহতং হ্লাদয়তীব চেতঃ ।

পুংস্কোকিলস্যেব চ তস্য বাণী

তাং শৃণতো মে ব্যথিতাস্তরাশ্চ ॥ ৩১ ॥

স মে সমাপ্লিষ্য পুনঃ শরীরং

জটাস্থ গৃহ্নাত্য-বনম্য বক্তৃম্ ।

বক্তৃণ বক্তৃং প্রণিধায় শব্দং

চকার তন্মে জনয়েৎ প্রহর্ষং ॥ ৩২ ॥

ন চাপি পাদ্যং বহুমন্যতে-হসৌ

ফলানি চেলানি ময়া হৃতামি ।

এবং স্ততোহস্মীতি চ মা-মবোচৎ

ফলানি পাদ্যানি ন চাদদ-শ্মে ॥ ৩৩ ॥

ময়োপযুক্তানি ফলানি তস্য

নেমানি তুল্যানি রসেন তেষাং ।

তোয়ানি চৈবা-তিরসানি মহৎ

প্রাদাৎ স বৈ পাতু-মুদাররূপঃ ॥ ৩৪ ॥

পীত্বৈব যান্য-ভ্যষিকঃ প্রহর্ষো-

মমাভব-দ্ভু-শ্চলিতেব চাসীৎ ।

ইমানি চিত্রাণি চ গন্ধবন্তি

লাল্যানি তস্যোদ্গ্রথিতানি পট্টে ॥ ৩৫ ॥

ইচ্ছামি তস্যান্তিক মেব তাত

কা নাম সা ব্রতচর্যা নু তস্য ।

নাভিদেশ আর বৃহৎপ্রমাণ নিতম্বদেশ, তাহে স্বল্পবসনাপ্রিত মম মেখলাসমা হিরণ্ময়ী মেখলা জাজ্বল্যমানা (২৮) ।

আর ব্রহ্মচারির পদযুগলে কি ভূতদর্শনীয় ক্রৌঞ্চবক্ বিরাজ করিতেছে এবং করতলদ্বয়ে যজ্ঞপ আমার এই অক্ষমালা তজ্ঞপ জ্ব্রুচির কলাপকদ্বয় ব্রহ্মচারির পাণিতলদ্বয়ে নিবদ্ধ আছে (২৯); এবং শরৎকালপ্রাপ্ত প্রমত্ত হংস বাদৃক সর্বদা শব্দায়মান হইয়া থাকে, তাদৃক ব্রহ্মচারির বিচেষ্টমান নাভি ও অশ্রুদীপ্তরূপসম আশ্চর্য্যদর্শন লোমাবলি এবং চীর বসন (৩০) । হৃদয়াহ্লাদকর কি আশ্চর্য্য দর্শনীয়বিহারবক্তৃ, বিশেষ পুংস্কো-ক্লিপোম বাণী প্রবণে তদবধি আমার অন্তরাশ্চা ব্যথিত আছে (৩১) । উক্ত ব্রহ্মচারী অশ্রুদীপ্ত শরীর পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন দানে এবং জটাজুট গ্রহণে মদীষ বক্তৃ অরনত করিয়া

মুখে মুখ প্রণিধানকরতঃ কি অপূর্ব শব্দ করিয়া আমার প্রকৃষ্ট হর্ষ জন্মিল, তাহা বলিতে অসমর্থ (৩২); এবং অশ্রুদত্ত ফলমূল ও চেলবসন উক্ত জটিল বহুমানিত না করিয়া আমাকে কহেন যে, আমার এই ব্রত ভবদত্ত পাদ্য ও ফল মূলাদি স্বীকার করি না (৩৩) । অনন্তর উদাররূপ ব্রহ্মচারী আমার পানার্থ উত্তম স্নানাহ ও ওষ্ঠাবলোপ্য নিজসঞ্চিত ফল মূল আমাকে প্রদান করিলেন (৩৪) ।

অভ্যবিক্ত ঋষি প্রহর্ষ হইয়া ব্রহ্মচারিদত্ত ফলমূল তোরাদি পানকরিবামাত্র আমাগয়কে, বোধ হয়, যেন পুপিবী চলিতা হন আর পট্ট স্ত্রাব্যারা ব্রহ্মচারিকর্তৃক গ্রথিত আশ্চর্য্যগন্ধবিশিষ্ট এই সমস্ত পুষ্পমালা (৩৫) । অতএব, হে তাত ! এক্ষণে ব্রহ্ম-চারির নিকটে বাসকরিতে ইচ্ছাকরি । পিতঃ ! এ ব্রতচর্য্যাব কি

ইচ্ছাম্যহং চরিতং তেন সার্কং
 যথা তপঃ স চরত্যাগ্রকর্ম্মা ॥ ৩৬ ॥
 ইত্যেব বাক্যং মুনি-রাষ্ট্রজস্য
 শ্রদ্ধা মহাবাক্যবিশারদোহসৌ ।
 উবাচ বাক্যং পরিশাস্ত্রয়ন্ হি
 বিভাণ্ডক-স্তপসা জ্ঞাততত্ত্বঃ ॥ ৩৭ ॥
 রক্ষাংসি চৈতানি চরন্তি পুত্র
 রূপেণ তেনাদ্বিতদর্শনেন ।
 অতুল্যবীৰ্য্যাণ্য-তিরুপবন্তি
 বিঘ্নং সদা তপস-শ্চিন্তয়ন্তি ॥ ৩৮ ॥
 ন তানি সেবেত মুনি-র্যতাত্মা
 ফলানি পেয়ানি মধুনি তানি ।
 মাল্যানি চৈতানি ন বৈ মুনীনাং
 গ্রাহ্যাণি চিত্তোৎপলগন্ধবন্তি ॥ ৩৯ ॥

রক্ষাংসি তানীতি নিবাহ্য পুত্রঃ
 বিভাণ্ডক-স্তপসে নির্জগাম ।
 যদা পুনঃ কাশ্যপো-নির্জগাম
 ফলানি হর্তুং বিধিনা বনা-দ্ধি ॥ ৪০ ॥
 তদা পন-লৌভয়িতুং জগাম
 সা বারযোষা মুনি-মুদ্যশৃঙ্গং ।
 দৃষ্টেব তা-মুদ্যশৃঙ্গং প্রহুটঃ
 সংভ্রাস্তরূপো-পশ্যত-ভদানীং ॥ ৪১ ॥
 প্রোবাচ চেনাং ভবদা-শ্রমায়
 গচ্ছামি যাব-ন্ন পিতা মেতি ।
 ততো-বেশ্যা কাশ্যপশ্চৈকপুত্রঃ
 প্রবেশ্য যোগেন বিমুচ্য নাবং ॥ ৪২ ॥
 প্রমোদয়ন্ত্যো-বিবিধৈ-রূপায়ৈ-
 রাজশু-রঙ্গাধিপরাঙ্গধানীং ।

নাম ? ব্রহ্মচারির সহিত এই ব্রতচরণ করিতে আমি বিলক্ষণ
 বাসনা করি ; যেহেতু সেই ব্রহ্মচারী এই ব্রতচরণ করিয়া উগ্র-
 কর্ম্ম হইয়াছেন (৩৬) । অনন্তর মহাবাক্যবিশারদ, তপসা-
 জ্ঞাতসমস্ততত্ত্ব বিভাণ্ডক মুনি আশ্রমের এইরূপ বাক্য শ্রবণ
 করিয়া নানাবিধ হিতবাক্যরূপ-জলসেকদ্বারা কামবাগানল-
 দগ্ধচিত্ত তনয়কে সাস্তনাকরতঃ কহিয়াছিলেন (৩৭),—পুত্র !
 আশ্চর্য্যদর্শন হেতু মন্যতে বিবেচনা হয় যে, এখানে সেই সমস্ত
 রাক্ষসগণ বিচরণে আসিয়া থাকিবে ; কেন না, তাহাদিগের
 শৌর্য্য বীৰ্য্য ওদার্য্য রূপ গুণের তুলনা নাই । স্বাভাবিক
 তাহার তপস্তার বিচারণ সর্বদা করিয়া থাকে (৩৮) ।
 সংযতাত্মা মুনিগণ তাহাদিগের সহিত একত্র কখন বাস করেন
 নাই এবং অশুদ্ধ ফলমূল ও মধুপান করেন নাই, তাহা ধর্ম্ম-
 শাস্ত্রে বিশেষ নিষেধ আছে, আর বিশেষ চিত্তোৎপলগন্ধযুক্ত
 মাল্য মুনিগণের অগ্রাহ্য (৩৯) । পরে সেই সমস্ত রাক্ষ-

বলিয়া সাতশয়স্নেহবশতঃ মন্তমাতঙ্গবৎ ধৈর্য্যগুণাবলম্বনে অসহ-
 মান পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে বারম্বার নিবারণক্রম পিতা কাশ্যপ
 বিভাণ্ডকমুনি বিধিবোধিত তপস্তার নিমিত্ত কাননহইতে
 ফলকুসুমসমিধ্ সঞ্চয়নবাসনায় যৎকালে আশ্রমাস্তর প্রস্থান
 করেন, তৎকালে ব্রহ্মচারিরূপধারিণী বারনারী ঋষ্যশৃঙ্গমুনির
 নিকট পুনরায় উপস্থিতা হইল (৪০) ।

অশেষ লোভদর্শনতুল্যলালসায় যৎকালে বারনারী ঋষ্যশৃঙ্গ
 মুনির নিকট উপস্থিতা হইল। তৎকালে প্রহুটচিত্ত ঋষ্যশৃঙ্গ
 বারনারীকে দৃষ্টমাত্রেই সংভ্রাস্তরূপে গাত্রোথান* (৪১)
 করিয়া বারনারীকে কহিলেন যে, যাবৎকাল আমার পিতা
 এ আশ্রমে না আসিবেন, তাবৎকাল ভবদীয় আশ্রমে আমি
 স্ততাগমন করিব। পরে বারনারী মুনির নিকট এই কথা শ্রবণ-
 মাত্র কোন যোগবলে পর্ণশালার প্রবেশ করিয়া কাশ্যপের
 শ্রেষ্ঠপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গমুনির নিকট সর্ববিষয় অনাশ্রিত জীবাত্মপরমাশ্র-
 ত্ত্বের অভেদচিন্তনরূপ সমাধি ভঙ্গ করিয়া তরলীমধ্যে অক-
 রোহণ করাইল (৪২) । পশ্চাৎ অশেষ উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গমুনি-

অন্তঃপুরে তন্তু নিবেশ্য রাজা
 বিভাণ্ডকস্তাত্ত্বজমেক পুত্রম্ ॥ ৪৩ ॥
 দদর্শ দৈবং সহসা প্রবৃক্ট-
 মাপর্য্যমাণঞ্চ জগজ্জলেন ।
 স লোমপাদঃ পরিপূর্ণকামঃ
 সূতাং দদৌ ঋষ্যশৃঙ্গায় শান্তাম্ ॥ ৪৪ ॥
 ক্রোধপ্রতীকারকঞ্চ চক্রে
 গা শৈব মার্গেষু চ কর্ষকাণি ।
 বিভাণ্ডকস্যাত্ত্বজতঃ স রাজা
 পশূন্ প্রভূতান্ পশুপাংশ্চ বীরান্ ॥ ৪৫ ॥
 সমাদিশং পুত্রমার্গী মহর্ষি-
 বিভাণ্ডকঃ পরিপৃচ্ছেদ-যদা বঃ ।
 স বক্তব্যঃ প্রাজ্ঞলিভি-র্ভবন্তিঃ
 পুত্রস্য তে পশবঃ কর্ষকঞ্চ ॥ ৪৬ ॥

অথোপজাতং স মুনি শ্চুকোপ
 স্মমাশ্রমং ফলমূলং গৃহীত্বা ।
 অশ্বেষমাণশ্চ ন তত্র পুত্রং
 দদর্শ চুক্রোধ ততো-ভূষণং সঃ ॥ ৪৭ ॥
 ততঃ স কোপেন বিদীর্ঘ্যমাণ-
 আশঙ্কমানো-নৃপতে-র্বিধানম্ ।
 জগাম চম্পাং প্রতিবীক্ষ্যমাণ-
 স্ত-মঙ্গরাজং সপূরং সরাষ্ট্রম্ ॥ ৪৮ ॥
 স বৈ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতঃ কাশ্রপ-স্তান্
 ঘোষান্ দেশান্ সাদিচরান্ সমৃদ্ধান্ ।
 গোপৈশ্চ তৈর্বিধিবং পূজ্যমানো-
 রাজেব তাং রাত্রি-মুবাশ তত্র ॥ ৪৯ ॥
 আবাপ সৎকার-মতীব তন্তু
 প্রোবাচ কস্য প্রহিতাঃ স্ব গোপাঃ ।

সমভিব্যাহারে সাতিশয় প্রমোদমান বারাজ্ঞগণগণ অজ্ঞাধিপ-
 রাজধানী সমুপস্থিত হইলে, বারাজ্ঞগণত্রয়সমভিব্যাহারে কাশ্রপ
 বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গমুনি রাজধানী আসিয়াছেন, এই কথা
 দৃতমুখাৎ শ্রবণমাত্রে সাতিশয় আনন্দচিত্ত লোমপাদনামা
 নৃপতি অন্তঃপুরমধ্যে মুনিকে প্রবেশ করাইবামাত্র (৪৩)
 দৈব্য অমৃতবর্ষণকরতঃ জগৎসংসার পরিপূরণ করিলেন। এই
 অণৌকিক ব্যাপার দর্শনে পূর্ণমনস্কাম লোমপাদনরপতি ঋষ্য-
 শৃঙ্গমুনিকে শান্তানাম্নী কৃত্যপ্রদান করিলেন (৪৪)। অনন্তর
 আত্মজের অশ্বেষমার্থ রাজ্যে অবশ্রুই শুভাগমনকারী বিভাণ্ডক-
 মুনির ক্রোধপ্রতিকারকর কতিপয় সবৎসা থেহু ও কর্ষকগণ
 প্রভূত পশু এবং বীরপশুপদকল পথিমধ্যে নরপতি লোমপাদ
 স্থানে স্থানে নিয়োজিত করিয়া (৪৫) তাহাদিগকে লোমপাদ
 নরপতি এই অনুমতি করিলেন যে, পুত্রমার্গী মহর্ষি বিভা-
 ণ্ডকমুনি এপর্য্যন্ত আসিয়া, এই সকল পশু ও পশুপাল কোন্
 রাজার? এই কথা যখন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন,
 তখন তোমরা কৃতাজ্ঞলিপূর্ব্বক অতিবিনীতভাবে কহিবে যে,

এই সমস্ত পশু ও কর্ষকগণ মহাশয়ের পুত্রের (৪৬)। অনন্তর
 বহুক্ষণ পুত্রদর্শনলালসায় সাতিশয়োৎসুক কলমূলহস্ত অগ্নিহোত্র-
 পরায়ণ বিভাণ্ডকমুনি অবিলম্বে আশ্রমপদপ্রাপ্তে স্বাশ্রমে
 পুত্রকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ অশ্বেষণকরতঃ নিতান্ত ক্রোধ-
 পরবশ হইলেন (৪৭)। পশ্চাৎ ক্রোধাগ্নিবিদীর্ঘ্যমাণ মুনি
 লোমপাদনপতির চরিত্রের চাতুর্য্যতা আশঙ্কা করিয়া জ্রবিক্ষেপে
 সপূর সরাষ্ট্র অঙ্গরাজ অবলোকনকরতঃ চাম্পানগরী প্রতি ধাব-
 মান হইয়া (৪৮) কিয়দূরে আসিয়া পথিমধ্যে শ্রান্ত ও ক্ষুধিত
 কাশ্রপ ঘোষ দেশ প্রভৃতি প্রচুর পশ্বাদিবিভূষিত বিলক্ষণ-
 সম্পত্তিযুক্ত নগর দেখিয়া তত্রস্থ গোপগোপিকা গোপবালক-
 কর্তৃক রাজবৎ যথাবিধি পূজ্যমান মুনি এক রজনীকাল অতি-
 বাহিত করিয়া (৪৯), অতিসৎকারপ্রাপ্ত মুনি তত্রস্থ পশুপালক
 গোপগণকেজিজ্ঞাসা করিলেন যে, ওহে বাপু গোপগণ! তোমরা
 কাহাকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছ? এই কথা শ্রবণমাত্র অতিবিনীত
 তাবৎ গোপগণ মুনির নিকট কৃতাজ্ঞলিভাবে আসিয়া “এই

উচু স্তত-স্তেহভূপগম্য সৰ্বৈ
 ধনং তবেদং বিহিতং স্ততস্য ॥ ৫০ ॥
 এবং সদেশেষভিপূজ্যমান-
 স্তাং-শৈব শৃণু মধুরপ্রলাপান্ ।
 প্রশান্তভূয়িষ্ঠরজাঃ প্রহৃষ্টঃ
 সমাসসাদান্ধপতিং পুরস্কৃত্ব ॥ ৫১
 স পূজিত-স্তেন নরর্ষভেণ
 দদর্শ পুত্রং দিবি দেব-মিন্দ্রং ।
 শাস্তাং স্রুযাং চৈব দদর্শ তত্র
 সৌদামিনীমুচ্চরন্তীং যথৈব ॥ ৫২ ॥
 গ্রামাংশ্চ ঘোষাংশ্চ স্ততস্য দৃষ্ট্বা
 শাস্তাক্ষ শাস্তস্য পরং সাকোপঃ ।
 চকার তস্মৈ চ পরং প্রসাদং
 বিভাণ্ডকৌ-ভূমিপতেন্নরেন্দ্রঃ ॥ ৫৩
 স তত্র নিঃক্ষিপ্য স্ততং মহর্ষি-
 রুবাচ সূর্য্যাম্বিসমপ্রভাবঃ ।

সমস্ত ধন আপনার পুত্রের” এই কথা গোপগণ নিবেদন করিল (৫০)। পরে সেই দেশে এইরূপ সর্বতোভাবে পূজ্যমান এবং পশুরব ও পশুপালক গোপগোপিকাদিগের মধুরালাপ-শ্রবণে প্রশান্তভূয়িষ্ঠরজা প্রহৃষ্টাভ্যা কাশ্যপ পুরস্কৃত অঙ্গপতিকে ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইলেন (৫১)।

অনন্তর, নরশার্দ্দূল লোমপাদনৃপতিপুত্রিত মুনি যেন দেবালয়ে দেবরাজইন্দ্রসমতনয় এবং অলৌকিকরূপদেদী-প্যমান। সৌদামিনীসদৃশী শাস্তানায়ী পুত্রধর্ম্মসমবলো-কনে স্তম্ভচিত্ত পুত্রের পূর্বোক্ত গ্রামশণ্ডঘোষবর্ণ প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিভাণ্ডক প্রচণ্ড হইলেও ভূমিপতির প্রতি পরম প্রসন্ন হইলেন (৫২) (৫৩)। তৎপরে লোমপাদনৃপতি-রাজ্যে পুত্র ও পুত্রবধূ রাখিয়া স্বর্ঘ্য অগ্নিসমপ্রভ মহর্ষি মহারা-জার সমস্ত প্রিয়কর্ম্ম সম্পাদনাস্তে ও তোমার পুত্রোৎপত্তি হইলে

জাতে তু পুত্রে বনমাত্রজেষা
 রাজ্ঞঃ প্রিয়াণ্যস্য সর্ব্বাণি কৃত্বা ॥ ৫৪ ॥
 স তদচঃ কৃতবানৃষ্যশৃঙ্গো
 যযৌ চ যত্রাস্য পিতা বভূব ।
 শাস্তা চৈনং পর্যাচরদ্যথা বৈ
 খে রোহিণী সোম-মেবং তথা সা ॥ ৫৫ ॥
 অরুন্ধতী বা স্তভগা বশিষ্ঠঃ
 লোপামুদ্রা বাপি তা হৃগস্ত্যাম্ ।
 তথা শাস্তা ঋষ্যশৃঙ্গং বনস্থঃ
 প্রীত্যা যুক্তা পর্যাচরন্নরেন্দ্রঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি তে সর্ব্বমাখ্যাতং ঋষ্যশৃঙ্গপরাক্রমং ।
 তমানয় মহারাজ যন্তে যজ্ঞং করিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥
 তথৈতি মুনিমানীয় মন্ত্রিভিঃ সহিতঃ শুচিঃ ।
 যজ্ঞকর্ম্ম সমারেভে মুনিভির্বীতকল্মষৈঃ ॥ ৫৮ ॥

বানপ্রস্থাস্রম গমন করিবে (৫৪), পুত্রকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিলে অতিবিনীত ঋষ্যশৃঙ্গ যে আজ্ঞা বলিয়া পিতৃব্যব্রূ-প্রতিপালনে তৎপর হইলে, বিভাণ্ডক স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া-ছিলেন (৫৫)। পরে বশিষ্ঠসমীপে স্তভগা অরুন্ধতী ও অগস্ত্যমুনিসমীপে রাজকন্যা লোপামুদ্রা, চৈয়ারা যজ্ঞপতি-সেবাস্থানে আশ্রিতা ছিলেন, তজ্জপ গগণমণ্ডলে বোহিণীসমা শাস্তা দশদশবদন বনস্থ ঋষ্যশৃঙ্গপতিশুক্রবাপরায়ণা ছিলেন (৫৬)। তৎকালে বশিষ্ঠমুনি রাজা দশরথের নিকট এইরূপ সমস্ত ঋষ্যশৃঙ্গের পরাক্রম নিবেদনকরিয়া কহিলেন যে, মহা-রাজ! যিনি আপনার যজ্ঞ করিবেন, সেই ঋষ্যশৃঙ্গমুনির আন-রনে যজ্ঞবান্ হউন (৫৭)।

অনন্তর অযোধ্যাপতি শ্রীমান্ দশরথ কৃতান্তলিভাবে কুলপুরোহিত গুরু বশিষ্ঠ-বাক্যশ্রবণে সচিবসহিত পরামর্শ সমাপনাস্তে অজাধিপরাজধানী চম্পানগরী হইতে যত্নসহকারে মহর্ষি বিভাণ্ডকমুনিকুমার মহাতপা তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গমুনি স্বপূরে সমানীত হইলে পরমপরিজ্ঞভাবে নিত্যকৃত্যনিবন্ধে বীতকল্মষ উক্ত মুনিগণের সহিত বধাবিধি পুত্রোষ্ট্রযজ্ঞ কল্প

শ্রদ্ধয়াহুয়মানহমৌ তপ্তজাম্ নদপ্রভঃ ।
 পায়সং স্বর্ণপাত্রস্থং গৃহীত্বোবাচ হব্যরাট্ ॥ ৫৯ ॥
 গৃহাণ পায়সং দিব্যং পুত্রার্থং দেবনিশ্চিতং ।
 লপ্স্যসে পরমাত্মানং পুত্রত্বেন ন সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥
 ইতুত্বা পায়সং দত্ত্বা রাজ্ঞে সোহন্তর্দধেহনলঃ ।
 ববন্দে মুনিশাদূলৌ রাজা লক্ষ্মনোরথঃ ॥ ৬১ ॥
 বশিষ্ঠ-ঋষাশৃঙ্গভ্যামনুজ্ঞাতোদদৌ হবিঃ ।
 কৌশল্যায়ৈ সূকৈকযৈ হৃদ্ধগর্দ্ধং বিভজ্য সং ॥ ৬২ ॥
 ততঃ শ্রমিত্রা সংপ্রাপ্তা জগৃহে পৈষ্ঠিকং চরুং ।
 কৌশল্যা তু স্বভাগাৰ্দ্ধং দদৌ তস্যৈ মুদাম্বিতা ॥ ৬৩ ॥
 কেকয়ী চ স্বভাগাৰ্দ্ধং দদৌ প্রীতিসমম্বিতা ।
 উপভূজ্য চরুং সৰ্ব্বাঃ স্ত্রিয়ো গৰ্ভসমম্বিতাঃ ॥ ৬৪ ॥
 দেবতা-ইব তা-রেজুঃ স্বভাসারাজমন্দিরে ॥ ৬৫ ॥

আরম্ভ করিলেন (৫৮)। পরে অতিশ্রদ্ধাভক্তিসহকৃত প্রবুদ্ধ যজ্ঞীয় হতাশন ঋষাশৃঙ্গমুনিকর্তৃক আহুয়মান হইলে, তপ্তজাম্ নদপ্রভ হব্যরাট্ স্বর্ণপাত্রস্থ পায়স গ্রহণকরিয়া মহারাজকে কহিলেন যে, (৫৯) মহারাজ! এইপুত্রার্থ দেবনিশ্চিত দিব্যপায়স গ্রহণ করুন। ইহাতে পরমাত্মা পুত্রলাভ করিতে পারিবেন, তাহার সংশয় নাই; (৬০) এইবলিয়া রাজাদশরথকে পায়সপ্রদানান্তে পূর্ণাহতি হবনদানে অতিসুসম্পদ অনল অঙ্কিত হইলে, লক্ষ্মনোরথ রাজা দশরথ মুনিপুত্রব বশিষ্ঠ ঋষাশৃঙ্গ মুনিগণের ঐচরণারবিন্দযুগলে সন্তোষে প্রণিপাত করিলেন (৬১)। অনন্তর অবনিপাল বশিষ্ঠ ঋষাশৃঙ্গকর্তৃক অনুজ্ঞাত হবি দুই অংশে বিভক্ত করিয়া, একাংশ কৌশল্যাকে অপরংশ কৈকেয়ীকে প্রদান করিলেন (৬২)। পরে চৰ্ঘবুক্কা কৌশল্যা নিজাংশের অদ্ধাংশ পৈষ্ঠিকচরু শ্রমিত্রাকে প্রদান করেন আর প্রীতি ভাবাপন্ন কৈকেয়ীও নিজাংশের অদ্ধাংশ চরু শ্রমিত্রাকে সংপূর্ণ করিলে, একত্র ভিন্ন রাজমহিষা পায়সচরু ভোজনান্তে সকলেই গৰ্ভলক্ষণ ধারণকরতঃ রূপগুণ ও দিব্যালঙ্কার বস্ত্রাদিবিভূষণের সম্বলভার অধিকতাহেতু দেবতাসমা রাজত্ববনে বিরাজ করিতে লাগিল (৬৩) (৬৪) (৬৫)।

দশমে মাসি কৌশল্যা শুষুবে পুত্রমবয়ং ।
 মধুমাসে সিতে পক্ষে নবম্যাং কর্কটে শুভে ॥ ৬৬ ॥
 পুনর্কবিসৃক্ষসহিতে উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে ।
 মেঘং পৃষণি সংপ্রাপ্তে পুষ্পরুষ্টিসমাকুলে ॥ ৬৭ ॥
 আবিরাসীজ্জগন্নাথঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।
 নীলোৎপলদলশ্যামঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভূজঃ ॥ ৬৮ ॥
 জলদারুণেনৈত্রান্তঃ স্ফুরৎ কুণ্ডলমণ্ডিতঃ ।
 সহস্রার্ক প্রতীকাশঃ কিরাটী কুণ্ডলালকঃ ॥ ৬৯ ॥
 শঙ্খচক্র গদাপদ্মবনমালাবিরাজিতঃ ।
 অনুগ্রহাথ্যহংসেন্দুসূচকঃ স্মিতচন্দ্রিকঃ ॥ ৭০ ॥
 করুণারসসংপূর্ণোবিশালোৎপললোচনঃ ।
 শ্রীবৎসহারকেয়ূরনুপুরাদিবিভূষণঃ ॥ ৭১ ॥
 দৃষ্টা তং পরমাত্মানং কৌশল্যা বিশ্বমাকুলা
 হর্ষাশ্রুপূর্ণনয়না নত্বা প্রাজ্জলি-মত্রবীৎ ॥ ৭২ ॥

অনন্তর কৌশল্যা সম্পূর্ণদশমমাস প্রাপ্তাবস্থায় স্বর্ঘ্যদেব মেঘরাশি গমন করিলে, অর্থাৎ চাত্র-চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় নবমীতিথিতে কর্কটলগ্নে পুনর্কবিসৃক্ষসহিত গ্রহপঞ্চক উচ্চপদস্থ হইলে, মধ্যাহ্নকালে অক্ষয়পুত্র প্রসব করিবার সময়ে অমরগণ কুসুমবর্ষণে ব্যাকুলিত হইলে, পরমাত্মা সনাতন জগন্নাথ আবির্ভূত হইলেন (৬৬) (৬৭) *। নীলোৎপলদলশ্যাম, পীতবসন, চতুর্ভূজ, কোকনদবৎ অরুণবর্ণ নয়নাস্ত, দীপ্তি-নিশিষ্ট রূপকুণ্ডলশোভিত, সহস্রস্বর্ঘ্যসদৃশমুকুটালঙ্কার, পূজিত-অলকতিলকাবলি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিরাজিত, সাহুগ্রহ-হৃদয়, চন্দ্রসূচক ঈষদাস্ত্রমুখচন্দ্রিক, করুণারসসংপূর্ণ, পদ্ম-পলাশলোচন, শ্রীবৎসহারকেয়ূরনুপুরাদিবিভূষণ, হর্ষাশ্রুপূর্ণ-নয়না বিশ্বমাকুলা কৃতাজলি কৌশল্যা ঈদৃশ পরমাত্মারূপ পুত্র

*৬৬-৬৭। উক্ত মূলে বদ্যাপি মধ্যাহ্নকাল নাই, তথাপি অতিতেজঃপুঞ্জ স্বর্ঘ্যবংশীয় জীরামচন্দ্রের জন্মকালিন সমস্ত অঙ্ককার পণ্যন করিয়াছিল, একারণ অনুবাদে লেখা হইল যেহেতু পুরাণান্তরে মধ্যাহ্নকাল বিশেষ বর্ণিত আছে; “কিঞ্চা মধ্যাহ্নে জন্ম ভাবয়েৎ” ইতি তিথিতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচাৰ্য্য মহাশয়ের লিখিত আছে, অতএব অনুবাদ অত্যন্ত নীরসভাবেহেতু অধুনা মধ্যাহ্নকাল উল্লেখ হইল।

কৌশল্যোবাচ ।

দেবদেব নমস্তুভ্যং শঙ্খচক্রগদাধর ।

পরমাত্মাচ্যুতাহনস্তঃ পূর্ণ-স্তঃ পুরুষোত্তম ॥ ৭৩ ॥

বদন্ত্যাগোচরং বাচাং বুদ্ধাদীনামতৌন্দ্রিয়ম্ ।

ত্বাং বাদিবেদিনঃ সত্ত্বাত্মাং জ্ঞানৈকবিগ্রহম্ ॥ ৬৪ ॥

ত্বমেব মায়য়া বিশ্বং সৃজস্যবসি হংসি চ ।

সদ্ধাদিগুণসংযুক্তঃ সূর্য্য এবামলঃ সদা ॥ ৭৫ ॥

করোমীব ন কর্তা ত্বং গচ্ছসীব ন গচ্ছসি ।

ন শৃণোমি শৃণোমীব পশ্যসীব ন পশ্যসি ॥ ৭৬ ॥

অপ্রাণোহমনাঃ শুভ্র-ইত্যাদি ঐতিহ্যব্রবীৎ ।

নমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্নপি ন লক্ষ্যসে ॥ ৭৭ ॥

অজ্ঞানধ্বান্তচিন্তানাং ব্যক্ত-এব স্তম্বেদসাম্ ।

জঠরে তব দৃশ্যন্তে ব্রহ্মাণ্ডাঃ পরমাণবঃ ॥ ৭৮ ॥

ত্বং মমোদরসংস্কৃত-ইতি লোকান্ বিজ্ঞমসে ।

ভক্তেষু পারবশ্যন্তে দৃষ্টং মেবদ্য রঘুদ্বহ ॥ ৭৯ ॥

সংসারসাগরে ময়া পতিপুত্রধনাদিষু ।

ভ্রমামি মায়য়া তেহদ্য পাদমূল মুপাগতা ॥ ৮০ ॥

দেব ত্বদ্রূপমেতন্মে সদা তিষ্ঠতু মানসে ।

আরণেতু ন মাং মায়া তব বিশ্ববিমোহিনী ॥ ৮১ ॥

উপসংহার বিশ্বাত্মনোত্তরূপমলৌকিকম্ ।

দর্শয়স্ব মহানন্দং বালভাবং স্ত্র্যকোমলম্ ।

ললিতালিঙ্গমালাপৈ স্তুরিষ্যাম্যেতৎ তমঃ ॥ ৮২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

বদ্যদিকং তবাস্ত্যম্ব তত্তত্ত্বতু নাতৃথা ॥ ৮৩ ॥

অহস্ত ব্রহ্মণা পূর্ব্বং ভূমেভারাপনুভয়ে ।

প্রার্থিতোরাবণং হস্তঃ মানুষত্বমুপাগতঃ ॥ ৮৪ ॥

ত্বয়া দশরথেনাহং তপসারাদিতাঃ পুরা ।

সন্দর্শনে বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন (৬৮) (৬৯) (৭০)

(৭১) (৭২) ।

হে দেবদেব ! তুভ্যং নমামি, হে শঙ্খচক্রগদাধর ! ত্বং পরমাত্মা, ও অচ্যুত, অর্থাৎ পতন না থাকায় অচ্যুত, অস্ত না থাকায় অনন্ত অংশ না থাকায় পূর্ণ, অবকৃষ্টতা না থাকায় পুরুষোত্তম (৭৩), তুমি বাক্যের অগোচর, বুদ্ধাদির অতৌন্দ্রিয়, ভগবদ্বাদিবেদিগণ আপ-
নাকে জ্ঞানময়মাত্র শরীর, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সত্ত্বাত্মা বলিয়া বিদিত, আছেন (৭৪) । তুমি মায়া দ্বারা সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়করণের মুখ্য কর্তা ; সত্ত্বরজস্তমোগুণযুক্তবপুঃ, সাক্ষাৎ জ্যোতিঃপদার্থ, সূর্য্যবৎ নির্মল (৭৫) ; তুমি কর্ম কর, কিন্তু কর্মের কর্তা নও ; তুমি গমন কর, কিন্তু গমনের কর্তা নও ; তুমি শ্রবণ কর, কিন্তু শ্রবণ নাই ; তুমি দেখেও দেখ নাই (৭৬) ; তুমি অপ্রাণ, অমন, নিত্য শুভ্র ইত্যাদি ঐতিহ্য কহেন । তুমি সর্ব্বপ্রাণিতে সমভাব অবলম্বন করিলেও কাহাকর্তৃক লক্ষিত হও নাই (৭৭) ; তুমি অজ্ঞানির জ্ঞানদাতা, অব্যক্তজনের ব্যক্তরূপ ; তব জঠরে পরমাণুরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্ট হইতেছে (৭৮) । তুমি এই হত-
ভাগ্যার উদরে উৎপন্ন হইয়া কি সমস্তলোকবিভূষণা করিতেছ ?

হে রঘুকুলোদ্বহ ! অদ্য ভবদীয় ভক্তের প্রতি পারবশ্যতা আমা কর্তৃক দৃষ্ট হইল (৭৯) । ভগদ্বিশ্ববিমোহিনী মায়া বাধ্যবশতঃ পতিপুত্রধনাদিরূপসংসারসাগর তীব্রতরঙ্গকল্লোলে অনবরত ভ্রমণ করিয়া অদ্য ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মমূল প্রাপ্ত হইলাম (৮০) । হে দেব । তোমার এইরূপ মম মানসে যেন সর্ব্বদাই থাকে, তাহাতে তব বিশ্ববিমোহিনী মায়া আমায় যেন আবরণ না করিতে পারে (৮১) । হে বিশ্বাত্মন ! এই অলৌকিকরূপলাবণ্যসম্বরণকরিয়া সম্প্রতি নহানন্দজনক বাল ভাব অতিস্ন্যকোমলরূপ নয়নপদ্মে আনিয়া আলিঙ্গন ও আলাপনসম্ভাষণাদি দ্বারা উৎকটতমো-
রাশিকে বিনাশ করিয়া ভবযন্ত্রণাহইতে পরিত্রাণ পাই (৮২) ।

অনন্তর কৌশল্যার এবং প্রকারে স্তবে পরিভূষ্ট ভগবান্ কৌশল্যাকে কহিয়াছিলেন, হে মাতঃ ! তোমার বাহা বাহা অতীষ্ট আছে, তাহা তাহাই সিদ্ধ হইবে, তাহার অতৃথা হইবে না (৮৩) । আমি ভূভারহরণ করিবার বাসনায় পূর্বে ব্রহ্মাকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া দশাননবধ করিবার নিমিত্ত মানবজন্ম প্রাপ্ত হই-
য়াছি (৮৪) । হে অনিন্দিতে ! পূর্বে আমার পুত্রেচ্ছাকরতঃ দশরথ

মৎপুত্রত্বাভিকাজ্জিগ্যা তথা কৃতমনিন্দিতে ॥ ৮৫ ॥
 রূপমেতদ্বয়া দৃষ্টং প্রাক্তনং তপসঃ ফলং ।
 মদর্শনং বিমোক্ষায় কল্পতে হৃদ্যদুর্লভং ॥ ৮৬ ॥
 সম্বাদমাবয়োর্যস্ত পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি ।
 স যাতি মম সারূপ্যং মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ ॥ ৮৭ ॥
 ঠৈতুস্ক্রুদা মাতরং রামোবালোভূত্বা রুরোদ হ ॥ ৮৮ ॥
 বালোমহেন্দ্রনীলাভো-বিশালাক্ষোহতিসুন্দরঃ ।
 বালারুণপ্রতীকাশোলালিতাখিললোকপঃ ॥ ৮৯ ॥
 অথ রাজা দশরথঃ শ্রুত্বা পুত্রভবোৎসবং ।
 আনন্দার্ণবমগ্নোহসাধায়যৌ গুরুণা সহ ॥ ৯০ ॥
 রামং রাজীবপত্রাক্ষং দৃষ্ট্য হর্ষাশ্রুসংগ্লুতঃ ।
 গুরুণা জাতকর্মাণি কর্তব্যানি চকার সঃ ॥ ৯১ ॥
 কৈকেয়ী চাথ ভরতমসূত কমলেক্ষণং ।

সুমিত্রায়াং সমৌ জাতৌ পূর্ণেন্দুসদৃশাননৌ ॥ ৯২ ॥
 তদা গ্রামসহস্রাণি ব্রাহ্মণেভ্যো-মুদা দদৌ ।
 সুবর্ণানি চ রত্নানি বাসাংসি সুরভীঃ শুভাঃ ॥ ৯৩ ॥
 যুগ্মিনুমন্তে মুনয়ো-বিদ্যায়া জ্ঞানবিপ্লবে ।
 তং গুরুঃপ্রাহরামেতি রমণাদ্রাম-ইত্যাপি ॥ ৯৪ ॥
 ভরণান্তুরতোনাম লক্ষ্মণং লক্ষ্মণাশ্রিতং ।
 শক্রশ্রুৎ শক্রহস্তারং এবং গুরুরভাষত ॥ ৯৫ ॥
 লক্ষ্মণো রামচক্রেণ শক্রশ্রো-ভরতেন চ ।
 দ্বন্দ্বীভূয় চরন্তৌ তৌ পায়সাংশানুসারতঃ ॥ ৯৬ ॥
 রামস্ত লক্ষ্মণেনাথ বিচরন্ বাললীলয়া ।
 রময়ামাস পিতরৌ চেষ্টিতৈর্মুভূত্বাষিতৈঃ ॥ ৯৭ ॥
 ভালে স্বর্ণময়াশ্বপর্ণং মুক্তাকল প্রভং ।
 কণ্ঠে লগ্নমণিত্রাতং মধ্যে দ্বীপিনখাঙ্কিতং ॥ ৯৮ ॥

ও তোমাকর্তৃক অতিকঠোর তপস্তাচরণ করিলে, আমি উক্ত তপস্তায় আরাধিত হইয়া পুত্রত্বভাবঅঙ্গীকার করি। এক্ষণে সেই প্রাক্তনতপস্তার ফলবশতঃ আমার এইঅলৌকিকরূপ তুমি দর্শন করিলে, অস্ত্রের সুদুর্লভ আমার এই রূপদর্শন কেবল তোমার মুক্তিনিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে (৮৫)(৮৬)। যে জন আমাদের দুই জনের কথোপকথনরূপ সম্বাদ পাঠবা শ্রবণ করিবেন তাঁহারা আমার সারূপরূপদ প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুকালে আমার নামস্মরণ লাভ করিতে সমর্থহইবেন (৮৭)। শ্রীরামমাতাকে এইবলিয়াবাল-ভাবপ্রাপ্তে রোদন করিতে বাসনা করিলেন (৮৮)। উক্ত বালক মহেন্দ্রনীল পর্বতের স্তায় নীলবর্ণ, বিশালচক্ষু, অতি-সুগঠন হেতু সুন্দর, প্রাতঃকালের অরুণসদৃশ পদতল, যাহার পালনে সমস্ত লোক প্রতিপালনহয় (৯০)। অনন্তর পুত্রোৎপত্তিজন্য মহামহোৎসব শ্রবণে আনন্দার্ণবে মগ্ন রাজা শ্রীমান্ দশরথ পুত্রমুখ সমব-লোকনার্থ গুরু বশিষ্ঠ মুনির সহিত স্মৃতিকাবাসে গমন করি যাইলেন (৯০)।

পরে পদ্মপাশলোচন শ্রীরামমুখদর্শনে, পরম হর্ষ সাগরো-খিত নয়নধারাভিষিক্ত দশরথ কুলগুরু বশিষ্ঠমুনি কর্তৃক কর্তব্য

জাতকর্মাদি সম্পাদন করিলে (৯১), কৈকেয়ী ভরতকে ও সুমিত্রা পূর্ণেন্দুসদৃশানন লক্ষণ আর শক্রয় দুইপুত্র প্রসব করিলেন (৯২)। অনন্তর গ্রামসহস্র ও সুবর্ণাদি নানারত্ন সবস্ত্র দেখু ব্রাহ্মণদিগের রাজ্য প্রদান করিতে লাগিলেন (৯৩)। পশ্চাৎ যে জ্ঞান সাগরে মুনিগণ বিদ্যাহেতু রমণ করেন, তাহাকে রাম বলিয়া গুরু বশিষ্ঠ সম্ভাষণ করিলেন, অথবা রমণাৎ রামরমণ-হেতু রামনাম প্রকাশ করিলেন, (৯৪)। পরে গুরু ভরণ-হেতু ভরত, লক্ষ্মণযুক্ত দেখিয়া লক্ষ্মণ, শক্রবিনাশে সক্ষম দেখিয়া শক্রয় নাম রাখিলেন (৯৫)। এইরূপে পুত্রচতুষ্টয়ের নামকরণ নিষ্পত্তি হইলে, রামের সহচর লক্ষ্মণ, ভরতের সহচর শক্রয়, এইরূপ দ্বন্দ্বীভাবে পায়সাংশানুসারে বিচরণ করিতে লাগিল (৯৬)। অনন্তর শ্রীরাম বাল্যাবস্থায় লক্ষ্মণের সহিতই তন্তুতঃ বিচরণকরতঃ কোমল অস্পষ্টাকর বাক্যআর অজ্ঞোজ চরিত্রেয় অশীলতাচরণদ্বারা জনকজননীকে কি পর্য্যন্ত আনন্দচিত্তে রাখিতেন, তাহা অনির্কটনীয় (৯৭)। শ্রীরাম বাল্যাবস্থায় কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল, গ্রন্থকার তাহা বর্ণনা করিতেছেন। কপালে সুবর্ণময় অশ্বপত্র আর মুক্তাকলের স্তায় রূপে দেদীপ্য-মাম কণ্ঠে মণিময় হার, তাহার মধ্যস্থিত ব্যাঘ্রনখশোভিত বক্ষঃ-

কর্ণয়োঃ স্বর্ণসম্পন্নরত্নোজ্জ্বলকপোলকং ।
 শিঞ্জানমণিমঞ্জোরকটিসূত্রাঙ্গদৈর্ঘ্যতং ॥ ৯৯ ॥
 স্মিতবক্ত্রাঙ্গদশনমিস্ত্রনীলমণি প্রভং ।
 অঙ্গনে রিঙ্গমাণং তং তস্তু কালানুসৰ্বতঃ ॥ ১০০ ॥
 দৃষ্টা দশরথো-রাজা কৌশল্যা যুমুদে তদা ।
 ভোক্ষ্যমাণোদশরথোরামমেহীতি চাসকৃৎ ॥ ১০১ ॥
 আহ্বয়ত্যতিহর্দানে প্রেম্না নায়াতি লীলয়া ।
 আনয়েতি চ কৌশল্যামাহ সা সস্মিতা স্ততম্ ॥ ১০২ ॥
 ধাবত্যতি ন শক্নোতি প্রফুং যোগিমনোহতিগং ।
 প্রহসন্ স্বয়মায়াতি কর্দমাক্তিত পাণিনা ॥ ১০৩ ॥
 কিক্ৰিদ্গৃহীতা কবলং পুনবেব পলায়তে ।
 এবমানন্দসন্দোহো-জগদানন্দকারকঃ ।
 মায়াবালবপুর্ন্থা রময়ামাস দম্পতীং ॥ ১০৪ ॥

স্থল বিরাজিত নিক (৯৮)। এবং স্বর্ণময় কর্ণকুণ্ডলস্থিত যে রত্ন, তাহাতে উজ্জ্বলিত গণ্ডযুগল, শঙ্কায়মান মণিময় নুতন নুপুর, কটিসূত্রস্থিত কেয়ুরযুক্ত (৯৯), কখন কখন দৈর্ঘ্য হস্তযুক্তবদন-হইতে অঙ্গ অঙ্গ দস্তচ্ছদ দৃষ্ট হয়, ইন্দ্রনীলমণি-সদৃশরূপ শ্রীরাম তদন্তকালে এইরূপ পুরস্থিত প্রাঙ্গানে সুশোভিত থাকিতেন (১০০)।

এই দেখিয়া রাজা দশরথ ও কৌশল্যা পরমপ্রীতি প্রাপ্ত হইতেন্। পরে ভোজন সময়ে ক্ষিতিপতি দশরথ স্নেহভাব বশতঃ “রাম! আইস আইস” বলিয়া বারম্বার সাদরে আহ্বান করিলে (১০১), প্রেমলীলাভাব প্রযুক্ত কখন রাম মহারাজের নিকট না আসিলে, মহারাজ কৌশল্যাকে কহিতেন, “রামকে আনয়ন কর।” পরে হস্তবদনা কৌশল্যা পুত্রের প্রতিধাবমানা হইতেন (১০২), কিন্তু যোগিগণের অযুধ্য শ্রীরামকে ধরিয়া আনিতে সমর্থ হইতে না। পরে ধূলিধূসরিত হস্ত রাম স্বয়ং হস্তবদনে নিকটে আসিয়া এক গ্রাস গ্রহণ করিয়া পুনরায় পলায়ন করিতেন। এইরূপে আনন্দরসে পরিপূর্ণ এবং জগদানন্দকারক রাম মায়াভাববশতঃ বালবপুঃ ধারণ-করিয়া উক্ত দম্পতীকে পরিতৃপ্ত করিতেন (১০৩) (১০৪)। অনন্তর কিম্বৎ-

অথ কালেন তে সর্বৈ কৌমারং প্রতিপেদিরে ।
 উপনীতা-বশিষ্ঠেন সর্ববিদ্যাভিশারদাঃ ॥ ১০৫ ॥
 ধনুর্বেদে চ নিরতাঃ সর্বশাস্ত্রাভ্যবেদিনাঃ ।
 বভূবুর্জগতাংনাথা-লীলয়া নররূপিণঃ ॥ ১০৬ ॥
 লক্ষ্মণস্ত তদা রামমনুগচ্ছতি সাদরং ।
 সেব্যসেবকভাবেন শত্রুঘ্নো-ভরতস্তথা ॥ ১০৭ ॥
 রামশ্চাপধরোনিত্যং ভূগীবাণাস্বিতঃ প্রভুঃ ।
 অশ্বারূঢ়োচনং যাতি যুগয়ায়ে সলক্ষণঃ ॥ ১০৮ ॥
 হস্তা দুর্ভয়গান্ বস্থান্ পিত্রে সর্বং স্তবেদয়ৎ ॥ ১০৯ ॥
 প্রাতরুথায় স্তম্বাতঃ পিতরাবভিবাধ্য চ ।
 পৌরকার্য্যাণি সর্বাণি কৰোতি বিনয়াস্বিতঃ ॥ ১১০ ॥
 বন্ধুভিঃ সহিতো নিত্যং ভুক্তা মুনিভিরনুহং ।
 ধর্মশাস্ত্ররহস্যানি শৃণোতি ব্যাকরোত্মপি ॥ ১১১ ॥

এবং পরমাত্মা মনুজাবতারো-

মমুখ্যালোকাননুস্থত্য সর্বান্ ।

কালাবসানে বালকগণ কুমারাবস্থাপ্রাপ্তে বশিষ্ঠমুনিকর্তৃক উপনীত হইলে, সর্ববিদ্যাভিশারদ ও ধনুর্বেদে নিরত এবং সর্বশাস্ত্রবিদ্যায় সবিশেষ পারগতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একারণ জগতের নাথ লীলাভাবপ্রকাশ করিবার বাসনায় নররূপ ধারণ করিয়াছিলেন (১০৫) (১০৬)। পশ্চাৎ লক্ষ্মণ সাদরে সেব্য-সেবকভাবে শ্রীরামের অনুগত হইলে এবং শত্রুঘ্ন ভরতের সহচর হইলে (১০৭), সাহুজ রাম ধনুর্বাণভূগীর ধারণ করতঃ অশ্বাবরোহণে যুগয়ানিমিত্ত বনগমনান্তে বস্ত্র ছুট যুগ বিনাশ করিয়া পিতাকে সমর্পণ করিতেন (১০৮) (১০৯)। পরে প্রতিদিবস প্রাতঃকালে শয্যাহইতে গাত্ৰোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যসমাপনান্তে স্তম্বাত রাম জনকজননীর শ্রীচরণরসে অভিবাদনানন্তর বিনীতভাবে সমস্তপৌরকার্যনির্বাহে ভোজনান্তে বন্ধুগণের সহিত প্রত্যহ মুনিদিগের নিকটে বাটয়া ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি নানাকাব্যাদি রহস্য অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা করিতেন (১১০) (১১১)। এইরূপ পরিণাম হীন পরমাত্মা

চক্রেহবিকারী পরিণামহীনো-

বিচার্যমাণো-ন করোতি কিঞ্চিৎ ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর-

সংবাদে আদিকাণ্ডে রামাভ্যুৎপত্তি-

নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥

মমুজাবতারে সমস্ত মনুষ্যের অধিকারী হইলেও মায়াদীন অনু-
গত হইলেন; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, শ্রীরাম কিছুই
করেন নাই (১১২) ।

এই অধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর কথোপকথনে আদিকাণ্ডে
রামাদির উৎপত্তিকথনরূপ চতুর্থ অধ্যায় উক্ত হইল ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহেশ্বর-উবাচ ।

কদাচিৎ কৌশিকোহভ্যারাদযোধ্যাং জ্বলনপ্রভঃ ।
দ্রকুং রামং পরাত্মানং জাতং জ্ঞাত্বা স্বমায়য়া ॥ ১ ॥
দৃষ্টা দশরথোরাজা প্রত্যুখায়াচিরেণ তু ।
বশিষ্ঠেন সমাগম্য পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ২ ॥
প্রত্যুবাচ মুনিং রাজা প্রাজ্ঞলিভক্তিনব্রধীঃ ।
কৃতার্থেহস্মি মুনীন্দ্রাহং ত্বদাগমনকারণাৎ ॥ ৩ ॥
ত্বদ্বিধা-যদগৃহং যান্তি তত্রৈবায়ান্তি সম্পদঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীমহেশ্বর কহিয়াছিলেন, অষ্টদশটনপটায়সী স্বকীরমায়-
শক্তিসহকারে পরমাত্মা জন্মিয়াছেন, এইট অসামান্য নিজযোগ-
পথাবলম্বনে সমস্ত জানিয়া কোন দিবস শ্রীরামসন্দর্শনার্থ বৈশ্বা-
নরোপমরূপ কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রমুনি অযোধ্যাপুরী সমাগত(১)
দেখিয়া রাজা দশরথ অচিরে প্রত্যুখান করিয়া বশিষ্ঠমুনির
সহিত যথাযোগ্য পূজ্যপূজনাস্তে(২) ভক্তিনতকঙ্কর ভূমিপতিত
বদ্ধাজলিতাবে মুনিকে কহিয়াছিলেন, হে মুনীন্দ্র! ভবদীয় শুভা-
গমন কারণ আমি কৃতার্থ হইলাম(৩), বিশেষ ভবদ্বিধ ব্যক্তিগণ
যে স্থানে শুভাগমন করেন সমস্তসম্পত্তির সেখানেই আবির্ভাব

যদর্থমাগতোহসি ত্বং ক্রহি সত্যং করোমি তৎ ।
বিশ্বামিত্রোহপি তং প্রীতঃ প্রত্যুবাচ মহামতিঃ ॥ ৫ ॥
অহং পর্কণি সম্প্রাপ্তে ইক্ট্যা যক্ষুং সুরান্ পিতৃন ।
যদারেভে তদা দৈত্যা-বিশ্বং কূর্কন্তি নিত্যশঃ ॥ ৬ ॥
মারীচশ্চ স্রবাহ্শ্চ পরে চানুচরাস্তয়োঃ ।
অতস্তয়োর্বধার্থায় জ্যেষ্ঠং রামং প্রযচ্ছ মে ॥ ৭ ॥

হয়(৪) । সম্প্রতি যন্নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, তাহা স্বাভিপ্রায়
প্রকাশকরুন । আমি সে বিষয়ে সত্যপ্রতিপালন করিব । পরে
মহামতি প্রীতমনা বিশ্বামিত্র দশরথের প্রতি প্রত্যুত্তর প্রদানে
সাহস করিতেছেন(৫) । চতুর্দশী অষ্টমী অমাবস্তা পৌর্ণমাসী
ও রবিসংক্রান্তি, এই পঞ্চপর্ককালপ্রাপ্তে দেবলোক ও পিতৃ-
লোক তৃপ্তিকরিবার মানসে আমি দর্শপৌর্ণমাসযোগ প্রভৃতি
পিণ্ডপিতৃষজ্ঞাধ্য শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান যৎকালে আরম্ভ করি, তৎ-
কালে মারীচ স্রবাহ প্রভৃতি আর যে কেহ তাহাদিগের অনুচর
আছে, সেই সমস্ত রাক্ষসরূপ দৈত্যগণ প্রতিদিবস আসিয়া
আমার তাবৎ যজ্ঞ নষ্ট করে; এই কারণ তাহাদিগের বধের
নিমিত্ত লক্ষণানুচর জ্যেষ্ঠ শ্রীরামকে যদি আমার সমর্পণ
করেন(৬)(৭), তাহা হইলে মহারাজ আপনকার পরম-

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা তব শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ।
 বশিষ্ঠেন মহামন্ত্র্য দীয়তাং যদি রোচতে ॥ ৮ ॥
 পপ্রচ্ছ গুরুমেকান্তে রাজা চিন্তাপরায়ণঃ ।
 কিং করোমি গুরোরামং ত্যক্তুং নোৎসহতে মনঃ ॥ ৯ ॥
 বহুবর্ষসহস্রান্তে কক্টেনোৎপাদিতাঃ স্ততাঃ ।
 চহারো মম তুল্যাস্তে তেষাং রামোহতিবল্লভঃ ॥ ১০ ॥
 রামো যদা গচ্ছতি চেম জীবামি কথঞ্চন ।
 প্রত্যাখ্যাতো যদি মুনিঃশাপং দাস্ত্যত্যাশয়ম্ ॥ ১১ ॥
 কপং শ্রেয়োভবেন্নহ্ন-মসত্যাকাশিন স্পৃশেৎ ॥ ১২ ॥
 বশিষ্ঠ-উবাচ ।

শৃণু রাজন্ দেবগুহ্যং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ।
 রামো ন মানুসোজাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ১৩ ॥
 ভূমের্ভারাবতারায় ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা ।
 স-এব জাতো ভগবান্ কৌশল্যায়াং তবানঘ ॥ ১৪ ॥

মঙ্গল হইবে, সে বিষয় বশিষ্ঠমুনির সহিত সংপরামর্শ করিয়া
 যদি ভরতের অভিপ্রেত হয়, তবে দাতব্য করুন (৮) । পরে
 চিন্তাপরায়ণ রাজা দশরথ নিজ্ঞানে গুরু বশিষ্ঠমুনিকে জিজ্ঞাসা
 করিয়াছিলেন, গুরো ! এক্ষণে আমি কি করি, রামকে নয়ন
 পথের অতিবাহিত করিতে কোনমতে চিন্তা উৎসাহী হয় না
 (৯), কারণ বহুবর্ষসহস্রান্তে অতিকষ্টে মম তুল্য চারি তনয়
 উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার মধ্যে রাম আমার অতিপ্রিয়-পাত্র
 (১০) । রাম যদি মুনির সহিত গমন করেন, তবে তো
 আমি কখনই জীবিত থাকিবো না, আর মুনি যদি প্রত্যাখ্যাত
 করেন, তবে নিশ্চয় আমার অভিশপ্ত করিবেন (১১), তবে
 কিরূপে আমার মঙ্গল হইবে, আর কিরূপেই বা সত্যকথা
 প্রতিপালন করিব, উপায় কি ? (১২) ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ ! শ্রবণ করুন । এই দেবতাদিগের
 গুপ্তকথা যত্নপূর্বক গোপন করিবে। রাম সামান্য মানব নহেন,
 সাক্ষাৎ সনাতন পরমাত্মা (১৩), ইনি ভূতার হরণেচ্ছায় পূর্বে
 ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া-

হস্ত প্রজাপতিঃ পূর্বং কশ্যপোত্রক্লণঃ স্ততঃ ।
 কৌশল্যা চাদিতিং পূর্বং দেবমাতা যশস্বিনী ॥ ১৫ ॥
 ভবন্তৌ তপ উগ্রং বৈ তেপাতে বহুবৎসরং ।
 অগ্রাম্যবিষয়ৌ বিষ্ণুপূজাধ্যানৈকতৎপরৌ ॥ ১৬ ॥
 তদা প্রসম্মো-ভগবান্ বরদোভক্তবৎসলঃ ।
 বৃণীষু বরমিত্যুক্তৌ ত্বং মে পুত্রৌ ভবানঘ ॥ ১৭ ॥
 ইতি ত্বয়া যাচিতো-বৈ ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
 তথৈতু্যক্তাদ্যপুত্রাস্তে জাতোরাম স-এব হি ॥ ১৮ ॥
 শেষস্ত লক্ষ্মণো ত্বাজন্ রামমেবাম্বপদ্যত ।
 জাতৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ শঙ্খচক্রে গদাভূতঃ ॥ ১৯ ॥
 যোগমায়া তু সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী ।
 বিশ্বামিত্রোহপি রামায়তাং যোজয়িতু মাগতঃ ॥ ২০ ॥
 এতদগুহ্যতমং রাজন্ ন যুক্তব্যং কদাচন ॥ ২১ ॥

ছেন (১৪) । তুমি পূর্বে ব্রহ্মারপুত্র কশ্যপ প্রজাপতি ছিলে এবং
 যশস্বিনী কৌশল্যাও পূর্বে দেবমাতা অদিতি ছিলেন (১৫) ।
 তাহাতে বহুবৎসর অতিকঠোর তপস্তায় আশক্তবিধায় অস্ত্র
 রাজ্যাদি ঐশ্বৰ্য্যে অভিলাষ না থাকায় কেবল সেই পরাৎপর
 পরমাত্মা বিষ্ণুর পূজন ও চিন্তনাদিতেই একাগ্রচিত্ত ছিল (১৬) ।
 পরে অতিদয়াদ্রিচিত্ত ভক্তবৎসল ভগবান্ হুসঙ্গায়বদনে বরদানে
 ধাবিত হইলে, তোমরা দম্পতী ভগবান্কে পুত্রভাবরূপ বর
 যাজ্ঞা করিলে (১৭), সর্বভূতভাবন ভগবান্ গোলকবিহারী
 হরি তথাস্থ বসিয়া স্বীকৃতছিলেন । একারণ অন্য যত্নপূত্বেভাবে
 রামনামক রঘুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন (১৮) । আর ত্রী-রামের
 সেবা করিবার বাসনায় স্বয়ং অনন্তদেব লক্ষ্মণনামে বিখ্যাত
 হইয়াছেন এবং গদাধরের শঙ্খচক্রস্বরূপ ভরত ও শক্রয় নাম-
 ধারণ করিয়াছেন (১৯), আর যোগমায়াসীতানামী কন্যা জনক-
 রাজভবনে জন্মিয়াছেন, সেই কন্যার সহিত বিবাহ দিবার
 অভিলাষে বিশ্বামিত্রমুনি ত্রী-রামকে লাইতে আসিয়াছেন (২০) ।
 যাহা হউক, হে রাজন্ ! এই গুপ্ততম আক্য কাহারও নিকটে
 কদাচ প্রকাশ করিবে না (২১) । এক্ষণে হৃষ্টান্তঃকরণে মুনিকে

অতঃ প্রীতেন মনসা পূজয়িত্বাথ কৌশিকং ।
 প্রেরয়স্ব রমানাথং রামাঞ্চ সহলক্ষণং ॥২২॥
 বশিষ্ঠেনৈব-মুক্ত-স্ত রাজা দশরথ-স্তদা ।
 কৃতকৃত্য-মিবাভ্যানং মেনে প্রমুদিতান্তরং ॥ ২৩ ॥
 আহুয় রামরামেতি লক্ষ্মণেতি চ সাদরং ।
 আলিঙ্গ্য মূৰ্দ্ধন্যবস্ত্রায় কৌশিকায় সমর্পয়েৎ ॥২৪॥
 ততোহতিহৃষ্টো-ভগবান্ বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ।
 আশীর্ভি-রভিনন্দ্যার্থ রাজানং রামলক্ষ্মণৌ ॥২৫॥
 গৃহীত্বা চাপতুণীরবাণখড়্গধরৌ শুভৌ ।
 কক্ষিদেশ-মতিক্রম্য রাম-মাহুয় ভক্তিতঃ ॥ ২৬ ॥
 দদৌ বলাকাতিবলাং বিদ্যে দ্বে দেবনির্শ্বিতে ।
 যয়োগ্রহণমাত্রেণ ক্ষুৎপিপাসা ন জায়তে ॥ ২৭ ॥
 তত উভীর্য গঙ্গাং তে তাড়কাবনমাগমন্ ।
 বিশ্বামিত্রস্তদা প্রাহ রামং সত্যপরাক্রমং ॥ ২৮ ॥
 অত্রাস্তে তাড়কা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী ।
 বাধতে লোকমখিলং জহি তামবিচারয়ন্ ॥ ২৯ ॥

যথাবিধি পূজা করিয়া সগন্ধন রমানাথ রামকে প্রেরণ করন্(২২)।
 পরে এই রূপ বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণে গৃহীষ্টাত্মা দশরথ আত্মাকে
 কৃতকৃত্য মানিয়া(২৩),রাম রাম ! লক্ষণ ! এইরূপ সাদরে সান্নিধ্য
 রামকে আলিঙ্গন করিয়া আলিঙ্গন মস্তকাস্রাণে জীবনের সার্থ-
 কতা করিয়া কুশিক কুমার বিশ্বামিত্র মুনির হস্তে অকাতরে
 সমর্পণ করিলেন (২৪)।

অনন্তর অতিহৃষ্টাত্মা প্রতাপশালী ভগবান্ বিশ্বামিত্র ঋষি
 পরমশুভাশীর্ষাদবাক্যদ্বারা রাজাকে পরমানন্দে রাখিয়া চাপ-
 তুণীরবাণখড়্গধর রামলক্ষণ সমভিব্যাহারে কিয়দূর অতিবাহিত
 করিলে, ভক্তিপূর্বক শ্রীরামকে সমাহ্বান করিয়া (২৫) (২৬), যে
 বিদ্যাগ্রহণমাত্রে ক্ষুৎপিপাসা জন্মাইতে পারে না, এমনত দেব-
 নির্শ্বিত বলা আর অতিবলা-নাম্নী দুইবিদ্যা প্রদান করিয়া(২৭)
 গঙ্গার পরকূলবর্তী বিশ্বধাতিনী তাড়কানাম্নীনিশাচরীর আশ্রমস্থ
 বনগমন করিলেন । পশ্চাৎ অমিত ও সত্যপরাক্রম রামকে মুনি
 কহিলেন যে (২৮), এই বনমধ্যে তাড়কানাম্নী কামরূপিণী একা
 রাক্ষসী সমস্তলোক বাধিত করিয়া আছে ; তাহাকে অবিচারে
 বিনাশ করন্ (২৯)। মুনি এইকহিলে, “তথাস্ত” বলিয়া রঘুনন্দন

তথেনি ধনু-রাদায় সগুণং রঘুনন্দনং ।
 টঙ্কারমকরোভেন শব্দেনাপ্রয়ন্ বনং ॥৩০॥
 তচ্ছ দ্বাসহমানা সা তাড়কা ঘোররূপিণী ।
 ক্রোধসংমুচ্ছিতা রামমভিহুত্ৰাব মেঘবৎ ॥ ৩১ ॥
 তাড়কাং তাড়য়ানাস শরৈগৈকেন বক্ষসি ।
 পপাত বিপিনে ঘোরা বমন্তী রুধিরং মুহুঃ ॥ ৩২ ॥
 ততোহতিসুন্দরী যক্ষী সর্বাভরণভূষিতা ॥
 শাপাৎ পিশাচতাং প্রাপ্তা মুক্তা রামপ্রসাদতঃ ॥৩৩॥
 নত্বা রামং পরিক্রম্য গতা রামাঙ্জয়া দিবং ॥ ৩৪ ॥
 ততোহতিহৃষ্টঃ পরিরভ্য রামং
 মূৰ্দ্ধান মাস্ত্রায় বিচিন্ত্য কিঞ্চিৎ ।
 সর্বাস্ত্রজালং সরহস্তমন্ত্রং
 প্রীত্যাভিরামায় দদৌ মুনীন্দ্রঃ । ৩৫ ॥
 ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
 আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্রেণ সহ বনগমন-
 তাড়কাবধো-নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ধনুর্জ্যারোপণের টঙ্কারশব্দে বনমধ্যাপরিপূর্ণ নিনাদ-অসহমানা
 ঘোররূপিণী তাড়কা ক্রোধভরে মুচ্ছিতা হইয়া মেঘবৎ রামের
 প্রতি ধাবমানা হইল । পরে শ্রীরাম তাড়কার বক্ষঃস্থলে এক
 শরনিঃক্ষেপকরিয়া বনমধ্যে পতিতা ভয়ানকা নক্তঙ্করী বারম্বার
 রুধিরবমন করিলে (৩০)(৩১)(৩২),সর্বাভরণ-ভূষিতা অতিসুন্দরী
 যক্ষকন্যা শাপাধীন পিশাচতা-প্রাপ্ত হইলেও শ্রীরামপ্রসাদাৎ
 নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত শ্রীরামচরণে প্রণামপ্রদক্ষিণাবসানে
 রামাঙ্জয়া স্বলোকগমন করিল (৩৩)(৩৪)। তদনন্তর পরমহৃষ্ট
 বিশ্বামিত্র মুনিপুঞ্জব শ্রীরামকে ক্রোড়ে আনিয়া মস্তকাস্রাণে
 সবিশেষ তৃপ্তিলাভ করিবার মানসে কিয়ৎকাল চিন্তাকরিয়া
 শ্রীরামকে সরহস্ত সমগ্রক সমস্ত অস্ত্রজাল প্রদান করিলেন (৩৫)।

এই শ্রীমদধ্যায়রামায়ণের উমামহেশ্বর কথোপকথনে
 আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্রসহায়তা ও তাড়কাবধনামে
 পঞ্চম অধ্যায় উক্ত হইল ॥ ৫ ॥ ০ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

তত্র কাম্যশ্রমে রম্যে কাননে মুনিসঙ্কুলে ।
 উষিহা রজ্জুনীমেকাং প্রভাতে প্রস্থিতাঃ শনৈঃ ॥ ১ ॥
 সিদ্ধাশ্রমংগতাঃ সর্বে সিদ্ধচারণসেবিতং ।
 বিশ্বামিত্রেণ সন্দিক্টা-মুনয়ঃস্তম্ভিবাসিনঃ ॥ ২ ॥
 পূজা-ঞ্চ মহতী-ঞ্চকু-রামলক্ষ্মণয়ো-দ্রুতং ।
 শ্রীরামঃ কৌশিকং প্রাহ মুনেদীক্ষা প্রবিশ্যতাং ॥ ৩ ॥
 দর্শয়স্ব মহাভাগ কুতস্তৌ রাক্ষসাদর্মো ।
 তথৈতু্যস্তা মুনি-যক্টু-মারেভে মুনিভিঃ সহ ॥ ৪ ॥
 মধ্যাহ্নে দদৃশাতে তৌ রাক্ষসৌ কামরূপিণৌ ।
 মারীচশ্চ সুবাহশ্চ বর্ষস্তৌ রুধিরাস্থিনী ॥ ৫ ॥
 রামোহপি ধনুরানম্য দ্বৌ বাণৌ সন্দধে হৃদীঃ ।
 আকর্ণান্তং সমাকৃষ্য বিসমর্জ্য তয়োঃ পৃথক্ ॥ ৬ ॥

তয়োরেকস্ত মারীচং ভ্রাময়ন্ দশযোজনং ।
 পাতয়ামাস জনধৌ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৭ ॥
 দ্বিতীয়োহগ্নিময়োবাণঃ সুবাহু মদহৎ ক্ষণাৎ ।
 অপরে লক্ষ্মণেনাশু হতাস্তদনুবাযিনঃ ॥ ৮ ॥
 পুষ্পাঘৈ রাকিরন্ দেবা-রাঘবং সহলক্ষ্মণং ।
 দেবতদুভয়োনেতু-স্তক্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥ ৯ ॥
 বিশ্বামিত্রস্ত সংপূজ্য পূজার্হং রঘুনন্দনং ।
 অশ্বেনিবেশ্যচালিত্য ভক্ত্যা বাস্পাকুলেক্ষণঃ ॥ ১০ ॥
 ভোজয়িত্বা সহ ভাত্রা রামং পক্ফলাদিভিঃ ।
 পুরাণবাক্যৈ-বিবিধৈ-র্নিনায় দিবসত্রয়ং ॥ ১১ ॥
 চতুর্থেহহনি সম্প্রাপ্তে কৌশিকো রাম-মব্রवीৎ ।
 রাম রাম মহাযজ্ঞং দ্রক্টুমিচ্ছামহে বয়ং ॥ ১২ ॥

অনন্তর বিশ্বামিত্রপুরঃসর সাহুজ্জ শ্রীরাম অতিরমণীয় কাম্যশ্রমস্থ কাননে এক যামিনীকাল যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে মন্দমন্দগতিবারা (১), সিদ্ধচারণসেবিত সিদ্ধাশ্রম গমন করিলেন। পরে বিশ্বামিত্রকর্তৃক উপদিষ্ট তত্রস্থ মুনিগণ (২) অবিলম্বে রাম লক্ষ্মণের মহতা পূজা করিলে, শ্রীরাম বিশ্বামিত্র-মুনিকে কহিলেন, হে মুনে! আমাদিগেরদীক্ষাবিধি প্রদান করিয়া (৩), হে মহাভাগ! কোথায় আছে মারীচসুবাহু প্রভৃতি রাক্ষস-গণ, দেখাইয়া স্থিরচিত্ত হউন। তদনন্তর শ্রীরামবাক্যে সন্মত মুনি “তথাস্ত” বলিয়া মুনিগণের সহিত যাগারম্ভ করিলে (৪), মধ্যাহ্নকালে গাণমণ্ডলে কামরূপ মারীচ সুবাহু রাক্ষসাদম মাংসশোণিত বর্ষণকরতঃ রামলক্ষ্মণকর্তৃক দৃষ্ট হইলে (৫), অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শ্রীরাম শরাসনে দুইধর একত্র সন্ধান-করিয়া আকর্ণ আকর্ষণ করিলে, উক্ত রাক্ষসাদমের প্রতি দুই বাণ পৃথক পৃথক নিক্ষেপ করিলেন (৬)। উভয়বাণের মধ্যে এক-

বাণ মারীচনামক রাক্ষসকে দশযোজন ভ্রমণ করাইয়া জলমি-স্রণীপে বৎকালে মারীচ পতন হইল, তৎকাল যেন অদ্ভুত-ব্যাপার হইয়া উঠিল (৭)। পরে দ্বিতীয় অগ্নিময় বাণ ক্ষণকাল-মধ্যে সুবাহু রাক্ষসকে ভস্মসাৎ করিলে, লক্ষ্মণ তদনুচর নিশাচরগণকে অবিলম্বে অস্ত্রকের অধীন করিলেন (৮)। পশ্চাৎ অমরগণ সলক্ষ্মণরাঘবের প্রতি কুসুম বারিবর্ষণরূপ পুষ্পাজলি প্রদানে দেবতদুভিবাদ্যধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সিদ্ধচারণ-গণ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন (৯)। অনন্তর বাস্পবারি-ধারায় ব্যাকুলিতলোচন বিশ্বামিত্র মুনি ভক্তিপূর্বক আলিঙ্গন দানে স্বকীয় অশ্বৈ রাখিয়া লক্ষ্মণসহিত পূজার্হ রঘুনন্দনের যথা-বিধি পূজাসমাপনান্তে (১০) বিবিধ পক্ফলাদি ভোজন করাইয়া নানাপুরাণবাক্যে দিবসত্রয়কালক্ষয়ে (১১) চতুর্থ দিবস প্রাপ্তে প্রাতঃকৃত্যাদিনির্ব্বাহে বিশ্বামিত্র মুনি কহিলেন, রাম! মহাযজ্ঞ-দর্শনার্থ ইচ্ছাকরিতেছি (১২)। বিদেহ রাজ নগরস্থ মহাদ্বা

বিদেহরাজনগরে জনকস্ত মহাত্মনঃ ।

তত্র মাহেশ্বর-ক্কাপ-মস্তি যন্তুং পিনাকিনা ।

দ্রক্ষ্যসি ত্বং মহাসত্ত্বং পূজ্যসে জনকেন চ ॥ ১৩ ॥

ইত্যুক্তা মুনিভি-স্তাভ্যাং যযৌ গঙ্গাসমীপগং ।

গৌতমস্যাপ্রমং পুণং যত্রাহল্যা শিলাময়ী ॥ ১৪ ॥

দ্ব্যপুষ্পকলোপেতং পাদপৈঃ পরিবষ্টিতং ।

মৃগপক্ষিগণৈ-হীনং নানাজন্তুবিবর্জিতং । ১৫ ॥

দৃষ্টোবাচ মুনিং ক্রীমান্ রামো রাজীবলোচনঃ ।

কস্যেতদাশ্রমপদং তপতাং স্তুতং মহৎ ॥ ১৬ ॥

তত্র পুষ্পফলৈ যুক্তং জন্তুভিঃ পরিবর্জিতম্ ।

আহ্লাদয়তি মে চেতো ভগবন্ ক্রহি তদ্বতঃ । ১৭ ॥

বিশ্বামিত্র-উবাচ ।

শৃণু রাম পুরাত্নং গৌতমো-লোকবিশ্রুতঃ ।

সর্বধর্ম-ভূতাংশেষ্ঠ-স্তপসা-রাধয়ন্ হরিং ॥ ১৮ ॥

তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ কন্যা-মহল্যাং নোকস্মন্দরীঃ ।

জনকরাজত্বনে সাক্ষাৎ সদাশিবদত্ত অসাধারণগুরু বাহা মাহেশ্বর ধনুঃ আছে, তাহা একবার দৃষ্টি করিতে গাইলে, বোধ হয়, জনকরাজকর্তৃক সবিশেষ পূজ্যমান হইবেন (১৩) ।

মুনি এই কথা কহিলে, সগম্ভব শ্রীরাম যেখানে অহল্যা শিলাময়ী আছেন, এমন পুণ্যদ ভাগীরথী-সমীপবর্তী গৌতম-প্রম গমন করিয়া (১৪), নানানদীকহ পরিবেষ্টিত দ্ব্যপুষ্পকুলকুসুম-শোভিত ও মৃগপক্ষি-প্রভৃতি জন্তুগণ-শূন্য সুন্দর আশ্রম দেখিয়া রাজীবলোচন রাঘব মুনিকে কহিলেন, এ আশ্রম কোন মহা-আর ? তপস্বিগণের অতিসুখদ, বিশেষ জন্তুবিবর্জিত, অথচ ফল-পুষ্পযুক্ত ; এই আশ্রম দেখিয়া; ভগবন্! মচ্ছিত্ত নিতান্ত আহ্লা-দিত হইয়াছে । ইহার পূর্ববৃত্তান্ত কি ? প্রকাশ করিয়া স্থিরচিত্ত করিতে অনুমতি হয় (১৫) (১৬) (১৭) । পরে বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাম ! পূর্ববৃত্তান্ত শ্রবণকরুন । এই আশ্রমে থাকিয়া ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ও সর্বলোক বিখ্যাত গৌতমমুনি তপস্তাধারা হরির আরাধনা করেন (১৮) । পরে ব্রহ্মা মুনির অসাধারণ ব্রহ্ম-

ব্রহ্মচর্য্যেণ সন্তুষ্ঠঃ স্ত্রশ্রমণপরায়ণাং ॥ ১৯ ॥

তয়া সার্কি মিহাবাৎসীদ-গৌতম-স্তপতাস্বরঃ ।

শত্রু স্ত তাং ধর্ময়িতু মন্তরং প্রেপ্সু-রম্বহং ॥ ২০ ॥

কদাচি ন্মুনিবেশেন নির্গতে গৌতমে গৃহাৎ ।

তাং ধর্ময়িত্বা নিরগাৎ ত্বরিতং পুন-রপ্যগাৎ ॥ ২১ ॥

দৃষ্টো-রাস্তং স্বরূপেণ মুনিঃ পরমকোপন ।

পপ্রচ্ছ ক-স্ত্বং ছুষ্ঠান্মন মম রূপধরো-হধমঃ ॥ ২২ ॥

সত্যং ক্রহি নচেদ্-ভস্ম করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ।

সোহব্রবীদেবরাজোহহং পাহিমাং কামকিঙ্করং ॥ ২৩ ॥

কৃতং জুড়প্তিতং কর্ম ময়া কুৎসিতচেতসা ।

গৌতমঃ ক্রোধাতাত্রাক্ষঃ শশাপ দিবিজাধিপং ॥ ২৪ ॥

যোনিলম্পট ছুষ্ঠান্মন সহস্রভগবান্ ভব ।

শপ্তা তং দেবরাজানং প্রবিশ্ব স্বাশ্রমে ক্রুতং ॥ ২৫ ॥

চর্য্যাহুষ্ঠানদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া সেবার্থ লোকস্মন্দরী অহল্যা নাম্নী কথাদান করিয়াছিলেন (১৯) । অনন্তর স্ত্রশ্রমণপরায়ণা অহল্যা-ভার্য্যার সহিত তপতাস্বর গৌতম এই আশ্রমে বাস করেন । কিন্তু অহল্যাদত্তননা ইন্দ্র প্রতিদিন এ আশ্রমে যাতায়াত করেন (২০) । এক দিবস কুটীর হইতে গৌতম নির্গত হইলে, অর্থাৎ দণ্ডচতুষ্টয় রজনীদেবে প্রাতঃস্নানাদি করিবার মানসে নদ্যাদিতীরগমন করিলে, অবিকল গৌতম বেশবিজ্ঞানধর পুরন্দর অহল্যাকে লইয়া ধাবমান হইতেছে (২১) । মুনি স্বরূপে দেখিয়া কোপপরতন্ত্র গৌতম মুনিবেশধারিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রে পামর! কস্তং ? তুই কে ? রে ছুষ্ঠান্মন ! কথং মমরূপ-ধর ? কি হেতু আমার রূপ ধারণ করিয়াছিস (২২) ? ইচ্ছা অসত্য কহিলে, নিঃসংশয় ভস্ম করিব । গৌতম এই বলিলে মুনিবেশ-ধারী কহিল, কামকিঙ্কর দেবরাজ ইন্দ্র আমি, আমাকে রক্ষা-করুন (২৩) । কুৎসিতচিত্তে গর্হিত-কার্য্য কবিয়াছি । পরে দেবরাজ ইন্দ্র এই রূপে গৌতমের বশব্দ হইলে, ক্রোধাতাত্রাক্ষ গৌতম, “রে যোনিলম্পট! রে ছুষ্ঠান্মন ! ত্বং সহস্রভগবান্ ভব,” এই বলিয়া দেবরাজইন্দ্রকে অভিসম্পাতকরতঃ স্বাশ্রমে শীঘ্র প্রবেশ করিয়া (২৪) (২৫), অঞ্জলিবদ্ধা অতি কম্পিতবতী

দৃষ্টাহল্যাং বেপমানাং প্রাজ্ঞলিং গৌতমোহব্রবীৎ ।
 ছুটে ত্বং তিষ্ঠ দুর্বৃত্তে শিলায়ামাশ্রমে মম ॥ ২৬ ॥
 নিরাহারা দিবারাত্রং তপঃ পরমমাস্থিতা ॥ ৩৭ ॥
 আতপানিলবর্ষাদিসহিষ্ণুঃ পরমেশ্বরং ।
 ধ্যায়ন্তী রামরামেতি মনসা হৃদি সংস্থিতং ॥ ২৮ ॥
 নানাজন্তুবিহীনোহয়মাশ্রমো মে ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥
 এবং বর্ষসহস্রেষু বনেষু পবনেষু চ ।
 রামো দাশরথিঃ শ্রীমানাগমিষ্যতি সানুজঃ ॥ ৩০ ॥
 যদা ত্বদাশ্রমশিলাং পদাভ্যা-মাক্রমিষ্যতি ।
 তদৈব ধূতপাপা ত্বং রামং সংপূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ৩১ ॥
 পরিক্রম্য নমস্কৃত্য স্তুত্বা শাপা-দ্বিমোক্ষ্যসে ।
 পূর্ববন্মম শুশ্রুষাং করিষ্যসি যথাস্থখং ॥ ৩২ ॥
 ইত্যুক্তা গৌতমঃ প্রাগাঙ্কিমবস্তুং নগোত্তমং ।
 তদা হহল্যা ভূতানা-মদৃশ্তা স্বাশ্রমে শুভে ॥ ৩৩ ॥
 তব পাদরজঃস্পর্শং কাক্ষন্তী পাপনাশনং ।

আস্তেহদ্যাপি রঘুশ্রেষ্ঠতপো-ভুক্ষর মাস্থিতা ॥ ৩৪ ॥
 পাবয়স্ব মুনে-ভার্য্যা মহল্যাং ব্রহ্মণঃ স্ততাং ॥ ৩৫ ॥
 ইত্যুক্তা রাঘবং হস্তে গৃহীত্বা মুনি পুঙ্গবঃ ।
 দর্শয়ামাস চাহল্যা-মুগ্ধেণ তপসা স্থিতাং ॥ ৩৬ ॥
 রামঃ শিলাং পদা স্পৃষ্ট্বা তা-ক্কাপশ্চ-ভপোধনাং ।
 ননাম রাঘবোহহল্যাং রামোহহমিতি চাব্রবীৎ ॥ ৩৭ ॥
 ততোদৃষ্টা রঘুশ্রেষ্ঠং পীতকৌসেয়বাসসং ।
 ধনুর্বাণধরং রামং লক্ষ্মণেন সমস্থিতং ॥ ৩৮ ॥
 স্মিতবক্ত্রং পদ্মনেত্রং শ্রীবৎসাস্থিতবক্ষসং ।
 নীলমাণিক্যসঙ্কাশং দ্যোতয়ন্তুং দিশোদশ ॥ ৩৯ ॥
 দৃষ্ট্বা রামং রমানাথং হর্ষবিস্কুরিতেক্ষণা ।
 গৌতমস্ত বচঃ স্তুত্বা জাত্বা নারায়ণং পরং ॥ ৪০ ॥
 সংপূজ্য বিধিব-দ্রাম-মর্ঘ্যাদিভি-রনিন্দিতা ।
 হর্ষাশ্রুজলনেত্রান্তা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য সা ॥ ৪১ ॥
 উথায় চ পুন দৃষ্ট্বা রামঃ রাজীবলোচনং ।

অহল্যাকে দেখিয়া কহিলেন, ছুটে! ছুটবিত্তে! আমার এই আশ্রমশিলাতে দিবারাত্র অনাহারে পরমতপস্শাচরণ করিয়া থাক (২৬) (২৭)।

শীতগ্রীষ্মবর্ষাদি সর্বকাল সহ করিয়া কেবল হৃদিস্থিত রাম-রাম পরমেশ্বর চিন্তা করিয়া ধ্যানযোগে কালক্ষয়ে পাপক্ষয় কর আর অদ্যাবধি এই আশ্রম নানাজন্তুবিহীন হইবে (২৮) (২৯)। এইরূপে সহস্রবর্ষকাল সমভীত হইলে, বনে ও উপবনে সানুজ দাশরথি শ্রীরাম আসিয়া (৩০), যৎকালে তব আশ্রমশিলাতে পদরজ প্রদান করিবেন, তৎকালে ছুটতি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ভক্তিযোগসহকারে শ্রীরামের পূজনস্তবনপ্রণাম-প্রদাক্ষণাদিক্রিয় করিলে, শাপ হইতে মুক্তি পাইবে, পরে পূর্ববৎ যথাস্থখ মম শুশ্রুষা করিবে (৩১) (৩২), এইকথা কহিয়া গৌতম যদবধি নগাধিরাজ হিমাচলে গমন করিয়াছেন, তদবধি অহল্যা সর্ব পাপক্ষয় কর ভবদীয় পদারবিন্দরজঃকণাস্পর্শনলালসায় স্বাশ্রমে সর্বভূতের অদৃশ্য ভাবে অদ্যাপি, হে রঘুবংশাবতংস! ভুক্ষর

তপোযোগালম্বনে আছেন (৩৩) (৩৪)। এক্ষণে তপোধন গৌতম মুনির ভার্য্যা বিশ্বশ্রেষ্ঠবিরুদ্ধিতনয়া অহল্যাকে অবিলম্বে পরিজ্ঞাপ করুন (৩৫), এই বলিয়া মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র শ্রীরামের হস্তদ্বয় অবলম্বন করিয়া উগ্রতপযোগে একাগ্রচিত্তা পাষণময়ী অহল্যাশিলা দৃষ্টি করাটলে (৩৬), শ্রীরাম স্তম্ভিধুমুর্তি স্তম্ভীতলবিমলশিলার উপরি শ্রীচরণারবিন্দবিশ্রাসসমাজে তপো-ধনা অহল্যাকে দৃষ্টিকরিয়া প্রণিপাতক্রিয়াবসানে কহিলেন, 'আমি শ্রীরাম' (৩৭)। অনন্তর পীতবরণ কোষেয়বসনবিরাজিত সানুজ ধনুর্বাণধর ঈষদ্ধাস্ত-যুক্ত বদন, তাহে পদ্মপলাশবৎ লোচন, বক্ষস্তলবিরাজমান শ্রীবৎসপদচিহ্নিত নীলমাণিক্যবৎ রূপে দিকবিদিক দেদীপ্যমান (৩৮) (৩৯), ঈদৃশ রঘুশ্রেষ্ঠ রমানাথ শ্রীরামসন্দর্শনে নয়ন পবিত্র করিয়া হর্ষবিস্কুরিতলোচনা অহল্যা অমোঘবাক্য পতি বাক্য স্বরণ করিয়া পরম নারায়ণজ্ঞানে যথা-বিধি অর্ঘ্যাদিদ্বারা ছরারাদ্য রামের পূজাবসানে বিধৌতপাপা সজলনয়নান্তা অহল্যা দণ্ডবৎ প্রণামাভিবাদনাস্তে গাত্রোত্থান

পুলকাক্ষিতসৰ্ব্বাঙ্গা গিরা গদগদয়েড়য়ৎ ॥ ৪২ ॥

করিয়া পুনরায় রাজীবলোচন রাম-মুখ নিরীক্ণে হর্বরোমাক্ষিত
শরীরে ভক্তি গদগদ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন । যথা—

হে মধুসূদন ! তব পদতল পরাক্ষিত শত শত বালারূপ
কিরণ নিকর পদ্মাবতী যুত পদারবিন্দ মকরন্দ মধুর রস
পানানন্দিত শত শত ঘটপদসেবিত পরম পবিত্র শিব বিরিক্ণি
বাক্ষিত নানা নির্ভর নির্ভরগণ শুক্লশিখাগণ গন্ধর্ব্বাঙ্গর কিরর
নর নাগ যক্ষ রক্ষোবুল প্রভৃতি শত সহস্র শাণ্ডিল্য কোটিন্য
মাওবা জৈগীষবা ধোম্য শৌমকাদি লনক সনন্দ সনাতন
কপিলাদি মনুমরীচ্যাজি পরাশর বাস বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্য
উশেনো হস্তির যম আগস্ত্য সত্বর্ত্ত কাভ্যারন শাকটায়ন
বৃহস্পতি শঙ্খ লিখিত দক্ষ শাতাতপ বশিষ্ঠ জমদগ্নি
কাশ্যপ ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র গোতমাগস্ত্য পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু
প্রচেতাদি, চেদিরাজ বহুগণ, মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণ, নারদাদি
ঋষিগণ, অগ্নিস্বাক্ষাদি হব্য কব্য বাহনাদি পিতৃগণ, গন্ধা গোপতি
গোমতী গণপতি গন্ধর্ব্ব গন্ধাধর গোগণ গোতম গালব
গগণ গোলোক গোবর্দ্ধন গোষ্ঠ গন্ধবহ গন্ধাধর গয়া গভীর
গোদাবরী গারতী গ্রহগোপ গোবুল কুল সঙ্কুল, রব্যাদি
সপ্ত বার, অমাদি পঞ্চদশ তিথি, অগ্নিনাদি সপ্তবিংশতি
লক্ষজ, বিষ্ণুভাদি সপ্তবিংশতি যোগ, ববাদি একাদশ করণ,
মেঘাদি দ্বাদশ রাশি, রাশি কাল বারবেলাদি সময়, গঙ্গাদি নদী,
শোণাদি নদ, তক্ষকাদি নাগ, সুমেরুদি সর্ব্ব পর্ব্বত, জলচর
স্থলচর খচর চরাচর স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডার,
দামোদর, ক্ষীরসাগর স্তূভাধর সুধারস পান চিত্তবিনোদন,
কশিপু প্রভৃতি প্রবল রিপুদল দমন, দিবাকর সূর্য্য কর কিরণ
বিজ্রাণ খবাত্ত বিধ্বংসন ভবদ্বীর চরণ দর্শন ছন্দর সরোজ বিকা-
শন সর সঙ্গাসন বিশেষ শেখ শয়ন বিসর কমঠ বরাহ নৃসিংহ
বামন নরকুল-সংহর পরশুরাম রাম বলরাম কৃষ্ণ ককীত্যাদি
দশাবতার রূপধর, মমচিহ্নভবন সতত বাস কর, শোক তাপ
হর, তব চরণ পতিত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ শাস্ত্র্য পাতঞ্জল মীমাংসা
বৈশেষিক বেদান্ত বেদান্ত বেদ তর্কশাস্ত্র সমূহ শোভিত,
রাজরাজেশ্বরী ঐর্ভুক্ত দেবীগণ শক্তিসাধ্য অসাধ্য সাধকগণ
মনোজীভী দায়ক, পদতলোপরি নখরহিত দশাংশ শত শত
শারদীয় সুধাংশু সঙ্কুশ সুসৌন্দর্য্য সমুজ্জল শত শত মুরকত
মনিময় প্রবাল বাস বৈদূর্য্য বজ্র হীরক নানারত্ন জড়িত ঋচিত

অহল্যোবাচ ।

অহো কৃতার্থান্মি জগন্নিবাস তে

পদাগ্রসংলগ্নরজঃকণানহং ।

স্পৃশামি যৎ পঙ্কজশকুরাদিতি

বিমৃগ্যতে বর্জিতমানসৈঃ সদা ॥ ৪৩ ॥

অহো বিচিত্রং তব রাম চেষ্টিতং

মনুষ্যভাবেন বিমোহয়ন্ জগৎ ।

চলন্তব্রহ্মং চরণাদিবর্জিতঃ

সম্পূর্ণ আনন্দময়োহপি মায়িকঃ ॥ ৪৪ ॥

সুশোভিত ধ্বজবজ্রাকুশাক্ষিত মনিময় স্তম্ভন সুপূর পুরন্দরাদি
জনগণ সুন্দর শ্রুতিশ্রুজনক সুখসারণ ত্রিলোকপাবন অশেষ
পাতকীগণ নিস্তারণ, হে ভবতারুণ ! তদবস্তুষ্ঠাসুলি নির্গত
নির্ম্মল মর্ম্ম পাবক বর্ম্ম জল হিম্মল সুশীতল সমুজ্জরী
তুলসীদল গুণরাশি সুশোভিত সুচাকু গুরু জামু জঙ্ঘ মনোহ-
রোক্ত কটিতট বেষ্টিত কিঙ্কিনী জাল বসন ধনুর্বাণধর, দ্বিত্বজ
আজ্ঞাশূলদ্বিত্ববাহ লব, নিন্দিত নীল নীরদ নব চুর্কাদল শ্যাম রাম
নীলকমলোপমলোচন শ্রুতিশ্রুগল কুণ্ডল নাসিকাতিলকাভরণ
মণ্ডিত হার কেয়ুর কিরীট কটকাঢ়ালকৃত কর্ণচ্ছদ ঐচ্ছদ বনমালা
বিরাজিত ওষ্ঠাধর ধর, জিত দাড়িমদন্তপংক্তি পলায়িত
তর্কপংক্তি সমুজ্জল হাস্য পরিহাস্য বদন, সিতচন্দন, চর্জিত
শ্রীবৎস স্তম্ভ কোমল শোভিত বক্ষঃস্থল, তিলকাবলি ভাল
বিভূষিত, কেশচয় কেশবিন্যাস ছবীকেশ, মাধব জগন্নিবাস
দিবাকর কুল চূড়ামণি ধন্যঠেকধাম, গুণধাম রঘুবংশোদ্ভব
দশরথ তনয়, জরহ বীজাকুর প্রমোহ, হে জানকী জীবন,
কেশশিখুদন, যছনন্দন, জগদমুরজন, নিত্যরঞ্জম, কলিকলুয-
নাশন, ছরন্ত কৃতান্ত বিধ্বংসন, পরম রূপায়ন, হে অনাথ
নাথ ! ॥ ৪২ ॥

অহল্যা আরও কহিলেন—হে জগন্নিবাস ! বর্জিতমানস পঙ্কজ
শকুরাদির অনিশ অঘেয্যমাণ আপন্নকার বাহা পদাগ্রসংলগ্ন
রজঃকণা তাহা স্পর্শ করিয়া অদ্য কৃতার্থ হইলাম (৪৩) । হে
রাম ! তব কি চিত্র চরিত্র, যেহেতু মানব দেহে এই অসার সং-
সারকে অববরত অনন্ত মারাজালে মোহিত করিয়া আবার চরণাদি
বিহীনে কিরূপে নিরন্তর গমনাগমন করেন এবং আনন্দময়

যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রগাত্ৰা
ভাগীরথী ভববিরিক্ষি মুখান্ পুন্যতি ।
সাক্ষাৎ স এব মম দৃষ্টিষয়ে যদাস্তে
কিং বর্ণ্যতে মম পুরাকৃতভাগধেয়ম্ ॥ ৪৫ ॥
মর্ত্যাবতারে মনুজাকৃতিং হরিং
রামাভিধেয়ং রমণীয়দেহিনম্ ।
ধনুর্ধরং পদ্মবিশাললোচনং
ভজামি নিত্যং ন পরান্ ভজিষ্যে ॥ ৪৬ ॥
যৎপাদপঙ্কজরজঃশ্রুতিভির্বিমুগ্যং
যম্মাতিপঙ্কজভবঃ কমলাসনশ্চ ।
যম্মাসাররসিকো ভগবান্ পুরারি
স্তং রামচন্দ্রমনিশং হৃদি ভাবয়ামি ॥ ৪৭ ॥
যন্তাবতারচরিতানি বিরিক্ষিলোকে
গায়ন্তি নারদমুখা ভবপদ্মজাদ্যাঃ ।
আনন্দজ্ঞাপরিসিক্তকুচাগ্রসীমা
বাগীশ্বরী চ তমহং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪৮ ॥
সোহয়ং পরাত্মা পুরুষঃ পুরাণ
এষঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ ।

হইলেও পূর্ণমায়িক বলিয়া ভুবনে বিখ্যাত (৪৪) । আর পাদপদ্ম-
পরাগ স্পর্শমাত্রে পবিত্রগাত্ৰা ত্রিপথগা ও শিব বিরিক্ষি প্রভৃতি
গীর্জাগণকে যিনি পবিত্র করিয়াছেন সেই সনাতন পরমেশ্বর
আমার নয়নপথ গোচরের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইলেন । আহা
পূর্বজন্মকৃত ভাগ্যের কথা কি বর্ণিব (৪৫) বিশেষ মর্ত্যাবতারে
মনুজাকৃতি ধনুর্ধর পদ্মবিশাললোচন রমণীয় দেহ রাম
নামক হরি ভিন্ন অন্য ভজিবার আর আবশ্যকতা নাই (৪৬) ।
আর যাহার পাদপদ্মরজঃশ্রুতি অবেষণ করেন এবং যাহার
নাভিপদ্ম হইতে কমলাসনের উদ্ভব ও যাহার নাম শ্রবণে ভগবান্
ত্রিপুরারি রসিক, ঈদৃশ শ্রীরামচন্দ্রকে অনুক্ষণ চিন্তা করি (৪৭) ।
আর যে রাম-চরিত্র নারদ প্রভৃতি শিব বিরিক্ষি দেবগণ
ব্রহ্মলোকে গান করেন এবং আনন্দ রস পরিপূর্ণ হেতু নয়ন
বারিধারী পরিসিক্ত কুচাগ্র সীমা ব্রহ্মাণী, ঈদৃশ রামের শরণাগত
হই (৪৮) এবং যিনি স্বয়ং পরমাত্মা পুরাণ পুরুষ সাক্ষাৎ জ্যোতিঃ

• মায়াতনুং লোকবিমোহিনীং যো
ধতে পরানুগ্রহ এষ রামঃ ॥ ৪৯ ॥
অয়ং হি বিশ্বোদ্ভবসংযমানা
মেকঃ স্বমায়াগুণসমম্বিতোয়ঃ ।
বিরিক্ষি বিষ্ণুশ্বর নামভেদান্
ধতে স্বতন্ত্রঃ পরিপূর্ণ আত্মা ॥ ৫০ ॥
নমোস্তু হে রাম তবাজি পঙ্কজং
শ্রিয়া ধৃতং বক্ষসি লালিতং প্রয়াৎ ।
আক্রান্তমেকেন জগত্ৰয়ং পুরা
ধ্যোয়ং মুনীন্দ্রে রতিমানবর্জিতৈঃ ॥ ৫১ ॥
জগতামাদিভূতস্তং জগন্তং জগদাশ্রয়ঃ ।
সর্বভূতেষু সংসক্ত একো ভাতি ভবান্ পরঃ ॥ ৫২ ॥
কার বাচ্যস্তং রাম ওঁ বাচামবিষয়ঃ পুমান্ ।
বাচ্যবাচকভেদেন ভবানেব জগন্ময়ঃ ॥ ৫৩ ॥
কার্যকারণকর্তৃত্বফলসাধনভেদতঃ ।
একো বিভাসি রাম ত্বং মায়য়া বহুরূপয়া ॥ ৫৪ ॥
তন্মায়ামোহিতধিয়স্ত্বাং ন জানন্তি তত্ততঃ ।

স্বরূপ অনাদি অনন্ত, তিনিই লোক বিমোহিনী মায়ামূর্তি ধারণে
পরানুগ্রহ বিতরণে অকাতর (৪৯) । যিনি নিজমায়্যা গুণাবলম্বনে
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কারণ হইয়া বিরিক্ষি
বিষ্ণু মহেশ্বর পৃথক পৃথক নাম ধারণে সক্ষম (৫০) । হে রাম!
যে পাদপদ্ম লক্ষ্মী বক্ষঃস্থলে রাখিয়া অঙ্গভূষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন
এবং যে পাদপদ্ম জগত্ৰয় আক্রমণ করিয়াছেন এবং অভিমান-
শূন্য মুনিগণের সতত চিন্তনীয় যে পাদপদ্ম, সেই পাদপদ্মে
প্রণাম হই (৫১) ।

এবং তুমি জগতের আদিকারণ ও জগন্ময় জগদাশ্রয় সর্ব-
ভূতে সংসক্তরূপে একমাত্রই দীপ্তি পাইতেছ অতএব
আপনকার পর আর কে আছে (৫২) হে রাম! তুমি প্রণব পদ
বাচ্য এবং বাক্যের অগোচর পুরুষ এবং বাচ্য বাচক ভাব-
ধিশেষে ভবানুমাত্রই জগন্ময় ও কার্যকারণ ভাবহেতু কর্তৃত্ব
ফল সাধনে সক্ষম; বহুরূপ মায়্যাহেতু হে রাম! একমাত্র
জগতে দীপ্তি পাইতেছ (৫৩, ৫৪); ভবদ্বীপ মায়্যামোহিত বুদ্ধি
বাক্তি সমস্ত আপনাকে যথার্থভাবে না জানিয়া কেবল পরমেশ্বর

মানুষং স্বাভিমন্যন্তে মায়িনং পরমেশ্বরম্ ॥ ৫৫ ॥
 আকাশবস্ত্রং সর্বত্র বহিরন্তর্গতোহমলঃ ।
 অসঙ্গোহ্যচলোনিত্যঃ শুদ্ধোবুদ্ধঃ সদাশ্রয়ঃ ॥ ৫৬ ॥
 যোষিম্মূঢ়াহমজ্ঞাতে তত্ত্বং জানে কথং বিভো ।
 তস্মাতে শতশোরাম নমস্কুর্য্য মনন্যধীঃ ॥ ৫৭ ॥
 দেবমে যত্র কুত্রাপি স্থিতায়া অপি সর্বদা ।
 ত্বংপাদকমলে সক্তা ভক্তিরেব সদাস্ত মে ॥ ৫৮ ॥
 নমস্তে পুরুষাধ্যক্ষ নমস্তে ভক্তবৎসল ।
 নমস্তেহস্ত হৃষীকেশ নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥ ৫৯ ॥
 ভবভয়হরমেকং ভানুকোটিপ্রকাশম্,
 করধৃতশরচাপং কালমেঘাবভাসম্ ।
 কনকরুচিরবস্ত্রং রত্নবৎকুণ্ডলাঢ্যং,
 কমলবিশদনেত্রং সানুজং রামমীড়ে ॥ ৬০ ॥
 স্তব্ধবৎ পুরুষং সাক্ষাৎ রাঘবং পুরতঃ স্থিতং ।
 পরিক্রম্য প্রণম্যাস্ত সানুজ্ঞাতা যযৌ সতী ॥ ৬১ ॥
 অহল্যয়া কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ ।

মারা গুণাবলী মানব বলিরা অভিমান করে কিন্তু বহিরন্তর্গত সর্বত্র নির্মূল আকাশ স্বরূপ ও অসঙ্গ, অচল, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অখণ্ড সদা অশ্রয় (৫৬) । অতএব যোষিং বিধায় মূঢ়া হেতু হে প্রভো তব তত্ত্ব কিরূপে জানিতে পারিব? হে বিভো তব চরণে অধিনীর শতশত প্রণাম (৫৭) হে দেব! যেখানে সেখানে অবস্থিতি করিলেও যেন তব পাদপদ্মে মদীর ভক্তি অনুপারিনী হয় (৫৮) । হে পুরুষাধ্যক্ষ! হে ভক্তবৎসল হৃষীকেশ হে নারায়ণ তুভ্যং নমঃ (৫৯) । ভব ভয় হরণের একমাত্র কারণ, কোটি সূর্য্য সমরূপে জাজ্বল্যমান, করে ধৃত বাণ ও ধনু, কালমেঘ সম বরণ, কলপোত সুবর্ণবৎ বসন, রত্নবিশিষ্ট কুণ্ডল যুক্ত, পদ্মপত্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ নেত্র, এই রূপ সানুজ শ্রীরামকে স্তব করি (৬০) । পুরতঃ স্থিত সাক্ষাৎ রাঘব পুরুষকে এইরূপে স্তব করিয়া প্রণাম প্রদক্ষিণাবসানে সানুজ্ঞাতা অহল্যা সতী হিমাচলস্থ গৌতম পতির পূর্ব্ববৎ সেবা করিবার মানসে গমন করিলেন (৬১) ।

যে ব্যক্তি অহল্যাকৃত শ্রীরামের স্তব ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিবেন তিনি যে কেবল অশেষ পাতক হইতে মুক্ত হইবেন

স মূচ্যতেহখিলৈঃ পাপৈঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৬২ ॥
 পুত্রাদ্যর্থৈ পঠেদ্ভক্ত্যা রামং হৃদি নিধায় চ ।
 সংবৎসরেণ লভতে বক্ষ্যাম্যপি পুত্রকম্ ॥ ৬৩ ॥
 সর্বান কামানবাপ্নোতি রামচন্দ্রপ্রসাদতঃ ॥ ৬৪ ॥

ব্রহ্মস্নোগুরুতল্লগোহপি পুরুষঃ
 স্তেয়ী সুরাপোহপিবা,
 মাতৃভ্রাতৃবিহিং সকোপি সততং
 ভোগৈকবাঙ্গাতুরঃ ।
 নিত্যং স্তোত্রমিদং জপন্ রঘুপতিং
 ভক্ত্যা হৃদা সংশ্রবন্
 ধ্যায়ন্ মুক্তি মুপৈপতি কিং পুনরসৌ
 স্বাচারযুক্তো নরঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
 আদিকাণ্ডে সসৈন্য-মারীচ-সুবাহু নিধন-
 বিবরণং অহল্যাশাপবিমোচনং তৎকৃতং
 শ্রীরামস্তোত্রকথনঞ্চ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

এমং নহে পরম ব্রহ্মপদও প্রাপ্ত হইতে পারিবেন (৬২) । আর শ্রীরামকে হৃদয়ে ভাবনা করিয়া ভক্তিযোগ সহকারে বক্ষ্যা যদি পুত্রাদি নিমিত্ত এই স্তব পাঠ করেন তাহা হইলে সৎসংসর মধ্যে পুত্র লাভ করিতে পারিবেন । বিশেষ শ্রীরাম প্রসাদাৎ সমস্ত কামনাই সিদ্ধি হইতে পারে (৬৩) পরন্তু ব্রহ্মগুরুদারগামী ব্রাহ্মণের অশীতি রত্নিকা সুবর্ণ চৌর্য্যকারী সুরাপানে রত মাতৃভ্রাতৃ বিহিংসক ও সতত ভোগ বাঙ্গাতুর ইহারাও যদি রঘুপতি রামকে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ বা চিন্তা করিয়া প্রতি দিবস স্তোত্র পাঠ করে, অন্তে নির্কাণ্ডপদ প্রাপ্তি হইতে পারে ; সদাচার নরের কথা কি কহিবো (৬৪) ।

এই শ্রীঅধ্যায়রামায়ণে উমা মহেশ্বর কথোপকথনে
 আদিকাণ্ডে সসৈন্য মারীচ সুবাহু নিধন বিবরণ
 অহল্যার শাপমোচন এবং অহল্যাকৃত

শ্রীরামের স্তব কথন ষষ্ঠ অধ্যায়
 উক্ত হইল ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বিশ্বামিত্রোহপি তং গ্রাহ রাঘবঃ সহলক্ষণং ।
গচ্ছামো বৎস মিথিলাং জনকেনাভিপালিতাম্ ॥ ১ ॥
দৃষ্ট্বা ক্রতুবরং পশ্চাদযোধ্যাং গন্তুমহঁসি ।
ইতু্যক্ত্বা প্রযযৌ গঙ্গা মুত্তীৰ্য্য সহরাঘবঃ ॥ ২ ॥
বিদেহস্য পুরং প্রাতঃষিরাজঃ সমাবিশৎ ।
প্রাপ্তং কৌশিক নাকর্য্য জনকোহপি মুদাস্থিতঃ ॥ ৩ ॥
পূজাদ্রব্যানি সংগৃহ্য সোপাধ্যায়ঃ সমাযযৌ ।
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যথ পূজয়ামাস কৌশিকম্ ॥ ৪ ॥
পপ্রচ্ছ রাঘবৌ দৃষ্ট্বা সৰ্ব্বলক্ষণলক্ষিতৌ ।
দ্যোত্যস্তৌ দিশঃ সৰ্ব্বাশ্চন্দ্রসূর্য্যবিষাপরৌ ॥ ৫ ॥
কঠৈতৌ বরশাদ্ভৌ পুত্রৌ দেবহুতোপমৌ ।
মনঃপ্রীতিকরৌ মে হৃদ্য নরনারায়ণাবিব ॥ ৬ ॥

অনন্তর বিশ্বামিত্রঋষি সলক্ষণ রাঘবকে কহিয়াছিলেন
বৎস জনকপালিতা মিথিলা রাজধানী গমন করিয়া তত্রস্থ মহা-
যজ্ঞ দর্শনান্তে অযোধ্যাপুরী গমন করিবেন এই পরামর্শ করিয়া
সহরাঘব ঋষিরাই গঙ্গার পরকূলবর্তি বিদেহপুর প্রাতঃকালে
প্রবেশ করিলেন পরে জনক রাজা দৃতমুখ্যং রাজ্যে কৌশিক-
মহাশয়ের শুভাগমন বার্তাশ্রবণ হর্ষে নিজপুরোহিত ত্রিমুক্ত-
শতানন্দ সোপাধ্যায় সমভিব্যাহারে ভগবান্ বিশ্বামিত্র ঋষির
যথাবিধি অর্চনা করিয়া রাজর্ষি জনক কৌশিক মহাশয়ের
নিকট বালকদ্বয়ের পরিচয়লাভে সম্যক্ যত্ববান্ হইয়া কি
আশ্চর্য্য সৰ্ব্বলক্ষণ লক্ষিত রূপে দিক্ বিদিক্ দেদীপ্যমান
দেবহুতোপম যেন সাক্ষাৎ নরনারায়ণ বা অধিনীকুমার কিম্বা

প্রত্যাচ মুনিঃ প্রীতোহর্ষয়ন্ জনকং তদা ।
পুত্রৌ দশরথসৈত্যৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষণৌ ॥ ৭ ॥
মথরক্ষণার্থায় ময়ানীতৌ পিতৃঃ পুরাৎ ।
আগচ্ছন্ রাঘবোমার্গে তাড়কাং বিশ্বঘাতিনীম্ ॥ ৮ ॥
শরৈর্গৈকেন হতবাংশেচাদিতো মিতবিক্রমঃ ।
ততো মমাশ্রমং গঙ্গা মম যজ্ঞবিহিংসকান্ ॥ ৯ ॥
হুবাছ প্রমুখান্ হস্তা মারীচং সাগরে ক্ষিপৎ ।
ততো গঙ্গাতটে পুণ্যে গৌতমস্যাশ্রমে শুভে ॥ ১০ ॥
দৃষ্ট্বাহল্য নমস্কৃত্য তয়া সম্যক্ প্রপূজিতঃ ।
পাদাম্বুজরজঃস্পর্শাৎ সাপি শাপাদিমোচিতা ॥ ১১ ॥

দ্বিতীয় চক্রসূর্য্য এই ছই বালক দেখিয়া অদ্য আমার সাতিশয়
মনঃপ্রীতি হইয়াছে ভগবান্ কোন মহাত্মার এই নরশাদ্ভ
ছই পুত্র ? এই কথা জনক বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে তৎ-
কালে ঐহঁক্ট বিশ্বামিত্র জনক রাজর্ষিকে প্রত্যুত্তর প্রদানে সাহসী
হইলেন । মহারাজ এই পুত্রদ্বয় অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের,
রামলক্ষণ নামক ছই ভাই, ঋষিদিগের যজ্ঞ রক্ষণার্থ আমাকর্তৃক
আনীত হইয়া অমিতবিক্রম শ্রীরাম পাণ্ডিত্য বিদ্যাভিনি
তাড়কানারী নিশাচরী বদানন্তর সিদ্ধাশ্রমপদ প্রাপ্তে যজ্ঞবিহিং-
সক সটেন্য হুবাছ প্রভৃতি ঘোররত্নর নিশাচর নিধনান্তে এক-
বাণে মারীচকে সাগরপারে নিঃক্ষেপ করিয়াছেন পরে সুরধ্বনি-
তীরসমীপবর্তি অতি পুণ্যদ গৌতমশ্রমে আসিয়া কৃত্যরাধিতা
অহল্যাকে পাদাম্বুজ রজঃস্পর্শদানে শাপ হইতে সদগতি প্রদান
করিয়াছেন । ১১ ।

ইদানীং দ্রষ্টুকামস্তে গৃহে মাহেশ্বরং ধনুঃ ।
 পূজিতং রাজভিঃ সর্বৈর্দ্রষ্টুমিত্যনুশ্রুতমঃ ॥ ১২ ॥
 অতো দর্শয় রাজেন্দ্র শৈবং চাপমনুভবমং ।
 দৃষ্ট্বা যোধ্যাং জিগমিষুঃ পিতরং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥ ১৩ ॥
 ইত্যুক্তো মুনির্ন রাজা পূজাহৌ বহুপূজয়ৎ ।
 পূজয়ামাস ধর্মজ্ঞো বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ১৪ ॥
 ততঃ সংপ্রেষয়ামাস মন্ত্রিণং বুদ্ধিমত্তরং ।
 শীঘ্রমানয় বিশেষচাপং রামায় দর্শয় ॥ ১৫ ॥
 ততো গতে মন্ত্রিবরে রাজা কৌশিকমব্রবীৎ ।
 যদি রামো ধনুর্ধ্বা কোট্যামারোপয়েদগুণম্ ॥ ১৬ ॥
 তদা মমাত্মজা সীতা দীয়তে রাঘবায় হি ।
 তথৈতি কৌশিকঃ প্রাহ রামমুদীক্ষ্য সস্মিতম্ ॥ ১৭ ॥
 শীঘ্রং দর্শয় চাপাগ্র্যং রামায়ামিততেজসে ।
 এবং বদতি মৌনীশে আগতাশ্চাপবাহকাঃ ॥ ১৮ ॥

হে রাজেন্দ্র ! রাম নিখিল রাজগণপূজিত মাহেশ্বর-ধনু-দর্শন
 লালসায় এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন (১২) । অতএব এক্ষণে
 মনুভব হরধনু প্রদর্শন করুন । রাম লক্ষণ হরকোদণ্ড দর্শন করিয়া
 অবোধা যাইতে বাসনা করিতেছেন, কারণ বহু দিবস হইল ইহার
 পিতাকে দর্শন করেন নাই (১৩) । এই মুনিবাক্যের পর্যাবসানে
 বিবিধ পর্যালোচনা করিয়া ধর্মজ্ঞ জনক রাজা বিধিদৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা
 প্রজাহঁর রঘুনন্দনের পূজা করিয়া (১৪) রাম লক্ষণের অবলোক-
 নার্থ বিশেষশরাসন আনিবার জন্ত শীঘ্র বুদ্ধিমত্তর মন্ত্রিকে
 প্রেরণ করিলেন (১৫) ।

তদনন্তর হরকোদণ্ড আনয়ন করিবার জন্ত মন্ত্রিবর অন্তঃপুর-
 মধ্যে গমন করিলে পর রাজা কৌশিকমহাশয়কে কহিলেন,
 যদি রাম ধনু ধারণ করিয়া প্রান্তভাগে জ্যারোপণ করিতে সমর্থ
 হন (১৬) তাহা হইলে রাঘবকে মদীয়াত্মজা সীতা সম্প্রদান করিব ।
 তথাস্তবলিয়া ঈষদ্বাস্ত্রযুক্ত রামমুখ নিরীক্ষণ করত কৌশিক কহি-
 লেন (১৭) অমিতবিক্রম ত্রীরামকে সম্বর শিবধনু দর্শন করও ।
 এই বলিয়া মুনি মৌনভাবাবলম্বনে অবস্থিতি করিলে (১৮) মহা-

চাপং গৃহীত্বা বলিনঃ পঞ্চসাহস্রসংখ্যকাঃ ।
 ঘণ্টাশতসমায়ুক্তং স্বর্ণপট্টৈর্বিভূষিতম্ ॥ ১৯ ॥
 দর্শয়ামাস রামায় মন্ত্রী মন্ত্রবিদাংবরঃ ।
 দৃষ্ট্বা রামঃ প্রহৃষ্টাত্মা বন্ধা পরিকরং দৃঢ়ম্ ॥ ২০ ॥
 গৃহীত্বা বামহস্তেন লীলয়া তোলয়ন্ধনুঃ ।
 আরোপয়ামাস গুণং পশ্যৎস্বখিলরাজস্ব ॥ ২১ ॥
 ঈষদাকর্ষয়ামাস পাণিনা দক্ষিণেন সঃ ।
 বভঞ্জাখিলহংসারো দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্ ॥ ২২ ॥
 দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব স্বর্গংমর্ত্তং রসাতলম্ ।
 তদদ্রুতমভূভত্র দেবানাং দিবি পশ্যতাম্ ॥ ২৩ ॥
 আচ্ছাদয়ন্তঃ কুশ্মৈর্দেবাস্ত্রতিভিরীড়িরে ।
 দেবদ্রুভয়োনেহ্নন্বহুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ২৪ ॥
 দ্বিধাভগ্নং ধনুর্দ্রষ্টা রাজালিঙ্গ্য রঘুনহম্ ।
 বিস্ময়ং লেভিরে সন্তোগাতরোহন্তঃপুরাজিরে ॥ ২৫ ॥

বলপরাক্রান্ত পঞ্চ সহস্র সংখ্যক বাহক শতঘণ্টাযোজিত এবং
 স্বর্ণপট্টবিভূষিত (১৯) কোদণ্ড লইয়া সমাগত হইলে মন্ত্রবিদা-
 স্বর মন্ত্রী অসীমুচ্ছিন্ন রামের নয়নগোচর করাইলে উক্ত
 কোদণ্ড দর্শনে প্রহৃষ্টাত্মা রাম গাত্রীয় কবজাদি পরিকর দৃঢ়-
 রূপে বন্ধন করিয়া (২০) অবলীলাক্রমে বামহস্তে পূর্কোক্ত গুরুতর-
 সত্ত্বসম্পন্ন ধূজীধনু উত্তোলন করিলেন ; সেই আশ্চর্য্য দর্শনে সমস্ত
 রাজগণের দৃষ্টি সমভাবে স্থির হইলে (২১) দক্ষিণ হস্তদ্বারা ঈষৎ
 আকর্ষণপূর্বক জ্যারোপণ করিলেন অমনি নিখিলহংসার ত্রীরাম
 কর্তৃক ধনুর্দ্বিধাভগ্ন হইল (২২) ; তৎকালে ধনুর শব্দে দিক্ বিদিক্
 ও স্বর্গমর্ত্তরসাতল পরিপূর্ণ হইল, এবং ত্রিদিবস্ব দর্শনকারী দেবতা-
 দিগের উহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল (২৩) ।

স্বরগণ ত্রীরামের উপর পুষ্প-বৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্বক তব
 করিতে লাগিলেন এবং দেব দ্রুতি বাদ্য সহকারে অঙ্গরোপণ
 নৃত্য করিতে নিযুক্ত হইল (২৪) । পরে রাজর্ষি জনক হর-
 কোদণ্ড দ্বিধা ভগ্ন দেখিয়া রঘুকুলোদ্বহ ত্রীরামকে আলিঙ্গন
 করিলেন এবং পণ্ডিতগণ ও অন্তঃপুরস্থিত রাজমহিষীগণ
 পরম বিস্ময় লাভ করিলেন (২৫) । তদনন্তর ঈষদ্বাস্ত্রবদনা স্বর্ণ-

সীতা স্বর্ণময়ীং মালাং গৃহীত্বা দক্ষিণে করে ।
 স্মিতবক্ত্রা স্বর্ণবর্ণা সৰ্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ২৬ ॥
 মুক্তাহারৈঃ কর্ণপট্টৈঃ কণ্ঠচলিতনুপুরা ।
 ছুকূলপরিসম্বীতা বস্ত্রাস্তব্যাঞ্জিতস্তনী ॥ ২৭ ॥
 রামশোপরি নিক্ষিপ্য স্ময়মানা মুদং যযৌ ।
 ততোমুদ্বিরে সৰ্ব্বৈ গজদারাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ২৮ ॥
 গবাক্ষজালরন্ধ্রে ভ্যোদৃক্ষুঃ লোকবিমোহিনীম্ ।
 ততোহত্রবীষ্মুনিং রাজা পত্রং প্রেষয় সত্ত্বরং ॥ ২৯ ॥
 রাজা দশরথঃ শীঘ্রমাগচ্ছতু সপুত্রকঃ ।
 বিবাহার্থং কুমারাণাং সদারঃ সহ মন্ত্ৰিভিঃ ॥ ৩০ ॥
 তথৈতি প্রেষয়ামাস দূতাংস্তুরিতবিক্রমান্ ।
 তে গত্বা নরশাদূলং রামপ্রয়োত্তবেদয়ন্ ॥ ৩১ ॥
 শ্রুত্বা রামকৃতং রাজা হর্ষেণ মহতাপ্লুতঃ ।
 মিথিলাগমনার্থায় ত্বরয়ামাস মন্ত্ৰিগম্ ॥ ৩২ ॥

গচ্ছন্ত মিথিলাং সৰ্ব্বৈ গজাশ্বরথপত্তয়ঃ ।
 রথমানয় মে শীঘ্রং গচ্ছাম্যৈদ্যেব মাচিরং ॥ ৩৩ ॥
 বশিষ্ঠস্তুত্রতোযাতু সদারঃ সহিতোহগ্নিভিঃ ।
 রামমাতরমাদায় মুনির্মে ভগবান্ গুরুঃ ॥ ৩৪ ॥
 এবং প্রস্থাপ্য সকলং রাজর্ষিবিপুলং রথং ।
 মহত্যা সেনয়া সার্কিমারুহু ত্বরিতোযযৌ ॥ ৩৫ ॥
 আগতং রাঘবং শ্রুত্বা রাজা হর্ষসমাকুলঃ ।
 প্রভ্যুজ্জগাম জনকঃ শতানন্দপুরোধসা ॥ ৩৬ ॥
 যথোক্তং পূজয়া পূজ্যং পূজয়ামাস সংকৃতং ।
 রামস্ত লক্ষ্মণেনাশু ববন্দে চরণৌ পিতুঃ ॥ ৩৭ ॥
 ততোহুচৌদশরথো রামং বচনমব্রবীৎ ।
 দিক্ষ্যা পশ্যামি তে রাম মুখং ফুল্লাম্বুজোপমং ॥ ৩৮ ॥
 মুনেরনুগ্রহাৎ সৰ্বং সম্পন্নং মম শোভনং ॥ ৩৯ ॥
 ইত্যুক্তাত্মায় মুর্দ্ধানমালিন্য চ পুনঃ পুনঃ ।
 হর্ষেণ মহতাবিষ্টো ব্রহ্মানন্দং গতো যথা ॥ ৪০ ॥

বর্ণা সৰ্ব্বাভরণভূষিতা (২৬) মুক্তাহারে উজ্জলিতকণ্ঠী, কর্ণপট্ট-
 সুশোভনা, শঙ্খায়মানচলিতনুপুরা, ক্ষৌমবস্ত্রপরিধানা, বস্ত্রমধ্য
 হইতে প্রকাশিতস্তনী (২৭) সীতা দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণময়ী মালা গ্রহণ
 করিয়া শ্রীরামের উপর নিক্ষেপ করত লজ্জিতা ও আনন্দিতা
 হইলেন। স্বলঙ্কৃতা রাজমহিষীরা (২৮) গবাক্ষজালরন্ধ্র হইতে
 লোকবিমোহিনী সীতাকে দেখিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিলেন।
 পরে রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিলেন (২৯), কুমার-
 দিগের বিবাহার্থ সদার সামাত্য সপুত্রক রাজা দশরথের মদীয়
 ভবনে শীঘ্র শুভা গমন জন্ত মহাশয় অযোধ্যা রাজধানীতে
 অবিলম্বে পত্র প্রেরণ করুন (৩০)।

অনন্তর মহামতি বিশ্বামিত্র তথাস্ত বলিয়া কতকগুলি হরিত-
 বিক্রম দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ কোশলাধিপতির নিকট
 উপস্থিত হইয়া রামের মঙ্গল নিবেদন করিল (৩১)। রাজা দশরথ
 শ্রীরামকৃত পূর্বাপরতাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণে নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া
 মিথিলা গমন জন্ত মন্ত্রীকে সত্ত্বর হইতে আদেশ করিলেন (৩২)।

কহিলেন, গজ, অশ্ব, রথ ও পত্তি সমস্ত মিথিলা গমন করুক।
 শীঘ্র আমার রথ আনয়ন কর; অদ্যই গমন করিব; বিলম্বে
 প্রয়োজন নাই (৩৩)। গুরু ভগবান্ বশিষ্ঠ মুনি অগ্নিচতুষ্টয় ও
 রামমাতাকে লইয়া সঙ্গীক সৰ্ব্বাগ্রে যাত্রা করুন (৩৪)।

রাজর্ষি এইরূপে সকলকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং বৃহৎরথে আরো-
 হণপূর্বক মহতী সেনা সমভিযাহারে যাত্রা করিলেন (৩৫)।

অনন্তর, রাজা দশরথ আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, হর্ষ সমাকুল
 জনক রাজা শতানন্দ পুরোহিত সহ অগ্রবর্তী হইয়া (৩৬) যথা-
 যোগ্য বিধানে মাননীয় রাজার সম্মান রক্ষা করিলেন। শ্রীরাম ও
 লক্ষ্মণের সহিত অবিলম্বে পিতৃচরণে অভিবাदन করিলেন (৩৭)।
 তদনন্তর প্রাক্টষ্টাত্মা দশরথ শ্রীরামকে কহিলেন, রাম আমার ভাগ্য
 বশতঃ তোমার প্রকৃত কমলোপম মুখ দর্শন করিলাম (৩৮) সে
 সমস্তই বিশ্বামিত্র মুনির অনুগ্রহ বশতঃ সম্পন্ন হইয়াছে (৩৯)।
 এই বলিয়া মন্তকাত্মা পুনঃ পুনঃ ক্রোড়ে লইয়া ঘেন ব্রহ্মানন্দে
 পরমানন্দিত হইলেন (৪০)। পরে জনক রাজ কর্তৃক আবাসে

ততো জনকরাজেন মন্দিরে সংনিবেশিতঃ ।
 শোভনে সৰ্বভোগাঢ্যে সদারঃ সংস্থিতঃ সুখী ॥৪১॥
 ততঃ শুভে দিনে লগ্নে সুমুহূৰ্ত্তে রঘুন্তমঃ ।
 আনয়ামাস ধৰ্ম্মজ্ঞঃ সভ্রাতৃপিতৃকং তথা ॥ ৪২ ॥
 রত্নস্তুভ্বে সুবিস্তারে সুবিতানে সুতোরণে ।
 মণ্ডপে সৰ্বভোগাঢ্যে মুক্তাপুষ্পফলাদ্বিতে ॥৪৩॥
 বেদবিন্দিঃ সুসংবাসে ব্রাহ্মণৈঃ স্বৰ্ণভূষণৈঃ ।
 সুবাসিনোভিঃ পরিতো নিককণ্ঠীভিরান্বিতে ॥ ৪৪ ॥
 ভেরীদ্রুমুভিনির্বোধে নৃত্যগীতসমাকুলে ।
 দিব্যরত্নাঙ্কিতে স্বৰ্ণপীঠে রামং ন্যবেশয়ৎ ॥ ৪৫ ॥
 বশিষ্ঠং কৌশিককৈব শতানন্দপুরোহিতঃ ।
 যথাক্রমং পূজয়িত্বা রামশ্চোভয়পার্শ্বয়োঃ ॥ ৪৬ ॥
 স্থাপয়িত্বা স তত্রাগ্নিং জ্বালয়িত্বা যথাবিধি ।
 সীতামানীয় শোভাঢ্যাং নানারত্নবিভূষিতাং ॥৪৭॥

নিবেশিত সদার সপুত্র দশরথ সুশোভনীয় সৰ্বভোগাঢ্য রাজ-
 মন্দিরে সংস্থিত হইয়া সুখী হইলেন (৪১) । পশ্চাৎ শুভদিনে
 বৈবাহিক লগ্ন মুহূৰ্ত্তে ধৰ্ম্মজ্ঞ জনক রাজা সভ্রাতৃপিতৃক রঘুন্তম
 শ্রীরামকে আবাসস্থান হইতে আনিয়া (৪২) বৃহৎ রত্নস্তুভ-
 বৃত্ত তোরণ চক্রাতপাচ্ছাদিত ছারামণ্ডপে মুক্তাপুষ্পফলাদ্বিত (৪৩)
 সৰ্বভোগাঢ্যস্থানে সুবর্ণভূষিত বেদবিদ্বাঙ্গগণবেষ্টিত নিককণ্ঠী-
 সুবাসিনী-প্রমদা-বিরাজিত (৪৪) ভেরী দ্রুমুভি বাদ্যশব্দে নৃত্য
 গীত সমাকুল উত্তম রত্ন পূজিত সুবর্ণ পীঠোপরি উপবেশন করা-
 ইলেন (৪৫) । পরে শতানন্দ পুরোহিত জনকরাজা শ্রীরামের উভয়
 পার্শ্বস্থিত বশিষ্ঠ আর কৌশিককে ক্রমাগত পূজা করিয়া (৪৬)
 যথাবিধি প্রজলিত বহি স্থাপনান্তে নানারত্ন বিভূষিতা শোভাঢ্যা
 দীতাকে ছারামণ্ডপে আনিয়া (৪৭) ।

সভার্যোজনকঃ প্রাদাৎ রামং রাজীবলোচনম্ ।
 পাদৌ প্রক্ষাল্য বিধিবদপোমূৰ্দ্ধাধারয়ৎ ॥ ৪৮॥
 যা ধৃতামূৰ্দ্ধি সৰ্বেণ ব্রহ্মণা মুনিভিঃ সদা ॥ ৪৯ ॥
 ততঃ সীতাং করে ধৃত্বা সাক্ষাতোদকপূৰ্ব্বকম্ ।
 রামায় প্রদদৌ শ্রীত্যা পাণিগ্রহবিধানতঃ ॥ ৫০ ॥
 সীতা কমলপত্রাক্ষী স্বৰ্ণমুক্তাবিভূষিতা ।
 দীয়তে মেসুতা তুভ্যং শ্রীতোভব রঘুন্তম ॥ ৫১ ॥
 ইতি শ্রীতেন মনসা সীতাং রামকরেহর্পয়ৎ ।
 মুমোদ জনকো লক্ষ্মীং ক্ষীরাক্ষিরিব বিষবে ॥৫২॥
 উৰ্ম্মিলাঞ্চোরসীং কন্যাং লক্ষ্মণায় তদা দদৌ ।
 তথৈব অতকীৰ্ত্তিঞ্চ মাণ্ডবীং ভ্রাতৃকন্যকাম্ ।
 ভরতায় দদাবেকাং শক্রঘ্নায়াপরাং দদৌ ॥ ৫৩ ॥
 চত্বারোদারসম্পন্না ভ্রাতরঃ শুভলক্ষণাঃ ।
 বিরেজুঃ প্রভয়া সৰ্বে লোকপালাইবাপরে ॥ ৫৪॥

সভার্য্য জনক রাজীবলোচন রামের যথাবিধি পাদ প্রক্ষালন
 করাইয়া, শিব বিরিক্ষি মুনিগণ যে চরণামৃত মন্তকে ধারণ করেন,
 সেই চরণামৃত নিজ মন্তকে ধারণ করিলেন (৪৮ । ৪৯) পরে
 পাণি গ্রহণ বিধানে সীতাকে করে ধরিয়া মনঃ শ্রীতি সহকারে
 সাক্ষত উদকদানপূৰ্ব্বক শ্রীরামকে সম্প্রদান করিয়া কহিলেন (৫০)
 স্বৰ্ণমুক্তাবিভূষিতা কমলপত্রাক্ষী মদীয় সুতা সীতা তোমার প্রদান
 করিলাম, হে রঘুন্তম ! তুমি সন্তুষ্ট হও ; (৫১) এই বলিয়া তুণ্ড-
 মনা জনক রামকরে সীতা সমর্পণ করিয়া, ক্ষীর সাগর বিকুলে লক্ষ্মী
 সমর্পণ করিয়া বজ্রপ হুটে হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তৃপ্তি লাভ করি-
 লেন । (৫২) পশ্চাৎ লক্ষ্মণকে উৰ্ম্মিলা নামী ওরসী কন্যা সম্প্রদান
 করিলেন ; তৎপর ভরতকে অতকীৰ্ত্তি, আর শক্রকে মাণ্ডবী নামী
 ভ্রাতৃকন্যা প্রদান করিলেন, (৫৩) এই রূপ শুভলক্ষণাজাত
 ভ্রাতৃচতুষ্টয় দারসম্পন্ন হইলে দ্বিতীয় লোকপালসম উজ্জলতার বির-
 জিত হইলেন । (৫৪) অনন্তর মিথিলাধিপতি বশিষ্ঠ এবং বিরা-

ততোহব্রবীদশিষ্ঠায় বিশ্বামিত্রায় মৈথিলঃ ।

স্বস্তুতায়। যথোদন্তং নারদেনাভিভাষিতম্ ॥ ৫৫ ॥

যজ্ঞভূমিবিশুদ্ধার্থং কুষ্যতোলাঙ্গলস্ত মে ।

সীরাখাতসমুৎপন্ন কন্যকা শুভলক্ষণা ॥ ৫৬ ॥

তামেবৈক্ষমহং প্রীত্যা পুত্রিকাভাবভাবিতা ।

অর্পিতা প্রিয়ভার্য্যায়ৈ শরচ্চন্দ্রনিভাননা ॥ ৫৭ ॥

একদা নারদোপ্যাগাৎ বিবিক্তে ময়ি সংস্থিতে ।

রণয়ন্যহতীং বীণাং গায়ম্মারায়ণং বিভূম্ ॥ ৫৮ ॥

পূজিতঃ স্তুতমাসীনো মামুবাচ মুদাস্থিতঃ ॥ ৫৯ ॥

নারদ উবাচ ॥ ৬০ ॥

শৃণু বচনং শুভং তবাত্মদয়কারণং ।

পরমাত্মা হৃষীকেশো ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ৬১ ॥

দেবকার্য্যার্থসিদ্ধার্থং রাবণস্ত বধায়চ ।

জাতোরাম ইতিখ্যাতো মায়ামানুষরূপধ্বক্ ॥ ৬২ ॥

আন্তে দাশরথিভূত্বা চতুর্ধা পরমেশ্বরঃ ।

যোগমায়াপি সীতেতিজাতা বৈতব বেষ্মনি ॥ ৬৩ ॥

অতস্তুং রাঘবায়ৈব দেহি সীতাং প্রযত্নতঃ ।

নাশ্চেভ্যঃ পূর্বভার্থ্যেষা রামস্ত পরমাত্মনঃ ॥ ৬৪ ॥

ইত্যুক্তঃ প্রযর্যো দেবগতিং দেবমুনিস্তদা ।

তদারভ্য ময়া সীতা বিষ্ণোলক্ষ্মীতি ভাব্যতে ॥ ৬৫ ॥

কথং ময়া রাঘবায় জানকী দীয়তে শুভা ।

ইতিচিন্তাসমাবিষ্টঃ কার্য্যমেকমচিন্তয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

মৎপিতামহগেহেষু ত্বাসভূতমিদং ধনুঃ ।

ঈশ্বরেণ পুরা ক্ষিপ্তং পুরদাহাদনস্তরম্ ॥ ৬৭ ॥

ধনুরেতৎ পণং কার্য্যমিতি চিন্ত্য তথাকৃতম্ ।

সীতাপাণিগ্রহার্থায় সর্ব্বেষাং মাননাশনং ॥ ৬৮ ॥

ত্বৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ রামো রাজীবলোচনঃ ।

আনীতোহব্রবনুর্জকুং কলিতোমে মনোরথঃ ॥ ৬৯ ॥

মিত্রকে নারদকথিত স্বস্তুতা সীতার বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন ; (৫৫) যজ্ঞভূমি শোধন করিবার জন্ত আমি লাঙ্গলকর্ষণ করিতে ছিলাম ; ঐ সময় সীরাখাত হইতে শুভলক্ষণা কন্যা উৎপত্তি হইল ; (৫৬) আমি শরচ্চন্দ্রনিভাননা কন্যাকে পুত্রিকাভাবে গ্রহণ করিয়া প্রীতি সহকারে প্রিয় মহিষীকে অর্পণ করিলাম । (৫৭) অনন্তর একদা একাকী উপবেশন করিয়া আছি এমন সময় নারদ মহতী বীণাবাদনপূর্ব্বক বিভূ নারায়ণের গুণগান করিতে করিতে আগমন করিলেন ; (৫৮) আমি তাঁহার পূজা করিলাম । তিনি আসনে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করত তুষ্ট হইয়া আমাকে কহিলেন, (৫৯) ৬০) আমি তোমার মঙ্গলের জন্ত এক গোপনীয় কথা কহিতেছি শ্রবণ কর ; পরমাত্মা হৃষীকেশ ভক্তজনের প্রতি অনন্তরূপ প্রকাশ, (৬১) দেবকার্য সাধন ও রাবণ বধ করিবার জন্ত মায়ামানুষ রূপ ধারণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়া রামনামে বিখ্যাত হইয়াছেন । (৬২) পরমেশ্বর চারি অংশে দশরথের চারি পুত্র হইয়া

অবস্থিতি করিতেছেন । আর যোগমায়া সীতা নামে তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । (৬৩) অতএব তুমি যত্ন করিয়া রাঘবকে সীতা সম্প্রদান করিবে, অথ কাহাকেও দান করিবে না কারণ ইনি পরমাত্মা রামের পূর্ব্বভার্য্যা । (৬৪) এই কথা বলিয়া দেবমুনি আকাশপথে প্রস্থান করিলেন । সেই অবধি আমি সীতা বিষ্ণুর লক্ষ্মী মনে করিয়া আসিতেছি । (৬৫) রামকে কি প্রকারে শুভলক্ষণা সীতা সম্প্রদান করিব এই বিষয়ে বহু চিন্তা করিয়া এক কর্তব্য স্থির করিয়াছিলাম । (৬৬) পূর্ব্বকালে পুরদাহের পক্ষ মহাদেব আমার পিতামহের নিকট ত্বাস স্বরূপ এই ধনু রক্ষ করিয়া যান । (৬৭) সীতার বিবাহের জন্ত এই ধনু পণ রাখি এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহাই করিয়াছিলাম ; ইহাতে সকল রাজা মান হানি হইয়াছে । (৬৮) হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি প্রসন্ন হইয় ধনুর্দর্শন করিবার জন্ত রাজীবলোচন রামকে এইস্থানে আনয় করিলেন ; আমার মনোরথ সফল হইল । (৬৯) রাম ! আমি

অন্য মে সকলং জন্ম রাম ভ্রাতৃ সীতয়া সহ ।
 একাসনস্থং পশ্যামি ভ্রাজমানং রবিং যথা ॥ ৭০ ॥
 ত্বৎপাদানুধরো ব্রহ্মা সৃষ্টিচক্রপ্রবর্তকঃ ।
 বলিস্ত্বৎপাদসলিলং ধ্বজাভূদিতিজাধিপঃ ॥ ৭১ ॥
 ত্বৎপাদপাংশুসংস্পর্শাদহন্যা ভর্তৃশাপতঃ ।
 সদ্যএব বিনিমুক্তা কোহিহস্তস্ততোহধিরক্ষিতা ॥ ৭২ ॥
 তৎপাদপঙ্কজপরাগসরাগিযোগি-
 বৃন্দৈর্জিতং ভবভয়ং জিতকালচক্রেঃ ।
 যম্যামকীর্তনপরাজিতহুঃখশোক।
 দেবাস্তমেব শবণং সততং প্রপদ্যে ॥ ৭৩ ॥
 ইতি স্তব্ধা নৃপঃপ্রাদাৎ রাঘবায় মহাত্মনে ।
 দাসাদীনাং কোটিশতং রথানামযুতং তথা ॥ ৭৪ ॥
 অশ্বানাং নিযুতং প্রাদাদগজানামযুতং তথা ।
 পতীনাং লক্ষমেকঞ্চ দাসীনাং ত্রিশতং দদৌ ॥ ৭৫ ॥
 দিব্যান্ধরাগি হারাংশ্চ যুক্তারত্নময়োজলান্ ।
 সীতায়ৈ জনকঃ প্রাদাৎ প্রীত্যা হৃহিত্বৎসলঃ ॥ ৭৬ ॥

আমার জন্ম সফল হইল ; আমি সীতার সহিত তোমাকে একা-
 সনে স্বর্ঘ্যের ভ্রাতৃ বিরাজ করিতে দর্শন করিলাম (৭০) ।

ভবদীয় শ্রীচরণামৃত ধারণ করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টিচক্রের প্রবর্তক
 এবং বলিরাজা দম্ভজাধিপ হইয়াছেন । (৭১) তোমার শ্রীচরণারবিন্দ-
 রেণু সম্পকে অহল্যা অনায়াসে পতিশাপ হইতে মুক্তি পাইয়া-
 ছেন ; অতএব তোমা ভিন্ন আর কে রক্ষা কর্তা আছে ? (৭২)
 ভবদীয় পাদপদ্মে সর্বশেষ মনোযোগি যোগিগণ কালচক্র
 জয় করিয়া সমস্ত ভবভয় পরাজয় করিয়াছেন । আর
 তোমার পরম পরিভ্রাতৃ নামগুণ কীর্তনে দেবগণের সমস্ত হুঃখ
 ও শোক দূর হয় । অতএব তোমার পাদপদ্মেই সতত
 শরণাগত হই । (৭৩) জনক রাজা এই বলিয়া মহাত্মা রাঘবকে
 শত কোটি দাস ও অযুত সংখ্যক রথ, (৭৪) নিযুত অশ্ব, অযুত
 মাতঙ্গ, একলক্ষ পদাতি, ও ত্রিশত সংখ্যক দাসী প্রদান
 করিয়া (৭৫) হৃহিত্বৎসল্যপরাগ জনক দিব্য বসন ও যুক্তা
 রত্ন ময়োজল হার সীতাকে দান করিলেন (৭৬) পরে বশিষ্ঠাদির

বশিষ্ঠাদীন্ স্বসংপূজ্য ভরতং লক্ষ্মণং তথা ।
 পূজয়িত্বা যথা ক্রিয়াং তথা দশরথং নৃপম্ ॥ ৭৭ ॥
 প্রস্থাপয়ামাস নৃপো রাজানং রঘুসন্তমম্ ।
 সীতামালিঙ্গ্য রুদতীং স্নাতরঃ সাক্ষাৎলোচনাঃ ॥ ৭৮ ॥
 অক্রবন্ গদগদং ধীরায়ুজন্ত্যা হৃহিতু মুখম্ ।
 স্বশ্রুশ্রুশ্রবণরতা নিত্যং রামমনুভবতা ॥ ৭৯ ॥
 পাতিব্রত্যানুপালক্য তিষ্ঠ বৎসে যথা স্বধম্ ॥ ৮০ ॥
 প্রয়াণকালে রঘুনন্দনশ্চ
 ভেরীমৃদঙ্গানকতূর্য্যঘোষঃ ।
 স্বর্বাসিভেরীঘনতূর্য্যশব্দ-
 সংমূর্চ্চিতো ভূতভয়ঙ্করোহভূৎ ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 আদিকাণ্ডে হরধনুর্ভঙ্গ রামাদীনাং বিবাহে
 নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ০ ॥

ও ভরত লক্ষ্মণ প্রভৃতির এবং রাজা দশরথের যথাবিধি
 যথাক্রমে পূজা করিয়া (৭৭) জনক রাজা রঘুকুলতিলক শ্রীরামকে
 অযোধ্যা ভবন প্রস্থান করাইলেন । অন্তঃপুরবাসিনী জননীগণ
 কাদিতে কাদিতে রোদ্ধাদ্যমানা সীতাকে আলিঙ্গন করত
 তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিয়া গদগদ স্বরে ধীর ভাবে কহিলেন,
 বৎসে ! স্বশ্রু শ্রুশ্রবণে পরায়ণ হইবে । আর নিত্য শ্রীরামের
 অনুগত থাকিয়া পাতিব্রত ধর্ম্মাবলম্বনে কালক্ষয় করিবে । (৭৮ ।
 ৭৯ । ৮০)

রঘুনন্দনের অযোধ্যাপুরী যাত্রাকালীন ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক,
 তূর্য্য প্রভৃতির শব্দ দেবতাদিগের ভেরী ও তূর্য্য বাদ্যরবে সংমূ-
 র্চ্চিত হইয়া ভূতগণের অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল । (৮১)

এই শ্রীমদধ্যায় রামায়ণের উমামহেশ্বর কথোপকথনে
 আদিকাণ্ডে হরধনুর্ভঙ্গে রামাদির বিবাহ
 নাম সপ্তম অধ্যায় ॥ ০ ॥

অফমোহ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ গচ্ছতি শ্রীরামে মৈথিলাদ্যো জনত্রয়ম্ ।
 নিমিত্তান্যতিঘোরানি দদর্শ নৃপসত্তমঃ ॥ ১ ॥
 নত্না বশিষ্ঠং পপ্রচ্ছ কিমিদং মুনিপুঙ্গব ।
 বশিষ্ঠস্তমথ প্রাহ ভয়মাগামি সূচ্যতে ॥ ২ ॥
 পুনরপ্যভয়ন্তেহদ্য শীত্ৰমেব ভবিষ্যতি ।
 মুগাঃ প্রদক্ষিণং যান্তি হবশ্যং শুভসূচকাঃ ॥ ৩ ॥
 ইত্যেবং বদতস্তস্ত বর্বো ঘোরতরোহনিলঃ ।
 মৃগঃ শচক্ষুংষি সর্বেষাং পাংশুরষ্টিভিরদ্ভয়ন্ ॥ ৪ ॥
 ততোদদৃশে ভগবান্ যামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ।
 নীলমেঘনিভপ্রাংশু জটামন্দলমণ্ডিতঃ ॥ ৫ ॥
 ধনুঃপরশুপাণিশ্চ সাক্ষাৎকাল ইবাস্তকঃ ।
 কার্তবীৰ্য্যাস্তকোরামোভৃগুঃ ক্ষত্রিয়মর্দনঃ ॥ ৬ ॥

প্রাপ্তো দশরথশ্রাণে কালমৃত্যুরিবাপরঃ ।

তং দৃষ্ট্বা ভয়সংক্রান্তো রাজাদশরথস্তদা ॥ ৭ ॥
 অর্ঘ্যাদি পূজাং বিস্মৃত্য ত্রাহি ত্রাহী তিচাত্রবীং ।
 দণ্ডবৎ প্রণিপত্যা হ পুত্রপ্রাণান্ প্রযচ্ছ মে ॥ ৮ ॥
 ইতি ক্রবাণং রাজানমনাদৃত্য রঘুভ্রমং ।
 উবাচ নিষ্ঠুরং বাক্যং ক্রোধাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৯ ॥

যামদগ্ন্য উবাচ ।

ত্বং রাম ইতি নান্নাচ চরসি ক্ষত্রিয়াধম ।
 হৃদয়ং প্রযচ্ছাশু যদি ত্বং ক্ষত্রিয়োহসি মে ॥ ১০ ॥
 পুরাণং জর্জরং চাপং ভণ্ডত্বা ত্বং কথসে মুখা ।
 ইদন্ত বৈষ্ণবং চাপমারোপযসি চেদ্ গুণম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীরাম মৈথিলা হইতে তিন যোজন পথ আসিলে পথ-
 মধ্যে সহসা উপস্থিত ভয়ানক নিমিত্ত সকল দেখিয়া (১) রাজা
 দশরথ বশিষ্ঠ মুনির শ্রীচরণাবিন্দে প্রণিপাতপূর্বক জিজ্ঞাসা
 করিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! একি? এই বলিলে সর্ব তত্ত্ববিৎ বশিষ্ঠ
 কহিলেন, মহারাজ! ইহাৎ ভয়ের কারণ বটে, (২) কিন্তু অদ্য
 অবিলম্বেই নির্ভয় হইবে; যে হেতু মুগগণ আমাদের প্রদক্ষিণ
 করিয়া যাইতেছে, তাহাতে অবশ্যই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা
 আছে। (৩) এই কথা বলিবামাত্র ঘোরতর বায়ু ধূলি রাশি
 বর্ষণে তত্রস্থ সমস্ত লোকের দৃষ্টি হরণ ও পীড়ন করিয়া বহিতে
 আরম্ভ করিল। (৪) পর ক্ষণেই প্রতাপশালী কার্তবীৰ্য্যাস্তকর
 ক্ষত্রিয়মর্দন সাক্ষাৎ অন্তক সদৃশ ভৃগুবাংশীয় ভগবান্ যামদগ্নি-
 তনয় রাম দৃষ্টিগোচর হইলেন। উঁহার হস্তে ধনু ও পরশু;
 মস্তক নীল মেঘ সন্নিভ অত্যাশ্রিত জটাবে মণ্ডিত। (৫।৬)

ভাগবত এই বেশে দ্বিতীয় মৃত্যুর ত্রায় দশরথের সম্মুখে
 উপস্থিত হইলেন। রাজা দশরথ তাঁহাকে দর্শন করত ভয়ে
 বিহ্বল হইয়া (৭) অর্ঘ্যাদি পূজা প্রদানপূর্বক দণ্ডবৎ প্রণাম
 করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন, ত্রাণ করুন, ত্রাণ করুন;
 আমার পুত্রের প্রাণদান করুন। (৮)

রাজা এই কথা কহিলে যামদগ্ন্য তাঁহাকে গ্রাহ্য না করিয়া
 ক্রোধ হেতু বিচলিতেন্দ্রিয় হইয়া রঘুভ্রম রামকে নিষ্ঠুর বাক্যে
 কহিলেন, (৯) অরে ক্ষত্রিয়কুলাধম! রাম নাম ধারণ করিয়া
 ভূতলে বৃথা পর্যটন করিতেছিস। যদি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া
 থাকিস, তবে শীঘ্র আমাদের হৃদয় হৃদয় প্রদান কর। (১০) পুরাতন, বচ-
 দিবস এক স্থানে অবস্থিতি হেতু কীট নিষ্কৃষিত জর্জর ধনুভঙ্গ
 করিয়া বৃথা অভিমানী হইয়াছিস। এই বৈষ্ণব শরাসনে যদি
 জ্যারোপণ করিতে পারিস, (১১) তবে হে রঘুবাংশজ! তোর সহিত

তদাযুদ্ধং তয়াসর্দ্ধং কেরোমি রঘুবংশজ ।
 নোচেৎ সর্বানহনিষ্যামি ক্ষত্রিয়ান্ধকরোন্ম্যহং ॥১২॥
 ইতি ক্রবতি বৈ তস্মিংশচচার বসুধাভূষণং ।
 অক্ষকারো বভূবাত্ সর্বেষামপি চক্ষুযাং ॥ ১৩ ॥
 রামোদাশরথীর্বীরো বীক্ষ্য তং ভার্গবং রুধা ।
 ধনুরাচিত্য তদ্ধস্তাদারোপ্য গুণমঞ্জসা ॥ ১৪ ॥
 তুণীরাবাণমাদায় সন্ধায়াক্ষ্য বীৰ্য্যবান্ ।
 উবাচ ভার্গবং রামং ব্রহ্মন্ শৃণু বচোমম ॥ ১৫ ॥
 লক্ষ্যং দর্শয় বাণস্ত হুমোষো রামশায়কঃ ।
 লোকান্ পদযুগং বাপি বদ শীঘ্রং মমাজ্ঞয়া ॥১৬॥
 এবং বদতি শ্রীরামে ভার্গবো বিকৃতাননঃ ।
 সংস্রবন্ পূর্বব্রতান্তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥

যামদগ্ন্য উবাচ ।

রাম রাম মহাবাহো জানে ত্বাং পরমেশ্বরং ।
 পুরাণপুরুষং বিষ্ণুং জগৎস্বর্গলয়োদ্ভবম্ ॥ ১৮ ॥

বাল্যেহহং তপসা বিষ্ণু মারাধয়িতু মঞ্জসা ।
 চক্রতীর্থং শুভংগত্বা তপসা বিষ্ণু মম্বহম্ ॥ ১৯ ॥
 ভূতোষয়ং মহাত্মানং নারায়ণ মনশ্চরীঃ ।
 ততঃ প্রসম্মোদেবেশঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
 উবাচমাং রঘুশ্রেষ্ঠ প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

উত্তিষ্ঠতপসো ব্রহ্মন্ ফলিতস্তে তপোমহৎ ॥২১॥
 মচ্চিদংশেন যুক্তস্তুং জহি হৈহয় পুঙ্গবম্ ।
 কার্ত্তবীৰ্য্যং পিতৃহনং বদার্থং তপসঃ শ্রমঃ ॥ ২২ ॥
 ততস্ত্রি সপ্তকৃত্ত্বং হত্বা ক্ষত্রিয় মণ্ডলং ।
 কৃৎস্নাং ভূমিং কশ্যপায়দত্বা শান্তি মবাপহ ॥২৩॥
 ত্রেতাযুগে দাশরথি ভূত্বারামোহৈহমব্যয়ঃ ।
 উৎপৎসে পরয়াশক্তা তদাদ্রক্ষ্যসিমাং পুনঃ ॥২৪॥
 মভৈজঃ পুনরাদাস্তেত্বয়িদত্তং ময়াপুরা ।
 তদাতপশ্চরন্লোকে তিষ্ঠত্বং ব্রহ্মণো দিতম্ ॥২৫॥

আমি যুদ্ধ করিব, নতুবা সমস্তই বিনাশ করিব; আমি ক্ষত্রিয়-
 কুলের অন্তরকর। (১২) পরশুরাম রামের প্রতি এই প্রকার কহিলে
 মেদিনী অতিশয় কম্পমানা ও সমস্তলোকের চক্ষু অক্ষকারে
 আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল (১৩)।

অনন্তর অসাধারণ বীর দাশরথি রাম ক্রোধ দৃষ্টিতে
 তৃণনন্দনকে দর্শন করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ধনু আকর্ষণ করত
 জ্যারোপণ করিয়া (১৪) তুণীর হইতে বাণ লইয়া সন্ধানপূর্বক
 আকর্ষণ করিয়া পরশুরামকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার বাক্য
 শ্রবণ কর (১৫) এই রামশায়ক অব্যর্থ; ইহার লক্ষ্য কোথায়
 দেখাও; ত্রিভুবন বা ভবদ্বীপ পদারবিন্দধর ভেদ করিব, আমার
 আজ্ঞানুসারে শীঘ্র বল। (১৬) শ্রীরামের এই প্রগল্ভ বাক্য শ্রবণে
 গুহবদন তৃণনন্দন পূর্ব ব্রতান্ত স্মরণ করিয়া কহিতে লাগি-
 লেন। (১৭) হে রাম রাম! হে মহাবাহো! তুমি পরমেশ্বর; আমি
 জানি তুমি সনাতন পুরুষ ও বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের

এক মাত্র কারণ। (১৮) আমি বাল্যাবস্থায় তপস্তা দ্বারা
 বিষ্ণুর আরাধনা নিমিত্ত শুভ চক্রতীর্থে গমন করিয়া তপস্তা
 দ্বারা বিষ্ণুকে প্রতি দিন স্তব করিতাম। (১৯) পরে অনন্ত চিত্তের
 স্তবে পরিতুষ্ট মহাত্মা শঙ্খচক্র গদাধর দেবেশ নারায়ণ প্রসন্ন
 হইলেন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! সেই প্রসন্নমুখপঙ্কজ ভগবান্ আমাকে
 কহিয়াছিলেন, (২০) হে ব্রহ্মন্! তপস্তা হইতে নিবৃত্ত হও। তোমার
 মহত্তপস্তার ফল ফলিয়াছে। (২১) মচ্চিদংশ প্রাপ্ত হইয়া হৈহয়-
 পুঙ্গব পিতৃহস্তা কার্ত্তবীৰ্য্যকে বিনাশ কর, যদিমিত্ত তোমার তপস্তার
 পরিশ্রম। (২২) তদনন্তর একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়মণ্ডল বিনাশ
 করিয়া সমস্ত ভূমি কশ্যপকে প্রদান করিয়া শান্তি পাইও। (২৩)
 ত্রেতাযুগে অক্ষয় আমি দাশরথি রামনামে পরম শক্তি সহকারে
 উৎপন্ন হইব; তখন পুনর্বার আমাকে দেখিতে পাইবে (২৪)
 এখন যে তেজঃপুঞ্জ তবাধীন করিলাম, তৎকালে সেই সমস্তই
 পুনর্বার অস্মৎ শরীরে প্রবেশ করিবে; পরে ব্রহ্ম বাক্যানুসারে
 তপস্তাচরণে অবস্থিতি-পূর্বক কালযাপন করিবে। (২৫)

ইত্যুক্তাস্তদধে দেবস্তথাসর্বং কৃতং ময়া ।
 সত্ত্বং বিষ্ণু স্ত্বং রাম জাতোহসি ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥২৬॥
 ময়ি স্থিতস্ত তত্তেজ স্ত্ব্যৈব পু নরাহতম্ ।
 অদ্য মে সফলং জন্ম প্রতীতোহসি মম প্রভো ॥২৭॥
 ব্রহ্মাদিভিরলভ্যস্তং প্রকৃতেঃ পারগোমতঃ ।
 ত্বয়ি জন্মাদিষড়্ ভাবা ন সন্ত্যজ্ঞানসম্ভবাঃ ॥২৮॥
 নিৰ্বিকারোহসি পূর্ণস্তং গমনাদিবিবৰ্জিতঃ ।
 যথা জলে ফেণজালো ধূমোবহ্নৌ তথা ত্বয়ি ॥ ২৯ ॥
 ত্বদাধারা ত্বদ্বিষয়া ময়া কার্যং সৃজত্যহো ।
 যাবন্মায়াবতালোকা তাবত্বাং নবিজানতে ॥ ৩০ ॥
 অবিচারিতসিদ্ধৈষা বিদ্যাবিদ্যাবিরোধিনী ॥ ৩১ ॥
 অবিদ্যাকৃতদেহাদিসংঘাতে প্রতিবিস্তিতা ।
 চিচ্ছক্তি জীবলোকেহগ্নিন্ জীব ইত্যভিধীয়তে ॥৩২॥

যাবদেহ মনঃ প্রাণ বুদ্ধাদিষতিমানবান্ ।
 তাবৎ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব স্ত্বং দুঃখাদি ভাগভবেৎ ॥৩৩॥
 আত্মনঃ সংসৃতির্নাস্তি বুদ্ধে জ্ঞানং নজাতিতি ।
 অবিবেকাত্ময়ং যুক্তো সংসারীতি প্রবর্ততে ॥৩৪॥
 জড়স্ফুটিং সমাযোগা চিত্তং ভূয়াক্ষিতে স্তথা ।
 জড়সঙ্গা জড়ত্বংহি জলাগ্নৌ মেলনং যথা ॥৩৫॥
 যাবত্ত্বং পাদভক্তানাং সঙ্গসৌখ্যং নবিন্দতি ।
 তাবৎ সংসার দুঃখোঘাননিবর্ত্তেম্বরঃ সদা ॥ ৩৬ ॥
 সংসঙ্গলব্ধভক্ত্যা যদাত্মাং সমুপাসতে ।
 তদামায়া শনৈর্ধাতি স্বামেবং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৭ ॥
 ততস্তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্নঃ সদগুরুস্তম্ভলভ্যতে ।
 বাক্যজ্ঞানং গুরোর্লব্ধং ত্বং প্রসাদাদ্বিমুচ্যতে ॥৩৮॥
 তস্মাত্তদভক্তি হীনানাং কল্পকোটি শতৈরপি ।
 নযুক্তিশকাবিজ্ঞানশক্যনৈব স্ত্বং তথা ॥ ৩৯ ॥

এই কথা কহিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হত হইলে তাঁহার আদেশানুসারে সমস্ত বিষয়ে কৃতকার্য হইলাম। অতএব হে রাম! সেই বিষ্ণু তুমি; হিরণ্যগর্ভের প্রার্থনায় অবতীর্ণ হইয়াছ (২৬) আমাতে ভবদত্ত যে সমস্ত তেজঃপুঞ্জ ছিল, সে সকলই সংহার করিলে। হে প্রভো! অদ্য আমার জন্ম সফল। আজ আমি তোমাকে চিনিতে পারিলাম। (২৭) আপনি ব্রহ্মাদির অলভ্য এবং প্রকৃতি শক্তির পারগ; অজ্ঞানজাত জন্মাদি ছয় অবস্থা আপনাতে বিদ্যমান নাই। (২৮) আপনি অনন্ত জ্ঞানসম্ভব নিৰ্বিকার পূর্ণ গমনাদিরহিত। যজ্ঞপ জলে ফেণজাল ও অনলে ধূমজাল তজ্ঞপ তোমাতে আশ্রয়কারিণী এবং তোমার বিষয় (২৯) ময়া কি আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছেন যাবৎকাল লোক সমস্ত ভবদীর মায়ায় মুগ্ধ থাকে, তাবৎকাল আপনাকে কেহ জানিতে পারে না। (৩০) অবিচারিত অর্থাৎ স্বাভাবিক বিদ্যা আর অবিদ্যাকৃত দুই প্রকার সিদ্ধি আছে তাহাতে অবিদ্যাকৃত দেহাদি সমূহে প্রতিবিস্তিতরূপে চিৎশক্তি জীবলোকে থাকিলে জীবী বলিয়া ব্যবহৃত হয়। (৩১। ৩২) যাবৎকাল দেহ মনঃ প্রাণ ও বুদ্ধাদিতে অতিমান থাকে,

তাবৎ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রূপ অশেষ স্ত্বং দুঃখাদির বিলক্ষণ ভাগী হইয়া আত্মার স্রবণ ও বুদ্ধি জ্ঞানাদি হইতে পরিভ্রংশপূর্ব্বক অবিবেকসংযোগে সংসারী বলিয়া প্রথিত হইয়া থাকেন। (৩৩। ৩৪) জ্ঞানের সহিত জড়ের সংযোগ হইলে জড়েরও জ্ঞানত্ব জন্মে, আবার জড়ের সহিত সংযোগ হইলে জ্ঞানেরও জড়ত্ব উৎপন্ন হয়, যেমন জল আর অগ্নির মিলন। (৩৫) মনুষ্য যতদিন তোমার চরণভক্ত সাধুদিগের সঙ্গসুখ লাভ না করে, ততদিন সংসারদুঃখরাশি হইতে নিবৃত্তি পায় না। (৩৬) যখন মানব সংসঙ্গ লাভ করিয়া ভক্তি সহকারে আপনাকে ভজনা করে, তখন অবিদ্যা-রূপ ময়া ক্রমশঃ দূর হয়; এই প্রকারে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৩৭) অনন্তর তাহার ভগবত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন সদগুরু সঙ্গতিও লাভ হয়; পরে সদগুরু হইতে বাক্যজ্ঞান লাভ করিলেই ভবৎ প্রসাদাৎ মুক্ত হয়। (৩৮) অতএব ভগবত্ত্বক্তি বিহীন জ্ঞানের কোটিশত কল্পেও যুক্তি বা বিজ্ঞানও স্ত্বং লাভ হইতে পারে না। (৩৯)

অতস্ত্বং পাদযুগলে ভক্তিশ্চে জন্মজন্মানি ।
 স্মাৎত্বদভক্তিমতাং সঙ্কোহবিদ্যাযাভাং বিনশ্চতি ॥৪০॥
 লোকে হৃদ্যক্তিনিরতাস্তু কুস্মায়ুতবর্ষণঃ ।
 পুনস্তি লোকমখিলং কিং পুনঃ স্বকুলোদ্ভবান্ ॥৪১॥
 নমোহিস্ত জগতাং নাথ নমস্তে ভক্তিভাবন ।
 নমঃ কারুণিকানস্তু রামচন্দ্রে নমোহিস্ত তে ॥৪২॥
 দেব যদ্যৎ কৃতং পুণ্যং ময়া লোকজিগীষয়া ।
 তৎসর্ব্বং তব বাণায় ভূয়াদ্রাম নমোহিস্ত তে ॥৪৩॥
 ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীরামঃ করুণাকরঃ ।
 প্রসন্নোহস্মি তব ব্রহ্মন্ যন্তে মনসি বর্ত্ততে ॥৪৪॥
 দাস্ত্যে তদখিলং কামং মাকুরুষাত্ত্ব সংশয়ম্ ।
 ততঃ প্রীতেন মনসা ভার্গবো রামমব্রবীৎ ॥৪৫॥
 যদি মেহনুগ্রহো রাম তবাস্তি মধুসূদন ।
 হৃদ্যক্তসঙ্গস্ত্বংপাদপদ্মভক্তিঃ সদাস্তু মে ॥ ৪৬ ॥

স্তোত্রমেতৎ পঠেদ্যস্তু ভক্তিহীনোহপি সর্ব্বদা ।
 ত্বদভক্তিস্তুস্মবিজ্ঞানং ভূয়াদস্তে স্মৃতিস্তব ॥৪৭॥
 তথৈতি রামেনৈবোক্তঃ পুরিক্রম্য প্রণম্য তম্ ।
 পূজিতস্তদনুজ্ঞাতো মহেন্দ্রাচলমগ্ধগাং ॥ ৪৮ ॥
 রাজা দশরথো হৃষ্টো রামং মৃতমিবাগতম্ ।
 আলিঙ্গ্যালিঙ্গ্য হর্ষেণ নেত্রাভ্যাং জলমুৎসৃজৎ ॥৪৯॥
 ততঃ প্রীতেন মনসা স্তুস্মচিত্তঃ পুরং বযৌ ॥৫০॥
 রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্নভরতা দেবসম্মিতাঃ ।
 স্মাৎ স্মাৎ ভার্য্যামুপাদায় রেমিরে স্বস্বমন্দিরে ॥৫১॥
 মাতাপিতৃভ্যাং সংহৃষ্টো রামঃ সীতাসমম্বিতঃ ।
 রেমে বৈকুণ্ঠভবনে শ্রিয়া সহ যথাহরিঃ ॥ ৫২ ॥
 যুধাজিহ্নাম কৈকেয়ীভ্রাতা ভরতমাতুলঃ ।
 ভরতং নেতুমাগচ্ছৎ স্বরাজ্যং প্রীতিসংযুতঃ ॥৫৩॥

অতএব ভবদীয় পদারবিন্দযুগলে যেন প্রতি জন্মেই আমার ভক্তি অচলা থাকে এবং ভগবদ্ভক্তিত্বপর ব্যক্তিদেরের সতিত সঙ্গম হয় ; এই উভয়ই অবিদ্যা বিনাশ করে । (৪০) জীবলোকে ঈশ্বর ভক্তিনিরত ব্যক্তির ভগবানের ধর্ম্ম কর্ম্মরূপ অমৃত বর্ষণ করত তাবৎলোক পবিত্র করিতেছেন, স্বকুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগের কথা আর কি বলিব । (৪১) হে জগন্নাথ ! হে ভক্তিভাবন ! হে কারুণিক ! হে অনন্ত ! হে রামচন্দ্র ! তোমাকে নমস্কার । (৪২) হে দেব ! লোকজিগীষাবশতঃ আমি যাহা যাহা পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি, সে সমস্তই তোমার বাণ দ্বারা নষ্ট হউক । হে রাম ! তোমাকে প্রণাম করি । (৪৩) পরে করুণাসাগর ভগবান্ শ্রীরাম প্রসন্নবদনে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! তুমি যাহা মনোভিলাষ প্রার্থনা করিবে তাহা সমস্তই প্রদান করিব সন্দেহ নাই । অনন্তর প্রীতমনা ভৃগুনন্দন পরশুরাম শ্রীরামকে কহিলেন । (৪৪ । ৪৫) হে রাম ! হে মধুসূদন ! যদি আমার প্রতি আপনকার অমুকুপা হইয়া থাকে, তাহা হইলে যেন ভবন্ত-কুসঙ্গ ও ভবদীয় পদারবিন্দে আমার ভক্তি থাকে । (৪৬) আর

ভক্তি বিহীন ব্যক্তিও যদি এই স্তবপাঠ করে, তবে ভগবদ্ভক্তি ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া মৃত্যুকালে তোমার নাম স্মরণ করিতে পারে । (৪৭) পরে শ্রীরাম তথাস্ত বলিলে রামানুজাত রাম প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন । (৪৮)

রাজা দশরথ আনন্দিত হইয়া, যেন মৃত্যু মুখ হইতে প্রত্যাগত রামকে বারম্বার আলিঙ্গন করিয়া উভয় নেত্রে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । পরে স্তুস্মচিত্ত হইয়া প্রীতমনে অযোধ্যা যাত্রা করিলেন । (৪৯ । ৫০) অনন্তর দেবোপম রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন স্ব স্ব ভার্য্যা সমভিব্যাহারে স্ব স্ব ভবনে পরম স্তখে কালক্ষয় করিতে লাগিলেন । (৫১) বৈকুণ্ঠভবনে কমলালয়ার সহিত হরি যজ্ঞপ আনন্দে কালযাপন করেন, তজ্জপ পিতা মাতাকে আত্মদাচিত্তে রাখিয়া সীতা সহ শ্রীরাম সদানন্দে কালক্ষয় করিতে লাগিলেন । (৫২) এই রূপে কিয়দিক-বস অভিবাহিত হইলে যুধাজিহ্নামক ভরতমাতুল কেকয়নন্দিনী-ভ্রাতা প্রীতিভাবে নিজরাজধানীতে ভরতকে লইবার জন্ত সমাগত

প্রেময়ামাস ভরতং রাজা স্নেহসমম্বিতঃ ।
 শত্রুঘ্নঞ্চাপি সংযুজ্য যুধাজিতমরিন্দমঃ ॥ ৫৪ ॥
 কৌশল্যা শুশ্রুতে দেবী রামেন সহ সীতয়া ।
 দেবমাতেব পৌলম্য শচ্যা শক্রেণ শোভনা ॥ ৫৫ ॥
 সাক্ষাতে লোকনাথপ্রথিতগুণ গণোলোক
 সংগীতকীর্তিঃ ।

শ্রীরামঃ সীতয়াস্তেহখিল সুরনিকরানন্দসন্দোহ
 মূর্তিঃ ।
 নিত্যশ্রীনির্বিকারো নিরবধিবিভবো নিত্যমায়া
 নিরাসো মায়াকার্যানুসারী মনুজইব সদা ভাতি
 দেবোহখিলেশঃ ॥ ৫৬ ॥

ইহিলে (৫৩) অরিন্দম রাজা দশরথ স্নেহ সহকারে শত্রুঘ্ন সমভি
 ব্যাহারে মাতুলসহিত ভরতকে প্রেরণ করিলেন । (৫৪)
 পৌলোমী শচী ও শক্রে সহিত দেবমাতা যজ্ঞপ শোভমানা
 হন, রাম ও সীতার সহিত কৌশল্যাদেবীও তজ্ঞপ শোভা
 পাইয়াছিলেন । (৫৫) দেখ কি আশ্চর্য্য, লোকনাথ প্রসিদ্ধ-
 গুণগণ সমস্তলোকে সংগীতকীর্তি নিখিলদেবের আনন্দমূর্তি
 নিত্যশ্রী, নির্বিকার অতুল-বিভবশালী নিত্যমায়ানিরাসকারী
 অখিলেশ্বর দেবমায়া কার্য্যানুসারী ইহিয়া মনুষ্যের আয় বিরাজ
 করিতে লাগিলেন । (৫৬)

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
 আদিকাণ্ডে পরশুরামস্ত পরাজয়বিবরণে
 রামাদীনামযোধ্যায়ামধিবাসো নামা-
 ষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ০ ॥

সমাপ্তক্ষেদমাদিকাণ্ডম্ ॥ ০ ॥

এই অধ্যাত্মরামায়ণের উমামহেশ্বর কথোপকথনে আদিকাণ্ডে
 পরশুরামের পরাজয় বিবরণে রামাদির অযোধ্যায়
 অধিবাস-নামক অষ্টম অধ্যায় ।

আদিকাণ্ড সমাপ্ত ।

অ যো ধ্যা কা ণ্ড ম্ ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

একদা স্মখমাসীনং রামং স্বাস্ত্যঃপুরাজিরে ।
সৰ্বভরণসম্পন্নং রত্নসিংহাসনে স্থিতম্ ॥ ১ ॥
নীলোৎপলদলশ্যামং কোস্তভামুক্তকঙ্করম্ ।
সীতয়া রত্নদণ্ডেন চামরেণাথ বীজিতম্ ॥ ২ ॥
বিনোদয়ন্তং তাম্বুলচৰ্কণাদিভিরাদরাৎ ।
নারদোহবাতরং দ্রষ্টুমম্বরাঢ্যত্র রাঘবঃ ॥ ৩ ॥
শুদ্ধস্ফটিকসংকাশঃ শরচ্ছত্র ইবামলঃ ।
অতর্কিতমুপায়াতো নারদো দিব্যদর্শনঃ ॥ ৪ ॥
তং দৃষ্ট্বাসহসোখায় রামঃ প্রীত্যা কৃতাজ্জলিঃ ।
ননাম শিরসা ভূমৌ সীতয়া সহ ভক্তিমান্ ॥ ৫ ॥

উবাচ নারদং রামঃ প্রীত্যা পরময়া যুতঃ ।

সংসারিণাং মুনিশ্রেষ্ঠ ছল্লভং তব দর্শনম্ ॥ ৬ ॥

অস্মাকং বিষয়াসক্তচেতসাং নিতরাং মুনে ।

অবাণ্ডং মে পূর্বজন্মকৃতপুণ্যমহোদয়ৈঃ ।

সংসারিণাপি হি মুনে লভ্যতে সংসমাগমঃ ॥ ৭ ॥

অতস্তদর্শনাদেব কৃতার্থোহস্মি মুনীশ্বর ।

কিং কার্য্যং তে ময়াকার্য্যং ক্রহিতং করবাণি ভো ॥ ৮ ॥

অথ তং নারদোহপ্যাহ রাঘবং ভক্তবৎসলম্ ।

কিং মোহয়সি মাং রাম বাক্যৈল্লোকাবুসারিভিঃ ॥ ৯ ॥

একদা নীলোৎপলদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র কোস্তভমণি প্রভৃতি
নানাবিধ রত্নভরণে বিভূষিত হইয়া নিজ আস্ত্যঃপুর মধ্যে রত্ন
সিংহাসনোপরি স্মখস্তি তাম্বুল প্রভৃতি রাজভোগ্য ভোগ দ্বারা
চিহ্ন বিনোদন করিতেছেন ; সীতাদেবী পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মানা
হইয়া রত্নদণ্ডোত্তীর্ণ চামর দ্বারা বীজন করিতেছেন, এমন
সময়ে পরম ভাগবত মহর্ষি নারদ ভগবদর্শনার্থ সেই স্থানে
আকাশ পথ হইতে অবতরণ করিলেন । (১ । ২ । ৩) শ্রীরামচন্দ্র
শরৎকালীন শশধরের স্তায় দেদীপ্যমান এবং বিশুদ্ধ স্ফটিক মণি-
সদৃশ সমুজ্জল ও সুদৃশ মহর্ষি নারদের সহসা অসম্ভাবিত সমা-
গমনাবলোকনে সচকিত হইয়া গাত্ৰোত্থান করিলেন, এবং পরম
প্রীতি ও ভক্তি সহকারে কৃতাজ্জলি হইয়া সীতাদেবীর সহিত প্রণাম

করিলেন (৪ । ৫) এবং সাদরে কহিলেন, ভগবন্ ! সাধারণ
সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ভবাদৃশ মহাস্বপ্নরূপদর্শন ছল্লভ । বিশে-
ষতঃ বিষয়াসক্তচিত্ত নাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব ;
কারণ নিরবকাশ বশতঃ ধর্ম চিন্তা আমাদিগের হৃদয় হইতে
একবারে তিরোহিত হইয়াছে । বোধ করি অদ্য পূর্বকৃত
পুণ্যবলেই আপনার দর্শনসুখলাভ করিলাম । বাহা হউক
অদ্য আমি আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি । এক্ষণে অনুমতি
করুন আপনার অভিলষিত কোন কার্য্যাহুষ্ঠানে ব্যাপ্ত করিয়া
এই পঞ্চভূতময় দেহকে পবিত্র করিব (৬ । ৭ । ৮) পরম
জ্ঞানী নারদ শ্রীরামের এইরূপ মনুষ্যবদ্ব্যবহার দেখিয়া কহিলেন,
ভগবন্ ! লৌকিক বাক্য দ্বারা আমাকে কি মুগ্ধ করিতেছেন ।
আপনার প্রসাদে আমার অজ্ঞাত কিছুই নাই । আপনি যে
আপনাকে সংসারী করিতেছেন, তাহা মিথ্যা নহে ; কারণ
ত্রিলোকস্বরূপ গৃহ মধ্যে আপনি প্রধান গৃহস্থ, এবং সমস্ত
জগতের আদি কারণ মহামায়া আপনার গৃহিণী । সেই মহা-
মায়াস্বরূপা প্রকৃতির সহিত আপনার সংসর্গ হওয়ায় ব্রহ্মা
প্রভৃতি সন্তানগণ উৎপন্ন হইয়াছেন । স্বরাজস্বমোগুণময়ী ভবদ-
ধীনা মহামায়া জননীর গুণাহুসারে বিষ্ণু সঙ্কণ, ব্রহ্মা রজোগুণ,

সংসার্যাহমিতি প্রোক্তং সত্যমেতত্তয়া বিভো ।

জগতামাদিভূতা যা সা মায়া গৃহিণী তব ॥ ১০ ॥

ত্বৎসম্বিকর্ষাজ্জায়ন্তে তস্মাৎ ব্রহ্মাদয়ঃ প্রজাঃ ।

ত্বদাশ্রয়া সদা ভাতি মায়া যা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ১১ ॥

সূতেহজস্রং শুক্লকৃষ্ণলোহিতাঃ সর্বদা প্রজাঃ ।

লোকত্রয়মচাগেহে গৃহস্থস্তৃমদাহতঃ ॥ ১২ ॥

ত্বং বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মীঃ শিবস্ত্বং জানকী শিবা ।

ব্রহ্মা ত্বং জানকী বাণী সূর্য্যস্ত্বং জানকী প্রভা ॥ ১৩ ॥

ভবান্ শশাঙ্কঃ সীতাতু রোহিণী শুভলক্ষণা ।

শক্রস্তৃমেব পৌলোমী সীতা স্বাহানলো ভবান্ ॥ ১৪ ॥

যমস্ত্বং কালরূপশ্চ সীতা সংযমনী প্রভো ।

নিখাতিস্ত্বং জগন্নাথ তামসী জানকী শুভা ॥ ১৫ ॥

রাগস্তৃমেব বরুণো ভার্গবী জানকী শুভা ।

বায়ুস্ত্বং রাম সীতা তু সদাগতিরিতীরিতা ॥ ১৬ ॥

কুবেরস্ত্বং রাম সীতা সর্বসম্পৎ প্রকীর্তিতা ।

রুদ্রাণী জানকী প্রোক্তা রুদ্রস্ত্বং লোকনাশকৃৎ ॥ ১৭ ॥

ও শিব তমোগুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৯।১০।১১।১২) হে সর্বভূতান্তরাশ্রয়! আপনি বিগুহ পুরুষ, সীতাদেবী পরমা প্রকৃতি। প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন জগতে কিছুই নাই। আপনি বিষ্ণু, সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; আপনি শিব, সীতা সাক্ষাৎ ভগবতী; আপনি ব্রহ্মা, জনকনন্দিনী সরস্বতী; আপনি জগৎপ্রকাশ আদিত্য, সীতা প্রভা; আপনি চন্দ্র, সীতা রোহিণী; আপনি ইন্দ্র, সীতা শচী; আপনি অগ্নি, সীতা স্বাহা। হে জগদীশ্বর! আপনি সমস্ত ভূতের কালরূপী যম, সীতা সংযমনী। আপনি নিখাতি, সীতাদেবী তামসী। আপনি বরুণদেব, সীতা ভার্গবী। আপনি পবনদেব, সীতা সদাগতি। আপনি যক্ষপতি কুবের, সীতা সর্বসম্পৎ স্বরূপা। আপনি সাক্ষাৎ রুদ্রদেব, সীতা রুদ্রাণী। (১৩।১৪।১৫।১৬।১৭)

লোকে স্ত্রীবার্চকং যাবত্তৎ সর্বং জানকী শুভা ।

পুষ্পমবাচকং যাবত্তৎ সর্বং ত্বং হি রাঘব ॥ ১৮ ॥

তস্মাল্লোকত্রয়ে দেব যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন ॥ ১৯ ॥

ত্বদাভাসোদিতাজ্জানমব্যাকৃতমিতীর্য্যতে ।

তস্মান্মহাস্ততঃ সূত্রং লিঙ্গং সর্বাত্মকং ততঃ ॥ ২০ ॥

অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ পঞ্চপ্রাণেন্দ্রিয়াণিচ ।

লিঙ্গমিতুচ্যতে প্রাজৈর্জন্মমৃত্যুস্থখাদিমৎ ॥ ২১ ॥

স এব জীবসংজ্ঞশ্চ লোকে ভাতি জগন্ময়ঃ ।

অবাচ্যানাদ্যবিদ্যৈব কারণোপাধিরুচ্যতে ॥ ২২ ॥

স্থূলং সূক্ষ্মং কারণাখ্যমুপাধিত্রিতয়ং চিতেঃ ।

এতৈর্বিংশিকৌ জীবঃ স্তাদ্বিযুক্তঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥

জাগ্রৎস্বপ্নস্থগুণাখ্যা সংসৃতির্যা প্রবর্ততে ।

তথা বিলক্ষণং সাক্ষী চিন্মাত্রস্ত্বং রঘুভম ॥ ২৪ ॥

অধিক কি বলিব, এই জগতে স্ত্রীবার্চক যাবৎ শব্দই জানকীকে ও পুষ্পবাচক শব্দ মাত্রই আপনাকে বোধ করাইতেছে; অতএব হে দেবদেব! এই ত্রিলোক মধ্যে আপনারা দুই জন ভিন্ন অন্য পদার্থই নাই। হে পরমাত্মন! আপনার সংসর্গাধীন জগৎস্বজেনোমুখী প্রকৃতি অজ্ঞান রূপে পরিণত হয়। ঐ প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি তত্ত্ব, বুদ্ধি তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে অহঙ্কার বুদ্ধি পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় এই সর্বময় লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়। ঐ লিঙ্গ শরীরকে জীব বলিয়া নির্দেশ করে। ঐ জীব জন্ম মৃত্যু ও স্থখাদি ভোগ করিয়া থাকে। ঐ জীবও আপনা হইতে পৃথক নহে, কারণ অজ্ঞান পরিণত প্রকৃতির নাম অবিদ্যা। ঐ ব্রহ্মের উপাধি। আপনি যখন উপাধির সহিত মিলিত হন, তখন আপনার জীবসংজ্ঞা হয়, আবার অবিদ্যা মুক্ত হইলে শুদ্ধ পরমেশ্বর বলিয়া প্রতীতি হয়। (১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩) হে সর্বসাক্ষিন্! এই সমস্ত জগতে জাগ্রৎ স্বপ্ন স্থগুণাবস্থাতে সমস্ত প্রাণী যে যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি সকল কার্য্যের অসা-

হুত্বেব জগজ্জাতং স্তৃণিসর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

হুয্যেব লীয়তে কৃতস্নং তস্মাৎ ত্বং সর্বকারণম্ ॥২৫॥

রজ্জাবহিমিবাত্মানং জীবং স্তাত্বাভয়ং ভবেৎ ।

পরাত্মাহমিতিহ্মাত্মা ভয়দুঃখৈবিস্মৃত্যতে ॥ ২৬ ॥

চিন্মাত্রজ্যোতিষা সর্বাঃ সর্বদেহেষু বুদ্ধয়ঃ ।

ত্বয়াযস্মাৎ প্রকাশ্যন্তে সর্বস্তাত্মা ততোভবান্ ॥২৭॥

অজ্ঞানান্শ্যতে সর্বং ত্বয়িরজ্জোভুজস্ববৎ ।

ত্বজ্জ্ঞানান্লীয়তে সর্বং তস্মাৎ জ্ঞানং সদাভ্যাসেৎ ॥২৮॥

ত্বৎপাদভক্তিযুক্তানাং বিজ্ঞানং ভবতি ক্রমাৎ ।

তস্মাৎ হুত্কৃতিযুক্তা যে মুক্তিভাজন্ত এবহি ॥২৯॥

অহং হুত্কৃত ভক্তানাং তদুক্তানাঞ্চ কিং করঃ ।

অতোমামনুগৃহীষ মোহয়স্ব ন মাং প্রভো ॥৩০॥

হুমাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা মে জনকঃ প্রভো ।

অতন্তবাহং পৌত্রোহস্মি ভক্তং মাং পাহি রাঘব ॥৩১॥

ইত্যুক্তা বহুশোনত্বা স্মানন্দাশ্রুপরিপ্লুতঃ ।

উবাচ বচনং রাম ব্রহ্মণা নোদিতোহস্ম্যাহম্ ॥৩২॥

রাবণস্ত বধার্থায় জাতোহসি রঘুসন্তম ।

ইদানীং রাজ্যরক্ষার্থং পিতাত্বামভিষেক্যতি ॥ ৩৩ ॥

যদি রাজ্যাভিসংসক্তো রাবণং ন হনিষ্যসি ।

প্রতিজ্ঞা তে কৃতারাম ভূভারহরণায় বৈ ॥৩৪॥

তৎ সত্যং কুরুরাজেন্দ্র সত্যসন্ধ স্তৃণেবহি ।

শ্রুত্বৈতদাদিতং রামো নারদং প্রাহ সস্মিতম্ ॥ ৩৫ ॥

মাত্র সাক্ষী ও কলদাতা । (২৪) হে প্রভো! আপনা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়া আপনাতেই অধিষ্ঠান করিতেছে, এবং সময়ানুসারে আপনাতেই লীন হইতেছে। হে অনন্ত! আপনি এই সকল প্রাণীতে অবস্থিতি করিয়া সকল কার্যে তাঁহাদিগকে নিয়োজিত করিতেছেন। দেহীরা ভ্রান্ত হইয়া যাবৎকাল-পর্যন্ত রজ্জুতে সর্প বুদ্ধির স্থায় দেহস্থ আত্মাতে জীবের আরোপ করিবে, তাবৎকাল মোহান্ধকারে পতিত হইয়া নিষ্কৃতি পাইবে না। সেই আত্মাতে পরমাত্ম বুদ্ধি হইলে তাহাদিগের পরমপদ লাভ হইবে। হে সর্বভূতেশ্বর! আপনি নিজ জ্ঞানময় জ্যোতি-দ্বারা সকল দেহে অন্তঃকরণবৃত্তি প্রকাশিত করিতেছেন; অতএব সকলের অন্তরাত্মা আপনি ভিন্ন জগতে কিছুই নাই; মূঢ়েরা অজ্ঞানবশতঃ আপনাতে কতই আরোপ করিয়া থাকে, সে কেবল রজ্জুতে ভুজ্জারোপ মাত্র। আপনাকে যথার্থ জানিলে দেহীর সকল অজ্ঞান দূরীভূত হয়, সেই হেতু সর্বদা জ্ঞানাভ্যাসে যত্ন করা বিধেয়। হে জগদীশ্বর! সেই জ্ঞানাভ্যাসের অত্র উপায় নাই, কেবল আপনার পাদপদ্মে একান্ত ভক্তি থাকিলে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, জ্ঞান হইলেই মুক্তি লাভ হয়। (২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯) আমি আপনার

ভক্ত মহাপুরুষদিগের দাসত্ব স্বীকার করিতেছি, অতএব আমার প্রতি সদয় হউন, বারম্বার মুগ্ধ করিবেন না। হে প্রভো! আমি আপনার নাভিকমলোৎপন্ন কমলযোনির শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, অতএব আমি আপনার পৌত্র; এক্ষণে আমাকে রক্ষা করুন। (৩০। ৩১)

নারদ ভক্তিসহকারে এইরূপ স্তব করিয়া কহিলেন, শ্রীরাম! পিতা কমলযোনি আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং আপনার উদ্দেশ্যে কতিপয় প্রয়োজনীয় বাক্য কহিয়া দিয়াছেন শ্রবণ করুন। ভগবন! আপনি রাবণবধার্থ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সম্প্রতি রাজা দশরথ আপনাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন; আপনি রাজ্যভোগাসক্ত হইয়া যদি রাক্ষসাধর্মের সমুলোচ্ছেদ না করেন তাহা হইলে আপনার ভূভার হরণ প্রতিজ্ঞা বিফল হইবে (৩২। ৩৩। ৩৪)। শ্রীরামচন্দ্র শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে কহিলেন, নারদ! শ্রবণ কর। আমার অবিদিত কিছুই নাই; পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অবিলম্বে সফল করিব; ভোগ দ্বারা অন্তরগণের প্রারব্ধ ক্রম হইলেই আমার প্রতিজ্ঞা ফলোন্মুখী হইবে; একান্ত সময় অপেক্ষা করিতেছি। হে দেবর্ষে! তুমি কমলযোনিকে আমার আদেশ বিজ্ঞাপন কর, যে আগামি দিবসে আমি রাবণবধার্থ দণ্ডকারণে যাত্রা করিয়া সেই স্থানে জটাবল ধারী হইয়া চতুর্দশ বর্ষ বাস

শৃণু নারদ মে কিঞ্চিদ্ধিদ্যতেহবিদিতংকচিৎ ।
 প্রতিজ্ঞাতং চ যৎ পূর্বং করিষ্যে তন্ন সংশয়ঃ ॥৩৬॥
 কিস্ত কালানুরোধেন তত্ত্বংপ্রারব্ধসংক্ষয়াৎ ।
 হরিষ্যে সর্বভূতারং ক্রমেণাস্তরমণ্ডলম্ ॥ ৩৭॥
 রাবণস্তা বিনাশার্থং শ্রোগস্তা দণ্ডকাননম্ ।
 চতুর্দশসমাস্তত্র হ্যষিভ্। মুনিবেশ ধ্বক্ ॥ ৩৮ ॥
 সীতামিষেণ তং দুষ্কং সকুলং নাশয়াম্যহম্ ।
 এবং রামে প্রতিজ্ঞাতে নারদঃ প্রমুমোদ হ ॥৩৯॥
 প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা দণ্ডবত্প্রণিপত্য তম্ ।
 অনুজ্ঞাতশ্চ রামেণ যযৌ দেবগতিংমুনিঃ ॥৪০॥

করিব ও সীতাহরণাপরাধে রাবণকে সমূলে উন্মূলিত করিব ।
 মহর্ষি শ্রীরামের এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্যে আনন্দিত হইয়া
 তাঁহাকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করণানন্তর প্রণাম করিয়া শ্রীরামের
 আজ্ঞানুসারে স্বর্গধামে গমন করিলেন । (৩৫ । ৩৬ । ৩৭ ।
 ৩৮ । ৩৯ । ৪০)

সম্বাদং পঠতি শৃণোতি সং শ্রবৈন্বা
 যো নিত্যং মুনিবররাময়োঃ স ভক্ত্য ।
 সংপ্রাপ্নোত্যমরমুহূর্তভং বিমোক্ষং
 কৈবল্যং বিরতি পুরঃসরং ক্রমেণ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ ও শ্রীরামচন্দ্র উভয়ের এইরূপ কথোপকথন সম্বাদ
 যে ব্যক্তি তত্ত্বপূর্বক পাঠ কিম্বা শ্রবণ অথবা শ্রবণ করে, সেই
 মহাত্মা দেবদুর্ভাগ মুক্তিপদ ক্রমশঃ লাভ করিতে পারে । (৪১)

শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথম অধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ রাজা দশরথঃ কদাচিদ্রহসি স্থিতঃ ।
বশিষ্ঠং স্বকুলাচার্যমাহুয়েদ মভাসত ॥ ১ ॥
ভগবন্ ! রামমখিলাঃ প্রশংসন্তি মুহুমুহুঃ ।
পৌরাশ্চ নৈগমা বৃদ্ধা মস্ত্রিণশ্চ বিশেষতঃ ॥ ২ ॥
ততং সর্বগুণোপেতং রামং রাজীবলোচনম্ ।
জ্যেষ্ঠং রাজ্যোহভিষেক্যামি বৃদ্ধোহহং মুনিপুঙ্গব ॥ ৩ ॥
ভরতো মাতুলং দ্রুতুং গতঃ শত্রুঘ্নসংযুতঃ ।
অভিষেক্যে শ্ব এবাশু ভবাংস্তচ্চানুমোদতাম্ ॥ ৪ ॥
সম্ভারাঃ সংভ্রিয়ন্তাং চ গচ্ছ মস্ত্রয় রাঘবম্ ।
উচ্ছীয়তাং পতাকাশ্চ নানাবর্ণাঃ সমস্ততঃ ॥ ৫ ॥

তোরণানি বিচিত্রাণি স্বর্ণমুক্তাময়ানি বৈ ।

আহুয় মস্ত্রিণং রাজা স্তম্ভ্রং মস্ত্রিসত্তমম্ ॥ ৬ ॥

আজ্ঞাপয়তি যদ্যভ্যং মুনি স্তম্ভ্রংসমানয় ।

যৌবরাজ্যোহভিষেক্যামি শ্বেভূতে রঘুনন্দনম্ ॥ ৭ ॥

তথেতি হর্ষাত্ স মুনিং কিঙ্করোমী ত্যভাষত ।

তমুবাচ মহাতেজা বশিষ্ঠো জ্ঞানিনাং বরঃ ॥ ৮ ॥

শ্বঃপ্রভাতে মধ্যকক্ষে কণ্ঠকাঃ স্বর্ণভূষিতাঃ ।

একদা রাজা দশরথ একাকী বিশ্রাম ভবনে সমাহৃত কুলগুরু বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন (১) ভগবন্ ! প্রজাবর্গ সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের সর্বদাই প্রশংসা করিয়া থাকেন । বিশেষতঃ পুরবাসিগণ ও শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ মস্ত্রিবর্গেরা শ্রীরামের গুণের নিত্য পক্ষপাতী হইয়াছেন (২) এক্ষণে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি ; অতএব অভিলাষ করি সর্বগুণযুক্ত রাজীবলোচন জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব (৩) বিশেষতঃ এ সময় শত্রুঘ্ন সহিত ভরত মাতুল আশ্রমে গমন করিয়াছেন ; এই অবসরে আগামী দিবসেই স্তম্ভ্রকার্য্য নির্বাহ করিব ; ভরত বাটী আসিলে উক্ত কার্য্যে আপত্তি উত্থাপনের সম্ভাবনা হইবে । (৪) মহর্ষে ! আপনি এ বিষয়ে অনুমোদন করিয়া শ্রীরামের সহিত মস্ত্রণা করুন এবং আপনার অভিপ্রায়ানুসারে অভিষেকোপযোগী দ্রব্য সকল

সমাহৃত হউক (৫) অযোধ্যানগরীতে নানাবর্ণোপশোভিত পতাকা সকল উড্ডীয়মান হউক এবং বিচিত্র স্বর্ণমুক্তাময় তোরণ সকল নগরীর শোভা সম্পাদন করুক । (৬) রাজা বশিষ্ঠদেবকে এইরূপ বলিতে বলিতে অতিবাগ্নতা সহকারে মস্ত্রিশ্রেষ্ঠ স্তম্ভ্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মস্ত্রিবর ! আগামী দিবসে শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব, অতএব মহর্ষি যে যে বিষয় তোমাকে আজ্ঞা করেন তুমি তৎপ্রতিপালনে বদ্ধবান হও । স্তম্ভ্র সাতিশয় সন্তোষ সহকারে তথাস্থ বলিয়া রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, মহর্ষে ! আমার প্রীতি কি আজ্ঞা করিবেন করুন (৭।৮) পরমজ্ঞানী বশিষ্ঠদেব কহিলেন, স্তম্ভ্র ! আগামী প্রভাত সময়ে রাজবাটীর মধ্যকক্ষে স্ববর্ণালঙ্কারভূষিতা পরমরূপবতী ষোড়শ ষোড়শ পৌরকন্ডা ও সূচাক দশন চতুষ্টয় শোভিত ঐরাবতবংশোদ্ভব একটা গজরাজ এবং নানাতীর্থোদকপূরিত সহস্র স্বর্ণকুন্ত ও সূচাকশীদূল চর্ম্মত্রয় এবং বিবিধ মুক্তামণি বিরাজিত ও স্ববর্ণদণ্ডশোভিত একটা শ্বেতহস্ত্র এবং সহস্র স্তম্ভ্রমাল্য ও কতিপয় সূচাকবস্ত্র এবং রাজভোগ্য নানাবিধ রত্নভরণাদি

তিষ্ঠন্তু যোড়মগজঃ স্বর্ণরত্নাদিভূষিতঃ ॥৯॥

চতুর্দন্তঃ সমযাতু ঐরাবতকুলোদ্ভবঃ ।

নানা তীর্থোদকৈঃ পূর্ণাঃ স্বর্ণকুম্ভাঃ সহস্রশঃ ॥১০॥

স্থাপ্যস্তাং নববৈ ব্যাত্রচন্দ্ৰাণি ত্রীণি চানয় ।

শ্বেতচ্ছত্রং রত্নদণ্ডং মুক্তাগণি বিরাজিতং ॥১১॥

দিব্যাল্যানিবস্ত্রাণি দিব্যান্যভরণানি চ ।

মুনয়ঃ সৎকৃতাস্তত্র তিষ্ঠন্তু কুশপাণয়ঃ ॥১২॥

নর্তক্যোবারমুখ্যাশ্চ গায়কা বেণুকাস্তথা ।

নানাবাদিত্রকুশলা বাদয়ন্তনৃপাঙ্গনে ॥১৩॥

হস্ত্যশ্বরথপাদাতা বহিস্তিষ্ঠন্তু সায়ুধাঃ ।

নগরায়ানি তিষ্ঠন্তু দেবতায়তনানি চ ॥১৪॥

তেষপ্রবর্ততাং পূজানানাবলিভিরাবৃতা ।

রাজানঃ শীত্ৰমায়াস্ত নানোপায়ন পাণয়ঃ ॥১৫॥

ইত্যাদিশ্য মুনিঃ শ্রীমানস্মত্ৰং নৃপমন্ত্রিণং ।

স্বয়ং জগামভবনং রাঘবস্যাতি শোভনং ॥১৬॥

রথমারুহ্য ভগবান্ বশিষ্ঠমুনিসত্তমঃ ।

ত্রীণিকক্ষাণ্যতিক্রম্য রথাংক্ৰিতমবাতরং ॥১৭॥

অন্তঃপ্রবিশ্য ভবনং স্বাচ্ছার্বাদদাবারিতঃ ।

গুরুমাগতমাজ্জায় রামস্মৃৎ কৃতাজ্জলিঃ ॥১৮॥

নমস্কার করিলেন। জনকনন্দিনী সীতা স্বর্ণপাত্রে পাদ্যোদক আনয়ন করিয়া রত্নাসনোপবিষ্ট মহর্ষির পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত গুরুপাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়া মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! অদ্য আমি ভবদীয় চরণামৃত মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। বশিষ্ঠদেব শ্রীরামের এই রূপ ভক্তিগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্ বৈকুণ্ঠনাথ! আপনার পাদোদক ধারণ করিয়া দেবদেব গিরিজাপতি আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন। পূজাপাদ মৎ পিতা কমলযোনি ও আপনার চরণামৃত স্পর্শ করিয়া সকল অশুভ হইতে পরিব্রাণ পাইয়াছেন। এক্ষণে আপনি যে আমার প্রতি এই সকল গুরুজনোচিত বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন তাহা কেবল লোক শিক্ষার্থ বোধ হইতেছে। যদ্যপি আপনার প্রসাদে আমি ধ্যানাবলম্বন করিয়া সকলই জানিতেছি যে আপনি পরমাত্মা দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধার্থ রাবণ বধোদ্দেশে সাক্ষাৎ কমলাদেবীর সহিত ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তথাপি দেবকার্য্য বিঘ্ন সম্ভাবনায় এই সকল শুভ বিষয় কাহার নিকট প্রকাশ করিব না। আপনি আমার প্রতি যে প্রকার পূজাভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমি তদনুসারে শিষ্যভাব প্রকাশ করিব। কিন্তু ভগবন্! আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে আপনি গুরুজনের গুরু ও পিতৃলোকের পিতামহ এবং সর্বাস্ত্রার্থামী ও সমস্ত জগতের নিয়ন্তা এবং অবাঙ্ মানসগোচর সেই পরমাত্মা গুরুশোণিত সম্পর্ক ব্যতিরেকেও শুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ ধারণ করিয়া যোগমায়া দ্বারা এই মনুষ্য জগতে মনুষ্যের আয় প্রকাশ পাইতেছেন। হে দেব! আমি পূর্বে ব্রহ্মার প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে ইক্ষাকুবংশে পরমাত্মা জন্মগ্রহণ করিবেন তদবধি তোমার আচার্য্য হইব এই অভিলাষেই অতি গর্হিত পৌরহিত্য কার্য্যও স্বীকার করিয়াছি হে সর্বভূতাস্ত্রাশ্রয়! এক্ষণে আমার চির মনোরথ সফল হইয়াছে আপনার নিকট একটি প্রার্থনা করি যে আপনার সর্বলোক মোহিনী মহামায়া প্রভাবে মুক্ত হইয়া যেন আপনাকে বিশ্বত না হই যদি গুরুজনের নিকৃতি করিতে বাঞ্ছা থাকে তাহা হইলে আমার এই প্রার্থনীয় বিষয়টি সিদ্ধ করিবেন (১৭। ১৮।

সমুদয় প্রস্তুত করা আবশ্যিক; অতএব অবিলম্বে তুমি এ বিষয়ে সচেতন হও এবং ঋত্বিক কর্ম্মকুশল ঋষিগণ কুশপাণি হইয়া ঐ স্থানে অবস্থিতি করুন। নর্তকী বারাজনারা নৃত্য আরম্ভ করুক। বৈদিক সম্প্রদায়েরা বেদপাঠ আরম্ভ করুন। বাদ্য-করেরা বিবিধ বাদ্যধ্বনি দ্বারা রাজভবন আনন্দময় করুক। নগরস্থ দেবতাদিগের পূজা আরম্ভ হউক। নিকটবর্ত্তি রাজগণ নানা প্রকার উপহার গ্রহণ করিয়া যাহাতে অযোধ্যানগরীতে আগমন করেন, ঐরূপ উদ্যোগ কর। (৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫)। অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং রথারোহণপূর্ব্বক শ্রীরাম ভবনভিমুখে গমন করিলেন (১৬) অব্যবহিত কালগুরু বশিষ্ঠদেব ক্রমশঃ কক্ষ-ত্রয় অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র সমাগত মহর্ষিকে প্রাণভাদ্গমনানন্তর

প্রভুদংগম্য নমস্কৃত্য দণ্ডবস্ত্তিসংযুতঃ ।

স্বর্ণপাত্রেন পানীয়মানিনায়াশু জানকী ॥ ১৯ ॥

রত্নাসনে সমাবেশ্য পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ ।

তদাপঃ শিরসা ধৃত্বা সীতয়া সহ রাঘবঃ ॥ ২০ ॥

ধন্যোহস্মীত্যত্রবীজামস্তব পাদাম্বুধারণাৎ ।

ঈরামেণৈব মুক্তস্ত প্রহসন্মুনিরত্রবীৎ ॥ ২১ ॥

তৎপাদসলিলং ধৃত্বা ধন্যোহভুদগিরিজাপতিঃ ।

ত্রক্ষাপি মৎপিতা তে হি পাদতীর্থহতাস্ততঃ ॥ ২২ ॥

ইদানীং ভাষসে যত্ত্বং লোকানামুপদেশকুৎ ।

জানামি ত্বাং পরাত্মানং লক্ষ্ম্যা সঞ্জাতমীশ্বরং ॥ ২৩ ॥

দেবকার্য্যার্থসিদ্ধার্থং ভক্তানাং ভক্তিসিদ্ধয়ে ।

রাবণস্ত রথার্থীয় জাতং জানামি রাঘব ! ॥ ২৪ ॥

তথাপি দেবকার্য্যার্থং গুহ্যং নোদ্ঘাটয়াম্যহং ।

যথা ত্বং মায়া সর্বং করোষি রঘুনন্দন ! ॥ ২৫ ॥

তথৈবানুবিধাশ্চেহং শিষ্যস্ত্বং গুরুরপ্যহং ।

গুরুগুরুণাং ত্বং দেব! পিতৃণাং ত্বং পিতামহঃ ॥ ২৬ ॥

অন্তর্যামী জগদ্যাত্রাবাহকস্ত্বমগোচরঃ ।

শুদ্ধসত্ত্বময়ং দেহং ধৃত্বা স্বাধীন সত্ত্ববৎ ॥ ২৭ ॥

মনুষ্য ইব লোকেহস্মিন্ ভাসি ত্বং যোগমায়য়া ।

পৌরোহিত্যমহং জানে বিগহং ছুষ্যজীবনং ॥ ২৮ ॥

ইক্ষাকুণাং কুলে রামঃ পরমাত্মা জনিষ্যতে ।

ইতি জাতং ময়া পূর্বং ত্রক্ষণা কথিতং পুরা ॥ ২৯ ॥

ততোহহমাশয়া রাম ! তব সম্বন্ধকাজ্জফর।

অকার্ষং গহিতমপি তবাচার্য্যত্বসিদ্ধয়ে ॥ ৩০ ॥

ততো মনোরথো মেহদ্য কলিতো রঘুনন্দন ।

ত্বদধীনা মহামায়া সর্বলোকৈকমোহিনী ॥ ৩১ ॥

মাং যথা মোহয়েন্নৈব তথা কুরু রঘুদহ ।

গুরুনিষ্কৃতিকামস্ত্বং যদি দেহেতদেব মে ॥ ৩২ ॥

প্রসঙ্গাৎ সর্বমপ্যুক্তং ন বাচ্যং কুত্রচিন্ময়া ।

রাজ্ঞা দশরথেনাহং প্রেষিতোহস্মি রঘুদহ ॥ ৩৩ ॥

ত্বামামন্ত্রয়িতুং রাজ্যে শ্বোহভিষেক্তি রাঘব ।

অদ্য ত্বং সীতয়া সাক্ষমুপবাসং যথাবিধি ॥ ৩৪ ॥

কৃত্বা শুচিভূমিশায়ী ভব রাম ! জিতেশ্রিয়ঃ ।

গচ্ছামি রাজসান্নিধ্যাং ত্বং তু প্রাতর্গমিষ্যসি ॥ ৩৫ ॥

ইতুক্ত্বা রথমারুহ্য যযৌ রাজগুরুক্রতম্ ।

রামোহপি লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমত্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

সৌমিত্রে! যৌবরাজ্যে মে শ্বোহভিষেকো ভবিষ্যতি ।

নিমিত্তমাত্রমেবাহং কর্ত্তা তোক্তা ত্বমেব হি ॥ ৩৭ ॥

॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

হে রাম, কথাপ্রসঙ্গে তোমার নিকটেই এই সকল গুহ্য-
বার্তা প্রকাশ করিলাম অন্য কোন স্থানে ব্যক্ত হইবে না,
সম্প্রতি রাজা দশরথ তোমার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়া-
ছেন, তাঁহার অভিপ্রায় যে আগামি দিবসে তোমাকে
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তুমি সীতাদেবীর সহিত
অদ্য যথাবিধি উপবাস ও ইন্দ্রিয় সংযমের অনুষ্ঠান কর এবং
বৈধর্শোচাবলম্বন করিয়া ভূমিশয়া শয়নদ্বারা অদ্য রজনী
অতিবাহিত কর, এক্ষণে আমি রাজসান্নিধানে গমন করি, তুমি
নিশাবসান হইলে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবে । ৩৩ ।
৩৪ । ৩৫ । মহর্ষি রামের সহিত এরূপ কথোপকথনান্তে
রথারোহণপূর্বক রাজসদনাভিমুখে গমন করিলেন । ইত্যবসরে
ঈরাম লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া ঈবং হাস্য সহকারে কহি-
লেন । ৩৬ । বৎস সৌমিত্রে, কুলগুরুবশিষ্ঠদেবের নিকট
শুনিলাম পিতা আগামি দিবসে আমাকে যৌবরাজ্যে অভি-
ষিক্ত করিবেন, ভাতঃ তুমি আমার অন্তরস্থপ্রাণ অপেক্ষা-
প্রিয়তম, প্রাণের স্বরূপ যেহেতু সর্বদা তোমাকে দর্শন করিয়া

মম ত্বং হি বহিঃপ্রাণো নাত্রকার্য্য বিচারণা ।
 ততো বশিষ্ঠেন যথা ভাষিতং তত্তথাকরোৎ ॥ ৮৮ ॥
 বশিষ্ঠোহপি নৃপং গচ্ছা কৃতং সৰ্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ।
 বশিষ্ঠস্ত পুরো রাজ্ঞা হ্যুক্তং রামাভিষেচনম্ ॥ ৮৯ ॥
 যদা তদৈব নগরে ঋত্বা কশ্চিৎ পুমান্ জগৌ ।
 কৌশল্যাট্যৈ রামমাত্রে স্মিত্রাট্যৈ তথৈব চ ॥ ৯০ ॥
 ঋত্বা তে হর্ষসম্পূর্ণে দদতুর্হরিমুক্তমম্ ।
 তস্মৈ ততঃ প্রীতমনাঃ কৌশল্যা পুত্রবৎসলা ॥ ৯১ ॥
 লক্ষ্মাং পর্য্যচরদেবীং রামস্তার্থপ্রসিদ্ধয়ে ।
 সত্যবাদী দশরথঃ করোত্যেব প্রতিশ্রুতম্ ॥ ৯২ ॥
 কৈকেয়ীবশগঃ কিল্ব কামুকঃ কিং করিষ্যতি ।
 ইতি ব্যাকুলচিত্তা সা দুর্গাং দেবীমপূজয়ৎ ॥ ৯৩ ॥

পরিভূপ্তি লাভ করিতেছি। অতএব পিতৃদত্তরাজ্যের ভোক্তা ও কর্তা তুমিই জানিবা এবিষয়ে কোন বিবেচ্য নাই, অনন্তর ঈরামচন্দ্র গুৰ্ব্বাক্যানুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩৭। ৩৮। বশিষ্ঠদেবও রাজার নিকটে ঈরামের গুৰ্ব্বভক্তি ও সন্ধিবেচকতাদি নানাগুণের পরিচয়প্রদান করিলেন, এমত সময়ে কোন পৌরজন রাজীবলোচন রামের রাজ্যভিষেক সম্বাদ অন্তঃপুরমধ্যে কৌশল্যা ও স্মিত্রার নিকটে নিবেদন করিল। ৩৯। ৪০। কৌশল্যা ও স্মিত্রা এই সকল অমৃত-তুল্য সম্বাদ শ্রবণ করিয়া মহামোদ মহার্ণব নীরপূরে নিমগ্না হইলেন এবং সম্বাদদাতাকে মহামূল্য স্ববর্ণাভরণাদি-প্রদান করিলেন, পুত্রবৎসলা কৌশল্যা শুভসম্বাদ শ্রবণাবধি ঈরামের অর্থসিদ্ধিকামনা করিয়া কমলাদেবীর পূজারম্ভ করিলেন। যদিও দেবী কৌশল্যা রাজা দশরথকে সত্য প্রতিজ্ঞ জানিতেন তথাপি তাঁহার মন কার্য্যসিদ্ধিপক্ষে নিতান্ত সংশয়াপন্ন ছিল, যে হেতু রাজাকে কৈকেয়ীবশতাপন্ন এবং কামপরতন্ত্র বলিয়া বিশেষ জানিতেন, সুতরাং ব্যাকুলচিত্তে বিষবিনাশার্থ সৰ্ব্ববিষ বিনাশিনী ভগবতীদুর্গাদেবীর পূজা-রম্ভ করিলেন। ৪১। ৪২। ৪৩। ইত্যবসরে দেবগণ এই

এতস্মিন্নন্তরে দেবা দৈবীং বাণামচোদয়ন্ ।
 গচ্ছ দেবি ! ভূবে লোকমযোধায়াং প্রযত্নতঃ ॥ ৪৪ ॥
 রামাভিষেকবিঘ্নার্থং যতস্ব ব্রহ্মবাক্যতঃ ।
 মন্থরাং প্রবিশস্বাদৌ কৈকেয়ীঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৪৫ ॥
 ততো বিঘ্নে সমুৎপন্নে পুনরেহি দিবং শুভে ।
 তথৈতুত্বা তথা চক্রে প্রবিবেশায় মন্থরাম্ ॥ ৪৬ ॥
 সাহপি কুজা ত্রিবক্রা তু প্রাসাদাগ্রমথারুহৎ ।
 নগরং পরিতো দৃষ্ট্বা সৰ্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ৪৭ ॥

ব্যাপার দর্শনে শত্রুনাশে হতাশ হইয়া বাগ্‌দেবীকে কহিলেন দেবি! ব্রহ্মার আদেশানুসারে অযোধ্যানগরীতে গমন করিয়া ঈরামচন্দ্রের রাজ্যভিষেকের বিঘ্ন সাধিতে হয় এই প্রকার যত্ন করুন প্রথমতঃ মন্থরাতে প্রবেশ করুন, অনন্তর কৈকেয়ীকে আশ্রয় করিয়া উক্তকার্য্যের বিঘ্নসম্পাদন করুন। তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হইব, আপনিও স্বর্লোকে আগমন করিবেন। বাগ্‌দেবী দেবগণের বাক্যে সম্মতা হইয়া প্রথমতঃ মন্থরাকে আশ্রয় করিলেন। ৪৪। ৪৫। ৪৬। অতি-কুজাকৃতি মন্থরা ঐ দিবসে প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া দেখিলেন অযোধ্যানগরী বিচিত্রধ্বজপতাকাদি দ্বারা সুশো-ভিত হইয়া যেন হৃতা করিতেছে। এইরূপ ব্যাপারাব-লোকে অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রাসাদাগ্র হইতে অব-তরণানন্তর মন্থরাদাসী ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্নাতঃ, অদ্য প্রাসাদ হইতে দেখিলাম অযোধ্যানগরী বিচিত্র ধ্বজ-পতাকাদিদ্বারা বিচিত্রশোভা ধারণ করিয়াছে এবং কৌশল্যা দেবী আনন্দপূর্ণহৃদয়ে সমুপস্থিত বেদজ্ঞব্রাহ্মণগণকে মহামূল্য বিবিধ বিচিত্রবস্ত্রাদি দান করিতেছেন, ইহার কারণ কিছুই জানিতে পারিলাম না। শুদ্ধাস্তচারিণী ধাত্রী কহিল মন্থরে, তুমি শ্রবণ কর নাই—আগামি দিবসে রাজা দশরথ গুণাভি-রাম ঈরামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, এই কারণে নিযুক্ত রাজপুরুষেরা নগরীকে অলঙ্কৃত করিতেছে, মন্থরা সহসা এইরূপ মগ্নভেদী সম্বাদশ্রবণে সাতিশয় হৃদয়বেদনা-দ্বারা বিদ্ধ হইয়া দ্রুতপাদক্ষেপে কৈকেয়ী ভবনে গমনান্তর নির্জন সেবিনী পর্য্যক্‌শায়িনী বিশাললোচনা কৈকেয়ীকে

মানাতোরণসম্বাধং পতাকাতিরলঙ্কৃতম্ ।
 সর্বোৎসবসমায়ুক্তং বিস্মিতা পুনরাগতম্ ॥৪৮॥
 ধাত্রীং পপ্রচ্ছমাতঃ কিং ? নগরং সমলঙ্কৃতম্ ।
 নানোৎসবসমায়ুক্তা কৌশল্যা চাতি হর্ষিতা ॥৪৯॥
 দদাতি বিশ্রমুখ্যেভ্যো বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
 তামুবাচ তদা ধাত্রী রামচন্দ্রাভিষেচনম্ ॥৫০॥
 শ্বোভবিষ্যতি তেনাদ্য সর্বতোহলঙ্কৃতং পুরম্ ।
 তচ্ছ্রদ্ধা ত্বরিতং গত্বা কৈকেয়ীং বাক্যমব্রবীৎ ॥৫১॥
 পর্য্যঙ্কস্থাং বিশালাক্ষীমেকাং তে পর্য্যবস্থিতাং !
 কিং শেষে দুর্ভাগে ! মুঢ়ে মহদ্রয়মুপস্থিতং ॥৫২॥
 ন জানীষেহতিসৌন্দর্য্যমানিনী মত্তগামিনী ॥৫৩॥
 রামস্তান্নগ্রহাদ্রাজ্যঃ শ্বোভতিষেকো ভবিষ্যতি ।
 তচ্ছ্রদ্ধা সহসোখ্যায় কৈকেয়ী প্রিয়বাদিনী ॥৫৪॥
 তস্মৈ দিব্যং দদৌ স্বর্ণম্পুরং রত্নভূষিতং ।
 হর্ষস্থানে কিমিতি মে কথ্যতে ? ভয়মাগতং ॥৫৫॥

কহিলেন । হে দুর্ভাগে, হে মন্দবুদ্ধে, তুমি এখন কি শয়ন
 করিয়া রহিয়াছ তোমার অতি ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে ।
 ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। হে মত্ত গজেন্দ্রগামিনি,
 সৌন্দর্য্যমদে মত্ত হইয়া নিজ গুভাগুভ কিছুই জানিতে পার
 না, আমি ধাত্রীর নিকট গুনিলাম যে, মহারাজের অনুগ্রহে
 গুভগণ তনয় শ্রীরামচন্দ্র আগামি দিবসে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত
 হইবেন । ৫৩। সরলাস্তঃকরণা প্রিয়ভাষিনী কৈকেয়ী গুভ-
 সম্বাদ শ্রবণে সহসা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মহরাজকে
 আনন্দোপহারস্বরূপ দিব্য রত্নম্পুর ও রত্ন ভূষণপ্রদান করি-
 লেন । ৫৪। এবং হর্ষগদগদ বচনে কহিলেন, মহারাজ ! আমি
 তোমার বাক্যের সকল মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিলাম না, কারণ
 প্রাণাধিক শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকরূপ আনন্দজনক ব্যাপারকে
 তুমি ভয়ের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে, দেখ রাম আমার
 ভরত অপেক্ষা প্রিয়কারীও প্রিয়বদ নিজগর্ভধারিণী কৌশল্যার
 প্রতি বৈরূপ ব্যবহার করেন, আমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহারে

ভরতাদধিকো রামঃ প্রিয়কৃশ্মে প্রিয়বদঃ ।
 কৌশল্যাং মাং সমং পশ্বান্ সদাশুশ্রবতে হি মাং ॥৫৬॥
 রামাস্তয়ং কিমাপন্নং তব মুঢ়ে বদস্ব মে ।
 তচ্ছ্রদ্ধা বিষসাদাথ কুজা কারণবৈরিণী ॥৫৭॥
 শৃণু মদ্বচনং দেবি ! যথার্থং তে মহদ্রয়ম্ ।
 ত্বাং তোষয়ন্ সদা রাজাপ্রিয়বাক্যানি ভাষতে ॥৫৮॥
 কামুকোহতথ্যবাদী চ ত্বাং বাচা পরিতোষয়ন্ ।
 কার্য্যং কবোতি তস্মা বৈ রামমাতুঃ সুপুঙ্কলং ॥৫৯॥
 মনস্তুতল্লিখায়ৈব প্রেষয়ামাস তে স্ততং ।
 ভরতং মাতুলকূলে প্রেষয়ামাস সানুজং ॥৬০॥
 সুমিত্রায়াঃ সমীচীনং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
 লক্ষ্মণো রামমম্ব্যেতি রাজ্যং সোহনুভবিষ্যতি ॥৬১॥

কদাচ ক্রটি করেন না । অতএব হে মুঢ়ে, রাম হইতে তোমার কি
 ভয়ের আশঙ্কা হইল, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর । ৫৫। ৫৬।
 মহারাজ কৈকেয়ীবাক্য শ্রবণ করিয়া বিষমাস্তঃকরণে কহিলেন ।
 দেবি ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, তাহা হইলে ভয়ের কারণ
 বুঝিতে পারিবেন । ৫৭। দেখুন রাজা দশরথ আপনাকে মিথ্যা
 প্রিয়বাক্য দ্বারা সতত সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন । কিন্তু কৌশল্যা-
 দেবীকে হিতসাধন কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট করেন বিবেচনা করন্
 রাজাদিগের কি দূরদর্শিত ভরত এখানে থাকিলে শ্রীরামের
 রাজ্যপ্রাপ্তিসম্বন্ধে যদি কোন আপত্তি উত্থাপন হয়, এই কার-
 ণেই শত্রুসহিত ভরতকে পূর্বে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন,
 সুমিত্রাদেবীর পক্ষে কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই, বরং তাহার
 ঈষ্ট হইতেছে । ৫৮। ৫৯। ৬০। কারণ লক্ষণ শ্রীরামের নিতান্ত
 অনুগামী অবশ্যই রাজ্যাংশভাগী হইবে । অতএব শ্রীরামের
 রাজ্যাভিষেক পক্ষে সুমিত্রাদেবীর কোন প্রতিবাদের আশ-
 ঙ্কতা নাই । সুতরাং তোমার পক্ষেই ভয়াবহ হইতেছে, যে
 হেতু শ্রীরামের অগ্র ভরতের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে,
 অথবা নগর হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে । দৈবঘটনা বলাও
 যায় না, চিরভ্রমণী ভরত অভিমানে প্রাণত্যাগ করিলেও
 করিতে পারেন, আর তোমাকেও কৌশল্যার পরিচর্যা

ভরতো রাঘবস্তাণ্ড্রে কিল্করো বা ভবিষ্যতি ।
 বিবাস্তো বা নগরাৎ প্রাণৈর্বা হ্যাপ্যতেহচিরাত্ ॥৬২॥
 ত্বং তু দাসীব কৌশল্যাং নিতাং পরিচরিস্যসি ।
 ততোহপি মরণং শ্রেয়ো যৎসপত্ন্যাঃ পরাততঃ ॥৬৩॥
 অতঃ শীঘ্রং যতস্বাত্ত ভরতস্তাভিষেচনে ।
 রামস্ত বনবাসার্থং বর্ষাণি নবপঞ্চ চ ॥৬৪॥
 ততো কটোহভয়ে পুত্রস্তব রাজ্ঞি ! ভবিষ্যতি ।
 উপায়ন্তে প্রবক্ষ্যামি পূর্বমেব সুনিশ্চিতং ॥৬৫॥
 পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে রাজা দশরথঃ স্বয়ং ।
 ইন্দ্রেণ বাচিতো ধন্বী সহায়ার্থং মহারথঃ ॥৬৬॥
 জগাম সেনয়া সার্কং ত্বরা সহ শুভাননে ।
 যুদ্ধং প্রকূর্বতস্তস্ত রাক্ষসৈঃ সহ ধম্বিনঃ । ৬৭॥
 তদাক্ষকীলো ন্যপতচ্ছিন্নস্তস্য ন বেদ সঃ ।
 ত্বং তু হস্তং সমাবেশ্ত কীলরন্ধ্রেহতিধৈর্য্যতঃ ॥৬৮॥

স্থিতবতাসিতাপাক্ষী পতিপ্রাণপরীক্ষয়া ।
 ততো হত্বাহসুরান্ সর্বান্ দদর্শ ত্বামরিন্দমঃ ॥৬৯॥
 আশ্চর্য্যং পরমং লেভে ত্বামালিঙ্গ্য মুদান্বিতঃ ।
 রূণীষু যতে মনসি বাঞ্ছিতং বরদোহস্ম্যহং । ৭০॥
 বরদ্বয়ং রূণীষুত্বমেবং রাজাহবদৎ স্বয়ম্ ।
 ত্বয়োক্তো বরদো রাজন্ যদি দত্তং বরদ্বয়ং ॥৭১॥
 ত্বযেব তিষ্ঠতু চিরং ন্যাসভূতং মমানঘ ।
 যদা মেহবসরো ভূয়াত্তদা দেহি বরদ্বয়ং ॥ ৭২ ॥
 তথেষুত্বাঙ্গা স্বয়ং রাজা মন্দিরং ব্রজ সুব্রতে ।
 ত্বন্তুঃ শ্রুতং ময়া পূর্বমিদানীং স্মৃতিমাগতং ॥৭৩॥
 অতঃ শীঘ্রং প্রবিশ্বাদ্য ক্রোধাগারং কষাশ্বিতা ।
 বিমুচ্য সর্বাভরণং সর্বতো বিনিকীর্য্য চ ।
 ভূমাবেবশয়ানা ত্বং ভূক্ষীমাতিষ্ঠ ভামিনী ॥ ৭৪ ॥

কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে । ৬১ । ৬২ । অধিক কি বলিব
 দেবি, আমি বিবেচনা করি, সপত্নীরদাসীত্ব অপেক্ষা তোমার
 মরণই শ্রেয়স্কর । যদি তোমার জীবন রাশ্বিতে ইচ্ছা থাকে তাহা
 হইলে শীঘ্র ভরতের রাজ্যাভিষেক ও শ্রীরামের চতুর্দশ বর্ষ বন-
 বাস বাহাতে হয় তদ্বিষয়ে যত্ন কর, তাহা হইলে তোমার
 সাম্রাজ্য হইবেক । ৬৩ । ৬৪ । এসম্বন্ধে তোমাকে স্মৃতি
 প্রদান করিতেছি, স্মরণ করিয়া দেখ—দেবাসুর সংগ্রামে সাহায্য
 প্রার্থি দেবরাজ কর্তৃক আহূত হইয়া সসৈন্ত রাজা দশরথ তোমার
 সহিত দেবভবনে গমন করিয়াছিলেন । ৬৫ । ৬৬ । তৎকালে
 রাক্ষসগণের সহিত রণোন্মত্ত মহাবীর মহারাজের রথকীল ছিন্ন
 হইয়া পতিত হয়, রাজা কিছুই জানিতে পারেন নাই । ৬৭ ।
 তুমি পতিপ্রাণরক্ষার্থ ঐ কীলস্থানে তৎপরিবর্তে নিজহস্তরক্ষা
 করিয়া তৎকালে মহারাজের প্রাণরক্ষা করিয়াছ । অনন্তর
 মহারাজ সমর বিজয়লাভ করিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করি-
 লেন ও অতিসন্তোষ সহকারে কহিলেন । ৬৮ । ৬৯ । প্রিয়ে,

তুমি এই ঘোরতর ভয়াবহ সমরে কীলপত্রিবর্তে হস্তপ্রদান
 করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, অতএব তুমি অভিলষিত
 বরপ্রার্থনা কর ॥ আমি তোমাকে বরদ্বয়প্রদানে প্রস্তুত আছি
 এই প্রকার অতিসন্তোষকর মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া,
 তুমি তৎকালে কহিয়া ছিলে যে, মহারাজ দাসীর প্রতি সানুকম্প
 হইয়া যদি বরপ্রদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, সে প্রতিজ্ঞা
 কখনই বিচলিত হইবে না । ঐ বরদ্বয় আমার গ্রহণ করা
 হইল, এক্ষণে আপনার নিকট গুপ্ত রাখিলাম । যে সময়
 আমার কার্য্য উপস্থিত হইবে, তৎকালে অভিলষিত প্রকাশ
 করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিব । আমি এই সকল বৃত্তান্ত পূর্বে
 শুনিয়াছি ইদানীং স্মৃতিপথারূঢ় হইল । অতএব সত্বর ক্রোধা-
 গারে প্রবেশ কর, এবং রত্নাভরণাদি সকল পরিভাগ্য করিয়া
 মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভূমিশয্যাবলম্বন কর । ৭০ । ৭১ । ৭২ । ৭৩ ।
 ৭৪ । রাজা তোমাকে মলিনা ও অভিমানিনী দেখিয়া যখন

যাবৎ সত্যং প্রতিজ্ঞায় রাজ্যহীর্ষ্যং করোতি তে ॥ নিশ্চয়ং কুরু কল্যাণি ! কল্যাণং তে ভবিষ্যতি ।
 শ্রুত্বা ত্রিবক্রয়োক্তং তত্তদা কৈকয়নন্দিনী ॥৭৫॥ ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ কুজা গৃহং সাপি তথাকরোৎ ॥৮১॥
 তথ্যমেবাখিলং মেনে দুঃসঙ্গাহিত বিভ্রমা । ধীরোহত্যন্তদয়ান্বিতোহপিস্থগুণাচারান্বিতোবাহথবা
 তামাহ কৈকয়ী দুষ্টা কুতন্তে বুদ্ধিরীদৃশী ॥৭৬॥ নীতিজ্ঞো বিধিবাদদেশিকপরো বিদ্যাবিবেকোহথবা
 এবং ত্বাং বুদ্ধিসম্পন্নাং ন জানে বক্রশূন্দরি । দুষ্ঠানামতিপাপভাবিতধিয়াং সঙ্গং সদাচেদ্রুজোৎ ।
 ভরতো যদি রাজা মে ভবিষ্যতি স্নতঃ প্রিয়ঃ ॥৭৭॥ তদুচ্ছ্যা পরিভাবিতো ব্রজতি তৎসাম্যং ক্রমেণ স্কুটং
 প্রামান্য শতং প্রদাস্যামি মম ত্বং প্রাণবল্লভা । অতঃ সঙ্গঃ পরিত্যাজ্যে দুষ্ঠানাং সর্বদৈব হি ।
 ইত্যুক্ত্বা কোপভবনং প্রবিষ্টা সহসা রুধা ॥৭৮॥ দুঃসঙ্গী চ্যবতে স্বার্থাদ্যথেয়ং রাজকন্যকা ॥ ৮৩ ॥
 বিমুচ্য সর্বারতরণং পরিকীর্য্য সমন্ততঃ ।
 ভূমৌ শয়ানা মলিনা মলিনাস্বরধারিণী ॥৭৯॥
 প্রোবাচ শৃণু মে কুজো যাবদ্রামো বনং ব্রজেৎ ।
 প্রাণাং স্ত্যক্তেহথবা বক্রে শয়িষ্যে তাবদেব হি ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উদ্যমহেশ্বর সন্মানে
 অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তোমার সন্তোষার্থ অভিষ্টদানে সত্যপ্রতিজ্ঞা করিবেন, তৎ-
 কালে ঐ বরদয়দ্বারা ভরতের রাজ্যাভিষেক ও চতুর্দশবর্ষ
 শ্রীরামের বনবাস প্রার্থনা করিবে। কৈকয়নন্দিনী মহারার এই
 সকল নৃশংসতাপূর্ণ বচনাবলীকে হিতকর এবং প্রিয়তরজ্ঞান
 করিলেন, কহিলেন মহারে, তোমার এইরূপ বুদ্ধির প্রতিভা
 কিরূপে হইল। যদি আমার ভরত রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন,
 তাহা হইলে তোমার বুদ্ধির অহরূপ পারিতোষিক প্রদান
 করিব। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম তোমাকে শত
 প্রামপ্রদান করিয়া সন্তোষ লাভ করিব। অনন্তর সর্বারতরণ-
 পরিচ্যুতা মলিনবসনা কৈকেয়ী ক্রোধানাগার মধ্যে ভূমিশয়া-
 গ্রহণ করিলেন। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। কহিলেন মহারে,

এই শয়ন করিলাম। শ্রীরামের বনগমন করাইব নতুবা প্রাণ-
 ত্যাগ করিব, এই শয্যা হইতে উঠিব না। ৮০। অনন্তর মহিবি,
 তোমার অবশ্রুই কল্যাণ হইবে, এই কথা বলিয়া মহারা প্রস্থান
 করিলেন। ৮১। সুধীর অতিদয়ালু এবং বহুগুণ বিশিষ্ট ও
 আচারযুক্ত নীতিবেত্তা এবং গুরুসেবাপর বিদ্যা বিবেকী ব্যক্তি ও
 পাপমতিদুষ্টির সহবাসে পাপবুদ্ধির অহুসারী হইয়া ক্রমশঃ
 দুষ্টপদবীতে পদার্পণ করিয়া থাকে। ৮২। অতএব দুষ্টজন-
 ংসর্গ সর্বদা পরিহার্য্য দুষ্টসংসর্গী ব্যক্তির স্বার্থ হইতে পরিচ্যুত
 হয়, কৈকেয়ী তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হইয়াছেন। ৮৩।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত অধ্যায়রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে
 দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োধ্যায়ঃ।

॥মহাদেব উবাচ।

ততো দশরথো রাজা রামাভ্যুদয়কারণং।

আদিশ্য মন্ত্ৰীপ্রকৃতিঃ সানন্দো গৃহমাবিশং ॥১।

তত্রাদৃষ্ট্বা শ্রিয়াং রাজ্য কিমেতদिति বিস্মলঃ।

যা পুরা মন্দিরং তস্যাঃ প্রবিক্ষে ময়ি শোভনা ॥২।

হসন্তী মামুপায়াতি সা কিং নৈবাদ্য দৃশ্যতে।

ইত্যাত্মন্যেব সংচিন্ত্য মনসাতি বিদূরতা ॥৩।

পপ্রচ্ছ দাসীনিকরং কুতো বঃ স্বামিনী শুভা ?।

নায়াতি মাং যথা পূর্বং মৎপ্রিয়া প্রিয়দর্শনা ॥৪।

রাজা দশরথ শ্রীরামের অভ্যুদয়ার্থ অমাত্যবর্গকে আদেশ করিয়া বিশ্রামবাসনায় কৈকেয়ীমন্দিরে আগমন করিলেন এবং সে স্থানে প্রেয়সীকে পূর্ববৎ অবলোকন করিয়া বিকলাস্ত-করণে চিন্তা করিতে লাগিলেন। একি সেই সর্বশৃণালঙ্কৃত জীবিতেশ্বরী মহিষী অসময় নিজভবনশূন্য করিয়া কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, পূর্বে যিনি আমাকে অন্তঃপুর সমাগত দেখিবামাত্র সমাগতা হইয়া সহাস্তবদনে সাদর সম্ভাষণ করিতেন, এইকণে সেই প্রিয়তমা কোথায়, তদাভাবে অন্তঃপুর শূন্যময় দেখিতেছি, রাজা মনে মনে এরূপ নানা তর্ক করিয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিচারিকে তোমাদিগের রাজ-মহিষী কোথায়! দাসী কহিল, মহারাজ! দেবী ক্রোধভবনে প্রবেশ করিয়াছেন, আমরা ইহার কারণ কিছুই জানিনা। জ্ঞানপনি সেই স্থানে গমন করিলে সকল বিবরণ জানিতে পারি-বেন, রাজা দশরথ ভীতান্তঃকরণে ক্রোধ ভবনে প্রবেশানন্তর নিজহস্তদ্বারা কৈকেয়ীর গাত্রস্পর্শ করিয়া কহিতে লাগিলেন। ১।

তামুচুঃ ক্রোধভবনং প্রবিক্টা নৈব বিদ্বাহে।

কারণং তত্রদেব! ত্বং গত্বা নিশ্চেতুমহ'সি ॥৫।

ইতুক্তো ভয়সন্ত্রস্তো রাজা তস্যাঃ সমীপগঃ।

উপবিশ্য শনৈর্দেহং স্পৃশ্যৈ পাগিনাহব্রবীৎ ॥৬।

১২। ৩। ৪। ৫। ৬। প্রিয়ে! অন্য কি কারণে তুমি রত্নপর্য্যক পরিহার করিয়া ভূপৃষ্ঠে শয়ান রহিয়াছ। হে ভীক! তুমি আমার সহিত আলাপ করিতেছ না। এজন্য হৃদয়ে বেদনা পাইতেছি। হে চারুভাষিণি! তুমি কি নিমিত্ত মহামূল্য রত্নাভরণাদি পরি-ত্যাগ করিয়া মলিনাশ্রধারণ করিয়াছ আমার নিকট সকল প্রকাশ কর, এক্ষণেই আমি তোমার অভিলষিত সম্পাদন করিব। হে চার্ক্যাদি! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যে পুরুষেরা স্ত্রীজাতি তোমার অনভিমত কার্য্য করিয়া ক্রোধোদ্বীপন করা-ইয়াছে, সে ব্যক্তি এই দণ্ডে দণ্ডনীয় অথবা বধ্য হইবে। হে দেবি! তোমার যাহাতে শ্রীতি হয়, তাহা হ্রস্ত হইলেও সিদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। প্রিয়ে! তুমি আমার অন্তঃকরণ বিশেষ অবগত আছ। আমাকেও আজ্ঞাকারী বলিয়া জানিতেছ, তবে কি হেতু আমাকে থির করিতেছ ও আপনি বৃথা পরি-শ্রম স্বীকার করিতেছ। দেবি! তুমি অহুমতি কর, তোমার কোন প্রিয়কারী দরিদ্রকে ধনবান করিব, এবং তোমার অহিত-কারী কোন ধনবানকে নিধন করিব, এবং তোমার কোন অহিতকর অবধ্য ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিব অথবা তোমার প্রিয়-কারী কোন বধাহব্যক্তিকে রাজদণ্ড হইতে মুক্ত করিব। প্রিয়ে! অধিক কি বলিব তোমার নিমিও আমি প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি এবং প্রাণাধিক প্রিয়তম শ্রীরামের উপর শপথ করিয়া বলিতেছি, যে তোমার যাহাতে শ্রীতি হয়, তাহাই করিব। কৈকেয়ী রাজা দশরথের এইরূপ শপথবাক্য শ্রবণানন্তর নেত্র জ্বলমার্জ্জন করিয়া কহিলেন—মহারাজ!

কিং শেষে বনুধাপৃষ্ঠে ? পর্য্যঙ্কাদীন্ বিহায়চ ।

দেবাসুরে যুদ্ধে ময়া ত্বং পরিরক্ষিতঃ ।

মাং ত্বং খেদয়সে ভীকু যতো মাং নাবভাষসে ॥৭॥

তদা বরদ্বয়ং দত্তং ত্বয়া মে তুষ্টচেতসা ॥ ১৭ ॥

অলঙ্কারং পরিত্যজ্য ভূমৌ মলিনবাসসা ।

তদ্বয়ং ন্যাস ভূতং মে স্থাপিতং ত্বয়ি সুব্রত ।

কিমর্থং ক্রহি সকলং বিধাস্যে তব বাঞ্ছিতং ॥৮॥

তত্রৈকেন বরেণাশু তরতং মে প্রিয়ং স্মৃতং ॥৮॥

কো বা তবাহিতং কৰ্ত্তা নারী বা পুরুষোহপি বা ।

এতিঃ সম্ভূতসম্ভারৈর্যৌবরাজ্যেহভিষেচয় ।

স মে দণ্ডাশ্চ বধ্যাশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৯॥

অপরেণ বরেণাশু রামো গচ্ছতু দণ্ডকান্ ॥১৯ ॥

ক্রহি দেবি ! যথা প্রীতিসুদবশ্যং মমাগ্রতঃ ।

মুনিবেশধর শ্রীমান্ জটাবন্ধল ভূষণঃ ।

তদিদানীং সাধয়িষ্যে সূদূল'ভ মপি ক্ষণাৎ ॥১০॥

চতুর্দশসমাস্ত্র কন্দমূলফলাশনঃ ॥ ২০ ॥

জানাসি ত্বং মম স্বাস্ত্রং প্রিয়ং মাং স্ববশে স্থিতং ।

পুনরারাতু তস্যাশ্বে বনে বা তিষ্ঠতু স্বয়ং ।

তথাপি মাং খেদয়সে ব্রথা তব পরিশ্রমঃ ॥১১॥

প্রভাতে গচ্ছতু বনং রামো রাজীবলোচনঃ ॥২১॥

ক্রহি ? কং ধনিং কুর্যাং দরিদ্রং তে প্রিয়ঙ্করং ।

যদি কিঞ্চিং বিলম্বত প্রাণাং স্ত্যক্ত্যে তবাগ্রতঃ ।

ধনিং ক্ষণমাত্রেন নিধনঞ্চ তবাহিতং ॥১২॥

তব সত্য প্রতিজ্ঞস্তু মেতদেব মমপ্রিয়ম্ ॥ ২২ ॥

ক্রহি ? কং বা বধিষ্যামি বধাহে' বা রিমোক্ষ্যতে ।

মদমুষ্টিত সেবাবারা সমুষ্টি হইয়াছিলেন, এবং অযাচিত হইয়াও

কিমত্র বহুনোক্তেন প্রাণাং দাস্যামি তে প্রিয়ে ১৩

সদভিলষিত বরদ্বয়প্রদানে প্রস্তুত হইয়াছিলেন । আমি তৎ-

মমপ্রাণাৎ প্রিয়তরো রামো রাজীবলোচনঃ ।

কালে ঐ বরদ্বয় আপনার নিকট গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছিলাম ।

তস্যোপরি শপে ক্রহি ত্বদ্বিতং তৎকরোম্যহং ॥১৪॥

এক্ষণে তাহার কার্যোপস্থিত হইয়াছে, অতএব মহারাজ প্রতি-

ইতি ক্রবাণং রাজানং শপস্তুং রাঘবোপরি ।

জ্ঞত বরদ্বয় প্রদানদ্বারা আমাকে চরিতার্থ করুন ॥ প্রার্থনীর

শনৈর্কিমৃজ্য নেত্রে সা রাজানং প্রত্যভাষত ॥১৫॥

বিষয় প্রকাশ করিতেছি—এক বরদ্বারা শ্রীরামের চতুর্দশ বর্ষ বন-

যদি সত্যপ্রতিজ্ঞোহসি শপথং কুরুষে যদি ।

বাস অপর বরদ্বারা ভরতের রাজ্যভিষেক হয়, এই কার্যদ্বয়

যাচ্ঞাং মে সফলাং কৰ্ত্তুং শীঘ্রমেব ত্বমহ'সি ॥১৬॥

মহারাজেরই ইচ্ছাধীন শ্রীরাম চতুর্দশ বর্ষান্তে পুনঃ প্রত্যাগমন

করুন, অথবা মুনিবেশ ও জটাবন্ধগধারী হইয়া কন্দমূল ফলাদি

ভক্ষণদ্বারা দণ্ডকারণ্যে কালাতিপাত করুন তদ্বিষয় আমার

কোন আপত্তি নাই । হে সত্য প্রতিজ্ঞ, রজনীপ্রভাত হইলেই

রাজীবলোচন রাম দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করুন, বিলম্ব হইলে

আমি আপনার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব ॥ আমি

স্বার্থপরায়ণ হইয়া আপনার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি

ইহা বিবেচনা করিবেন না, আপনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গজন্য পাপে

কলঙ্কিত না হন ইহা আমার অভিপ্রেত জানিবেন । ১৭ । ১৮ ।

১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । রাজা কৈকেয়ীর অতিদারুণ ও রোম-

আপনি যদি সত্য প্রতিজ্ঞ হন, তবে আমার একটি প্রার্থনা
সফল করুন । ৭ । ৮ । ৯ । ১০ । ১১ । ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ ।
১৬ । পুরাকালে দেবাসুর সংগ্রামে বিপ্লবিত শরীর হইয়া

শ্রুতৈতদদারুণং বাক্যং কৈকেয়া রোমহর্ষণং ।

নিপপাত মহীপালো বজ্রাহত ইবাচন ॥২৩॥

শনৈরুন্মীল্য নয়নে বিমূঢ়্য পরয়া তিয়া ।

দুঃস্বপ্নো বা ময়া দৃষ্টো হৃথবা চিত্তবিলম্বঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যালোক্য পুরঃ পত্নীং ব্যাঘ্রীমিব পুরঃস্থিতাং ।

কিমিদং ভাষসে ? ভদ্রে মম প্রাণহরং বচঃ ॥২৫॥

রামঃ কমপরাধং তে ক্রুতবান্ কমলেক্ষণঃ ।

মমাগ্রে রাঘব গুণান্ বর্ণয়স্য নিশং শুভান্ ॥২৬॥

কৌশল্যাং মাং সমং পশ্যান্ শুশ্রুষাং কুরুতে সদা ।

ইতি ক্রবন্তী ত্বং পূৰ্ব্বমিদানীং ভাষসেহনাথা ॥২৭॥

রাজ্যং গৃহাণ পুজায় রামস্তিষ্ঠতু মন্দিরে ।

অনুগৃহীষু মাং বামে রামান্নাস্তি ভয়ং তব ॥২৮॥

ইত্যুক্ত্বা হ্রস্বপরীতাক্ষঃ পাদয়োনিপপাতহ ।

কৈকেয়ী প্রত্যুবাচেদং সাপি রক্তান্বলোচনা ॥২৯॥

রাজেন্দ্র কিং ত্বং ভ্রাত্যোহসি উক্তং তদ্ভাষসেহনাথা

মিথ্যাকরোষিচেৎস্বীয়ং ভাষিতং নরকোভবেৎ ॥ ৩০ ॥

বনং ন গচ্ছেৎ যদি রামচন্দ্রঃ

প্রভাতকালেহজিনচীরযুক্তঃ ।

উদ্বন্ধনং বাবিষভক্ষণং বাকৃত্যমরিষ্যে পুরতস্তবাহং ৩১

সত্য প্রতিজ্ঞোহহমভীহলোকে

বিড়ম্বসে সর্বসভাস্তরেষু ।

রামোপরি ত্বং শপথং চ কৃত্বা মিথ্যা প্রতিজ্ঞো

নরকং প্রয়াহি ॥ ৩২ ॥

ইত্যুক্তঃ প্রিয়য়া দীনো মগ্নো দুঃখার্ণবে নৃপঃ ।

মূচ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ বিসংজ্ঞো মৃতকো যথা ॥

হর্ষণ বচন শ্রবণ করিয়া বজ্রাহত ভূখরের ত্রায় মেদিনীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন ২৩ । কিরংক্ষণ পরে সত্যে নয়নদ্বয়ের উন্মীলন ও হস্তদ্বারা মার্জন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ঋষি কি অদ্য দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলাম—অথবা বার্ক্যাবশতঃ ভ্রান্তি হইয়া থাকিবে। পুনর্বার দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাঘ্রীর ম্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মানা কৈকেয়ীকে অবলোকন করত পূর্ববদ্বিষাদ পূর্ণান্তঃকরণে কহিলেন। হে ভদ্রে। ঐকি তুমি বাক্যদ্বারা আমার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছ ! রাজীবলোচন রাম তোমার নিকট কি অপরাধী হইয়াছে ? পূর্বে তুমি আমার নিকট জীরামের কতই প্রশংসা করিতে এবং কৌশল্যা নির্বিশেষে তোমার শুশ্রুষা করায় জীরামের প্রতি কতই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছ, এক্ষণে কি হেতু ভাষার বিপরিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে চাকভাষিনি ভরতের নিমিও রাজ্য গ্রহণ কর, আমি এই দণ্ডেই প্রদান করিতেছি, জীরামের বনগমন প্রার্থনার পরাধু্য হও। হে বামলোচনে, তুমি আমারও জীরামের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশ

কর, একজনবল্লভরাম হইতে তোমার কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই। রাজা অশ্রুপূর্ণলোচনে এইরূপ বলিতে বলিতে কৈকেয়ীর পাদদ্বয়ে পতিত হইলেন, কৈকেয়ী আরক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মহারাজ আপনি ভ্রান্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে উত্তত হইয়াছেন, জানী হইয়া মিথ্যাবাদীদিগের পদবীতে পদার্পণ করিতেছেন। যাহাহউক আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আগামী প্রভাতে যদি জীরামচন্দ্র জটাবক্ষণ ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন না করেন, তাহা হইলে আমি উদ্বন্ধন অথবা বিষভক্ষণ দ্বারা প্রাণপরিযোগ করিব। তুমি স্বয়ং আপনাকে সত্যবাদী বলিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিয়া থাক; কিন্তু এক্ষণে রামের উপর শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন দোষে নিরয়গামী হইতেছ ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। রাজা কৈকেয়ীর এইরূপ বচনানলে দগ্ধ হইয়া ঘোরদুঃখার্ণবে মগ্ন ও ভূমিশয্যায় মূচ্ছিত হইলেন এবং একরাত্রিক সংবৎসর তুল্য জ্ঞান করিয়া

এবং রাজির্গতা তস্মা হুঃখাৎ সম্বৎসরোপমা ।
 অরুণোদয়কালেতু বন্দিনো গায়কা জগুঃ । ৩৪ ॥
 নিবারয়িত্বা তান্ সৰ্বান্ কৈকেয়ীরোষমাস্থিতা ।
 ততঃ প্রভাত সময়ে মধ্যাক্ষমুপস্থিতা ॥ ৩৫ ॥
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ঋষয়ঃ কন্যাকান্তথা ।
 ছত্রঞ্চ চামরং দিব্যং গজোবাজী তথৈব চ ॥ ৩৬ ॥
 অন্যাশ্চ বারযুখ্যা যাঃ পৌরজানপদাস্তথা ।
 বশিষ্ঠেন যথাক্ষপ্তং তৎসৰ্বং তত্রসংস্থিতং ॥ ৩৭ ॥
 স্ত্রিয়ো বালাস্চ বৃদ্ধাশ্চ রাত্ৰৌ নিদ্রাং ন লেভিরে ।
 কদা দ্রক্ষ্যামহে রামং পীতকৌশেয়বাসসং ॥ ৩৮ ॥

কথঞ্চিৎ অতিবাহিত করিলেন অরুণোদয়কালে বন্দিগণ জুতি পাঠ আরম্ভ করিল । ৩৩। ৩৪। কৈকেয়ী রোষসহকারে তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন । এদিকে কুলগুরুবশিষ্ঠ দেবের আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ঋষিগণ ও ষোড়শ সৌর-কন্যা স্বেতচ্ছত্র দিব্য চামর গজবাজি প্রভৃতি রাজভোগ্য বস্ত্র সকল ও অন্যান্য বারাজনাগণ ও জানপদবৃন্দ সকলে সমবেত হইয়া রাজবাটীর মধ্য কক্ষে উপস্থিত হইলেন । ৩৫। ৩৬। ৩৭। গত রজনীতে নিদ্রা দেবী বালরুদ্ধ ও স্ত্রীজ্যতি প্রভৃতি কাহারও নয়নস্পর্শ করিতে পারে নাই, কারণ তাহারা শয্যা-শয়ান হইয়া সতত চিন্তা করিয়াছিলেন যে শতকন্দর্পকমনীয় নবদুর্কাদলশ্যাম রাজীবলোচন রাম পীতাস্বর ও কোমল প্রভৃতি নানাবিধ রত্নাভরণে বিভূষিত হইয়া সতাস্য বদনে গজরাজপৃষ্ঠে কখন আরোহণ করিবেন তাঁহার শিরস্থিত রাজমুকুটের সমুজ্জল প্রভাষ দশদিক আলোকময় হইবে। শুভ-লক্ষণ সম্পন্ন সুকুমার লক্ষ্মণ তাঁহার অভিষিক্ত মন্তকোপরি স্বেতচ্ছত্র ধারণ করিবেন কখনইবা প্রভাত হইবে আমরা সেই নয়নানন্দবর্জন অভূতপূর্ব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিব অতরাং এই সকল চিন্তার সঞ্চারেই রজনীজাগরণ করিয়া ওৎসুক্য বশত প্রভাত হইতে না

সর্বাতরণসম্পন্নং কিরীটকটকোজ্জ্বলং ।
 কোমলভাতরণং শ্যামং কন্দর্পশতসুন্দরং ॥ ৩৯ ॥
 অভিষিক্তং সমায়াতং গজাকটং স্মিতাননং ।
 স্বেতচ্ছত্রধরং তত্র লক্ষ্মণং লক্ষণাস্থিতং ॥ ৪০ ॥
 রামং কদা বা দ্রক্ষ্যামঃ প্রভাতং বা কদা ভবেৎ ।
 ইত্যুৎসুকধিয়ঃ সর্ক বভূবুঃ পুরবাসিনঃ ॥ ৪১ ॥
 নেদানীমুখিতো রাজা কিমর্থঞ্জেতি চিন্তয়ন্ ।
 সুমন্ত্রঃ শনকৈঃ প্রায়াত্তত্র রাজাবতিষ্ঠতে ॥ ৪২ ॥
 বর্জয়ন্ জয়শব্দেন প্রণমন্ শিরসা নৃপং ।
 অতিথিভ্যং নৃপং দৃষ্ট্য কৈকেয়ীং সমপৃচ্ছত ॥ ৪৩ ॥
 দেবি কৈকেয়ি! বধ'স্ব কিং? রাজা দৃশ্যতেহন্যথা ।
 তমাহ কৈকয়ী রাজা রাত্ৰৌ নিদ্রাং ন লব্ধবান্ ॥ ৪৪ ॥
 রাম রামেতি রামেতি রামমেবানুচিন্তয়ন্ ।
 প্রজাগরেণ বৈ রাজা হস্বস্ব ইব লক্ষ্যতে ।
 রামমানয় শীঘ্রং ত্বং রাজা! দ্রষ্টুমিহেচ্ছতি ॥ ৪৫ ॥

হইতেই জীৰামদর্শনার্থ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন । এই সময়ে মন্ত্রী প্রধান সুমন্ত্র মহারাজের সমাগমন না দেখিয়া চিন্তিতাত্ত্বকরণে অন্তঃপুরমধ্যে রাজসন্নিধানে গমন করিলেন, এবং মহারাজের জয়হউক বলিয়া প্রণাম করিলেন । রাজা কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না । সুমন্ত্র অবস্থাদর্শনে রাজাকে অতি থিন্ন বিবেচনা করিয়া কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। দেবি! অন্য উৎসব সময়ে মহারাজকে মগ্ন দেখিতেছি। কৈকেয়ী কহিলেন—সুমন্ত্র, গতরাত্রিতে মহারাজ জীৰামেরই শুভাশুভ-চিন্তা করত জাগরণ করিয়াছেন, অতএব অসুস্থের ন্যায় োদ হইতেছে, তুমি শীঘ্র জীৰামকে এস্থানে আনয়ন কর । মহারাজ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন । ৪৪। ৪৫।

সুমন্ত্র উবাচ।

অশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি।
তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণো বাক্যং রাজ্যামন্ত্রিণমব্রবীৎ ॥৫৬॥
সুমন্ত্র! রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রমানয় সুন্দরং।
ইত্যুক্তস্তুরিতং গত্বা সুমন্ত্রো রামমন্দিরং ॥৫৭॥
অবারিতঃ প্রবিষ্টোহয়ং তুরিতং রামমব্রবীৎ।
শীঘ্রমাগচ্ছ ভদ্রং তে রাম! রাজীবলোচন! ॥৫৮॥
পিতুর্গেহং ময়্যাসীদং রাজ্যং ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।
ইত্যুক্তো রথমারুহ সন্ত্রমাং তুরিতো বযৌ ॥৫৯॥
রামঃ সারথিনা সার্কং লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
মধ্যাক্ষে বশিষ্ঠাদীন্ পশুন্নেব ত্বরাস্থিতঃ ॥৬০॥

সুচতুর সুমন্ত্র কহিলেন ভামিনি প্রচুর বাক্য শ্রবণ না করিয়া কি হেতু ঐরামকে আনয়ন করিব, রাজ্য মন্ত্রীবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র প্রাণাধিক ঐরামকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি, শীঘ্র আনয়ন কর, সুমন্ত্র রাজকর্ষক আদিষ্ট হইয়া অবারিতদ্বার ঐরামভবনে প্রবেশ করিলেন এবং ঐরাম-চন্দ্রকে কহিলেন হে রাম! মহারাজ তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, শীঘ্র আগমন কর। ঐরামচন্দ্র পিতার আজ্ঞা শ্রবণমাত্র ব্যাগ্র হইয়া লক্ষ্মণের সহিত সুমন্ত্র চালিত-রথে আরোহনপূর্বক গমন করিলেন, মধ্যাক্ষে সমুপস্থিত বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে কার্য্যানুরোধবশত অতিক্রম করিয়া সত্ত্বর পিতৃভবনে গমন করিলেন। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। এবং পিতৃদেবের চরণ বন্দন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজ্য দশরথ ঐরামকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত গাত্রোথান করিয়া বাহুদ্বয় বিস্তার করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই আশা বিফল হইল, যেহেতু অশ্রুধারা নয়নদ্বয়কে সহসা কঙ্ক করিয়া মহারাজের দর্শনশক্তির প্রতিবন্ধক হইল। রাজ্য সেই ক্ষণে সমস্ত শূন্যময় অবলোকন করিয়া ভূমিতে পতনোন্মুখ

পিতুঃ সমীপং সঙ্গম্য ননাম চরণৌ পিতুঃ।

রামমালিঙ্কিতুং রাজ্য সমুখায় সসন্ত্রমঃ ॥৫১॥

বাকুপ্রসার্য্য রামেতি দুঃখান্মধো পপাত হ।

হাহেতি রামস্তং শীঘ্রমালিঙ্ক্যাক্ষে ন্যবেশয়ৎ ॥৫২॥

রাজানং মুচ্ছিতং দৃষ্ট্বা চুক্রশুঃ সর্কয়োষিতঃ।

কিমর্থং রোদনমিতি বশিষ্ঠোহপি সমাবিশৎ ॥৫৩॥

রামঃ পপ্রচ্ছ কিমিদং রাজ্ঞো দুঃখস্ত কারণং।

এবং পৃচ্ছতি রামে সা কৈকেয়ী রামমব্রবীৎ ॥৫৪॥

তমেব কারণং হত্ব রাজ্ঞো লুঃখোপশান্তয়ে।

কিঞ্চিৎ কার্য্যং ত্বয়া রাম! কর্তব্যং নৃপতেহি'তং ॥৫৫॥

হইলেন। ঐরামচন্দ্র হা মহারাজ বলিয়া পিতাকে মুচ্ছাবস্থায় নিজকোড়ে ধারণ করিলেন, পুরনারীগণ রাজ্যকে মুচ্ছিত দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেব মধ্যাক্ষ হইতে পুরনারীগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সত্ত্বর আগমন করিলেন। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ঐরামচন্দ্র মহারাজের আকস্মিক দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈকেয়ী কহিলেন ঐরাম তুমিই এক্ষণে মহারাজের দুঃখশান্তির উপায় হইয়াছ, অতএব মহারাজের কিঞ্চিৎ হিতকার্য্য কর, তুমি সত্য প্রতিজ্ঞা বিয়া বাল্যকালে খ্যাতিলাভ করিয়াছ, এক্ষণে পিতাকে সত্যবাদী কর, পূর্বে মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে অভি-লম্বিত বরদ্বয় প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, মহারাজের ঐ সত্য রক্ষা তোমারই অধীন, রাজ্য স্বয়ং বলিতে লজ্জিত হইতেছেন। হে ক্ষত্রিয়বর সত্যপাশবদ্ধ রুদ্ধ পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর যে সন্তান পুত্রাম নরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করে সেই ব্যক্তি পুত্র শব্দের বাচ্য হইয়া থাকে। ঐরামচন্দ্র কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্লাহতের ন্যায় বাথিতান্তঃকরণে কহিলেন মাভঃ! আমাকে আপনি কি উপদেশ দিতেছেন আমি পিতার নিমিত্ত জীবনপর্য্যন্ত দান করিতে পারি এবং উদ্ধার ও নিষ্পানেও প্রস্তুত আছি। জানকী ও গর্ভধারিণী কৌশল্যা, এবং সাত্রাজ্য সমস্ত পরি-ত্যাগ করিতে পারি। যে পুত্র পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া

কুরু সত্যপ্রতিজ্ঞস্বং রাজ্ঞানং সত্যবাদিনং ।

রাজ্ঞা বরদ্বয়ং দত্তং মম সন্তুষ্টচেতসা ॥৫৬॥

হৃদধীনং তু তৎসর্বং বক্তুং ত্বাং লজ্জতে নৃপঃ ।

সত্যপাশেন সমন্ধং পিতরং ত্রাতুমহঁসি ॥৫৭॥

পুঞ্জশব্দেন চৈতদ্ধিনরকাজায়তে পিতা ।

রামস্তয়োদিতং শ্রুত্বা শূলেনাভিহতো যথা ॥৫৮॥

ব্যথিতঃ কৈকরীং প্রাহ কিং মামেবং প্রভাষসে ।

পিত্রর্থে জীবিতং দাশু পিবেয়ং বিষমূলবণং ॥৫৯॥

সীতাং ত্যক্তোথ কৌশল্যাং রাজ্যাং চাপিত্যজাম্যহং

অনাজ্ঞপ্তোহপি কুরুতে পিতুঃ কার্য্যং স উত্তমং ॥৬০॥

উক্তঃ করোতি যঃ পুত্রঃ সমধ্যম উদাহৃতং ।

উক্তোহপি কুরুতে নৈব সপুত্রো মল উচ্যতে ॥৬১॥

অতঃ করোমি তৎ সর্বং যন্মামাহ পিতামম ।

সত্যং সত্যং করোমেব রামো দ্বিনাভিভাষতে ॥৬২॥

ইতি রাম প্রতিজ্ঞাং সা শ্রুত্বা বক্তুং প্রচক্রমে ।

রাম ! ত্বরতিষেকার্থং সস্তারাঃ সন্তৃতাস্চ যে ॥৬৩॥

তৈরেব তরতোহবশ্য মতিষেচ্যঃ প্রিয়ো মম ।

অপরেণ বরেণ'শ্চ চীরবাসা জটাদরঃ ॥ ৬৪ ॥

আজ্ঞাপ্রতীক্ষা করে না সে উত্তম সন্তান, যে ব্যক্তি আজ্ঞানু-
সারে পিতৃবাক্য রক্ষাকরে সে মধ্যম, যে ব্যক্তি আদিষ্ট হইয়া
পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করে সেই সন্তান বিষ্ঠাদির ন্যায় পিতার
মলমাত্র অতএব আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি পিতা আমাকে
যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহা কৃতার্থ হইয়া মস্তকে গ্রহণ
করিব রামচন্দ্র স্বীকৃতবিষয়ে কখনই অন্যথা বাক্য বলিবেন
না । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ । ৫৯ । ৬০ । ৬১ । ৬২ । ৬৩ ।
রামচন্দ্রের এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ী

বনং প্রয়াহি শীঘ্রং ত্বমষ্টৌব পিতুরাজ্ঞয়া ।

চতুর্দশ সমাস্ত্রয় বস মুন্য়ান্নভোজনঃ ॥ ৬৫ ॥

এতদেব পিতৃস্তুহৃদ্য কার্য্যং ত্বং কর্তু মহঁসি ।

রাজাতু লজ্জতে বক্তুং ত্বামেবং রঘুনন্দন ॥৬৬॥

শ্রীরাম উবাচ ।

ভরতশ্চৈব রাজ্যং শ্রাদ্ধং গচ্ছামি দণ্ডকান্ ।

কিন্তু রাজা ন বস্তীহ মাং ন জানেহত্রকারণং ॥৬৭॥

কহিলেন, হে রাম তোমার অভিষেকার্থ যে সকল বস্ত্র আচ্ছত
হইয়াছে ঐ সমুদায় বস্ত্র আমার প্রিয় সন্তান ভরতের
রাজ্যাভিষেক সাধন হউক এবং তুমি মুনিবেশ ও জটাবল্কল
ধারণ করিয়া চতুর্দশ বর্ষ দণ্ডকারণে বাস কর; তোমার
পিতার এইরূপ অভিপ্রায় তুমি এক্ষণে স্মরণ কর, মহারাজ
তোমাকে স্বয়ং বলিতে লজ্জিত হইতেছেন। শ্রীরাম কহিলেন
ভরতের রাজ্য হউক আমি বনগমন করিতে প্রস্তুত আছি,
তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু পিতা যে আমাকে কোন
আজ্ঞা করিতেছেন না, ইহার কারণ কি । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ ।
শ্রীরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথ দুঃখি-
ভাস্তঃকরণে কহিলেন। বৎস রাম! কুপণ্য আমি স্ত্রৈণ এবং
জান্তচিত্ত পিতার নিগ্রহ করিয়া এই সাত্রাজ্য গ্রহণ কর,
তাহাতে তোমার পাপস্পর্শ হইবে না, আমাকেও মিথ্যা
প্রতিজ্ঞাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না। হা রাম! হা
প্রাণবল্লভ! হা জগন্নাথ! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি
কিভাবে যোর অরণ্য গমনে সম্মত হইতেছ, রাজা এইপ্রকার
বিলাপ সহকারে শ্রীরামকে আলিঙ্গন করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন
করিতে লাগিলেন, নীতিজ্ঞ রাম হস্তদ্বারা পিতার সজ্জননয়ন
মুখ্য পরিয়া ঘাস্থাস বাক্যে কহিলেন তাত! রোদন করিতে-
ছেন কেন? আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া পুনর্বীর অযোধ্যায়
আগমন করিব, আপনার আশীর্বাদে রাজ্যাপেক্ষা অরণ্যে
অধিক স্নান ও পিতৃ সত্যপালনস্বরূপ মহৎকার্য্য সাধন হইবে।
কৈকেয়ী দেবীরও প্রিয়তম কার্য্যসাধন ও হৃদয়জর অপনীত

শ্রুত্বৈতদ্ভাবচমং দৃষ্ট্বা রামং পুরস্থিতং ।
 প্রাহরাজাদশরথো দুঃখিতোহুঃখিতং বচঃ ॥ ৬৮ ॥
 স্ত্রীজিতং ভ্রাতৃহৃদয়মুন্মার্গপরিবর্তিতং ।
 নিগৃহ্য মাং গৃহাগেদং রাজ্যং পাপং ন তদ্ভবেৎ ॥ ৬৯ ॥
 এবং চেদনৃতং নৈব মাং স্পৃশেদ্রঘুনন্দন ।
 ইত্যুক্ত্বা দুঃখসন্তপ্তো বিললাপ নৃপসুতা ॥ ৭০ ॥
 হা রাম ! হা জগন্নাথ ! হা মম প্রাণবল্লভ ! ।
 মাং বিসৃজ্য কথং ঘোরং বিপিনং গন্তুমহঁসি ॥ ৭১ ॥
 ইতি রামং সমালিঙ্গ্য মুক্তকণ্ঠো রুরোদহ ।
 বিসৃজ্যনয়নে রামঃ পিতুঃ সজ্জলপাণিনা ॥ ৭২ ॥
 আশ্বাসয়ামাস নৃপং শনৈঃ সনয়কোবিদঃ ।
 কিমত্র হুঃখেন বিতো ! রাজ্যং শামতুমেহজঃ ॥ ৭৩ ॥
 অহং প্রতিজ্ঞাং নিস্তীৰ্ঘ্য পুনর্যাস্থামি তে পুরং ।
 রাজ্যং কোটিগুণং সৌখ্যং মম রাজন্ বনে সতঃ ॥
 ত্বং সত্যপালনং দেব কার্য্যং চাপি ভবিষ্যতি ।
 কৈকেয্যাশ্চ প্রিয়োরাজন বনবাসো মহাগুণঃ ॥ ৭৫ ॥
 ইদানীং গন্তুমিচ্ছামি ব্যেতুমাভুশ্চ হৃজ্জরঃ ।
 সস্ত্রায়াশ্চোপক্ৰীয়স্তামভিবেকার্থমাগতাঃ ॥ ৭৬ ॥

: অভিযেকোদ্যোগ স্তুগিত হউক, মাতা কোশল্যাকে আশ্বাস
 দেয়া দ্বারা ও জানকীকে অনুনয় দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া আপনার
 কলরবিন্দ বন্দনা পূর্বক স্বহাস্যে অদ্যই বন গমন করিব । ৬৮ ।

মাতরং চ সমাশ্বাস্ত্র অনুনীয় চ জানকীং ।
 আগত্য পাদৌবন্দিত্বা তব যাস্তে স্মৃখং বনং ॥ ৭৭ ॥
 ইত্যুক্ত্বা তু পরিক্রম্য মাতরং দ্রষ্টুমা যযৌ ।
 কৌশল্যাপি হরেঃ পূজাং কুরুতে রামকারণাৎ ॥ ৭৮ ॥
 হোমং চ কারয়ামাস ব্রাহ্মণেনৈভ্যো দদৌ ধনং ।
 ধ্যায়তে বিষ্ণুমেকাগ্রে মনসা মৌনাস্থিতা ॥ ৭৯ ॥
 অন্তস্থ মে কংঘনচিতপ্রকাশং
 নিরস্তমর্করাতিশয়ম্বকপং ।
 বিষ্ণুং সদানন্দময়ং হৃদজ্জেসা
 ভাবয়ন্তীনদদর্শরামং ॥ ৮০ ॥
 ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 অষোধ্যাকাণ্ডে তৃতীয়াধ্যায়ঃ ।

। ৬৯ । ৭০ । ৭১ । ৭২ । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ । ৭৬ । ৭৭ । শ্রীরাম
 পিতাকে এইরূপে কথঞ্চিৎ আশ্বাসিত করিয়া কোশল্যা দর্শনার্থ
 গমন করিলেন, কোশল্যা দেবীও শ্রীরামের মঙ্গলার্থে বিষ্ণুপূজা
 করিতেছেন এবং ব্রাহ্মণদ্বারা ঐ পূজাস্বহোম করাইতেছেন ।
 ব্রাহ্মণগণকে ধন বস্ত্রাদি প্রদানদ্বারা সন্তুষ্ট ও একাগ্রচিত্তে উপ-
 বেশন করিয়া ভগবচ্চরনারবিন্দ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে
 শ্রীরামচক্রে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । ৭৮ । ৭৯ । কোশল্যা-
 দেবী জ্ঞানময় সর্বাস্তর্যামী অদ্বিতীয় ও সদানন্দস্বরূপ ভগবদ্-
 বিষ্ণুকে হৃদয়পদ্মে ধারণ করিয়া বাহ্য বিষয়ক জ্ঞানে অন্ধ হইয়া
 সম্মুখস্থিত শ্রীরামচক্রে জানিতে পারিলেন না । ৮০ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে অষোধ্যাকাণ্ডে
 তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্ত ।

চতুর্থোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততঃ স্মিত্রা দৃষ্টে নং রামং রাজ্ঞীং সমস্তমা ।
কৌশল্যাং বোধয়ামাস রামোহয়ং সমুপস্থিতঃ ॥১॥
শ্রুত্বৈব রামনামৈষা বহির্দৃষ্টিপ্রবাহিতা ।
রামং দৃষ্ট্বা বিশালাক্ষমালিক্যাক্ষে ন্যবেশয়ৎ ॥২॥
মূৰ্দ্ধন্যাবস্থায় পম্পর্শ গাত্রং নীলোৎপলচ্ছবিং ।
ভুজ্জ্বপুত্রোতি চ প্রাহ মিষ্টময়ং ক্ষুধাদ্বিতঃ ॥৩॥
রামঃ প্রাহ ন মে মাততৌজ্ঞনাবসরঃ কৃতঃ ।
দণ্ডকাগমনে শীঘ্রং মম কালোহন্য নিশ্চিতঃ ॥৪॥
কৈকেয়ীবরদানেন সত্যসন্ধঃ পিতা মম ।
ভারতায় দদৌ রাজ্যং মমাপ্যারণ্যমুত্তমং ॥৫॥
চতুর্দশসমাস্ত্র জ্যৈষ্ঠা মুনিবেশধৃক্ ।
আগমিষ্যে পুনঃ শীঘ্রং ন চিন্ত্যং কর্তু মহ'সি ॥৬॥

অনন্তর স্মিত্রাদেবী জীরাংকে দর্শন করিয়া ব্যাঘ্রতা সহকারে কৌশল্যাদেবীকে প্রবেশিত করিয়া কহিলেন, দেবি! তোমার প্রাণাধিক রামচন্দ্র আসিয়াছেন কৌশল্যা। রাম নাম শ্রবণমাত্রে নয়নোন্মীলন করিয়া বিশাললোচন জীরাংকে আগির্জন করিলেন এবং নীলোৎপলদলশ্রাম জীরাংকে মস্তকোত্তর ও সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, বৎস রাম! ক্ষুধার্ত হইয়াছ এই মিষ্টান্ন গ্রহণ করিয়া ভোজন কর ॥৩॥ জীরাং কহিলেন, মাতঃ আমার ভোজনের অবসর নাই, পিতৃদেব কৈকেয়ীর অভিলষিত বরদানে প্রতিশ্রুত হইয়া ভারতকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন এবং আমাকে চতুর্দশ বর্ষ মুনিবেশ ধারণ পূর্বক দণ্ডকাগমনে অনুমতি করিয়াছেন, এইক্ষণই আমার বনগমনার্থ নিশ্চিত হইয়াছে।

তচ্ছ্রুত্বা সহসোদ্বিগ্না যুচ্ছিতা পুনরুত্থিতা ।
আহ রামং স্নদুঃখার্থা দুঃখনাগর সংপ্লুতা ॥ ৭ ॥
যদি রাম! বনং সত্যং যাসি চেন্নয়মামপি ।
তুদ্বিহীনা ক্ষণাচ্ছং বা জীবিতং ধারয়ে কথং ॥৮॥
যথা গোব'লিকং বৎসং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠেমকুত্রচিৎ ।
তথৈব ত্বাং ন শক্নোমি ত্যক্ত্বাং প্রাণাং প্রিয়ং স্মৃতং
ভরতায় প্রসম্মশেৎ রাজ্যং রাজা প্রযচ্ছতু ।
কিমর্থং বনবাসায় ত্বামাজ্ঞাপয়তি প্রিয়ং ॥১০॥
কৈকেয়া বরদো রাজা সর্বস্বং বা প্রযচ্ছতু ।
ত্বয়া কিমপরাচ্ছং হি কৈকেয়া বা নৃপশ্চ বা ॥১১॥

জননি, আপনি চিন্তা করিবেন না, পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়া অতি সত্ত্বর অযোধ্যায় আগমন করিব ॥ ৬ ॥ কৌশল্যা জীরাংকে নিদাক্ষণ বাক্য শ্রবণমাত্র যুচ্ছিতা হইলেন, কিন্তু ক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রগাঢ় শোক মস্তপ্ত অন্তঃকরণে কহিলেন, বৎস রাম! যদি পিতার আদেশানুসারে বনগমন তোমার নিত্য অভিমত হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী গমন করিও না, কারণ—বৎস বিরহিত শেখর ন্যায় তোমাকে না দেখিয়া আমি কোন স্থানেও অবস্থিতি করিতে পারিব না, ভাল রাম! রাজা যদি কৈকেয়ীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে ভারতকেই রাজ্য প্রদান করুন, কি অপরাধে তোমাকে বনবাস আজ্ঞা প্রদান করিলেন, তুমিত কখনই মহারাজের ও কৈকেয়ীর নিকট কোন অপরাধ কর নাই, হে প্রাণাধিক! পুত্রের পক্ষে জন্মদাতা অপেক্ষা গর্ভধাবিনী অধিকতর গৌরবের পাত্র তাহা তোমার অবিদিত নহে, মহারাজ

পিতা গুরুত্বা রাম ভবাহমধিকা ততঃ ।
 পিত্রাজ্ঞপ্তো বনং গন্তুং বারয়েয়মহং সূতং ॥১২॥
 যদি গচ্ছসি মদ্ধাকামুল্লজ্যাম্ নৃপবাক্যতঃ ।
 তদা প্রাণান্ পরিত্যজ্য গচ্ছামি যমসাদনং ॥১৩॥
 লক্ষ্মণোহপি ততঃ শ্রদ্ধা কৌশল্যা বচনং রুধা ।
 উবাচ রাঘবং বীক্ষ্য দহন্বিব জগজ্জয়ং ॥১৪॥
 উশ্মত্তং ভ্রান্তমনসং কৈকেয়ীবশবর্তিনং ।
 বদ্ধা নিহন্মি ভরতং তদ্বক্ষুন্ মাতুলানপি ॥১৫॥
 অদ্য পশন্তু মে শৌর্যাং লোকান্ প্রদহতঃ পুরা ।
 রাম ত্বমভিষেকায় কুরু যত্নমরিন্দমঃ ॥ ১৬॥
 ধনুস্পানিরহং তত্র নিহন্যাং বিষ্বকারিণঃ ।
 ইতি ক্রবন্তং সৌমিত্রিমানিহ্য রঘুনন্দনঃ ॥১৭॥

শুরোহসি রঘুশার্দূল ! মমাত্যন্তং হিতেরতঃ ।
 জানামি সর্বং তে সত্যংকিন্তু তে সময়ো ন হি ॥১৮
 যদিদং দৃশ্যতে সর্বং রাজ্যং দেহাদিকং চ যৎ ।
 যদি সত্যং তবেত্তত্র আয়াসঃ সকলশ্চ তে ॥১৯॥
 ভোগা মেঘবিতানস্থ বিদ্যুল্লেখব চঞ্চলাঃ ।
 আয়ুরপ্যাগ্নি সন্তপ্তলোহস্থ জলবিন্দুবৎ ॥ ২০॥
 যথা ব্যালগলস্থোহপি ভেকো দংশানপেক্ষতে ।
 তথা কালাহিন এন্তো লোকো ভোগানশাশ্বতান্ ।
 করোতি দুঃখেন হি কৰ্ম্মতন্ত্রং
 শরীর ভোগার্থ মহর্নিশং নরঃ ।
 দেহস্ত ভিন্নঃ পুরুষাৎ সমীক্ষ্যতে
 কো বাত্র ভোগঃ পুরুষেণ ভূজ্যতে ॥২২॥

তোমাকে বনগমনে অনুমতি করিয়াছেন আমিও তাহার প্রতি-
 রোধ করিতেছি এক্ষণে বিবেচনা কর পিতৃআজ্ঞা অপেক্ষা মাতৃ-
 আজ্ঞার গৌরব আছে কি না—শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া যদি তুমি মাতৃ-
 আজ্ঞা লঙ্ঘন কর তাহাইহলে আমি প্রাণত্যাগ করিব ৭।
 ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। অনন্তর লক্ষ্মণ কৌশল্যা দেবীর
 এইরূপ ককণ গর্ত্তবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধোদ্গীষ্টমনে যেন
 ত্রিজগৎ দন্ধ করিবার নিমিত্ত ত্রীরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করি-
 লেন এবং গভীর স্বরে কহিলেন হে দেব ! আপনি অনুমতি
 করুন আমি এই দণ্ডেই ভ্রান্তচিত্ত ক্রীজিত ও উশ্মত্ত রাজা
 দশরথ এবং ভরত তাহার বন্ধুগণ ও মাতুলগণ এই সমস্ত ব্যক্তির
 প্রাণসংহার করিব । অদ্য চরাচরবাসি জীবগণ আমার ত্রিলোক
 সংহারক বিক্রম অবলোকন করুন, আমি এই কোদণ্ড গ্রহণ
 করিলাম । আপনার অভিষেক কার্যের বিষ্বকারী ব্যক্তিগণের
 মধ্যে কেহই নিষ্ফল পাইবে না, আপনি অভিষেকার্থ যত্ন
 করুন । অনন্তর রঘুবীর রাম লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া শাস্তনা
 বাক্যে কহিতে লাগিলেন । ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ভ্রাতঃ

ঐধ্যাবলম্বন কর, আমি বিশেষ অবগত আছি যে, তুমি প্রচণ্ড-
 কোদণ্ডে শর সন্ধান করিলে ত্রিজগৎ দন্ধ করিতে পার এবং
 আমার হিতসাধনার্থ সকল কার্যে প্রস্তুত আছি । ভ্রাতঃ,
 তোমাকে আমি সহপদে প্রদান করি শ্রবণ কর, দেখ এই
 শরীর-সাম্রাজ্য প্রভৃতি বাহ্য প্রত্যক্ষ বিষয় পদার্থ সকল যদি
 সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার আয়াস সফল হইতে পারে,
 বিবেচনা করিয়া দেখ সকলই অলীক ভোগাদিস্থ মেঘমালা-
 স্থিত বিদ্যুল্লেখের ভায় চঞ্চল, মল্লযোরা পরমায়াগু ও অগ্নি সন্তপ্ত
 লোহস্থিত জলবিন্দুপ্রায় অচিরস্থায়ী, যে রূপ ভূজঙ্গগলস্থিত
 ভেকও ভূজঙ্গদষ্ট না হইলে কালকবলে পতিত হয় না,
 তদ্রূপ দেহীমাত্রেই কালরূপ ভূজঙ্গগ্রস্ত হইয়াও প্রারব্ধকর্ম্মের
 ভোগাবসান না হইলে দেহত্যাগ করে না । অতএব অলীক
 বিষয়বাসনায় মুগ্ধ হইয়া গুরুভ্রমের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অতি
 অনুচিত কার্য, মল্লযোরা আত্মশরীরের সুখভোগবাসনায় দিবা-
 রাত্রি অতি কষ্টকর ধনোপার্জনব্যাপার দ্বারা আত্মাকে কলুষিত
 করিতেছে, কি মোহ ! শরীর জড়পদার্থ—সে কখন কি সুখাদির
 ভোক্তা হইতে পারে ? সুখাদির ভোক্তা পুরুষ—ঐ পুরুষ হইতে

পিতৃ মাতৃ স্মৃত ভ্রাতৃ দার বন্ধাদি সঙ্গমঃ ।

প্রপার্যামিব জন্তুনাং নদ্যাং কার্শ্বেঘবচ্চলঃ ॥২৩॥

ছায়েবলক্ষ্মীশ্চপলা প্রতীতা তারুণ্যমমুর্ষিবদধ্রুবঞ্চ
অপ্লোপমং স্ত্রীমুখমায়ুরঙ্গং

তথাপি জন্তোরভিমান এষঃ ॥২৪॥

সংসৃঃ স্বপ্নসদৃশী সনা রোগাদিসঙ্কুলী ।

গন্ধর্বনগরংপ্রখ্যো মৃতস্তামনুবর্ততে ॥ ২৫ ॥

আয়ুষ্যং ক্ষীরতে যস্মাদাদিত্যস্য গভাগতৈঃ ।

দৃষ্টান্যোষাং জরামৃত্যু কথঞ্চিন্নৈব বুধ্যতে ॥ ২৬ ॥

দেহের বিভিন্নতা স্পষ্টই প্রদীপমান হইতেছে, শরীরস্থিত পুরুষেরও
স্থপাদি ভোগ নিভান্ত অসম্ভব, যেহেতু পুরুষ বিশুদ্ধস্বভাব—
সুতরাং সকলই অলীক বাসনা, যে রূপ পাণীয় নালায় পিপাসা-
তৃব জন্তু সকলের এবং মহানদীতে শ্রোতঃ সমানীত কাষ্ঠ-
সমূহের একত্র সমাগম হয় তদ্রূপ মনুষ্যাদিগের পিতা মাতা পুত্র
ভ্রাতা কলত্র ও বন্ধুগণের সহিত সমাগম হইয়া থাকে। কি
আশ্চর্য্য! মনুষ্যেরা প্রতিক্ষণেই ছায়ার তায় লক্ষ্মীর অস্থিরতা ও
জলোন্মির ন্যায় যৌবনের অস্থায়িত্ব আয়ুর অল্পতা ও স্ত্রীসন্তোগ
সুখের অপ্লোপমত্ব অনুভব করিয়াও অভিমান পরতন্ত্র হইয়া
অকিঞ্চিংকর সুখের জন্য আত্মাকে কতই কষ্টদিতেছে, মূর্খেরাই
গন্ধর্ব নগরবৎ ক্ষণবিধ্বংসী স্বপ্নসদৃশও রোগাদি-সঙ্কুল সংসারে
অনুরক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ সূর্য্যের গমনাগমন সময় দ্বারা
যাবৎ প্রাণির আয়ু ক্ষয় হইতেছে ইহা অপর ব্যক্তির জরামরণ
দর্শনে কি অনুভব হয় না? নিশাবসানে দিবস সমাগম হইলে
দিবস ভোগ্য স্থপানুভব করিয়া দিবাবসানে রজনী সুখসমা-
গমে মনুষ্যেরা কতই অনুরক্ত হইতেছে কি আশ্চর্য্য! কালের
শ্রোত দেখিয়া তাহাদের কি ক্ষণকালের জন্য পরমায়ু ক্ষয়ের
আশঙ্কা হয় না? এবং অপক্ক কলসহিত জলের ন্যায় প্রতি-
ক্ষণেই পরমায়ু ক্ষরণ হইতেছে, রোগ সমূহ প্রবল রিপূর ন্যায়
শরীরে সন্তত প্রহার করিতেছে। জরাও ব্যাঘ্রীর ন্যায় সম্মুখে
দগয়মানা হইয়া তর্জন করিতেছে এবং মৃত্যু সময় প্রতীক্ষা

স এব দিবসঃ টৈব রাত্রিরিত্যেব মৃত্যুর্ধী°

ভোগাননুপততোব কালবেগং ন পশ্যতি ॥২৭॥

প্রতিক্ষণং ক্ষরতোতদায়ুর্যম ঘটাম্বুবৎ ।

সপত্না ইব রোগৌধাঃ শরীরং প্রহরন্ত্যহো ॥২৮॥

জরা ব্যাঘ্রীর পুরতন্তর্জ্জয়ন্ত্যবতিষ্ঠতে ।

মৃত্যুঃ সত্বেব যাত্যেব সময়ং সম্প্রতীকতে ॥২৯॥

দেহেহহং ভাবমাপন্যো রাজাহং লোকবিশ্রুতঃ ।

ইত্যম্মিন্মুতে জন্তুঃ কুমিবিড়্তম্মসংজ্ঞিতে ॥৩০॥

ত্বগস্থি মাংস বিগ্নুত্ররেতো রক্তাদি সংযুতঃ ।

বিকারী পরিণামী চ দেহ আত্মা কথং বদ ॥৩১॥

যমান্থায় তবাল্লোকং দধ্মুমিচ্ছতি লক্ষ্মণ ।

দেহাভিমানিনঃ সর্ব্বৌ দোষাঃ প্রাচুত্বন্তি হি ॥ ৩২ ॥

দেহোহহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা ।

নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভন্যতে ॥ ৩৩ ॥

করিতেছে তথাপি মনুষ্যেরা কুমিবিষ্ঠাদিময় দেহে আত্ম-
বুদ্ধি করিয়া আমি জগদ্বিখ্যাত রাজা ও অতিক্রপবান এই সকল
মনে মনে কল্পনা করিয়া থাকেন, কি ভগ! ত্বচ্ অস্থি মাংস বিষ্ঠা
মূত্র রেত ও রক্ত এই সকল বস্তু পরিপূরিত রসাদিধাতু বিকার
যুক্ত ও বিনশ্বর দেহ কি আত্মা হইতে পারে? যেহেতু আত্মা
অবিকারী ও অবিনশ্বর, তুমি যে দেহাভিমান আশ্রয় করিয়া সকল
লোকদধ্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ, ঐ দেহাভিমান অতি অকি-
ঞ্চিংকর ও সর্ব্বদোষের আঁকর জানিবে ॥ ২৬ ২৭ ২৮ ॥

২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ॥ হে লক্ষ্মণ! দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর,
আমিই দেহ এই প্রকার বুদ্ধির নাম অবিদ্যা, আমি দেহা-
তিরিক্ত চিন্ময় আত্মা, এই প্রকার বুদ্ধির নাম বিদ্যা, পূর্ব্বোক্ত
অবিদ্যা সংসারের কারণ, বিদ্যা কেবল সংসার নিবর্ত্তিকা,
সেই হেতু যমুক্ষু ব্যক্তিদিগের বিদ্যাভ্যাসে যত্ন করা উচিত।
সেই বিদ্যাভ্যাসে কাম ক্রোধ প্রভৃতি প্রবল রিপু—ঐ রিপুগণের
মধ্যে ক্রোধ সর্ব্বাপেক্ষায় মুক্তির বিঘ্নকারী, যে ক্রোধপ্রভাবে

অবিদ্যা সংসৃতেহেতুর্বিদ্যা তস্মা নিবর্তিকা ।
 তস্মাদ্ভবতুঃ সদা কার্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্শুভিঃ ।
 কামক্ৰোধাদয়স্তত্র শত্রবঃ শত্রুস্বদনঃ ॥ ৩৪ ॥
 তত্রাপি ক্রোধ এবালং মোক্ষবিঘ্নায় সর্বদা ।
 যেনাত্মিকঃ পুমান হস্তি পিতৃভাতৃমুহুৎ সখীন ।
 ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসারবন্ধনং ।
 ধর্মাক্ষয়করঃ ক্রোধস্তস্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ ॥ ৩৬ ॥

অভিভূত হইয়া মনুষ্যেরা পিতা মাতা ভ্রাতা স্বহৃৎ ও সখা এই সকলের বধোপায়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। হে ভ্রাতঃ! ক্রোধ হইতে মনস্তাপ, সংসার বন্ধন ও ধর্মনাশ হয়। সেই হেতু ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। হে লক্ষ্মণ! ক্রোধ পরম শত্রু তুচ্ছা বৈতরণী নদীর ন্যায় হস্তরা—সন্তোষ নন্দন বনের ন্যায় ফলপ্রদান করিয়া থাকে, এবং শাস্তি কাম-ধেমুর স্বরূপ সেই হেতু শাস্তি ভজন্য কর, তাহা হইলে কেহ শত্রুতাচরণ করিবে না বস্তুরূপে আত্মা বিপুল জ্যোতির্ময় নির্বিকার নিরাকার—দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ ও বুদ্ধি হইতে বিল-ক্ষণ, মনুষ্যেরা যাবৎ কালপর্যন্ত দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ হইতে আত্মাকে বিভিন্ন জ্ঞান না করে, তাবৎকাল পর্যন্ত বারম্বার সংসার-দুঃখার্থে ও মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। সেই হেতু তুমি আমাকে সর্বদা বুদ্ধাদি হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করিবে। কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় আচার করিবে কখনও খেদযুক্ত হইবে না, লৌকিক ব্যবহারে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় আচার করিলে খেদ হওয়া সম্ভব, কিন্তু যে ব্যক্তি হৃদয়ে আত্মাকে সর্বদা দেহাদি হইতে বিভিন্ন চিন্তা করে এবং লৌকিক ব্যবহারে সাধারণের অনুরূপ করে সেই ব্যক্তি সংসার নিবন্ধন মুখদুঃখাদি প্রারক ভোগী হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না। বিপুলান্তঃকরণ ব্যক্তি সংসার প্রবাহে পতিত হইয়া লৌকিক ব্যবহারানুযায়ী সকল কার্য করিলেও পাপ বা পুণ্যে লিপ্ত হয় না। হে লক্ষ্মণ, তুমি বিশেষ যত্নসহকারে মনুষ্য এই সমস্ত উপদেশ হৃদয়ে চিন্তা কর তাহা হইলে কখনই সংসার দুঃখে বাধিত হইবে না। হে মাতঃ, আপনিও মনুষ্য বচন পরম্পরা

ক্রোধ এব মহান শত্রুশৃঙ্খা বৈতরণী নদী ।
 সন্তোষো নন্দনবনং শান্তিরেব হি কামধুক ॥ ৩৭ ॥
 তস্মাচ্ছান্তিং ভজস্বাদ্য শত্রুরেবং ভবেন্ন তে ।
 দেহেন্দ্রিয়মনঃ প্রাণবুদ্ধাদিত্যো বিলক্ষণঃ ॥ ৩৮ ॥
 আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতিরবিকারী নিরাকৃতিঃ ।
 যাবদেহেন্দ্রিয়প্রাণৈর্ভিন্নত্বং নান্ননো বিদুঃ ॥ ৩৯ ॥
 তাবৎ সংসারদুঃখোৎথৈঃ পীড়্যন্তে মৃত্যুসংযুতাঃ ।
 তস্মাত্ত্বং সর্বদা ভিন্নমাত্মনং হৃদি ভাবয় ॥ ৪০ ॥
 বুদ্ধাদিত্যো বহিঃসর্ব মনুবর্ত্তস্ব মা খিদ ।
 ভুঞ্জন্ প্রারক মখিলং দুঃখং বা দুঃখমেব বা ॥ ৪১ ॥
 প্রবাহপতিতঃ কার্য্যং কুর্নন্নপি ন লিপাতে ।
 বাহ্যে সর্বত্র কর্তৃত্বমাবহন্নপি রাঘব ॥ ৪২ ॥
 অন্তঃশুদ্ধস্বভাবস্ত্বং লিপাসে ন চ কর্ম্মভিঃ ।
 এতন্ময়োদিতং ক্লেশং হৃদি ভাবয় সর্বদা ॥ ৪৩ ॥
 সংসারদুঃখেরখিলৈর্কর্মাধাসে ন কদাচন ।
 তুমপ্যস্ব ময়াদিকং হৃদি ভাবয় নিত্যদা ॥ ৪৪ ॥
 সমাগমং প্রতীক্ষস্ব ন দুঃখৈঃ পীড়্যসেহচিরং ।
 ন সর্দৈকত্র সম্যাসঃ কর্ম্মমার্গানুবর্ত্তিনাম্ ॥ ৪৫ ॥
 যথা প্রবাহপতিতপ্লবানাং সরিতাং তথা ।
 চতুর্দশসমাসংখ্যা ক্ষণাচ্ছিমিব জায়তে ॥ ৪৬ ॥

হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করুন, তাহা হইলে দুঃখ পাইবেন না। নদীপ্রবাহ পতিত প্লবের ন্যায় কর্ম্মমার্গানুসারিদিগের চিরদিন সহাবস্থান কখন সম্ভবে না, চতুর্দশ বৎসর ক্ষণাচ্ছিমিব কালের ন্যায় অতীত হইবে। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। আপনি হৃদয়

অনুমন্যস্ব মামম্ ! দুঃখং সন্ত্যজ্য দূরতঃ ।
 এবং চেৎ সুখস্বাসো ভবিষ্যতি বনে মম ॥ ৪৭ ॥
 ইত্যুক্তা দণ্ডবদ্র্যাতুঃ পাদয়োঃ পতচ্চিরম্ ।
 উত্থাপ্যাক্ষে সমাবেশ্য আশীর্ভিরভিনন্দয়ৎ ॥ ৪৮ ॥
 সর্কে দেবাঃ সগন্ধর্বা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।
 রক্ষন্তু ত্বাং সদা যাস্তুং তিষ্ঠন্তুং নিদ্রয়া যুতং ॥ ৪৯ ॥
 ইতি প্রস্থাপয়ামাস সমানিভ্য পুনঃপুনঃ ।
 লক্ষ্মণোহপি তদা রামং নত্বা হর্ষাশ্রুগদগদঃ ॥ ৫০ ॥
 আহ রাম ! মনাস্তস্থঃ সংশয়োহয়ং ত্বয়া হৃতঃ ।
 যাস্যামি পৃষ্ঠতো রাম ! সেবাং কৰ্ত্তুং তদাদিশ ॥ ৫১ ॥
 অনুগৃহীষ্য মাং রাম ! নোচেৎ প্রাণাং স্ত্যজ্যাম্যহং ।
 তথেষি রাঘবোহপ্যাহ লক্ষ্মণং যাহি মা চিরং ॥ ৫২ ॥
 প্রতস্থে তাং সমাধাতুং গতঃ সীতাপতির্বিভূঃ ।
 আগতং পতিমালোক্য সীতা স্তম্ভিতভাবিণী । ৫৩।

হেইতে দুঃখাপনয়ন করিয়া আমাকে বনগমনে অনুমতি করুন
 আপনার অনুমতি হইলে আমি বনবাসে অনুমাত্র কষ্ট পাইব
 না । ৪৭ । শ্রীরাম এইরূপ সদর্শগত উপদেশ করিয়া মাতার
 চরণযুগলে পতিত হইলেন, কোশলাদেবীও শ্রীরামকে ক্রোড়ে
 করিয়া আশীর্কচন করিলেন । রাম ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি
 দেবভাগণ ও গন্ধর্বগণ জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তোমাকে রক্ষা
 করুন, অনন্তর শ্রীরামকে পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিয়া বনগমনে
 অনুমতি করিলেন, লক্ষ্মণও প্রণাম করিয়া হর্ষাশ্রুগদবচনে কহি-
 লেন হে দেব ! আপনি সহৃদয়তার দ্বারা চিরসংশয়ান্বিত
 করিয়াছেন, এইক্ষণে আপনার সেবার্থ দণ্ডকারণ্যে অনুগমন
 করিব আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই অভিলাষ পূর্ণ করুন, নতুবা
 প্রাণত্যাগ করিব । শ্রীরাম তথাস্ত বলিয়া লক্ষ্মণের প্রার্থিত বিষয়
 অনুমোদন পূর্বক কহিলেন হে লক্ষ্মণ ! শীঘ্র বনগমনের উদ্যোগ
 কর বিলম্ব না হয় । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ । অনন্তর শ্রীরাম জানকীকে
 আশ্বাসিত করিবার জন্য স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন ; সীতাদেবীও

স্বর্ণপাত্রস্থ সলিলৈঃ পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ ।
 পপ্রচ্ছ পতিমালোক্য দেবঃ কিং সেনয়া বিনা ॥ ৫৪ ॥
 আগতোহসি গতঃ কুত্র শ্বেতচ্ছত্রঞ্চ তে কুতঃ ।
 বাদিত্রাণি ন বাদ্যন্তে কিরীটাদিববর্জিতঃ ॥ ৫৫ ॥
 সামন্তরাজসহিতঃ সন্ত্রমাম্মাগতোহসি কিং ।
 ইতি স্ম সীতয়া পৃষ্ঠো রামঃ সন্মিতমব্রবীৎ ॥ ৫৬ ॥
 রাজ্ঞা মে দণ্ডকারণ্যে রাজ্যং দত্তং শুভেহখিলং ।
 অতস্তৎপালনার্থায় শীঘ্রং যাস্যামি ভামিনি ! ॥ ৫৭ ॥
 অদৌব যাস্যামি বনং তন্তু স্বশ্রমসমীপগা ।
 সুশ্রমাং কুরু মে মাতুর্ন মিথ্যাবাদিনো বয়ং ॥ ৫৮ ॥
 ইতি ব্রবন্তুঃ শ্রীরামং সীতা ভীতাহব্রবীদ্বচঃ ।
 কিমর্থং বনরাজ্যন্তে পিত্রা দত্তং মহান্মনা ॥ ৫৯ ॥

শ্রীরামচন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া স্বর্ণপাত্রস্থ সলিল ভারা ভক্তি-
 পূর্বক পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা
 করিলেন অর্ঘ্য ! আপনি পরিজন রহিত হইয়া একাকী কোথায়
 আসিয়াছিলেন; আপনার শ্বেতচ্ছত্র ও রাজমুকুটাদি কোথায় ?
 অযোধ্যা নগরে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি ও অন্যান্য উৎসব কি হেতু
 হইতেছে না, আপনি কি ত্বরান্বিত হইয়া সামন্ত রাজগণকে পশ্চা-
 ত্যাগে রাধিয়া আসিয়াছেন ? সীতাদেবী কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত
 হইয়া সহাস্য বদনে শ্রীরাম কহিলেন । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । হে শুভে !
 মহারাজ আমাকে দণ্ডকারণ্যে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, অতএব
 সেই রাজ্যপালনার্থ অদ্যই গমন করিব তুমি গুরুজন সন্নিহিত
 হইয়া আমার জননীকে গুরুত্ব কর; মাদৃশ ব্যক্তি গুরুজন সন্নিধান
 প্রতিশ্রুত হইয়া কখনও মিথ্যাবাদি হইতে পারিবেনা । ৫৭ । ৫৮ ।
 সীতাদেবী শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন দেব ! মহারাজ
 কি কারণে আপনাকে বনরাজ্য প্রদান করিলেন । শ্রীরাম কহিলেন
 ভদ্রে ! মহারাজ কৈকেয়ীকে বরদ্বয় প্রদান করিয়াছেন—এক বর
 দ্বারা ভরতের রাজ্যভিষেক অপর বরদ্বারা আমার চতুর্দশবর্ষ

তামাহ রামঃ কৈকেয়ৈ রাজ্ঞা প্রীতো বরং দদৌ ।

ভরতায় দদৌ রাজ্যং বনবাসং মম্যানঘে ॥৬০॥

চতুর্দশসমাস্ত্র বাসো মে কিল যাচিতিঃ ।

তয়া দেব্যা দদৌ রাজ্ঞা সত্যবাদী দয়াপরঃ ॥৬১॥

অতঃ শীঘ্রং গমিষ্যামি মা বিশ্বং কুরু ভামিনি ! ।

শ্রদ্ধা তদ্ভ্রামবচনং জ্ঞানকী প্রীতিসংযুতা ॥৬২॥

অহমগ্রে গমিষ্যামি বনং পশ্চাত্ত্বমেব্যসি ।

ইত্যাহ মাং বিনা গন্তুং তব রাঘব ! নোচিতিং ॥৬৩॥

তামাহ রাঘবঃ প্রীতঃ স্বপ্রিয়াং প্রিয়বাদিনীং ।

কথং বনং ত্বাং নেষ্যেহহং বহুব্যাঘ্রমৃগাকুলং ॥৬৪॥

বনবাস হইল । সত্যবাদী মহারাজ স্তবরাং পূর্ব প্রতিজ্ঞার আধক হইয়াছেন, অতএব আমি শীঘ্র বনগমন করিব, তুমি বিষাচরণ করিও না । সীতা রাম বাক্য শ্রবণানন্তর প্রীতিসহকারে কহিলেন দেব ! আমি অগ্রেই বনগমন করিব । অনন্তর তুমি বনগমন করিবে, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার গমন করা উচিত হয় না । ৫৯ । ৬০ । ৬১ । ৬২ । ৬৩ । ঐরামচন্দ্র প্রিয়বাদিনী প্রিয়ার প্রণয় গর্ত্তবচনে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! যে বনে বহুতর ব্যাঘ্র মৃগ ও মানুষভোজী ভীষণমূর্তি রাক্ষসগণ সিংহগণ ও বন্যবরাহ সকল সমস্তাৎ সঞ্চরণ করিতেছে সেই বনে তোমাকে কিরূপে সহচারিণী করিব, সে স্থানে কটু, তিক্ত ও অন্ন ফল মাত্র ভক্ষণদ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে । পিষ্টক ও ব্যঞ্জনাদি সে স্থানে অতি অপ্রাপ্য, অতএব অতি যৎকিঞ্চিৎ কটু তিক্ত প্রভৃতি ফলদ্বারা কিপ্রকারে তোমার তৃপ্তিলাভ হইবে, কোন কোন দিন বা কটু তিক্তফলও নয়নগোচর হইবে না, উপবাস দ্বারা দিনাতিপাত করিতে হইবে—কোন কোনস্থানে শর্করা ও কটক এই সকল বস্তুদ্বারা দুর্গম মার্গ সকল সূচক লক্ষিত হইবে না । ঝিল্লী ও দংশাদি পরিবৃত্ত দুর্গম গিরিগহ্বর আমাদিগের বাস ভবন হইবে, এবংবিধ নানা প্রকার দোষে অতিদূষিত দণ্ডকা-

রাক্ষসা ঘোরকপাশ্চ সশ্চ মানুষভোজিনঃ ।

সিংহ ব্যাঘ্রবরাহাশ্চ সঞ্চরন্তি সমস্ততঃ ॥৬৫॥

কটু তিক্তফলমূলানি ভোজনার্থং সুমধ্যমে ।

অপূপানি ব্যঞ্জনানি বিদ্যন্তে ন কদাচন ॥৬৬॥

কালে কালে ফলং বাপি বিদ্যতে কুত্র সূন্দরি !

মার্গো ন দৃশ্যতে ক্বাপি শর্করাকটকাঘতঃ ॥৬৭॥

গুহাগহ্বরসম্বাধং ঝিল্লীদংশাদিভিষুতং ।

এবং বহুবিধং দোষং বনং দণ্ডকসংজ্ঞিতং ॥৬৮॥

পাদচারণে গন্তব্যং শীতবাতাতপাদিমং ।

রাক্ষসাভীষ্মনে দৃষ্ট্য়া জীবিতং হাস্যসে চিরাৎ ॥

তস্মান্তুদ্রে ! গৃহে তিষ্ঠ শীঘ্রং দ্রক্ষসি মাং পুনঃ ।

রামস্য বচনং শ্রদ্ধা সীতা লুঃখসমম্বিতা ॥ ৭০ ॥

রণ্য পাদচারণ দ্বারা গমন করিতে হইবে, শীত বাত ও আতপ জন্ম অসহনীয় কষ্ট সহ করিতে হইবে । পতিপরায়ণার স্বামী সন্নিধানে সকল কষ্ট নাশ করে; কিন্তু সেই ঘোরতর ভয়ঙ্কর বনে তুমি স্ত্রী জাতি সুলভ ভীক স্বভাব-বশত ভীষণমূর্তি রাক্ষসাদি দর্শন করিয়া নিশ্চয় প্রাণ-পরিযোগ করিবে । ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ । ৬৯ । হে ভদ্রে ! এই সকল কারণে তোমাকে বনগমনে নিবারণ করি, গৃহে অবস্থিতি করিয়া গুহজনের গুহ্রবা কর শীঘ্র আমাকে পুনর্দর্শন করিবে । ঐরামচন্দ্রের এইপ্রকার উদাসীন বাক্য শ্রবণানন্তর সীতাদেবী অবিহ্বংখিতা হইয়া কুলবাঘা সুলভ নৈসর্গিক মার্দব পরিযোগপূর্বক কিঞ্চিৎ কোপসহকারে কহিতে লাগিলেন হে ধাম্বিক প্রবর ! আপনি পতিপরায়ণা নিজ ধর্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন । হে দয়াময় ! আপনি সমুদ্ববর্তি থাকিলে কেহ কি আমাকে পরা-ভব করিতে পারে ? আপনার তুচ্ছাবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ ফল-মূলাদি আমি অমৃত তুল্য জ্ঞান করিয়া ভক্ষণ করিব, তাহা-

প্রত্যুবাচ ক্ষুরদন্তঃ। কিঞ্চিৎ কোপসমম্বিতা ।

কথং মামিচ্ছসে ত্যক্তুং ধর্মপত্নীং পতিব্রতাং ॥৭১॥

ত্বদনন্যামদোষাং মাং ধর্মজ্যোহসি দয়াপরঃ ।

ত্বৎসমীপে স্থিতাং রামা। কো বা মাং ধর্ময়েদ্বনে ২৭

ফলমূলাদিকং যদ্যন্তব ভুক্তাবশেষিতং ।

তদেবামৃততুল্যং মে তেন তুষ্ঠা রমাম্যহং ॥৭৩॥

ত্বয়া সহ চরন্ত্যা মে কুশাঃ কাশাশ্চ কণ্টকাঃ ।

পুষ্পান্তরগতুল্যা মে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

অহং ত্বাং ক্লেশয়ে নৈব ভবেয়ং কার্যমাধিনী ।

বাল্যে মাং বীক্ষ্য কশ্চিদ্ধৈ জ্যোতিঃশাস্ত্র বিশারদঃ ॥

প্রাহ তে বিপিনে বাসঃ পত্যঃসহ ভবিষ্যতি ।

সত্যবাদী দ্বিজো ভূয়াক্ষমিষ্যামি ত্বয়া সহ ॥৭৬॥

অন্যৎ কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি শ্রুত্বা মাং নয় কাননং ।

রামায়ণানি বহুশঃ শ্রুতানি বহুভির্দ্বিজৈঃ ॥ ৭৭ ॥

সীতাং বিনা বনং রামো গতঃ কিং কুত্রচিদ্ধদ ? ।

অতস্ত্বয়া গমিষ্যামি সর্বথা ত্বৎ সহায়িনী ॥৭৮॥

তেই আমার পরম পরিতৃপ্তি হইবে, আপনি সম্মুখীন থাকিলে অতিকষ্টকর পদার্থও আমার পরম সুখসাধন হইবে, কুশ-কাশ ও কণ্টক প্রভৃতি কঠিন পদার্থকে কুসুমশযাসম জ্ঞান করিব। আমার জন্য আপনার কোন কষ্ট হইবে না। কেবল আপনার সেবাতে নিযুক্ত হইয়া দিন যামিনী যাপন করিব। হে প্রভো! আপনার সহিত আমি বনবাসিনী হইব, ইহা পূর্বেই বিদিত আছি।—একজন্ম জ্যোতিষ শাস্ত্র বিশারদ ব্রাহ্মণ বাল্যকালে পিতৃভবনে আমাকে দর্শন করিয়া সহসা কহিলেন এই কন্যাটির স্বামিসহ বনে বাস করিতে হইবে, ইহা সাময়িক লক্ষণদ্বারা বোধ হইতেছে, অতএব হে দ্বিজ ভক্ত! সেই ব্রাহ্মণকে সত্যবাদী ককন অন্য

যদিগচ্ছসি মাং ত্যক্ত্বা প্রাণাং স্ত্যক্ষ্যামি তেহপ্রভঃ।

ইতি তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা সীতায় রঘুনন্দনঃ ॥৭৯॥

অত্রবীদেবি! গচ্ছ ত্বং বনং শীঘ্রং ময়া সহ ।

অরুক্ষতৈ্য প্রযচ্ছাশু হারামান্তরণানি চ ॥৮০॥

ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং সর্বৈ দত্ত্বা গচ্ছামহে বনং ।

ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণেনাশু দ্বিজানাঙ্ঘ্র্য তক্তিতঃ ॥৮১॥

দদৌ গবাং বৃন্দশতং ধনানি

বস্ত্রাণি দিব্যানি বিভূষণানি ।

কুটুম্ববস্ত্র্যঃ শ্রুতশীলবস্ত্র্যো

মুদা দ্বিজৈভ্যো রঘুবংশকেতুঃ ॥৮২॥

অরুক্ষতৈ্য দদৌ সীতা মুখ্যান্যান্তরণানি চ ।

রামো মাতুঃ সেবকেভ্যো দদৌ ধনমনেকথা ॥৮৩॥

সম্বাদ কিঞ্চিৎ বলিব অবগ করিয়া আমাকে সহচারিণী ককন, ব্রাহ্মণ মুখে বহুধা রামায়ণ অবগ করিয়া থাকিবেন, কখন কি সীতা বিরহিত জীরামের বনগমন শুনিয়াছেন? অতএব, হে দয়াময়! সর্বথা আপনার সহধর্মিণী হইব যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করেন, তাহা হইলে আপনার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। সীতার এইরূপ আত্মহাতিশয় দেখিয়া জীরাম কহিলেন, দেবি! শীত্র উদ্-যোগ কর বনগমনে বিলম্ব না হয়। গুরুপত্নী অকল্পতী-দেবীকে হার ও অন্যান্য আভরণাদি প্রদান কর। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ব্রাহ্মণ-গণকে ধনদান করিয়া আমরা সকলে বনগমন করিব। জীরাম এই কথা বলিয়া অনুমত লক্ষণদ্বারা আনীত বেদজ্ঞ এবং বহুপরিবার যুক্ত ব্রাহ্মণগণকে গৌরন্দ শত নানাবিধ বস্ত্র ও দিবা অলঙ্কারাদি প্রদান করিলেন, সীতাদেবীও অকল্পতী-দেবীকে মহাহরিত্রাভরণাদি প্রদান করিলেন। জীরাম কোণ

স্বকান্তঃ পুরবাসিত্যঃ সেবকেত্যন্তথৈবচ ।

পৌরজ্ঞানপদেভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ ॥৮৪॥

লক্ষ্মণোহপি সুমিত্রাং তু কৌশল্যায়ৈ সমর্পয়ৎ ।

ধনুঃ পাণিঃ সমাগত্য রামস্যাগ্রে ব্যবস্থিতঃ ॥৮৫॥

রামঃ সীতা লক্ষ্মণশ্চ জগ্মুঃ সর্বৈ নৃপালয়ং ॥৮৬॥

ল্যায় ও নিজের দাস দাসীগণ পুরবাসী ও জ্ঞানপদ ব্রহ্মকে
প্রচুর পরিমাণে ধন বিতরণ করিলেন, লক্ষ্মণ সুমিত্রাদেবীকে
কৌশল্যাহস্তে সমর্পণ করিয়া প্রচণ্ড কোদণ্ড গ্রহণপূর্বক
শ্রীরামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণ
সকলে সমবেত হইয়া রাজভবনাভিমুখে গমন করিলেন ।
শ্রীরাম চন্দ্র সহস্র বন্দর্প সদৃশ সুন্দর ও ভূর্বাদলশ্যামবর্ণ
নিজ শরীরের কমলীয় কাস্তিঘারা দশদিক উজ্জ্বল করত সীতা
ও লক্ষ্মণের সহিত রাজপথে পদার্পণ করিয়া অভূতপূর্ব

শ্রীরামঃ সহসীতয়া নৃপপথে গচ্ছন্ শনৈঃ সান্নজঃ

পৌরান্ জ্ঞানপদান্ কুতুহলদৃশঃ সানন্দমুদ্বীক্ষয়ন্ ।

শ্রামঃ কামসহস্রসুন্দর বপুঃ কাস্ত্যা দিশো ভাসয়ন্

পাদন্যাস পবিত্রিতাখিলজগৎ প্রাপালয়ন্তুৎপিভুঃ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

রমণীয় রূপ সন্দর্শনার্থ সমাগত পৌর ও জনপদবৃন্দের উপরি
আনন্দপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে মহারাজভবনাভিমুখে
গমন করিলেন ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে

অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

আয়ান্তং নাগরা দৃষ্ট্বা মার্গে রামং সজ্ঞানকিং ।

লক্ষণেন্তু সমং বীক্ষ্য উচুঃ সৰ্কে পরস্পরং ॥১॥

কৈকেয়া বরদানাদি শ্রদ্ধা দুঃখসমারতাঃ ।

বত রাজা দশরথঃ সত্যসন্ধং প্রিয়ং স্মৃতং ॥২॥

শ্রী হেতোরতাজ্ঞংকামী তস্য সত্যবতা কুতঃ ।

কৈকেয়ী বা কথং দৃষ্ট্বা রামং সত্যং প্রিয়ঙ্করং ॥৩॥

বিবাসয়ামাস কথং ক্রুরকর্মাতিমূঢ়ধীঃ ।

হে জনা নাত্র বস্তব্যং গচ্ছামোহৈদ্যব কাননং ॥৪॥

যত্র রামঃ সত্যর্যশচ সান্নজো গন্তুমিচ্ছতি ।

পশান্তু জ্ঞানকীং সৰ্কে পাদচারণে গচ্ছতীং ॥৫॥

পুংতিঃ কদাচিদ্দৃষ্টা বা জ্ঞানকী লোকসুন্দরী ।

সাপি পাদেন গচ্ছন্তী জনসংযেহ্ননাত্তা ॥৬॥

রামোহপি পাদচারণে গজাশ্বাদি বিবর্জিতঃ ।

গচ্ছতি দ্রক্ষ্যথ বিভুং সৰ্বলোকৈকসুন্দরং ॥৭॥

রাক্ষসী কৈকেয়ী নামী জাতা সৰ্ববিনাশিনী ।

রামস্যাপি ভবেদুঃখং সীতার্যাঃ পাদয়ানতঃ ॥৮॥

বলবান্ বিধিরেবাত্ত পুং প্রযত্নোহি দুর্ফলঃ ।

ইতি হুংখাকুলে রম্ভে সাধুনাং মুনিপুঙ্গবঃ ॥৯॥

অত্রবীদ্ধামদেবোহথ সাধুনাং সঙ্গমধ্যগঃ ।

মানুশোচথ রামং বা সীতাং বা বচ্মি তত্ত্বতঃ ॥১০॥

নগরবাসিগণ সীতা ও লক্ষণ সমভিব্যাহারে রাজপথে সমাগত শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ পূর্বক কথোপকথন করিতে লাগিলেন । রাজা দশরথ সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সৰ্বজন্যভিগাম শ্রীরামকে কৈকেয়ীর অভিলাষমাত্র পূরণার্থ পরিত্যাগ করিলেন, তিনি জনসমাজে নিজ সত্যচ্যুতি ভীকতা অনর্থের কারণ বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন ; শ্রীজিত পুরুষের সত্যবাদীতা কোথায়? সে যাহা হউক শ্রীজাতি সুলভ নৈসর্গিক কোমল স্বভাবসম্পন্ন ও বিশুদ্ধবংশসম্ভূত কৈকেয়ী প্রিয়কারী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ নবদুর্দাদলশ্রাম শ্রীরামকে অবলোকন করিয়া কিরূপে মূঢ় ও খলস্বভাব নারীর ন্যায় ইহাকে বিবাসিত করিলেন । হে জাত! এবিষয়ে আমাদের নিষেচা কিছুই নাই, এক্ষণে যে অরণ্য মধ্যে সীতা ও লক্ষণ সমভিব্যাহারে শ্রীরাম বাস

করিতে ইচ্ছা করেন, আমরা সকলে সমবেত হইয়া সেই স্থানে বাস করিব । দেখ দেখ কি হুংখের বিষয়—অমর্য্যাপ্যশ্রু রূপা কোমলাঙ্গী জনক নন্দিনী রাজ পথে পদসঞ্চরণ করিতেছেন । ১। ২। ৩। ৪। ৫। যাঁহাকে শ্রীরাম ব্যতিরিক্ত অন্য পুরুষেরা কখনই দেখেন নাই, সেই ত্রিলোকসুন্দরী সীতা জনসমূহ সমুদয় নগরমার্গে অনাহুতা হইয়া গমন করিতেছেন সৰ্বলোকৈক সুন্দর শ্রীরামও গজাশ্বাদি রহিত হইয়া রাজ পথে পদসঞ্চরণ করিতেছেন । হা! কৈকেয়ী রাক্ষসী এই সকল সৰ্বনাশের আদিকারণ, শ্রীরামচন্দ্র ও জ্ঞানকীকে পৃথিবীতে পদসঞ্চরণ করিতে হইল । বিধাতার ইচ্ছাই বলবতী—পুরুষের যত্ব কোন কার্যকর হয় না রাজপথমধ্যে সাধুসমূহের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে মহাভগ্ন বামদেব মুনি তাঁহাদিগের মধ্যবর্তী হইয়া কহিতে লাগিলেন । হে সাধুরন্দ! তোমরা শ্রীরামের ও সীতার এতাব

এষ রামঃ পরো বিষ্ণুরাদিনারায়ণঃ স্মৃতঃ ।
 এষা সা জানকী লক্ষ্মীর্যোগমায়েতি বিপ্রতা ॥১১
 অসৌ শেষস্তমস্বেতি লক্ষ্মণাখ্যশ্চ সাম্প্রতং ।
 এষ মায়াগুণৈবুজ্জ্বলন্ততদাকারবানিব ॥ ১২ ॥
 এষ এব রজোযুক্তো ব্রহ্মাহুর্ভূদ্বিশ্বতাবনঃ ।
 সত্ত্বাবিক্তস্তথা বিষ্ণুস্ত্রিজগৎ প্রতিপালকঃ ॥ ১৩ ॥
 ত্রয রুদ্রস্তামসোহন্তে জগৎপ্রলয়কারণং ।
 এষ মৎস্যঃ পুরা ভূত্বা ভক্তং বৈবস্বতং মনুং ॥১৪॥
 নাব্যারোপ্য লয়স্যাস্তং পালয়ামাস রাঘবঃ ।
 সমুদ্রমথনে পূর্বং মন্দরে সূতলঙ্ঘতে ॥ ১৫ ॥

দৃশ অবস্থা দেখিয়া শোক করিও না, ইহঁরা সাধারণ বাক্তি
 নহেন আমি যথার্থ বলিতেছি জীরামচন্দ্র সেই সনাতনবিষ্ণু
 —জনক নন্দিনী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, ইনিই যোগমায়া বলিয়া জগতে
 বিখ্যাত আছেন । এই লক্ষ্মণ সাক্ষাৎ অনন্ত দেব জীরামের
 অনুগমন করিতেছেন ; জীরাম পরমাত্মা যৎকালে মায়াগুণ-
 যুক্ত হন, তখনই সাকার হইয়া থাকেন । ইনিই রজোগুণ
 সম্পর্কে ব্রহ্মা হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সত্ত্বগুণ যোগে
 বিষ্ণুরূপী হইয়া ত্রিজগৎ পালন করিতেছেন, এবং তমো-
 গুণ যোগে কুরুরূপী হইয়া সংহার করিবেন, ইনিই মহাপ্রলয়
 সময়ে মৎস্যরূপী হইয়া পরমভক্ত বৈবস্বত মনুকে নৌকার
 আরোহন করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, ইনিই সমুদ্রমন্ডন
 সময়ে কূর্ণরূপী হইয়া রসাতল-প্রবিষ্ট মন্দর পর্বতকে পৃষ্ঠ-
 দেশে ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইনিই প্রলয় সময়ে শূকর-
 রূপী হইয়া দস্তাগ্রদ্বারা রসাতল-প্রবিষ্ট পৃথিবীকে উত্তো-
 লন করিয়াছিলেন, ইনিই নরসিংহ শরীর ধারণ করিয়া
 প্রহ্লাদকে বরপ্রদান ও মহাবল প্রদীপ্ত ত্রিলোক কণ্টক হরণ
 কণিপুর বক্ষঃস্থল নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন । যৎকালে

অধারয়ৎ স্বপৃষ্ঠেহদ্রিৎ কুর্মাৰূপী রঘুভ্রমঃ ।
 মহী রসাতলং বাতা প্রলয়ে শূকরোহভবৎ ॥১৬॥
 তোলয়ামাস দংষ্ট্রাগ্রে তাং ক্ষোণীং রঘুনন্দনঃ ।
 নারসিংহং বপুঃ কৃত্বা প্রহ্লাদ বরদঃ পুরা ॥ ১৭ ॥
 ত্রিলোক কণ্টকং রক্ষঃ পাটয়ামাস তন্নথৈঃ ।
 পুত্তরাজ্যং হতং দৃষ্ট্বা হৃদিত্যা বাচিতঃ পুরা ॥১৮
 বামনত্বমুপাগম্য যাচ্ঞয়া চাহরৎপুনঃ । *
 দুষ্কক্ষত্রিয় ভূতার নিরুন্তো ভার্গবোহভবৎ ॥১৯॥
 স এব জগতাং নাথ ইদানীং রামতাং গতঃ ।
 রাবণাদীনি রক্ষাংসি কোটিশো নিহনিষ্যতি ॥২০॥
 মানুষ্যেণৈব মরণং তস্মৈ দৃষ্টং দুরাক্ষনঃ ।
 রাজা দশরথেনাপি তপসারাবিভো হরিঃ ॥ ২১ ॥
 পুত্ত্বাকাজক্ষয়া বিষ্ণোস্তদা পুত্রোহভবদ্ধরিঃ ।
 স এব বিষ্ণুঃ শ্রীরামো রাবণাদি বধায় হি ॥ ২২ ॥

অদिति বলি কর্তৃক অপহৃত নিজপুত্র রাজা ইহঁর নিকট
 প্রার্থনা করিয়াছিলেন তৎকালে ইনিই বামনরূপী হইয়া
 যাচ্ঞাছিলে ঐ রাজ্য পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইনিই
 দুষ্কক্ষত্রিয়গণ কৃত ভূতার হরণের নিমিত্ত পরশুাম হইয়াছেন
 ১৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯। এক্ষণে
 সেই জগন্নাথ জীরামরূপী হইয়াছেন, রাবণাদি কোটী কোটী
 রাক্ষসগণের উন্মূলন করা জীরামের প্রধান উদ্দেশ্য জানিবে ।
 দুরাত্মা রাবণ মনুষ্য হইতে মরণ কামনা করিয়া দেবগণের
 নিকট বরপ্রার্থনা করিয়াছে । রাজা দশরথ বিষ্ণুতে পুত্রদ্ব্য কামনা
 করিয়া বহু তপস্য দ্বারা বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন । ভক্ত-
 বৎসল হরি ও তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রদ্ব্য স্বীকার
 করিয়াছিলেন, জীরাম সেই বিষ্ণু রাবণ বধোদ্দেশে লক্ষ্মণ
 সহায় হইয়া অদ্য বনগমন করিতেছেন । এই সীতা সৃষ্টিস্থিতি

গস্তাহদ্যৈব বনং রামো লক্ষ্মণেন সহায়বান্ ।
 এষা সীতা হরেরমায়া সৃষ্টিস্থিত্যনুকারিণী ॥২৩
 রাজা বা কৈকেয়ী বাপি নাত্র কারণমন্যপি ।
 পূৰ্বেদুর্নারদঃ প্রাহ ভূভারহরণায় চ ॥ ২৪ ॥
 রামোহপ্যাহ স্বয়ং সাক্ষাৎ শ্রো গমিষ্যামাহং বনং
 অতো রামং সমুদ্दिश্য চিন্ত্যং ত্যজত বালিশাঃ ॥
 রামরামেতি যে নিতাং জপন্তি মনুজা ভুবি ।
 তেষাং মৃত্যুভয়ানীনি ন ভবন্তি কদাচন ॥ ২৬ ॥
 কা পুনস্তস্য রাগস্য দুঃখশক্তি মহাত্মনঃ ।
 রামনামৈব মুক্তিঃ স্যাৎ কলৌ নানেন কেনচিৎ ॥
 মায়া মানুষরূপেণ বিড়ম্বয়তি লোককুৎ ।
 ভক্তানাং ভক্তনার্থায় রাবণস্য বধায় চ ॥ ২৮ ॥

প্রলয়কারিণী বিষ্ণু মায়া সূত্রাতঃ বিষ্ণুর অনুগমন করিবেন । ২০
 । ২১ । ২২ । ২৩ । রাজা বা কৈকেয়ী এ বিষয়ে অনুমাত্র
 নেষী নহে ; গত দিবসে মহর্ষি নারদ আগমন করিয়া ভূভার
 হরণ প্রতিজ্ঞা শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার
 সমক্ষে শ্রীরামও স্বীকার করিয়াছেন যে, আমি আগামি
 দিবসে ভূভারহরণের নিমিত্ত বনগমন করিব, অতএব
 তোমরা মূঢ়ের ন্যায় শ্রীরামের জন্য শোক করিও না । ২৪ ।
 । ২৫ । মনুষ্যেরা যে রামের নাম জপ করিয়া মৃত্যু ভয়
 হইতেও পরিত্রাণ পায় সেই রামচন্দ্রের দুঃখবিষয়ে আশঙ্কা
 কি অধিক ? কি বলিব কলিতে শ্রীরামের নাম ব্যতীরেকে
 অন্য নানোচ্চারণে মুক্তি হইবে না । সেই শ্রীরাম লোকদিগকে
 শিক্ষা দিবার জন্য মায়াদ্বারা মনুষ্যরূপ গ্রহণ করিয়া লোক
 ব্যবহার রক্ষা করিতেছেন এবং বিভিন্ন কচিবিশিষ্ট লোক-
 দিগের উপাসনার নিমিত্ত উপাস্য মূর্তি গ্রহণ করিয়াছেন ;
 ইহাদ্বারা রাজা দশরথের ঈর্ষ্যসিদ্ধি ও দেবগণের চিরবিদ্রোহী
 রাবণের নিধনও সম্পাদিত হইবে । ২৬ । ২৭ । ২৮ । মহামুনি

রাজশ্চাভীর্ষ্টসিদ্ধার্থং মানুষ্যং বপুরাশ্রিতঃ ।
 ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ বামদেবো মহামুনিঃ ॥২৯॥
 শ্রুত্বা তেহপি দ্বিজাঃ সর্বেরামং জ্ঞাত্বা হরিং বিভুং
 জহুর্হৃৎ সংশয়প্রভৃতিং রামমেবাস্মচিস্তয়ন্ ॥৩০॥
 য ইদং চিস্তয়েন্নিত্যং রহস্যং রামসীতরোঃ ।
 তস্য রামে দৃঢ়া ভক্তির্ভবেদ্বিজানপূর্ষিকা ॥৩১॥
 রহস্যং গোপনীয়ং বো যুয়ং বৈ রাঘবপ্রিয়াঃ ।
 ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রস্তেহপি রামং পরং বিদুঃ ॥
 ততো রামং সমাदिश্য পিতৃগেহমবারিতঃ ।
 সাত্বজঃ সীতয়া গত্বা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥৩২॥

বানদেব এই সমস্ত গুহ্যব্রতান্ত কহিয়া বিরত হইলেন, সমবেত
 ব্রাহ্মণগণ তদ্বাক্যানুসারে শ্রীরামকে সনাতন বিষ্ণু জানিয়া
 হৃদয়স্থিত সংশয় প্রভৃতি অপনোদন করিলেন এবং একাগ্রচিত্তে
 শ্রীরামকে চিন্তা করিতে লাগিলেন । ২৯ । ৩০ । যে সকল
 ব্যক্তি রাম ও সীতাদেবীর এই সমস্ত গুহ্য ব্রতান্ত সর্বদা
 চিন্তা করে তাহাদিগের বিজ্ঞান ও শ্রীরামচন্দ্রে দৃঢ়াভক্তি
 হইয়া থাকে ।

অবারিতবার শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত
 পিতৃ গৃহে প্রবেশ করিয়া সম্মুখবর্তিনী কৈকেয়ীকে কহি-
 লেন, মাতঃ ! আমরা আপনার অভিমত বনগমনে কৃতসংকল্প
 হইয়া আসিয়াছি, কিন্তু পিতার অনুমতি অপেক্ষা করি-
 তেছি । কৈকেয়ী শ্রীরামকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মহনা
 গাত্রোপানপূর্বক রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে পৃথক পৃথক বস্ত্র
 খণ্ডদ্বয় প্রদান করিলেন । বাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে পরিধেয়
 বস্ত্র ত্যাগ করিয়া চীরখণ্ডপরিধান করিলেন, রাজকুমারী
 জানকী হস্তে চীরখণ্ড ধারণপূর্বক লজ্জাবনতমুখী হইয়া
 শ্রীরামের প্রতি দৃষ্টি নিফেপ করিতে লাগিলেন । শ্রীরামচন্দ্র
 জানকী হস্ত হইতে চীরখণ্ড গ্রহণ করিয়া তদীয় পরিধেয়
 বসনোপরি বেঁটন করিয়া দিলেন । ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ ।

আগতাস্মৈ বয়ং মাতঙ্গয়ন্তে সন্মতং বনং ।
 গন্তং কৃতধিয়ঃ শীঘ্রমাজ্ঞাপয়তু নঃ পিতা ॥ ৩৪ ॥
 ইত্যুক্তা সহসোপায় চীরাণি প্রদদৌ স্বয়ং ।
 রামায় লক্ষণায়াম শীতায়ৈ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৫ ॥
 রামস্ত বস্ত্রাণ্যুৎসৃজ্য বনাচীরামি পর্য্যধাৎ ।
 লক্ষণোহপি তথা চক্রে সীতাতম বিজ্ঞানতী ॥ ৩৬ ॥
 হস্তে গৃহীত্বা রামস্য লক্ষণা মুখমৈক্ষতং ।
 রামো গৃহীত্বা তক্ষীরমংশুকে পর্য্যবেক্ষয়ৎ ॥ ৩৭ ॥
 তদৃষ্ট্বা রুরুদুঃ সর্বৈ রাজদারঃ সমন্ততঃ ।
 বশিষ্ঠস্ত তদাকর্য্য কদিতং ভৎসয়ন্ কুবা ॥ ৩৮ ॥

। ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । রাজমহিষীগণ এই সকল ব্যাপার অব-
 লোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । মহর্ষি-
 বশিষ্ঠ রাজমহিষীগণের সকলগণ রোদন শ্রবণে বাধিত হইয়া
 ক্রোধসহকারে কৈকেয়ীকে কহিলেন । হে ভূশচরিত্রে ! তুমি
 রাজার নিকট কেবল ত্রীরামের বনগমন প্রার্থনা করিয়াছ।
 রাজা তাহাই স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং ত্রীরামকে চীরখণ্ড
 প্রদান করিতে তোমার অধিকার আছে, পতিব্রতা জানকী
 যদি স্বেচ্ছাবশতঃ ত্রীরামের অনুগামিনী হন, তাহাতে কাহা-
 রও কিঞ্চিৎত্র বক্তব্য নাই; এক্ষণে আমি অনুমতি করিতেছি
 যে সীতাদেবী সর্বাভরণ ভূষিতা ও দিব্যাস্ত্রধারিণী হইয়া
 স্বামীর সহচারিণী হউন, তাহাতে ত্রীরামের বনবাস দুঃখ
 নিবারণ হইবেক ।

অনন্তর রাজা দশরথ স্তম্ভজকে কহিলেন স্তম্ভজ রথ
 আনয়ন কর, ত্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি ঐ রথে আরোহণ করিয়া বন-
 গমন করুন, রাজা এই সকল বলিতে বলিতে রাম সীতা ও
 লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন
 এবং অতি দুঃখাভ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ
 করিলেন । অনন্তর স্তম্ভজানীত রথে সীতাদেবী প্রথমতঃ
 আরোহণ করিলেন ত্রীরামও পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া

কৈকেয়ীং প্রাহ দূরতে! রাম এব ত্বয়া ব্রতঃ ।
 বনবাসায় দুর্থে! ত্বং সীতায়ৈ কিং প্রযচ্ছসি? ॥ ৩৯ ॥
 যদি রামং সমন্বেষতি সীতা তন্ত্র্যা পতিব্রতা ।
 দিব্যাস্ত্রধরা নিত্যং সর্বাভরণভূষিতা ॥ ৪০ ॥
 রময়ত্বনিশং রামং বনদুঃখনিবারিণী ।
 রাজা দশরথোহপ্যাহ স্তম্ভজং রথমানয় ॥ ৪১ ॥
 রথমারুহ্য গচ্ছন্ত বনং বনচরপ্রিয়াঃ ।
 ইতুত্বা রামমালোক্য সীতাং চৈব সলক্ষণং ॥ ৪২ ॥
 দুঃখান্নিপতিতো তমৌ রুরোদাশ্রপরিপ্লুতঃ ।
 আকুরোহ রথং সীতা শীত্রং রামস্ত পশ্যাতঃ ॥ ৪৩ ॥
 রামঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা পিতরং রথমারুহৎ ।
 লক্ষণঃ খজ্জায়ুগলং ধনুস্ত্রীযুগলং তথা ॥ ৪৪ ॥
 গৃহীত্বা রথমারুহ্য নোদয়ামাস সারথিং ।
 তিষ্ঠ তিষ্ঠ স্তম্ভজেনি রাজা দশরথোহব্রবীৎ ॥ ৪৫ ॥
 গচ্ছ গচ্ছতি রামেণ নোদিতোহচোদয়দ্রথং ।
 রামে দূরং গতেরাজা যুচ্ছিতঃ প্রাপতছুবি ॥ ৪৬ ॥

আরোহণ করিলেন, লক্ষণ খজ্জায়ুগল, ধনু ও ত্রুণীর দ্বয়গ্রহণ
 করিয়া রথারোহণ করিবামাত্র সারথীকে রথচালনে অনুমতি
 করিলেন, রাজা দশরথ রথ চালন হ্রনি শ্রবণকরিয়া উচ্চৈঃ
 স্বরে কহিলেন । হে স্তম্ভজ ! ক্ষণকাল প্রাণীক্ষা কর—আমি
 একবার ত্রীরামকে দর্শন করি । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ ।
 ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ত্রীরামপিতার আর্তনাদ শুনিয়া কহিলেন—
 স্তম্ভজ বথ চালন কর, শোক সন্তপ্ত পিতার বাক্য শ্রবণ
 করিও না । ত্রীরামের আদেশানুসারে স্তম্ভজ ক্রতবেগে
 রথ চালন করিলেন, ক্ষণকাল মধ্যে ত্রীরামের রথ দর্শন পথ
 অতিক্রম করিল । রাজা দশরথ বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ
 করিলেন, রথ নয়নপথের অতীত হইলে রাজা যুচ্ছিত হইয়া
 ভূতলে পতিত হইলেন । ৪৬ । পূর্ববাসী বাসবদত্ত ও ব্রাহ্মণ,

পৌরাস্ত্র বালরুদ্ধাশ্চ বুদ্ধা ব্রাহ্মণসন্তমাঃ ।

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি রামেতি ক্রোশস্তো রথমম্বয়ুঃ ॥৪৭॥

রাজা রুদিভা সূচিরং মানয়ন্তু গৃহং প্রতি ॥

কৌশল্যায়া রামমাতুরিত্যাহ পরিচারকান্ ॥ ৪৮ ॥

কিঞ্চিৎ কালং তবেত্তত্র জীবনং দুঃখিতস্ত মে ।

অত উর্দ্ধ্বং ন জীবামি চিরং রামং বিনা কৃতঃ ॥৪৯॥

ততো গৃহং প্রবিষ্টো ব কৌশল্যায়াঃ পপাত হ ।

মুচ্ছিতশ্চ চিরাদ্ বুদ্ধা তুষণীমেবাবতস্থিবান্ ॥ ৫০ ॥

রামস্ত তমসাতীরং গতা তত্রাবসৎ সুখী ।

জলং প্রাশ্য নিরাহারো বৃক্ষমূলেহষপদ্বিভুঃ ॥৫১॥

গণ রাজার এইরূপ দুঃখবস্থা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্তম্ভকে-
আহ্বান করিতে করিতে রথের অনুগমন করিতে লাগিলেন ।
অনন্তর রাজা পরিচারকদিগকে বলিলেন, হে পরিচারক
গণ ! তোমরা আমাকে শ্রীরাম-জননী কৌশল্যার মন্দিরে রক্ষা-
কর, তাহা হইলে কিঞ্চিৎকাল জীবন রক্ষার সম্ভব, ফলতঃ রাম
বিরহিত হইয়া অধিক কাল জীবিত থাকিব না । পরিচারকেরা
এইরূপ অভিহিত হইয়া রাজাকে কৌশল্যাগৃহে রক্ষা করিলেন,
রাজা গৃহ প্রবেশমাত্রই পতিত ও মুচ্ছিত হইলেন, কিঞ্চিৎ-
কালের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া কৌশল্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ
করত মৌনী রহিলেন । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । এদিকে শ্রীরাম-
চন্দ্র, সীতা ও লক্ষণ তমসা নদী তীরে উপস্থিত হইয়া বাস করিতে
লাগিলেন । ধর্ম্মাত্মা রাম দিবাভাগে জলমাত্র আহার করিয়া
রজনীযোগে সীতাদেবীর সহিত নিদ্রিত হইতেন, ঐ অবস্থায়
লক্ষণ স্তম্ভসমভিব্যাহারে ধর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে
রক্ষা করিতেন । পুরবাসিগণ শ্রীরামকে অযোধ্যায় পুনঃপ্রত্যা-
গমন করাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক
শ্রীরামের অবিদূরে বাস করিতে লাগিলেন এবং সকলে এইরূপ
ভক্তিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, শ্রীরাম যদি নগর প্রত্যাগমন
না করেন, তাহা হইলে আমরা শ্রীরামের অনুগমন করিব ॥৫১॥

সীতয়া সহ ধর্ম্মাত্মা ধনুঃপাণিস্ত্র লক্ষণঃ ।

পালয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞঃ স্তম্ভেণ সমন্বিতঃ ॥ ৫২ ॥

পৌরাঃ সর্ব্বে সমাগত্য স্থিতাস্তম্যা বিদূরতঃ ।

শক্তা রামং পুরং নেতুং নোচেদ্ গচ্ছামহে বনং ॥

ইতি নিশ্চয়মাজ্জায় তেষাং রামোহতিবিস্মিতঃ ।

নাহং গচ্ছামি নগরমেতে বৈ ক্লেশভাগিনঃ ॥ ৫৪ ॥

ভবিষ্যন্তীতি নিশ্চিত্য স্তম্ভমিদমব্রবীৎ ।

ইদানীমেব গচ্ছামঃ স্তম্ভ ! রথমানয় ॥ ৫৫ ॥

ইত্যাজ্ঞপ্তঃ স্তম্ভোহপি রথং বাহৈরযোজয়ৎ ।

আরুহ্য রামঃ সীতা চ লক্ষণোহপি যযুর্জতং ॥৫৬॥

অযোধ্যাভিমুখং গতা কিঞ্চিদূরং ততো যযুঃ ।

তেহপি রামমদৃষ্টৌ ব প্রাতরুথায় দুঃখিতাঃ ॥৫৭॥

৫২ । ৫৩ । শ্রীরাম তাঁহাদিগের এইরূপ ভক্তিপ্রায় জানিয়া
অতি বিস্ময় সহকারে স্তম্ভকে কহিলেন, স্তম্ভ ! আমি চতু-
র্দশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কদাচ নগর প্রত্যাগমন করিব না । এই
সকল পুরবাসিগণ আমার নিমিত্ত বৃথা ক্লেশ ভোগ করিতেছে,
অতএব আমি এইক্ষণে স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি
রথ আনয়ন কর, স্তম্ভ শ্রীরামের আদেশানুসারে রথ আনয়ন
করিয়া বাহ যোজনা করিলেন । শ্রীরাম সীতা ও লক্ষণ স্তম্ভ
আনীতরথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন । প্রথমতঃ
বনাভিমুখে গমন করিলে পুরবাসিগণ বিস্ময়চরণ করিবেন, শ্রীরাম
এইরূপ স্থির করিয়া অযোধ্যাভিমুখে রথ চালন করিতে অহ-
মতি করিলেন । স্তম্ভ প্রভুর আদেশানুসারে কিয়ৎক্ষণ
অযোধ্যাভি মুখে রথ চালন করিয়া বনাভিমুখে অশ্বদিগকে
ধাষিত করিলেন । পুরবাসিগণ প্রাতঃকালে গাত্রোথানান্তর
শ্রীরাম সীতা ও লক্ষণকে অবলোকন না করিয়া অতিদুঃখি-
তাস্তঃকরণে শ্রীরামের রথ নেমি চিহ্নিত পথদর্শনানুসারে অযো-
ধ্যাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অযোধ্যায় আসিয়া প্রতি-
দিন সীতা ও শ্রীরামচন্দ্রকে জন্মের ধ্যান করত সংসার স্তবে

রথনেমিগতং মার্গং পশ্যন্তস্তে পুরং যযুঃ
 ক্রুদি রামং সসীতং তে ধ্যায়ন্তস্তস্তু রম্যম্ ॥৫৮॥
 সুমন্ত্রোহপি রথং শীঘ্রং নোদয়ামাস সাদরং ।
 ক্ষীতান্ জনপদান্ পশ্যান্ রামঃ সীতাসমম্বিতঃ ॥৫৯॥
 গন্ধাতীরং সমাগচ্ছৎ শৃঙ্গিবেরাবিদূরতঃ ।
 গন্ধাৎ দৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য স্নাত্বা সানন্দয়ানসঃ ॥ ৬০ ॥
 শিশপা বৃক্ষমূলে স নিবসাদরযুত্তমঃ ।
 ততো গুহো জনৈঃ শ্রুত্বা রামাগমমহোৎসবং ॥৬১॥
 সখায়ং স্বামিনং দ্রষ্টুং হর্ষাৎ তুর্গং সমাপতৎ ।
 কলানি মধুপুষ্পাদি গৃহীত্বা ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৬২ ॥

জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন ॥৫৪॥ ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। শ্রীরাম-
 চন্দ্র নানা জনপদ উত্তীর্ণ হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিযাহারে
 শৃঙ্গবের পুর সমিহিত গন্ধাতীরে উপস্থিত হইলেন । ভাগীরথী
 দর্শনান্তর প্রণাম ও স্নান করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সানন্দচিত্তে
 শিশপা বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন । অনন্তর শৃঙ্গবের পুরা-
 ধিপতি গুহক লোক মুখে পরমসখা শ্রীরামের আগমনবার্তা
 শ্রবণানন্তর দর্শনার্থ পুলকিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হই-
 লেন । চণ্ডালাধিপতি গুহক পরমভক্তি সহকারে শ্রীরামচরণে
 নানাবিধ সুস্বাদু ফল ও মধুপুষ্পাদি উপহার প্রদান করিয়া
 ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন ; ভক্তবৎসল শ্রীরাম নিম্নভক্ত
 গুহককে ভূমি হইতে সত্তর উত্থাপিত করিয়া পরমসাদরে
 আলিঙ্গনান্তর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । গুহক শ্রীরাম
 কর্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া কৃতাজলিগুটে কহিলেন, হে ভগবন্ ! অদ্য
 আমি ও আমার নৈষাদজন্ম ধন্য হইল, যেহেতু ত্রিলোকবাসি-
 দিগের অতিশুভ্রাট আপনার আলিঙ্গন লাভ করিলাম, এই
 সকল রাজা সম্পত্তি আপনার নিমিত্ত রক্ষা করিয়াছি, আপনি
 অধীশ্বর হইয়া এই কিল্লরকে কৃতার্থ করুন । দয়াময় ! নিষাদ
 নগরে আগমন করিয়া আমার গৃহাদি পবিত্র করুন, আপনার
 নিমিত্ত চিরসঞ্চিত ফলমূলাদি আনয়ন করিয়াছি গ্রহণ করিয়া
 এই দাসের প্রতি অঙ্গুগ্রহ প্রকাশ করুন । ৫৯। ৬০। ৬১।

রামস্তাশ্রে বিনিক্ষিপ্য দণ্ডবৎপ্রাপতন্তু বি ।
 গুহমুখাপ্য তং তুর্গং রাঘবঃ পরিষম্বজে ॥৬০॥
 সৎপৃষ্ঠকুশলো রামং গুহঃ প্রাজ্ঞলিরত্ৰবীৎ ।
 ধন্যোহহমদ্য মে জন্ম নৈষাদং লোকপাবন ! ॥৬১॥
 বভূব পরমানন্দঃ স্পৃষ্ট্বা তেহঙ্কং রঘুত্তম ।
 নৈষাদরাজ্যমেতন্তে কিল্লরস্তা রঘুত্তমা ॥ ৬২ ॥
 তদধীনং বসন্তত্র পালয়াম্মান্ রঘুদ্রহ ! ।
 আগচ্ছ যামো নগরং পাবনং কুরু মে গৃহং ॥৬৩॥
 গৃহাণ ফলমূলানি তদর্থং সঞ্চিতানি মে ।
 অনুগৃহীষ্ব ভগবন্ ! দাসস্তেহহং সুরোত্তম ! ॥৬৪॥
 রামস্তমাহ সুপ্রীতো বচনং শৃণু মে সখে ।
 ন বেক্যামি গৃহং গ্রামং নববর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ৬৫ ॥
 দত্তমনোয় নো ভুঞ্জে ফলমূলাদিকিঞ্চন ।
 রাজ্যং মমৈতন্তে সর্বং ত্বং সখা মেহতিবল্লভঃ ॥৬৬॥
 বটক্ষীরং সমানাত্য জটামুকুটমাদরাৎ ।
 ববন্ধ লক্ষ্মণেনাথ সহিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৬৭ ॥

৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। শ্রীরাম গুহের এইরূপ
 ভক্তি ও প্রণয়সহকৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সখে !
 শ্রবণ কর আমি চতুর্দশ বর্ষ মধ্যে গ্রাম বা গৃহে প্রবেশ করিব না;
 অনাদিত ফলমূলাদি ও ভক্ষণ করিব না, তুমি পরমসুখে
 রাজ্যাদি ভোগ কর, তাহাতে আমার পরম সন্তোষ হইবে ।
 যেহেতু তুমি আমার অতি প্রিয়তমসখা । ৬৮। ৬৯। অনন্তর
 শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ চণ্ডালাধিপতি গুহ দ্বারা বটক্ষীর আন-
 য়ন করিয়া জটামুকুট বন্ধন করিলেন এবং ঐ স্থানে জলমাত্র
 ভক্ষণ করিয়া রজনীতে লক্ষ্মণ নির্মিত কুশ শয্যায়া অযোধ্যা-
 প্রাসাদস্থিত রত্ন পর্য্যঙ্ক জ্ঞান করিয়া সীতার সহিত শয়ন-

জনমাত্রস্তু সংপ্রাশা সীতয়া সহ রাঘবঃ ।

আস্তু তং কুশপর্ণাদৈঃ শয়নং লক্ষ্মণেন হি ॥ ৭১ ॥

উবাস তত্র নগরপ্রাসাদাগ্রে যথা পুরা ।

সুশাপ তত্র বৈদেহ্যা পর্যক্ ইব সংস্কৃতে ॥ ৭২ ॥

ততো বিদুরে পরিগৃহ্য চাপং

সবাণতুণীরধনুঃ সলক্ষ্মণঃ ।

করিলেন, লক্ষ্মণ ও গুহ ধনুর্কাণ ও তুণীর গ্রহণ করিয়া চতুর্দিক

ররক্ক রামং পরিতো বিপশ্যান্

গুহেন সার্কং সশরাসনেন ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

অবোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অবলোকন করত তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । ৭১।

৭১ - ৭২ । ৭৩ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

অবোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

সুপ্তং রামং সমালোক্য গুহঃ সোঃশ্রুপরিপ্লুতঃ ।
 লক্ষ্মণং প্রাহ বিনয়াদ্ভাতঃ ! পশ্যসি রাঘবম্ ॥ ১ ॥
 শয়ানং কুশপত্নৌষসংস্তরে সীতয়া সহ ।
 যঃ শেতে স্বর্ণপর্যন্তে স্বাস্তীর্ণে ভবনোত্তমে ॥ ২ ॥
 কৈকেয়ী রামদুঃখস্থ কারণং বিধিনা কৃত্য ।
 মন্তরাবুদ্ধিমান্স্থায় কৈকেয়ী পাপমাচরৎ ॥ ৩ ॥
 তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ প্রাহ সখে ! শৃণু বচো মম ।
 কঃ কশ্চ হেতুর্দুঃখস্য কশ্চ হেতুঃ সুখস্য বা ॥ ৪ ॥
 অপূর্বার্জিতকর্ম্মৈব কারণং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ৫ ॥

সুখস্য দুঃখস্য ন কোহপি দাতা

পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা ।

অহং করোমীতি ব্ৰূহাতিমানঃ

স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তর চণ্ডালাধিপতি গুহ জিরামকে কুশ-শয্যায় শয়ন দেখিয়া সজলনয়নে ও বিনীতভাবে লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে ভাতঃ ! অবলোকন করিতেছ যিনি ইতিপূর্বে অযোধ্যাভুবন-স্থিত মহামূল্য স্বর্ণপর্য্যন্তে শয়ন করিতেন, অদ্য সেই নবদুর্ক-দলশ্যাম রাম কঠিন কুশপত্র সমূহ বিরচিত শয্যায় সীতাদেবীর সহিত শয়ন করিতেছেন । হা বিধাতা ! কৈকেয়ীকে এই সকল অনর্থের কারণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু এবিষয়ে একা কৈকেয়ী নিদান নহে, যেহেতু মন্তরা তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তিকে অন্যথা করিয়া দিয়াছে । লক্ষ্মণ গুহকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন সখে ! শ্রবণ কর, এই জগতে এক ব্যক্তি অপরের

সুহৃদ্বিত্রায়ুদাসীনদেষ্যামধ্যস্তবান্ধবঃ ।

স্বয়মেবাচরন্ কর্ম্ম তথা তত্র বিভাব্যতে ॥ ৭ ॥

সুখং বা যদি বা দুঃখং স্বকর্ম্মবশগো নরঃ ।

যদ্যযদ্যথাগতং ততস্তু ক্তা স্বস্থমনা ভবেৎ ॥ ৮ ॥

ন মে ভোগাগমে বাঞ্ছা ন মে ভোগবিবর্জনে ।

আগচ্ছত্ব মাগচ্ছত্বভোগবশগো ভবে ॥ ৯ ॥

সুখের বা দুঃখের কারণ হইতে পারে না ; যেহেতু পূর্বজন্ম-কৃত নিজ কর্ম্মদ্বারা লোকে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, অমুক ব্যক্তিদ্বারা আমার সুখ বা দুঃখ হইতেছে এই প্রকার মনুষ্যদিগের বুদ্ধিকে কুবুদ্ধি বলিতে হইবে এবং আমি স্বয়ং দুঃখজনক বা সুখজনক কার্য্য করিতেছি, এই প্রকার বুদ্ধিকে অভিমান বলা যায় । যেহেতুক লোক মাতেই কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, অর্থাৎ কাহারও কোন কার্য্যে স্বতঃ প্রভুতা নাই । যেমন সূত্রধারী পুরুষ সূত্রসংযুক্তা কাষ্ঠ পুতলীকে সূত্র চালন দ্বারা নানাপ্রকারে হত্যা করাইয়া থাকে, সেইরূপ পরমেশ্বর কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ লোকদিগকে নানা কাথে ভ্রমণ করাইতেছেন ; যেমন লোকেরা নিজকর্ম্মবশতঃ শত্রুতা বা মিত্রতা লাভ করিয়া থাকে, সুখ দুঃখাদি বিষয়ে সেইরূপ দেখিতে হইবে অর্থাৎ সুখজনক কার্য্য করিলে সুখ, দুঃখজনক করিলে অবশ্যই দুঃখ হইয়া থাকে । অতএব স্বকর্ম্মবশগ লোকেরা যে সময় যাহা উপস্থিত হইবে সুখ বা দুঃখ হউক তাহা অবশ্যই সহনীয় বিবেচনা করিয়া সন্তুটিতে বহন করিবে । ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। হে ভাতঃ ! আমার সুখ ভোগে বা সুখ বিরামে বাঞ্ছা নাই ; সুখ বা দুঃখ হউক অবশ্য সহন করিব কদাচ ভোগের বশবর্তী হইব না, ইহা নিশ্চয় জানি যে, যে দেশে যে কালে যাহা হইতে যে ব্যক্তি

যস্মিন্ দেশে চ কালে চ যস্মাদ্ভা যেন কেন বা ।
 কৃতং শুভাশুভং কৰ্ম ভোজ্যং তন্তু নানাথা ॥১০॥
 অলং হর্ষবিষাদাভ্যাং শুভাশুভফলোদয়ে ।
 বিধাত্ৰা বিহিতং যদ্যতদলজ্জ্বাং সুরাসূতৈঃ ॥ ১১ ॥
 সৰ্ব্বদা সুখদুঃখাভ্যাং নরঃ প্রত্যবরুদ্যাতে ।
 শরীরং পুণ্যপাপাভ্যামুৎপন্নং সুখদুঃখবৎ ॥ ১২ ॥
 সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্ ।
 দয়মেতন্ধি জন্তুনাং মলজ্জ্বাং দিনরাত্রিবৎ ॥ ১৩ ॥
 সুখমধ্যে স্থিতং দুঃখং দুঃখমধ্যে স্থিতং সুখম্ ।
 দয়মন্যোহন্য সংযুক্তং প্রোচাতে জনপঙ্গবৎ ॥১৪॥
 তস্মাচ্ছৈর্যোগে বিদ্বাংস ইষ্টানিষ্টোপপত্তিযু ।
 ন ক্ৰম্যন্তি ন মুহ্যন্তি সৰ্ব্বং মায়েতি ভাবনাং ॥১৫॥

যে যে শুভাশুভ কার্য্য করিবে সেই দেশে সেই কালে তাহা
 হইতে সেই ব্যক্তি সেই সকল শুভাশুভ কর্ম্মের অবশ্যই ফল
 ভোগ করিবে । অতএব শুভাশুভ ফল হইলে হর্ষ বা বিষাদ
 করা অনুচিত ; বিধাতা যাহা লিখিয়াছেন তাহা দেবতা বা
 অসুর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না । দেহিমাত্রেরই সুখ দুঃখ
 ভোগ অবশ্যই হইবে যেহেতু এই শরীর পাপ ও পুণ্যদ্বারা
 উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই শরীরাবচ্ছেদে পাপের পরিণাম
 দুঃখ ও পুণ্যের পরিণাম সুখ হইবে তাহার সন্দেহ কি ? সুখ-
 ভোগানন্তর দুঃখ ভোগ দুঃখভোগানন্তর সুখভোগ দেহিমাত্রের
 অবশ্যই হইয়া থাকে ; দিবসান্তে যে রজনী সমাগম—রজনী
 প্রভাতে পুনর্বার দিবসোদয় ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত হইয়াছে ।
 হে জাতঃ, যে প্রকার জলস্থিত পঙ্কের মধ্যে জল-এ জলমধ্যে
 পঙ্ক এইরূপে পরস্পরের নিয়ত সম্বন্ধ দেখা যায়, সেইরূপ
 সুখ দুঃখেরও নিয়ত সম্বন্ধ অর্থাৎ সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখে
 মধ্যেও সুখ থাকে, দুঃখ রহিত সুখ মনুষ্য দেহে সম্ভব হয়
 না—যেমন প্রৈল্লজালিক বিদ্যাদ্বারা ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্ত হইলে
 কাহারও হর্ষ বা বিষাদ হয় না, তজ্জপ পণ্ডিতেরা স্বকার্য্য-
 বশতঃ ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তি হইলে হৃষ্ট বা মুগ্ধ হন না । ৭।৮।৯।১০।
 ১১।১২।১৩।১৪।১৫। গুহক ও লক্ষ্মণের এইরূপ কথোপকথন

গুহলক্ষ্মণেরেবং ভাষতোর্কিমলং নভঃ ।
 বভূব রামঃ সলিলং স্পৃষ্টা প্রাতঃসমাহিতঃ ॥১৬॥
 উবাচ শীঘ্রং সূদৃঢ়াং নাবমানয় মে সখে ।
 শ্রদ্ধা রামস্য বচনং নিষাদ্যবিপতির্গুহঃ ॥১৭॥
 স্বয়মেব দৃঢ়াং নাবমানিয়ায় সুলক্ষণাং ।
 স্বামিন্নারুহাতাং নৌকা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥১৮॥
 বাহয়ে জ্ঞাতিভিঃ সাক্ষিমহমেব সমাহিতঃ ।
 তথৈতি রাঘবঃ সীতামারোপ্য শুভলক্ষণাং ॥১৯॥
 গুহস্য হস্তাবলম্ব্য স্বয়ং চারুহৃদচ্যুতঃ ।
 আয়ুধাদীন সমারোপ্য লক্ষ্মণোহপ্যারুহোহ চ ॥২০॥
 গুহস্তাস্মাহয়ামাস জ্ঞাতিভিঃ সহিতঃ স্বয়ং ।
 গঙ্গামধ্যে গতা গঙ্গাং প্রার্থয়ামাস জ্ঞানকী ॥২১॥

হইতে হইতেই নভোমণ্ডল নিম্নল হইয়া উঠিল । শ্রীরামচন্দ্র
 প্রভাত দর্শনে আনন্দিত হইয়া সলিলস্পর্শ করিলেন এবং
 কহিলেন।—হে সখে ! শীঘ্র সূদৃঢ় নৌকা আনয়ন কর, নিষা-
 দাধিপতি গুহ শ্রীরামের আদেশানুসারে স্বয়ং সূদৃঢ় নৌকা
 আনয়ন করিয়া কহিলেন, প্রভো ! আপনি এই নৌকায়
 সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আরোহণ করুন, আমি স্বয়ং জ্ঞাতি-
 বর্গের সহিত সমবেত হইয়া নৌকা চালন করিব । শ্রীরাম
 তথাস্ত বলিয়া অগ্রে সীতাদেবীকে আরোহণ করাইয়া
 স্বয়ং গুহকের হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক নৌকারোহণ করি-
 লেন । অনন্তর লক্ষ্মণ ঐ নৌকায় অস্ত্রাদিরক্ষা করিয়া
 আরোহণ করিলেন । গুহক জ্ঞাতিবর্গের সহিত ঐ নৌকা
 বাহন আরম্ভ করিলেন, জ্ঞানকী ভাগীরথীর মধ্যবর্তিনী হইয়া
 প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, দেবি, ভগবত, ভাগীরথি গঙ্গে
 তোমাকে নমস্কার করি, আমরা বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইয়া
 নানাবিধ ফল পুষ্পোপহার দ্বারা তোমার পূজা করিব ।
 কিয়ৎক্ষণ মধ্যে নৌকা ভাগীরথীর পরকূলে উপস্থিত হইল ।
 রাম সীতা ও লক্ষ্মণ নৌকা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রস্থান

দেবি গঙ্গে ! নমস্তভ্যং নিরুত্তা বনবাসতঃ ।

রামেণ সহিতাহং ত্বাং লক্ষ্মণেন চপূজয়ে ॥২২॥

কলপুপ্পোপহারৈশ্চ নানা বলিতিরাদৃতা ।

ইত্যুক্ত্বা পরকুলং তৌ শনৈরুত্তীৰ্য্য জগ্মভুঃ ॥২৩॥

গুহোহপি রাঘবং প্রাহ গমিষ্যামি ত্বয়া সহ ।

অনুজ্ঞাং দেহি রাজেন্দ্র নোচেৎপ্রাণাংস্ত্যজামাহং

শ্রদ্ধা নৈষাদবচনং শ্রীরামস্তমথাত্রবীৎ ।

চতুর্দশসমাঃ স্থিত্ব দণ্ডকে পুনরপ্যাহম্ ॥ ২৫ ॥

আস্মাস্থান্যাদিতং সত্যং নাসত্যং রামতাবিতম্ ।

ইত্যুক্ত্বালিঙ্গ্য তং ভক্তং সমাশ্বাস্য পুনঃপুনঃ ॥ ২৬ ॥

নিবর্তয়ামাস গুহং সোহপি কৃচ্ছাদাযৌ গৃহম্ ।

তত্র মেধ্যং মৃগং হত্বা পক্ত্বা হত্বা চ তে ত্রয়ঃ ॥২৭॥

ভুক্ত্বা ব্রহ্মদলে সুষ্প্রা সুখমাসত তাং নিশাম্ ।

ততো রামস্ত বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ॥২৮॥

করিলেন । ১৬ । ১৭ । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ ।

গুহক কিঞ্চিৎ অনুগমন করিয়া কহিলেন, হে সখে ! আমি আপনার অনুগমন করিব, হে রাজেন্দ্র ! অনুমতি ককন, নচেৎ প্রাণতাগ করিব । শ্রীরাম কহিলেন, হে সখে ! তুমি

দুঃখিত হইও না ; চতুর্দশ বর্ষ বন বাসান্তে পুনর্বার তোমার এই স্থানেই প্রত্যাগমন করিব, ইহা সত্য করিলাম শ্রীরামের বাক্য কখন মিথ্যা হইবে না । অনন্তর গুহককে আলিঙ্গন

করিয়া বিদায় করিলেন চণ্ডালরাজ অতি কষ্টে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন গুহক গমন করিলে, শ্রীরাম সেই স্থানে মৃগয়াহত মৃগমাংস পাক করিয়া দেব ও পিতৃ লোকের

উদ্দেশে প্রদানানন্তর নিবেদিতাবশিষ্ট মাংস পত্নী ও অনুজের সহিত ভোজন করিলেন, এবং ব্রহ্মমূলে শয়ন করিয়া ব্রজনী অতিবাহিত করিলেন, প্রাতঃকালে গাত্রোপস্থানান-
ন্তর সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইয়া

ভরদ্বাজাশ্রমপদং গত্বা বহিরূপস্থিতঃ ।

তত্রৈকং বটুকং দৃষ্ট্বা রামঃ প্রাহ চ হে বটো ॥ ২৯ ॥

রামো দাশরথিঃ সীতালক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ ।

আস্তুে বহির্বনস্থেতিজ্ঞাত্যচ্যুতাং মুনিসন্নিধৌ ॥ ৩০ ॥

তচ্ছত্বা সহসা গত্বা পাদয়োঃ পতিতো মূনেঃ ।

স্বামিন্ রামঃ সমাগত্য বনাদ্বহিরবস্থিতঃ ॥ ৩১ ॥

সত্যঃ সানুজঃ শ্রীমানাহ মাং দেবসন্নিভঃ ।

ভরদ্বাজায় মুনয়ে জ্ঞাপয়স্ব যথোচিতম্ ।

তচ্ছত্বা সহসোপ্থায় ভরদ্বাজো মুনীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বাহর্ঘ্যং চ পাদ্যঞ্চ রামসামীপ্যমাযযৌ ॥ ৩৩ ॥

সমীপবর্তী একজন বটুকে কহিলেন । হে বটো ! তুমি গমন করিয়া মহর্ষিকে বিজ্ঞাপন কর, যে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র উপস্থিত হইয়া বহির্দেশে দণ্ডারমান আছেন । ২৪।২৫।২৬।২৭।২৮।২৯। ৩০ । অনন্তর বটু মহর্ষি সন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন হে মহর্ষে ! সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র বহির্দেশে উপস্থিত হইয়া আপনাকে বিজ্ঞাপন করিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন । মহর্ষি রাম নাম শ্রবণমাত্র পুলকিত হইয়া পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণপূর্বক রাম সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । অনন্তর শ্রীরামকে যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন । হে রাজীব-
লোচন রাম ! আপনারা সকলে আগমন করিয়া চরণ ধূলি-
দ্বারা আমার পর্ণশালা পবিত্র ককন । অনন্তর শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভরদ্বাজের পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন । মহর্ষি ভরদ্বাজ পুনর্বার সেই স্থানে তাঁহাদিগের পূজাকর-
ণানন্তর আতিথ্য করিয়া কহিলেন, হে রাম ! অদ্য আমি আপনার দর্শনে তপঃসিদ্ধি লাভ করিলাম । হে ভগবন্ ! আমি আপনার অনুগ্রহে ভূত ভবিষ্যৎ সকলই জানিতে পারি সুতরাং, আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যদবস্থা আমার অবিদিত নহে । আপনি পরমাত্মা ব্রহ্মার প্রার্থনানু-
সারে মায়া মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং

দৃষ্ট্বা রামং যথান্যায়ং পূজয়িত্বা সলক্ষণম্ ।
 আহ মে পর্ণশালাং ভো রাম ! রাজীবলোচন ! ।
 আগচ্ছ পাদরজসা পুনীহি রঘুনন্দন ! ।
 উভ্যজ্ঞেদ্বাটজমানীয় সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥ ৩৫ ॥
 ভক্ত্যা পুনঃ পূজয়িত্বা চকারাতিথ্যমুত্তমম্ ।
 অদ্যাহং তপসঃ পারং গতৌহস্মি তব সঙ্কমাৎ ॥
 জ্ঞাতং রাম ! তবোদন্তং ভূতং চাগামিকং চ যৎ ।
 জানামি ত্বাং পরাত্মানং মাযয়া কার্যমানুষম্ ॥ ৩৭ ॥
 যদর্থমবতীর্ণৌহসি প্রার্থিতো ব্রহ্মণা পুরা ।
 যদর্থং বনবাসস্তে যৎকরিষ্যসি বৈ পুরঃ ॥ ৩৮ ॥
 জানামি জ্ঞানদৃষ্ট্যাহং জাতয়া ত্বদুপাসনাৎ ।
 ইতঃ পরং ত্বাং কিং বক্ষে কৃতার্থৌহং রঘুত্তম ॥ ৩৯ ॥
 যন্ত্বাং পশ্যামি কাকুৎস্থং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
 রামস্তমতিবাদ্যাহ সীতালক্ষণসংযুতঃ ॥ ৪০ ॥
 অনুগ্রাহ্যাস্তুরা ব্রহ্মণ ! বয়ং ক্ষত্রিয়বান্ধবাঃ ।
 ইতি সন্ত্রাসাতেহন্যোহন্যমুষিত্বা মুনিসন্নিধৌ ॥ ৪১ ॥

যে কারণে বনবাসী হইরাছেন ও বনবাসাবস্থায় যাঁহা করি-
 বেন, তাঁহা ভবদুপাসনা লব্ধ জ্ঞান দৃষ্টিদ্বারা আমি প্রত্যক্ষ
 করিতেছি, অধিক কি বলিব, হে রঘুনন্দন ! অদ্য আমি পরম
 পুরুষদর্শনে কৃতার্থ হইলাম । জীরাম মহর্ষির জ্ঞানগর্ভ বাক্য
 শ্রবণ করিয়া অভিবাদন পূর্বক করিলেন, হে ব্রহ্মণ ! আমরা
 ক্ষত্রিয় সন্তান, আপনাদিগের অনুগ্রহের পাত্র অলৌকিক
 বাক্যদ্বারা আমাদের সকলকে স্তব করিবেন না । পরম্পরের
 এইরূপ কথোপকথন সমাপ্ত হইলে জীরাম সীতা ও লক্ষ্মণ
 সেই দিবা ও রজনী ভরদ্বাজাপ্রমে অভিবাহিত করিলেন ।
 ১০১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ ।

প্রাতরুথায় যমুনাযুত্তীৰ্ণা মুনিদারকৈঃ ।
 কৃতাপ্তবেন মুনিনা দৃষ্টমার্গেণ রাঘবঃ ॥ ৪২ ॥
 প্রযযৌ চিত্রকূটাদ্রিং বাল্মীকৈর্যত্র চাশ্রমঃ ।
 গত্বা রামৌহথ বাল্মীকৈরাশ্রমং ঋষিসংকুলম্ ।
 নানামৃগদ্বিজাকীর্ণং নিত্যপুষ্পফলাকুলম্ ।
 তত্র দৃষ্ট্বা সমাসীনং বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥
 ননাম শিরসা রামৌ লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ।
 দৃষ্ট্বা রামং রমানাথং বাল্মীকিলৌকসুন্দরম্ ॥ ৪৫ ॥
 জানকীলক্ষ্মণোপেতং জটামুকটমণ্ডিতম্ ।
 কন্দৰ্পসদৃশাকারং কমলীয়াসুজ্জেক্ষণম্ ॥ ৪৬ ॥
 দৃষ্ট্বৈবসহসোত্তম্যৌ বিস্ময়ানিমিষে ক্ষণঃ ।
 আলিঙ্গ্য পরমানন্দং রামং হর্ষাশ্রুলোচনঃ ॥ ৪৭ ॥
 পূজয়িত্বা জগৎপূজ্যং ভক্ত্যাহর্ষ্যাদিত্তিরাদৃতঃ ।
 কলমূলৈঃ সুমধুরৈর্ভোজয়িত্বা চ লালিতঃ ॥ ৪৮ ॥

১৪১ । পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোথানানন্তর মুনি বালক-
 গণের সহিত যমুনা পার হইয়া প্রাতঃস্নানান্তর ভরদ্বাজ
 মুনিকর্তৃক দর্শিত পথ অবলম্বন পূর্বক মহর্ষি বাল্মীকির
 ভপোবন শোভিত চিত্রকূটে গমন করিলেন । অনন্তর রাম
 সীতা ও লক্ষ্মণ মহর্ষি সংকুল—সততঃ পুষ্পফলাদি সমাকীর্ণ
 এবং নানাবিধ মৃগ ও দ্বিজাতিবর্গ কর্তৃক পরিবেষ্টিত ভপোবনে
 উপস্থিত হইয়া বাল্মীকিকে প্রণাম করিলেন । মহাতপা
 বাল্মীকি কন্দৰ্প সদৃশ সুন্দর ও জটামুকট মণ্ডিত রাজীব-
 লোচন রামকে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সমাগত দেখিয়া
 বিস্ময় সহকারে সহসা গাত্রোথানানন্তর সহবালিজন করিয়া
 পরম ভক্তি ও আদর পূর্বক পাদার্থদ্বারা পূজা করিলেন,
 এবং সুমধুর কলমুলাদি আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন
 করাইলেন । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । অনন্তর

রাঘবঃ প্রাজ্ঞলিঃ প্রাহ বাল্মীকিং নিয়মাস্থিতঃ ।
 পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকানাগতা বয়ম্ ॥ ৪৯ ॥
 ভবন্তো যদি জানন্তি কিং বক্ষ্যামোহত্রকারণম্ ।
 যত্র মে সুখবাসায় ভবেৎ স্থানং বদস্ব তৎ ॥ ৫০ ॥
 সীতয়া সহিতঃ কালং কিঞ্চিৎত্র নয়ামাহম্ ।
 ইত্যুক্তো রাঘবেনোসৌ মুনিঃ সস্মিতমব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥
 ত্বমেব সর্বলোকানাং নিবাসস্থানমুত্তমম্ ।
 তবাপি সর্বভূতানি নিবাসসদনানি হি ॥ ৫২ ॥
 এবং সাধারণং স্থানমুক্তং তে রঘুনন্দন ! ।
 সীতয়া সহিতস্তেতি বিশেষং পৃচ্ছতস্তব ॥ ৫৩ ॥
 তদ্বক্ষ্যামি রঘুশ্রেষ্ঠ ! যতে নিয়তমন্দিরম্ ।
 শান্তানাং সমদৃষ্টীণামদেকৃণাং চ জন্তুযু ॥
 ত্বামেব ভজতাং নিত্যং হৃদয়ং তেহধিমন্দিরম্ ॥ ৫৪ ॥
 ধর্মাধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য ত্বামেব ভজতোহমিশম্ ।
 সীতরা সহ তে রাম ! তস্য হৃৎ সুখমন্দিরম্ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীরাম ক্রতাজ্ঞলি হইয়া কহিলেন, হে মহর্ষে আপনি তপ
 প্রভাবে সকলই বিদিত হইয়া থাকিবেন যে, আগরা পিতৃ
 আজ্ঞা পালনার্থ দণ্ডকারণে আগমন করিয়াছি ও অধিক
 আপনাকে কি জানাইব । এই ক্ষণে আমাদিগের সুখবাস
 যোগ্য স্থান আদেশ করুন, যে স্থানে জানকী সমভিব্যাহারে
 কিঞ্চিৎকাল বাস করিতে পারি । বাল্মীকি শ্রীরামের বাক্য
 শ্রবণানন্তর সহাস্য বদনে কহিলেন, হে রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি সর্ব-
 লোকের আবাস স্থান এবং সর্বভূতগণ তোমার আবাসস্থান
 এইরূপ তোমার সাধারণ বাসস্থান কহিলাম । কিন্তু সীতা
 সহ বসতি স্থানে বিশেষ করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করুন । ৪৯ ।
 ৫০ । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । হে রাম ! যে ব্যক্তি লোভ শূন্য

তন্মত্তজ্ঞাপকো যন্ত ত্বামেব শরণং গতঃ ।
 নিদ্বন্দ্বো নিম্পৃহস্তস্য হৃদয়ং তে সুমন্দিরম্ ॥ ৫৬ ॥
 নিরহঙ্কারিণঃ শান্তা যে রাগদ্বেষবর্জিতাঃ ।
 সমলোষ্ঠাশ্মকণকাস্তেবাং তে হৃদয়ং গৃহম্ ॥ ৫৭ ॥
 ত্বয়ি দত্তমনোবুদ্ধির্যঃ সন্তুষ্টঃ সদা ভবেৎ ।
 ত্বয়ি সন্ত্যক্তকর্মা যন্তমাস্তো শুভং গৃহম্ ॥ ৫৮ ॥
 যো ন দেক্ষ্যপ্রিয়ং প্রাপ্য প্রিয়ং প্রাপ্য ন হৃষ্যতি ।
 সর্বং মায়েতি নিশ্চিত্য ত্বাং ভজেত্তন্মনো গৃহম্ ।
 ষড়্ভাবাদিবিকারান্ যো দেহে পশ্যতি নাত্মনি ।
 ক্ষুণ্ট্ স্তুখং ভয়ং দুঃখং প্রাণবুদ্ধোনিরীক্ষতে ।
 সংসারধর্মৈর্নির্মুক্তস্তস্য তে মানসং গৃহম্ ॥ ৬১ ॥

এবং সরণাগত হইয়া তোমার মত্ত জপ করে, তাহার মন
 তোমাদিগের নিয়ত বাসস্থান এবং শান্তি গুণাবলম্বী নির-
 হঙ্কার ও রাগদ্বেষ রহিত হইয়া যে, ব্যক্তি লোভে কাড়ন
 ও প্রস্তুরে সমজ্ঞান করে, তাহার মন তোমাদিগের বাসস্থান ।
 হে রঘুনন্দন ! যে ব্যক্তি তোমাতে মন বুদ্ধি ও কর্মফল অর্পণ
 করিয়া সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে তাহার মন ও তোমাদিগের বাস
 স্থান, যে ব্যক্তি অপ্রিয় বস্তুতে দ্বেষ করে না প্রিয় বস্তু
 লাভ করিয়াও হর্ষিত হয় না এবং জগতকে মায়া কল্পিত
 অলীক বিবেচনা করিয়া তোমাকে ভজনা করে তাহার
 হৃদয় তোমাদিগের বাসস্থান এবং যে ব্যক্তি জন্ম সত্যাবিশেষ
 ভ্রাস বুদ্ধি ও বৈপরিত্য এই ষড়বিধ বিকার আত্মাতে কল্পনা
 না করিয়া নিজ দেহ ধর্ম বলিয়া স্থির করিয়াছে এবং ক্ষুধা
 তৃষ্ণা সুখভয় ও দুঃখ প্রভৃতি গুণকে প্রাণ ও বুদ্ধি এই উভ-
 যের ধর্ম বিবেচনা করিয়া পাপ পুণ্যাদি রূপ সংসার ধর্ম
 পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার মানস তোমাদিগের বাসস্থান
 হে জগদীশ্বর ! যাহারা সর্বব্যাপী এবং অনন্ত সত্য চৈতন্য-
 স্বরূপ ও নিরূপ এবং অল্পময় প্রাণময় বিজ্ঞানময় মনোময়
 আনন্দময় স্বরূপ নিত্য স্থানে অবস্থিত পরমাত্মাকে তোমা

পশ্যন্তি যে সৰ্ব্বগুহাশয়স্বং
 ত্বাং চিদনং সত্যমনন্তমেকং ।
 অলপকং সৰ্ব্বগতং বরেণ্যং
 তেবাং হৃদজে সহ সীতয়া বস ॥৬২॥
 নিরন্তরাভ্যাসদৃঢ়ীকৃতান্ননাং
 ত্বৎপাদসেবাপরিণিষ্ঠিতায়াং ।
 ত্বমামকীৰ্ত্ত্যাহতকল্যাণাং
 সীতাসমে তস্য গৃহং হৃদজে ॥৬৩॥

রাম ! তুমামমহিমা বর্ণ্যতে কেন বা কথং ।
 যৎপ্রভাবদিহং রাম ! ব্রহ্মর্ষিত্বমবাগুবান্ ॥ ৬৪ ॥
 অহং পুরা কিরাতেষু কিরাতেঃ সহ বর্জিতঃ ।
 জন্মমাত্রদ্বিজত্বং মে শূদ্রাচাররতঃ সদা ॥৬৫॥
 শত্রুয়াং বহবঃ পুত্রা উৎপন্না মেহজিতান্ননাঃ ।
 ততশ্চোষ্টৈশ্চ সঙ্গম্য চোরহহমতবং পুরা ॥৬৬॥

হইতে অতিশয় জ্ঞান করিয়া থাকে তাহাদিগের হৃদয়
 পক্ষে তুমি সীতার সহিত পরম সুখে বাস কর, যাহারা ধ্যানা-
 ভাস করিয়া তোমাতে মন দৃঢ়তর নিয়োজিত করিয়া তোমা-
 রই পদসেবানুষ্ঠানে সতত রত আছে এবং তোমার নাম
 কীর্তন করিয়া সৰ্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি হইয়াছে তাহা-
 দিগের হৃদয়ে সীতার সহিত বাস কর । ৬৩। হে
 রাম ! তোমার নামের অপার মহিমা—কেহ বর্ণন করিতে
 পারে না । তোমার নাম শ্রবণে আমি মহর্ষি হইয়াছি ।
 পূর্বকালে কিরাতিধিকৃত দেশে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া
 কিরাতি বালকগণের সহিত পরিবর্জিত হইয়াছিলাম ; কাল-
 ক্রমে শূদ্রাগর্ভে আমার গুহসে কতিপয় সন্তান উৎপন্ন হইল ।
 অনন্তর তাহাদিগের উদর পোষণার্থ চোরগণের সহিত মিলিত
 হইয়া চৌধা বৃত্তি আরম্ভ করিলাম । ৬৬। সৰ্ব্বদা ধর্ম্মান

ধর্ম্মব্রাহ্মণধরো নিত্যং জীবানামন্তকোপমঃ ।
 একদা মুনয়ঃ সপ্ত দৃষ্টা মহতি কাননে ॥৬৭॥
 সাক্ষান্ময়া প্রকাশস্তো জলনার্কসমপ্রভাঃ ।
 তানমুদাবৎ লোভেন তেবাং সৰ্ব্বপরিচ্ছদান্ ॥৬৮॥
 এহীতুকামস্তত্রাহং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাক্রবন্ম ।
 দৃষ্টায়াং মুনয়োহপৃচ্ছন্ কিমায়ানি দ্বিজাধম ! ॥৬৯॥
 অহং তানক্রবৎ কিঞ্চিদাদাতুং মুনিসন্তমাঃ ।
 পুত্রদারাদয়ঃ সন্তি বহবো মে বুভুক্ষিতাঃ ॥৭০॥

ধারণ-পূর্বক নানা পণপক্ষীদিগের হিংসা করা আমার এক মাত্র
 ব্যবসায় হইল । একদা মহারণ্য মধ্যে সূর্য্যাদি সদৃশ দেদীপ্য-
 মান ও তেজঃপুঞ্জ শরীর বিশিষ্ট সপ্তর্ষি দর্শন করিয়া তাহা-
 দিগের যৎকিঞ্চিৎ স্বল্পমূল্য পরিচ্ছদ গ্রহণাভিলাষে অনুগমন
 করিয়া উঠিলেঃস্বরে ‘তিষ্ঠ তিষ্ঠ’ এই বলিয়া বারবার শব্দ করিয়া,
 মুনীগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে দ্বিজাধম ! কি হেতু তুমি
 অনুগমন করিতেছ ? তৎকালে উত্তর করিলাম—আমি বহুকুটুম্বী
 ও দরিদ্র, আমার স্ত্রী পুত্রাদি অস্বাভাবে ক্ষুধার্ত হইয়াছে তাহা-
 দিগের উদর পোষণার্থ আমি এই গিরিকাননমধ্যে দস্তুরূপ্তি
 করিয়া ধন গ্রহণ করিতে প্ররত হইয়াছি । এক্ষণে পরিচ্ছদা-
 পহরণশয়ে তোমাদিগের অনুগমন করিতেছি । অনন্তর মুনি-
 গণ আমাকে কহিলেন, যে নরাদম ! তুমি গৃহে গমন করিয়া
 স্ত্রী পুত্রাদিকে জিজ্ঞাসা কর যে, ‘আমি তোমাদিগের উদর
 পোষণার্থ পাপ করিতেছি—তোমরা তাহার অংশভাগী হইবে—
 কি আমি একাকী অনন্তকালের জন্য নিরয়গামী হইব ? যে মূর্খ !
 তুমি যাবৎকালপর্যন্ত এই বাক্যের উত্তর গ্রহণ করিয়া না
 আসিবে তাবৎকাল আমরা এখানে তোমার অপেক্ষা করিব ।
 অনন্তর মুনিবাক্যে বিম্বস্ত হইয়া গৃহে গমনপূর্বক পরিবারগণকে
 মুনিবাক্যানুসারে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা উত্তর করিল
 যে ‘তুমি গৃহস্থানী—আমরা স্বংকৃতপাপ পুণ্যের অংশভাগী
 কখনই নহে, যেহেতু আমরা প্রতিপাল্য—তোমার উপার্জিত
 ধনদ্বারা আমরা অবশ্য সুখভোগ করিব’ । ৬৭। ৬৮। ৭০।

তেষাং সংরক্ষণার্থায় চরামি গিরিকাননে ।

ততো মায়ুচুরব্যগ্রাঃ পৃচ্ছ গতা কুটুম্বকম্ ॥৭১॥

যো যো ময়া প্রাতিদিনং ক্রিয়তে পাপসঞ্চয়ঃ ।

যুয়ং তন্ত্ৰাগিনঃ কিম্বা নেতি বেতি পৃথক্ পৃথক্ ॥৭২॥

বয়ং স্থাস্যামহে তাবদাগমিষ্যামি নিশ্চয়ঃ ।

তথৈতুক্ত্বা গৃহং গতা মুনিভির্ষদুদীরিতম্ ॥৭৩॥

আপৃচ্ছং পুণ্ডরাদীন্ তৈরুক্তোহহং রঘুত্তম ।

পাপং তবৈব তৎসৰ্বং বয়ং তু কসভাগিনঃ ॥৭৪॥

তচ্ছ্রুত্বা জ্ঞাতনির্বেদো বিচার্যা পুনরাগমং ।

মুনয়ো যত্র তিষ্ঠন্তি করুণাপূর্ণমানসাঃ ॥৭৫॥

মুনীনাং দর্শনাদেব শুদ্ধাস্তঃকরণোহমবং ।

ধম্মুরাদীন্ পরিত্যজ্য দণ্ডবৎপতিতোহস্মাহং ॥৭৬॥

রক্ষস্বং মাং মুনিশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্তং নিরয়ার্ণবং ।

ইত্যগ্রে পতিতং দৃষ্ট্বা মায়ুচুর্ম্ম নিসন্তমাঃ ॥৭৭॥

উত্তীর্ণোত্তীর্ণ তত্রং তে সকলঃ সৎসমাগমঃ ।

উপদেক্ষ্যামহে ভূত্যাং কিঞ্চিতে নৈব মোক্ষ্যসে ।

পরম্পরং সমালোচ্য দূরন্তোহয়ং দ্বিজাধমঃ ॥৭৮॥

উপেক্ষ্য এব সদ্রবৈস্তেস্তথাহপি শরণং গতঃ ।

রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নেন মোক্ষমার্গোপদেশতঃ ॥৭৯॥

ইতুক্ত্বা রাম তে নাম ব্যতাস্তাক্ষরপূর্ব্বকং ।

একাগ্রমনসাত্ৰৈব ময়েতি জপ সৰ্ব্বদা ॥৮০॥

আগচ্ছামঃ পুনর্বা বস্তাব্যুক্তং সদা জপ ।

ইতুক্ত্বা প্রযযুঃ সৰ্ষে মুনয়ো দিব্যদর্শনাঃ ॥৮১॥

অহং যথোপদিষ্টং তৈস্তথাহকরবমঞ্জসা ।

জপেন্নেকাগ্রমনসা বাহ্যং বিস্মৃতবানহম্ ॥৮২॥

এবং বহুতিথে কালে গতে নিশ্চলরাপিণঃ ।

সৰ্ব্বসঙ্কবিহীনস্য বল্লীকোহভূন্মমোপরি ॥৮৩॥

। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। অনন্তর আমি পরিবারগণের নিদাকণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি দুঃখিতাঙ্করণে মুনিগণ সন্নিধানে পুনঃপ্রত্যাগমন করিবা মাত্র তাঁহাদিগের দিব্যরূপ-দর্শনে শুদ্ধাস্তঃকরণ হইয়া ধর্ম্মরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই মহা-পুরুষদিগের চরণে পতিত হইলাম এবং বিনয়সহকারে 'কহি-লাম, হে মহর্ষিগণ! আপনারা আমাকে অপার নরকার্য হইতে পরিজ্ঞান করুন। মহর্ষিগণ আমাকে শরণাগত দেখিয়া কহিলেন, গাজোখান কর—তোমার মঙ্গল হইবে—সজ্জনসংসর্গ অবশ্যই সফল হইয়া থাকে। হে বৎস! আমরা তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিব, তদ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অনন্তর মহর্ষিগণ পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া কথোগকথন করিতে লাগিলেন, যে এই ব্রাহ্মণাধম অতিদুর্বৃত্ত—সদ্বৃত্তব্যক্তি-দিগের নিতান্ত ঘৃণার পাত্র—কিন্তু শরণাপন্ন হইয়াছে, সুতরাং মোক্ষমার্গোপদেশ দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। ৭৫।

। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। হে রাম! অনন্তর মহর্ষিগণ আমাকে তোমার নামাক্ষর বিপর্যায় করিয়া জপ করিতে অনুরমতি করিয়া কহিলেন—যে কালপর্যন্ত আমরা এখানে পুনঃপ্রত্যাগমন না করিব, তাবৎকাল তুমি এই মরশব্দ সতত জপ করিবে, দিব্য দর্শন ঋষিগণ আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়া গমন করিলেন। আমিও বাহাজ্ঞান রহিত হইয়া মহর্ষিগণের উপ-দেশানুরূপ জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ৮০। ৮১। ৮২। এই প্রকারে বহুকাল অতীত হইলে আমার নিঃসঙ্গ ও নিশ্চল দেহের উপবিভাগে বৃহৎ বল্লীক উৎপন্ন হইল, ক্রমশঃ যুগ-সহস্র অতীত হইলে ঋষিগণ সেই স্থানে পুনরুপস্থিত হইয়া, বৎস! গাজোখান কর, এই শব্দোচ্চারণ করিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর সৃগাদেব নীহার হইতে নির্গত হইয়া যেরূপ সুপ্রকাশিত হন আমিও তদ্রূপ ঋষিগণের প্রশান্ত স্বর শ্রবণ করিয়া বল্লীক হইতে গাজোখান করিলাম। ঋষিগণ

ততো যুগসহস্রান্তে ঋষয়ঃ পুনরাগমন্ ।
 মামুচুর্নিষ্ক্ৰমশ্চেতি তক্ষুত্বা তুর্নমুখিতঃ ॥৮৪॥
 বল্লীকান্নিগতচ্চাহং নীহারাদিব ভাস্করঃ ।
 মমাপ্যাহুর্নুনিগণা বাল্লীকিস্ত্বং যুনীশ্বর ॥৮৫॥
 বল্লীকাং সন্তবো যস্মাৎ তিষ্ঠীয়ং জন্মতেহভবৎ ।
 ইতুস্ত্বা তে যযুর্দিব্যগতিং রঘুকুলোত্তম ॥৮৬॥
 অহং তে রামনামশ্চ প্রভাবাদীদৃশোহভবম্ ।
 অদ্য সাক্ষাৎপ্রপশ্যামি সমীতং লক্ষ্মণেন চ ॥৮৭॥
 রামং রাজীবপত্রাক্ষং ত্বামুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ।
 আগচ্ছ রাম! তদ্রং তে স্থলং বৈদর্শয়াম্যহং ॥৮৮॥

এবমুক্ত্বা যুনিঃ শ্রীমাল্লক্ষ্মণেন সমস্থিতঃ ।
 শিষ্যৈঃ পরিব্রতো গত্ত্বা মধ্যে পর্বতগঙ্ঘরোঃ ॥৮৯॥
 তত্র শালাং সুবিস্তীর্ণাং কারয়ামাস বাসভূঃ ।
 প্রাক্পশ্চিমং দক্ষিণোদক্ শোভনং মন্দিরদ্বয়ং ॥
 জানক্যা সহিতো রামো লক্ষ্মণেন সমস্থিতঃ ।
 তত্র তে দেবসদৃশা হ্যবসন ভবনোত্তমে ॥৯০॥
 বাল্লীকিনা তত্র সুপুঞ্জিতোহয়ং
 রামঃ সমীতঃ সহ লক্ষ্মণেন ।
 দেবৈশ্চুর্নীতৈঃ সহিতো মুদাস্তে
 স্বর্গে যথা দেবপতিঃ সশচ্যা ॥৯১॥

আনাকে দেখিয়া কহিলেন, মহর্ষি! যেহেতু বাল্লীক হইতে
 তোমার পুনর্জন্ম হইল, অতএব অদ্যপ্রভৃতি তোমার বাল্লীকি
 এই সার্থক নাম হইল, মহর্ষিগণ আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়া
 আকাশমার্গে গমন করিলেন। হে রাম! আমি তোমারই রাম
 নাম প্রভাবে ঈদৃশাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, সে বাহা হউক অদ্য
 সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চয়ই
 মুক্তিলাভ করিলাম। হে দাশরথি! এখানে আগমন কর,
 তোমার মঙ্গল হইবে। আমি তোমার মনভীষ্ট বাসস্থান প্রদান
 করিতেছি। বাল্লীকি এই সকল বিনয় বাক্যদ্বারা শ্রীরামের
 সমস্তোষোৎপাদন করিয়া শিষ্যগণ ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে ভাগী-
 বথী ও পর্বত উভয়ের মধ্যভূমিতে গমন করিলেন এবং লক্ষ্মণের
 অভিপ্রায়ানুসারে মহর্ষি বাল্লীকি সেই স্থানে পর্বত নিবাসী ভিন্ন
 জাতিদ্বারা একটি পর্ণশালা ও পূর্ব পশ্চিম বিস্তীর্ণ একটি বাস
 ভবন এবং উত্তর দক্ষিণ বিস্তীর্ণ অপর বাস ভবন একটি প্রস্তুত
 করাইলেন, দেবোপম শ্রীরাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সেই

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

ভবনে বাস করিতে লাগিলেন । ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯।
 ৯০। ৯১। দেবরাজ ষে রূপ স্বর্গধামে শচী ও দেবগণের সহিত বাস
 করেন শ্রীরামচন্দ্র বাল্লীকি কর্তৃক পুঞ্জিত হইয়া সীতা লক্ষ্মণ ও
 মুনিগণ সমভিব্যাহারে সেই রূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন
 । ৯২।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোঃধ্যায়ঃ।

সুমন্ত্রোহপি তদাঃষোধ্যাং দিনান্তে প্রবিবেশ হ ।
বস্ত্রেণ মুখমাচ্ছাদ্য বাস্পাকুলিতলোচনঃ ॥ ১ ॥
বহিরেব রথং স্থাপ্য রাজানং দ্রষ্টু মাযযৌ ।
জয়শব্দেন রাজানং স্তুত্বা তং প্রণনাম হ ॥ ২ ॥
ততো রাজা নমস্তং তং সুমন্ত্রং বিহ্বলোহব্রবীৎ ।
সুমন্ত্র ! রামঃ কুত্রান্তে সীতয়া লক্ষণেন চ ॥ ৩ ॥
কুত্র ত্যক্তস্তুয়া রামঃ কিং মাং পাপিনমব্রবীৎ ।
সীতা বা লক্ষণো বাপি নির্দয়ং মাং কিমব্রবীৎ ॥
হা রাম ! হা গুণনিধে ! হা সীতে ! প্রিয়বাदिनि ।
দুঃখার্ণবে নিমগ্নং মাং ত্রিয়মাণং ন পশ্যসি ॥ ৫ ॥

বিলপ্যৈবং চিরং রাজা নিমগ্নো দুঃখসাগরে ।
এবং মন্ত্রী রুদন্তং তং প্রাজ্জলির্কাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥
রামঃ সীতা চ সৌমিত্রির্ময়া নীতা রথেন তে ।
শৃঙ্গিবেরপুরাত্যাসে গঙ্গাকূলে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৭ ॥
গুহেন কিঞ্চিদানীতং ফলমূলাদিকং চ যৎ ।
স্পৃষ্ট্বা হস্তেন সম্প্রীত্যা নাগ্রহীদ্বিসমর্জ্য তৎ ॥ ৮ ॥
বটকীরং সমানায়া গুহেন রঘুনন্দনঃ ।
জটামুকটমাবধ্য মামাহ নৃপতে ! স্বয়ম্ ॥ ৯ ॥
সুমন্ত্র ! ব্রাহ্মি রাজানং শোকস্তেহস্ত ন মৎকৃতে ।
সাকেতাধিকং সৌখ্যং বিপিনে নোভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥

এদিকে সজ্জাসময়ে রোহিত্যমান সুমন্ত্র বস্ত্রাকলদ্বারা মুখা-
চ্ছাদন করিয়া বাস্পাকুলিত লোচনে অযোধ্যানগরে প্রবেশ
করিলেন। অনন্তর বহির্দেশে রথ রক্ষা করিয়া রাজদর্শনার্থ
অস্তঃপুরস্থধ্যে গমন করিলেন। রাজ ভবন প্রবেশানন্তর জয়
শব্দ উচ্চারণ করিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা দশরথ
প্রণত সুমন্ত্রকে অবলোকন করিয়া বিহ্বলাস্তঃকরণে কহিলেন,
হে সুমন্ত্র ! শ্রীরাম সীতা ও লক্ষণ কোথায় আছেন, কোন বনে
বা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে ? শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি এই
মহাপাতকী পিতাকে কি বলিয়াছেন ? রাজা এই কথা বলিতে
বলিতে হা রাম ! হা গুণনিধে ! হা প্রিয়বাदिनि সীতে ! আমি
দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া ত্রিয়মাণ হইয়াছি তোমরা একবার অব-
লোকন কর, এই প্রকার বহু বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।
সুমন্ত্র কৃতাজ্ঞ হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! অযোধ্যা হইতে
রথ চালা করিয়া শৃঙ্গবের নগর সমীপবর্তী গঙ্গাতীরে উপস্থিত

হইয়াছিলাম, সেই স্থানে শ্রীরাম সীতা ও লক্ষণ রথ হইতে
অবতরণ করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন, ঐ সময়
চণ্ডালাধিপতি গুহক ফলমূলাদি আনয়ন করিয়া পরম ভক্তি-
সহকারে ভোজনার্থ তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন, শ্রীরাম পরম
প্রীতি লাভ করিয়া ঐ ফলমূলাদি স্পর্শ করিলেন, কিন্তু
ভোজন করিলেন না। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। অন-
ন্তঃ গুহকের দ্বারা বটকীর আনয়ন করাইয়া শ্রীরাম ও লক্ষণ
জটামুকট বন্ধন করিলেন এবং আমাকে অহুমতি করিলেন—
হে সুমন্ত্র ! তুমি অযোধ্যায় গমন করিয়া মহারাজকে কহিবে,
যে তিনি আমার নিমিত্ত শোকাকুল না হন। বন মধ্যে আমার
অযোধ্যায় বাস অপেক্ষা অধিকতর সুখ হইবে এবং মাতা
কৌশল্যাকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবে, তিনি আমার
নিমিত্ত শোকার্তা না হন। তুমিও শোক-সন্তপ্ত-বৃদ্ধ পিতাকে

মাতুর্মে বন্দনং ক্রহি শোকং ত্যজতু মৎকৃতে ।
 আশ্বাসয়তু রাজানং রুদ্ধং শোকপরিপ্লুতম্ ॥১১॥
 সীতা চাক্ষপরীতাক্ষী মামাহ নৃপসন্তম ।
 দুঃখগদগদয়া বাচ্যামং কিঞ্চিদবেক্ষতী ॥১২॥
 সাক্ষাৎ প্রণিপাতং মে ক্রহি স্বশ্রোঃ পদাঘূজে ।
 ইতি প্ররুদতী সীতা গত্যা কিঞ্চিদবাজুখী ॥১৩॥
 ততস্তেহাক্ষপরীতাক্ষা নাবমারুরুহুস্তদা ।
 যাবদঙ্গাং সমুত্তীৰ্য্য গতাস্তাবদহং স্থিতঃ ॥১৪॥
 ততো দুঃখেন মহতা পুনরেবাহমাগতঃ ।
 ততো রুদন্তী কৌশল্যা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥১৫॥
 কৈকেয়ৈ প্রিয়ভার্য্যায়ৈ প্রসন্নো দত্তবান্ বরম্ ।
 ত্বং রাজ্যং দেহি তস্যৈব মৎপুত্রঃ কিং বিবাসিতঃ ॥

কৃত্বা ত্বমেব তৎসর্বমিদানীং কিং নু রোদিষি ?
 কৌশল্যা বচনং শ্রুত্বা ক্রতে স্পৃষ্ট ইবাগ্নিনা ॥১৭॥
 পুনঃ শোকাশ্রুপূর্ণাক্ষঃ কৌশল্যামিদমব্রবীৎ ।
 দুঃখেন ত্রিয়মাণং মাং কিং পুনর্দুঃখয়স্যালম্ ॥১৮॥
 ইদানীমেব মে প্রাণা উৎক্রমিষ্যন্তি নিশ্চয়ঃ ।
 শপ্তোহহং বাল্যভাবেন কেনচিন্মুনিনা পুরা ॥১৯॥
 পুরাহহং যৌবনে দৃশুশ্চাপবাণধরো নিশি ।
 অচরং যুগয়াসক্তো নদ্যাস্তীরে মহাবনে ॥২০॥
 তত্রার্দ্ধরাত্রসময়ে মুনিঃ কশ্চিত্ত্বাদিতঃ ।
 পিপাসাহর্দিতয়োঃ পিত্রোজ্জলমানেতু মুদ্যতঃ ।
 অপূরয়জ্জলে কুন্তং তদা শব্দোহভবস্মহান্ ॥২১॥

স্বয়ং আশ্বাস বাক্যদ্বারা আশ্বাসিত করিবে ॥১০।১১। অনন্তর
 সজল নয়না জানকী শ্রীরামের প্রতি কিঞ্চিদৃষ্টিপাত করিয়া
 ঐশ্ব মিশ্রিত গদগদবচনে আমাকে কহিলেন, আৰ্য্য! আপনি
 যন্ত্রর ও স্বাক্ষর চরণযুগলে আমার সমীপে প্রণাম জানাইবেন—
 সম্পূর্ণরূপে বাক্য সমাপ্তি না হইতেই রোদন করিয়া জানকী
 অধোমুখী হইলেন। অনন্তর সকলে রোদন করিতে করিতে
 নোকায় আরোহণ করিলেন, যাবৎকালপর্য্যন্ত তাঁহারা ভাগী-
 রথী পরকূলে উত্তীর্ণ না হইলেন তাবৎকাল আমি সেই স্থানে
 দণ্ডায়মান হইয়া অনিমেষলোচনে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত
 করিতে লাগিলাম, তাঁহারা দর্শন পথ অতীত হইলে হতাশ
 হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছি। কৌশল্যা স্নহস্তের বাক্য শ্রবণান-
 তর উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া রাজাকে কহিলেন—মহারাজ!
 আপনি প্রসন্ন হইয়া কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিয়াছেন।
 ভাল, তাঁহাকে সমস্ত রাজ্যই প্রদান করুন—আমার রামকে
 কি কারণে বনবাসী করিলেন? হে প্রভো! আপনি এই

সকল অনর্থের নিদান হইয়া কি হেতু রোদন করিতেছেন?
 শত্রুঘাত জনিত ব্রণ-বিবরে অগ্নিস্পর্শ হইলে যে রূপ যন্ত্রণা
 উপস্থিত হয়, রাজা দশরথ কৌশল্যাকে তাদৃশ যন্ত্রণা-
 ঐশ্ব হইয়া শোকাশ্রুপূর্ণলোচনে দৃষ্টিপাত করত কৌশল্যাকে
 কহিলেন, হে প্রিয়ে! আমি স্বভব দুঃখে ত্রিয়মাণ হইয়াছি,
 পুনর্ব্বার বাক্ষল্য দ্বারা আমাকে রুখা দুঃখিত করিতেছ—
 আমার জীবন এইক্ষণে নির্গত হইবে নিশ্চয় জানিয়াছি।
 পূর্ব্বকালে এক জন ঋষিকুমার আমাকে অভিসম্পাত করিয়া-
 ছিলেন, বোধ করি সেই শাপ এতদিনে কলোন্মুখী হইল—
 অভিশাপের কারণ কহিতেছি শ্রবণ কর।—

একদা রাজ্যকালে আমি যৌবনমদোন্মত্ত হইয়া ধনুর্ধ্বাণ
 ধারণ পূর্ব্বক যুগয়োদ্দেশে মহাবন সংকুল নদীতীরে ভ্রমণ
 করিতেছিলাম, অর্দ্ধরাত্র সময়ে কোন ঋষিকুমার পিপাসাতুর
 রুদ্ধ পিতা ও মাতার নিমিত্ত জলানয়নার্থী হইয়া জলমধ্যে কুন্ত-
 পুরণ করিতেছিলেন, তৎকালে কুন্তপূরণ-জনিত গম্ভীর শব্দ

গজঃ পিবতি পানীরমিতি মত্বা মহানিশি।
 বাণং ধনুৰ্ভি সংধায় শব্দবেধিনমক্ষিপম্ ॥২২।
 হা হতোহস্মীতি তত্রাভূচ্ছবো মানুষ্যমূচকঃ।
 কম্যাপি ন কৃতো দোষো ময়া কেন হতো বিধে।
 প্রতীক্ৰতে মাং মাতা চ পিতা চ জলকাজ্জফর।
 তচ্ছ্রুত্বা তয়সন্তস্ততোহহং পৌরুষং বচঃ ॥২৪।
 শনৈর্গত্বাহথ তৎপার্শ্বং স্বামিন! দশরথোহস্ম্যহং
 অজ্ঞানতা ময়া বিদ্ধস্ত্রাতুমহঁসি মাং মূনে ॥২৫।
 ইত্যুক্ত্বা পাদয়োস্তস্য পতিতো গদগদাক্ষরঃ।
 তদা মামাহ স মুনির্শ্মাভৈষীন্ পসন্তম! ॥২৬।
 ব্রহ্মহত্যা স্পৃশ্যেয় ত্বাং বৈশ্যোহহং তপসি স্থিতঃ।
 পিতরৌ মাং প্রতীক্ৰতে ক্ষুত্ৰুভ্যাং পরিপীড়িতৌ ॥

তয়োস্তমুদকং দেহি শীঘ্রমেবাবিচারয়ন্।
 ন চেত্বাং তস্ম্যসাৎকুর্যাৎপিতা মে যদি কুপ্যতি ॥
 জলং দত্ত্বা তু তৌ নত্বা কৃতং সর্বং নিবেদয়।
 শল্যমুদ্রর মে দেহাৎপ্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি পীড়িতঃ ॥
 ইত্যুক্তো মুনির্ন শীঘ্রং বাণমুৎপাদ্য দেহতঃ।
 সজলং কলশং ধৃত্বা গতোহহং যত্র দম্পতী ॥৩০।
 অতিরুদ্ধাবন্ধদৃশৌ ক্ষুৎপিপাসাদিতৌ নিশি।
 নায়্যতি সলিলং গৃহ্য পুত্রঃ কিম্বাহত্র কারণম্ ॥৩১।
 অনন্যগতিকৌ রুদ্ধৌ শোচ্যৌ তৃট্‌পরিপীড়িতৌ।
 আবামুপেক্ষতে কিম্বা ভক্তিমানাবয়োঃ স্ততঃ ॥৩২।
 ইতি চিন্তাব্যাকুলৌ তৌ মৎপাদন্যাসজং ধ্বনিং।
 শ্রুত্বা প্রাহ পিতা পুত্র! কিং বিলম্বঃ কৃতস্তুরা ॥৩৩।

উৎপন্ন হওয়াতে হস্তিকৃত জলপানের শব্দ-ভ্রম জাগিল, আমি
 ধনুতে শব্দ-ভেদী বাণ নিয়োজিত করিয়া ঐ শব্দানুসারে
 পরিত্যাগ করিলাম। অনন্তর, ‘হা হতোহস্মি’ ইত্যাকার শব্দ
 শ্রবণ করিয়া মনুষ্য জ্ঞান করিলাম। ঋষিকুমার আহত হইয়া
 কাতর স্বরে কহিলেন, হা বিধাতঃ! আমি কাহারও নিকট
 কোন অপরাধ করি নাই, আমাকে বিনাদোষে কোন্ ব্যক্তি
 নষ্ট করিল; রুদ্ধ পিতা ও মাতা পিপাসাতুর হইয়া আমার
 পথনিরীক্ষণ করিয়া আছেন। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২।
 ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। আমি তাদৃশ কাতর বচন শ্রবণান-
 তর সভয় হৃদয়ে শনৈঃ শনৈঃ ঋষিকুমারের পার্শ্বদেশে উপ-
 স্থিত হইয়া কহিলাম, হে প্রভো! আমি রাজা দশরথ—
 অজ্ঞানবশতঃ এই অকার্য্য করিয়াছি—আমাকে ক্ষমা করিতে
 হইবে। অনন্তর ঋষিকুমার আমাকে নিজচরণ যুগলে পতিত-
 ও রোক্তদ্যমান দেখিয়া কহিলেন, হে হৃপতি শ্রেষ্ঠ! তুমি
 ভীত হইও না—আমি বৈশ্য-সন্তান, অতএব ব্রহ্ম হত্যা জনিত

পাপে তুমি কলুষিত হইবে না। কিন্তু রুদ্ধ পিতা ও মাতা
 পিপাসাতুর হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন—তুমি জল
 প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণদান কর, নচেৎ তাঁহারা কুপিত
 হইয়া তোমাকে তস্ম্যসাৎ করিবেন। হে মহারাজ! তুমি
 জলপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া আত্ম কৃত-
 কার্য্য নিবেদন কর, তাহা হইলে অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে
 নিষ্কৃতি পাইবে। হে মহারাজ! আমার হৃদয় হইতে শলা
 উদ্ধার কর, আমি প্রাণত্যাগ করি—বহুকাল যত্নগণা সফল
 করিতে পারি না। ২৭। ২৮। ২৯। অনন্তর আমি ঋষিকুমারের
 দেহ হইতে বাণ উত্তোলন করিয়া জলপূর্ণ কলস গ্রহণ পূর্ব্বক
 সেই রুদ্ধ ও পিপাসাতুর অজদম্পতীর নিকট গমন করিয়া
 তাঁহাদিগের কণ্ঠোপকথন শ্রবণ করিলাম যে, ‘কি হেতু বৎস
 জল লইয়া এখন পর্য্যন্ত আগমন করিল না।’ অন্যান্য
 গতিক শোচনীয় দশাপ্রস্থ পিপাসাতুর ও রুদ্ধতম পিতা
 মাতাকে কি উপেক্ষা করিল? না—কখনই এরূপ হইবে না—
 যেহেতু বৎস আমাদের অতিভক্ত ও ধার্মিক। অনন্তর আমার
 পাদবিক্ষেপ জনিত শব্দ শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে

দেহ্যাবয়োঃ সুপানীয়ং পিব ত্বমপি পুত্রক ! ।
 ইত্যেবং লপতোর্ভোত্যা সকাশগমনং শনৈঃ ॥৩৪॥
 পাদয়োঃ প্রণিপত্যাহমক্রবং বিনয়ান্বিতঃ ।
 নাহং পুত্রস্ত্রয়োধ্যায়ী রাজ্ঞা দশরথোহস্মাহং ॥৩৫॥
 পাপোহহং মৃগয়াসক্তো রাত্ৰৌ মৃগবিহিংসকঃ ।
 জলাবতারাদ্দূরেহহং স্থিত্বা জলগতং ধনিম্ ॥৩৬॥
 শ্রদ্ধাহহং শব্দবেধিভ্যাদেকং বাণমথাত্যজম্ ।
 হতোহস্মীতি ধনিং শ্রদ্ধা ভয়াতত্ৰাহমাগতঃ ॥৩৭॥
 জটাবিকীর্য্য পতিতং দৃষ্ট্বাহহং মুনিদারকং ।
 ভীতো গৃহীত্বা তৎপাদৌ রক্ষ রক্ষতি চাক্রবং ॥৩৮॥

মা ভৈষীরিতি মাং প্রাহ ব্রহ্মহত্যাভয়ং ন তে ।
 মৎপিত্রোঃ সলিলং দত্ত্বা নত্বা প্রার্থয় জীবিতম্ ॥
 ইত্যুক্তো মুনির্না তেন হ্যাগতো মুনিহিংসকঃ ।
 রক্ষতাং মাং দয়াযুক্তৌ যুবাং হি শরণাগতম্ ॥
 ইতি শ্রদ্ধা তু দুঃখার্ভৌ বিলপ্য বহুশোচ্য তং ।
 পতিতো নৌ স্তুতো যত্র নয় তত্রাবিলম্বয়ন্ ॥ ৪১ ॥
 ততো নীতো স্তুতো যত্র ময়া তৌ ব্রহ্মদম্পতী ।
 স্পৃষ্ট্বা স্তুতং তৌ হস্তাভ্যাং বহুশোহথ বিলেপতুঃ ॥
 হা হেতি ক্রন্দমানৌ তৌ পুত্র পুত্রেত্যবোচতাম্ ।
 জলং দেহীতি পুত্রেতি কিমর্থং ন দদাম্যলম্ ॥৪৩॥

ব্রহ্মদম্পতী কহিলেন, হে পুত্র! তুমি কি হেতু জল আনয়নে বিলম্ব করিলে, যাহা হউক এক্ষণে আমাদিগকে জলপ্রদান করিয়া অবশিষ্ট জল স্বয়ং পান কর। আমি তাঁহাদিগের সহকর কাতরোক্তি শ্রবণানন্তর ভীত ও দুঃখিত হইয়া পাদদ্বয়ে নিপতিত হইলাম এবং বিনীত সহকারে কহিলাম। হে মহাত্মন! আমি আপনাদিগের পুত্র নহি, অযোধ্যাধিপতি দশরথ আমার নাম, আমি অতি পাপকার্য্য করিয়াছি—ক্ষমা করিতে হইবে—অদ্য রজনীতে মৃগয়াশক্ত হইয়া মৃগবধাভিপ্রায়ে জলাবতারের কিয়দ্দূরে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে জলমধ্যে শব্দ শ্রবণ করিলাম। জল পানার্থ সমাগত মৃগের শব্দ ভ্রম হওয়ার আমি ঐ শব্দানুসারে শব্দবেধি বাণ পরিত্যাগ করিবামাত্র ‘হা হতোস্মি’ এই প্রকার মগ্নভেদী শব্দ কর্ণগোচর করিলাম, পরম ভীতি সহকারে জলাবতারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটা ঋষিবালাক আলুলায়িতকেশে ভূমি-শয্যায়া শয়ান রহিয়াছেন। অনন্তর আমি পরম ভীতি সহকারে তাঁহার পাদপ্রাঙ্গণপূর্ব্বক নিজ নিরপরাধিতা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। পরম দয়াময় মুনিবালাক

কহিলেন—তোমার ভয় নাই—ব্রহ্মহত্যা-জনিত-পাপে কলুষিত হইবে না। কিন্তু আমার পিতা ও মাতাকে জলপ্রদানানন্তর নমস্কার করিয়া নিজ জীবন প্রার্থনা করিবেন। ৩০।৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। হে মুনে! আমি সেই মুনিবাতি নরাদম—ঋষিকুমারের বাক্যানুসারে আগমন করিয়াছি—দয়াপ্রকাশ পূর্ব্বক শরণাগত বিবেচনা করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। অন্ধমুনি-দম্পতী আমার বাক্য শ্রবণানন্তর শোকসহকারে বহুতর বিলাপ করিয়া আমাকে কহিলেন, দশরথ! সেই আমাদিগের প্রিয়তম সন্তান যে স্থানে পতিত আছে এইক্ষণে আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া চল—আমিও তাঁহাদিগের আদেশে তদগৌই অন্ধদম্পতীকে জলাবতারে আনয়ন করিলাম। অনন্তর তাঁহারা ভূমি পতিত মৃত সন্তানকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া—হা পুত্র, হা পুত্র! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে—জল প্রদান করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর, হা বৎস! কি হেতু বিলম্ব

ততো মামুচতুঃ শীঘ্রং চিতিং রচয় ভূপতে ।
 ময়া তদৈব রচিতা চিতিস্তত্ত্ব নিবেশিতাঃ ।
 ত্রয়স্তত্রাগ্নিকুংসৃষ্টৌ দক্ষান্তে ত্রিদিবং যযুঃ ॥৪৪॥
 তত্র বৃদ্ধঃ পিতা আহ ভূমপ্যেবং ভবিষ্যসি ।
 পুত্রশোকেন মরণং প্রাপ্যসে বচনান্মম ॥ ৪৫ ॥
 স ইদানীং মম প্রাপ্তা শাপকালোহনিবারিতঃ ।
 ইত্যুক্ত্বা বিললাপাথ রাজা শোক সমাকুলঃ ॥৪৬॥
 হা রাম! পুত্র! হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! গুণাকর ।
 ত্বদ্বিয়োগাদহং প্রাপ্তো মৃত্যুং কৈকেয়িসম্ভবং ॥৪৭॥
 বদন্তেবং দশরথঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা দিবং গতঃ ।
 কোশল্যা চ সুমিত্রা চ তথান্যা রাজযোষিতঃ ॥৪৮॥

চুক্রুভুশ্চ বিলেপুশ্চ উরস্তাড়ন পূর্বকং ।
 বশিষ্ঠঃ প্রযযৌ তত্র প্রাতর্মন্ত্রিভিরাবৃতঃ ॥৪৯॥
 তৈলদ্রোণ্যাং দশরথং ক্ষিপ্ত্বা দূতান্ধাত্রবীৎ ।
 গচ্ছত ত্বরিতং সান্থা যুধাজিগ্নগরং প্রতি ॥৫০॥
 তত্রাস্তে ভরতঃ শ্রীমান্ শক্রয় সহিতঃ প্রভুঃ ।
 উচ্যতাং ভরতঃ শীঘ্রমাগচ্ছেতি মমাজ্ঞয়া ॥৫১॥
 অযোধ্যাং প্রতি রাজানং কৈকেয়ীং চাপি পশ্যতু ।
 ইত্যুক্ত্বা স্ত্বরিতং দূতা গত্বা ভরতমাতুলং ॥৫২॥
 যুধাজিতং প্রণম্যোচুর্ভরতং সানুজং প্রতি ।
 বশিষ্ঠস্তাত্রবীদ্রাজন! ভরতঃ সানুজঃ প্রভুঃ ॥৫৩॥

করিতেছ? এইরূপ বহুতর বিলাপ করিয়া আমাকে কহিলেন, হে মহারাজ! অতি সত্ত্বর আপনি চিতা প্রস্তুত করুন। তাঁহাদিগের কথানুসারে আমি তৎক্ষণাৎ চিতা প্রস্তুত করিলাম, বৃদ্ধদম্পতী মৃতপুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া চিতা-শয়নান্তে আমাকে কহিলেন, হে মহারাজ! 'তোমারও আমাদের ন্যায় পুত্রশোকে মরণ হইবে,' যাহা হউক, এক্ষণে চিতাতে অগ্নি প্রদান কর, আমিও সেইক্ষণে চিতানল প্রজ্জ্বলিত করিলাম। অনন্তর তাঁহারা সকলে চিতানলদগ্ধ হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। এক্ষণে আমার সেই শাপ সময় উপস্থিত—নিশ্চয়ই পুত্র শোকে মরণ হইবে। শোকাকুল রাজা দশরথ এই প্রকার বহু বিলাপানন্তর, হা রাম, হা পুত্র, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ গুণাকর, তোমাদিগের বিরহে আমার প্রাণ বিরোগ হইল! রাক্ষসী কৈকেয়ী এই সকল অনর্থের কারণ হইয়াছে, এই কথা বলিয়া প্রাণত্যাগ পূর্বক স্বর্গ গমন করিলেন।

কোশল্যা সুমিত্রা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ মহারাজের

মৃত্যু দর্শনে বক্ষঃস্থল তাড়ন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরদিন প্রাতঃকালে বশিষ্ঠ-দেব কতিপয় মন্ত্রিগণের সহিত অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিয়া মৃতরাজদেহ তৈল দ্রোণীতে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন এবং দূতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দূতগণ! তোমরা অতি সত্ত্বর অযোধ্যার পূর্বক যুধাজিগ্নগরে গমন করিয়া ভরতকে আমার আজ্ঞানুসারে কহিবে যে, তুমি সত্ত্বর অযোধ্যায় আগমন করিয়া রাজা ও কৈকেয়ীকে দর্শন কর। অনন্তর বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞানুসারে দূতগণ দ্রুতবেগে যুধাজিগ্নগরে গমন করিয়া ভরতমাতুল যুধাজিৎ ভরত ও শক্রয়কে প্রণামানন্তর কহিলেন, দেব! বশিষ্ঠদেব আজ্ঞা করিয়াছেন যে, শক্রয় সহিত রাজকুমার ভরতের অতি সত্ত্বর অযোধ্যায় আগমন করিতে হইবে। ভরত বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞা শ্রবণে অতি ভীত হইয়া মাতুলাদি-গুণজনের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক শক্রয় সমভিব্যাহারে অযোধ্যাভিমুখে গমন করত পথিমধ্যে মহারাজের ও শ্রীরামের সম্বন্ধে বহুতর অনিষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শীঘ্রং গচ্ছতু পুরীমযোধ্যামবিচারয়ন্ ।
 ইত্যাজ্ঞপ্তোহথ ভরতস্তুরিতং ভয়বিহ্বলঃ । ৫৪ ॥
 আবযৌ গুরুণাদিক্তঃ সহ দতৈস্তু মানুজঃ ।
 রাজ্ঞো বা রাঘবস্যাপি দুঃখং কিঞ্চিদুপস্থিতং । ৫৫ ॥
 ঈতিচিন্তাপরো মার্গে চিন্তয়ন্নগরং যযৌ ।
 নগরং ভ্রষ্টলক্ষ্মীকং জনসম্বাধবর্জিতং ॥ ৫৬ ॥
 উৎসবৈশ্চ পরিত্যক্তং দৃষ্ট্বা চিন্তাপরোহ ভবৎ ।
 প্রবিশ্য রাজভবনং রাজলক্ষ্মীবিবর্জিতং ॥ ৫৭ ॥
 অপশ্যৎকৈকয়ী তত্র একামেবাসনেন্স্থিতাম্ ।
 মনাম শিরসা পাদৌ মাতুর্ভক্তিসমম্বিতঃ । ৫৮ ॥
 আগতং ভরতং দৃষ্ট্বা কৈকয়ী প্রেমসম্ভ্রুতম্ ।
 উথ্যালিঙ্ঘ্য রতনং স্বাস্থ্যমারোপ্য সংস্থিতা ॥ ৫৯ ॥

কিয়ৎক্ষণ পরে অষোধ্যার উপস্থিত হইয়া নগর প্রবেশ
 সময়ে নানাবিধ উৎসব রহিত নগরের পূর্বশোভা অব-
 লোকন না করিয়া পুনর্বার অতি চিন্তিত হইলেন । অন-
 তর পূর্বশোভাবিহীন রাজ ভবনে প্রবেশ করিবামাত্র
 একাকিনী আসনোপবিষ্টা কৈকয়ীকে দর্শন করিয়া ভক্তি-
 পূর্বক জননীর চরণে প্রণাম করিলেন । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ ।
 ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ ।
 কৈকয়ী সমাগত ভরতকে দর্শনান্তর সম্মুখে সমালিঙ্গন
 করিয়া নিজকোড়ে সংস্থাপন করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে
 মস্তকাত্মাণ করিয়া নিজ পিতৃকুলের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন,
 হে বৎস ! আমার পিতা মাতা ও ভ্রাতা সকলে কুশলে
 আছেন ত ? হে পুত্র ! অদ্য বহুভাগ্যে তোমাকে কুশলী দেখি-
 লাম । অনন্তর ভরত কৈকয়ী বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান
 না করিয়া চিন্তাকুলান্তঃকরণে জননীকে স্বয়ং জিজ্ঞাসা করি-
 লেন—মাতঃ ! আমাদিগের পিতা কোন্ স্থানে অবস্থিতি

মুর্ছ্যাবস্থায় পশ্চচ্চ কুশলং স্বকুলস্য সা ।
 পিতা মে কুশলী ভ্রাতা মাতা চ শুভলক্ষণা ॥ ৫৭ ॥
 দিষ্ট্যা ত্বমদ্য কুশলী ময়া দৃষ্টোহসি পুত্রক । ।
 ইতি পৃষ্ঠঃ স ভরতো মাত্রে চিন্ত্য কুলেন্দ্রিয়ঃ । ৫৮ ॥
 দূরমানেন মনসা মাতরং সমপৃচ্ছত ।
 মাতঃ ! পিতামে কুত্রাস্তে একা ত্বমিহ সংস্থিতা । ৫৯ ॥
 ত্বয়া বিনা ন মে তাতঃ কনাচিহ্নমসি স্থিতঃ ।
 ইদানীং দৃশ্যতে নৈব কুত্র তিষ্ঠতি মে বদ । ৬০ ॥
 অদৃষ্ট্বা পিতরং মেহদ্য ত্বরং দুঃখং চ জ্ঞায়তে ।
 অথাহ কৈকয়ী পুত্রং কিং দুঃখেন তবানঘ ! ॥ ৬১ ॥
 বা গতির্ধর্ম্মশীলানামশ্বমেধাদিষাজিনাং ।
 তাং গতিং গতবানদ্য পিতা তে পিতৃবৎসল ! ৬২ ॥
 তচ্ছ্রুত্বা নিপপাতোর্ব্যাং ভরতঃ শোকবিহ্বলঃ ।
 হা তাত ! কংগতোহসি তং তাস্মৈ মাং রজিনার্ণবে ॥
 অসমর্পণেব রামায় রাজ্ঞে মাং কংগতোহসি ভো ।

করিতেছেন । তুমিই বা সামান্য রমণীর ন্যায় কি কারণে
 একাকিনী নির্জন সেবা করিতেছ ? মহারাজ তোমাকে
 কখনই একাকী নির্জন সেবা করিতেন না, এক্ষণে তাঁহাকে
 তোমার ভবনে দর্শন না করিয়া অতি ব্যাকুল হইয়াছি ।
 মাতঃ ! বিলম্ব করিবেন না পিতা কোন স্থানে আছেন বলিয়া
 আমাকে নিরুদ্বেগ করুন—তাঁহার অদর্শন আমার ভয়
 ও দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে । কৈকয়ী কহিলেন, বৎস ! তোমার
 দুঃখের কারণ কিছুই নাই, হে পিতৃবৎসল ! মহারাজ অশ্ব-
 মেধ বাজক ধার্ম্মিকদিগের সমুচিত সদ্গতি লাভ করিয়াছেন ।
 ৫৯ । ৬০ । ৬১ । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ । অনন্তর ভরত
 পিতার শোচনীয় দশা শ্রবণে 'শোকবিহ্বল হইয়া সর্বজন
 খোদন করত বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হা তাত, আমাকে

ইতি বিস্ময়িতং পুত্রং পতিতং মুক্তযুদ্ধজং ॥৬৭॥

উত্থাপ্যামৃত্যু নয়নে কৈকেয়ী পুত্রমব্রবীৎ ।

সমাপ্তসি হি ভদ্রং তে সৰ্ব্বং সম্পাদিতং নয় ॥৬৮॥

তামাহ ভরতস্তাতো ত্রিয়মাণঃ কিমব্রবীৎ ।

তমাহ কৈকেয়ী দেবী ভরতং ভয়বর্জিতা ॥৬৯॥

হা রাম ! রামসীতৌ লক্ষ্মণৌ পুনঃ পুনঃ ।

বিলপয়েব স্মৃতিরং দেহং ত্যক্ত্বা দিবং যযৌ ॥৭০॥

তামাহ ভরতো হেহম্ব ! রামঃ সন্নিহিতো ন কিং ।

তদানীং লক্ষ্মণো বাপি সীতা বা কুত্র তে গতাঃ ॥৭১॥

হঃসাগরে বিসর্জন করিলেন! হা পুত্র বৎসল, আমাকে শ্রীরামের হস্তে সমর্পণ না করিয়া কোথায় গমন করিলেন? অনন্তর কৈকেয়ী ভূমিশয়িত আলুলায়িত কেশ ও বিহ্বলাস্তঃ-
করণ ভরতকে ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার নয়নদ্বয় মার্জনানন্তর কহিলেন, হে বৎস! আশ্বাদিত হও; আমা কর্তৃক তোমার সমস্ত মঙ্গল সম্পাদিত হইয়াছে। ৬৬।

৬৭। ৬৮। ভরত কহিলেন, মাতঃ! পিতা মরণ সময়ে কি বলিয়াছিলেন? কৈকেয়ী ভরতবাক্যের তাৎপর্যার্থ অবগত না হইয়া নির্ভ্রান্তঃকরণে কহিলেন, মহারাজ মরণ সময়ে, হা রাম, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ! এই বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া গর্গে গমন করিয়াছেন। ভরত কহিলেন, মাতঃ! তৎকালে শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণ কোন্ স্থানে ছিলেন, তাঁহারা কি মহা-
রাজের সন্নিহিত ছিলেন না? কৈকেয়ী কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর,—মহারাজ শ্রীরামের যৌবরাজ্যে অভিষেকার্থ উদ্যোগ করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিমিত্ত রাজ্য প্রার্থনা করিয়া মহারাজের অভিপ্রেত কার্যের বিচারণ করিয়াছি। পূর্বে মহা-
রাজ আমার সেবার সন্তুষ্ট হইয়া বরদ্বয় প্রদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহার একটি বরদ্বারা তোমার নিমিত্ত সমস্ত রাজ্য গ্রহণ করিয়াছি—অপর বরদ্বারা শ্রীরামের জটাবল দ্বারপূর্বক চতুর্দশবর্ষ বনবাস হইয়াছে। ঋগ্নপরাধ রাম পিতৃ আজ্ঞা শ্রবণ

কৈকেয়্যবাচ ।

রামস্য যৌবরাজ্যার্থং পিত্রা তে সন্তমঃ কৃতঃ ।

তব রাজ্যপ্রদানায় তদাহং বিঘ্নমাচরং ॥৭২॥

রাজ্ঞা দত্তং হি মে পূর্বং বরদেন বরদ্বয়ং ।

যাচিতং তদিদানীং মে তয়োরেকেন তেহখিলং ॥

রাজ্যং রামস্য চৈকেন বনবাসো মুনিব্রতং ।

ততঃ সত্যপরো রাজ্ঞা রাজ্যং দত্ত্বা তবৈব হি ॥৭৩॥

রামং সম্প্রেষয়ামাস বনমেব পিতা তব ।

সীতাহপ্যমুগতা রামং পাতিব্রতামুপাশ্রিতা ॥৭৪॥

সৌভ্রাজ্যং দর্শয়ন্ রামমমুযাতোহপি লক্ষ্মণঃ ।

বনং গতেষু সর্কেষু রাজ্ঞা তানৈব চিস্তয়ন্ ॥৭৫॥

প্রলপন্ রাম রামোতি মমার নৃপসন্তমঃ ।

ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বজ্রাহত ইব ক্রমঃ ॥৭৬॥

পপাত ভূমৌ নিঃসংজ্ঞস্তং দৃষ্ট্বা দুঃখিতা তদা ।

কৈকেয়ী পুনরপ্যাহ বৎস ! শোকেন কিং ? তব ॥

মাত্র তোমাকে রাজ্যপ্রদান করিয়া বনগমন করিয়াছেন, পিতা-
পরায়ণা জানকী ও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বনগমনানন্তর মহারাজ হা রাম, হা লক্ষ্মণ ইত্যাদি বহু বিলাপ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

ভরত কৈকেয়ীর নিদারুণ বাক্য শ্রবণানন্তর অচেতন হইয়া বজ্রাহত তরুর শাখা ভূতলে পতিত হইলেন। কৈকেয়ী ভরতের তাদৃশাবস্থা দর্শন করিয়া হুঃখিতান্তঃকরণে কহিলেন, বৎস! গালোথান কর, তোমার হুঃখের কারণ কি? বিপুল সম্রাজ্ঞা ভোগের সময় কি হুঃখ হইতে পারে? ভরত এইপ্রকারে ঘৃণিত বাক্য শ্রবণানন্তর মাতাকে যেন ক্রোধানলে দগ্ধ করিয়া আশ্রয়ে আরক্ত নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন। ৬৯। ৭০।

রাজ্যে মহতি সম্প্রাপ্তে দুঃখস্যাবসরঃ কুতঃ ।

ইতি ক্রবন্তীমালোকা মাতরং প্রদহ্নিব ॥৭৯॥

অসন্ত্যাব্যাহনি পাপে মে ঘোরে ত্বং ভর্তৃঘাতিনী ।

পাপে ত্বদগর্ভজাতোহহং পাপবানস্মি সাম্প্রতং ।

অহমগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি বিষং বা তক্ষয়াম্যহং ॥৮০॥

খঞ্জন বাথ চাত্মানং হত্বা যামি যমক্ষয়ং ।

ভর্তৃঘাতিনি ! দুষ্টে ত্বং কুন্তীপাকং গমিষ্যসি ॥৮১॥

ইতি নির্ভৎসা কৈকেয়ীং কৌশল্যাভবনং যযৌ ।

সাপি তং ভরতং দৃষ্ট্বা মূলকণ্ঠা রুরোদ হ ॥৮২॥

১৭১।৭২।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬।৭৭।৭৮।৭৯।৮০।৮১।৮২। রে পাপীয়সি ভর্তৃঘাতিনি ! তোমার সহিত সন্ত্যবণ করিলে পাপস্পর্শ হয়—আমি তোমার পাপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া অত্যাধিক পাপিষ্ট বোধ করি-
তেছি। অতএব অদ্য অগ্নি প্রবেশ, বিষভক্ষণ বা খঞ্জনবাত ধারণ এই
দেহ নষ্ট করিয়া যম মন্ডনে গমন করিব। রে দুষ্টে ! তোমার ভর্তৃ-
ঘনাশন জনিত পাপে নিশ্চয়ই কুন্তীপাক নরক ভোগ হইবে।

ভরত কৈকেয়ীকে এই প্রকার ভৎসনা করিয়া কৌশল্যা
ভবনে গমন করিলেন। কৌশল্যা দেবীও ভরতকে অবলোকন
করিয়া মূলকণ্ঠে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৮০।৮১।৮২।
ভরতও কৌশল্যা চরণে পতিত হইয়া তুল্য রোদন করিতে লাগি-
লেন; কিয়ৎক্ষণ পরে পতিপরায়ণা রাম-মাতা ভরতকে আলিঙ্গন
করিয়া শোকাশ্রু মিশ্রিত লোচনে দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন—
পুল ! তুমি বিদেশস্থ থাকায় এই সকল অনর্থ ঘটনা হইয়াছে।
হে বৎস ! তোমার মাতার কার্য সকল শ্রবণ করিয়াছ—আমার
রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত জটাবকল ধারণ করিয়া বন-
গমন করিয়াছেন—হা রাম, হা রঘুবংশনাথ ! তুমি যে পরমাত্মা
আমার উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ তাহা আমি জানি, তথাপি
আমার মন কোন প্রকারে তুংখ হইতে নিবৃত্ত হয় না। হে রাম !
নিশ্চয় জানিলাম—বিধিলিপি কখনই খণ্ডন হয় না। ভরত
ঐরূপ বিলাপ-কারিণী ও শোক-সন্তপ্তা কৌশল্যার চরণদ্বয়

পাদয়োঃ পতিতন্তুয়া ভরতোহপি তদারুদন।

আলিঙ্গ্য ভরতং সাসী রামমাতা যশস্বিনী ॥৮৩॥

কৃশাতিদীনবদনা সাক্ষনেত্রেদমব্রবীৎ ।

পুল্ল ! ত্বয়ি গতে দূরমেবং সর্কসমভূদিদং ।

উক্তং মাত্ৰা শ্রুতং সর্কং ত্বয়া তে মাতৃচেক্ষিতং ॥৮৪॥

পুল্লঃ সত্যার্থো বনমেব যাতঃ

সলক্ষ্মণো মে রঘুরামচন্দ্রঃ ।

চৌরাস্বরো বদ্ধজটাকলাপঃ

সন্ত্যজ্য মাং দুঃখ সন্মুদ্রমগ্নাং ॥৮৫॥

হা রাম ! হা মে রঘুবংশনাথ !

জাতোহসি মে ত্বং পরতঃ পরাত্মা ।

তথাপি দুঃখং ন জহাতি মাং বৈ

বিবিবলীয়াণিতি মে মনীষা ॥৮৬॥

স এবং ভরতো বীক্ষ্য বিলপন্তীং ভৃশং শুচা

পাদৌ গৃহীত্বা প্রাহেদং শৃণু মাতর্বচো মম ॥৮৭॥

কৈকেয়া যৎকৃতং কস্ম রামরাজ্যাভিষেচনে

অন্যদ্বা যদি জানামি সা ময়া নোদিতা যদি ॥৮৮॥

ধারণ করিয়া পুনর্বার কহিলেন, মাতঃ ! শ্রবণ করুণ—শ্রীরামের
রাজ্যাভিষেক সময়ে কৈকেয়ী যে সকল ব্যবহার করিয়াছেন,
তাহা যদি আমার বিদিতপূর্ব হয়, তাহা হইলে আমি ব্রহ্ম-
হত্যাশত জনিত পাপে অবগু কলুষিত হইব, অধিক কি বলিব,
ভূতকার্য্য সকল যদি আমার বিদিত বা অভিমত হয়, তাহা
হইলে অরক্ষিত সহিত কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবের হত্যা জনিত পাপে
আমি লিপ্ত হইব। ভরত এইপ্রকার শপথ করিয়া অতিশয়

পাপং মেঃস্ত তদা মাতঃ ! ব্রহ্মহত্যাশতোদ্রবং ।
 হত্বা বশিষ্ঠং খড়্গেন অরুন্ধত্যা সমন্বিতং ॥৮২॥
 ভূয়ান্তংপাপ মখিলং মম জ্ঞানামি যদ্যহং ।
 ইত্যেবং শপথং কৃত্বা কুরোদ ভরতস্তদা ॥৮৩॥
 কৌশল্যা তমখালিক্য পুত্র ! জ্ঞানামি মা শুচঃ ।
 এতস্মিন্ভ্রমস্তরে অহং ভরতস্য সমাগমং ॥৮৪॥
 বশিষ্ঠো মন্ত্রিতিঃ সাক্ষং প্রযযৌ রাজমন্দিরং ।
 রুদন্তং ভরতং দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠঃ প্রাহ সাদরং ॥৮৫॥
 ব্রহ্মো রাজা দশরথো জ্ঞানী সত্যপরাক্রমঃ ।
 ভুক্ত্বা মর্ত্য সুখং সৰ্ব্বমিচ্ছা বিপুলদক্ষিণৈঃ ॥৮৬॥
 অশ্বমেধাদিভির্বিজ্জেল'ক্সা রামং সুতং হরিং ।
 অস্তে'জগাম ত্রিদিবং দেবে'জ্জাননং প্রভুঃ ॥৮৭॥

রোদন করিতে লাগিলেন । ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ।
 কৌশল্যা দেবী তাঁহাকে সম্মেলন করিয়া কহিলেন, বৎস !
 শপথ করিতে হইবে না বালাবাধি তোমার চরিত্র কাহারও
 অবিদিত নাই ।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব ভরত সমাগম অবগানস্তর স্মৃত্ত প্রভৃতি
 কতিপয় মন্ত্রীগণের সহিত রাজভবনে উপস্থিত হইয়া রোহিণী-
 মান ভরতকে দর্শন করিয়া কহিলেন, বৎস ভরত ! অতি
 বৃদ্ধতম পরম জ্ঞানী ও সত্য পরাক্রম রাজা দশরথ অশ্ব-
 মেধাদি যজ্ঞদ্বারা বিষ্ণু'রূপী সন্তান লাভ করিয়া সৰ্ব্বস্ব
 ভোগান্তে যথাসময়ে স্বর্গগমন করিয়াছেন, সে স্থানেও অম-
 রেন্দ্রের সহিত অর্কাসনোপবিষ্ট হইয়া দেবগণের সদসংসর্গ
 বিচারে স্বরপতির সাহায্য করিবেন, অতএব অশোচ্যাবস্থা ও
 মোক্ষভাজন পিতার জন্ত বৃথা শোক করিতেছে, যাঁহারা আত্মাকে

তং শোচসি বৃথৈব ত্বমশোচ্যং মোক্ষভাজনং ।
 আত্মা নিত্যো'ব্যয়ঃ শুদ্ধো জন্মনাশাদিবর্জিতঃ ॥৮৫॥
 শরীরং জড়মত্যাৰ্থমপবিত্রং বিনশ্বরং ।
 বিচার্যমাণে শোকস্য নাবকাশঃ কথঞ্চন ॥৮৬॥
 পিতা বা তনয়ো বাপি যদিমৃত্যুবশংগতঃ ।
 মৃত্যাস্তমশোচন্তি স্বাত্মতাড়ন পূর্বকং ॥৮৭॥
 নিঃসারে খলু সংসারে বিয়োগো জ্ঞানিনাং যদা ।
 ভবেদৈরাগ্যাহেতুঃ স শাস্তিসৌখ্যং তনোতি চ ॥৮৮॥
 জন্মবান্ যদি লোকে'হস্মিন্ তহি'তং মৃত্যুরনুগাৎ ।
 তস্মাদপরিহার্যো'হয়ং মৃত্যুজ'ন্মবতাং সদা ॥৮৯॥

শুদ্ধ ও নিত্য স্তবরাং জন্ম মৃত্যুরহিত এবং শরীরকে জড়, অতি
 অপবিত্র ও বিনাশী বোধ করে, তাহাদিগের কোন কালে শোক
 হয় না । ৯১ । ৯২ । ৯৩ । ৯৪ । ৯৫ । ৯৬ । পিতা বা পুত্র কাল-
 কবলে পতিত হইলে মৃত্যুরাই নিজ বক্ষঃস্থল তাড়ন পূর্বক শোক
 করিয়া থাকে । দেখ এই অসার সংসারে জ্ঞানি ব্যক্তির। বন্ধু-
 জন বিয়োগ কামনা করিয়া থাকে, যেহেতু বন্ধুজন বিয়োগ
 বৈরাগ্য ও শাস্তি সুখের কারণ হইয়া থাকে । হে ভরত ! জ্ঞাত
 ব্যক্তিদিগের অবস্থা ই মৃত্যু হইবে, স্তবরাং জন্মমৃত্যুরই মৃত্যু
 স্বাভাবিক ধর্ম, স্বকীয় কাম্যাসুসারে নিয়মিত সময়ে তাহাদিগের
 মৃত্যু হইবে—ইহা কেহ অজ্ঞতা করিতে পারে না । হে বৎস ! তুমি
 এই সমস্ত বিষয়ে অতিজ্ঞ হইয়াও অনভিজ্ঞের ন্যায় বন্ধুজন
 বিয়োগ জনিত শোকে কাতর হইতেছ—দেখ, কোটি কোটি
 ব্রহ্মাও বহুধা বিনষ্ট হইয়াছে—এই সৃষ্টিও বারম্বার পরিবর্তিত হই-
 তেছে—সাগর সকল সময়ে শুষ্ক হইয়া থাকে, অতএব প্রাণিগণের
 ক্ষণ বিধ্বংসী জীবনে কি আশা হইতে পারে ? চঞ্চল পত্রান্ত
 সংলগ্ন জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণ ভঙ্গুর পরমায়ু অসময়ে নষ্ট হইয়া
 থাকে, তাহার স্থায়িত্ববিষয়ে কাহারও কি বিধান আছে ?

স্বকর্মবশতঃ সর্বজন্তুনাং প্রভাবাপী যৌ । এক এব পরো হ্যাত্মা হৃদ্বিতীয়ঃ সমস্থিতঃ ।
 বিজ্ঞানমপ্যবিদ্বান্যঃ কথং শৌচতি বাঙ্গবান্ ॥১০০॥ ইত্যাত্মানং দৃঢ়ং জ্ঞাত্বাত্মাত্মাশোকং কুরু ক্রিয়াং ॥
 ব্রহ্মাণ্ডকে টয়োঃ মর্কটঃ সৃষ্টয়ো বহশো গতাঃ । তৈলদ্রোণ্যাঃ পিতৃর্দেহবুৎপত্তা সচিটৈবঃ সহ ।
 শূন্যস্থি সাগরাঃ সর্করৈ কৈবাহ্য কনজীবিতে ॥১০১॥ কৃত্যং কুরু যথা ন্যায়মস্মভিঃ কুলনন্দন ! ॥১০৮॥
 চলপত্রান্তুলাগ্নাশু বিন্দবৎ ক্ষণভঙ্গুরং । ইতি সম্বোধিতঃ সাক্ষাদ্গুরুণা ভরতস্তদা ।
 আয়ুস্ত্যজতাবেলায়াং কস্তত্র প্রত্যয়ন্তব ॥১০২॥ বিসৃজ্যাজ্ঞানজং শোকং চক্রে স বিধিবৎক্রিয়াং ॥
 দেহী প্রাক্তনদেহোপকর্মণা দেহবান্ পুনঃ । গুরুণোক্তপ্রকারেণ আহিতাশ্লেষথা বিধি ।
 তদেহোপ্তেন চ পুনরেবং দেহঃ সদাশুনঃ ॥১০৩॥ সংস্কৃত্য স পিতৃর্দেহং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥১০৭॥
 যথা তাজ্জতি বৈ জীর্ণং বাসো গৃহাতি নূতনং । একাদশেহহনি প্রাপ্ত ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্ ।
 তথা জীর্ণং পরিত্যজ্য দেহী দেহং পুনর্নবং ॥১০৪॥ তোজ্যামাস বিধিবচ্ছতশোহথ সহস্রশঃ ॥১১১॥
 তজ্জত্যেব সদা তত্র শোকস্যাবসরঃ কুতঃ । উদ্दिশ্য পিতরং তত্র ব্রাহ্মণভ্যো ধনং বহু !
 আত্মা ন ত্রিয়তে জাতু জায়তে ন চ বর্জ্যতে ॥১০৫॥ দদৌ গবাং সহস্রাণি গ্রামান্ রত্নাঘরাণি চ ॥১১২॥
 ষড়্-ভাবরহিতোহনন্তঃ সত্যবিজ্ঞানবিগ্রহঃ । অবসৎ স্বগৃহে তত্র রামামেবামুচিস্তয়ন্ ।
 আনন্দকপো বুদ্ধাদিসাক্ষী লয়বিবর্জিতঃ ॥১০৬॥ বশিষ্ঠেন সহ ভ্রাতা মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ ॥১১৩॥

প্রাক্তন দেহ কৃত কর্ম বশতঃ আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধ হয়—এই দেহান্তর কৃত কর্ম-প্রবাহ দ্বারা পুনঃ পুনর্বার দেহান্তর প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সুতরাং আত্মা দেহ-সংসর্গ পরিভাগ করেন না । ১০৬। ১০৭। ১০৮। ১০৯। ১০০। ১০১। ১০২। ১০৩। যেরূপ মনুষ্যেরা জীর্ণবস্ত্র পরিভাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ আত্মাও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহান্তর গ্রহণ করেন । আত্মার মৃত্যু বা জন্ম, বৃদ্ধি বা হ্রাস কিছুই হয় না। যেহেতু তিনি সর্বপ্রকার বিকার রহিত এবং অপরিচ্ছিন্ন মহিমা—সত্য—জ্ঞানময় ও আনন্দ স্বরূপ এবং যাবৎ প্রাণিদিগের অস্তিত্ব-করণস্থিত সদ্-সমুদ্ভূতির সাক্ষী, অবিনাশী ও অদ্বিতীয়। হে বৎস ! সর্বদেহস্থিত এক আত্মাকে দৃঢ়তররূপে বিদিত হইয়া শোক

পরিভাগ কর এবং সমযোচিত কার্য্যাত্মকানে তৎপর হও । হে ধর্ম পরায়ণ ! অমাত্যগণের সমভিব্যাহারে তৈল-দ্রোণী হইতে রাজ-দেহ উদ্ধার করিয়া দাহাদি কার্য্যের উদ্যোগ কর । ভরত নিজগুপ্ত বশিষ্ঠ দেবের জ্ঞানগর্ভ উপদেশে প্রবণে জ্ঞান লাভ করিয়া অজ্ঞান জনিত শোক পরিভাগ করিলেন । অনন্তর সাত্ত্বিক ক্ষত্রিয়দিগের বিধানানুসারে পিতৃদেহ সংস্কার করিয়া একাদশ দিবসে শত সহস্র বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলেন এবং পিতার পারিত্রিক অর্থোদ্যোগে ব্রাহ্মণগণকে বহুপরিমাণে ধন, গোসহস্র, নানা জমিদার ও রত্নাভরণাদি প্রদান করিয়া বশিষ্ঠ শত্রু ও কতিপয় মন্ত্রী কর্তৃক পরিহৃত হইয়া ভরত স্বগৃহে বাস করিতে লাগিলেন । ১০৪।

রামেহরণ্যং প্রয়াতে সহ জনকমুতা
 লক্ষণাভ্যাং সুঘোরং মাতা মে রাক্ষসীব
 প্রদহতি হৃদয়ং দর্শনাদেব সদ্যঃ ।
 গচ্ছাম্যারণ্যমদ্য স্থিরমতিরখিলং

দূরতোহপ্যস্য রাজ্যং রামং সীতাসমেতং
 স্মিতকৃচিরমুখং নিত্যমেবানুসেবে ॥১১৪॥
 ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

১০৫। ১০৬। ১০৭। ১০৮। ১০৯। ১১০। ১১১। ১১২। ১১৩।
 ভ্রাতৃ বৎসল ভরত অযোধ্যা ভবনে বাস করিয়া রাজ কার্য
 পরিত্যাগ করিলেন, প্রভু্যত অনবরত চিন্তা করিতেন যে,
 রাক্ষসীর ন্যায় কৈকেয়ীকে দর্শন করিয়া আমার হৃদয় দধ
 ছইতেছে, অতএব এখানে বাস করিব না—অদ্যই রাজ্য

পরিত্যাগ পূর্বক রাম সীতা ও লক্ষণ যে বনে গমন করিয়া-
 ছেন সেই বনে গমন করিয়া স্থির চিত্তে ও সহাস্য বদনে
 সীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের চরণ সেবা করিব। ১১৪।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বশিষ্ঠো মুনিভিঃ সার্দ্ধং মস্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ ।
রাজ্ঞঃ সভাং দেবসভাসম্মিতামবিশদ্বিতুঃ ॥১॥
তত্রাসনে সমাসীনশ্চতুর্মুখ ইবাপরঃ ।
অানীয় ভরতং তত্র উপবেশ্য সহানুজং ॥২॥
অত্রবীদ্ধচনং দেশকালোচিতমরিন্দমং ।
বৎস ! রাজ্যোহভিষেক্যামস্তুমদ্য পিতৃশাসনাৎ ॥৩॥
কৈকেয়া যাচিতং রাজ্যং তদর্থে পুরুষর্ষভ ! ।
সত্যসন্ধো দশরথঃ প্রতিজ্ঞায় দদৌ কিল ॥৪॥

অনন্তর কুলগুরু বশিষ্ঠদেব মুনিগণ এবং কতিপয় রাজ
মন্ত্রী সমভিব্যাহারে দেবসভা সদৃশ সুদৃশ্য রাজসভা মধ্যে
প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় কমলযোনির ন্যায় আসনে উপবেশন
করিলেন এবং ভরত ও শত্রুঘ্নকে আনয়নানন্তর সেই স্থানে
উপবেশন করাইয়া দেশকালোচিত বচনাবলী বিন্যাস করিতে
আরম্ভ করিলেন—হে বৎস ভরত ! অদ্য তোমাকে স্বর্গীয়
মহারাজের আজ্ঞানুসারে যোবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব ; হে
পুরুষর্ষভ ! কৈকেয়ী তোমার নিমিত্ত মহারাজের নিকট রাজ্য
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সত্য প্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ পূর্ব
প্রতিজ্ঞাবশবর্তী হইয়া সমস্ত রাজ্য তোমাকে প্রদান করিয়া-
ছেন, এক্ষণে সমুপস্থিত মুনিগণ যথাবিধি যজ্ঞোচ্চারণ পূর্বক

অভিষেকো ভবত্বদ্য মুনিভিঃ স্পর্শপূর্বকং ।

তচ্ছ্রুত্বা ভরতোহপ্যাহ মম রাজ্যেন কিং মুনে ॥৫॥
রামো রাজাধিরাজশ্চ বয়ং তস্যৈব কিল্করাঃ ।
শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামো রামমানেতুমঞ্জসা ॥৬॥
অহং যয়ং মাতরশ্চ কৈকেয়ীং রাক্ষসীং বিনা ।
হনিষ্যাম্যধুনৈবাহং কৈকেয়ীং মাতৃগন্ধিনীং ॥৭॥
কিন্তু মাং নো রঘুশ্রেষ্ঠঃ স্ত্রীহন্তারং সহিষ্যতে ।
তচ্ছোভুতে গমিষ্যামি পাদচারেণ দণ্ডকান্ ॥৮॥

অভিষেক কার্য সম্পাদন করুন । ভরত মহর্ষির বাক্য শ্রবণ
করিয়া কহিলেন, হে গুরুর ! রাজ্যে প্রয়োজন নাই—আমরা
রাজাধিরাজ শ্রীরামের দাস, অতএব তাঁহার দাসত্ব কার্য দ্বারা
এই অসার দেহকে পবিত্র করিব, হে মহর্ষে ! আগামি প্রভাতে
আমি মাতৃগণ এবং সমুপস্থিত ঋষিগণ সমভিব্যাহারে
আপনাকে অগ্রসর করিয়া শ্রীরামের প্রত্যানয়নার্থ বনগমন
করিব, কৈকেয়ীকে সমভিব্যাহারে লইবার কথা দূরে থাকুক
প্রত্যুত এই দেহেই সেই রাক্ষসীর প্রাণসংহার করিব—মাতৃ-
স্বয়ংক্রিয় গৌরব রক্ষা করিব না । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ । ৭ ।
কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতেছি যে, স্ত্রীহত্যা করিলে শ্রীরাম
আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিবেন না, যাহা হউক আপনারা
আগমন করুন বা না করুন, আমি শত্রুঘ্নকে সমভিব্যাহারে
লইয়া আগামি দিবসেই পদসঞ্চারণ দ্বারা দণ্ডকারণ্য গমন
করিব । ৮ । রঘুকুল প্রদীপ শ্রীরামচন্দ্র যতদিন প্রত্যাগমন না

শত্ৰুসহিতস্তু গন্তব্যমায়ান্ত বা নবা ।

রামো যথা বনে বাতস্তথাইহং বল্কলধরঃ ॥১৮॥

কলমূলকুতাহারঃ শত্ৰুসহিতো মুনে ।।

ভূমিশায়ী জটাধারী যারজামো নিবর্ততে ॥১৯॥

ইতি নিশ্চিন্ত্য ভরতস্তৃষ্ণীমেবাবতস্থিবান্ ।

সখু সাধ্বিত্যি তং সর্কে প্রশশংসমুদান্বিতাঃ ॥১১॥

ততঃ প্রভাতে ভরতং গচ্ছন্তং সর্কসৈনিকাঃ ।

অনুজগ্মুঃ সূমন্ত্ৰেণ নোদিতাঃ সখকুঞ্জরাঃ ॥২০॥

কৌশল্যা দ্যা রাজদারা বশিষ্ঠ প্রমুখা দ্বিজাঃ ।

দাদয়ন্তো ভুবং সর্কে পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোহগ্রতঃ ॥১৩॥

শৃঙ্গিবেরপুরং গতা গঙ্গাকূলে সমন্বতঃ ।

উবাস মহতী সেনা শত্ৰুপরিচোদিতা ॥১৪॥

করবেন, তাবৎ কাল আমি শত্ৰুসহিত জটা বল্কল ধারণ—কল মূলদি ভক্ষণ ও ভূমিশায়ায় শয়ন করিয়া সেই অরণ্য মধ্যেই দিনপাত করিব । ১৮ । ১৯ । ভরত এইরূপ কথনান্তর ঘোঁরাবলন্তন করিলে সমুপস্থিত সভাবর্গেরা তাঁহাকে বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । ১২ । পরদিন প্রভাত সময়ে ভরতকে বন্যভিযুক্ত প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া সূমন্ত্ৰ কর্তৃক আদেশিত হস্তধ্ব সুরোভিত সেনা সমুদয়, কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজগণ মহোৎসব গোলাহল দ্বারা দশদিক প্রতিধ্বনিত করনানন্তর ভরতের অগ্র পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব দেশ সমাচ্ছাদিত করিয়া অহগমন করিতে আরম্ভ করিলেন ১২ । ১৩ । শত্ৰুপরিচোদিত সেনা সকল শৃঙ্গবের পুর সমীপবর্তী ভাগিরথী কূলে উপস্থিত হইয়া ত্রিদিবস সেই স্থানে বাস করিলেন । ১৪ ।

আগতং ভরতং শ্রুত্বা গুহঃ শঙ্কিতমানসঃ ।

মহত্যা সেনয়া সার্কমাগতো ভরতঃ কিলঃ ॥১৫॥

পাপং কর্তুং ন বা যাত্তি রামস্যা দিদিতা জ্ঞানঃ ।

গতা তদ্ধৃদয়ং জ্ঞেয়ং যদি শুদ্ধস্তরিষ্যতি ॥১৬॥

গঙ্গাং নো চেৎ সমাকৃষ্য নাবস্তিষ্ঠন্ত সায়ুধাঃ ॥

জ্ঞাতয়ো মে সমায়ত্তাঃ পশ্যন্তঃ সর্কতো দিশং ॥১৭॥

ইতি সর্কান্ সমাদিশ্য গুহো ভরতমাগতঃ ।

উপায়নানি সংগৃহ্য বিধানি নহূন্যপি ॥১৮॥

প্রবয়ৌ জ্ঞাতিভিঃ সার্কিং বহ্নিভিঃ বিবিধায়ুধৈঃ ।

নিবেদ্যোপায়নান্যগ্রে ভরতস্য সমন্বতঃ ॥ ১৯ ॥

চণ্ডালাধিরাজ গুহক লোক মুখে—সসৈন্য ভরতের সমাগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া সংশয়িত চিত্তে জ্ঞাতিবর্গকে আদেশ করিলেন—হে বন্ধুগণ! বোধকরি ভরত জীরাণের অনিচ্ছাচরণ নিমিত্তই সসৈন্যে বনগমন করিতেছেন । যাহা হউক এক্ষণে নিকটবর্তী হইলেই ভরতের হৃদয়তাব অবগত হইব, যদি তাঁহার পবিত্র হৃদয় বুঝিতে পারি তাহা হইলে গঙ্গাপারগমনে কোন বিয়াচরণ করিব না, নচেৎ তোমরা শস্ত্রাদি ধারণ পূর্বক সাংগ্রামিক নৌকারোহণ করিয়া সাবধানে চতুর্দিক অবলোকন করতঃ ভদ্রীয় সৈন্যগণের গঙ্গাপারগমনে বিরূপ করিবে । ১৫ । ১৬ । ১৭ । অনন্তর গুহক বিবিধাস্ত্রধারী বহু সংখ্যক জ্ঞাতিবর্গের সহিত উপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপহার প্রদানানন্তর ভরত ও শত্ৰুকে অবনত মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন । চীরাণের জটামুকুটধারী নবজন্মধর শ্যাম ভরত কতিপয় মন্ত্রিগণের সহিত আসনে উপবেশন করিয়া সাতিশয় শোকসহকারে সতত 'রাম' 'রাম' এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন, সূত্রাং বাহ্যজ্ঞান-শক্তির অভাব বশতঃ সনাগত গুহককে জানিতে পারিলেন না, গুহক ভরতকে তাদৃশাবস্থাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, হে সখে! আমি গুহক

দৃষ্ট্বা ভরতমাসীনং সানুজং সহ মস্ত্রিভিঃ ।
 চীরাম্বরং ঘনশ্যামং জটামুকুটধারিণং ॥২০॥
 রামমেবানুশোচন্তং রামরামেতি বাদিনং ।
 ননাম শিরসা ভূমৌ গুহ্যহিমিত্যি চাত্রবীৎ ॥২১॥
 শীঘ্রমুখ্যাপ্য ভরতো গাঢ়মালিঙ্গ্য সাদরং ।
 পৃষ্ঠাহনাময়মব্যগ্রঃ সখ্যায়মিদমব্রবীৎ ॥২২॥
 ভ্রাতৃত্বং রাঘবেণ ত্র সমেতঃ সমবস্থিতঃ ।
 রামেণালিঙ্গিতঃ সাদ্র্যনয়নে নামলাগ্ননা ॥২৩॥
 ধন্যোহসি কৃতকৃত্যো! সি যত্নরা পরিভাষিতঃ ।
 বামো রাজীবপত্রাফো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ॥২৪॥
 যত্র রামপুত্রা দৃষ্টস্তত্র মাং নর সুব্রত ! ।
 সীতয়া সহিতো যত্র সুপ্তস্তদর্শয়স্ব মে ॥২৫॥
 ত্বং রামস্য প্রিয়তমো ভক্তিমানসি ভাগ্যবান্ ।
 ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রামং সাক্ষুবিলোচনঃ ॥২৬॥

গুহেন সহিতস্তত্র যত্র রামঃ স্থিতো নিশি ।
 যযৌ দদর্শ শয়নস্থলং কুশসমাস্থতং ॥ ২৭ ॥
 সীতাভরণসংলগ্নস্বর্ণবিন্দুভিরঞ্জিতং ।
 দুঃখসমুপ্তহৃদয়ো ভরতঃ পর্যাদেবয়ৎ ॥২৮॥
 অহোহতিসুকুমারী যা সাতীজনকনন্দিনী ।
 প্রাসাদে রত্নপৰ্য্যঙ্কে কোমলাস্তরণে শুভে ॥২৯॥
 রামেণ সহিতা শেতে সা কথং কুশবিষ্টরে ।
 সীতা রামেণ সহিতা দুঃখেন নম দোষতঃ ॥৩০॥
 বিজ্ঞাং জাতোহস্মি কৈকেয়্যাং পাপরাশিসমানতঃ ।
 মল্লিমিস্তমিদং ক্লেশং রামস্য পরমাত্মনঃ ॥৩১॥

উপস্থিত হইয়াছি । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । ভরত শ্রবণমাত্র
 প্রণত গুহকের মস্তক ভূমি হইতে স্বয়ং উত্তোলন করিয়া
 গাঢ়ালিঙ্গন পূর্বক তাঁহাকে পরম সাদরে অনাময়* প্রিজ্ঞাসা
 করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! এ জগতে তোমাকেই কেবল
 ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিতেছি, যেহেতু বিমলান্তঃকরণ
 শ্রীরাম কর্তৃক সজল নয়নে অবলোকিত ও আজানুলম্বিত বাহ-
 তাল দ্বারা সাদরে আলিঙ্গিত হইয়াছ এবং সীতা ও লক্ষ্মণ
 সহিত শ্রীরামকে বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করিয়াছ । ২২ । ২৩ । ২৪ ।
 বাহা হউক, হে মখে! তুমি তাঁহাকে যে স্থানে দর্শন করিয়া-
 ছিলে সেই স্থানে আমাকে লইয়া চল, এবং রাজীবলোচন
 রাম সীতাদেবীর সহিত যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন সেই
 স্থান আমাকে দর্শন করাও, হে ভ্রাতঃ! তুমি অতি ভাগ্যবান,

যে ভাগ্যবলে শ্রীরামের প্রতি একান্ত ভক্তি ও তাঁহার প্রিয়-
 বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছ। ভরত এইরূপ কাতরোক্তি করিতে
 করিতে সজল নয়নে শ্রীরামকে স্মরণ করতঃ গুহকের সহিত
 সীতা রামের নিশাশয়ন প্রদেশে গমন করিয়া কুশসমাস্থত
 এবং জানকীর রত্নাভরণাঙ্কিত শ্রীরামের শয়নস্থান অবলোকন
 করিয়া অতি সমুপ্ত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন । ২৫ ।
 ২৬ । ২৭ । ২৮ । হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? যিনি
 পূর্বে অযোধ্যা ভুবনস্থ প্রাসাদোপরি বিরাজিত এবং সুকো-
 মল আস্তরণ শোভিত সূচাক রত্নপৰ্য্যঙ্কে শ্রীরামের সহিত
 শয়ন করিতেন, সেই কোমলাঙ্গী জনক রাজকুমারী এক্ষণে
 কুশনিশ্চিত শয্যায় শয়ন করিতেছেন, বিধাতাকেই বা কি
 বলিব—আমি এইক্ষণে পরমাত্মা রামের ক্লেশের কারণ
 হইয়াছি। হা বিধে! আমাকে ধিক—যেহেতু পাপিয়নী
 কৈকেয়ীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। অহো! মহাত্মা
 লক্ষ্মণের জন্ম অদ্য সফল হইল, যেহেতু তিনি অরণ্য মধ্যে
 সহর্ষচিত্তে শ্রীরামের অনুগমন করিতেছেন; আমি যদি
 শ্রীরামচন্দ্রের দাসগণের দাসের দাসত্ব স্বীকার করিতে পারি,

অহোহতি সফলং জন্ম লক্ষণস্য মহাত্মনঃ।

রামমেব সদাশ্বেতি বনস্থমপি হৃদ্যধীঃ ॥৩২॥

অহং রামস্য দাসা। যে তেষাং দাসস্য কিল্লবঃ।

যদি স্যাৎ সফলং জন্ম মুনি ভূয়স্ সংশয়ঃ ॥৩৩॥

ভ্রাতর্জানাসি যদি তৎকেষ্যস্ব সমাখিলং।

বত্র তিষ্ঠতি তত্রাহং গচ্ছাম্যানেতুমঙ্গসা ॥৩৪॥

গুহকুং শুদ্ধহৃদয়ং জাত্বা সন্নেহমব্রবীৎ।

দেব ! ত্বমেব ধনোহসি যস্য তে ভক্তিরীদৃশী ॥৩৫॥

রামে রাজীবপত্রাক্ষে সীতায়াং লক্ষ্মণে তথা।

চিত্রকূটাদিনিকেটে মন্দাকিন্যাবিদূরতঃ ॥৩৬॥

মুনিনাশাশ্রমপদে রামস্তিষ্ঠতি সানুজঃ।

জানকা সহিতো নন্দাং সুখমাস্তে কিল প্রভুঃ ॥৩৭॥

তত্র গচ্ছামহে শীঘ্রং গঙ্গাং তর্ভুমিহাহঁসি।

ইতুক্ত্বা ত্বরিতং গত্বা নাবঃ পঞ্চশতানি হ ॥৩৮॥

সমানয়ৎ সসৈন্যস্য তর্ভুং গঙ্গাং মহানদীং।

স্বয়মেবানিনায়ৈকাং রাজনাবং গুহসুদা ॥৩৯॥

আরোপ্য ভরতং তত্র শত্রুঘ্নং রামমাতরং।

বশিষ্ঠং চ তথাহিনাত্র কৈকেয়ীং চান্যযোষিতঃ ॥৪০॥

তীর্থা গঙ্গাং যযৌ শীঘ্রং ভরদ্বাজাশ্রমং প্রতি।

দূরে স্থাপ্য মহাসৈন্যং ভরতঃ সানুজো যযৌ ॥৪১॥

আশ্রমে মুনিমাসীং জ্বলনমিব পাবকং।

দৃষ্ট্বা ননাম ভরতঃ সাফাঙ্গমতিভক্তিভঃ ॥৪২॥

জাত্বা দাশরথিং প্রীত্যা পূজয়ামাস মৌনিরাট্।

পপ্রচ্ছ কুশলং দৃষ্ট্বা জটাবল্ললধারিণং ॥৪৩॥

রাজ্যং প্রশাসতস্তেহদ্য কিমতচ্ছল্লাদিকং।

আগতোহসি কিমর্থং ত্বং বিপিনং মুনিসেবিতং ॥৪৪॥

তরণার্থ নৌকারোহণ করন। গুহক ভবতের সহিত এইরূপ কথোপকথনানন্তর সৈন্য গণের গঙ্গাতরণার্থ জাতিবর্গ দ্বারা পঞ্চশত নৌকা আনয়ন করাইয়া ভরতের নিমিত্ত স্বয়ং এক রাজযোগ্য নৌকা আনয়ন করিলেন ৩৮। ৩৯।

অনন্তর ভরত, শত্রুঘ্ন, কৌশল্য ও বশিষ্ঠদেব গুহকানীত নৌকায়—কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজমহিষীগণ অপর নৌকায় আরোহণ করিয়া ভাগিরথী তরণানন্তর সত্তর মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তপোবনের অনতিদূরে মহাসৈন্য স্থাপন করিয়া ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়ে মুনি সন্নিধানে গমন করিলেন ৪০। ৪১। অনন্তর ভরত প্রজ্জ্বলিত পাবক সদৃশ তেজস্বী ভরদ্বাজকে আশ্রমোপবিষ্ট অবলোকন করিয়া সাফাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন ৪২। মৌনিব্রতধারী মহর্ষি ভরদ্বাজ সমাগত জটাবল্ললধারী দাশরথি ভরতকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনানন্তর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে যুবরাজ ! তুমি পিতৃদত্ত রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া জট

তাছা হইলে আমার জন্ম সফল হইবে। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ভরত এইরূপ বল বিলাপানন্তর গুহককে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! জীরামচন্দ্র এক্ষণে কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন তুমি যদি বিদিত থাক তাহা হইলে ব্যক্ত কর, আমি এই দণ্ডেই তাঁহাকে আনয়নের নিমিত্ত গমন করিব। ৩৪। চণ্ডালাধিপতি গুহক ভরতকে পবিত্র হৃদয় জানিয়া সন্নেহ বচন কহিলেন, হে দেব ! রাজীবলোচন রাম সীতা ও লক্ষ্মণের প্রতি তোমার যেরূপ ভক্তি অনুভব করিতেছি তদ্বারা বোধ হয় তুমিই এ জগতে একমাত্র ধন্য। বাহা হউক এক্ষণে জীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চিত্রকূট পর্বত সমীপবর্তী গঙ্গাতীরস্থ তপোবনে পরমানন্দে বাস করিতেছেন ৩৫। ৩৬। ৩৭। হে সখে! অদ্য আমরা সকলেই সে স্থানে গমন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব, আপনি গঙ্গা-

ভরদ্বাজবচঃ শ্রুত্বা ভরতঃ সশ্রুণোচনঃ
 সৰ্ব্বং জানামি ভগবন্ ! সৰ্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥৪৫॥
 তথাপি পৃচ্ছসে কিঞ্চিৎতদনুগ্রহ এব মে।
 কৈকেয়্য। যৎকৃতং কৰ্ম্ম রামরাজ্যবিঘাতনং ॥৪৬॥
 বনবাসাদিকং বাপি ন হি জানামি কিঞ্চন।
 ভবৎপাদযুগং মেহদ্য প্রমাণং মুনিসহম! ॥৪৭॥
 ইত্যুক্ত্বা পাদযুগলং মুনেঃ স্পৃষ্টাৰ্ত্তিমানসঃ।
 জ্ঞাতুমহঁসি মাং দেব ! শুদ্ধো বাশুদ্ধ এব বা ॥৪৮॥
 মম রাজ্যেন কিং স্বামিন্ ! রামে তিষ্ঠতি রাজ্ঞনি
 কিল্করোহং মুনিশ্রেষ্ঠ ! রামচন্দ্রস্য শাস্বতঃ ॥৪৯॥
 অতো গত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ রামস্য চরণান্তিকে।
 পতিত্বা রাজ্যসম্ভারান্ সমৰ্প্যত্ৰৈব রাঘবং ॥৫০॥

সকল ধারণ পূৰ্বক তপস্বি জন সেবিত গহন কানন মধ্যে
 অন্য কি হেতু আগমন করিয়াছ ? ভরত ভরদ্বাজের বাক্য শ্রবণ
 করিয়া সজল নয়নে কহিলেন, হে মহর্ষে ! আপনি সৰ্বভূতের
 অন্তর্ধামী, তৎপ্রভাবে আপনার অবদিত কিছুই নাই, এই
 ক্ষণেআপনি আমাকে বেকিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছেনতদ্বারা
 কেবল অনুগ্রহ প্রকাশ হইতেছে। যাহাইউক আপনার প্রত্-
 য়ের প্রত্নাত্তর প্রদান করিতেছি। হে মহর্ষে ! আপনার পাদ-
 স্পর্শ করিয়া কহিতেছি যে, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক কার্যে
 কৈকেয়ী ঘেৰূপ বিঘাচরণ করিয়াছেন এবং শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দশ
 বর্ষ কালের জন্য শীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী হইয়াছেন,
 এই সকল বিষয়ে আমি অনুমাত্র বিদিত ছিলাম না, হে মহা-
 ত্মন ! এ সম্বন্ধে আমি দোষী—কি নির্দোষী আপনি সকলই
 জানিতেছেন, হে প্রভো ! শ্রীরামচন্দ্র সত্ত্বে আমি কি রাজ্যভার
 গ্রহণ করিতে পারি ? বেহেতু আমি শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য দাস,
 হে মুনিসত্তম ! এইক্ষণে মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিয়াছি যে,
 বনমধ্যে আমি শ্রীরামচরণে পতিত হইয়া রাজ্যভার প্রদান

অভিষেক্ষ্যে বশিষ্ঠাদৈঃ পৌরজানপদৈঃ সহ।
 নেষ্যেহযোধ্যাং রমানাথং দাসঃ সেবেহতিনীচবৎ ॥
 ইত্যাদী রিতমাকর্ণ্য ভরতস্য বচো মুনিঃ।
 আগ্নিক্য মূৰ্দ্ধ্যবঘ্নায় প্রশংসং সবিস্ময়ঃ ॥৫২॥
 বৎস ! জাতং পুটৈবৈতদ্ভবিষ্যৎ জ্ঞানচক্ষুষা।
 মা শুচস্ত্বং পরো তক্তঃ শ্রীরামে লক্ষ্মণাদপি ॥৫৩॥
 আতিথ্যং কৰ্ত্তুমি ছামি সৈন্যস্য তবানঘ !।
 অদ্য ভুক্ত্বা সৈন্যাস্ত্বং শ্বো গন্তারামসন্নিধিং ॥৫৪॥
 যথা জ্ঞাপয়তি ত্বাংস্তথৈতি ভরতোহব্রবীৎ।
 ভরদ্বাজস্তপঃ স্পৃষ্ট্বা মৌনী হোমগৃহে স্থিতঃ ॥৫৫॥
 দধ্যৌ কামদুগাং কামবর্ষিণীং কামদো মুনিঃ।
 অসৃজৎকামধুক্ সৰ্ব্বং যথাকামমলৌকিকং ॥৫৬॥

পূৰ্বক বশিষ্ঠদেব, পুরবাসিগণ ও জনপদরন্ধের সহিত মহা-
 সমারোহে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন
 করিব এবং অতি নীচ দাসের ন্যায় আজ্ঞানুবর্তী হইয়া
 রাজাধিরাজ শ্রীরামচন্দ্রের চরণ সেবা করিব। ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬।
 ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ সন্তোহালিঙ্গন
 পূৰ্বক ভরতের মস্তকাস্রাণ করিয়া বিস্ময় সহকারে বক্তব্য
 প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে বৎস ! পূৰ্বেই আমি জ্ঞানচক্ৰ
 দ্বারা এই সকল ভবিষ্যদ্বক্তান্ত বিদিত হইয়াছি, অতএব শোক
 পরিত্যাগ কর, তুমি লক্ষ্মণ অপেক্ষা শ্রীরামের তক্ত ॥৫২॥ ৫৩।
 হে দাশরথ্য ! আমার আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া আতিথ্য
 গ্রহণ কর—সৈন্যগণ সমভিযাহারে অদ্য এস্থানে ভোজ-
 নাদি কার্য সম্পাদন করিয়া আগামি দিবসে বাম সন্নিধানে
 গমন করিবে, অনন্তর ভরত তথাস্থ বলিয়া মুনিবাক্যে সন্তো-
 হইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজও তৎক্ষণাৎ হোমগৃহে প্রবেশা-
 নন্তর মৌনব্রতাবলম্বন পূৰ্বক তলস্পর্শ করিয়া কাম-প্রসবিনী

ভরতস্য সৈন্যস্য যথেক্টং চ মনোরথং ।

তথা ববর্ষ সকলং তৃপ্তাস্তে সর্বসৈনিকাঃ ॥৫৭॥

বশিষ্ঠং পূজয়িত্বাগ্রে শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা ।

পশ্চাৎ সৈন্যে ভরতং ঐর্পয়ামাস যোগিরাট্ ॥৫৮॥

ঐষিত্বা দিনমেকন্তু আশ্রমে স্বর্গসন্নিভে ।

অভিবাদ্য পুনঃ প্রাতঃভরতাজং সহানুজঃ ।

ভরতস্ত কৃতানুজঃ প্রযযৌ রামসন্নিধিং ॥৫৯॥

চিত্রকূটমনুপ্রাপ্য দূরে সংস্থাপ্য সৈনিকান্ ।

রামসন্দর্শনাকাজক্ষী প্রযযৌ ভরতঃ স্বয়ং ॥৬০॥

শত্রুঘ্নেন সূমন্ত্রেণ গুহেন চ পরন্তপঃ ।

তপস্বিমণ্ডলং সর্বং বিচিহ্নানো ন্যবর্তত ॥৬১॥

অদৃষ্ট্য রামভবনমপৃচ্ছদৃষিমণ্ডলং ।

কুত্রাস্তে নীতয়া সাক্ষং লক্ষ্মণেন রঘুত্তমঃ ॥৬২॥

উচুরগ্রে গিরেঃ পশ্চাদ্গঙ্গায়াং উত্তরে তটে ।

বিবিক্তং রামসদনং রম্যং কাননমণ্ডিতং ॥৬৩॥

সফলৈরাশ্রপনসৈঃ কদলীখণ্ডসমূহতং ।

(কদলীখণ্ডমণ্ডিতং ইত্যপি পাঠঃ)

চম্পকৈঃ কোবিদারৈশ্চ পুন্নাগৈর্কিপুটৈস্তথা ॥৬৪॥

এবং দর্শিতমালোক্য মুনিভির্ভরতোহগ্রতঃ ।

হর্ষাদ্যযৌ রঘুশ্রেষ্ঠভবনং মস্ত্রিণা সহ ॥ ৬৫ ॥

দদর্শ দূরাদতিভাস্বরং শুভং

রামস্য গেহং মুনিবৃন্দসেবিতং ।

রক্ষাগ্রসংলগ্নস্ববকেলাজিনং

রামাভিরামং ভরতঃ সহানুজঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে

অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

কামধেনুকে চিন্তা করিতে লাগিলেন । অনন্তর মুনিবরের তপঃ-
প্রভাবে কামধেনু আগমন করিয়া সসৈন্য ভরতের উপ-
ভোগ যোগ্য অতি মনোহর অলৌকিক বস্তু সকল প্রদান
করিলেন । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । যোগিরাজ ভরতাজ প্রথমতঃ বশিষ্ঠ
দেবের যথা শাস্ত্র পূজা করিলেন, অনন্তর সসৈন্যে ভরতকে নানা-
বিধ উপভোগ্য দ্রব্য বস্তু প্রদান করিয়া পরম নন্তুষ্ট করিলেন ।
৫৭ । ৫৮ । ভরত পরিজন সমভিব্যাহারে স্বর্গসদৃশ মনোহর তপো-
বনে একদিন বাস করিয়া পরদিন মহর্ষির অভিবাদনানন্তর তদীয়
অনুজ্ঞানুসারে রামসন্নিধানে গমন করিলেন । অনন্তর চিত্রকূট-
পর্বতে আরোহণ করিয়া কিঞ্চিদূরে সৈন্য স্থাপন পূর্বক শত্রুঘ্ন
সূমন্ত্র ও গুহক সমভিব্যাহারে রামদর্শনাভিলাষে গমন করিলেন ।
তবে কিয়দূর পণ্যস্ত গমন করিয়া কেবল সাগিমণ্ডল দেখিতে
লাগিলেন শ্রীরামের বাসভবন কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না,
সুতরাং হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । ভরত কিয়দূর প্রতী-
নিবৃত্ত হইয়া ঋষিগণকে পুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধনগণ !
সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র কোন্ স্থানে বাস করিতেছেন
৫৯ । ৬০ । ৬১ । ৬২ । ঋষিগণ কহিলেন—চিত্রকূট পর্বতের পশ্চাৎ

ভাগিরথীর উত্তর তীরে শ্রীরামচন্দ্র বিচিত্র কাননমণ্ডিত রমণীয়
অতি নির্জন বাস ভবন প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহার চতুর্দিকে অশ্রু-
পনস এবং কদলী প্রভৃতি তরুগণ কলভরে অবনত হইয়া বিচিত্র
শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং চম্পক কোবিদারক পুন্নাগ
প্রভৃতি পাদপগণ পুষ্পিত হইয়া চতুর্দিক আমোদিত করিতেছে ।
৬৩ । ৬৪ । অনন্তর ভরত পরমানন্দিত হইয়া পরিজন সমভিব্যাহা-
রে মুনির্গণ সন্দর্শিত শ্রীরামভবনান্তিমুখে গমন করিলেন, ভরত
শত্রুঘ্নের সহিত কিয়দূর গমনানন্তর মুনিজন সমাকীর্ণ অতি
সমুজ্জ্বল শ্রীরামভবন অবলোকন করিয়া সমীপস্থ রক্ষাখা
সংলগ্ন শ্রীরামের বকল ও মৃগচন্দ্রাদি সকল সজল নরনে বারম্বার
অবলোকন করিতে লাগিলেন । ৬৫ । ৬৬ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে

অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোঃধ্যায়

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ গড়াইশ্রমপদসমীপং ভরতোমুদা ।

সীতারামপদৈষুক্তং পবিত্রমতিশোভনং ॥১॥

স তত্র বজ্রাক্ষুশবারিজ্জাঞ্চিত-

ধ্বজাদিচিহ্নানি পদানি সৰ্ব্বতঃ ।

দদর্শ রামস্য ভুবোহতিমঙ্গলা-

ন্যচেক্ষরৎপাদরজঃ স স'নুজঃ ॥২॥

অহো! স্তম্ভন্যোহহমমুনি রাম-

পাদারবিন্দাক্ষিতভূতলানি ।

পশ্যামি যৎপাদরজোবিমৃগ্যং

ব্রহ্মাদিদেবৈঃ শ্রুতিভিঃ নিত্যং ॥ ৩ ॥

ইত্যদ্ভুতপ্রেমরসাপ্লুতাশয়ে

বিগাঢ়চেতা রঘুনাথভাবেন ।

আনন্দজাগ্রদুপিতস্তনান্তরঃ

শনৈরবাপাশ্রমসন্নিধিং হরেঃ ॥৪॥

স তত্র দৃষ্ট্বা রঘুনাথমাস্থিতং

দূৰ্ব্বাদলশ্যামলমায়তেক্ষণং ।

জটাকিরীটং নববল্কলাম্বরং

প্রসন্নবক্ত্রং তরুণারুণদ্যুতিং ॥৫॥

বিলোকয়ন্তুং জনকাত্মজাং শুভাং

সৌমিত্রিণা সেবিতপাদপঙ্কজং ।

তদাভিদুজ্জ্বাব রঘুন্তমং শুচা

হর্বাচ্চ তৎপাদযুগং ত্বরাগ্রহীৎ ॥৬॥

রামস্তমাক্রুব্য সূদীর্ঘবাহু-

দৌত্যং পরিষৃজ্য সিবিধং নেত্রজৈঃ

জলৈরথাক্ষোপরি সন্ম্যবেশয়ৎ

পুনঃপুনঃ সম্পরিষস্বজে বিভূঃ ॥৭॥

অনন্তর ভরত পরমাক্সাদে সীতা-রামের চরণচিহ্ন শোভিত স্তম্ভ-
চারু পবিত্র আশ্রম পদেগমন করিয়া ভবন সমীপে ধ্বজবজ্রাক্ষুশ
পদ্মাদিরূপ শ্রীরামের পাদচিহ্ন দর্শন করিলেন । অনন্তর শ্রীরামের
পাদচিহ্নিত ধূলি সমুছোপরি পতিত হইয়া গাত্র লুণ্ঠন করিতে ২
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । অহো! ব্রহ্মাদি দেবগণ ও শ্রুতিগণ
সাঁহার চরণধূলিকণা সতত অন্বেষণ করিয়া থাকেন, সেই
শ্রীরামের চরণারবিন্দ চিহ্নিত ভূমিতল দর্শন করিয়া আমরা অতি
ধন্য হইলাম । ভরত প্রেমরস পরিপূরিতাঙ্কুরেণ এই সকল
নানা প্রকার চিন্তা করিতে ২ শ্রীরামের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া

আনন্দাশ্রপূর্ণ লোচনে শ্রীরামকে দর্শন করিলেন । বালাকর্ণ সম-
জ্জল নবদূৰ্ব্বাদলশ্যাম জটাবল্লভধারী শ্রীরামচন্দ্র আসনোপবেশন
করিয়া সহাম্যাবদনে সীতাদেবীর প্রতি আয়ত দৃষ্টিপাত করিতে
ছেন, শুভ লক্ষণ-সম্পন্ন লক্ষ্মণ দাসের ন্যায় তাঁহার চরণ সেবা
করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভরত শোকাবেগ বশতঃ দ্রুত-
বেগে গমন করিয়া পরমানন্দে শ্রীরামের চরণদ্বয় ধারণ করি-
লেন । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ । অনন্তর শ্রীরাম সূদীর্ঘ বাহু-বগল
দ্বারা ভরতকে আলিঙ্গনানন্তর নয়নজল বর্ষণদ্বারা অতিষিক্ত

অথ তা মাতরঃ সর্বাঃ সমাজগু স্তুরাস্বিতাঃ ।
 রাঘবং দ্রষ্টুকামাস্তাস্তৃষার্তা গোঁর্যথা জলং ॥৮॥
 রামঃ স্বমাতরং বীক্ষ্য দ্রুতমুখায় পাদয়োঃ ।
 ববন্দে সাক্ষমা পুত্রমালিঙ্গ্যতীব দুঃখিতা ॥৯॥
 ইতরাশ্চ তথা নত্যা জননী রঘুনন্দনঃ ।
 ততঃ সমাগতং দৃষ্টা বশিষ্ঠং মুনিপুঙ্কবং ॥১০॥
 সাক্ষাৎপ্রণিপত্যা হ ধনোহস্মীতি পুনঃপুনঃ ।
 যথা হ মুপবেশ্যা হ সর্বানেনব রঘুদ্বহঃ ॥১১॥
 পিতা মে কুশলী কিম্বা মাং কিমাহাতি দুঃখিতঃ
 বশিষ্ঠস্তমুবাচেদং পিতা তে রঘুনন্দন ! ॥১২॥

ত্বদ্বিযোগাভিতপ্তান্না ত্বামেব পরিচিনয়ন্ ।
 রাম ! রামেতি সীতেতি লক্ষ্মণেতি মমারহ ॥১৩॥
 শ্রদ্ধা তৎকর্ণশূলাভং গুরোর্বচনমঞ্জসা ।
 হা হতোহস্মীতি পতিতো রুদন্ রামঃ সলক্ষণঃ ॥
 ততোহনু রুরুদ্রঃ সর্বা মাতরশ্চ তথাপরে ।
 হা তাত ! মাং পরিত্যজ্য ক্লগতোহসি ঘৃণাকর ॥১৪॥
 অনাথোহস্মি মহাবাহো মাং কো বা লালয়েদিতঃ ।
 সীতা চ লক্ষ্মণশ্চৈব বিলেপতুরতো ভৃশং ॥১৫॥
 বশিষ্ঠঃ শাস্তবচনৈঃ শময়ামাস তাং শুচং ।
 ততো মন্দাকিনীং গত্বা স্নাত্বা তে বীতকলুষাঃ ॥১৬॥
 রাজ্ঞে দদুর্জলং তত্র সর্বে তে জলকাক্ষিকণে ।
 পিণ্ডান্নির্বাণয়ামাস রামো লক্ষ্মণসংযুতঃ ॥১৮॥

করিয়া স্বকীয় ক্রোড়ে উপবেশন করাইলেন, এবং স্নেহ সহ-
 কারে বারম্বার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন । ৭। অনন্তর তুষিত
 গাভীগণ জল দর্শন করিয়া যেরূপ দ্রুতবেগে গমন করে,
 কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণও শ্রীরামকে দর্শন করিবার নিমিত্ত
 তদ্রূপ দ্বরান্বিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । ৮। শ্রীরাম
 নিজ জননী কৌশল্যাকে দর্শন করিবারাত্র সহস্রা গাত্রোখান
 করিয়া তাঁহার পদ-যুগল বন্দনা করিলেন । অতি দুঃখার্তা
 কৌশল্যাদেবীও শ্রীরামকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে
 লাগিলেন । ৯। অনন্তর রঘুনন্দন অন্যান্য মাতৃগণকে প্রণাম
 করিয়া সমাগত বশিষ্ঠদেবকে দর্শনানন্তর সাক্ষাৎ প্রণিপাত
 করিলেন এবং বারম্বার কহিলেন, হে গুরো ! আমি ধন্য হইলাম
 যেহেতু এই বিজন বনে আপনার দর্শন লাভ করিলাম । অনন্তর
 রঘুদত্তম রামক্লে গুরুজন ও অন্যান্য পরিজনদিগকে যথাযোগ্য
 উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন । ১০। ১১। আমরাদিগের
 পিতৃদেব কুশলে আছেন ? দুঃখার্ত হইয়া আমাকে কি কোন
 আদেশ করিয়াছেন ? বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে রঘুনন্দন ! রাজা

দশরথ তোমার বিরহে অতি দুঃখিত হইয়া গদগদচিহ্নে হা রাম !
 হা লক্ষ্মণ ! হা সীতে ! এই প্রকারে বহু বিলাপ করত মৃত্যুমুখে
 পতিত হইয়াছেন । ১২। ১৩। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কর্ণশূল সদৃশ গুরু
 বাক্য সহস্রা শ্রবণ করিয়া হা হতোহস্মি ! এইরূপ বহু বিলাপ ও
 রোদন করত ভূতলে পতিত হইলেন । ১৪। শ্রীরামের রোদন
 ধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাজমহিষীগণ ও অন্যান্য সকলে উচ্চৈঃ-
 স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । অনন্তর সীতা ও লক্ষ্মণ বহুতর
 বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, হা তাত দয়ানিধে ! আমা-
 দিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি কোথায় গমন করিলেন ? হা
 মহাবাহো ! আমরা এইক্ষণে অনাথ হইলাম, আমরাদিগকে অন্য
 কোন্ ব্যক্তি রক্ষা করিবেন ? । ১৫। ১৬। অনন্তর বশিষ্ঠদেব
 শাস্ত বাক্যদ্বারা সকলের শোকশান্তি করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে
 সকলে সমবেত হইয়া মন্দাকিনী গমনানন্তর স্নাত ও কৃতাহিক
 হইয়া মৃতমহারাজের ভূমি সাধনার্থ জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন ।

ইন্দ্রদীপলপিণ্যাকরচিতাম্মধুসংপ্লুতান্ ।
 বয়ং যদম্মাঃ পিতরস্তদম্মাঃ স্মৃতিনোদিতাঃ । ১৯॥
 ইতি হুঃখাশ্রুপূর্ণাক্ষঃ পুনঃ স্নাত্বা গৃহং যযৌ ।
 সর্বের রুদিত্বা সূচরং স্নাত্বা জগ্মুস্তথাশ্রমম্ ॥২০॥
 তস্মিংশু দিবসে সর্বের উপবাসং প্রচক্রিরে ।
 ততঃ পরেছ্যর্কিমণে স্নাত্বা মন্দাকিনীজলে ॥২১॥
 উপবিষ্টং সমাগম্য ভরতো রামমব্রবীৎ ।
 রাম রাম মহাত্মাগ ! স্বাশ্বানমভিষেচয় ॥২২॥
 রাজ্যং পালয় পিত্র্যন্তে জ্যেষ্ঠ স্ত্বং মে পিতা তথা ।
 ক্ষত্রিয়ানাংময়ং ধর্মো যৎপ্রজাপরিপালনং ॥২৩॥
 ইক্ষ্ণু যজ্ঞৈর্ঋত্বিধৈঃ পূজানুৎপাদ্য তন্তুবে ।
 রাজ্যে পুত্রং সমারোপ্য গমিষ্যসি ততো বনং ॥২৪

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ সেই স্থানে ইন্দ্রদীপল ও পিণ্যাক দ্বারা পিও
 নিম্মাণ করিলেন এবং আমরা এক্ষণে যেরূপ অন্ন ভক্ষণ করি-
 তেছি পিতৃলোক সেইরূপ অন্ন ভোজন ককন এট কথ্য বলিয়া
 মর্ম্মশ্রিত ঐ পিতৃ মৃতমহারাজকে প্রদান করিলেন। ১৭। ১৮। ১৯
 অনন্তর পুনর্বার স্নান করিয়া হুঃখাশ্রুপূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করতঃ
 গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, অদ্য পরিজনগণও কিঞ্চিৎ কাল
 রোদন করিয়া পুনঃ স্নানান্তর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং
 বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞানুসারে ঐ দিবস ঐ স্থানে সকলে উপবাসও
 বিশ্রাম করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে বিমল গঙ্গাজলে স্নানাদি
 কৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র উপবেশন করিয়াছেন এমন
 সময়ে ভরত সেই স্থানে আগমন করিয়া কহিতে আরম্ভ করি-
 লেন—হে মহাত্মাগ ! আপনি বৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হউন,
 আপনি আমাদিগের জ্যেষ্ঠ অতএব পিতার ন্যায় পিতৃরাজ্য
 প্রতিপালন করা আপনারই সমুচিত কার্য্য, হে ধর্ম্মাশ্বন ! প্রজা-
 পালনই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম—আপনি ধার্ম্মিক কখনই
 স্বধর্ম্মে পরাধুষ্ট হইবেন না। ২০। ২১। ২২। ২৩। আপনার যদি

ইদানীং বননাসম্য কালো নৈব প্রসীদমে ।
 মাতুর্মে ছৃষ্টতং কিঞ্চিৎ স্মর্তুং নারহসি পাহি নঃ ॥
 ইত্যুক্ত্য চরণৌ ভ্রাতৃঃ শিরস্যধায় ভক্তিতঃ ।
 রামস্য পুরতঃ সাক্ষাদগুবৎপতিতো ভূবি ২৬।
 উত্থাপ্য রাঘবঃ শীঘ্রমারোপ্যাক্ষেহতিভক্তিতঃ ।
 উবাচ ভরতং রামঃ স্নেহাদর্দনয়নঃ শনৈঃ ॥২৭॥
 শৃণু বৎস ! প্রবক্ষ্যামি ত্বয়োক্তং যত্তথৈব তং ।
 কিন্তু মামব্রবীততো নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ২৮ ।
 উষিত্বা দণ্ডকারণো পুরং পশ্চাৎ সমাবিশ ।
 ইদানীং ভরতাস্যেদং রাজ্যং দত্তং ময়া খিলং ॥২৯॥
 ততঃ পিত্রৈব সূব্যক্তং রাজ্যং দত্তং তথৈব হি ।
 দণ্ডকারণ্যরাজ্যং মে দত্তং পিত্রা তথৈব চ ॥৩০॥

বনগমন নিতান্ত অভিমত হইয়া থাকে তাহাও ক্ষত্রিয়দিগের
 ধর্ম্ম, কিন্তু তাহার সময় বিশেষ নির্ণীত আছে—হে মহাবাহো !
 কিঞ্চিৎ কাল প্রজাপালন, বহুবিধ যজ্ঞাদ্যভ্যুত্থান, এবং বংশধারা
 রক্ষার্থ সন্তানোৎপাদনাদিকার্য্য সমাধা করিয়া অনুরূপ সন্তানে
 রাজ্য ভার প্রদান পূর্ব্বক বনগমন করিবেন। ২৪। এক্ষণে
 আপনার বনগমন করিবার সময় নহে, হে দয়াময় ! আপনি
 আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৈকেয়ীর অকার্য্য স্বরণ করি-
 বেন না, হে প্রভো ! আমাদিগকে রক্ষা করুন, ভরত এইরূপ
 কহিতে কহিতে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীরামের চরণযুগল মস্তকে ধারণ
 করিয়া সমুখে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। ২৫। ২৬। শ্রীরাম স্নেহ-
 সহকারে ভরতের মন্তকোত্তলন পূর্ব্বক তাহাকে নিজ ক্রোড়ে
 উপবেশন করাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, বৎস ! শ্রবণ কর তুমি যাহা
 কহিলে সকলই সত্য, কিন্তু পিতা আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে,
 তুমি চতুর্দশবর্ষ দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া অযোধ্যায় পুনরাগমন
 করিবে, আমি ভরতকে সমস্ত রাজ্য প্রদান করিলাম। অতএব
 পিতার স্পষ্ট অভিপ্রায় যে, তোমাকর্ত্তক রাজ্য পালন ও আমা
 কর্ত্তক দণ্ডকারণ্য রক্ষা হয়, পিতার বাক্য আমাদিগের শিরোধার্য্য

অতঃ পিতুর্ভূচঃ কার্যামাবাত্যামতিষত্ততঃ ।

পিতুর্ভূচনমুল্লজ্য স্বতস্তো যন্ত বর্ততে ॥ ৩২ ॥

স জীবন্তেব মৃতকো দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেৎ ।

তস্মাদ্রাজ্যং প্রাশাধি যুৎ বয়ং দণ্ডকপালকাঃ ॥ ৩২ ॥

ভরতভ্রুবীড়ামং কামুকো মৃতধীঃ পিতা ।

শ্রীজিতো ভ্রান্তহৃদয় উন্মত্তো যদি বক্ষ্যতি ।

তং সত্যমিতি ন গ্রাহং ভ্রান্তবাক্যং যথা সূধীঃ ।

রাম উবাচ ।

ন শ্রীজিতঃ পিতা ক্রয়ান্নকামী নৈব মৃতধীঃ ।

পূর্বং প্রতিশ্রুতং তস্মৈ সত্যবাদী দদৌ ভয়াৎ ॥

অসত্য্যদ্বীতিরধিকা মহতাং নরকাদপি ।

করৌনীত্যহমপ্যেতৎ সত্যং তস্মৈ প্রতিশ্রুতং ॥

কথং বাচ্যমহং কুর্য্যামসত্যং রাঘবো হি সন্ ? ।

ইতুদীরিতমাকর্ণা রামস্য ভরতো (পুরতো

ইতাপি পাঠঃ) হ্রুবীৎ ॥ ৩৩ ॥

তথৈব চীরবসনো বনে বৎস্যামি স্মৃত্তত ! ।

চতুর্দশমাস্ত্বং তু রাজ্যং কুরু যথা স্মৃথং ॥ ৩৭ ॥

রাম উবাচ ।

পিত্রাদন্তং তবৈবৈতদ্রাজ্যং মহাং বনং দদৌ ।

ব্যত্যয়ং যদ্যহং কুর্য্যামসত্যং পূর্ববৎ স্থিতং ।

ভরত উবাচ ।

অহমপ্যাগমিষ্যামি সেবে ত্বাং লক্ষ্মণো যথা ।

নো চেৎ প্রায়োপবেশেন ত্যজ্যাম্যেতৎ কলেবরং ।

ইত্যেবং নিশ্চয়ং কৃত্বা দর্ভানাস্তীর্ণ্য চাতপে ।

মনসাপি বিনিশ্চিত্য প্রাঙ্কুখোপবিবেশ সঃ ॥ ৪০ ॥

কহিতে হইবে, যে ব্যক্তি পিতৃবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীনতা
অবলম্বন করে সেই ব্যক্তির জীবন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং
মরণ হইলে অবশ্য তাঁহাকে নরকভোগ করিতে হয়। অতএব
আমি সতপদেশ প্রদান করিতেছি—তুমি রাজ্য শাসন কর।
আমরা দণ্ডকারণ্য রক্ষা করিব। ২৭।২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২।
ভরত কহিলেন হে প্রভো! আমরাদিগের পিতা কামাক্ষ ও শ্রীজিত
কহিয়া থাকেন আপনি তাহা পরমার্থ বলিয়া গ্রহণ করিবেন
না। পণ্ডিতেরা ভ্রান্ত জনের বাক্য কখন কি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ
করেন? ৩৩। জীরাম কহিলেন হে ভরত! পিতা আমাকে
ব্রহ্মত্যা বা কামুকতা কিম্বা মহাক্তার অধীন হইয়া বনগমনে
অনুমতি করেন নাই। সত্যচ্যুতি ভয় বশতই কৈকেয়ীকে পূর্ব
প্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন, যেহেতু মহাব্যক্তির নরক
অপেক্ষা অসত্য হইতে ভীত হইয়া থাকেন—আমিও পিতার
নিকট তদাঙ্গা প্রতিপালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, হে বৎস!

রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রিপে পূর্ব প্রতিশ্রুত অন্নপূর্ণ
করিব। ভরত শ্রীরামের এইরূপ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া
কহিলেন। ৩৪। ৩৫। ৩৬। হে রঘুবংশাবতংস! আমি
আপনার প্রতিনিধি হইয়া চতুর্দশবর্ষ জটা-বকল ধারণ
ও বনবাস করিব। আপনি পরম স্মৃতে রাজ্য ভোগ করুন। ৩৭।
রাম কহিলেন পিতা তোমাকে রাজ্য ও আমাকে অন্নপূর্ণ
প্রদান করিয়াছেন। যদি আমরা ইহার বৈপরীত্য করি
তাহা হইলেও পিতা মিথ্যা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না। ৩৮।
অনন্তর ভরত কহিলেন, হে রঘুনন্দন! আপনি যদি বনবাসে দৃঢ়
প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমিও লক্ষ্মণের ন্যায়
আপনার অনুগামী হইয়া চরণ সেবা করিব, ইহাতে আপনার
অসম্মতি হইলে আমি প্রায়োপবেশনদ্বারা এই শরীর পরিত্যাগ
করিব। ৩৯। অনন্তর ভরত প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আতপ-
সমুপভূতকৈ বিন্যস্ত কুশোপরি পূর্বাস্য হইয়া উপবেশন করি-

ভরতস্যাপি নির্জকং দৃষ্ট্বা রামোহিতিবিস্মিতঃ ।
 নেত্রান্তসংজ্ঞাং গুরবে চকার রঘুনন্দনঃ ॥ ৪১ ॥
 একান্তে ভরতং প্রাহ বশিষ্ঠো জ্ঞানিনাং বরঃ ।
 বৎস! গুহ্যং শৃণুস্বৈদং মম বাক্যাৎ সুনিশ্চিতং ॥ ৪২ ॥
 রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ব্রজ্ঞাণী যাচিতঃ পুরা ।
 রাবণস্য বধার্থায় জাতো দশরথাত্মজঃ ॥ ৪৩ ॥
 যোগমায়াপি সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী ।
 শেষোহপি লক্ষ্মণো জাতো রামমম্বৈতি সর্বদা ॥ ৪৪ ॥
 রাবণং হন্তুকায়াস্তে গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।
 কৈকেয়ী বরদানাদি যদ্যনিষ্ঠুরভাষণং ॥ ৪৫ ॥
 সর্বং দেবকৃতং নো চেদেবং স! ভাষয়েৎকথং ।
 তস্মাত্ত্যজাগ্রহং তাত! রামস্য বিনিবর্তনে ॥ ৪৬ ॥

লেন ১৪০। শ্রীরামচন্দ্র ভরতের আগ্রহাতিশয় দর্শনে অতি
 বিস্ময়াপন্ন হইয়া বশিষ্ঠদেবকে নেত্র ভঙ্গি দ্বারা সঙ্কেত করিলেন।
 ৪১। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব ভরতকে নির্জন প্রদেশে আহ্বান
 করিয়া কহিলেন—হে বৎস! অতিগুহ্য রত্নান্ত আমার নিকট
 প্রবণ কর।

শ্রীরাম সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ নাথ নারায়ণ, রাবণ বধার্থ কমল-
 যোনি কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া দশরথগৃহে জন্ম গ্রহণ
 করিয়াছেন, যোগমায়াও সীতারূপে জনক গৃহে শরীর পরি-
 গ্রহ করিয়াছেন, অনন্তদেব লক্ষ্মণ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া
 সর্বদা শ্রীরামের অন্তঃগমন করিতেছেন। ৪২। ৪৩। ৪৪।
 এক্ষণে ইহারা সকলেই রাবণ বধার্থ নিশ্চয় লক্ষ্মণ গমন
 করিবেন, কৈকেয়ী এসম্বন্ধে যে সকল নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া-
 ছেন সেসকল দেবতাদিগের অভিমত কার্য্য নচেৎ ধৃষ্টপারায়ণ
 কৈকেয়ী কিহেতু এক্ষণে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবেন? অতএব
 হে ভরত! শ্রীরামের প্রত্যানয়নার্থ আগ্রহাতিশয় ত্যাগ
 করিয়া পরিজন সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় প্রাণিনিবৃত্ত হও।

রাবণকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন

নিবর্ত্তস্ব মহাসৈন্যৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ পুরং ।
 রাবণং সকুলং হত্বা শীঘ্রমেবাগমিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥
 ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাধ্যায়ং ভরতো বিস্ময়ান্বিতঃ ।
 গত্বা সমীপং রামস্য বিস্ময়োৎকল্ললোচনঃ ॥ ৪৮ ॥
 পাদুকে দেহি রাজেন্দ্র! রাজ্যায় তব পূজিতে ।
 তয়োঃ সেবাং করোম্যেব যাবদাগমনং তব ॥ ৪৯ ॥
 ইত্যুক্ত্বা পাদুকে দিব্যে যোজয়ামাস পাদয়োঃ ।
 রামস্য তে দদৌ রামো ভরতায়াতিতত্ত্বিতঃ ॥ ৫০ ॥
 গৃহীত্বা পাদুকে দিব্যে ভরতো রত্নভূষিতে ।
 রামং পুনঃ পরিক্রম্য প্রণনাম পুনঃ পুনঃ ॥ ৫১ ॥
 ভরতঃ পুনরাহেদং তন্ত্য গদগদয়া গিরা ।
 নবপঞ্চসমাস্তে তু প্রথমে দিবসে যদি ? ॥ ৫২ ॥
 নাগমিষ্যসি চেদ্ভ্রাম! প্রবিশ্যসি মহানলং ।
 বাটমিতোব তং রামো ভরতং সন্ন্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ৫৩ ॥

করিবেন। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ভরত গুরুদেবের বাক্য শ্রবণা-
 নন্তর অতি বিস্ময় সহকারে শ্রীরামের নিকট গমন করিয়া কহি-
 লেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি পরমার্কনীর পাদুকাদ্বয় আমাকে
 প্রদান করুন, আপনি যাবৎকাল প্রত্যাগমন না করিবেন
 তাবৎকাল এই পাদুকাদ্বয় সেবা করিয়া রাজ্যপালন করিব।
 ৪৮। ৪৯। অনন্তর ভরত শ্রীরামের চরণদ্বয়ে পাদুকা যোজনা
 করিলেন, শ্রীরাম ভরতের অতিভক্তি দর্শনে সাতিশয় প্রীত
 হইয়া পাদুকাদ্বয় প্রদান করিলেন। ৫০। ভরত রত্নাদি ভূষিত
 দিব্য পাদুকা যুগল গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ পূর্বক
 পুনঃ পুনর্বার প্রণাম করিলেন, এবং ভক্তিগদ্যাদি বাক্য
 কহিলেন, হে প্রভো! চতুর্দশবর্ষ সমাপ্তির অব্যবহিত পর
 দিবসে আপনি যদি অযোধ্যায় আগমন না করেন, তাহা হইলে
 আমি নিশ্চয় অনলে প্রবেশ করিব। শ্রীরাম তাঁহার প্রার্থনার
 সম্মত হইয়া ভরতকে নিবৃত্ত করিলেন। ৫১। ৫২। ৫৩।

সসৈন্যঃ স বশিষ্ঠশ্চ শক্রয়সহিতঃ সুধীঃ ।

মাতৃভিন্নমস্ত্রিভিঃ সার্কং গমনায়োপচক্রমে ॥৫৪॥

কৈকেয়ী রামমেকাশ্বে স্রবয়েত্রজলাকুলা ।

প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ হে রাম তবরাজ্যবিঘাতনং ॥৫৫॥

কৃতং ময়া দুর্ভেদিয়া মায়ামোহিতচেতসা ।

ক্ষমস্ব মম দৌরাত্ম্যং ক্ষমানারাহি সাধবঃ ॥৫৬॥

ত্বং সাক্ষাদ্বিক্রবাক্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।

মায়ামানুষকপেণ মোহয়স্যখিলং জগৎ ।

ত্বয়ৈব প্রেরিতো লোকঃ কুরুতে সাধুসাধু বা ॥৫৭॥

অনন্তর ভরত, বশিষ্ঠ, শক্রয়, মন্ত্রিবর্গ, মাতৃগণ ও সৈন্যগণ
কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন । ৫৪।
কৈকেয়ী নির্জন স্থানে ত্রীরামকে আহ্বান করিয়া কৃতাজলি-
পুটে কহিলেন, হে রাম ! আমি তোমারই মায়ায় মুগ্ধ
হইয়া তোমার অহিতাচরণ করিয়াছি, এক্ষণে নিজগুণে
আমার পূর্বকৃত দৌরাত্ম্য ক্ষমা করিতে হইবে, ক্ষমাশীল
সাধু পুরুষেরা শত্রুর প্রতিও ক্ষমা করিতে পরাধু্য হইয়েন না ।
৫৫। ৫৬। হে গুণাকর ! তুমি সাক্ষাৎ পরমাত্মা—সনাতন
বিশ্ব—সত্ত্ব গুণময়, নিজমূর্ত্তি গোপন করিয়া মায়ামনুষ্য রূপে
সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করিতেছ। লোক সকল তোমাকর্তৃক
প্রেরিত হইয়া সং ও অসং কার্য্য সমস্তই করিতেছে, এই বিশ্ব
তোমারই অধীন স্রুতরাং অস্রুত বশত স্বয়ং কি কেহ কোন
কার্য্য করিতে পারে ? যেমন স্বত্র সরঙ্গ কৃত্রিম পুস্তলিকা কুহক
ব্যক্তির স্বত্র চালনদ্বারা হৃত্য করিয়া থাকে, তজ্জপ বহুরূপিনী
মায়া তোমারই ইচ্ছার অধীন হইয়া এই সংসার মধ্যে
হৃত্য করিতেছে—হে প্রভো ! দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধার্থ
তোমাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি অতি পাপ কার্য্য করিয়াছি ;
এক্ষণে বিশেষ রূপে অবগত হইলাম যে তুমি দেবতা-
দিগেরও বাঞ্ছনাভীত পদার্থ, হে বিশ্বেশ্বর ! হে অনন্ত ! হে
জগন্নাথ ! আমি তোমাকে নমস্কার করি, আমাকে পূর্বকৃত

তদধীনমিদং বিশ্বমস্বতন্ত্রং করোতি কিং ? ।

যথা কৃত্রিমনর্ত্তকো নৃত্যন্তি কুহকেচ্ছয়া ॥৫৮॥

তদধীনা তথা মায়া নর্ত্তকী বহুরূপিনী ।

ত্বয়ৈব প্রেরিতাহং চ দেবকার্য্যং করিষ্যতা ॥৫৯॥

পাপিষ্ঠং পাপমনসা কস্মাচরমরিন্দম ! ।

অদ্য প্রতীতোহসি মম দেবানামপ্যগোচরঃ ॥৬০॥

পাহি বিশ্বেশ্বরানন্ত ! জগন্নাথ ! নমোহস্তু তে ।

হিঙ্কিস্নেহময়ং পাশং পুত্রবিন্ধাদিগোচরং ॥৬১॥

ত্বজ্জ্ঞানামলখঞ্জন ত্বামহং শরণং গতাম্ ।

কৈকেয়্যা বচনং শ্রুত্বা রামঃ সন্মিতমত্রবীৎ ॥৬২॥

যদাহ মাং মহাভাগে ন নৃতং সত্যমেব তৎ ।

ময়ৈব প্রেরিতা বাণী তব বক্তৃদ্বিনির্গতা ॥৬৩॥

দেবকার্য্যার্থসিদ্ধার্থমত্র দোষঃ কুতস্তব ? ।

গচ্ছ ত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশং ॥

পাপ হইতে পরিভ্রাণ কর, হে ভগবন্ ! আমি তোমার
শরণাপন্ন হইলাম—তত্ত্বজ্ঞান রূপ আমি দ্বারা আমার ধন
পুত্রাদি স্নেহ রূপ রক্তকুকে ছিন্ন কর । ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০।
৬১। ত্রীরামচন্দ্র কৈকেয়ীর এই প্রকার জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ
করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন—হে মহাভাগে ! আপনি
আমাকে যাছা কহিলেন তাছা মিথ্যা নহে, সকলই সত্য—
আমিই দেব কার্য্য সিদ্ধার্থ দুর্ভট সরস্বতীকে প্রেরণ করিয়া
ছিলাম, তিনিই আপনার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া এই সকল
অনর্থ ঘটনা করিয়াছেন, এ বিষয়ে আপনার দোষ কি ? হে
মাতঃ ! আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে না এক্ষণে
গমন ককন, কিন্তু নির্গম হইয়া আমাকে ঐকান্তিক তত্ত্ব-
যোগে সতত ভাবনা করিবেন তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে
মুক্তিলাভ হইবে। আমি সকল পদার্থে সমজ্ঞান করিয়া থাকি,
এই জগতে আমার ছেদ্য বাঞ্ছিতপদার্থ কিছুই নাই, যেসকল

সর্বত্র বিগতস্নেহা মন্তস্ত্যা মোক্ষসেহচিরাৎ ।
 অহং সর্বত্র সমদৃক ছেষ্যো বা প্রিয় এব বা ॥৬৫॥
 নাস্তি মে কল্পকস্যেব ভজতোহমুভজাম্যহং ।
 মম্মায়ামোহিতধিরো মামস্ব ! মনুজাকৃতিং ॥৬৬॥
 সুখদুঃখাদ্যনুগতং জানন্তি ন তু তত্ত্বতঃ !
 দিষ্ট্যা মনোচরং জ্ঞানমুৎপন্নং তে ভবাপহং ॥৬৭॥
 স্মরন্তী তিষ্ঠ ভবনে লিপ্যসে ন চ কর্ম্মতিঃ ।
 ইতু্যক্তা সা পরিক্রম্য রামং সানন্দবিস্ময়া ॥৬৮॥
 প্রণম্য শতশো ভূমৌ যযৌ গেহং মুদান্বিতা ।
 ভরতস্ত সহামাতৈর্যমাতৃভিগুরুণা সহ ॥৬৯॥
 অযোধ্যামগমচ্ছীঘ্রং রামমেবামুচিস্তয়ন্ ।
 পৌরজানপদান্ সর্বানযোধ্যায়ামুদারধীঃ ॥৭০॥

পূজয়িত্বা যথা রামং গন্ধপুষ্পাক্রতাভিঃ ।
 রাণোপচারৈরথিলৈঃ প্রত্যহং নিয়তব্রতঃ ॥৭১॥
 ফলমূল্যশনো দাস্তো জটাবল্কলধারণকঃ ।
 অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী শক্রসহিতস্তদা ॥৭২॥
 স্থাপয়িত্বা যথান্যায়ং নন্দিত্র্যামং যযৌ স্বয়ং ।
 তত্রসিংহাসনে নিত্যং পাদুকে-স্থাপা ভক্তিতঃ ॥৭৩॥
 রাজকার্যাণি সর্বাণি যাবন্তি পৃথিবীতলে ।
 তানি পাদুকয়োঃ সম্যক্ নিবেদয়তি রাঘবঃ ॥৭৪॥
 গণয়ন্ দিবসান্যেব রামাগমনকাক্ষক্ষয়া ।
 স্থিতো রামার্পিতমনাঃ সাক্ষাদ্ভুক্তমুনির্যথা ॥৭৫॥
 বামস্ত চিত্রকুটাদ্রৌ বসন্মুনিভিরাব্রতঃ ।
 শীতয়া লক্ষ্মণেনাপি কিঞ্চিৎকালমুপাবসৎ ॥৭৬॥

মায়াবি পুরুষের মায়া কল্পিত পদার্থে ঘেষ্যত্ব বুদ্ধি বা প্রিয়ত্ব জ্ঞান হয় না, আমার ও মনোরহিত ভজপ জ্ঞানিবেন; কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে অনন্য চিতে সতত ভজনা করে আমিও তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকি, হে মাতঃ যাহারা আমারই মায়া-বিমোহিত হইয়া আমাকে প্রাকৃত মনুষ্য বিবেচনা করে তাহারা আমাকে যথার্থ রূপে জানিতে পারে । যাহা হউক অদৃষ্ট বশতঃ আপনার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে পুনর্জন্ম হইবে না। এক্ষণে অযোধ্যায় গমন করিয়া আমাকে সতত স্মরণ পূর্বক গৃহে অরহিত কখন, তাহা হইলে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন। কৈকেয়ী জীরামের সত্বপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দ ও বিস্ময় সহকারে প্রাক্ষিপণ করতঃ জীরামকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া অযোধ্যা গমনে রুতসংকল্প হইলেন।

মহামতি ভরত জীরামকে চিন্তা করতঃ অমাত্য মাতৃগণ ও বশিষ্ঠদেব সমভিব্যাহারে সত্তর অযোধ্যায় গমনানন্তর পুর-বাসিগণ ও জনপদ বর্গকে তথায় রক্ষা করিয়া স্বয়ং নন্দি-

ত্র্যামে গমন করিলেন, এবং কেকয়ী নন্দন সেই স্থানে রাজসিংহাসনোপরি রামপাদুকা-মুগল ভক্তি পূর্বক রক্ষা করিয়া গন্ধপুষ্প অঙ্কত ও অন্যান্য রাজভোগ্য উপচারস্বারা জীরামপূজার ন্যায় প্রতিদিন পাদুকা পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ভরত শক্রয়ের সহিত জটাবল্কল ধারণ, ফল মূল ভক্ষণ, ভূমিশয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিয়া দিনা-তিপাত করিতে লাগিলেন। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। এবং সমস্ত পৃথিবী রাজ্যের যাবতীয় কার্য প্রতিদিন রামপাদুকা সন্নিধানে নিবেদন করিয়া রাজপ্রতিনিধির ন্যায় স্বয়ং নিরীহ করিতেন। দিবসের অধিকাংশ সময় সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষির ন্যায় জীরামচন্দ্রে মনোনিবেশ করিয়া জীরামের প্রত্যাগমন দিন গণনা করিতেন।

এ দিকে জীরামচন্দ্র মুনিগণ সমারত হইয়া শীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চিত্রকূট পার্বতে কিঞ্চিৎ কাল বাস করিতে লাগি-

নাগরাস্ত সদা যান্তি রামদর্শনলালসাঃ ।
 চিত্রকূটস্থিতং জ্ঞাত্বা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥৭৭॥
 দৃষ্ট্বা তজ্জনসম্বাধং রামস্তৃত্যাজ তং গিরিং ।
 দণ্ডকারণাগমনে কার্যামপ্যনুচিন্তয়ন্ ॥৭৮॥
 অশ্বগাং সীতয়া ভ্রাত্ৰা হাত্রেরাশ্রমমুত্তমং ।
 সর্বত্র সুখসম্বাসং জনসম্বাধবর্জিতং ॥৭৯॥
 গতা মুনিমুপাসীনং ভাসয়ন্তং তপোবনং ।
 দণ্ডবৎপ্রণিপত্যাহ রামোহহমভিবাদয়ে ॥৮০॥
 পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃতা দণ্ডকানহমাগতঃ ।
 বনবাসমিষণাপি ধনোহহং দর্শনান্তব ॥৮১॥
 শ্রুত্বা রামস্য বচনং রামং জ্ঞাত্বা হরিং পরং ।
 পূজয়ামাস বিধিবদ্ভক্ত্যা পরময়া মুনিঃ ॥৮২॥

লেন, নগরবাসীগণ চিত্রকূটস্থ শ্রীরামচন্দ্রকে অবগত হইয়া
 প্রতিদিন তদর্শনাভিলাষে সেইস্থানে গমনাগমন করিতে আরম্ভ
 করিল। শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূট পর্বতে নগর বাসীগণের সমাগম
 দর্শনে মহর্ষিগণের আশ্রমোপরোধ সম্ভাবনা এবং নিশাচর
 পূর্ণ দণ্ডকারণ্য গমন নিভান্ত প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া চিত্র-
 কূট পরিত্যাগ পূর্বক সীতা লক্ষ্মণের সহিত অতি নির্জন এবং
 সুখবাসতেয় অত্রি মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। ৭৪। ৭৫।
 ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। অনন্তর ব্রহ্মোপসনা নিরত তপোধন
 জ্যোতি স্বরূপ পরম তেজস্বি মহর্ষিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া
 কহিলেন, হে মহর্ষে! অভিবাদন করি, আমি রামচন্দ্র পিতার
 আজ্ঞানুসারে বনবাস ছলে দণ্ডকারণ্য আগমন করিয়াছি,
 যাহা হউক অদ্য আপনার দর্শনে ধন্য হইলাম। মহর্ষি শ্রীরাম
 বাক্য শ্রবণ মাত্র শ্রীরামকে পরম বিষ্ণু জানিয়া পরমা ভক্তি
 সহকারে যথাবিধি পূজা করিলেন এবং বনা ফল মূল্যাদি
 দ্বারা আতিথ্য করিয়া আসনোপবিষ্ট শ্রীরামকে পরম সন্তোষ
 সহকারে কহিলেন, হে রাম! আমার অনন্থরা নারী ধর্ম-
 পরায়ণা বর্ষীয়সী ভার্যা সুদীর্ঘ তপ দ্বারা অন্তঃপুর মধ্যে

বনৈঃ ফলৈঃ ক্রুতাতিথ্যমুপবিষ্টং রঘুত্তমং ।
 সীতাং চ লক্ষ্মণঞ্চৈব সন্তুষ্টো বাক্যমব্রবীৎ ॥৮৩॥
 ভার্যা মেহতীব সমৃদ্ধা হানুসূয়েতি বিশ্রুতা ।
 তপশ্চরন্তী সুচিরং ধর্মাজ্ঞা ধর্মবৎসলা ॥৮৪॥
 অন্তুস্তিষ্ঠতি তাং সীতা পশুত্বরিনিসুদন! ।
 তথ্যেতি জানকীং প্রাহ রামো রাজীবলোচনঃ ॥৮৫॥
 গচ্ছ দেবীং নমস্কৃত্য শীঘ্রমেহি পুনঃ শুভে ।
 তথ্যেতি রামবচনং সীতা চাপি তথাহকরোৎ ॥৮৬॥
 দণ্ডবৎপতিতামগ্রে সীতাং দৃষ্ট্বাহতি হৃষ্টধীঃ ।
 অনুসূর্য্য সমালিঙ্গ্য বৎসে! সীতেতি সাদরং ॥৮৭॥
 দিব্যে দদৌ কুণ্ডলে হ্রে নির্ম্মিতে বিশ্বকর্ম্মণা ।
 দুকূলে হ্রে দদৌ তম্যৈ নির্ম্মলে ভক্তিসংযুতা ॥৮৮॥
 অঙ্গরাগঞ্জ সীতায়ৈ দদৌ দিব্যং শুভাননা ।
 নত্যক্ষাস্তেহঙ্গরাগেণ শোভা ত্বাং কমলাননে ॥৮৯॥

কালোতিপাত করিতেছেন জানকী সেই স্থানে গমন করিয়া
 তাঁহাকে অবলোকন করিল। শ্রীরামচন্দ্র মুনিবাক্যে সন্তুষ্ট
 হইয়া জানকীকে কহিলেন, হে শুভে! তুমি অন্তঃপুর বাসিনী
 দেবী অনন্থরাকে প্রণাম করিয়া শীঘ্র এইস্থানে প্রত্যাগমন
 কর। সীতা শ্রীরামের বচনানুসারে অন্তঃপুর মধ্যে গমন
 করিয়া অনন্থরাদেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, অনন্থরা
 সীতাকে দণ্ডবৎ পতিত দেখিয়া সহর্ষালিঙ্গনানন্তর সাদরে
 কহিলেন, বৎসে সীতে! গাত্রোত্থান কর ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩
 ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। অনন্তর অনন্থরা বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত
 কনক কুণ্ডলদ্বয় নির্ম্মল দুকূল যুগল এবং দিব্য অঙ্গরাগ দ্রব্য
 সকল ভক্তি সহকারে জানকীকে প্রদান করিয়া কহিলেন, হে
 জানকি! এই অঙ্গরাগ লেপন করিলে কন্ধিন কালে তোমার
 সৌন্দর্য্য হানি হইবে না, হে কমলাননে! পাতিব্রতা অবলম্বন

পাতিব্রত্যাং পুরস্কৃত্য রামমন্বেহি জানকি ! ।

কুশলী রাঘবো যাতু ত্বয়া সহ পুনর্গৃহং ॥১০

তোজসিত্বা যথা ন্যায্যাং রামং সীতাসমম্বিতং

লক্ষ্মণঞ্চ তদা রামং পুনঃ প্রাহ কুতাজ্জলিঃ ॥১১

রাম ! ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং

সংরক্ষণায় হ্রসমানুষতির্য্যগাদীন্ ।

করিয়া স্বামির অনুগমন কর, শ্রীরামচন্দ্র নিরাপদে বনবাস
হইতে নিরুত্ত হইয়া তোমার সহিত পুনর্ব্বার গৃহে গমন করুন।
অনন্তর মহর্ষি শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে যথাযোগ্য ভোজন
করাইয়া শ্রীরামকে কুতাজ্জলি পুটে কহিলেন, হে রাম ! তুমি
অখিল ভুবন নিষ্কাণ করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত বারম্বার

দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈর্বিলিপ্ত-

স্বস্তো বিতেত্যখিলমোহকরী চ মায়া ॥১২

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে

অযোধ্যাকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ।

দেব দেহ, মনুষ্য দেহ, ও তির্য্যগাদি দেহ ধারণ করিতেছ,
কিন্তু কাম ক্রোধাদি রূপ দেহ গুণ তোমাকে স্পর্শ করিতে
পারেনা এবং অখিল মোহকারিণী মায়াও তোমা হইতে ভীত
হইয়া দূরে পলায়ন করে। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে

উমামহেশ্বর সংবাদে নবমোহধ্যায়ঃ ।

অ র ণ্য কা ণ্ড ম্ ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ

অথ তত্র দিনং স্থিত্ব প্রভাতে রঘুনন্দনঃ ।
 স্নাত্বা মুনিং সমামন্ত্র্য প্রাণারোপচক্রমে ॥১॥
 মুনে ! গচ্ছামহে সর্বৈ মুনিমণ্ডলমণ্ডিতং ।
 বিপিনং দণ্ডকং যত্র ভ্রমাক্ষাতুমিহাৰ্হসি ॥২॥
 মার্গপ্রদর্শনার্থায় শিষ্যানাক্ষপ্তুমহ'সি ।
 ক্রত্বা রামস্য বচনং প্রহস্যাত্ৰিম'হাযশাঃ ॥৩॥
 সর্বস্য মার্গদ্রক্যং ত্বং তব কো মার্গদর্শকঃ ।
 তথাপি দর্শয়িষ্যন্তি তব লোকানুসারিণঃ ॥৪॥
 ইতি শিষ্যান্ সমাদিশ্য স্বয়ং কিঞ্চিৎসমুদগাৎ ।
 রামেণ বারিতঃ প্রীত্যা অত্রিঃ স্বভবনং যযৌ ॥ ॥

ক্ৰোশমাত্রং ততো গতা দদর্শ মহতীং নদীং ।
 অত্রৈঃ শিষ্যান্ববাচেদং রামো রাজীবলোচনঃ ॥৩॥
 নদ্যাঃ সন্তরণে কশ্চিৎপাশো বিদ্যতে ন বা ।
 উচুস্তে বিদ্যতে নৌকা স্তুদৃঢ়া রঘুনন্দন ! ॥৭॥
 তারয়িষ্যামহে বুদ্ধ্যান্ বয়মেব ক্ষণাদিহ ।
 ততো নাবি সনারোপ্য সীতাং রায়বলক্ষ্মণৌ ॥৮॥
 ক্ষণাৎ সন্তারয়ামাসুর্নদীং মুনিকুমারকাঃ ।
 রামাভিনন্দিতাঃ সর্বৈ জগ্মু রত্নেরথাশ্রমং ॥৯॥
 তাবেত্য বিপিনং ঘোরং বিল্লীকঙ্কারনাদিতং ।
 নানামৃগগণাকীর্ণং সিংহব্যাঘ্রাদিভীষণম্ ॥১০॥

শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অত্রিমুনির আশ্রমে
 ঐক্যে বাস করিয়া প্রভাতকালে স্নানান্তর মহর্ষিকে
 প্রণাম পূর্বক প্রস্থানোদ্যোগ করিলেন এবং বিনীত বচনে
 কহিলেন, মহর্ষে ! আমরা মুনিগণসমাকীর্ণ দণ্ডকারণ্যে গমন
 করিতে অভিলাষ করিয়াছি আপনি অনুমতি ককন, এবং
 আমাদিগের অপরিচিত পথ প্রদর্শনার্থ শিষ্যগণকে আদেশ
 ককন, তাঁহারা আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করাইবেন । মহা
 যশা অত্রিমুনি শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐবৎ ভাস্য পূর্বক
 কহিলেন, হে রাম ! তুমি সকলের পথ-প্রদর্শক অপর কোন্
 ব্যক্তি তোমার পথ-প্রদর্শক হইবে ? যাহা হউক, এক্ষণে
 তুমি লোক ব্যবহারের অনুসারী হইয়াছ—সুতরাং আমার
 শিষ্যেরা তোমাকে পথ প্রদর্শন করাইবেন । ১ । ২ । ৩ ।
 ৪ । অনন্তর মহর্ষি শিষ্যগণকে শ্রীরামের পথ প্রদর্শনার্থ
 জ্ঞাপ্ত করিয়া স্বয়ংও শ্রীরামের অনুগমন করিতে লাগিলেন ।

শ্রীরাম দ্বিজদ্রু গমনান্তর মহর্ষিকে নিবারণ করিলেন—
 তপোধন অত্রি শ্রীরাম কর্তৃক নিবারিত হইয়া স্বহৃদে প্রত্য-
 গমন করিলেন । অনন্তর রাজীবলোচন রাম ক্ৰোশ পরিস্রিত
 পথ অতিক্রম করিয়া সমুখস্থিত অতি প্রবলতর'নদী দর্শনে
 শিষ্যদিগকে কহিলেন, হে মহাঅগণ ! এই নদী তরংগ
 উপায় আছে কি না ? মুনি-শিষ্যগণ কহিলেন এখানে
 নৌকা আছে, আমরা নৌকা বাহন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে
 তোমাদিগকে পরপারে উত্তীর্ণ করিব । অনন্তর রাম, সীতা ও
 লক্ষ্মণ সকলে নৌকাযোগে করিলেন, মুনিকুমারেরা ক্ষণকাল
 মধ্যে তাঁহাদিগকে নদীপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিলেন, শ্রীরামচন্দ্র
 মহর্ষির শিষ্যগণকে বিনয় বচনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায়
 করিলেন, তাঁহারাও সেই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া
 মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলেন । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ । ৯ । শ্রীরাম-
 চন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সহস্রবিঘ্নহারে বিল্লীকঙ্কারপূর্ণ ও নানা-

রাক্ষসৈর্ঘোরকপৈশ্চ সেবিতং রোমহর্ষণম্ ।
 প্রবিশ্য বিপিনং ঘোরং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১১
 ইতঃ পরং প্রযত্নেন গম্বুবাং সহিতেন মে ।
 ধনুর্গুণেন সংযোজ্য শরানপি করে দধৎ ॥১২॥
 অগ্রেবাস্যাম্যহং পশ্চাত্ত্ব মম্বেহি ধনুর্ধরঃ ।
 আবায়োর্মধ্যগা সীতা মায়েবান্নপরাঙ্গনোঃ ॥১৩॥
 চক্ষুণ্ডারয় সর্বত্র দৃষ্টং রক্ষোভয়ং মহৎ ।
 বিদাতে দণ্ডকারণ্যে শ্রুতপূর্বমরিন্দম ॥১৪॥
 ইত্যেবং ভাবমাণো তৌ জগ্মতুঃ সার্কষোজনম্ ।
 তত্রৈকা পুষ্করিণ্যাস্তে কল্লারকুমুদোৎপলৈঃ ॥১৫
 অমুজৈঃ শীতলোদেন শোভমানা ব্যদৃশ্যত ।
 তৎসমীপমথো গভ্রা পীড়া তৎসলিলং শুভম্ ॥১৬
 উবুস্তে সলিনাভ্যাসে ক্ষণং ছায়ামুপাশ্রিতাঃ ।
 ততো দদৃশুরায়ান্তং মহাসত্বং ভয়ানকং ॥১৭॥

বিধ মৃগ সমাকীর্ণ সিংহ বাঘ এবং ভীষণ মূর্তি রাক্ষসগণ
 দ্বারা অতিভীষণ—সুতরাং সাধারণের রোমহর্ষণ দণ্ডকা-
 রণে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে লক্ষ্মণ! এই
 স্থানে ধনুর্ধর ধারণ পূর্বক অতি সাবধানে আমার অনুগমন
 কর—মায়া যেরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যবর্তিনী, তজ্জপ
 এক্ষণে সীতা আমাদিগের মধ্যবর্তিনী হইয়া গমন করুন, এবং
 চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, হে অরিন্দম! আমি পূর্বে
 শুনিয়াছি দণ্ডকারণ্যে অতিশয় রাক্ষস-ভয় আছে। শ্রীরাম ও
 লক্ষ্মণ এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সার্কষ যোজন-
 পথ অতিক্রম করিয়া কল্লার কুমুদ কমল প্রভৃতি জল-পুষ্প
 শোভিত সুশীতল জলপূর্ণ জলাশয় দর্শন করিলেন, অনন্তর
 তাঁহারা সরোবর সমীপে গমন করিয়া সুশীতল জলপান
 এবং সমীপস্থ ছায়াবলম্বন পূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ।

করালদংষ্ট্রবদনং ভীষণমুখং স্বগজ্জিহ্বৈতৈঃ ।
 বামাংশে ন্যস্তশূলাগ্রপ্রথিতানেকমানুষম্ ॥১৮॥
 ভক্ষয়ন্তুং গজব্যাঘ্রমহিষং বনগোচরং ।
 জ্যারোপি তং ধনুর্ধ্বা রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১৯॥
 পশ্য ভ্রাতর্মহাকাযো রাক্ষসোহরমুপাগতঃ ।
 আয়াতাভিমুখং নোহগ্রে ভীকণাং ভয়মাবহন্ ॥২০
 সজ্জীকৃতধনুস্তিষ্ঠ মা ভৈর্জনকনন্দিনি ।।
 ইতু ত্বা বাণমাদায় স্থিতো রাম ইবাচলঃ ॥২১॥
 স তু দৃষ্টা রমানাথং লক্ষ্মণং জানকীং তদা ।
 অট্টহাসং ততঃ কৃত্বা ভীষণমিন্দমব্রবীৎ ॥২২॥
 কো যুবাং বাণভূণীরজটাবল্কলধারিণো ।
 মুনিবেশধরো বালো স্ত্রীসহার্যো সূতুমদো ॥২৩॥

এই সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত ভয়ানক দন্তযুক্ত ভীষণগর্জন
 নিশাচর শূলাগ্র-প্রথিত বলসংখ্যক মানুষদেহ বামস্কন্ধ
 নিক্ষেপ করিয়া হস্তী, মহিষ প্রভৃতি আরণ্যক জন্তু সকল
 ভক্ষণ করিতে করিতে সেই স্থানে আগমন করিতে লাগিল ।
 শ্রীরামচন্দ্র ভীষণমূর্তি রাক্ষসকে দর্শন করিবামাত্র ধনুতে
 জ্যারোপণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন । ১০ । ১১ । ১২ ।
 ১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ । ১৯ । হে ভ্রাতঃ! অব-
 লোকন কর এই মহাদীর্ঘকায় রাক্ষস ভীক জনের ভয়বর্জন
 করতঃ আমাদিগের সম্মুখীন হইতেছে, অতএব সুসজ্জিত
 ধনুর্ধারণ করিয়া এই স্থানে দণ্ডায়মান হও, হে-জানকি!
 তোমার কোন ভয় নাই। শ্রীরাম লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ
 করিয়া স্বয়ং ধনুর্ধর ধারণ পূর্বক অচলগিরির ন্যায় সেই
 স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন । অনন্তর রাক্ষসাধম শ্রীরাম, সীতা
 ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া অট্টাট্টহাস্য পূর্বক কহিতে লাগিল,
 হে বালকদ্বয়! তোমাদিগের নাম কি? তোমাদিগকে পরম
 সুন্দর এবং আমার মুগ্ধপ্রাসের উপযুক্ত দেখিতেছি—কি
 কারণে জটা বল্কল ধনুর্ধর এবং ভূণীর ধারণ করিয়া পত্নী

সুন্দরো বত মে বক্তু প্রবিষ্টকবলোপমো ।
 কিমর্থমাগতো ঘোরং বনং ব্যাকনিসেবিতং ॥২৪॥
 শ্রদ্ধা রক্ষোবচো রামঃ স্মরমান উবাচ তম্ ।
 অহং রামস্তরং জাতা লক্ষ্মণো মম সম্মতঃ ॥২৫॥
 এষা সীতা মম প্রাণবল্লভা বয়মাগতাঃ ।
 পিতৃবাক্যং পুরস্কৃত্য শিক্ষণার্থং ভবাদৃশাং । ২৬।
 শ্রদ্ধা তদ্রামবচনমট্টহাসমথাকরোং ।
 ব্যাদায় বক্তুং শ্রদ্ধত্যাং শূলমাদায় সত্বরঃ ॥২৭॥
 মাং ন জানাসি রাম ! ত্বং বিরোধং লোকবিশ্রুতং ।
 মদুস্মান্ম নয়ঃ সর্কে ত্যক্ত্বা বনমিতো গতাঃ ॥২৮॥
 যদি জীবিতুমিচ্ছাস্তি ? ত্যক্ত্বা সীতাং নিরায়ুধো ।
 পলায়তং ন চেৎ শীঘ্রং তক্ষয়ামি যুবামহং ॥২৯॥

সমভিব্যাহারে মুনিবেশে এই হিংস্র জন্তু পরিপূরিত ভয়ঙ্কর
 দণ্ডকারণে আগমন করিয়াছে ? শ্রীরাম রাক্ষসের বাক্য শ্রবণা-
 নন্তর বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, হে নিশাচর ! আমার নাম
 রাম, ইনি আমার জ্যোতালক্ষ্মণ, এই আমার প্রাণবল্লভা সীতা ;
 এক্ষণে আমরা পিতার আজ্ঞানুসারে তোমাদিগের দমনার্থ
 এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি । ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪।
 ২৫। ২৬। রাক্ষস শ্রীরামের বাক্য শ্রবণানন্তর অভি সত্বর
 শূল গ্রহণ করিয়া মুখবিস্তার পূর্বক অট্টাট্টহাস্য করিল এবং
 গভীর স্বরে কহিল, হে রাম ! তুমি আমার লোক প্রসিদ্ধ নাম
 শ্রবণ কর নাই ? আমার নাম বিরোধ, বাহার ভয়ে ঋষিগণ দণ্ডকা-
 রণ্য পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছে ; এক্ষণে তোমাদিগের
 যদি জীবনাশা থাকে তাহা হইলে অস্ত্র শস্ত্র ও সীতাকে পরি-
 ত্যাগ করিয়া পলায়ন কর, নতুবা শীঘ্র তোমাদিগকে তক্ষণ

ইত্যুক্ত। রাক্ষসঃ সীতামাদাতুমভিত্তুর্ভবে ।
 রামশিচ্ছেদ তদ্বাহু শরেন প্রহসন্নিব ॥৩০॥
 ততঃ ক্রোধপরীতাত্মা ব্যাদায় বিকটং মুখং ।
 রামমভ্যাদ্রবদ্রামশিচ্ছেদ পরিধাবতঃ ।
 পদদ্বয়ং বিরোধন্য তদন্তু তমিবাভবৎ ॥৩১॥
 ততঃ সপ ইবাস্যেন গ্রসিতুং রামমাপতৎ ।
 ততোহর্কচন্দ্রাকারেণ বাণেনাস্য মহচ্ছিরঃ । ৩২।
 চিচ্ছেদ রুধিরৌষেণ পপাত ধরণীতলে ।
 ততঃ সীতা সমালিঙ্গ্য প্রশংসং রঘু স্তমং ॥৩৩॥
 ততো হুন্মুভয়ো নেহুর্দিবি দেবগণেরিতাঃ ।
 ননৃতুশ্চাপসরো হৃষ্টা জগুর্গন্ধর্ব্বকিম্বরাঃ ॥৩৪॥

করিব। রাক্ষস এই কথা কহিয়া জানকীকে গ্রহণ করিবার
 নিমিত্ত দ্রুতবেগে আগমন করিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র হাস্য
 করিতে করিতে বাণ দ্বারা তাহার বাহুদ্বয় ছেদন করিলেন।
 অনন্তর রাক্ষস ক্রোধভরে মুখ বিস্তার করিয়া শ্রীরামের প্রতি
 দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ শরদ্বারা তাহার
 পদদ্বয় ছেদন করিলেন, সেই সময় বিরোধের শরীর অতি অদ্ভুত
 দর্শন হইল—সর্পের ন্যায় মুখবাদান করিয়া শ্রীরামকে গ্রাস
 করিবার আশয়ে সর্পের ন্যায় বকঃস্থল দ্বারা আগমন করিতে
 লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র অর্কচন্দ্রাকৃতি বাণদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন
 করিলেন। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ঐ মস্তক রক্তাক্ত
 হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর সীতাদেবী শ্রীরামকে
 আলিঙ্গন করিয়া বহুতর প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এই সময়ে
 দেবগণ জুট হইয়া আকাশ মার্গে হুন্মুভি ধ্বনি করিতে লাগি-
 লেন এবং অঙ্গরাগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর-
 গণ মহোৎসব সহকারে সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। ৩৩। ৩৪।

বিরোধকায়াদতিসুন্দরাকৃতি-

বিভ্রাজমানো বিমলাঘরাবৃতঃ।

প্রতপ্তচামীকরচারুভূষণে।

ব্যদৃশ্যতাগ্রে গগনে রবিবধা ॥৩৫।

প্রণম্য রামং প্রণতার্দ্ধিহারিণং

ভবপ্রবাহোপরমং সৃণাকরং।

প্রণম্য ভূয়ঃ প্রণনাম দণ্ডবৎ

প্রপন্নসর্কার্ত্তিহরং প্রসন্নধীঃ ॥৩৬।

বিরোধ উবাচ।

শ্রীরাম ! রাজীবদলারতাক্ষ !

বিদ্যাধরোহিং বিমলপ্রকাশঃ।

দুর্কাসনা কারণকোপমূর্ত্তিনা

শপ্তঃ পুরা নোহদ্য বিমোচিতস্তুরা ॥৩৭।

ইতঃপরং তুচ্চরণারবিন্দয়োঃ

স্মৃতিঃ সদা মেহস্ত ভবোপশান্তরে।

অনন্তর বিরোধের শরীর তটতে সুবর্ণালঙ্কার ভূষিত কান্তিময় একটি পরম সুন্দর শরীর নির্গত হইয়া গগনমণ্ডলে দ্বিতীয় রবির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ বিশ্বপ্রাপন্ন হইয়া অনিমেষ লোচনে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন। নিশাচর শরীরান্তর পরিগ্রহ করিয়া শরণাগত-প্রতিপালক দয়াময় রামকে ভববন্ধন মোচনার্থ প্রসন্নাত্তঃকরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিলেন। ৩৫ ৩৬।

হে রাজীবলোচন রাম ! আমি বিদ্যাধর কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, পূর্বকালে দুর্কাসা মুনি অকারণে আমার প্রতি কোপ প্রকাশ করিয়া অভিশপ্তাৎ করিয়াছিলেন, তদবধি ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়া এতাবৎকাল রাক্ষস রূপে এই দণ্ডকারণে সঞ্চার করিয়াছি, অদ্য আপনি ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত করিলেন, হে দয়াময় ! আমি এক্ষণে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি যে,

তন্মামসংকীর্ত্তনমেব বাণী

করোতু মে কর্ণপুটং ত্বদীয়ম্ ॥৩৮।

কথামৃতং পাতু কুরদ্বয়ং তে

পাদারবিন্দার্চ্চনমেন কুর্য্যাৎ।

শিরশ্চ তে পাদযুগপ্রণামং

করোতু নিত্যং ভবদীয়মেবং ॥৩৯।

নমস্তভ্যং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞান মূর্ত্তয়ে।

আত্মারামায় রামায় সীতারামায় বেধসে ॥৪০।

প্রপন্নং পাহি মাং রাম ! বাস্যামি ত্বদনুজয়া।

দেবলোকং রঘুশ্রেষ্ঠ ! মায়া মাং মা রূণোতু তে ॥

ইতি বিজ্ঞাপিতস্তেন প্রসন্নো রঘুনন্দনঃ।

দদৌ বরং তদা প্রীতো বিরোধায় মহামতিঃ ॥৪২।

অদ্যাবধি আমার মন আপনার পাদপদ্মযুগলে সর্কদা অনু-
রক্ত থাকে কদাচ বিস্মৃত না হয়, এবং আমার বাণী আপনার
নাম সঙ্কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া স্থালাপে কালাতিপাত
না করে, হে রাম ! আমার কর্ণ যুগল আপনার কথা-
মৃতপানে সর্কদা রত থাকে, এই কর যুগল আপনার
পাদপদ্ম পূজায় বিরত না হয় এবং আমার মস্তক নিত্যই
আপনার পাদযুগলে প্রণাম করে—হে ভক্তাভীকৃত ! আমার
এই সকল অভিলাষ দয়া প্রকাশ পূর্বক স্মৃদ্ধ করিবেন—
হে ভগবন্ ! আপনাকে নমস্কার করি—যেহেতু আপনি
আত্মারাম বিশুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মপদার্থ, এক্ষণে রামরূপে জন্মগ্রহণ
করিয়া সীতারূপিণী প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়াছেন—হে
রাম ! আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, অতএব আমাকে
রক্ষা করুন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে দেবলোকে গমনার্থ
আপনার অনুমতি অপেক্ষা করিতেছি—হে প্রভো ! আপনার
নিকট কাতর হইয়া বারম্বার প্রার্থনা করি যে, আপনার বিশ্ব-
মোহিনী মায়া পুনর্বার আমার জ্ঞানপথ রোধ না করে। ৩৭।
৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকার বিবিধ স্তববাক্যে সন্তুষ্ট

গচ্ছ বিদ্যাধরাশেষমারাদোষগুণা জিতাঃ ।

তুয়া মদর্শনাৎ সদ্যো মুক্তো জ্ঞানবতাম্বরঃ ॥৪৩॥

মন্তুক্তি দুর্লভা লোকে জ্ঞাতা চেন্মুক্তিদায়কঃ ।

অতস্ত্বং ভক্তিসম্পন্নঃ পরং যাহি মমাজ্ঞয়া ॥৪৪॥

রামেণ রক্ষোনিধনং স্তুষোরং

শাপাদ্বিমুক্তির্বরদানমেবং ।

হইয়া বিরাধকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন, হে বিরাধ !
তুমি গমন কর, পুনর্ব্বার আমার মারা গুণে আবদ্ধ হইবে না—
হে জ্ঞানিবর ! তুমি আমাকে দর্শন করিয়া অবশ্যই মোক্ষলাভ
করিবে, যেহেতু এই জগতে মুক্তিদায়িনী মন্তুক্তি অতি দুর্লভ
হইলেও তোমাতে বিলক্ষণরূপে লক্ষিত হইতেছে । শ্রীরামচন্দ্র
বিরাধকে রাক্ষসদেহ বিনাশানন্তর ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত

বিদ্যাধরত্বং পুনর্যেব লব্ধং

রামং গৃহ্নেতি নরোহখিলার্থান ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে

অরণ্যকাণ্ডে প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

করিয়া অভিলষিত বর প্রদান করিলেন, বিরাধও পুনর্ব্বার
বিদ্যাধর দেহ লাভ করিল—ইহা বিচিত্র নহে । পরমব্রহ্ম
শ্রীরামকে স্তব্বাক্যে মন্তুক্তি করিলে জীবগ ইহা অপেক্ষা
ভূত্ৰাপ্য অভীষ্ট বস্তুও অনায়াসে লাভ করিতে পারে । ৪২
৪৩ । ৪৪ । ৪৫ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে অরণ্যকাণ্ডে

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বিরোধে স্বর্গতে রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ।
জগাম শরভঙ্গস্য বনং সর্বসুখাবহং ॥১॥
শরভঙ্গস্ততো দৃষ্ট্বা রামং সৌমিত্রিণা সহ ।
আয়াতং সীতয়া সাক্ষং সমুদ্ভূতখিতঃ সুখীঃ ॥২॥
অভিগম্য কুমস্পৃজ্য বিক্টরেষুপবেশয়ৎ ।
আতিথ্যমকরোত্তেষাং কন্দমূলফলাদিভিঃ ॥৩॥
প্রীত্যা হ শরভঙ্গোহপি রামং ভক্তপরায়ণং ।
বহুকালমিহৈবাসং তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৪॥
তব সন্দর্শনাকাজ্ঞী রাম ! ত্বং পরমেশ্বরঃ ।
অদ্য মন্তপসা সিদ্ধং যৎ পুণ্যং বহুবিদ্যতে ।
তৎ সর্বং তব দাস্যামি ততো মুক্তিং ব্রজামাহং ॥

বিরোধের স্বর্গগমনান্তর শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া মহর্ষি শরভঙ্গের পরম রমণীয় তপোবনে গমন করিলেন—তপোধন শরভঙ্গ শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণকে সমাগত দেখিয়া সসজ্জমে গাত্রোথানান্তর প্রত্যুদ্গামন করিলেন এবং পাদাঙ্গাদি দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিয়া আসন্ন প্রদান করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আসনোপবেশন করিয়া মহর্ষিকৃত আতিথ্য স্বীকার করিলেন। অনন্তর মহর্ষি শরভঙ্গ ভক্তবৎসল রামকে পরম প্রীতি সহকারে কহিলেন—হে রাম ! আমি তোমার পাদপদ্ম দর্শনাভিলাষে তপস্যানিরত হইয়া বহুকাল এই বনে কালাতিপাত করিতেছি, এক্ষণে চিরান্তিলাষ সিদ্ধ হইল—হে পরমেশ্বর ! আমি সুদীর্ঘ তপস্য দ্বারা যে সকল পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি—তাঁহা তোমাতে

সমর্পা রামস্য মহৎসুপুণ্য-

ফলংবিরক্তঃ শরভঙ্গযোগী ।

চিতিং সমারোহয়দপ্রমেয়ং

রামং সদীতং মহসা প্রণম্য ॥৩॥

ধ্যায়ং শ্চিরং রামমশেষজ্ঞৎ

দূর্বাদলশ্যামলমম্বুজাক্ষং ।

চীরাশ্বরং স্নিগ্ধজটাকলাপং

সীতাসহায়ং সহলক্ষণং তম্ ॥৭॥

কো বা দয়ালুঃ স্মৃতকামধেনু-

রন্যো জগত্যাং রঘুনায়কাদহো ।

স্মৃতৌ ময়া নিত্যমনন্যভাজা

জাত্বা স্মৃতিং মে স্বরমেব যাতঃ ॥৮॥

অর্পণ করিলাম—তদ্বারা অবশ্যই মুক্তিলভ করিব। ১।২। ৩।৪।৫। পরম বিরাগী ঘোষণক সাধন শরভঙ্গ চির-সঞ্চিত সুদীর্ঘ পুণ্যফল শ্রীরামে সমর্পণান্তর তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া চিত্তারোহণ করিলেন, এবং ভক্তি সন্নতচিত্তে সর্বান্তর্ধামী নবদূর্বাদলশ্যাম রাজীবলোচন রামের চীরাশ্বর-রত স্নিগ্ধ জটাকলাপ মণ্ডিত পরম রমণীয় মুষ্টি চিন্তা করিতে করিতে কহিলেন, এই ত্রিলোক মধ্যে দয়াময় শ্রীরাম ভিন্ন ভক্তজনের অভিলাষ পূরণে কেহ সমর্থ নহে—ভক্তবৎসল রাম ভক্তের মনোহৃতি অবগত হইয়া আমার অন্তঃকরণে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন; যাঁহা হৃদক এক্ষণে আমি স্বকীয়

পশ্যন্তিদানীং দেবেশো রামো দাশরথিঃ প্রভুঃ
 দক্ষা স্বদেহং গচ্ছামি ব্রহ্মলোকমকল্যাণঃ ॥১৯॥
 অঘোধ্যাধিপতির্মহন্তু হৃদয়ে রাঘবঃ সদা ।
 যদ্ব্যমাক্ষে স্থিতা সীতা মেঘসোব তড়িল্লতা ॥২০॥
 ইতি রামং চিরং ধ্যাত্বা দৃষ্ট্বা চ পুরতঃ স্থিতম্ ।
 প্রজ্বাল্য সহসা বহ্নিং দক্ষা পঞ্চাত্মকং বপুঃ ॥২১॥
 দিবাদেহধরঃ সাক্ষাৎযযৌ লোকপতেঃ পদম্ ।
 ততো মুনিগণাঃ সর্বৈ দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।
 আজগ্মু রাঘবং দ্রষ্টুং শরভঙ্গনিবেশনম্ ॥২২॥
 দৃষ্ট্বা মুনিসমূহং তং জানকীরামলক্ষ্মণাঃ ।
 প্রণেমুঃ সহসা ভূমৌ গায়ামানুষকপিণঃ ॥২৩॥
 আশীর্ভির্তিনন্দ্যাথ রামং সর্বহাদিস্থিতম্ !
 উচুঃ প্রাজ্ঞলয়ঃ সর্বৈ ধনুর্ঝাণধরং হরিম্ ॥২৪॥

ভূমেভারাবতারায় জাতোহসি ব্রহ্মণাধিতঃ ।
 জানীমন্তুঃ হরিং লক্ষ্মীং জানকীং লক্ষ্মণং তথা ॥
 শেষাংশং শঙ্খচক্রে হে ভরতং সামুজং তথা ।
 অতশ্চাদৌ স্বাধীনাং ত্বং দুঃখং মোক্তুমিহাসি ॥
 আগচ্ছ বামে! মুনিসেবিতানি
 বনানি সর্বাণি রঘুতম ! ক্রমাৎ ।
 দ্রষ্টুং সুমিত্রাসুতজানকীভ্যাং
 তদা দয়াম্মং সুদৃঢ়া ভবিষ্যতি ॥২৫॥
 ইতি বিজ্ঞাপিতো রামঃ ক্রুতাজলিপুটের্বভূঃ !
 জগাম মুনিভিঃ সাক্ষং দ্রষ্টুং মুনিবনানি সঃ ॥২৬॥
 দদর্শ তত্র পতিতান্যনেকানি শিরাংসি সঃ ।
 অস্থিভূতানি সর্বত্র রামো বচনমব্রवीৎ ॥২৭॥

দেহ দক্ষ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিব—দেবদেব দাশরথি
 স্বয়ং অবলোকন করুন । ৬। ৭। ৮। ৯। আমার অন্য কোন
 অভিলাষ নাই, সেই অঘোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র আমার হৃদয়ে
 সর্বদা সন্নিহিত হউন—যাহার বামভাগে মেঘ সন্নিহিত
 বিদ্বল্লতার ন্যায় জনকনন্দিনী সীতা বিরাজ করিতেছেন ।
 জনস্তর মহর্ষি শরভঙ্গ সম্মুখস্থিত জীরামচন্দ্রকে দর্শন করিতে
 করিতে প্রজ্বলিত চিত্তানলে দেহ দক্ষ করিয়া দিবা দেহ ধারণা-
 নন্তর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ; এই অবসরে দণ্ডকারণ্য-
 বাসী মুনিগণ জীরাম দর্শনাভিলাষে শরভঙ্গাশ্রমে আগমন
 করিলেন । মায়ামনুষ্যরূপী রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সকলে সমাগত
 মহাবিমণ্ডল সহসা অবলোকন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ।
 ১০। ১১। ১২। ১৩। মহর্ষিগণ সর্বান্তর্ধামী ধনুর্ঝাণধারী হরিকে
 আশীর্ভন দ্বারা অভিনন্দন করিয়া ক্রুতাজলিপুটে কহিলেন,
 হে বৈকুণ্ঠনাথ ! ভূভারহরণের নিমিত্ত ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে

আপনি মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং লক্ষ্মী জানকী-
 রূপে—অনন্তদেব লক্ষ্মণরূপে এবং আপনার কনকমলস্থিত
 শঙ্খ ও চক্র ভরত শত্রুঘ্ন রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা
 এই সকল রক্তান্ত পূর্বেই অবগত হইয়াছি, অতএব হে ভগবন্!
 আপনি এফণে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের ভ্রূষমোচন করুন,
 হে রাম ! আপনি সীতা ও সৌমিত্রি সমভিব্যাহারে আগমন
 করিয়া মুনি-সেবিত অরণ্য সকল ক্রমশঃ অবলোকন করুন,
 তাহা হইলে আমরাদিগের অবস্থা জানিতে, পারিবেন এবং
 আপনার নৈসর্গিক দয়াদ্রুদয়ে আমরাদিগের প্রতি অবশ্যই
 দয়ার সঞ্চার হইবে । জীরামচন্দ্র ক্রুতাজলিপুটে স্বধিগণ
 কর্তৃক এই প্রকার বিজ্ঞাপিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত তপো-
 বন দর্শনার্থ গমন করিলেন । ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮।
 কিয়দ্দূর গমনানন্তর ভূমিপতিত অস্থিময় নরমস্তক অবলোকন
 করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ, এই সকল অস্থিময়
 মস্তক কাহাদের—কিজন্যই বা ভূতলে স্তূপিত হইতেছে?

অস্থীনি কেশামেতানি কিমর্থং পতিতানি বৈ ।

তমুচুর্মুনয়ো রাম ! ঋষীণাং মন্তকানি হি ॥২০॥

রাক্ষসৈর্ভক্তিতানীশ ! প্রমত্তানাং সমাধিতঃ ।

অন্তরায়ং মুনীনাং তে পশ্যন্তোহনু চরন্তি হি ॥২১॥

শ্রদ্ধা বাক্যং মুনীনাং স ভয়দৈন্যাসমম্বিতং ।

প্রতিজ্ঞামকরোদ্ভ্রামো বধার্যশেষরক্ষসাং ॥২২॥

পূজ্যমানঃ সদা তত্র মুনিভির্বনবাসিভিঃ ।

জানক্যা সহিতো রামো লক্ষ্মণেন সমম্বিতঃ ॥২৩॥

উবাস কতিচিত্তত্র বর্ষাণি রঘুনন্দনঃ ।

এবং ক্রমেণ সম্পশ্যন্ ঋষীণামাশ্রমান্ বিভূঃ ॥২৪॥

সুতীক্ষ্ণম্যাশ্রমং প্রাগাং প্রখ্যাতম্বিসংকুলম্ ।

সর্বত্র গুণ্যম্পন্নং সর্বকালস্থখাবহম্ ॥২৫॥

রামমাগতমাকর্ষ্য সুতীক্ষ্ণ স্বয়মাগতঃ ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে রাম ! রাক্ষস ভক্তিত ঋষিগণের মন্তক সকল ভূতলে লক্ষিত হইতেছে, হে দয়াময় ! হুঃস রাক্ষস-গণ তপঃ প্রমত্ত ঋষিগণের তপোবিগ্রহ করত এই ঘোরতর অরণ্য মধ্যে সর্বদা সঞ্চরণ করিতেছে, এক্ষণে আপনি এই বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন । শ্রীরামচন্দ্র ঋষিগণের ভয়ভূঃখমিশ্রিত বাক্য অবগানন্তর রাক্ষসকুলের সমূলোচ্ছেদনে প্রতিজ্ঞা করিয়া অরণ্যবাসী তপোদ্বন্দ্বীগণের আগ্রহানুসারে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কতিপয় বর্ষ সেই প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন । ১২০।২০।২১।২২।২৩।২৪। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সেইস্থানে কিঞ্চিৎ কাল অতিবাহিত করিয়া সর্বঋতুস্থখপ্রদ সুবিখ্যাত মহর্ষিকুলমণ্ডিত সুতীক্ষ্ণ আশ্রমে গমন করিলেন । রামমন্ত্রোপাসক অগস্ত্যশিষ্য সুতীক্ষ্ণমুনি শ্রীরামের সমাগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং প্রত্যুদগমনান্তর

অগস্ত্যশিষ্যো রামস্য মন্ত্রোপাসনতৎপরঃ ।

বিধিবৎ পূজয়ামাস ভক্ত্যুৎকণ্ঠিতলোচনঃ ॥২৬॥

সুতীক্ষ্ণ উবাচ ।

• ত্বম্বজ্জ্ঞাপ্যহমনন্তগুণাপ্রমেয় !

সীতাপতে ! শিববিরিক্ষিসমাশ্রিতাজ্জৈ ! ।

সংসারসিন্ধুতরণামলপোতপাদ !

রামাভিরাম ! সততং তব দাসদাসঃ ॥২৭॥

মামদ্য সর্বজগতামবিগোচরস্তং

ত্বম্মায়য়া স্ততকলত্রগৃহাক্কুপে

মগ্নং নিরীক্ষ্য মলমুজ্জালপিণ্ডমোহ-

পাশানুবদ্ধহৃদয়ং স্বয়মাগতোহসি ॥২৮॥

ত্বং সর্বভুতহৃদয়েষু কৃতালয়োহপি

ত্বম্বজ্জ্ঞাপ্যবিমুখেষু তনোসি মায়াং ।

ত্বম্বজ্জ্ঞানপরেষুপয়াতি মায়া

সেবানুকপলদোহসি যথা মহীপঃ ॥২৯॥

বিশ্বস্য সৃষ্টিলয়সংস্থিতিহেতুরেক-

স্ত্বং মায়ায়াত্রিগুণয়া বিধিরীশবিষ্ণু ।

নির্নিমেষচক্রে শ্রীরামকে পুনঃপুনঃ দর্শন করত ভক্তিয়োগে যথা-বিধি পূজা করিয়া কহিলেন । ২৫।২৬। হে অনন্ত গুণাশ্রয় ! হে অপ্রেমেয় ! হে নীতাপতে ! তোমার পাদপদ্ম যুগল সংসারমাগর তরণে পোত স্বরূপ এবং শিব ও ব্রহ্মাদি দেবগণের আশ্রয় । হে রাম ! আমি চিরদিন তোমার মন্ত্রজপ করিতেছি । হে অভিরাম ! আমি তোমার দাসের চিরদাস । হে রাম ! আমি তোমা-রই মায়াপ্রভাবে জী পুত্রগৃহাদিস্বরূপ অন্ধকূপে পতিত হইয়াছি এবং মলমূত্রাদি পরিপূর্ণ অকিঞ্চিৎকর শরীরে সর্বদা আশ্রাতি-

ভাসীশ ! মোহিতধিয়াং বিবিধাকৃতিভূং

যদ্বজ্রবিঃ সলিলপাত্রগতো হ্রেনেকঃ ॥ ৩০ ॥

প্রত্যক্ষতোহদ্য ভবতশ্চরণারবিন্দং

পশ্যামি রাম ! তমসঃ পরতঃ স্থিতস্য

দৃগ্পতন্তুমলতামবিগোচরোহপি ।

ত্বম্বজ্রপূতহৃদয়েষু সদা প্রসন্নঃ ॥ ৩১ ॥

পশ্যামি রাম ! তব রূপমরূপিণোহপি

মায়াবিড়ম্বনকৃতং স্তুমহুব্যবেশম্ ।

কন্দর্পকোটিসুভগং কমনীয়চাপ-

বাণং দয়ার্জ হৃদয়ং স্মিতচাক্রবজ্রং ॥ ৩২ ॥

সীতাসমেতমজিনাস্বরমপ্রধ্ব্যং

সৌমিত্রিণা নিয়তসেবিতপাদপদ্মম্

নীলোৎপলছাতিমনন্তগুণং প্রশান্তং

তচ্ছাগধেয়মনিশং প্রণমামি রামং ॥ ৩৩ ॥

মান করিয়া থাকি। হে দয়াময় ! তুমি সর্বজ্ঞের অতীন্দ্রিয় পদার্থ, কেবল আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই মায়া মহাব্যাকরণ করিয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছ। হে ভগবন্ ! তুমি সমস্ত ভূতের অন্তঃকরণে জাগরণ করিতেছ, কিন্তু স্বয়ং জপ-রহিত ব্যক্তিতে মায়াপ্রকাশ এবং তজ্জপায়ণ ব্যক্তিতে মায়া সংহার করিয়া থাক, অতএব প্রজারা রাজা হইতে যেক্রপ সেবা-সদৃশ ফললাভ করে মহামোহাও তোমা হইতে তাদৃশ সেবা-রূপ ফললাভ করিয়া থাকে ; তুমি একাকীই সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি সংহারের কারণ, কেবল সব রজ স্তমোগুণময়ী মায়ারূপ উপাধি ভেদে বিষ্ণু ব্রহ্মা শিব এই ত্রিতয় মূর্ত্তিধারণ করিয়া এই জগতে ভিন্নবৎ প্রকাশ পাইতেছ। হে ঈশ্বর ! মৃত চিত্তেরা তোমার বিভিন্ন আকৃতি দেখিয়া ঈশ্বরকে সলিলপাত্রস্থিত রবির ভায় অনেকবিধ জ্ঞান করে। হে জগদীশ্বর ! অদ্য তোমার

জানন্তু রাম ! তব রূপমশেষদেশকাল্যা-

দ্যুপাধিরহিতং ঘনচিৎপ্রকাশং

প্রত্যক্ষতোহদ্য মম গোচরমেতদেব ।

রূপং বিভাতু হৃদয়ে ন পরং বিকাজ্জেক্ষ ॥ ৩৪ ॥

ইত্যেবং স্তবতস্তস্য রামঃ সস্মিতমব্রবীৎ ।

মুনে ! জানামি তে চিত্তং নির্মলং মদুপাসনাৎ ॥

অতোহহমাগতো দ্রষ্টুং মদৃতে নান্যসাধনম্ ।

মম্বস্ত্রোপাসকা লোকে মামেব শরণং গতঃ ॥ ৩৬ ॥

চরণারবিন্দ প্রত্যক্ষ করিয়া বিবেচনা করিলাম যে, তুমি অসদ্ব্যক্তির দৃষ্টি পথের অগোচর হইলেও তবস্ত জপদ্বারা যে সকল অসদ্ব্যক্তির হৃদয় পবিত্র হইয়াছে তাহাদিগের প্রতি সর্বদা প্রসন্ন আছ। হে পরমাত্মন ! আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে, তুমি রূপাদি বিষয় রহিত, কিন্তু অদ্য তোমার ধনুর্ধারধারী অজিনাস্বরশোভিত সহাস্ত বদন এবং কোটি-কন্দর্প কমনীয় রূপসম্পন্ন নীলোৎপলদলপ্রভ এবং অনন্ত গুণ-দয়ার্জমূর্ত্তি ও লক্ষণ সেবিত পাদপদ্মযুগল এবং বদীয় বাম-ভাগস্থিত সীতাদেবীকে অবলোকন করিতেছি, অতএব পুরাকৃত নিজ ভাগ্যকেই প্রণাম করি। হে পরমাত্মন ! অত্র যোগিরা তোমাকে বায়ুনোতীত শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ এবং দেশকালাদি দ্বারা অপরিহীন বোধ করিয়া তাহাতেই প্রীতি-লাভ করুন, কিন্তু আমার তাহাতে প্রীতি নাই—কেবল দৃশ্য-মান তোমার এই রামরূপ আমার হৃদয়ে সর্বদা বিরাজিত হউক। হে প্রভো ! আমি এতদিন আপনার নিকট কিছুই প্রার্থনা করি না। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষির এই প্রকার স্তববাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বং হস্তপূর্বক কহিলেন, হে মুনে ! মহাপাশনা দ্বারা তোমার চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে জানিয়া আমি তোমার দর্শনার্থ এখানে আসি-রাছি, রামভক্তি ব্যতিরেকে জগতে অন্য সাধন নাই, বাহার নিরপেক্ষ হইয়া আমার মস্ত্রোপাসনা করে এবং আমারই শরণা-

নিরপেক্ষা নান্যগতাংস্তেবাং দৃশ্যোহ্‌হমস্বহম্ ।
 স্তোত্রমেতৎপঠেদ্যস্ত তৎকৃতং মৎপ্রিয়ং সদা ॥৩৭॥
 সন্তুষ্টির্মে ভবেত্তস্য জ্ঞানং চ বিমলং ভবেৎ ।
 ত্বং মমোপাসনাদেব বিমুক্তোহসীহ সর্বতঃ ॥৩৮॥
 দেহাস্তে মম সায়ুজ্যং লপ্যসে নাত্র সংশয়ঃ ।
 গুরুং তে দ্রষ্টুমিচ্ছামি হ্যগস্ত্যং মুনির্নায়কং ।
 কিঞ্চিৎ কালং তত্র বস্তুং মনো মে ত্বরয়ত্যলম্ ॥৩৯॥

সুতীক্লোহপি তথেষাহ শ্বোগমিক্সিসি রাঘব ! ।
 অহমপ্যাগমিষ্যামি চিরাদৃষ্টো মহামুনিঃ ॥৪০॥

অথ প্রভাতে মুনির্না সমেতো
 রামঃ সসীতঃ সহ লক্ষ্মণেন চ ।
 আগস্ত্যসস্ত্রাষণলোলমানসঃ ।
 শনৈরগস্ত্যানুজমন্দিরং যযৌ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
 অরণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

গত হইয়া অন্য মূর্তির উপাসনা করে না—আমি সতত তাহা-
 দিগের নয়নগোচর থাকি, যে ব্যক্তি আমার প্রীতিজনক ত্বং
 কৃতস্তব সর্বদা পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তির আমাতে স্থায়ীভক্তি
 এবং নির্মল জ্ঞানলাভ হইবে। হে মুনে! তুমি আমার উপা-
 সনা দ্বারা সর্বতোভাবে বিমুক্ত হইয়াছ, দেহাস্তে নিশ্চয় আমার
 সায়ুজ্য লাভ করিবে, যাহা হউক তোমার গুরু মুনিশ্রেষ্ঠ অগ-
 স্ত্যের দর্শন করিতে ইচ্ছা করি এবং তাঁহার নিকটে কিঞ্চিৎ
 কাল বাস করিব এইরূপ আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

সুতীক্ল শ্রীরামবাক্যে সন্মত হইয়া কহিলেন—আগামি দিবসে
 আপনি সেই স্থানে গমন করিবেন আমি বহুদিন গুরু দর্শন
 করি নাই, অতএব আপনার অহুগমন করিব, অনন্তর পর-
 দিন প্রভাতকালে অগস্ত্য দর্শনোৎসুক শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ
 ও সুতীক্ল সমভিব্যাহারে অগস্ত্যাত্মমুখে গমন করিলেন ।
 । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । । ৪০ । ৪১ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে অরণ্যকাণ্ডে
 দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

অথ রামঃ স্মৃতীক্লেবজানক্যা লক্ষ্মণেন চ ।
 অগস্ত্যানুজ্ঞানং মধ্যাহ্নে সমপদ্যত ॥১॥
 তেন সম্পূজিতঃ সম্যক্ ভুক্ত্বা মূলকলাদিকং ।
 পরেদ্যুঃ প্রাতরুথায় জগ্মুস্তেহগস্ত্যমণ্ডলম্ ॥২॥
 সৰ্ব্বকুলপুষ্পাঢ্যং নানামৃগগণৈরযুতং ।
 পক্ষিসংঘৈশ্চ বিবিধৈর্নাদিতং নন্দনোপমম্ ॥৩॥
 ব্রহ্মর্ষিভির্দেবর্ষিভিঃ সেবিতং মুনিমন্দিরৈঃ ।
 সৰ্ব্বতোহলঙ্কৃতং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মলোকমিবাপরম্ ॥৪॥
 বহিরেবাশ্রমস্যাপি স্থিত্বা রামোহব্রবীন্মুনিং ।
 স্মৃতীক্লেবগচ্ছ ত্বং শীঘ্রমাগতং মাং নিবেদয় ॥৫॥
 অগস্ত্যমুনিবর্যায় সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ।
 মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা স্মৃতীক্লেবঃ প্রযযৌ গুরোঃ ॥৬॥

অনন্তর জীরাম, সীতা লক্ষ্মণ ও স্মৃতীক্লেবের সহিত গমন করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে পথিমধ্যে অগস্ত্যানুজ্ঞের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন, অগস্ত্যানুজ্ঞ মহর্ষি তাঁহাদিগের বথাবিধি পূজা করিয়া কলমূলাদি দ্বারা আতিথ্য করিলেন, ভোজ্যাদি ঐ স্থানে ঐ দিবস বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোথানানন্তর প্রস্থান করিলেন এবং কিস্কন্দ্র গমনানন্তর সর্ব প্রকার ফলপুষ্পশোভিত, নানাবিধ মৃগগণ সঙ্কুল, বিবিধ বিহঙ্গম কলনাদপূর্ণ দ্বিতীয় নন্দনকাননোপম এবং দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত ব্রহ্মলোক সদৃশ ও চতুর্দিকে মুনি মন্দির দ্বারা সমলঙ্কৃত অগস্ত্যশ্রমে উপস্থিত হইলেন । ১ । ২ । ৩ । ৪ । জীরামচন্দ্র আশ্রমের বহির্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া স্মৃতীক্লেব মুনিকে কহিলেন, হে মহর্ষে ! তুমি শীঘ্র গমন করিয়া অগস্ত্যের নিকট সীতা

আশ্রমং ত্বরয়া তত্র ঋষিসঙ্ঘসমারতম্ ।
 উপবিক্তং রামভক্তৈর্কিংশেষেণ সমায়ুতম্ ॥৭॥
 ব্যাখ্যাতরামমস্ত্রার্থং শিষ্যোভ্যাশ্চাতিভক্তিতঃ ।
 দৃষ্ট্বাগস্ত্যং মুনিশ্রেষ্ঠং স্মৃতীক্লেবঃ প্রযযৌ মুনেঃ ॥৮॥
 দণ্ডবৎপ্রণিপত্যাহ বিনয়াবনতঃ স্মধীঃ ।
 রামো দাশরথিব্রহ্মন্ ! সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ।
 আগতো দর্শনার্থং তে বহিস্তিষ্ঠতি সাজ্জনিঃ ॥৯॥

• অগস্ত্য উবাচ ।

শীঘ্রমানয় তদ্রস্তে রামং মম হৃদিস্থিতং ।
 তমেব ধ্যায়মানোহহং কাজ্জমাণোহত্র সংস্থিতঃ ॥

লক্ষ্মণের সহিত আমার সমাগম সঘাদ নিবেদন কর, স্মৃতীক্লেব মুনি জীরামের আজ্ঞা অতিসাদরে শিরোধারণ করিয়া অগস্ত্যশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং অনতিদূরে অবলোকন করিলেন যে, আসনোপবিষ্ট মহর্ষি অগস্ত্য জীরামভক্ত মহর্ষিগণ কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া শিষ্যগণকে জীরামমন্ত্রব্যাখ্যা উপদেশ করিতেছেন । অনন্তর স্মৃতীক্লেব মুনি গুরুসন্নিধানে গমন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাতানন্তর বিনয় বচনে কহিলেন—হে ব্রহ্মন্ ! দাশরথি জীরামচন্দ্র, সীতা লক্ষ্মণের সহিত কৃত্যঞ্জলি হইয়া আপনার দর্শনার্থ বহির্দেশে দণ্ডায়মান আছেন । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ । ৯ । অগস্ত্য রামনাম শ্রবণমাত্র ব্যগ্র হইয়া কহিলেন । হে স্মৃতীক্লেব, তোমার মঙ্গল হউক—একণে আমার হৃদয়াধিষ্ঠিত জীরামচন্দ্রকে এই স্থানে আনয়ন কর, যাঁহার দর্শনাভিলাষে ধ্যানাবলম্বন করিয়া অরণ্যমধ্যে বাস করিতেছি । অগস্ত্যমুনি স্মৃতীক্লেবকে

ইতু্যক্ত। স্বয়মুখ্যায় মুনিভিঃ সহিতো দ্রুতং ।
 অভয়াৎপরয়া ভক্ত্যা গতা রামমথাত্রবীৎ ॥১১॥
 আগচ্ছ রাম ! তদ্যন্তে দিক্ত্যা তেহদ্য সমাগমঃ ।
 প্রিয়াতিথির্মম প্রাপ্তোহসাদ্য মেসকলং দিনম্ ॥১২॥
 রামোহপি মুনিমাস্ত্যন্তং দৃষ্ট্বা হর্ষসমাকুলঃ ।
 সীতয়া লক্ষ্মণেন্যপি দণ্ডবৎপতিতো ভুবি ॥১৩॥
 দ্রুতমুখ্যায় মুনিরাট্ রামমালিঙ্গ্য ভক্তিতঃ ।
 তক্ষা ব্রহ্মস্পর্শজালাদম্রবয়েত্রজলাকুলঃ ॥ ১৪ ॥
 গৃহীত্বা*করমেকেন করেণ রঘুনন্দনম্ ।
 জগাম স্বাশ্রমং হৃষ্টো মনসা মুনিপুঙ্কবঃ ॥ ১৫ ॥
 সুখোপবিষ্টং সম্পূজ্য পূজয়া বহুবিস্তুরম্ ।
 ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং ভোজ্যৈর্কর্বন্যৈরনেকধা ॥১৬॥

সুখোপবিষ্টমেকাশ্বে রামং শশিনিতাননং ।
 কৃতাজ্জলিরুবাচেদমগন্ত্য ভগবানৃষিঃ ॥১৭॥
 তদাগমনমেবাহং প্রতীক্ণ সমবস্থিতঃ ।
 যদা ক্ষীরসমুদ্রাস্তে ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা ॥ ১৮ ॥
 তুমের্তারাপমুত্যর্থং রাবণস্য বধায় চ ।
 তদাদিদর্শনাকাঙ্ক্ষী তব রাম ! তপশ্চরনং ।
 বসামি মুনিভিঃ সাক্ষিৎ স্বামেব পরিচিস্তয়ন্ ॥ ১৯ ॥
 সৃষ্টেঃ প্রাগেক এবাসীন্নির্বিবকম্পোহনুপাধিকঃ ।
 তদাশ্রয়া তদ্বিষয়া মায়ী তে শক্তিরুচ্যতে ॥ ২০ ॥
 স্বামেব নিগুণং শক্তিরারুণোতি যদা তদা ।
 অব্যাকৃতমিতি প্রাহুর্বেদান্তপরিমিষ্ঠিতাঃ ॥ ২১ ॥
 মূলপ্রকৃতিরিত্যেকে প্রাহুর্মায়েতি কেচন ।
 অবিদ্যা সংসৃতিরীক্ষ ইত্যাদি বহুধোচ্যতে ॥ ২২ ॥

এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং ঋষিগণের সহিত জীরাম সমীপে উপস্থিত হইলেন, অনন্তর পরম ভক্তিসহকারে কুশল জিজ্ঞাসান-
 ত্তর জীরামকে কহিলেন, হে রাম! আগমন কর, অদ্য আমি
 বহুভাগ্যে তোমার সমাগম লাভ করিয়াছি, এক্ষণে চিরাতি-
 লবিত অতিথি সংকার করিয়া দিন সফল করিব। জীরাম-
 চন্দ্র সমাগত অগস্ত্য ঋষিকে দর্শন করিয়া সীতা লক্ষ্মণের
 সহিত ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন, মুনিরাজ অগস্ত্য জীরামকে
 সত্তর ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া ভক্তিসহকারে আলিঙ্গন
 করিলেন এবং ব্রহ্মস্পর্শজনিত আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে বারম্বার
 দৃষ্টিপাত করত নিজহস্তদ্বারা জীরামের কর গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে
 তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন । ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫।

অনন্তর মহর্ষি জীরামকে আসনোপবেশন করাইয়া বহু-
 বিস্তর পূজানন্তর বহুবিধ বন্য ফলমূলাদি দ্বারা যথাযোগ্য-
 ভোজন করাইলেন, এবং সীতা লক্ষ্মণকেও সেইরূপ যথাযোগ্য
 ভোজন করাইয়া জীরামকে নির্জনস্থানে আনয়নপূর্বক আসন

প্রদান করিলেন । পূর্ণচন্দ্র সদৃশ জীরামচন্দ্র আসনোপবেশন
 করিলে অগস্ত্যমুনি কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন । ১৬।
 ১৭। হে ভগবন্! যৎকালে কমলযোনি ভূতারাপনোদনের
 নিমিত্ত ক্ষীর সমুদ্র তীরে আপনাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—
 তৎকালাবধি আমি তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া অনন্য-
 চিন্তে তপোমুষ্ঠান করত এই অরণ্যমধ্যে মুনিগণের সহিত
 বাস করিতেছি। হে পরমাত্মন! স্বষ্টির পূর্বকালে তোমাতে
 মায়াক্রম উপাধির সম্বন্ধ না থাকায় এই জগৎ প্রপঞ্চ উৎপন্ন
 হয় নাই, তৎকালে তুমিই গুণাতীত এক মাত্র পদার্থ ছিলে,
 অত পদার্থ কিছুই ছিল না। স্বষ্টিকালে স্বদীয় শক্তিরূপ মায়ী
 তোমাকে আবরণ করে, বেদান্তিকেরা ঐ শক্তিকে তদবস্থায়
 অব্যাকৃত বলিয়া নির্দেশ করে। ১৮। ১৯। ২০। ২১। সাক্ষেরা
 তাঁহাকে মূল প্রকৃতি বলে, কোন কোন পণ্ডিতেরা অবিদ্যা সংসার
 ও বন্ধন এইরূপ নানাবিধ সংজ্ঞা দ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করেন,

অহঙ্কারো মহত্ত্বসংবৃত্তিবিধোহতবৎ ।

সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চৈতি ভণ্যতে ॥ ২৩

তামসাং সূক্ষ্মতন্মাত্রাণ্যামন্ ভূতান্যতঃ পরম ।

স্থূলানি ক্রমশো রাম ! ক্রমোত্তরগুণানি হ ॥ ২৪

রাজসানীন্দ্রিয়ান্যেব সাত্ত্বিকা দেবতা মনঃ ।

তেতোহতবৎ সূত্ররূপং লিঙ্গং সৰ্ব্বেগতং মহৎ ॥ ২৫

ততো বিরাট্ সমুৎপন্নঃ স্থূলভূতকদম্বকাৎ ।

বিরজঃ পুরুষাৎ সৰ্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং ॥ ২৬ ॥

মূলপ্রকৃতি হইতে বৃদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়, ঐ বৃদ্ধিতত্ত্বের নামান্তর মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়—ঐ অহঙ্কার ত্রিবিধ ; সাত্ত্বিক, রাজস, তামস (অর্থাৎ) মূলপ্রকৃতির সত্ত্ব রজ স্তমো-
গুণ থাকায় তদুৎপন্ন মহত্ত্বেরও ঐ ত্রিবিধ গুণ সংক্রমিত হয় ।
ক্রমশঃ মহত্ত্বজন্য অহঙ্কারেরও কারণ গুণাহুসারে ঐ ত্রিবিধ গুণ উৎপন্ন হয়, তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটী সূক্ষ্মতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, সূক্ষ্মতন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চ-
ভূত উৎপন্ন হয়—অর্থাৎ শব্দ হইতে আকাশ ; শব্দ ও স্পর্শ হইতে বায়ু ; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ হইতে তেজ ; শব্দ স্পর্শ রূপ রস হইতে জল ; শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পঞ্চ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয় । ২২ । ২৩ । ২৪ । রাজস অহ-
ঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়—তন্মধ্যে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটী কণ্ঠেন্দ্রিয়—চক্ষু, শ্রোত্র, ওঙ্ক, রসনা, জ্ঞান এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়—সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে চক্ষুর অধিষ্ঠাতারবি, শ্রোত্রের দিক্, ওগেন্দ্রিয়ের বায়ু, রসনার বকণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অস্থিণী কুমার, বাক্যেন্দ্রিয়ের অগ্নি, পাণির ইন্দ্র, পাদের উপেন্দ্র, পাউর মিত্র, উপস্থের ব্রহ্মা, এই সকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও মনোরূপ অন্তরেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় ।
সূক্ষ্ম তন্মাত্রাদিরূপ অহঙ্কারের কার্য্য হইতে সূক্ষ্ম সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ নামক লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয়, তাহার নামান্তর সূত্র, সেই সূত্র হইতে স্থূল সমষ্টি রূপ বিরাট পুরুষ উৎপন্ন হয়—বিরাট পুরুষ হইতে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে;

দেবতির্য্যাহ্নুয্যাশ্চ কালকৰ্ম্মক্রমেণ তু ।

ত্বং রজোগুণতো ব্রহ্মা জগতঃ সৰ্ব্বকারণম্ ॥ ২৭

সত্ত্বাদ্বিষ্মস্তমেবাস্য পালকঃ সন্তিরুচ্যতে ।

লয়ে রুদ্র স্তমেবাস্য তন্মায়োগুণভেদতঃ ॥ ২৮ ॥

জাগ্রৎস্বপ্নশূষুপ্তাখ্যা রুত্তয়ো বুদ্ধিভৈঃ গুণৈঃ ।

তাসাং বিলক্ষণো রাম ! ত্বং সাক্ষী চিন্ময়োহব্যয়ঃ ॥

সৃষ্টিলীলাং যদা কর্তু মীহসে রঘুনন্দন ! ।

অক্লীকরোষি মায়াং ত্বং তদা বৈ গুণবানিব ॥ ৩০ ॥

রাম ! মায়া দ্বিধা ভাতি বিদ্যাবিদ্যেতি ভেদদা ।

শ্রুতিমার্গনিরতা অবিদ্যাবশবর্তিনঃ ।

নিরুতিমার্গনিরতা বেদাস্তার্থবিচারকাঃ ॥ ৩১ ॥

তন্মধ্যে দেবতা তির্য্যগযোনি ও মনুষ্যরূপ জঙ্গম পদার্থ কাল-
সংকৃত অদৃষ্টির বশবর্তী হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে । হে জগ-
দীশ্বর ! এই জগতে তুমি ভিন্ন কিছুই নাই, তুমি কখন রজোগুণ
রূপ উপাধিযোগে ব্রহ্মা হইয়া জগতের নিষ্কাশ করিতেছ, কখন
সত্ত্ব গুণ যোগে বিষ্ণু হইয়া পালন করিতেছ, প্রলয় কালে
তমোগুণময় কত্ররূপী হইয়া সমস্ত জগতের সংহার করিতেছ ।
২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ । যৎকালে প্রাণিগণের বুদ্ধি সত্ত্বগুণাব-
লম্বিনী হয় তৎকালে তাহাদিগের জাগ্রদবস্থা, রজোগুণাব-
লম্বিনী হইলে স্বপ্নাবস্থা, তমোগুণাবলম্বিনী হইলে তাহাদের
শূষুপ্তাবস্থা হইয়া থাকে । হে রাম ! তুমি সাক্ষিস্বরূপ
হইয়া তাহাদিগের ঐ সকল অবস্থা অবলোকন করিতেছ,
অর্থাৎ তোমার কোন কালে অবস্থান্তর হয়না, যেহেতু
তুমি নিত্য চৈতন্যস্বরূপ । হে রঘুনন্দন ! যৎকালে তোমার
জগৎ সৃষ্টিরূপ লীলা করিতে ইচ্ছা হয় তৎকালে মায়া
তোমাকে অবলম্বন করে ; হে পরমাত্মন ! তুমি নিগুণ
কিন্তু মায়া সযুক্ত হইলে সত্ত্বগুণের ন্যায় তোমার প্রকাশ
হয় । হে জগদীশ্বর ! তোমার মায়াই সংসার বন্ধন ও মুক্তি

তত্ত্বক্তিনিরতা যে চ তে বৈ বিদ্যাময়াঃ স্মৃতাঃ ।

অবিদ্যাবশগা যে তু নিত্য সংসারিণশ্চ তে ।

বিদ্যাভ্যাসরতা যে তু নিত্যমুক্তাস্তু এব হি ॥৩২

লোকেতত্ত্বক্তিনিরতাস্ত্বম্ভ্রোপাসকশ্চ যে ।

বিদ্যা প্রাদুর্ভবেত্তেষাং নেতরেষাং কদাচন ॥ ৩৩

অতত্ত্বক্তিসম্পন্না মুক্তা এব ন সংশয়ঃ ।

তত্ত্বক্তিমৃতহীনানাং মোক্ষঃ স্বপ্নেহপি নো ভবেৎ ।

কিং রাম ! বহুনোক্তেন সারং কিঞ্চিদব্রবীমি তে ।

সাধুসম্প্রতিরেবাত্র মোক্ষহেতুরুদাহতা ॥ ৩৪ ॥

সাধবঃ সমচিত্তা যে নিম্পৃহা বিগতৈবিশিঃ ।

দাস্তাঃ প্রশান্তাত্তত্ত্বক্তি নিরন্তাখিলকামনাঃ ॥ ৩৫ ॥

উভয়ের সাধন, যেহেতু মায়ী দ্বিবিধ, একের নাম অবিদ্যা—
অপরের নাম বিদ্যা। অবিদ্যা বশবর্তী লোকেরা প্রকৃতিমার্গে
রত হয়, স্মৃতরাং তাহাদের মুক্তি হয়না—ক্রমশঃ সংসার বন্ধন
হয়, বিদ্যাবশবর্তী লোকেরা নিরন্তি মার্গে রত হইয়া তোমাতে
দৃঢ় ভক্তি লাভ করে স্মৃতরাং তাহাদের মোক্ষ হয়, যাহারা
ভক্তিপূর্বক তোমার মন্ত্রোপোসনা করে তাহারাই বিদ্যাবশ-
বর্তী হইয়া থাকে। অতএব ত্বম্ভ্রোপাসক ভক্ত দিগের
নিশ্চয় মুক্তি লাভ হইবে—তত্ত্বক্তি শূন্য ব্যক্তি দিগের স্বপ্নেও
মুক্তিলাভ হইবে না। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪ হে রাম!
যাহারা বিপদে সম্পদে সমচিত্ত নিম্পৃহ, তপঃক্লেশ সহিষ্ণু,
শান্তিগুণাবলম্বী, এবং তোমার ভক্ত হর্ষ বা বিষাদ সময়ে হৃষ্ট
বা বিষন্ন নহে এবং সর্বদা নির্জন স্থানে কামনারহিত হইয়া
ব্রহ্মচিন্তা করে, যম, নিয়মাসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান,
ধারণা ও সমাধি রূপ নানা গুণ যুক্ত হয়, তাহারাই এই জগতে
সাধু, সাধু সঙ্গই মোক্ষের কারণ যেহেতু সংসদ হইলে তত্ত্ব
কথা শ্রবণে অনুরাগ হয়, অনুরাগ হইলে তোমাতে দৃঢ় ভক্তি,
ভক্তি হইলেই বিপুল বিজ্ঞান—বিজ্ঞান হইলে অবশ্যই মুক্তি

ইচ্ছাপ্রাপ্তিবিপত্ত্যোশ্চ সমাঃ সঙ্গবিবর্জিতাঃ ।

সংন্যস্তাখিলকর্মাণঃ সর্বদা ব্রহ্মতৎপরাস্তে ॥ ৩৬ ॥

যমাদিগুণসম্পন্নাঃ সন্তুষ্টা যেন কেনচিৎ ।

সংসঙ্গমো ভবেদ্যহি ত্বৎকথা শ্রবণে রতিঃ ॥ ৩৮ ॥

সমুদেতি ততো ভক্তিস্ত্বয়ি রাম ! সনাতনে ।

তত্ত্বক্তিরূপপন্নায়াং বিজ্ঞানং বিপুলং স্কুটম্ ॥ ৩৯ ॥

উদেতি মুক্তিমার্গোহয়মাদ্যশ্চতুরসেবিতঃ ।

তস্মাদ্রাঘব ! সত্ত্বক্তিস্ত্বয়ি মে প্রেমলক্ষণা ! ॥ ৪০ ॥

সদা ভূয়াক্ষরে ! সঙ্গতত্ত্বক্তিষু বিশেষতঃ ।

অদ্য মে সফলং জন্ম তবৎসন্দর্শনাদভূৎ ॥ ৪১ ॥

অদ্য মে ক্রতবঃ সর্বৈ বভূবুঃ সকাঃ প্রভো ! !

দীর্ঘকালং ময়া তপ্তমনন্যমতিনা তপঃ ।

তস্যেহ তপসো রাম ! ফলং তব যদর্চনম্ ॥ ৪২ ॥

সদা মে সীতয়া সাক্ষং হৃদয়ে বস রার্ঘব ।

গচ্ছতন্তিষ্ঠতো বাহপি স্মৃতিঃ স্যাম্মে সদা ত্বয়ি ॥ ৪৩

ইতি স্তব্ধা রামনাথমগন্ত্যো মুনিসত্তমঃ ।

দদৌ চাপং মহেন্দ্রেণ রামার্থে স্থাপিতং পুরা ॥ ৪৪

লাভ হয়, পণ্ডিতেরা এই প্রধান মুক্তিমার্গ সেবা করিয়া থাকেন।
হে রাম! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিয়ে, তোমাতে
আমার প্রেম রূপ ভক্তি ও সাধুসঙ্গ হউক। হে দাশরথি ! অদ্য
তোমার দর্শনে আমার জন্ম ও যাগ যজ্ঞাদি সকল হইয়াছে,
দীর্ঘকাল অনন্যচিত্তে যে সকল তপোমুষ্ঠান করিয়াছি অদ্য
ত্বদীয় পূজাকরণ সেই সকল তপস্যার ফল বিবেচনা করিতেছি
৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। যাহা হউক রাম ! তোমার
নিকট আমি প্রার্থনা করি যে, তুমি সীতাদেবীর সহিত
আমার হৃদয়ে সর্বদা বাস কর, এবং আমি গমন ও উপবেশন
কালে তোমাকে হৃদয়ে স্মরণ করিতে পারি। অগস্ত্যমুনি এই
রূপ স্তব করিয়া শ্রীরাম চন্দ্রকে একটী অতুল্য কোদণ্ড অক্ষয়

অক্ষয়ৌ বাণতুণীরৌ খঞ্জো রত্ন বিভূষিতঃ ॥ ৪৫॥

জহি রাঘব ! ভূভারভূতং রাক্ষসমণ্ডলং ॥ ৪৫ ॥

যদর্থমবতীর্ণোহসি মায়য়া মনুজাকৃতিঃ ।

ইতো যোজনযুগ্মে তু পুণ্যকাননমণ্ডিতঃ ॥ ৪৬॥

অস্তি পঞ্চবটীনায়া আশ্রমো গোতমীতটে ।

নেতব্যস্তত্র তে কালঃ শেষো রঘুকুলোদ্ধহ ! ॥ ৪৭॥

তত্রৈব বহুকার্য্যাণি দেবানাং কুরু সৎপতে ! ॥ ৪৮॥

শ্রদ্ধা তদাগস্ত্যস্ত্যভাষিতং বচঃ

স্তোত্রঞ্চ তদ্বার্থসমম্বিতং বিভুঃ

মুনিং সমাভাষ্য মুদাম্বিতো যযৌ ।

প্রদর্শিতং মার্গমশেষবিদ্ধারিঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে উমা-
মহেশ্বর সম্বাদে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তুণীর বাণ ও রত্নভূষিত খঞ্জা প্রদান করিলেন, যাহা ত্রীরামকে
দিবার নিমিত্ত সুরপতি পূর্বকালে অগস্ত্যের নিকট স্থাপিত
করিয়াছিলেন । অগস্ত্যের অগস্ত্যমুনি কহিলেন হে রাম ! আপনি
ভূভারহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইরাছেন, এক্ষণে ভূভার-
স্বরূপ রাক্ষস বংশ সমূলে উচ্ছিন্ন করুন, এ স্থান হইতে যোজন
ষয় পরিমিত পথ অতিক্রম করিয়া গোতমী নদীতটে পঞ্চবটী
নামক আশ্রম দেখিতে পাইবেন, সেই স্থানেই চতুর্দশবর্ষের

অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করতঃ দেবতাদিগের বহুতর কাৰ্য্য
সাধন করুন । ত্রীরাম চল্ল অগস্ত্যের বাক্য ও তৎকৃতসদর্থ পূর্ণ-
স্তব শ্রবণানন্তর আনন্দ সহকারে মুনিকে সম্ভাষণ করিয়া
তৎপ্রদর্শিত পথাবলম্বন পূর্বক পঞ্চবটীমুখে গমন করিলেন ।
৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

মার্গে ব্রজন্দর্শাথ শৈলশৃঙ্খমিব স্থিতম্ ।

ব্রহ্মং জটায়ুশ্চ রামঃ কিমেতদিতি বিস্মিতঃ ॥ ১ ॥

ধনুরানয় সৌমিত্রে ! রাক্ষসেহয়ং পুরঃ স্থিতঃ ।

ইত্যাহ লক্ষ্মণং রামো হনিষ্যাম্যষিতক্ষকম্ ॥ ২ ॥

তচ্ছৃতা রামবচনং গৃধ্ৱরাট্ ভয়পীড়িতঃ ।

বধাহৌঁহং ন তে রাম ! পিতৃশ্বশ্রুতং প্রিয়ঃ সখা ॥

জটায়ুর্নাম তদ্রন্তে গৃধ্ৱেহয়ং প্রিয়কৃত্বব ॥ ৪ ॥

পঞ্চবট্যামহং বস্তু তবৈব প্রিয়কাম্যয়া ।

মৃগয়ায়াং কদাচিত্তু প্রয়াতে লক্ষ্মণেহপি চ ॥ ৫ ॥

সূত কহিলেন—তদন্তর রাম গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে পর্বত শৃঙ্গ সদৃশ ব্রহ্ম জটায়ুকে সন্দর্শন করিয়া অতি বিস্ময় সহকারে লক্ষ্মণকে কহিলেন—হে সৌমিত্রে ! দেখ-দেখ আমা-দিগের পুরোভাগে একটা রাক্ষস রহিয়াছে, অতএব শীঘ্র ধনুরানয়ন কর আমি ঐ ঋষিতক্ষককে বিনাশ করিব । জীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া গৃধ্ররাজ ভয়ব্যাকুলিত হইয়া কহিলেন, হে জীরাম ! আমি তোমার পিতার পরম বন্ধু জটায়ু নামক পক্ষী—তোমার হিতকারী, অতএব তোমার অবধা । তোমারই হিত কামনোদ্দেশে পঞ্চবটী বনে বাস করিতেছি, দেখ কোন দিন লক্ষ্মণদেব মৃগয়ায় গমন করিলে আমি জনক মন্দিরী জ্ঞানকীকে পরম যত্নের সহিত রক্ষা করিব । রামচন্দ্র গৃধ্রের এই বাক্য শুনিয়া সনেহে কহিলেন হে গৃধ্ররাজ ! তুমি

সীতাজনককন্যা মে রক্ষিতব্যা প্রযত্নতঃ ।

শ্রুত্বা তদগৃধ্ৱবচনং রামঃ সস্নেহমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥

সাধু গৃধ্ৱমহারাজ ! তথৈব কুরু মে প্রিয়ম্ ।

অত্রৈব মে সমীপস্থো নাতিদূরে বনে বসন্ ॥ ৭ ॥

ইত্যামন্ত্রিতমালিন্য যযৌ পঞ্চবটীং প্রভুঃ ।

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা সীতয়া রঘুনন্দনঃ ॥ ৮ ॥

গত্বা তে গৌতমীতীরং পঞ্চবট্যাং সুবিস্তরম্ ।

মন্দিরং কারয়ামাস লক্ষ্মণেন সুবুদ্ধিনা ॥ ৯ ॥

সাধু, তবে এই বনের অনতি দূরে থাকিয়া আমার প্রিয় কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন কর । এই প্রকার আমন্ত্রণ করিয়া রঘুনন্দন রাম তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে পঞ্চবটী গমন করিলেন । ঠাহারা গোদাবরী তীরে আগমন করিলে রাম ধীশক্তি সম্পন্ন লক্ষ্মণ কর্তৃক পঞ্চবটী বনে প্রশস্ত বাস গৃহ নির্মাণ করাইলেন । ১।২।৩।৪।৫।৬।৭। ৮।৯। ঠাহারা সেই কদম্ব গনস চূত প্রভৃতি পাদপ সমা-যুক্ত, লোকোপদ্রব ও রোগ বিরহিত গঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । জীরাম জনকায়জ্ঞা জ্ঞানকীর আনন্দ বর্দ্ধন করতঃ সর্ব শাস্ত্র বিশারদ লক্ষ্মণের সহিত দেব লোক ইন্দ্রের ন্যায় পরম সূখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । লক্ষ্মণ জীরামের সেবার জন্য প্রতিদিন কন্দ-মূল ও কলাদি আহার্য করিয়া ঠাহাদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন এবং ধনুর্কাণ ধারণ করতঃ নিত্য নিত্য রাত্রি জাগরণ করিতেন । ঠাহারা তিন জনে গোদাবরীর নিম্নল সলিলে অবগাহন

তত্র তে ন্যবসন্ সৰ্ব্বৈ গঙ্গারা উত্তরে তটে ।
 কদম্বপনসাত্ৰাদিকল্লকসমাকুলে ॥ ১০ ॥
 বিবিক্তে জনসম্বাধবর্জিতে নীরুজস্থলে ।
 বিনোদয়ন্ জনকজাং লক্ষ্মণেন বিপশ্চিতা ॥ ১১ ॥
 অধ্যবাস সুখং রামো দেবলোক ইবামরঃ ।
 কন্দমূলফলাদীনি লক্ষ্মণোহনুদিনং তয়োঃ ॥ ১২ ॥
 আনীয় প্রদদৌ রামসেবাতৎপরমানসঃ ।
 ধর্মূর্বাণধরো নিত্যং রাত্রৌ জাগর্তি সর্বতঃ ॥ ১৩ ॥
 স্নানং কুর্কন্ত্যনুদিনং ত্রয়স্তে গোতমীজলে ।
 উভয়োর্মধ্যগা সীতা কুরুতে চ গমাগমৌ ॥ ১৪ ॥
 আনীয় সলিলং নিত্যং লক্ষ্মণঃ প্রীতমানসঃ ।
 সেবতেহহরহঃ প্রীত্যা এবমাসন্ সুখং ত্রয়ঃ ॥ ১৫ ॥
 একদা লক্ষ্মণো রামমেকান্তে সমুপস্থিতম্ ।
 বিনয়াবনতো ভূত্বা পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্ ॥ ১৬ ॥
 তগবন্! শ্রোতুমিচ্ছামি মোক্ষশ্রৈকান্তিকৌং গতিম্
 ত্বতঃ কমলপত্রাক্ষ! সঙ্ক্ষেপাদ্বক্তুমহঁসি? ॥ ১৭ ॥

পূর্বক স্নান করিতেন, এবং রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যবর্তিনী হইয়া সীতা গমনাগমন করিতেন। লক্ষ্মণ প্রীতান্তঃকরণে গোতমী নদী হইতে জলানয়ন করিয়া জীরাম ও সীতার সর্বদা সেবা করিতেন; ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫।

একদিন বিশ্বপতি রাম একাকী উপবেশন করিয়া আছেন ইত্যবসরে লক্ষ্মণ সবিনয় প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে তগবন্! আপনি ভিন্ন ভূমণ্ডলে আর কেহই বক্তা নাই, অতএব আমি আপনার নিকট মোক্ষের ঐকান্তিক কারণ অবগন করিতে বাসনা করিতেছি—হে কমল লোচন! তাহা কি সংক্ষেপে কহিবেন? হে রঘু কুল শ্রেষ্ঠ! ভক্তি ও বৈরাগ্য দ্বারা পরিবর্দ্ধিত মননাদিরূপ জ্ঞান ও নির্দিধ্যাসন

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং ভক্তিবৈরাগ্যসংহিতম্ ।
 আচক্ষু মে রঘুশ্রেষ্ঠ! বক্তা নান্যোহস্মি ভূতলে ॥ ১৮ ॥

জীরাম উবাচ ।

শৃণু বক্ষ্যামি তে বৎস! গুহাদৃগুহতরং পরম্ ।
 যদ্বিজায় নরো জহ্মাং সদ্যো বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥
 আদৌ মায়াস্বকপং তে বক্ষ্যামি তদনন্তরম্ ।
 জ্ঞানস্য সাধনং পশ্চাৎ জ্ঞানং বিজ্ঞানসংযুতম্ ॥ ২০ ॥
 জেয়ং চ পরমাত্মানং যজ্জাত্বা মূচ্যতে ভয়াৎ ।
 অনাত্মনি শরীরাদাবান্নবুদ্ধিস্ত বা ভবেৎ ॥ ২১ ॥
 সৈব মায়া তন্নৈবাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যতে ॥ ২২ ॥
 কপে হে নিশ্চিতে পূর্বং মায়ায়াঃ কুলনন্দন! ॥ ২৩ ॥

জনিত আত্মসাক্ষাৎকার স্বরূপ বিজ্ঞান এই দুইটি বিশেষ করিয়া আমাকে বলুন। ১৬। ১৭। ১৮।

জীরাম কহিলেন—হে বৎস! যাহা অবগত হইলে লোক মাত্রই বৈকল্পিক ভ্রম (অর্থাৎ অলীক জগতের সত্য স্বরূপে প্রতীতি) হইতে সদা মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহার নিগূঢ় বিষয় বর্ণনা করিব শ্রবণ কর। হে লক্ষ্মণ! অগ্রে মায়া স্বরূপ কহিব—তাহার পর জ্ঞানের সাধন—তদনন্তর বিজ্ঞান সংযুক্ত জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করিব—পরিশেষে জাতব্য পরমাত্মার কথা বলিব—হে লক্ষ্মণ! ঐ সমস্ত অবগত হইলে সংসার ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। শরীর প্রভৃতি সমুদয় পদার্থ আমার নহে, কিন্তু ঐ সকল আমার বলিয়া প্রতীতি হওয়ার নাম মায়া এবং উহা দ্বারাই সংসার পরিকল্পিত হইয়া থাকে; হে কুল-নন্দন! ঐ মায়ায় আদি দুই রূপ নির্দিষ্ট আছে,—বিক্ষেপ শক্তি ও আবরণ শক্তি, ইহার মধ্যে প্রথমটী মহত্বাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে বিশ্বকে প্রকাশ করে, এবং অপর-টী অধিল জ্ঞান আবরণ করিয়া অবস্থিতি করে। হে লক্ষ্মণ! চৈতন্য অপ্রকাশিত থাকিলে মনুষ্যেরা বিক্ষেপ শক্তি কল্পিত জগতকে সত্য বলিয়া প্রত্যয় করে। ভ্রান্তি বশতঃ রজ্জুতে

বিক্ষেপাবরণে তত্র প্রথমং কল্পয়েজ্জগৎ ।

লিঙ্গাদ্যা ব্রহ্মপৰ্য্যন্তং স্থূলসূক্ষ্মাবিতেদতঃ ॥ ২৪ ॥

অপরং ত্বখিলং জ্ঞানং রূপমাত্মত্বা তিষ্ঠতি ।

মায়য়া কল্পিতং বিশ্বং পরমাশ্রয়ি কেবলে ॥ ২৫ ॥

রজ্জৌ ভুজঙ্গবদ্রাস্ত্য বিচারে নাস্তি কিঞ্চন ।

ঋয়তে দৃশ্যতে যদ্যৎ স্মর্যতে বা নরৈঃ সদা ॥ ২৬ ॥

অসদেব হি তৎসর্বং যথা স্বপ্নমনোরথো ।

দেহ এব হি সংসাররক্ষমূলং দৃঢ়ং স্মৃতম্ ॥ ২৬ ॥

তন্মূলঃ পুত্রদারাদিবন্ধঃ কিস্ত্যেহন্যাখ্যাননঃ ॥ ২৭ ॥

দেহস্ত স্থূলভূতানাং পঞ্চতন্মাত্রপঞ্চকম্ ।

অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ ইন্দ্রিয়ানি তথা দশ ॥ ২৮ ॥

চিদাভাসো মনশ্চৈব মূলপ্রকৃতিরেব চ ।

এতৎক্ষেত্রমিতি জ্ঞেয়ং দেহ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৯ ॥

যেমন ভুজঙ্গ জ্ঞান হয়, সেইরূপ অধিষ্ঠান তত্ত্বজ্ঞান বিচার করিলে কিছুই নাই; মনুষ্যেরা যাহা কিছু অবগণ করে— দর্শন করে, অথবা স্মরণ করে, সে সমস্তই স্বপ্ন-দৃষ্টবস্তুর ন্যায় মিথ্যা। এই দেহ সংসাররূপ রক্ষের দৃঢ় মূল স্বরূপ, এবং তাহাই পুত্র দারাদির উৎপত্তির মূল—অতএব ঐ দেহ না থাকিলে আশ্রয় কিছুই নাই। অর্থাৎ পুত্রাদির উৎপত্তি হয় না। দেহ হই প্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল দেহ স্থূলপঞ্চ-ভূত (অর্থাৎ কৃতি জল তেজ বায়ু আকাশ এই সমস্ত পদার্থ-ময়) সূক্ষ্ম শরীরের নাম লিঙ্গদেহ—ঐ লিঙ্গদেহ সূক্ষ্মভূত (অর্থাৎ রূপরস গন্ধ স্পর্শ শব্দ) এবং অহঙ্কার বুদ্ধি ও পাঁচটি কণ্ঠেন্দ্রিয় ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনোরূপ অন্তরেন্দ্রিয় এই অষ্টাদশ পদার্থের স্বরূপ, ঐ দেহেতে মনুষ্যেরা অহং বুদ্ধি করিয়া থাকে। হে জাতঃ! মনুষ্যাদি শরীর বিকৃতি (অর্থাৎ জন্ম), ঈশ্বর শরীর মূলপ্রকৃতি (অর্থাৎ নিত্য), এই শরীর জড়পদার্থ, এই কারণে পণ্ডিতেরা ইহাকে ক্ষেত্র বলিয়া

এতৈর্বিলক্ষণে জীবঃ পরমাশ্রয়ি নিরাময়ঃ ।

তস্য জীবস্য বিজ্ঞানে সাধনান্যপি মে শৃণু ॥ ৩০ ॥

জীবশ্চ পরমাশ্রয়ি চ পর্যায়ে নাত্র তেদধীঃ ।

মানাতাবস্ত্বখাদভ্রুহিংসাদিপরিবর্জনম্ ॥ ৩১ ॥

পরাক্ষেপাদিসহনং সর্বত্রাবক্রতা তথা ।

মনোবাঙ্কায় সন্তুজ্য সদ্গুরোঃ পরিসেবনম্ ॥ ৩২ ॥

বাহ্যাত্মন্তরসংশুদ্ধিঃ স্থিরতা সংক্রিয়াদিষু ।

মনোবাঙ্কায়দগুশ্চ বিষয়েষু নিরীহতা ॥ ৩৩ ॥

নিরহঙ্কারতা জন্মজরাদ্যালোচনং তথা ।

অসক্তিঃ স্নেহশূন্যত্বং পুত্রদারধনাদিষু ॥ ৩৪ ॥

ইষ্টানিষ্টাগমে নিত্যং চিন্ত্য সমতা তথা ।

ময়ি সর্বদ্বাক্ষে রামে হানন্যবিষয়া মতিঃ ॥ ৩৫ ॥

নির্দেশ করেন, জীব দেহ হইতে বিভিন্ন, জীব হইতে নিরা-
ময় পরমাশ্রয় বৈলক্ষণ্য নাই। হে কুলনন্দন! আমি সেই
জীবের বিজ্ঞান সাধন কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর। ১২। ২০।
১২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।
মুমুক্শু ব্যক্তির জীব হইতে পরমাশ্রয়কে কখনই ভিন্ন জ্ঞান
করিবে না এবং অভিমান দস্ত হিংসা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি
পরিভ্যাগ করিবে। পরকৃত নিন্দা সহন কায়মনোবাক্য দ্বারা
ভক্তি দ্বারা সদ্গুরু সেবন ও সর্বপ্রাণির সহিত সরল বাহ-
হার করিবে এবং বাহ ও আন্তরিক শৌচ অবলম্বন করিবে।
পরের অনিষ্ট চিন্তা, পরনিন্দা ও পরকে হস্তাদি দ্বারা প্রহার
করিবে না, এবং নিরহঙ্কার হইয়া দেহের জন্ম জরা মরণ
আলোচনা করিবে স্নেহশূন্য হইয়া পুত্র দারা ধনাদির
আসক্তি পরিভ্যাগ করিবে এবং ইষ্টানিষ্ট সমাগমে চিন্তকে
সমভাবে রাখিয়া আমাতে অন্যান্য বিষয়ামতি অর্পণ
করিবে। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। এবং জন-
সম্বাদ রহিত বিশুদ্ধস্থানে বাস করিয়া প্রাকৃত জনসমূহের

জনসম্বাদরহিঃ শুদ্ধদেশনিষেবণম্ ।

প্রাকৃতৈর্জনসজ্জৈশ্চ হারতিঃ সর্বদা ভবেৎ ॥৩৬॥

আত্মজ্ঞানে সদোদ্যোগো বেদান্তার্থাবলোকনম্ ।

উক্তৈরৈতৈর্ভবেজ্জ্ঞানং বিপরীতৈর্বিপর্যয়ঃ ॥৩৭॥

বুদ্ধিপ্রাণমনোদেহাহঙ্কৃতিভ্যো বিলক্ষণঃ ।

চিদাত্মাহং নিত্যশুদ্ধো বুদ্ধ এবৈতি নিশ্চয়ম্ ॥৩৮॥

যন জ্ঞানেন সংবিত্তে তজ্জ্ঞানং নিশ্চিতং চ মে ।

বিজ্ঞানঞ্চ তদৈবৈতং সাক্ষাদনুভবেদ্যদা ॥ ৩৯ ॥

আত্মা সর্বত্র পূর্ণঃ স্ফাষ্টিদানন্দাত্মকোহব্যয়ঃ ।

বুদ্ধাদ্যুপাধিরহিতঃ পরিণামাদিবর্জিতঃ ॥ ৪০ ॥

স্বপ্রকাশেন দেহাদীন্ ভাষয়ন্ননপারতঃ ।

এক এবাদ্বিতীয়শ্চ সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণঃ ॥ ৪১ ॥

অসঙ্গঃ স্বপ্রভো দ্রষ্টা বিজ্ঞানেনাবগম্যতে ।

আচার্যশাস্ত্রোপদেশাদৈক্যজ্ঞানং যদা ভবেৎ ॥৪২॥

আত্মনোজীবপরমোমূলাবিদা তদৈব হি ।

লীর্য়তে কার্য্যকরতৈঃ সত্বেব পরমাত্মনি ॥ ৪৩ ॥

সাবস্থা মুক্তিরিত্যুক্তা হ্যপচারোহয়মাত্মনি ।

ইদং মোক্ষস্বরূপং তে কথিতং রঘুনন্দন ! ॥ ৪৪ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানবৈরাগ্যসহিতং মে পরাত্মনঃ ।

কিং ত্বেতদ্দুর্লভং মন্যে মন্তুক্তিবিমুখাত্মনাম্ ॥৪৫॥

চক্ষুষ্যতামপি যথা রাত্রৌ সম্যক্ ন দৃশ্যতে ।

পদং দীপসমৈতানাং দৃশ্যতে সম্যগেব হি ॥ ৪৬ ॥

এবং মন্তুক্তিযুক্তানামাত্মা সম্যক্ প্রকাশতে ।

মন্তুক্তেঃ কারণং কিঞ্চিদক্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ ॥৪৭॥

সহবাস পরিত্যাগ করিবে। অনবরত আত্ম তত্ত্বজ্ঞানে উদ্-
বেগ ও সময়ে সময়ে বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থালোচনা করিবে।
হে বৎস! জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তির এইরূপ কার্য্য করিলে অনায়াসে
জ্ঞান লাভ করিতে পারে, ইহার বৈপরীত্যচরণে বিপরীত ফল
লাভ হয়। হে ভ্রাতঃ! আত্মা, বুদ্ধি, প্রাণ, মন, দেহ, ও অহ-
ঙ্কার হইতে অতিরিক্ত চিদাত্মস্বরূপ এবং নিত্য ও শুদ্ধ এই
প্রকার নিশ্চয় যে জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ জ্ঞানের নাম
জ্ঞান—পরমাত্মা সাক্ষাৎকারের নাম বিজ্ঞান, ঐ বিজ্ঞান দ্বারা
সর্বব্যাপী স্ফাষ্টিদানন্দ স্বরূপ অব্যয় নিকপাধি এবং সর্বদা
সমানাবস্থাপন্ন স্বপ্রকাশ দ্বারা দেহাদি প্রকাশক, সূত্ররূপে স্রসং
প্রকাশ বিশিষ্ট সঙ্গরহিত অদ্বিতীয় সত্যজ্ঞানস্বরূপ এবং স্বকীয়
প্রভা দ্বারা সমস্ত জগতের দ্রষ্টা সেই পরমাত্মাকে জানিতে
পারা যায়। হে লক্ষণ! যৎকালে মনুষ্যেরা আচার্য্যশাস্ত্রোপ-
দেশানুসারে জীবাত্মা পরমাত্মা ধর্মের অভেদ জ্ঞান করে,
তৎকালে তাহাদিগের মূল অবিজ্ঞা স্মৃল ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ সূক্ষ্ম-
পদার্থের সহিত পরমাত্মাতে লীন হয়, ঐ অবিজ্ঞানস্রাবহাকে
মোক্ষাবস্থা বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দেশ করিয়াছেন। হে

রঘুনন্দন! তোমাকে এইরূপ জ্ঞান বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য মিশ্রিত
মোক্ষপদার্থ কহিলাম। কিন্তু মন্তুক্তি রহিত ভক্তদিগের এই
মোক্ষ অতি দুর্লভ। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২।
৪৩। ৪৪। ৪৫। যে রূপ চক্ষুষ্যান্ ব্যক্তি রাত্রিকালে
সম্যক্ দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু দীপসংযোগ হইলে
অনায়াসে দেখিতে পায়, তদ্রূপ মন্তুক্তি যোগ থাকিলে
আত্মাকে মনুষ্যেরা অনায়াসে দেখিতে পায়, এইকণে মনু-
ষ্যেরা যে প্রকারে আমাতে ভক্তিলাভ করিতে পারে তাহার
কিছু উপায় বাক্ত করি অবগন কর।

যাহারা নিরন্তর মন্তুক্তের সহিত সঙ্গ ও আমার ভক্তের
সেবা, একাদশীতে উপবাস এবং আমার পর্কদিনে উৎসব
করে এবং আমার কথা রামায়ণের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতে
অনুরক্ত এবং আমার নামকীর্তন ও পূজাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান
করিয়া থাকে, সেই সকল সতত যোগীপুরুষদিগের আমাতে
অব্যক্তিচারিণী ভক্তি জন্মিয়া থাকে, ভক্তি জন্মিলে কোন
বস্তুর অভাব থাকে না, যেহেতু ভক্তিহইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান

মন্তুস্তম্ভো মৎসেবা মন্তুক্তানাং নিরন্তরম্ ।

একাদশুপবাসাদি মম পৰ্কার্মুমোদনম্ ॥ ৪৮ ॥

মৎকথাশ্রবণে পাঠে ব্যাখ্যানেন সৰ্বদা রতিঃ ।

মৎপূজাপরিনিষ্ঠা চ মম নামানুকীৰ্ত্তনম্ ॥ ৪৯ ॥

এবং সততযুক্তানাং ভক্তিরব্যতিচারিণী ।

ময়ি সজ্জায়তে নিত্যং ততঃ কিমবশিষ্যতে ॥ ৫০ ॥

অতো মন্তুক্তিযুক্তশ্চ জ্ঞানং বিজ্ঞানমেব চ ।

বৈরাগ্যং চ ভবেচ্ছীঘ্রং ততো মুক্তিযুবাণুয়াৎ ।

কথিতং সৰ্বমেতন্তে তব প্রহ্মানুসারতঃ ।

অগ্নিশ্মনঃ সমাধায় যন্তিষ্ঠেৎ স তু মুক্তিতাক্ ॥ ৫২ ॥

ন বক্তব্যমিদং যত্রাং মন্তুক্তিবিমুখায় হি ।

মন্তুক্তায় প্রদাতব্যমাহুর্যপি প্রযত্নতঃ ॥ ৫৩ ॥

য ইদন্ত পঠেয়িত্যং শ্রদ্ধাভক্তিসমম্বিতঃ ।

অজ্ঞানপটলধাস্তং বিধূয় পরিমুচ্যতে ॥ ৫৪ ॥

ভক্তানাং মম যোগিনাং

সুবিমলস্বাস্থ্যতিশাস্থ্যনাং

মৎসেবাভিরতান্নানাং চ

বিমলজ্ঞানান্নানাং সৰ্বদা ।

সঙ্কং যঃ কুরুতে সদোদ্যত-

মতিঃ সৎসেবনানন্যধী-

মোক্ষন্তশ্চ করে স্থিতোহমনিশং

দৃশ্যো ভবে নান্যথা ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে

অরণ্যকাণ্ডে চতুর্থঃ

ও বৈরাগ্য অতিসত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে, বিজ্ঞানাদি হইলে

মুক্তিলাভ হয়। ৪৬।৪৭।। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। হে বৎস!

তোমার প্রহ্মানুসারে এই সকল গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করিলাম।

যে ব্যক্তি আমার এই সকল উপদেশবাক্যে মনোনিবেশ করিবে সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিবে। অতএব হে লক্ষ্মণ!

তুমি মন্তুক্তি বিরহিত ব্যক্তিদিগের নিকট আমার এই

উপদেশ যত্র পূৰ্ব্বক ব্যক্ত করিবে এবং আমার ভক্তপুঙ্খ-

দিগকে আহ্বান করিয়া এই সমস্ত কহিবে। হে ভ্রাতঃ! -যে

ব্যক্তি মৎকৃত উপদেশ শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে প্রতিদিন পাঠ করে সেই ব্যক্তি অজ্ঞান রূপ অন্ধকার হইতে মুক্ত হয়। ৫২।৫৩।৫৪।

যে সকল ব্যক্তি মৎসেবনে অনন্য বুদ্ধি হইয়া মন্তুক্তি নিষ্কলান্তঃকরণ শান্তপ্রকৃতি এবং মৎসেবাপরায়ণ পরমজ্ঞানী যোগীগণের সঙ্গ করে, আমি সৰ্বদা তাহাদিগের দর্শন পথে অবস্থিতি করি; এবং হ্রস্ব মুক্তিপদার্থ তাহাদিগের করস্থিত জানিবে। ৫৫।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

চতুর্থোধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ।



তস্মিন্ কালে মহারণ্যে রাক্ষসী কামরূপিণী ।
 বিচচার মহাসত্ত্বা জনস্থাননিবাসিনী ॥ ১ ॥
 একদা গোতমীতীরে পঞ্চবট্যাঃ সমীপতঃ ।
 পদ্মবজ্রাক্ষুশাক্ষানি পদানি জগতীপতেঃ ॥ ২ ॥
 দৃষ্টা কামপরীতায়া পাদসৌন্দর্যমোহিতা ।
 পশুন্তী সা শনৈরায়াদ্রাঘবম্ নিবেশনম্ ॥ ৩ ॥
 তত্র সা তং রমানাং সীতয়া সহ সংস্থিতম্ ।
 কন্দর্পসদৃশং রা দৃষ্টা কামবিমোহিতা ॥ ৪ ॥
 রাক্ষসী রাঘবং প্রাহ কস্য? ত্বং কঃ? কিমাশ্রমে?
 যুক্তো জটাবল্কলাদ্যোঃ সাধ্যং কিস্ত্যত্র? মে বদ ॥ ৫ ॥

অহং শূৰ্পণখা ন্যুম রাক্ষসী কামরূপিণী ।
 ভগিনী রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬ ॥
 ধরেণ সহিতা ভাত্ৰা বসাম্যত্রৈব কাননে ।
 রাজ্ঞা দত্তঞ্চ মে সৰ্ব্বং মুনিভক্ষা বসাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
 ত্বাং তু বেদিতুমিচ্ছামি বদ মে বদতাম্বর! ।
 তামাহ রামনামাহমযোধ্যাধিপতেঃ সূতঃ ॥ ৮ ॥
 এষা মে সুন্দরী ভার্য্যা সীতা জনকনন্দিনী ।
 স তু ভাতা কনীয়ান্ মে লক্ষ্মণোহতীব সুন্দরঃ ॥ ৯ ॥
 কিং? কৃত্যন্তে ময়া ক্রহি কার্য্যং ভুবনসুন্দরি! ।
 ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা কামার্তা সাত্ৰবীদিদম্ ॥ ১০ ॥

সেই কালে দণ্ডকারণ্যবাসিনী মহাবলপরাক্রান্তা কাম-
 রূপিণী এক রাক্ষসী মহারণ্যমধ্যে সর্বদা বিচরণ করিতেন ।
 একদা ঐ রাক্ষসী পঞ্চবটী সমীপবর্তী গোতমী নদী তীরে শ্রীরাম-
 চন্দ্রের স্বজ বজ্রাক্ষুশ চিহ্নিত চরণচিহ্নসৌন্দর্য্য সন্দর্শনে কাম
 মোহিত হইয়া চরণ চিহ্নের অনুসরণ করতঃ শ্রীরাম ভবনে
 উপস্থিত হইল । অনন্তর রাক্ষসী সীতাদেবীর সহিত একা-
 সনোপবিষ্ট কন্দর্প সদৃশ শ্রীরামকে দর্শন করিয়া কামভাবে
 জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কোন্ ব্যক্তির সন্তান এবং তোমার নাম
 কি—কি কারণেইবা জটাবল্কল ধারণ করিয়া আশ্রমে বাস
 করিতেছ? এখানে বাস করিবার উদ্দেশ্যই বা কি? এই সকল
 রহস্য আমার নিকট ব্যক্ত কর। আমি শূৰ্পণখানাম্নী কামরূপিণী
 রাক্ষসাধিপতি মহাত্মা রাবণের ভগিনী ধরনামক অপূর
 ভ্রাতার সহিত এই অরণ্য মধ্যে বাস করিয়া থাকি। ১। ২। ৩।

১৪। ৫। ৬। ৭। একগে তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি। হে
 বদতাম্বর! নিজ নাম ও ধাম ব্যক্ত কর। শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন
 হে সুন্দরি! আমি অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের পুত্র আমার
 নাম রাম—এই পরমাসুন্দরী জনকনন্দিনী সীতা আমার ভার্য্যা
 এবং আমি অপেক্ষা অতি সুন্দর লক্ষ্মণ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনি
 ও এখানে আছেন—হে ত্রিভূব মৌহিনি! আমি দ্বারা তোমার
 কি কার্য্য সাধনে ইচ্ছা আছে তাহা ব্যক্ত কর। কামার্তা রাক্ষসী
 শ্রীরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—হে রাম!
 আগমন করিয়া আমার সহিত গিরিকানন মধ্যে রমণ কর—
 হে কমললোচন! আমি একগে অতি কামার্তা হইয়াছি

এহি রাম ! ময়া সাক্ষং রমস্ব গিরিকাননে ।
 কামার্তাহং ন শক্লোমি ত্যক্তুং ত্বাং কমলেক্ষণম্ ॥ ১১ ॥
 রামঃ সীতাং কটাক্ষেণ পশ্যান্ সম্বিতমব্রবীৎ ।
 ভার্য্যা মমৈষা কল্যাণী বিদ্যতে হ্যনপায়িনী ॥ ১২ ॥
 ত্বং তু সাপত্ন্যদুঃখেন কথং স্থাস্যসি সুন্দরি ! ।
 বহিরাশ্তে মম ভাতা লক্ষ্মণোহতীব সুন্দরঃ ॥ ১৩ ॥
 তবানুকপো ভবিতা পতিশ্চেনৈব সঞ্চর ।
 ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং প্রাহ পতিশ্চৈ ভব সুন্দর ! ॥ ১৪ ॥
 ভ্রাতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য সঙ্গচ্ছাবোহদ্য মা চিরম্ ।
 ইত্যাহ রাক্ষসী ঘোরা লক্ষ্মণং কামমোহিতা ॥ ১৫ ॥

তামাহ লক্ষ্মণঃ সাক্ষি ! দাসোহহং তস্য ধীমতঃ ! ।
 দাসী ভবিষ্যসি ত্বন্তু ততো দুঃখতরং নু কিম ? ॥ ১৬ ॥
 তমেব গচ্ছ ভক্ত্বং তে স তু রাজাখিলেশ্বরঃ ।
 তচ্ছ্রুত্বা পুনরপ্যাগাদ্রাঘবং লুপ্তমানসা ॥ ১৭ ॥
 ক্রোধাদ্রাম ! কিমর্থং মাং ভ্রাময়স্যনবস্থিতঃ ।
 ইদানীমেব তাং সীতাং ভক্ষয়ামি তথাগতঃ ॥ ১৮ ॥
 ইত্যুক্ত্বা বিকটাকারা জ্ঞানকীমনুধাবতী ।
 ততো রামাজ্ঞয়া খঞ্জমাদায় পরিগৃহ্যতাম্ ॥ ১৯ ॥
 চিচ্ছেদ নাসাং কর্ণৌ চ লক্ষ্মণো লঘুবিক্রমঃ ।
 ততো ঘোরধ্বনিং কৃত্বা কুধিরাক্তবপুর্জতম্ ॥ ২০ ॥
 ক্রন্দমানা পপাতাগ্রে খরস্য পরুষাক্ষরা ।
 কিস্তেতদিতি তামাহ খরঃ খরতরাক্ষরঃ ॥ ২১ ॥

অতএব তোমাকে কোন রূপে ত্যাগ করিতে পারিনা । ৮ । ৯
 ১০ । ১১ । অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সীতার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ
 করিয়া সহাস্য বদনে রাক্ষসীকে কহিলেন—হে সুন্দরি ! আমার
 এই কল্যানি ভার্য্যা বিদ্যমান আছে ইহাকে কোন ক্রমে ত্যাগ
 করা উচিত নহে, তুমি আমাকে পতিভাবে স্বীকার করিয়া যাব-
 জীবন সাপত্ন্য দুঃখকি জন্য পীড়িতা হইবে ? এক্ষণে তোমাকে
 সঙ্গপদে প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর—আমার ভ্রাতা পরম
 সুন্দর লক্ষ্মণ বহির্দেশে আছেন তিনিই তোমার অনুরূপ পতি
 হইবেন তাহার সহিত এই কানন মধ্যে সঞ্চরণ কর । রাক্ষসী
 শ্রীরামের বাক্যশ্রবণানন্তর বহির্দেশে গমন করিয়া লক্ষ্মণকে
 কহিলেন—হে সুন্দর ! তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরূপতানুসারে
 আমার পতি হও, এক্ষণে আমরা উভয়ে মিলিত হই বিলম্ব
 করিওনা । লক্ষ্মণ রাক্ষসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন—
 হে সাক্ষি ! আমি শ্রীরামচন্দ্রের দাস তুমি আমাকে পতিত্ব স্বরণ
 করিলে ভ্রাতার দাস্য স্বীকার করিতে হইবে ইহা অণেক্ষা
 দুঃখতর আর কি আছে ?—হে ভদ্রে ! তুমি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট
 গমন কর, তিনি স্খাখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, অতএব তদ্বারা

তোমার মঙ্গল হইবে । রাক্ষসী লক্ষ্মণের বাক্যশ্রবণানন্তর
 শ্রীরামের নিকট আগমন করিয়া ক্রোধ সহকারে কহিল—হে
 রাম ! তুমি অব্যবস্থিত চিত্তের ন্যায় কি জন্য মিথ্যা বাক্যদ্বারা
 আমাকে ভ্রমণ করাইতেছ এক্ষণে তোমার অগ্রেই সীতাকে
 ভক্ষণ করিব । ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ । অন-
 তর রাক্ষসী বিকটাকৃতি ধারণ করিয়া জ্ঞানকীর প্রতি ধাবিত
 হইল । অমিত পরাক্রম লক্ষ্মণ শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে রাক্ষ-
 সীকে গ্রহণ করিয়া শাণিত খজ্ঞাদ্বারা তাহার নাসিকা ও
 কর্ণযুগল ছেদন করিলেন । অনন্তর কুধিরার্জি দেহা রাক্ষসী
 ঘোরতর ধ্বনিসহকারে ক্রন্দন ও খরের প্রকৃতি কঠোরবাক্যো-
 চারণ করিতে করিতে খরের নিকট গমন করিল । অনন্তর খর-
 তর বাদী খর কহিল, একি কোন ব্যক্তি মৃত্যু মুখে প্রবেশ
 কামনা করিয়া তোমার এইরূপ অবস্থা করিয়াছে তুমি তাহার
 নাম ব্যক্ত কর ? বদ্যপি সে ব্যক্তি কাশমদৃশ পরাক্রমশালী হয়,
 তাহা হইলেও ক্ষণকাল মধ্যে তাহাকে বধ করিব । ১৯ । ২০ ।

কেনৈবং কারিতাসি ত্বং মৃত্যোর্বক্তৃনুবর্তিনা ।

বদ মে তং বধিষ্যামি কালকল্পমপি কণাৎ ॥ ২২ ॥

তমাহ রাক্ষসী রামঃ সীতালক্ষ্মণসংস্কৃতঃ ।

দণ্ডকং নিভয়ং কুর্ক্বনাস্তে গোদাবরীতটে ॥ ২৩ ॥

মামেবং কৃতবাংস্তস্য ভ্রাতা তেনৈব চোদিতঃ ।

যদি ত্বং কুলজাতোহসি বীরোহসি ? জহি তো রিপু

তয়োস্তু রুধিরং পাস্যে ভক্ষয়ে তো স্তুদূর্মদো ।

নোচেৎপ্রাণান্ পরিত্যজ্য যাস্যামি যমসাদনম্ ॥ ২৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতং প্রাগাৎ খরঃ ক্রোধেন মুচ্ছিতঃ ।

চতুর্দশসহস্রাণি রাক্ষসাং ভীমকর্ণণাম্ ॥ ২৫ ॥

চোদয়ামাস রামস্য সমীপং বধকাঙ্ক্ষয়া ।

খরশ্চ ত্রিশিরশ্চৈব দুষণশ্চৈব রাক্ষসঃ ॥ ২৬ ॥

সর্বৈ রামং যযুঃ শীঘ্রং নানাপ্রহরণোক্ততাঃ ।

শ্রুত্বা কোলাহলং তেষাং রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥ ২৮ ॥

। ২১ । ২২ । স্বর্ণপথ্য কহিল—রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত

দণ্ডকারণ্যে নিভয় করিয়া গোদাবরী তটে অবস্থান করিতেছে ।

রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় আমার এইরূপ

অবস্থা করিয়াছে । যদি তুমি রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া

থাক ও যথার্থ বীর হও তবে সেই শত্রুহরকে বিনাশ কর, আমি

তাঁহাদিগের রুধির পানও মাংস ভক্ষণ করিব । আর যদি

তাঁহাদিগকে উপেক্ষা কর, তবে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া

যমালয়ের অতিথি হইব । ২৩ । ২৪ । ২৫ । খর অবগানন্তর

ক্রোধে অধীর হইয়া বহির্গত হইল । অনন্তর রামের বিনাশ

বাসনায় চতুর্দশসহস্ররাক্ষস সৈন্য প্রেরণ করিয়া দুষণ ও ত্রিশিরার

সহিত নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া স্বয়ং রামের নিকট গমন

করিল । সৈন্যগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে

কহিলেন—হে লক্ষ্মণ ! ঐ গুন ভীষণ কোলাহল হইতেছে, নিশ্চয়

রাক্ষসগণ আগমন করিতেছে । অদ্য আমার সহিত ভয়ানক

শ্রমতে বিপুল শঙ্কে। মুনমায়ান্তি রাক্ষসাঃ ।

ভবিষ্যতি মহত্যাঙ্কং মুনমন্ত ময়া সহ ॥ ২৯ ॥

সীতাং নীত্বা গুহাং গত্বা তত্র তিষ্ঠ মহাবল ! ।

হস্তমিচ্ছাম্যহং সর্বান্ রাক্ষসান্ ঘোররূপিণঃ ॥ ৩০ ॥

অত্র কিঞ্চিন্ন বক্তব্যং শাপিতোহসি মমোপরি ।

তথেনি সীতামাদায় লক্ষ্মণো গম্মরং যযৌ ॥ ৩১ ॥

রামঃ পরিকরং বদ্ধা ধনুর্দাদায় নিষ্ঠুরম্ ।

ভূগীরাবক্ষয়শরৌ বদ্ধা যন্তোহভবৎপ্রভুঃ ॥ ৩২ ॥

তত আগত্য রক্ষাংসি রামস্যোপরি চিক্ষিপুঃ ।

আয়ুধানি বিচিত্রাণি পাষাণান্ পাদপানপি ॥ ৩৩ ॥

তানি চিচ্ছেদ রামোহপি লীলয়া তিলশঃ কণাৎ ।

ততো বাণসহস্রৈঃ হত্বা তান্ সর্বরাক্ষসান্ ॥ ৩৪ ॥

খরং ত্রিশিরসং চৈব দুষণং চৈব রাক্ষসম্ ।

জঘান প্রহরার্ছেন সর্বানৈব রঘুত্তমঃ ॥ ৩৫ ॥

যুদ্ধ করিবে । হে মহাবল ! তুমি সীতাকে লইয়া পর্বত গুহার

মধ্যে অবস্থান কর । আমি ঘোর দর্শন রাক্ষসগণকে বিনাশ

করিব । তুমি এ বিষয় কোন আপত্তি করিও না । আমার দিবা !

লক্ষ্মণ রামবাক্য স্বীকার করিয়া সীতার সহিত পর্বত গুহার

গমন করিলেন । রামচন্দ্র কঠোর কোদণ্ড ও অক্ষয় শর ভূগীর

দ্বয়ধারণ করিলেন, ও বদ্ধপরিকর হইয়া যুদ্ধ করিব আশয়ে

অবস্থান করিতে লাগিলেন । অনন্তর রাক্ষসগণ আগমন

পূর্বক রামের উপর অস্ত্রশস্ত্র শিলাখণ্ড ও বক্ষ সকল পরি-

ভাগ করিতে লাগিল । রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে কণ মধ্যে

সেই সকল অস্ত্রাদি তিলপ্রমাণে ছেদন করিলেন । এবং

প্রহরার্ছমধ্যে খর দুষণ ত্রিশিরা ও সমস্ত রাক্ষস গণকে

বিনাশ করিলেন । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ ।

লক্ষ্মণোহপি গুহামধ্যাং সীতামাদায় রাঘবে ।
 সমর্প্য রাক্ষসান দৃষ্ট্বা হতান্ বিস্ময়মাযযৌ ॥ ৩৬ ।
 সীতা রামং সমালিঙ্গ্য প্রসন্নমুখপঙ্কজা ।
 শস্ত্রভ্রণানি চাক্ষেযু মমার্জ জনকান্নজা ॥ ৩৭ ॥
 সাপি ছুদ্রাব দৃষ্ট্বা তান্ হতান্ রাক্ষসপুঙ্গবান্ ।
 লক্ষ্যং গত্বা সভামধ্যে ক্রোশন্তী পাদসন্নিধৌ ॥ ৩৮ ॥
 রাবণস্ত পপাতোর্ব্যাং ভগিনী তস্য রক্ষসঃ ।
 দৃষ্ট্বা তাং রাবণঃ প্রাহ ভগিনীং ভয়বিহ্বলাম্ ॥ ৩৯ ॥
 উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বৎসে ! ত্বং বিরূপকরণং তব ।
 ক্লুতং শক্রেণ বা ভজে ! যমেন বরুণেন বা ॥ ৪০ ॥
 কুবেরেণাথ বা ক্রহি ভস্মীকুর্য্যাং ক্ষণেন তম্ ।
 রাক্ষসী তম্বুবাচেদং ত্বং প্রমত্তো বিমূঢ়ধীঃ ॥ ৪১ ॥

[৩৩।৩৪।৩৫] অনন্তর লক্ষ্মণ গুহামধ্য হইতে সীতাকে লইয়া রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিলেন ও নিহত রাক্ষসগণকে অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন । সীতা প্রসন্ন মুখে রামকে আলিঙ্গন করিয়া রামের শরীরের অস্ত্র ক্ষত দেশে হস্ত মার্জন করিতে লাগিলেন । ৩৬ । ৩৭ । রাক্ষসগণকে নিহত দেখিয়া রাবণস্বশা শূর্ণগথা ভয়ে পলায়ন করিল এবং লক্ষ্মণা-গমন পূর্বক সভামধ্যে রাবণচরণ সমীপে ভূমিতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল । রাবণ তাহাকে ভয়বিহ্বলা দেখিয়া কহিল হে বৎসে ! উঠ, উঠ, তোমার বিরূপতার কারণ কি বল । ইন্দ্র, যম, বরুণ, বা কুবের, কে এ কার্য করিয়াছে বল ? আমি তাহাকে ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মাবশেষ করিব ।

শূর্ণগথা কহিল—তুমি এক্ষণে প্রমত্ত হইয়াছ—তোমার বুদ্ধি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে—কি রূপে রাজ্য রক্ষা করিবে ? হায়, রাক্ষসশত্রু রাম ধর, দুষণ, ত্রিশিরা ও চতুর্দশসহস্র নৈনাগগণকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছে । জনস্থানে মুনিগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, তুমি ইহার কিছুই বিদিত নহ—

পানাসক্তঃ স্ত্রীবিজিতঃ বণ্ডঃ সর্বত্র লক্ষ্যসে
 চারচক্ষুর্বিহীনস্তং কথং রারা ভবিষ্যসি ॥ ৪২ ॥
 ধরশচ নিহতঃ সজ্জো দুষণস্ত্রিশিরাশ্বথা ।
 চতুর্দশসহস্রাণি রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪৩ ॥
 নিহতানি ক্ষণেনৈব রামেণাস্থরশক্রণা ।
 জনস্থানমশেষেণ মুনিনাং নির্ভরং কৃতম্ ।
 ন জানাসি বিমূঢ়স্তমতএব মরোচ্যতে ॥ ৪৪ ॥
 রাবণ উবাচ ।
 কো বা রামঃ কিমর্থং বা কথং তেনাস্থরাহতাঃ ।
 সম্যকথয় মে তেষাং মূলঘাতং করোম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥
 শূর্ণগথাউবাচ ।

জনস্থানাদহং যাতা কদাচিদ্গৌতমীতটে ।
 তত্র পঞ্চবটী নাম পুরা মুনিজনাশ্রয়া ॥ ৪৬ ॥

এইজন্য তোমাকে বিমূঢ় বলিতেছি । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । রাবণ কহিল—রাম কে, কি প্রয়োজনে—কেন রাক্ষসগণকে বিনাশ করিল ? তুমি তাহা সবিস্তরে বল—আমি তাহাকে সমূলে বিনষ্ট করিব । ৪৫ ।

শূর্ণগথা কহিল—আমি একদা জনস্থান হইতে গোদাবরী তীরে গমন করিতেছিলাম । মুনিগণের আবাসস্থান পঞ্চবটী কাননে দেখিলাম প্রকল্প রাজীবলোচন ধর্ম্মস্বর্ণধর, জটাবল্কল বিভূষিত, পরম রূপবান্ রাম সেই স্থানে বিরাজ করিতেছেন । তাঁহার কনিষ্ঠ লক্ষ্মণও তাঁহার ন্যায় সুন্দর, তাঁহার ভার্য্যা আনত লোচনা—দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় সুন্দরী । দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, ভূজঙ্গ লোক, বা মনুষ্যলোকে তাৎশী সুন্দরী রমণী আমি কখন দেখি নাই, শ্রবণও করি নাই । সে সেই কানন আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছে । আমি

তত্রাশ্রমে ময়া দৃষ্টো রামো রাজীবলোচনঃ ।
 ধনুর্বাণধরঃ শ্রীমান্ জটাবন্ধলমণ্ডিতঃ ॥ ৪৭ ॥
 কনীয়ানমুজন্তুস্ত লক্ষ্মণোহপি তথাবিধঃ ।
 তস্ত ভার্য্যা বিশালাক্ষী কপিণী শ্রীরিষাপরা ॥ ৪৮ ॥
 দেবগন্ধর্বনাগানাং মনুষ্যাণাং তথাবিধা ।
 ন দৃষ্টা ন শ্রুতা রাজন্ ! চোতয়ন্তী বনং শুভা ॥ ৪৯ ॥
 আনেতুমহমুচ্ছুক্তা তাং ভার্য্যার্থং তবানঘ ।
 লক্ষ্মণো নাম তদ্ভ্রাতা চিচ্ছেদ মম নাসিকাম্ ॥ ৫০ ॥
 কর্ণে চ নোদিতস্তেন রামেন স মহাবলঃ ॥
 ততোহহমতিদুঃখেন রুদন্তি খরমম্বগাম্ ॥ ৫১ ॥
 মোহপি রামং সমালাদ্য যুদ্ধং রাক্ষসযুধৈঃ ।
 ততঃ ক্রণেন রামেণ তেনৈব বলশালিনা ॥ ৫২ ॥

সেই কামিণীকে তোমার ভার্য্যা করিব বলিয়া আনিতে উদ্যোগ করিলে রামের কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞায় আমার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়াছে। অনন্তর আমি রোদন করিতে করিতে খরের নিকট গমন করিলাম। খরও রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাম কর্তৃক ক্রণমধ্যে সেনা ও সেনাপতির সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। আমার বোধ হয় রাম ইচ্ছা করিলে নিমিষাক্ষে ত্রৈলোক্য তন্ম্যাবশেষ করিতে পারে সন্দেহ নাই। যদি রামের ভার্য্যা তোমার প্রণয়িনী হয় তবেই তোমার জীবন সফল, অতএব হে রাজেন্দ্র ! পদ্মপত্র বিলোচনা, সর্বলোক সুন্দরী সীতা বাহাতে তোমার প্রেরণী হয় তাহার চেষ্টাকর। তুমি রামের সাক্ষাতে অবস্থান করিতে পারিবে না। মারাজালে রামকে মোহিত করিয়া জানকী লাভ করিতে পারিবে। রাবণ জবণ করিয়া মধুর বাক্য, সম্মান ও দানদ্বারা শূর্ণপথকে সমাধ্বস্ত করিয়া শয়নাগারে গমন করিল। তথায় কর্তব্য চিন্তা করিতে করিতে রাজিকালে

সর্কে তেন বিনষ্টা বৈ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ।
 যদি রামো মনঃ কুর্য্যাত্ত্রৈলোক্যং নিমিষাক্ষতঃ ॥ ৫৩ ॥
 ভস্মীকুর্য্যাম সন্দেহ ইতি ভাতি মম প্রভো ! ।
 যদি সা তব ভার্য্যা স্তাৎ সফলং তব জীবিতম্ ॥ ৫৪ ॥
 অতো যতস্ব রাজেন্দ্র ! যথা তে বল্লভা ভবেৎ ।
 সীতা রাজীবপত্রাক্ষী সর্বলোকৈকসুন্দরী ॥ ৫৫ ॥
 সাক্ষাদ্রামস্ত পুরতঃ স্মাতুং ত্বং ন ক্ষমঃ প্রভো !
 মায়রা মোহয়িত্বা তু প্রাপ্যাসে তাং রঘুভয়ম্ ॥ ৫৬ ॥
 শ্রুত্বা তৎ যুক্তবাক্যে দানমানাদিভিস্তথা ।
 আশ্বাস্ত ভগিনীং রাজা প্রবিবেশ স্বকং গৃহম্ ।
 তত্র চিন্তাপরো ভূত্বা নিদ্রাং রাত্রৌ ন লব্ধবান্ ॥ ৫৭ ॥

একেন রামেণ কথং ? মনুষ্য-

মাত্রেন নষ্টঃ স বলঃ খরো মে ।

ভ্রাতা কথং ? মে বলবীর্য্যদর্প-

যুতো বিনষ্টো বত রাঘবেণ ॥ ৫৮ ॥

যদ্বা ন রামো মনুজঃ পরেশো

মাং হন্তকামঃ স বলং বলৌচৈঃ ।

সম্প্রার্থিতোহয়ং ফ্রহিণেন পূর্ব্বং

মনুষ্যরূপোহস্ত রঘোঃ কুলেহমুৎ ? ॥ ৫৯ ॥

নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিলনা। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। রাম একাকী সামান্য মনুষ্য হইয়াও আমার ভ্রাতা খরকে কি রূপে সর্বৈন্যে বিনাশ করিল অথবা রাম মনুষ্য জহেন, আমাকে বিনাশ করিবার জন্ত ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুষ্য রূপে রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যদি পরমাত্মা রাম আমাকে বিনাশ

বধো যদি স্মাং ? পরমাত্মনাহং
 বৈকুণ্ঠরাজ্যং পরিপালয়েহহম্।
 নোচেদিদং রাক্ষসরাজ্যমেব
 ভোক্তব্য চিরং রামমতো ব্রজামি ॥৬০
 ইত্যং বিচিন্ত্যাখিলরাক্ষসেন্দ্রে।
 রামং বিদিত্বা পরমেশ্বরং হরিম্।

বিরোধবুদ্ধ্যাব হরিং প্রিয়ামি
 ক্রতং ন তত্য়া ভগবান্ প্রণীদেৎ ॥ ৬১ ৷

ইতি ক্রীমদখ্যান্তরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
 অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

করেন তবে চিরকালের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ রাজ্য পরিপালন করিব
 অর্থাৎ সাধুজ্য রূপ যোক্ষ প্রাপ্ত হইব। আর যদি রাম মনুষ্য
 হয় তবে এই রাক্ষস রাজ্য ভোগ করিব। অতএব বিরোধ
 বুদ্ধিতেই রামের নিকট গমন করি। রাক্ষসেন্দ্রে রাবণ এই রূপ

চিন্তাকরিয়া রামকে জগদীশ্বর বলিয়া স্থির করিল। আরও
 ভাবিল তাঁহার নিকট বিরোধ বুদ্ধিতেই গমন করা উচিত।
 যেহেতু জগদীশ্বর ভক্তিতে শীঘ্র প্রসন্ন হনন। ৫৮। ৫৯।
 ৬০। ৬১।

ইতি ক্রীমদখ্যান্তরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
 অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ

বিচিষ্ট্যবং নিশায়াং সঃ প্রভাতে রথমাস্থিতঃ ।
 রাবণো মনসা কার্য্যমেকং নিশ্চিত্য বুদ্ধিমান্ ॥ ১ ॥
 যযৌ মারীচসদনং পরং পারমুদম্বতঃ ।
 মারীচস্তত্র মুনিবজ্জটাবল্কলধারকঃ ॥ ২ ॥
 ধ্যানন্ হৃদি পরাঙ্গানং নির্গুণং গুণভাসকম্ ।
 সমাধিবিরমেহপশ্চাদ্রাবণং গৃহমাগতম্ ॥ ৩ ॥
 ক্রতমুখ্যায় চালিঙ্গ্য পূজয়িত্বা যথাবিধি ।
 কৃতাতিথং সুখাসীনং মারীচো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪ ॥
 সমাগমনমেতত্তে রথেনৈকেন রাবণ ! ।
 চিন্তাপর ইবাভাসি হৃদি কার্য্যং বিচিন্তয়ন্ ॥ ৫ ॥

বুদ্ধিমান রাবণ রাত্রি কালে উক্ত রূপ চিন্তা করতঃ “রাম হইতে মৃত্যুই উত্তম” ইহা স্থির করিয়া প্রভাতে রথারোহণ পূর্বক সমুদ্রের পর পার বর্ত্তী মারীচ নিকেতনে গমন করিল। মারীচ সেই স্থানে মুনির ন্যায় জটা বল্কল ধারণ করিয়া হৃদয়ে নিগুণ পরমাত্মার ধ্যান করিতে ছিল। ধ্যানানন্তর রাবণকে সমাগত দেখিয়া শীঘ্র গাত্রোস্থান পূর্বক আলিঙ্গন, যথাবিধি পূজা ও আতিথ্য সৎকার করিল। অনন্তর রাবণ স্মৃতে উপবেশন করিলে মারীচ কহিল “হে রাবণ! আপনি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিয়াছেন ও হৃদয়ে যেন কোন মহৎ কার্য্যের চিন্তা করিতেছেন। গোপনীয় না হইলে তাহা প্রকাশ করুন। যদি ঐ কার্য্য করিলে আমাকে পাণ্পর্শ না করে ও ন্যায় সজ্জত হইতবে আমি আপনায় প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬।

কহি মে ন হি গোপ্যক্ষেৎকরবাণি তব প্রিয়ম্ ।
 ন্যায্যং চেৎ কহি রাজেন্দ্র! রজিনং মাং স্পৃশেয়সি
 রাবণ উবাচ ।
 অস্তি রাজা দশরথঃ সাকেতাধিপতিঃ কিল ।
 রামনামা সূতস্তস্য জ্যেষ্ঠঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ৭ ॥
 বিবাসয়ামাস সূতং বনং বনজনপ্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥
 ভার্য্যা সহিতং ভ্রাতা লক্ষ্মণেন সমন্বিতং ।
 স আস্তে বিপিনে ঘোরে পঞ্চবট্যাশ্রমে শুভে ।
 তস্য ভার্য্যা বিশালাক্ষী সীতা লোকবিমোহিনী ॥ ৯ ॥
 রামো নিরপরাধাশ্চে রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্ ।
 খরং চ হত্বা বিপিনে সুখমাস্তেহতিনির্ভয়ঃ ॥ ১০ ॥

রাবণ কহিল, “অযোধ্যাধিপতি দশরথ নামে রাজা ছিলেন। অমিত পরাক্রম রাম তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজা রামকে ভার্য্যা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী প্রিয়ধনে নির্বাসিত করিয়াছেন, সেই রাম ঘোর পঞ্চবটী বনে আশ্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ভুবন মোহিনী আয়তলোচনা সীতা তাঁহার ভার্য্যা; রাম নিরপরাধে প্রভূত পরাক্রম রাক্ষসগণ ও খরকে বিনাশ পূর্বক নির্ভয় হইয়া স্মৃতে বাস করিতেছেন, আমার ভগিনী সূর্পণখা তাঁহার কোন অপকার করে নাই, তথাপি হুয়াত্মা রামতাহার নাসিকা ও কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া নির্ভয়ে

ভগিন্যা মে শূর্ণপথ্যা নির্দোষায়াশ্চ নাসিকাম্ ।
 কর্ণে চিচ্ছেদ দুষ্ঠায়া বনে তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ ॥ ১১ ।
 অতস্তয়া সহায়েন গচ্ছা তৎপ্রাণবল্লভাম্ ।
 আনয়িষ্যামি বিপিনে রহিতে রাঘবেণ তাম্ ॥ ১২
 ত্বং তু মায়াযুগো ভূত্বা হ্যশ্রমাদপনেষ্যসি ।
 রামং চ লক্ষ্মণং টেব তদা সীতাং হরাম্যাহম্ ॥ ১৩
 ত্বং তু তাবৎ সহায়ং মে কৃত্বা হ্যাস্যসি পূর্ববৎ ।
 ইত্যেবং ভাষমাণস্তং রাবণং বীক্য বিস্মিতঃ ॥ ১৪
 কেনেদমুপদিক্টেস্তে মূলঘাতকরং বচঃ !
 স এব শত্রুবর্ধ্যশ্চ যজ্ঞশ্লাশং প্রতীকতে ॥ ১৫ ॥
 রামস্য পৌরুষং স্মৃত্বা চিত্তমদ্যাপি রাবণ ! ।
 বালোহপি মাং কৌশিকস্য যজ্ঞসংরক্ষণায় সং ॥ ১৬
 আগতস্ত্রিযুগৈকেন পাতয়ামাস সাগরে ।
 যোজনানাং শতং রামস্তদাদিতয়বিম্বলঃ ॥ ১৭ ॥

অবস্থান করিতেছে । ৭ । ৮ । ১০ । ১১ । অতএব তুমি আমার
 সহায় হইলে আমি গমন করিয়া, যে সময় রাম বনে না থাকিবে
 সেই সময় তাহার প্রাণবল্লভা সীতাকে হরণ করিয়া আনয়ন
 করিব । তুমি মায়াযুগ হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে আশ্রম
 হইতে দূরে লইয়া যাইলে আমি সীতাকে হরণ করিব ।
 তুমি আমার সাহায্য করিয়া পূর্ববৎ অবস্থান করিবে ” ।
 মারীচ রাবণের এবশ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—“সীতা
 বরবর্ণিনী তাঁহাকে হরণ করা উচিত—এই সর্বনাশকর বাক্য
 কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে ? যে ব্যক্তি এইরূপে তোমার
 বিনাশ কামনা করিতেছে সে তোমার শত্রু, স্মরণ্য বধাহ ” ।
 ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ । হে রাবণ ! আমার চিত্ত অদ্যাপি
 রামের পুরুষকার স্মরণ করিয়া অতিমাত্র বিকল হইতেছে ।
 রাম বালাবস্থায় বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত তপোবনে

স্মৃত্বা স্মৃত্বা তদৈবাহং রামং পশ্যামি সর্বতঃ ॥ ১৮
 দণ্ডকেহপি পুনরপ্যাহং বনে
 পূর্ববৈরমমুচিস্তয়ন্ হৃদি ।
 তীক্ষ্ণশৃঙ্গভৃগরূপমেকদা মাদৃশে-
 র্বহুতিরারতোহভ্যয়াম্ ॥ ১৯ ॥
 রাঘবং জনকজ্ঞাসমস্মিতং
 লক্ষ্মণেন সহিতং ত্বরাস্থিতঃ ।
 আগতোহমথ হস্তমুদ্রতো মাং
 বিলোক্য শরমেকমক্ষিপৎ ॥ ২০ ॥
 তেন বিক্লুহদয়োহহমুভয়ম্
 রাক্ষসেন্দ্র ! পতিতোহস্মি সাগরে ।
 তৎপ্রভৃত্যহমিদং সমাপ্রিতঃ
 স্থানমুজ্জিতমিদং তয়াদিতঃ ॥ ২১ ॥

গমন করিয়া এক বাণে আমাকে শতযোজন দূর সাগরে
 পাতিত করিয়াছেন, আমি তদবধি ভয় বিহীন হইয়া রামের
 সেই কার্য্য অনবরত স্মরণ করতঃ চতুর্দিক রাম-ময় দেখিতেছি ।
 ১৬ । ১৭ । ১৮ । একদা আমি পূর্ববৈর স্মরণ করিয়া
 পুণর্বার মাদৃশ রাক্ষস গণে বেষ্টিত হইয়া তীক্ষ্ণশৃঙ্গ যুগ
 রূপ ধারণ পূর্বক দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছিলাম । আমি
 ত্বরাস্থিত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে বিনাশ
 করিতে উদ্যত হইলে, রাম আমার প্রতি একটী বাণ নিক্ষেপ
 করিলেন । হে রাক্ষসেন্দ্র ! আমি সেই বাণে বিক্লু-হৃদয়
 হইয়া শোণিত বমন করিতে করিতে সাগরে পতিত হইলাম ।
 সেই অবধি আমি ভয়পীড়িতঃ করণে রামের অনাগমন হেতু
 নির্ভয়ে এই স্থান আশ্রয় করিয়া কাল যাপন করিতেছি ।
 ভোগসাধন রাজ্য, রত্ন, রমণী, রথ, প্রভৃতির শল শ্রবণ করিলে
 নিতান্ত ভীত হইয়া রামকেই চিন্তা করি, যে হেতু এই সকল

রামমেব সততং বিভাবয়ে
 ভীতভীত ইব ভোগরাশিতঃ ।
 রাজরত্নরমণীরধাদিকং
 শ্রোত্রয়োর্বদি গতং তয়ং ভবেৎ ॥ ২২ ॥
 রাম আগত ইহেতি শঙ্কয়া
 বাহ্যকার্যমপি সৰ্বমত্যাগম্ ।
 নিদ্রয়া পরিত্যক্তো যদা স্বপে
 রামমেব মনসানুচিন্তয়ন্ ॥ ২৩ ॥
 স্বপ্নদৃষ্টিগতরাঘবং তদা
 বোধিতো বিগতনিদ্র আস্থিতঃ ।
 তদ্বানপি বিমুচ্য চাগ্রহং
 রাঘবং প্রতি গৃহং প্রয়াহি ভো ! ॥ ২৪ ॥
 রক্ষ রাক্ষসকুলং চিরাগতং
 তৎস্মৃতো সকলমেব নশ্বতি ।
 তব হিতং বদতো মম ভাষিতং
 পরিগৃহাণ পরাশ্রয়ি রাঘবে ॥ ২৫ ॥

ত্যজ বিরোধমতিং ভজ ভক্তিতঃ
 পরমকারুণিকো রঘুনন্দনঃ ।
 অহমশেষমিদং মুনিবাক্যতো
 শৃণু বমাদিযুগে পরমেশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥
 ব্রহ্মণার্থিত উবাচ তং হরিঃ ।
 কিং তবেপ্সিতমহং করবাণি তং ।
 ব্রহ্মণোক্তমরবিন্দলোচন !
 হুং প্রয়াহি ভুবি মানুষং বপুঃ ।
 দশরথান্নজ্ঞতাবমঞ্জসা
 জহি রিপুং দশকন্ধরং হরে ! ॥ ২৭ ॥

অতো ন মানুষো রামঃ সাক্ষাৎনারায়ণোহব্যয়ঃ ।
 মারামানুষবেশেণ বনং যাতোহতিনির্ভয়ঃ ॥ ২৮ ॥
 ভুভারহরণার্থায় গচ্ছ তাত ! গৃহং স্তথাম্ ।
 শ্রুত্বা মারীচবচনং রাবণঃ প্রতাভাষত ॥ ২৯ ॥
 পরমাত্মা যদা রামঃ প্রার্থিতো ব্রহ্মণা কিল ।
 মাং হন্তুং মানুষো ভুত্বা যত্নাদিহ সমাগতঃ ॥ ৩০ ॥

শব্দ “রাম,” শব্দের ন্যায় রক্ষার যুক্ত। “রাম এই স্থানে আসিয়াছেন” এই শব্দেতে আমি বাহ্য কার্য সকল পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি নিদ্রিত হইলেও রাম আমার নয়ন পথের পথিক হন অমনি বীতনিদ্র হইয়া উপবেশন করি। অতএব অাপনিও রাম চন্দ্রের প্রতি ক্রোধ ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করুন। ১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪। আবহমান রাক্ষস কুল-রক্ষা করুন রামের প্রতি আশ্রয় করিবেন না তাহা হইলে সকলই বিনষ্ট হইবে। আমার হিত বাক্য গ্রহণ করুন। রামচন্দ্র পরমাত্মা তাঁহাতে বিরোধ বুজি করিবেন না, প্রত্যুত ভক্তিভাবে তাঁহাকে ভজনা করুন, তিনি পরম কারুণিক।

আমি মহাশয় নিরাদ মুখে শুনিয়াছি যে, সত্য যুগে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিলে ভগবান্ হরি কহিলেন “তোমার অভিষ্ট কি বল ? আমি তাহা সম্পাদন করিব” ব্রহ্মা কহিলেন “হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! আপনি মনুষ্য শরীর ধারণ পূর্বক দশরথের পুত্ররূপে ধরনীতে অবতীর্ণ হইয়া শীঘ্র আমাদিগের শত্রু রাবণকে বিনাশ করুন। ২৫।২৬।২৭।” অতএব রাম মনুষ্য নহেন সাক্ষাৎ অবিনাশী নারায়ণ—ভুভার হরণ জন্য মায়াদ্বারা মনুষ্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া নির্ভয় চিত্তে বনে আগমন করিয়াছেন। হে তাত ! রামের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন কর ।

রাবণ মারীচের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল “রাম যদি

করিষ্যত্যচিরাদেব সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ।
 অতোহহং যত্নতঃ সীতামানেষ্যাম্যেব রাঘবাৎ ॥৩১
 বধে প্রাপ্তে রণে বীর! প্রাপ্স্যামি পরমং পদম্।
 যদ্বা রামং রণে হত্বা সীতাং প্রাপ্স্যামি নির্ভয়ঃ ॥৩২
 অতোত্তিষ্ঠ মহাভাগ! বিচিত্রমৃগরূপধৃক্।
 রামং সলক্ষণং শীঘ্রমাত্মশ্রমাদতিদ্রুতঃ ॥৩৩
 আক্লব্যা গচ্ছ ত্বং শীঘ্রং সুখং তিষ্ঠ যথা পুরা।
 অতঃ পরং চেদ্যৎকিঞ্চিদ্ভাষসে মদ্বিতীযণম্ ॥৩৪
 হনিষ্যাম্যসিনাহনেন ত্বামত্রৈব ন সংশয়ঃ।
 মারীচস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা স্বাত্মন্যেবানুচিন্তয়ৎ ॥৩৫
 যদি মাং রাঘবো হন্যাতদা মুক্তো ভবাণ্ববাৎ।
 মাং হন্যাদ্যদি চেদুচ্চিন্তদা মে নিরয়ো ধুবম্ ॥৩৬

পরমাত্মা ঈশ্বর হন ও আমাকে বিনাশ করিতে ব্রহ্মা-
 কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুষ্য রূপে সমাগত হইয়া থাকেন, তবে
 অচিরেই আপনার সঙ্কল্প সত্য করিবেন। অতএব আমি
 সময়ে সীতাকে হরণ করিব; পরে রাম সংগ্রামে যদি আমার
 মৃত্যু হয়, তবে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইব—অর্থাৎ মুক্ত হইব।
 অথবা রামকে রণে নিহত করিয়া নির্ভয়ে জানকী লাভ করিব।
 ১২৮।২৯।৩০।৩১।৩২। অতএব হে মহাভাগ! উঠ,
 বিচিত্র মৃগরূপ ধারণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে আশ্রম হইতে
 দূরে লইয়া যাও; অনন্তর পূর্ব কালের ন্যায় সুখে অবস্থান
 কর। ইহার পর যদি আবার ভয়োৎপাদক কোন কথা বল
 তবে এই অসি দ্বারা এই স্থানেই নিঃসন্দেহ তোমাকে বিনাশ
 করিব”।

মারীচ রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা
 করিল—“যদি রামচন্দ্র আমাকে বিনাশ করেন তবে এই
 ভবাণ্ব হইতে মুক্ত হইব। আর যদি রাবণ আমাকে বিনাশ
 করে তাহা হইলে নিশ্চয় আমার নরক হইবে” ৩৩।৩৪।

ইতি নিশ্চিত্য মরণং রামাকুখায় বেগতঃ।
 অত্রবীজাবণং রাজন্! করোম্যাক্ষান্তব প্রভো! ॥৩৭
 ইত্যুক্ত্বা রথমাত্মায় গতৌ রামাশ্রমং প্রাতি।
 শুদ্ধজাম্বুনদপ্রাখ্যো যুগোহভূজৌপ্যবিন্দুকঃ ॥৩৮
 রত্নশৃঙ্খো মণিখুরো নীলরত্নবিলোচনঃ।
 বিদ্যুৎপ্রভো বিমুক্তাস্যো বিচচার বনান্তরে ॥৩৯
 রামাশ্রমপদস্থান্তে সীতাদৃষ্টিপথে চরন্ ॥৪০
 ক্ষণং চ ধাবত্যবতিষ্ঠতে ক্ষণং
 সমীপমাগত্য পুনর্ভয়াবৃতঃ
 এবং স মায়ামৃগবেশরূপধৃক্।
 চচার সীতাং পরিমোহয়ন্ খলঃ ॥৪১

ইতি ত্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 অরণ্যকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

৩৫। ৩৬। এই রূপে রাম হইতে মৃত্যুই উৎকৃষ্ট স্থির করিয়া
 সত্বর গাভ্রোথান পূর্বক কহিল “হে রাজন্! আমি আপনার
 আজ্ঞা সম্পাদন করিব” ইহা বলিয়া রথে আরোহণ পূর্বক
 রামাশ্রমে গমন করিল। পরে মারীচ এক আশ্চর্য্য মৃগরূপ
 ধারণ করিল। ঐ মৃগের বর্ণ স্তবর্ণ সদৃশ, গাত্র রৌপ্য ময়—
 বিন্দুরাজিতে বিরাজিত, শৃঙ্গ রত্নময়, খুর মণিময়, নেত্র নীল
 রত্নরচিত, তাহার প্রভা বিদ্যুৎ সদৃশ, বদন অতীব সুন্দর।
 রামের আশ্রমের নিকট সীতার দৃষ্টিপথে মৃগ রূপ ধারী
 মারীচ কখন ধাবিত হয়, কখন অবস্থান করে; কখন বা
 নিকটে আসিয়া ভীত হয়, এই রূপে সীতাকে বিমোহিত
 করিতে লাগিল। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১।

ইতি ত্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঃধ্যায়ঃ।



অথ রামোহপি তৎসৰ্বং জ্ঞাত্বা রাবণ চেষ্টিতম্।

উবাচ সীতামেকান্তে শূণু জানকি ! মে বচঃ।

রাবণো ভিক্ষুরূপেণ আগমিষ্যতি তেহন্তিকম্।

ভুক্ত ছায়াং ত্বদাকারাং স্থাপয়িত্বোটজৈ বিশ ॥ ২ ॥

অগ্নাবদৃশ্যরূপেণ বর্ষস্তিষ্ঠ মমাজয়া।

রাবণশ্চ বধান্তে মাং পূর্ববৎপ্রাপ্যাসে শুভে ! ॥ ৩ ॥

শ্রুত্বা রামোদিতং বাক্যং সাহপি তত্র তথাহকরোৎ

মায়াসীতাং বহিঃ স্থাপ্য স্বয়মন্তর্দধেহনলে ॥ ৪ ॥

মায়াসীতা তদাপশ্বন্মৃগং মায়াবিনির্মিতম্।

হসন্তী রামমভ্যেত্য প্রোবাচ বিনয়ান্বিতা ॥ ৫ ॥

পশ্য রামমৃগং চিত্রক্কাণকং রত্নভূষিতম্।

বিচিত্রবিন্দুভির্যুক্তঞ্চরন্তমকুতোভয়ম্। ৬ ॥

বন্ধা দেহি মম ক্রীড়ামৃগো ভবতু সুন্দরঃ।

তথেতি ধনুরাদায় গচ্ছন্ লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ৭ ॥

রক্ষ ভ্রমতিযত্নেন সীতাং মৎপ্রাণবল্লভাম্।

মায়িনঃ সন্তি বিপিনে রাক্ষসা ঘোরদর্শনাঃ ॥ ৮ ॥

অতোহত্রাবহিতঃ সান্দ্রীং রক্ষ সীতামনিন্দিতাম্।

লক্ষ্মণো রামমাহেদন্দেবায়ং মৃগরূপধৃক্।

মারীচোহত্র ন সন্দেহ এবংভূতো মৃগঃ কুতঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

যদি মারীচ প্রবায়ং তদা হস্মি ন সংশয়ঃ।

মৃগশ্চৈদানয়িষ্যামি সীতাবিশ্রামহেতবে ॥ ১০ ॥

অনন্তর রামও সেই সকল রাবণের চেষ্টা জানিতে পারিয়া সীতাকে নির্জনে কহিলেন, হে জানকি ! শ্রবণ কর—রাবণ ভিক্ষুরূপে তোমার নিকট আগমন করিবে। তুমি নিজ আকার সদৃশীচ্ছায় কুটীর মধ্যে রক্ষা করিয়া অগ্নিপ্রবেশ পূর্বক আমার আজ্ঞানুসারে এক বর্ষ অদৃশ্য হইয়া বাস কর। আমাকর্তৃক রাবণ নিহত হইলে, পুনর্বার তুমি পূর্ব শরীর প্রাপ্ত হইবে। ১।২।৩। জানকী রাম বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই করিলেন, মায়া সীতা বাহিরে রক্ষা করিয়া আপনি অনলে অন্তর্হিত হইলেন, সেই সময় মায়া সীতা একটি মায়া কল্পিত মৃগ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে রামের নিকট আসিয়া সবিনয়ে কহিলেন। হে রাম ! দেখুন কেমন আশ্চর্য্য রত্নভূষিত কনকময় মৃগ অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেছে। উহার গাত্রে চিত্র বিচিত্র বিন্দু সকল বিরাজ করিতেছে। আপনি ঐ মৃগটী বদ্ধ করিয়া আমাকে

দিন, ঐ সুন্দর মৃগের সহিত আমি ক্রীড়া করিয়। রামচন্দ্র তাহাই স্বীকার করিয়া ধনুর্কাণ গ্রহণ পূর্বক গমন কালে লক্ষ্মণকে কহিলেন, তুমি যত্ন সহকারে আমার প্রাণপ্রিয়া সীতাকে রক্ষা কর, এই কাননে ঘোর দর্শন মায়াবি রাক্ষস সকল আছে, এজন্য এখানে সাবধান হইয়া সান্দ্রী অনিন্দিতা সীতাকে রক্ষা কর। লক্ষ্মণ কহিলেন, দেব ! যাহা দেখিতেছেন ইহা মৃগ নহে, মৃগরূপ ধারী মারীচ ইহাতে সন্দেহ নাই ; রত্নভূষিত কনকময় মৃগের সম্ভাবনা কোথা ? ৪।৫।৬।৭।৮।৯। শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন—এই মৃগ যদি মারীচ হয়, তবে নিঃসংশয় ইহাকে বিনাশ করিব, আর যদি প্রকৃত মৃগ হয়, তবে সীতার

গমিষ্যামি যুগং বদ্ধা হ্যানরিষ্যামি সত্ত্বরঃ ।
 ত্বং প্রযত্নেন সন্তীৰ্ণ সীতাসংরক্ষণোচ্ছতঃ ॥ ১১ ॥
 ইত্যুক্তা প্রযযৌ রামো মারামৃগমনুচ্ছতঃ ।
 মায়া যদাশ্রয়া লোকমোহিনী জগদাকৃতিঃ ॥ ১২ ॥
 নির্জিকারশ্চিদাঙ্গাপি পূর্ণোহপি মৃগমনুগাৎ ।
 ভক্তান্নকল্পী ভগবানিতি সত্যং বচো হরিঃ ॥ ১৩ ॥
 কর্ত্বুং সীতাপ্রিয়ার্থায় জ্ঞানমপি যুগং যযৌ ।
 অন্যথা পূর্ণকামস্ত রামস্য বিদিতাঙ্গনঃ ॥ ১৪ ॥
 মৃগেণ বা স্ত্রিয়া বাপি কিং কার্য্যং পরমাঙ্গনঃ ।
 কদাচিদ্দৃশ্যতেহত্যাশে ক্ষণং ধাবতি লীয়তে ॥ ১৫ ॥
 দৃশ্যতে চ ততো দূরাদেবং রামমপাহরৎ ।
 ততো রামোহপি বিজ্ঞায় রাক্ষসোহয়মিতি স্কটম্

বিব্যাধ শরমাদায় রাক্ষসং মৃগকপিণম্ ।
 পপাত রুধিরাক্তাস্যো মারীচঃ পূৰ্ব্বকপধূক্ ॥ ১৭ ॥
 হা হতোহস্মি মহাবাহো! ত্রাহি লক্ষ্মণ! মাং ক্রতম্
 ইত্যুক্তা রামবদ্বাচা পপাত রুধিরাক্তশনঃ ॥ ১৮ ॥
 যন্মামাক্ষোহপি মরণে স্মৃতা তৎসাম্যমাপ্নুয়াৎ ।
 কিমুতাগ্রে হরিং পশ্যন্ তেনৈব নিহতোহস্মুরঃ ॥ ১৯ ॥
 তদেহাদুশ্লিষিতং তেজঃ সৰ্বলোকস্য পশ্যতঃ ।
 রামমেবাশিষ্যদেবা বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ২০ ॥
 কিং কৰ্ম্ম কৃত্বা কিং প্রাপ্তঃ পাতকী মুনিহিংসকঃ ? ।
 অথবা রাঘবস্তায়ং মহিমা নাত্ত সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
 রামবাণেন সংবিদ্ধঃ পূৰ্ব্বং রামমনুস্মরন্ ।
 ভয়াৎ সৰ্বং পরিত্যজ্য গৃহবিস্তাদিকং চ যৎ ॥ ২২ ॥

কৌড়ার নিমিত্ত আনয়ন করিব। আমি সত্ত্বর গমন পূৰ্ব্বক
 মৃগকে বদ্ধ করিয়া আনয়ন করিব, তুমি সযত্নে সীতারক্ষণে
 বদ্ধপরিকর হইয়া অবস্থান কর। রামচন্দ্র ইহা বলিয়া মৃগের
 পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। লোক বিমোহিনী জগৎ
 রূপে পরিণতা মায়া যাহার আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছেন, সেই
 নির্জিকার, জ্ঞানময়, পূর্ণব্রহ্ম হরিণের পশ্চাৎ গমন করিলেন,
 ইহাতে “ভগবান্ হরি যে ভক্তবৎসল” এই কথা সপ্রমাণ হই-
 তেছে, যেহেতু “ইহা মৃগ নহে মারীচ” জানিয়াও যেন সীতার
 প্রিয়সাধন জন্যই মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তাহা না
 হইলে পূৰ্ণমনোরথ আশ্রিতস্ত বিশারদ পরমাঙ্গা রামচন্দ্রের
 মৃগে বা স্ত্রীতে কি প্রয়োজন? অনন্তর মায়ামৃগ কখন
 রামের নিকটে বিচরণ করে, কখন ধাবিত হয়, কখন দৃষ্টিপথের
 অতীত হয়, কখন বা দূর হইতে লক্ষিত হয়, এই রূপে রাম
 চন্দ্রকে বহু দূর আকর্ষণ করিল। অনন্তর রামও “এ নিশ্চয়
 রাক্ষস” জানিয়া শরগ্রহণ পূৰ্ব্বক মৃগরূপী রাক্ষসকে বিদ্ধ

করিলেন। তখন মারীচ মৃগরূপ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক পূৰ্ব্বরূপ
 ধারণ করিয়া পতিত হইল। ১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।
 তাহার মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল; অনন্তর
 মারীচ জীরামের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে “হা হতোহস্মি! হে মহা-
 বাহো লক্ষ্মণ! আমাকে শীঘ্র রক্ষা কর” এই কথা বলিয়া মৃত
 হইল। ১৮। অপণ্ডিত ব্যক্তিও মরণ সময় রামনাম স্মরণ
 করিলে রামের সাম্য প্রাপ্ত হয়। মারীচ রামচন্দ্রকে দেখিতে
 দেখিতে তাহার বাণে নিহত হইয়া যে সাজুয়া প্রাপ্ত হইরাছে
 তাহাতে সন্দেহ নাই। অনন্তর মারীচের দেহ হইতে একটা
 তেজঃ উদ্ভূত হইয়া রাম শরীরে প্রবেশ করিল। দেবগণ
 এইরূপ ব্যাপার দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন, মুনিহিংসক
 পাপী কি কার্য্য করিয়া কি পদ প্রাপ্ত হইল, অথবা রামচন্দ্রের
 মহিমাই এইরূপ ইহাতে সংশয় নাই। মারীচ পূৰ্ব্বে রামবাণে
 বিদ্ধ হইয়া ভয়ে গৃহ বিতাড়িত সমস্ত পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক সৰ্বদা
 জ্বরে রামকে ধ্যান করিতে করিতে বিধূত পাপী হইয়াছিল,

হৃদি রামং সদা ধ্যায়া নিধু তাশেষকল্মষঃ !

অন্তে রামেণ নিহতঃ পশ্যান্ রামমবাপ সঃ ॥২৩॥

দ্বিজো বা রাক্ষসো বাপি পাপী বা ধার্মিকোহপি বা

তাজন্ কলেবরং রামং স্মৃত্বা যাতি পরং পদম্ ॥২৪॥

ইতি তেহন্যোন্যমাত্মন্য ততো দেবা দিবং যযুঃ

রামশুচিন্তয়ামাস ত্রিয়মাণোহসুস্বরাধমঃ ॥ ২৫ ॥

হা লক্ষ্মণেতি মদ্বাক্যমনুকুর্বন্মমার কিম্ ? ।

শ্রুত্বা মদ্বাক্যমদৃশং বাক্যং সীতাহপি কিং ভবেৎ ?

ইতি চিন্তাপরীতান্না রামো দূরান্যবর্তত ।

সীতা তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা মারীচস্ত দুরাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥

সুতরাং অন্তিমকালে রাম কর্তৃক নিহত হইয়া রামরূপ দেখিতে দেখিতে রামের সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হউক, রাক্ষস হউক, পাপী হউক, বা ধার্মিক হউক, রাম নাম শ্রবণ পূর্বক শরীর ভাগ করিলে অবশ্যই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

দেবগণ এইরূপ পরস্পর কথোপকথন করিয়া স্বর্গ গমন করিলেন। রাক্ষসাধর মারীচ মৃত্যুকালে “হা লক্ষ্মণ” এই প্রকার আমার বাক্যের অনুকরণ কেন করিল, জানকী আমার স্বর সদৃশ এইরূপ স্বকণ স্বর শ্রবণ করিয়া কতই উদ্ভীর্ণ হইবেন, রাম এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এদিকে সীতা দুরাত্মা মারীচের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীতা ও হুঃখিতা হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন—হে লক্ষ্মণ! শীঘ্র গমন কর? তোমার ভ্রাতা রাক্ষস কর্তৃক পীড়িত হইয়াছেন, তাঁহার “হা লক্ষ্মণ” এই বাক্য শ্রবণ করিতেছ না? লক্ষ্মণ কহিলেন, দেবি! উহা কখনই রামের বাক্য নহে, কোন রাক্ষস ত্রিয়মাণ হইয়া ঐ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। যে রাম ক্রুদ্ধ হইলে ক্ষণকাল মধ্যে ত্রৈলোক্য বিনাশ করিতে সক্ষম, সেই দেব পূজিত রামচন্দ্র দীন বাক্য কেন বলিবেন? সীতা লক্ষ্মণের

ভীতাতিদুঃখসংবিধা লক্ষ্মণং ত্বিদমব্রবীৎ ।

গচ্ছ লক্ষ্মণ ! বেগেন ভ্রাতা তেহসুরপীড়িতঃ ॥ ২৮

হা লক্ষ্মণেতি বচনং ভ্রাতুষ্টে ন শৃণোষি কিম্ ? ।

তামাহ লক্ষ্মণো দেবি ! রামবাক্যং ন তদ্ভবেৎ ॥২৯

যঃ কশ্চিদ্রাক্ষসো দেবি ! ত্রিয়মাণোহব্রবীদ্বচঃ ।

রামস্ত্রৈলোক্যমপি যঃ ক্রুদ্ধো নাশয়তি ক্ষণাৎ ॥ ৩০

স কথং দীনবচনং ভাষতেহমরপূজিতঃ ।

ক্রুদ্ধা লক্ষ্মণমালোক্য সীতা বাস্পবিলোচনা ॥ ৩১

প্রাহ লক্ষ্মণ ! দুর্বুদ্ধে ভ্রাতুর্ব্যগনমিচ্ছসি ।

প্রেষিতো ভরতেনৈব রামনাশাভিকাঙ্ক্ষিণা ॥ ৩২ ॥

মাম্নেতুমাগতোহসি ত্বং রামনাশ উপস্থিতে ।

ন প্রাপ্যসে ত্বং মামস্ত পশ্য প্রাণাংস্ত্যজ্যামাহম্ ॥ ৩৩

ন জানাতীদৃশং রামো ত্বাং ভার্য্যাহরণোদ্যতম্ ।

রামাদন্যং নস্পৃশামি ত্বাং বা ভরতমেব বা ৩৪ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার নয়ন যুগল বাস্প জলে সমাকীর্ণ হইল—কহিলেন, রে দুর্বুদ্ধ লক্ষ্মণ! তুমি ভ্রাতার বিপৎ কামনা করিতেছ, ভরত রাজ্য লোভে রামের বিনাশ কামনা করিয়া রামকে বনে পাঠাইয়াছে, তুমি কি জীরামের বিনাশানন্তর আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য বনে আসিয়াছ? কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, রাম বিপন্ন হইলে কখনই তুমি আমাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না—এই দেখ, এখন আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। তুমি যে তাঁহার ভার্য্যাপহারী রাম, ইহা অবগত নহেন। তুমি ইহাও জানিবে যে আমি রামি ভিন্ন তোমাকে বা ভরতকে স্পর্শও করিব না; ইহা কহিয়া স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা বক্ষস্তাড়ন পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ইহা

ইত্যুক্তা বধামানী সা স্ববাহুভ্যাং কুরোদ হ ।
 তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ কর্ণে পিধায়াতীব দুঃখিতঃ ॥ ৩৫
 মামেবং ভাষসে চণ্ডি ! ধিক্ ত্বাং নাশমুতেষ্যসি ।
 ইত্যুক্তা বনদেবীভ্যাঃ সমর্প্য জনকান্নজাম্ ॥ ৩৬ ॥
 যযৌ দুঃখাতিসংবিম্বো রামমেব শনৈঃ শনৈঃ ।
 ততোহিস্তরং সমালোক্য রাবণো ভিক্ষুবেশধৃক্ ॥ ৩৭
 সীতা সমীপমগমৎ ক্ষুরদণ্ডকমণ্ডলুঃ ।
 সীতা তমবলোক্যাস্তু নত্বা সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥
 কন্দমূলফলাদীনি দত্ত্বা স্বাগতমব্রবীৎ ।
 মুনে ! ভুংক্ষু ফলাদীনি বিশ্রামস্ব যথা সুখম্ ॥ ৩৯ ॥
 ইদানীমেব ভর্তা মে হ্যাগমিষ্যতি তে প্রিয়ম্ ।
 করিমাতি বিশেষেণ তিষ্ঠ ত্বং যদি রোচতে ॥ ৪০ ॥

এবণ করিয়া হস্ত দ্বারা কর্ণধর আচ্ছাদন পূর্বক দুঃখিত চিত্তে
 কহিলেন—হে কোপনে ! তুমি আমাকে এইরূপ দুর্ভাগ্য
 বলিতেছ তোমাকে ধিক, বোধকরি তোমার ঐদৃশ বুদ্ধিভ্রংশ
 কোন অনিষ্ট পাতের হেতু হইবে। এই কথা বলিয়া বম
 দেবভাগ্যের নিকট সীতাকে সমর্পণ করিয়া অতিশয় দুঃখিতা-
 য়ঃকরণে অগ্নে অগ্নে রাম সন্নিধান গমন করিলেন। ইত্যবসরে
 রাবণ দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ পূর্বক ভিক্ষুবেশে সীতার নিকট
 উপস্থিত হইলেন। সীতা ভিক্ষুককে সমাগত দেখিয়া ভক্তি-
 ভাবে প্রণাম ও পূজা করিয়া কন্দমূল ফলাদি প্রদানসত্তর স্বাগত
 জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কহিলেন—হে মুনে ! আপনি এই
 ফলাদি ভোজন করিলেন ও যদি ইচ্ছা হয় তবে এই স্থানে
 সুখে বিশ্রাম করুন, শীঘ্রই আমার স্বামী আগমন পূর্বক
 আপনার বিশেষ প্রিয় সম্পাদন করিবেন এক্ষণে যদ্যপি
 আপনার অভিক্চি হয় তবে এই স্থানে অবস্থান করুন ৩৪।
 ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ভিক্ষুক কহিলেন। হে

ভিক্ষুরূবাচ ।

কা ত্বং কমলপত্রাক্ষি ! কো বা ভর্তা তবানঘে ! ।
 কিমর্থমত্র তে বাসো বনে রাক্ষসসেবিতো ? ॥ ৪১ ॥
 ক্রুহি তদ্রে ততঃ সর্বং স্বরূপান্তং নিবেদয় ।

সীতোবাচ ।

অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথো মহান্ ।
 তস্মৈ জ্যেষ্ঠঃ সূতো রামঃ সর্বলক্ষণলক্ষিতঃ ॥ ৪২ ॥
 তস্মাহং ধর্মতঃ পত্নী সীতা জনকমন্দিনী ।
 তস্মৈ ভ্রাতা কনীয়াংশ্চ লক্ষ্মণো ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥ ৪২ ॥
 পিতুরাজ্যং পুরস্কৃত্য দণ্ডকে বস্ত্রমাগতঃ ।
 চতুর্দশমাস্ত্বাং তু স্মাতুমিচ্ছামি মে বদ ॥ ৪৪ ॥

ভিক্ষুরূবাচ ।

পৌলস্ত্যতনয়োরহং তু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।

ত্বৎকামপরিতপ্তোরহং ত্বাং নেতুং পুরমাগতঃ ॥ ৪৫

কমল পত্রাক্ষি ! তুমি কে ? তোমার ভর্তাই বা কে ? হে
 অনঘে ! কি জন্য তোমরা এই রাক্ষস সঙ্কুল কাননে বাস
 করিতেছ। হে ভদ্রে ! এই সকল আশ্রয় রূপান্তর সন্নিহিত
 বর্ণন কর। সীতা কহিলেন। আমি অযোধ্যাধিপতি শ্রীমান্
 মহারাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্বলক্ষণাকর রামচন্দ্রের সহ-
 যগিনী—জনক রাজ্য হুহিতা—নাম সীতা, আমার সহিত রাম-
 চন্দ্র ও ভ্রাতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ পিতার আজ্ঞায় দণ্ডকারণে
 চতুর্দশ বৎসর বাস করিতে আসিয়াছেন। আপনি কে ?
 জানিতে আমার অতিমাত্র ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আপনার
 পরিচয় প্রদান করুন। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪।

ভিক্ষুক কহিলেন। আমি পৌলস্ত্য তনয় রাক্ষসেশ্বর
 রাবণ—তোমার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তোমাকে স্বনগরে

মুনিবেশেণ রামেণ কিং করিষ্যসি মাং ভজ ।

ভুংক্ ভোগান্ময়া সাক্ষিং ত্যজ ছুঃখং বনোদ্ববম্ ৪৬

শ্রুত্বা তদ্বচনং সীতা ভীতা কিঞ্চিদুবাচ তম্ ।

যদ্যেবং ভাষসে মাং ত্বং নাশমেয্যসি রাঘবাৎ ॥৪৭

আগমিষ্যতি রামোহপি ক্ষণং তিষ্ঠ সহানুজঃ ।

মাং কো ধৰ্ম্ময়িতুং শক্তো হরেভার্য্যাং শশো যথা ।

রামবাণৈর্বিভিন্নস্ত্বং পতিব্যসি মহীতলে ।

ইতি সীতাবচঃ শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥৪৮॥

স্বরূপং দর্শয়ামাস মহাপর্বতসন্নিভম্ ।

দশাস্ত্রং বিংশতিভুজং কালমেঘসমদ্যুতি ॥ ৫০ ॥

তদৃষ্ট্বা বনদেব্যশ্চ ভূতানি চ বিতত্রস্থঃ ।

ততো বিদার্য্যধরণীং নৈধরুদ্রত্যবাজ্জভিঃ ॥ ৫১ ॥

তোলয়িত্বা রথে ক্ষিপ্ত্বা যযা ক্ষিপ্তং বিহারসাম্ ।

হা রাম ! হা লক্ষ্মণেতি রুদন্তী জনকান্নজা ॥ ৫২ ॥

ভয়োদ্বিগ্নমনা দীনা পশ্যন্তী ভুবমেব স্যাম্ ।

শ্রুত্বা তৎক্রন্দিতং দীনং সীতায়্যঃ পক্ষিসত্তমঃ ॥৫৩

জটায়ুরুশ্বিতঃ শীত্ৰং নগাগ্রাভীক্লতুগুণকঃ ।

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতঃ তং প্রাহ কো গচ্ছতঃ মমাগ্রতঃ ॥৫৪

মুষিতা লোকনাথশ্চ ভার্য্যাং শূন্যাদ্বনালয়াৎ ।

শুনকো মস্ত্রপুতং ত্বং পুরোডাশমিবাধরে ॥ ৫৫ ॥

ইতু্যুক্ত্বা তীক্লতুগুণে ন চূর্ণয়ামাস তদ্রথম্ ! ।

বাহান্ বিভেদ পাদাভ্যাং চূর্ণয়ামাস তদ্বস্থঃ ॥ ৫৬ ॥

ততঃ সীতাং পরিত্যজ্য রাবণঃ খড়্গমাদদে ।

চিচ্ছেদ পক্ষৌ সামৰ্ঘ্যঃ পক্ষিরাজশ্চ ধীমতঃ ॥ ৫৭ ॥

লইবার জনা আসিয়াছি। মুনিবেশধারী রাম তোমার কি করিবে? তুমি আমাকে ভজনা করিয়া আমার সহিত স্থখ ভোগ কর। বনবাস নিতান্ত ক্লেশকর অতএব তাহা পরিত্যাগ কর। সীতা তিক্কুর বাক্য শুনিয়া অভিশয় ভীতা হইলেন এবং কহিলেন তুমি যখন আমাকে এইরূপ কুবাক্য কহিতেছ তখন রাম তোমাকে অবশ্যই বিনাশ করিবেন। তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, রাম লক্ষ্মণের সহিত সত্ত্বর আগমন করিবেন। তুমি মনে করিও না যে আমার প্রতি বল প্রকাশ করিবে। সিংহের ভার্য্যার প্রতি সামান্য পশু কখনই অত্যাচার করিতে সক্ষম হয় না। তুমি রাম বাণে বিভিন্ন হইয়া মহীতলে পতিত হইবে। রাবণ সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইল, এবং শৈলসদৃশ সমুন্নত দশ বদন ও বিংশতি বাহু শোভিত কালমেঘ সদৃশ কাস্তিযুক্ত স্বীয় দেহ সীতাকে দেখাইল ১৪৫।৪৬।৪৭।৪৮। ৪৯। ৫০। রাবণের সেই করাল মূর্তি দেখিয়া বন দেবতা ও বনস্থ প্রাণি সকল

সন্ত্রস্ত হইল। ভয়ানক মূর্তি রাবণ নথ দ্বারা ধরণী বিদীর্ণ করিয়া (সীতা ভূমিতে থাকিলে কাহার সাধ্য যে তাঁহাকে উত্তোলন করে।) সীতাকে বাহু দ্বারা উত্তোলন পূর্বক রথে নিক্ষেপ করিয়া শীত্ৰ গগনমার্গে গমন করিতে আরম্ভ করিল। জনক কুমারী সীতা ভয়ে একান্ত অধীরা ও দীনা হইয়া পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সীতার হৃদয় বিদারক ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া পর্বত হইতে তীক্লতুও পক্ষীস্র জটায়ু শীত্ৰ উপস্থিত হইলেন—অরে পামর! থাক, থাক, আমার সম্মুখে শূন্য বন হইতে রামচন্দ্রের ভার্য্যা অপহরণ করিয়া কে গমন করিতে পারে? কুকুর কি কখন মস্ত্রপুত যজ্ঞীয় পুরোডাশ ভোজন করিতে সক্ষম হয়—এই বলিয়া তীক্ল চক্ষু দ্বারা রাবণের রথ চূর্ণ করিল এবং চরণ প্রহারে অশ্ব ও ধনু বিভিন্ন করিয়া দিল। তখন রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে পরিত্যাগ পূর্বক খজা দ্বারা জটায়ুর পক্ষহর হেদন

পপাত কিঞ্চিচ্ছেষেণ প্রাণেন ভূবি পক্ষিরাট্ ।
 পুনরন্যরথেনাশু সীতামাদায় রাবণঃ ॥ ৫৮ ॥
 ক্রোশন্তী রামরামেতি ত্রাতারং নাধিগচ্ছতী ।
 হা রাম ! হা জগন্নাথ ! মাং ন পশ্যসি দুঃখিতাম্ ?
 রক্ষসা নীয়মানাং স্বাং ভার্য্যাং মোচয় রাঘব ! ।
 হা লক্ষ্মণ মহাত্মা ! ত্রাহি মামপরাধিনীম্ ॥ ৬০ ॥
 বাক্ষশ্রেণ হতস্ত্বং মে হন্তুমহঁসি দেবর ! ।
 ইত্যেবং ক্রোশমানাং তাং রামাগমনশঙ্কয়া ॥ ৬১ ॥
 জগাম বায়ুবেগেন সীতামাদায় সত্বরঃ ।
 বিহায়স্য নীয়মানা সীতা পশ্চদধোমুখী ॥ ৬২ ॥

পৰ্বতাগ্রস্থিতান্ পঞ্চ বানরান্ বারিজাননা ।
 উত্তরীয়ার্দ্ধখণ্ডেন বিমুচ্যাত্তরণাদিকম্ ॥ ৬৩ ॥
 বহু চিক্ষেপ রামায় কথয়ন্ত্বিত্তি পৰ্বতে ।
 ততঃ সমুদ্রমূলজ্বা লক্ষাং গড়া স রাবণঃ ॥ ৬৪ ॥
 স্বাস্তঃপুরে রহন্তে তামশোকবিপিনেহক্ষিপৎ ।
 রাক্ষসীতিঃ পরিত্রতাং মাতৃবুদ্ধ্যানুপালয়ৎ ॥ ৬৫ ॥
 ক্রুশাতিদীনা পরিকর্ম্মবর্জিতা
 দুঃখেন শুষাদ্ধদনাতিবিহ্বলা ।
 হা রাম ! রামেতি বিলপ্যমানা
 সীতা স্থিতা রাক্ষসসুন্দমধ্যে ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 অরণ্যকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

করিয়া দিল । পক্ষীজ্ঞ আহত হইয়া পতিত হইলেন, কিন্তু
 তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইল না । রাবণ সীতাকে লইয়া অন্য
 রথে আরোহণ পূর্বক গমন করিতে লাগিল । ৫১ । ৫২ । ৫৩।
 ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ ।

সীতা “রাম রাম” বলিয়া বারম্বার রোদন করিতে
 লাগিলেন । কিন্তু সে সময় তিনি কাহাকে রক্ষক দেখিলেন
 না । হা রাম ! হা জগন্নাথ ! আমি নিতান্ত দুঃখকর
 অবস্থায় পতিত হইয়াছি, আপনি কিছুই দেখিতে পাইতে-
 ছেন না ; আপনার ভার্য্যাকে রাক্ষস হরণ করিতেছে,
 শীত্র মোচন করুন, হা লক্ষ্মণ মহাত্মা ! আমাকে মোচন
 কর, আমি তোমাকে বাক্ষশ্রেণে বিদ্ধ করিয়াছি, হে দেবর !
 তুমি তাহা ক্ষমা কর । সীতা এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ
 করিতে লাগিলেন । রাবণ শ্রীরামের আগমনাশঙ্কায় সীতাকে
 গ্রহণ করিয়া অতি সত্বর বায়ুবেগে আকাশ মার্গে গমন করিতে
 লাগিল । পশ্চমুখী জানকী অধোমুখী হইয়া দেখিলেন একটা

পৰ্বতের অগ্রদেশে পাঁচটা বানর অবস্থান করিতেছে । সীতা
 অঙ্গ হইতে আভরণ উন্মোচন করিয়া স্বীয় উত্তরীয়ার্দ্ধে বদ্ধ
 করিয়া “রামকে আমার বৃত্তান্ত বলিও” এই অভিপ্রায়ে
 পৰ্বতোপরি তাহা নিক্ষেপ করিলেন ।

অনন্তর রাবণ সমুদ্র উল্লঙ্ঘন পূর্বক লক্ষ্য গমন করিয়া স্বীয়
 অন্তঃপুরবর্তী নির্জন অশোক কাননে সীতাকে রক্ষা করিল ।
 এবং রাক্ষসীগণকে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া মাতৃ-
 ভাবে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিল । সীতা রাক্ষস
 সমূহ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তিনি নিতান্ত ক্রুশা
 ও দীন ভাবাপন্ন হইলেন । শরীর সংস্কারাদিতে তাঁহার
 আস্থা ছিলনা । দুঃখে বদন মণ্ডল বিণ্ডক হইতে লাগিল, ভয়ে
 বিহ্বল হইলেন, সর্বদা “হা রাম ! হা রাম ! বলিয়া বিলাপ
 করিতে লাগিলেন । ৫৯ । ৬০ । ৬১ । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায় রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 অরণ্যকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ

রামো মায়াবিনং হত্বা রাক্ষসং কামরূপিনম্ ।
 প্রতপ্তে স্বাশ্রমং গন্তুং ততো দূরাদ্দর্শ তম্ ॥ ১ ॥
 আয়াতং লক্ষণং দীনং মুখেন পরিশ্রুত্বা ।
 রাঘবশ্চিন্তয়ামাস স্বান্নন্যেব মহামতিঃ ॥ ২ ॥
 লক্ষণস্তত্র জানাতি মায়াসীতাং ময়া কৃতাম্ ।
 জ্ঞাতাপ্যেবং বঞ্চয়িত্বা শোচামি প্রাকৃতো যথা ॥ ৩ ॥
 যত্নহং বিরতো ভূত্বা ভূষীং স্থাস্থামি মন্দিরে ।
 তদা রাক্ষসকোটীনাং বধোপায়ঃ কথং ভবেৎ ? ॥
 যদি শোচামি তাং দুঃখসন্তপ্তঃ কামুকো যথা ? ।
 তদা ক্রমেণানুচিন্ত্য সীতাং বাস্তুহস্তরালয়ম্ ।
 রাবণং সকুলং হত্বা সীতামগ্নৌ স্থিতাং পুনঃ ॥ ৫ ॥

মহামতি শ্রীরামচন্দ্র কামরূপী মায়াবী রাক্ষসকে বিনাশ
 করিয়া আশ্রমভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন। এমন সময়ে
 মলিন বদন ও দুঃখিতাস্তঃকরণ লক্ষণকে দূর হইতে পৃথিমধ্যে
 অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১।২।
 আমি মায়া সীতাকে পর্ণশালায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছি
 তাহাতে রাক্ষসাদি কর্তৃক প্রকৃত সীতার কোন বিষয় হইবার
 সম্ভাবনা নাই, কিন্তু লক্ষণ এই সকল ঘটনা কিছুই জানেন না।
 আমি ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান সকল ঘটনা জানিয়াও
 লক্ষণের নিকট প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় প্রবঞ্চনা করিয়া শোক
 প্রকাশ করি। যদি উপস্থিত সময় সীতার নিমিত্ত শোক
 প্রকাশ না করিয়া (মর্মানী হইয়া) আশ্রমে বাস করি তাহা
 হইলে আর অন্য কোন ছলে কোটি রাক্ষস কুল বিনাশ করিবা
 । ৩।৪। যদি এ সময় হইতে কামুক পুরুষের ত্রায় দুঃখ সন্তপ্ত

ময়েব স্থাপিতাং নীত্বা যাতাহযোধায়মতন্দ্রিতঃ ।
 অহং মনুষ্যতাবেন জাতোহস্মি ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥ ৬ ॥
 মনুষ্যতাবমাপন্নঃ কিঞ্চিংকালং বসামি কো ।
 ততো মায়ামনুষ্যস্য চরিতং মেহনুশৃণুতাম্ ॥ ৭ ॥
 মুক্তিঃ শ্বাদপ্রাসেন ভক্তিমার্গানুবর্তিনাম্ ।
 নিশ্চিত্যেবং তদা দৃষ্ট্বা লক্ষণং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥
 কিমর্থমাগতোহসি ত্বং সীতাং ত্যক্ত্বা মম প্রিয়াম্ ।
 নীতা বা ভক্তিতা বাপি রাক্ষসৈর্জনকায়জা ॥ ৯ ॥
 লক্ষণঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ সীতায়্য দুর্ব্বচো রুদন ।
 হা ! লক্ষণেতি বচনং রাক্ষসোক্তং শ্রুতং তয়া ॥ ১০ ॥

হইয়া শোক করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে ক্রমশঃ সীতার
 অনুসন্ধান ছলে রাক্ষসালয়ে গমন করিতে পারিব। লক্ষণ
 গমন করিবা মাত্র রাবণকে সবংশে নষ্ট করিয়া আমারই
 আজ্ঞানুসারে অগ্নি প্রবিষ্টা প্রকৃত সীতাকে পুনর্ব্বার অগ্নি
 হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রতিগমন করিব। আমি
 ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে মনুষ্য ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অত-
 এব পৃথিবীতে মনুষ্য ভাব প্রকাশ করিয়া কিছু কাল বাস
 করিব। এই জগতে আমার মনুষ্য চরিত প্রকাশিত হইলে
 যাহারা ভক্তিমার্গানুসারী হইয়া উহা শ্রবণ করিবে, তাহাদিগের
 অনায়াসে মুক্তি লাভ হইবে। শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে এইরূপ
 নিশ্চয় করিয়া সমীপাগত লক্ষণকে কহিলেন। ৫। ৬। ৭। ৮।

হে লক্ষণ! তুমি আমার প্রিয়তমা জানকীকে পরিত্যাগ
 করিয়া কি হেতু আগমন করিলে? হে ভ্রাতঃ! এতক্ষণে রাক্ষসেরা
 জনকনন্দিনীকে হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে। ৯। অনন্তর লক্ষণ

ভৃকাক্যসদৃশং শ্রুত্বা মাং গচ্ছেতি ভরাত্রবীৎ । ইতি চিন্তাপরো রামঃ স্বাশ্রমং ত্বরিতো যযৌ ।
 রুদন্তী সা ময়া প্রোক্তা দেবি ! রাক্ষসভাবিতম্ । তত্রাদৃষ্টা জনকজ্ঞাং বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ১৫ ॥
 নেদং রামস্য বচনং স্মৃতা ভব শুচিস্মিতে ! ॥ ১১ ॥ হা প্রিয়ে ! ক গতাসি ত্বং ? নাসি পূর্ববদাশ্রমে ।
 ইত্যেবং সান্ত্বিতা সান্বী ময়া প্রোবাচ মাং পুনঃ । অথ বা মদ্বিমোহার্থং লীলয়া ক বিলীয়সে ? ॥ ১৬ ॥
 যদুক্তং দুর্বচো রাম ! ন বাচ্যং পুরতস্তব ॥ ১২ ॥ ইত্যাদিন্বন্বনং সর্বং নাপশ্যং জানকীং তদা ।
 কর্ণৌ পিধায় নির্গত্য যাতোহহং ত্বাং সমীক্ষিতুম্ । বনদেব্যঃ কুতঃ সীতাং ক্রবন্তু মম বল্লভাম্ ॥ ১৭ ॥
 রামস্ত লক্ষ্মণং প্রাহ তথাপানুচিৎ কৃতম্ ॥ ১৩ ॥ মৃগাশ্চ পক্ষিণো বৃক্ষা ! দর্শয়ন্তু মম প্রিয়াম্ ।
 তয়া স্ত্রীভাবিতং সত্যং কুত্বা তাস্ত্রা শুভাননাম্ । ইত্যেবং বিলপন্নেব রামঃ সীতাং ন কুত্রচিৎ ॥ ১৮ ॥
 নীতা বা ভক্ষিতা বাপি রাক্ষসৈর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

কৃতাজলি হইয়া রোদন করিতে করিতে জানকীর দুর্ভাগ্য সকল শ্রীরামের নিকট কহিতে লাগিলেন। হে রাম! জনক-
 নন্দিনী সীতা “হা লক্ষ্মণ!” এ প্রকার আপনার বাক্য সদৃশ
 রাক্ষসের কপট বাক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে করিতে
 আমাকে কহিলেন “লক্ষ্মণ তুমি শীঘ্র অগ্নিপুত্রের নিকট গমন
 করিয়া উপস্থিত বিপদের প্রতিকার কর।” অনন্তর আমি
 অর্ঘ্যা জানকীকে কহিলাম,—“দেবি! আপনি বাহ্য শ্রবণ
 করিলেন উহা কখনই শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য নহে, সেই মায়ামৃগ-
 ণপন্থারী কপটী রাক্ষসধর্মের বাক্য, হে শুচিস্মিতে! ঐধর্যাবলম্বন
 সকল কোন চিন্তা করিবেন না” ॥ ১০। ১১। আমি এই রূপে
 দেবীকে বহুতর শাস্তনা করিলাম, সান্বী জনকনন্দিনী আমার
 বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া আমাকে যে সকল দুর্ভাগ্য বলিয়া-
 ছেন তাহা আপনার অগ্রে বলিতে পারি না। ১২। হে দেব!
 আমি সেই সময় হস্ত যুগল দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্বক পর্ণ-
 শালা হইতে নির্গত হইয়া আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি
 শ্রীরাম কহিলেন, ভ্রাতঃ! অতিশয় অলুচিত কার্য করিয়াছ।
 ১৩। যেহেতু স্ত্রী জন্মের বাক্য সত্য জ্ঞান করিয়া সেই
 শুভাননা জানকীকে পরিত্যাগ পূর্বক এস্থানে আসিয়াছ,
 নিশ্চয়ই সীতাকে রাক্ষসেরা গ্রহণ বা ভক্ষণ করিয়াছে। ১৪।

শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকার চিন্তাকুল হইয়া অতি সহর আশ্রমে
 গমনানন্তর সীতাকে সেখানে অবলোকন না করিয়া অতি
 দুঃখিতান্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫। হা প্রিয়ে,
 তুমি কোথায় গমন করিয়াছ। পূর্ববৎ তোমাকে আশ্রমে দেখিতে
 পাইতেছি না। হে প্রিয়ে! তুমি কি আমাকে মুগ্ধ করিবার জন্য
 লীলাচ্ছলে কোন স্থানে লুকাইয়া হইয়াছ? ॥ ১৬। অনন্তর
 শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত বন মধ্যে জানকীকে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু
 কোন স্থানে দেখিতে না পাইয়া—বনদেবতা ও বনবাসি প্রাণি
 সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে বনদেবগণ! হে
 মৃগগণ! হে পক্ষিগণ! হে তরু সকল! আমার প্রাণ বল্লভা
 জানকী কোন্ স্থানে আছেন তোমরা আমাকে অবলোকন
 কর। সর্বজ্ঞ শ্রীরাম এই প্রকার বহুতর বিলাপ করিতে
 করিতে নানা স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সীতা
 কোন্ স্থানে আছেন ইহা সর্ব প্রকারে জানিয়াও জানিলেন
 না। শ্রীরামচন্দ্র আনন্দময় হইয়াও শোক করিতে লাগিলেন।
 এবং অচল (অর্থাৎ ঐধর্যাবলম্বী) শ্লেষ অর্থ, চলৎশক্তি রহিত
 হইয়াও নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।
 এবং নির্গম নিরহঙ্কার পূর্ণানন্দ স্বরূপ হইয়াও আমার সীতা
 কোথায়? ইহা বলিয়া অতি দুঃখ সহকারে বিলাপ করিতে

সর্বজ্ঞঃ সর্বথা কাপি নাপশ্যদ্রঘুনন্দনঃ
 আনন্দোহ্যপ্যম্বশোচতাং অচলোহ্যপ্যমুধাবতি ॥ ১৯
 নির্মমো নিরহঙ্কারোহ্যপাখণ্ডানন্দরূপবান্ ।
 মম জায়েতি সীতেতি বিললাপাতিভুঃখিতঃ ॥ ২০
 এবং মায়ামনুচরমসক্তোহপি রঘুন্তমঃ ।
 আসক্ত ইব মুঢ়ানাং ভাতি তদ্বিবিদাং নহি ॥ ২১
 ত্রবং বিচিন্মন্ সকলং বনং রামঃ সলক্ষণঃ ।
 তগ্নং রথং ছত্রচাপং কুবরং পতিতং ভুবি ॥ ২২ ॥
 দৃষ্ট্য লক্ষণমাহেদং পশ্য লক্ষণ! কেনচিত্ ।
 নীশ্বমানাং জনকজাং তং জিত্বান্যো জহারতাম্ ৩২
 ততঃ কপ্তিস্তুবো ভাগং গত্বা পর্বতসম্নিভম্ ।
 কধিরাস্তবপুর্দৃষ্ট্য রামো বাক্যমথাত্রবীৎ ॥ ২৪ ॥

এষ বৈ ভক্ষয়িত্বা তাং জানকীং শুভদর্শনাম্ ।
 শেতে বিবিক্তেহতিতৃপ্তঃ পশ্য হস্মি নিশাচরম্ ॥ ২৫
 চাপমানস শীঘ্রং মে বাণঞ্চ রঘুনন্দন ! ।
 তচ্ছ্রুত্বা রামবচনং জটায়ুঃ প্রাহ ভীতবৎ ॥ ২৬ ॥
 মাং ন মারয় তদ্রং তে ত্রিয়মাণং স্বকর্মাণা ।
 অহং জটায়ুষ্ঠে ভার্যাপহারিণং সমমুদ্রিতঃ ॥ ২৭ ॥
 রাবণং তত্র যুদ্ধং মে বভূবারিবিমর্দন ! ।
 তস্ম্য বাহনং রথং চাপং ছিত্বাহং তেন যাতিতঃ ॥ ২৮
 পতিতোহস্মি জগন্নাথ ! প্রাণাংস্ত্যক্ত্যামি পশ্য মাং
 তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো দীনং কণ্ঠপ্রাণং দদর্শ হ ॥ ২৯ ॥
 হস্তাত্যাং সংস্পৃশন্ রামো বুধাশ্রয়তলোচনঃ ॥ ৩০

লাগিলেন । ১৭ । ১৮ । ১৯ । ২০ । মুঢ়েরা এই সকল ব্যাপার
 অবলোকন করিয়া রঘুনন্দনকে বিষয়ামুক্ত পুরুষের ন্যায়
 বিবেচনা করিল । কিন্তু তব্বিৎ পণ্ডিতেরা মায়া মনুষ্য
 লীলাকারী অনাসক্ত পরমাশ্রয় বলিয়া স্থির করিয়া ছিলেন ।
 ২১ । অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণের সহিত সমস্ত বন অন্বে-
 ষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, এক থানি ভগ্ন রথ, ও
 একটা ভগ্ন ছত্র, ও ভগ্ন ধনু পৃথিবী তলে পতিত রহিয়াছে ।
 ২২ । শ্রীরাম এইরূপ বিষয়কর রণ চিহ্ন দর্শন করিয়া লক্ষণকে
 কহিলেন—ভ্রাতঃ ! অবলোকন কর—এই সকল রণ চিহ্ন
 দ্বারা নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কোন দুরাত্মা জনকনন্দি-
 নীকে হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছিল, অপর কোন
 বীর পুরুষ তাহাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে জয় করিয়া সীতাকে প্রহরণ
 করিয়াছে । ২৩ । অনন্তর শ্রীরাম অপর কোন পথে গমন
 করিয়া এবং পক্ষীস্র জটায়ু কধিরাস্ত, পর্বত সদৃশ সমুদ্রত,
 শরীর দর্শনানন্তর লক্ষণকে কহিলেন । ২৪ । হে ভ্রাতঃ ! দেখ

এই দুরাত্মা দর্শনা জানকীকে ভক্ষণ করিয়া অতি তৃপ্তি
 সহকারে নির্জনে শয়ন করিতেছে । অতএব এই নিশাচরকে
 এই দণ্ডেই বিনাশ করিব । হে লক্ষণ ! শীঘ্র ধনুর্বাণ আনয়ন
 কর ; জটায়ু শ্রীরাম বাক্য শ্রবণানন্তর ভীত হইয়া কহিল, হে
 মহাবাহো ! আমাকে বিনাশ করিও না, আমি নিজ কন্ম
 দ্বারাই বিনষ্ট হইয়াছি, হে রাম ! তোমার মঙ্গল হউক, আমি
 ক্রোধ সহকারে তোমার ভার্যাপহারী রাবণের অনুগমন
 করিয়াছিলাম—হে অরিমর্দন ! পৃথিমধ্যে তাহার সহিত
 আমার যুদ্ধ হইয়াছিল—আমি রণক্ষেত্রে তাহার অশ্ব, রথ, ও
 ধনুঃ তুণ্ড প্রহার দ্বারা ছিন্ন করিয়াছিলাম, অনন্তর দুরাত্মা
 মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস আমাকে নিদাক্ষণ প্রহার করিয়া
 ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়াছে ॥ হে জগন্নাথ ! এক্ষণে আমি
 প্রাণত্যাগ করি তুমি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে দর্শন
 কর । শ্রীরামচন্দ্র অবণ করিয়া কণ্ঠাগত প্রাণ জটায়ুকে অব-
 লোকন করিলেন । এবং ভুঃখাশ্রয় যোচনানন্তর হস্তযুগল
 দ্বারা জটায়ুর গাত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন । ২৫ । ২৬ । ২৭ ।
 ২৮ । ২৯ । ৩০ । হে জটায়ো ! তুমি বল আমার সুবদনা

জটায়ো ! ক্রহি মে ভার্য্যা কেন নীতা শুভাননা ।
 মৎকার্য্যার্থং হতোহসি তুমতো মে প্রিয়বাক্ষবঃ ॥ ৩১ ॥
 জটায়ুঃ সন্নয়া বাচা বক্তাদ্রক্তং সমুদ্রমন্ ।
 উবাচ রাবণো রাম ! রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ ॥ ৩২ ॥
 আদায় মৈথিলীং নীতাং দক্ষিণাভিমুখো যযৌ ।
 ইতো বক্তুং ন মে শক্তিঃ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি তেহগ্রতঃ
 দিষ্ট্যা দৃষ্টোহসি রাম ! ত্বং ত্রিয়মাণেন মেহনঘ !
 পরমাত্মাসি বিষ্ণুস্ত্বং মায়ামনুজকপধুক ॥ ৩৪ ॥
 অন্তকালেহপি দৃষ্ট্বা ত্বাং মুক্তোহহং রঘুসন্তম ! ।
 হস্তান্ত্যাং স্পৃশ মাং রাম ! পুনর্যাস্ত্যামি তে পদম্
 তথৈতি রামঃ পস্পার্শ তদক্ষং পাণিনা স্মরন্ ।
 ততঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য জটায়ুঃ পতিতো ভূবি ॥
 রামস্তমনুশোচিত্বা বন্ধুবৎ সাক্ষলোচনঃ ।
 লক্ষ্মণেন সমানায়া কাষ্ঠানি প্রদদাহ তম্ ॥ ৩৭ ॥

ভার্য্যাকে কোন্ ব্যক্তি হরণ করিয়াছে—হে সখে ! আমারই
 কার্য্যার্থ বিনষ্ট হইয়াছে—এই হেতু তুমি আমার প্রিয়-
 তম সখা ॥ ৩১ ॥ জটায়ু মুখ হইতে রক্তবমন করিতে করিতে
 মৃত্যুবচন কহিল—হে রাম ! ভীম বিক্রম রাক্ষসাধিপতি রাবণ
 জানকীকে হরণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে, আর
 অধিক বলিতে আমার শক্তি নাই, এক্ষণে তোমার অগ্রে
 প্রাণ পরিত্যাগ করি ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ হে অনঘ ! তুমি মায়ামনু-
 জসধারী সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু, বহুভাগ্য বলে মরণকালে
 তোমাকে দর্শন করিয়া মুক্ত হইলাম ॥ ৩৪ ॥ হে রঘুনন্দন !
 নিজ করকমল দ্বারা আমাকে স্পর্শ কর, তাহা হইলে তোমার
 পরম পদ প্রাপ্ত হইব ॥ ৩৫ ॥ শ্রীরামচন্দ্র জটায়ু বাক্যে স্নাকৃত
 হইয়া বিস্ময় সহকারে হস্তদ্বারা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন ।
 জটায়ুও তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত
 হইলেন পাঞ্চভৌতিক দেহমাত্র ভূতলে পতিত রহিল ॥ ৩৬ ॥
 শ্রীরামচন্দ্র পরমবন্ধুর ন্যায় জটায়ুর প্রতি শোকাগ্নি পরিত্যাগ

স্নাত্বা দুঃখেন রামোহপি লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ।
 হত্বা বনে যুগং তত্র মাংসখণ্ডান্ সমন্বতঃ ॥ ৩৮ ॥
 শাদ্বলে প্রাক্ষিপজ্জামঃ পৃথক্ পৃথগনেকথা ।
 ভক্ষন্ত পক্ষিণঃ সর্কে তৃপ্তো ভবতু পক্ষিরাট্ ॥ ৩৯ ॥
 ইত্যুক্ত্বা রাঘবঃ প্রাহ জটায়ো ! গচ্ছ মৎপদম্ ।
 মৎসাক্ষপ্যং ভজস্বাদ্য সর্বলোকস্ত পশ্যতঃ ॥ ৪০ ॥
 ততোহনন্তরমেবাসৌ দিব্যরূপধরঃ শুভঃ ।
 বিমানবরমাক্রুহ ভাস্বরং ভানুসন্নিভম্ ॥ ৪১ ॥
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মাকিরীটবরভূষণৈঃ ।
 দ্রোতয়ন্ স্বপ্রকাশেন পীতাম্বরধরোহমলঃ ॥ ৪২ ॥
 চতুর্ভিঃ পার্শ্বদৈর্কিষোস্তাদৃশৈরতিপূজিতঃ ।
 স্তূয়মানো যোগিগগণৈ রামমাত্মাষ্য সত্বরঃ ।
 ক্রতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা তুষ্টাব রঘুনন্দনম্ ॥ ৪৩ ॥

করিয়া লক্ষ্মণদ্বারা কাষ্ঠানয়ন করাইয়া তাঁহাকে দক্ষ করি-
 লেন ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণের সহিত দুঃখিতান্তঃকরণে স্থান
 করিয়া বন মধ্যে বহুতর মৃগ বধ করিলেন । শ্রীরামচন্দ্র ঐ
 মৃগমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া দৃষ্ট্বা সমাকীর্ণ ভূমিতলে পৃথক্
 পৃথক্ নিক্ষেপানস্তর কহিলেন—পক্ষিগণ এই সকল মাংসখণ্ড
 ভক্ষণ করুক তাহা হইলে পক্ষিরাগ জটায়ু পরিতৃপ্ত হইবেন ।
 ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর জটায়ুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—
 হে জটায়ো ! সকল লোকে অবলোকন করুন, তুমি অত
 আমার সাক্ষ্য ভজনা কর ॥ ৪০ ॥ দিব্য রূপধারী জটায়ু
 পীতাম্বর পরিধানপূর্বক স্ফীতদৃশ সমুজ্জল বিমানে আরোহণ
 করিলেন । তৎকালে তাঁহার শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ও কিরীট
 প্রভৃতি ভূষণের অসামান্য প্রভায় দর্শনিক্ আলোকময় হইল ।
 ৪১ ॥ ৪২ ॥ এবং ঐরূপ সর্কভরণভূষিত চারিটী বিহুদৃত
 উপস্থিত হইয়া জটায়ুকে সেবা করিতে লাগিলেন । যোগি-
 গণও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ স্তব বাক্যে দিব্যরূপ-
 ধারী জটায়ুকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । অনন্তর

জটায়ুরুবাচ ।

অগণিত গুণমগ্নমেয়মাদ্যং
সকলজগৎস্থিতিসংঘমাদিহেতুম্ ।
উপরমশরমং পরাজ্ঞভূতং
সততমহং প্রণতোহস্মি রামচন্দ্রম্ ॥ ৪৪
নিরবধিসুখমিন্দ্রিকটাক্ষং
ক্ষপিতসুরেন্দ্রচতুর্মুখাদিদুঃখম্ ।
নরবরমনিশং নতোহস্মি রামং
বরদমহং বরচাপবাণহস্তম্ ॥ ৪৫ ॥
ত্রিভুবনকমনীয়রূপমীড্যং
রবিশতভাসুরমীহিতপ্রদানম্ ।
শরণমনিশং সুরাগমূলং
কৃতনিলয়ং রঘুনন্দনং প্রপদ্যে ॥ ৪৬ ॥

ভববিপিন্দবাগ্নিনামধেষুং
ভবমুখদৈবতদৈবতং দয়ালুম্ ।
দমুজপতিসহস্রকোটিনাশং
রবিতনয়াসদৃশং হরিং প্রপদ্যে ॥ ৪৭ ॥
অবিরতভবভাবনাতিদূরং
ভববিমুখৈর্মুনিভিঃ সদৈব দৃশ্যম্ ।
ভবজলধিসুতারণাজ্জ্বপোতং
শরণমহং রঘুনন্দনং প্রপদ্যে ॥ ৪৮ ॥
গিরিশগিরিসুতামনোনিবাসং
গিরিবরুধারিণমীহিতাভিরামম্ ।
সুরবরদমুজেন্দ্রসেবিতাজ্জ্বং
সুরবরদং রঘুনায়কং প্রপদ্যে ॥ ৪৯ ॥
পরধনপরনারবজ্জিতানাং
পরগুণভূতিষু তুচ্ছমানসানাম্ ।

পক্ষীন্দ্র জটায়ু রঘুনন্দন রামকে সম্বোধন করিয়া কৃত-
জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন । ৪৩ । যাহার অনন্ত শক্তি
এবং দেশকালাদি দ্বারা যাহাকে পরিচ্ছেদ করা যায় না—যিনি
সকলের আদি ও সমস্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতি সংহার কর্তা সেই
শান্তিগুণময় পরমাআত্মরূপ রামচন্দ্রকে আমি সতত প্রণাম
করি । ৪৪ । এবং মনুষ্যেরা যাহা হইতে নিত্য সুখলাভ
করিতে পারে এবং যিনি কমলাদেবীর এক মাত্র কটাক্ষ স্থান,
ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বিপৎকালে যাহার শরণাপন্ন
হইয়া সমস্ত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন, সেই
বরপ্রদ ধনুর্বাণ ধারী মায়া মনুষ্যরূপী রামকে সতত প্রণাম
করি । ৪৫ ।

যিনি ত্রিভুবনৈক সুন্দররূপের শতসূর্যাসম সমুজ্জ্বল শো-
ভায় জগৎ আলোকময় করিতেছেন, এবং ভক্ত জনের
চিত্তে বাস করিয়া তাহাদিগের সকল অতীষ্ট প্রদান করিয়া
থাকেন, আমি সেই স্তুতিভাজন রঘুনন্দনের শরণাপন্ন

হইলাম । ৪৬ । যাহার নাম রূপ পাবক দ্বারা সংসার-
রূপ ভীষণ কানন দগ্ধ হয়, যিনি মহাদেব প্রভৃতি দেবগ-
ণেরও দেবতা স্বরূপ এবং যিনি সহস্রকোটি দৈত্য নাশ করিয়া
পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছেন, আমি সেই যমুনাঙ্গল সদৃশ
নীলকান্তি শোভিত পরম দয়াময় হরির শরণাপন্ন হইলাম ।
৪৭ । যিনি সংসার বাসনা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের অতি দুর্লভ
এবং সংসার বিমুখ মুনিগণের সর্বদা নয়নগোচর হইয়া
থাকেন, যাহার চরণরূপ অসামান্য তরুণী ভব সাগর তরণের
এক মাত্র উপায়, আমি সেই রঘুনন্দন রামের শরণাপন্ন
হইলাম । ৪৮ । যিনি হরপার্বতীর মানসমন্দিরে সতত বাস
করিতেছেন এবং সুরপতি ও অশুরপতি গণ সতত যাহার
চরণ সেবায় নিযুক্ত আছেন, আমি সেই গোবর্জনধারী সুর-
গণের ও বরদাতা রঘুনাথের শরণাপন্ন হইলাম । ৪৯ । যাহারা

পরহিতনিরতান্ননাং সুসেবাং
 রঘুবরমশু জলোচনং প্রপদ্যে ॥ ৫০ ॥
 স্মিতরুচিরবিকাসিতাননাজ্জ-
 মতিমূলভং সুররাজনীলনীলম্ ।
 সিতজলরুহচাক্ষুণেত্রশোভং
 রঘুপতিমীশগুরোক্তরুং প্রপদ্যে ॥ ৫১ ॥
 হরিকমলজশস্ত্রু কপভেদাৎ
 তুমিহ বিভাসি গুণত্রয়ানুরক্তঃ ।
 রবিরিব জলপূরিতোদপাত্রে-
 ধুমরপতিস্ততিপাত্রমীশমীড়ে ॥ ৫২ ॥

রতিপতিশতকোটিসুন্দরাক্ষং
 শতপথগোচরভাবনাবিদূরম্ ।
 যতিপতিহৃদয়ে সদা বিভাতং
 . রঘুপতিমার্তিহরং প্রভুং প্রপদ্যে ॥ ৫৩ ॥
 ইত্যেবং স্তবতস্তস্মৈ প্রমোহভূদ্ভয়ভূতমঃ ।
 উবাচ গচ্ছ তত্রং তে মম বিশেষঃ পরং পদম্ ॥ ৫৪ ॥
 শৃণোতি য ইদং স্তোত্রং লিখেদ্বা নিয়তঃ পঠেৎ ।
 স যাতি মম সাক্ষ্যং মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ ॥ ৫৫ ॥
 ইতি রাঘবভাষিতং তদা শ্রুতবান্ হর্ষসমাকুলো দ্বিজঃ
 রঘুনন্দনসামমাস্থিতঃ প্রযযৌ ব্রহ্মসুপূজিতং পদম্ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে

অরণ্যকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

পরশ্রম ও পরদারে লোভ করে না, এবং পরের গুণ কীর্তন
 ও পরের সম্পদে যাঁহাদের চিত্ত সন্তুষ্ট হয়, সেই পরহিত-
 রত ব্যক্তিরাই যাঁহাকে সেবা করিতে পারে, আমি সেই
 অশুজলোচন রঘুনাথের শরণাপন্ন হইলাম । ৫০ । যে রাম-
 চন্দ্রের বদন কমল সর্বদা হাস্তদ্বারা বিকসিত, যাঁহার নেত্র-
 যুগল শ্বেতপদ্মের শোভা ধারণ করিতেছে, আমি সেই ইন্দ্র-
 নীলমণি সদৃশ কান্তি সম্পন্ন, ভক্তজনের অতিমূলভ এবং ব্রহ্মার
 ঠক রঘুপতির শরণাপন্ন হইলাম । ৫১ । হে রাম ! যেমন
 জলপূরিত পাত্রে এক রবি প্রতিবিম্বিত হইয়া বিভিন্নরূপে
 প্রতীত হইয়া থাকে, তুমি সেইরূপ সত্ত্বরজঃ তমো গুণ ভেদে
 বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব এই তিন প্রকার মূর্তি ধারণ করিয়া জগতে
 বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইতেছ—বস্তুগত্যা তুমি একক । হে
 ভগবন্ ! তুমি দেবরাজেরও স্তব পাত্র তোমাকে আমি স্তব
 করি । ৫২ । যিনি শতকোটি কন্দর্পের ন্যায় পরম সুন্দর

মূর্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ মুগ্ধ করিতেছেন, যিনি নানা পথগামী
 চিত্ত বিশিষ্ট মনুষ্যদিগের অতি দুর্লভ বস্তু, কিন্তু যতিগণের
 চিত্তে সর্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন, আমি সেই সর্বভূখ-
 হারী মহাপ্রভু রঘুপতির শরণাপন্ন হইলাম । ৫৩ ।

শ্রীরাম জটায়ু কৃত স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, জটায়ো !
 তোমার মঙ্গল হইবে । এক্ষণে বিষ্ণুর পরম ধামে গমন কর
 । ৫৪ । যে ব্যক্তি এই জটায়ু কৃত স্তব শ্রবণ বা লিপিবদ্ধ করিবে,
 কিম্বা সংযত হইয়া প্রতিদিন পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি মরণ সময়ে
 আমার স্মরণ লাভ করিয়া অন্তে সাক্ষ্য লাভ করিবে । ৫৫ ।
 পরমানন্দিত পক্ষীন্দ্র জটায়ু শ্রীরামের এইরূপ বাণী শ্রবণানন্তর
 শ্রীরামের সমভা প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন । ৫৬ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে অরণ্যকাণ্ডে

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোঃধ্যায়

ততো রামো লক্ষ্মণেন জগাম বিপিনাস্তরম্ ।
 পুনদুঃখং সমাশ্রিত্য সীতাংস্বেষণতৎপরঃ ॥ ১ ॥
 তত্রাত্ত্বতসমাকারো রাক্ষসঃ প্রত্যদৃশ্যত ।
 বক্ষশ্চৈব মহাবক্তৃশ্চক্ষুরাদিবিবর্জিতঃ ॥ ২ ॥
 বাহু যোজনমাত্রেন ব্যাপ্তৌ তস্য রাক্ষসঃ ।
 কবক্ষৌ নাম দৈত্যোদ্ভ্রঃ সর্বসত্ত্ববিহিংসকঃ ॥ ৩ ॥
 তদ্বাল্লোর্মধ্যদেশে তৌ চরন্তৌ রামলক্ষ্মণৌ ।
 দদর্শতুর্মহাসত্ত্বং তদ্বাহুপরিবেষ্টিতৌ ॥ ৪ ॥
 রামঃ প্রোবাচ বিহসন্ পশ্য লক্ষ্মণ ! রাক্ষসম্ ।
 শিরঃপাদবিহীনোহয়ং যস্য বক্ষসি চাননম্ ॥ ৫ ॥

বাহুভ্যাং লভ্যতে যত্নতত্ত্বক্ষন স্থিতো ধ্রুবম্ ।
 আবামপ্যেতয়োর্বাল্লোর্মধ্যে সঙ্কলিতৌ ধ্রুবম্ ॥ ৬ ॥
 গম্ভমন্যত্র মার্গো ন দৃশ্যতে রঘুনন্দন ! ।
 কিং কৰ্ত্তব্যমিতোহস্মাভিরিদানীং ? তক্ষয়েৎ স নো
 লক্ষ্মণস্তমুবাচেদং কিং বিচারেণ ? রাঘব ! ।
 আবামেকৈকমব্যগ্রৌ চ্ছিন্দ্যাং রক্ষোভুজৌ ধ্রুবম্ ।
 তথৈতি রামঃ খড়্গেন ভুজং দক্ষিণমচ্ছিনৎ ।
 তথৈব লক্ষ্মণো বামং চিচ্ছেদ ভুজমঞ্জসা ॥ ৭ ॥
 ততোহতিবিস্মিতৌ দৈত্যঃ কৌ যুবাং সুরপুঙ্গবৌ !
 মহাজ্ছেদকৌ লোকে দিবি দেবেষু বা কুতঃ ॥ ১০ ॥

অনন্তর ত্রীরামচন্দ্র দুঃখিতান্তঃকরণে সীতাংস্বেষণ করিতে
 করিতে লক্ষ্মণের সহিত বনাস্তরে গমন করিলেন । ১ । সেই
 স্থানে একটি বিচিত্ররূপ রাক্ষস তাঁহাদের নয়নগোচর হইল ।
 ঐ রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে একটি বৃহৎ মুখ, উহার চক্ষু কণ কিছুই
 নাই, তাহার বাহুদ্বয় যোজন পরিমিত, ঐ সর্ব প্রাণি হিংসক
 দৈত্যোদ্ভ কবক্ষ নামে বিখ্যাত ছিল । উহার বিস্তৃত বাহু-
 দ্বয়ের মধ্যস্থলে ত্রীরাম লক্ষ্মণ উভয়ে বিচরণ করিতেছিলেন ।
 কিন্তু তাঁহারা প্রথমতঃ কিছুই জানিতে পারেন নাই । যখন
 ত্রীরাম জানিলেন যে, তাঁহারা রাক্ষস-বাহু দ্বারা পরিবেষ্টিত
 হইয়াছেন ; তখন লক্ষ্মণকে হস্ত্য করিতে করিতে কহিলেন ।
 লক্ষ্মণ ! এই রাক্ষসের বিচিত্ররূপ অবলোকন কর—ইহার মস্তক
 ও চরণ নাই, বক্ষঃস্থলে একটি বৃহৎ মুখ, যোজন বিস্তৃত বাহু-

যুগল দ্বারা যাহা সংগ্রহ করে তাহাই ভক্ষণ করিয়া এই বনে
 বাস করিতেছে । আমরাও ইহার বাহুদ্বয়ের মধ্যস্থলে পতিত
 হইয়াছি । হে রঘুনন্দন ! রাক্ষসের বাহুদ্বয় মধ্য হইতে
 নির্গমনের অন্যপথ নাই, এক্ষণে আমরা কি করি, হুয়াসু !
 এই দণ্ডেই আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ ।
 ৭ । লক্ষ্মণ কহিলেন । হে রাঘব ! আপনি এ বিষয়ে কি
 বিচার করিয়া বিলম্ব করিতেছেন ? আমরা দুই জনে এক
 একটি করিয়া রাক্ষসের বাহুযুগল ছেদ করি বিলম্ব করিবেন
 না । ৮ । রাম লক্ষ্মণের বাক্যে সম্মত হইয়া শানিত খজা
 দ্বারা রাক্ষসের দক্ষিণ হস্ত ছেদ করিলেন । লক্ষ্মণও তৎ-
 ক্ষণে তাহার বাম হস্ত ছেদ করিলেন । ৯ । অনন্তর দৈত্যোদ্ভ
 রাক্ষস অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল—তোমাদিগের দুই
 জনের নাম কি ? কোথা হইতে বা আনিয়া আমার বাহুদ্বয়

ততোহব্রবীক্ষসম্বেব রামো রাজীবলোচনঃ ।

অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথো মহান ॥১১

রামোহিহং তস্য পুত্রোহসৌ ভ্রাতা মে লক্ষণঃ সুধীঃ

মম ভার্য্যা জনকজা নীতা ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥১২॥

আবাং মৃগয়য়া যাতে তদা কেনাপি রক্ষসা ।

নীতাং নীতাং বিচ্ছিন্তো চাগতো ঘোরকাননে ॥১৩

বাক্তব্যং বেষ্টিতাবত্ৰ তব প্রাণরিরক্ষয়া ।

ছিন্নৌ তব ভূজৌ ত্বং চ কো বা বিকটরূপধৃক্ ? ।

কবন্ধ উবাচ ।

ধন্যোহহং যদি রামস্তমাগতোহসি মমান্তিকম্ ।

পুরা গন্ধর্বরাজোহহং রূপযৌবনদর্পিতঃ ॥ ১৫ ॥

ভেদন করিলে। অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, দেবলোকে দেব-
তার। আমার বাহুছেদনে সমর্থ হন নাই, মর্ত্যলোকে আমার
বাহুছেদনকারি বাক্তির সমাগম কি রূপে হইল! ১০। অন-
ন্তর রাজীবলোচন রাম সহাস্য বদনে কহিলেন—আমরা
অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্র, আমার নাম রাম, এই
সুবুদ্ধি লক্ষণ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ত্রৈলোক্য সুন্দরী জনক-
নন্দিনী আমার ভার্য্যা আমাদিগের সহিত বনে আসিয়া-
ছিলেন। এক দিন আমরা দুইজনে মৃগয়ার্থ গমন করিয়াছি-
লাম, ঐ অবসরে কোন দুরাত্মা রাক্ষস তাঁহাকে হরণ করিয়াছে,
আমরা তাঁহার আশ্বেষণ করিতে করিতে এই বোর বনে আসি-
য়াছি। ১১। ১২। ১৩। হে দৈত্যোস্ত! আমরা তোমার বাহু-
মধ্য পতিত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ ত্বদীয় বাহুয়ুগল ছেদ করিয়াছি।
হে মহাবল! তোমার বিকট রূপ দেখিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন
হইয়াছি এক্ষণে নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া আমাদিগের
অভিলাষ পূরণ কর। ১৪।

কবন্ধ কহিল, হে রাম! অদ্য তুমি আমার সম্মুখে
আসিয়া দর্শন দিয়াছ ইহাতে ধন্য হইলাম। আমার
পূর্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, আমি গন্ধর্বদিগের রাজা, পূর্বকালে

বিচরন্ লোকমখিলং বরনারীমনোহরঃ ।

তপসা ব্রহ্মণো লক্ষমবধ্যত্বং রঘুন্তম ॥ ১৬ ॥

অষ্টাবক্রং মুনিং দৃষ্ট্বা কদাচিদহসং পুরা ।

ক্রুদ্ধোহসাবাহ দুর্ঘট! ত্বং রাক্ষসো তব দুর্মতে! ॥১৭

অষ্টাবক্রঃ পুনঃ প্রাহ বন্দিতো মে দয়াপরঃ ।

মাপস্তাস্তুর্ধ্ব মে প্রাহ তপসা স্তোতিতপ্রভঃ ॥ ১৮॥

ত্রেতায়ুগে দাশরথিভূক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।

আগমিষ্যতি তে বাহু ছিদ্যেতে যোজনায়তো ॥১৯॥

তেন শাপাঙ্ঘ্রিনিমুক্তো ভবিষ্যসি যথা পুরা ।

ইতি শপ্তোহহমদ্রাক্ষং রাক্ষসীং তনুমান্বনঃ ॥ ২০

কদাচিদেবরাজানমভ্যাজবমহং রুষা ।

সোহপি বজ্জ্বেণ মাং রাম! শিরোদেশেহভ্যতাড়য়ৎ

বরাজনা মনোহর রূপ ও যৌবন দর্পে মত্ত হইয়া সমস্ত
লোক বিচরণ করিতাম। এবং তৎকালে কমল যোনি
আমার ঘোরতর কঠিন তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে
অবধ্যত্ব বর দিয়াছিলেন। ১৫। ১৬। হে রঘুনন্দন! এক
দিন মহাপ্রভাব অষ্টাবক্র মুনিকে দেখিয়া হাস্য করিয়া
ছিলাম, মহাতপা অষ্টাবক্র ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিসম্পাত
করিলেন—“রে দুর্ঘতে, দুষ্ট-স্বভাব! তুই রাক্ষস হইয়া কালান্তি-
পাত কর্”। ১৭। আমি শাপ বাক্য শ্রবণ মাত্র ব্যাকুল
হইয়া তপোধনকে বহুবিধ বিনয় ও বন্দনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট
করিলাম। অনন্তর দয়া স্বভাব সম্পন্ন, তপঃ প্রদীপ্ত ঋষির
আমাকে শাপান্ত সময় কহিলেন যে, “ত্রেতায়ুগে ভগবান্
নারায়ণ দাশরথি রূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া এই স্থানে
আগমন করিয়া তোমার যোজন পরিমিত বাহু দ্বয় ছেদন
করিবেন; তুমি সেই কালে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্বরূপ
প্রাপ্ত হইবে।” মহর্ষি আমাকে এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইবা-
মাত্র আমি আপনাকে রাক্ষসাকৃতি দেখিতে লাগিলাম।

হে রঘুনন্দন! এক দিন আমি ক্রোধ পূর্বক রাক্ষসরূপে
দেবরাজের অনুসরণ করিয়াছিলাম। অনন্তর দেবরাজ ক্রুদ্ধ

তদা শিরো গতং কুক্ষিং পাদৌ চ রঘুনন্দন ! ।
 ব্রহ্মদত্তবরান্মৃত্যুনাভূম্মে বজ্রতাড়নাৎ ॥ ২২ ॥
 মুখাতাবে কথং জীবৎ ? অয়মিত্যমরাধিপম্ ।
 উচুঃসর্কে দয়াবিষ্ঠা মাং বিলোক্যাস্তবজিতম্ ॥ ২৩ ॥
 ততো মাং প্রোহ মঘবা জঠরে তে মুখং ভবেৎ ।
 বাহু তে যোজনায়ামৌ ভবিষ্যত ইতো ব্রজ ॥ ২৪ ॥
 ইত্যাক্তোহত্র বসম্নিতাং বাহুভ্যাং বনগোচরান্ ।
 তক্ষয়াম্যধুনা বাহু খণ্ডিতৌ মে ত্রয়ানঘ ! ॥ ২৫ ॥
 ইতঃপরং মাং স্বভ্রাত্রে নিক্ষিপ্যগ্নীক্শনায়তে ।
 অগ্নিনা দহ্যমানোহহং ত্বয়া রঘুকুলোত্তম ! ॥ ২৬ ॥

হইয়া আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করিলেন, ঐ বজ্রাঘাত দ্বারা আমার মস্তক ও পাদবয় কুক্ষিদেখে প্রবিষ্ট হইল, কেবল ব্রহ্মদত্ত বর প্রভাবে বজ্রাঘাতেও মৃত্যু হইল না । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । আমাকে মুখরহিত দেখিয়া সকল লোকেই দয়াপরতন্ত্র হইয়া দেবরাজকে কহিল, হে দেবরাজ ! এই রাক্ষস মুখবর্জিত হইয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবে ? । ২৩ । অনন্তর দেবরাজ কহিলেন, হে রাক্ষস ! তোমার বক্ষঃস্থলে মুখ ও বাহুদ্বয় যোজন পরিমিত হইবে এক্ষণে গমন কর । ২৪ । হে রাম ! আমি দেবরাজ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তৎকালাবধি এই স্থানে বাস করিতেছি এবং বিস্তৃত বাহুযুগল দ্বারা বনা জঙ্ঘ সকল গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করি । এক্ষণে তোমা কর্তৃক আমার জীবন সাধন সেই বাহু যুগল খণ্ডিত হইল । হে ককণাময় ! বিলম্ব করিও না অতি সত্ত্বর আমাকে বহুতর কাস্তনস্পর্কে দেনীপ্যমান পাবকের প্রবল লিখা সমূহ সমাহৃত গর্ত্মুখে নিক্ষেপ কর । হে রঘুত্তম ! তোমা কর্তৃক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে আমি পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নীতার সকল বৃত্তান্ত কহিব । রাক্ষস এইরূপ কহিয়া নিরুত্তর হইলে লক্ষ্মণ অতি শীঘ্র একটা বৃহৎ গর্ত নিষ্কাশন করিয়া তন্মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ পূর্বক কাষ্ঠ দ্বারা দাহ করিতে লাগিলেন । অনন্তর

পূর্বরূপমমুপ্রাপ্য ভার্য্যামাগং বদামি তে ।
 ইত্যুক্তে লক্ষ্মণেনাস্তে স্বভ্রং নির্মায় তত্র তম্ ॥ ২৭ ॥
 নিক্ষিপ্য প্রাদহৎকাঠৈস্ততো দেহাং সমুপ্তিতঃ ।
 কন্দর্পসদৃশাকারঃ সর্কভরণভূষিতঃ ॥ ২৮ ॥
 রামং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সাক্ষাৎ প্রণিপত্য চ ।
 কৃতাজ্জলিরুবাচেদং ভক্তিগদগদয়া গিরা ॥ ২৯ ॥
 গন্ধর্ক উবাচ ।
 স্তোতুমুৎসহতে মেহদ্য মনো রামাতিসম্ভ্রমাৎ ।
 ত্বামনন্তমনাদ্যন্তং মনোবাচামগোচরম্ ॥ ৩০ ॥
 সূক্ষ্মং তে রূপমব্যক্তং দ্বেহদ্বয়বিলক্ষণম্ ।
 দৃষ্ণপমিতরং সর্কং দৃশ্যং জড়মনাস্কম্ ।

তৎকথং ত্বাং বিজানীয়াৎ ব্যতিরিক্তং মনঃ ? প্রভো
 বুদ্ধ্যাত্মাভাসয়োরৈক্যং জীব ইত্যভিধীয়তে ।
 বুদ্ধ্যাভিসাক্ষী ব্রহ্মৈব তন্মিহ্নির্বিষয়েহখিলম্ ॥ ৩২ ॥

রাক্ষসের দেহ হইতে কন্দর্প সদৃশ পরম সুন্দর সর্কভরণ ভূষিত একটা পুরুষ নির্গত হইয়া শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ করণ অন্তর সাক্ষাৎ প্রণিপাত করিয়া কৃতাজ্জলি পুটে ভক্তিগদগদ বাক্যে কহিল । ২৯ । হে রাম ! তোমাকে সর্বব্যাপী অনাদি অনন্ত এবং বাক্য ও মনের অগোচর জানিয়াও আমার মন অতিশয় প্রীতি হেতু স্তব করিতে উৎসাহ করিতেছে । ৩০ । হে ভগবন্ ! সে সকল স্তব বাক্য বিফল মাত্র, তোমার হিরণ্য গর্ত মূর্তি ও বিরাট মূর্তি হইতে বিভিন্ন যে জ্ঞান স্বরূপ সূক্ষ্ম মূর্তি তাহা যোগিদেগেরও ভূজের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য বস্তু মাত্রই জড়পদার্থ, সুতরাং তোমা হইতে বিভিন্ন মন তোমাকে কিরূপে জানিবে । ৩১ ।

চিত্ত এবং চিত্তে আত্ম প্রতিবিম্ব এই উভয়ের অভেদ জ্ঞান বিষয় পদার্থ, জীব, ঐ জীব এই সমস্ত জড়পদার্থের সাক্ষী নহে ।

আরোপাতেহজ্ঞানবশান্নির্ঝিকারেহখিলাঞ্জনি ।
 হিরণ্যগৰ্ভস্তে সূক্ষ্মং দেহং স্থূলং বিরাট্ স্মৃতম্ ।
 ভাবনাবিষয়ো রাম ! সূক্ষ্মস্তে ধাতুমঙ্গলম্ ।
 ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ যত্নেদং দৃশ্যতে জগৎ ॥ ৩৪ ॥
 স্থ লেহগুণকোশে দেহে তে মহাদাদিত্তিরারুতে ।
 সপ্তভিরুত্তরগুণৈঃ বৈরাজো ধারণাশ্রয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
 ভূমেব সৰ্বকৈবল্যং লোকান্তেহবয়বাঃ স্মৃতাঃ ।
 পাতালং তে পাদমূলং পার্শ্বিস্তব মহাতলম্ ॥ ৩৬ ॥

শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থই সমস্ত জড় জগতের সাক্ষী ও
 ও অন্তর্ধামী, যেহেতু বাঙ্কনের অগোচর সেই ব্রহ্ম পদার্থে এই
 সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করিতেছে, হে রঘুনন্দন ! মনুষ্যেরা
 আপনাকে সেই নির্ঝিকার সর্বস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থ জ্ঞানিয়া
 আপনাতে অজ্ঞানবশতঃ সমস্ত লিঙ্গদেহ সমষ্টিরূপ হিরণ্য গৰ্ভ
 মূর্তির ও স্থূল দেহ সমষ্টিরূপ বিরাটমূর্তির আরোপ করিয়া
 থাকে । ৩২ । ৩৩ । হে রাম ! আপনি নিশ্চিন্ত নহেন যে
 হেতু আপনার স্বরণকারি ব্যক্তিদিগের স্বপদ প্রদানরূপ মঙ্গল
 চিন্তা আপনার হৃদয় পুণ্ডরীকে সর্বদা জাগরণ করিতেছে, ভূত
 ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমস্ত পদার্থও ঐ চিন্তার বিষয় । ৩৪ । হে
 ভগবন্ ! আপনার মহত্ত্বাদি পরিবৃত স্থূলতম বিরাড দেহে
 বিশ্বধারণা শক্তি আছে, হে জগদীশ্বর ! আপনিই সকলের মুক্তি
 দাতা এই সমস্ত লোক আপনার বিরাড মূর্তিরই অবয়বে বাস
 করিতেছে, যে হেতু পাতাল ঐ দেহের পাদমূলে, মহাতল
 পার্শ্বদেশে, গুল্লঙ্ঘয়ে রসাতল, এবং গুল্লঙ্ঘোর্ধ্বে জাম্বু
 অধোভাগে তলাতল, জাম্বুদ্বয়ে সূতল, উরু যুগলে বিতল,
 উরু দেশের উর্দ্ধজঘনের অধোভাগে অতল । হে রাম ! এই
 পৃথিবী ঐ দেহের জন ঘন দেশে আছে, ভুবর্লোক নাভিদেশে,
 উরুঃস্থলে স্বর্গলোক, এবং ঐরাবদেশে মহর্লোক । হে রঘু-
 নন্দন ! ঐ দেহের মুখমণ্ডলে জনলোক, তপোলোক ললাট-
 দেশে । হে প্রভো ! ঐ দেহের মস্তকে সত্যলোক আছে ।
 হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! ইন্দ্রাদি লোকপালগণ আপনার বাহুদেশে বাস

রসাতলস্তে গুল্লঙ্ঘো তু তলাতলমিতীৰ্যতে ।
 জাম্বুনী সূতলং রাম ! উরু তে বিতলং তথা ॥ ৩৭ ॥
 অতলঞ্চ মহী রাম ! জঘনং নাভিগং নভঃ ।
 উরুস্থলস্তে জ্যোতীংষি ঐরাব তে মহ উচ্যতে ॥ ৩৮ ॥
 বদনং জনলোকস্তে তপস্তে শঙ্খদেশগম্ ।
 সত্যলোকো রঘুশ্রেষ্ঠ ! শীর্ষণ্যাস্তে সদা প্রভো ! ॥
 ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বাহবস্তে দিশঃ শ্রুতী ।
 অশ্বিনৌ নাসিকে রাম ! বক্রুস্তেহগ্নিরুদাহতঃ ॥ ৪০ ॥
 চক্ষুস্তে সবিতা রাম ! মনশ্চন্দ্র উদাহতঃ ।
 ভূতঞ্চ এব কালস্তে বুদ্ধিস্তে বাকপতিভবৎ ॥ ৪১ ॥
 রুদ্রোহ্ণকারকপস্তে বাচস্পতীংসি তেহব্যয় ! ।
 যমস্তে দংষ্ট্রদেশস্তে নক্ষত্রাণি দ্বিজালয়ঃ ॥ ৪২ ॥
 হাসো মোহকরী মায়া সৃষ্টিস্তেহপাক্ষমোক্ষণম্ ।
 ধর্মঃ পুরস্তেহধর্মশ্চ পৃষ্ঠভাগ উদীরিতঃ ॥ ৪৩ ॥
 নিমিষোন্মেষণে রাত্রির্দিবা চৈব রঘুত্তম ! ।
 সমুদ্রাঃ সপ্ত তে কুক্ষি নাভ্যো নভস্তব প্রভো ! ॥ ৪৪ ॥

করিতেছেন এবং কর্ণযুগলে দশদিক্, অশ্বিনীকুমার নাসিকাধয়ে,
 অগ্নি বক্রু মধ্যো, চক্ষুধয়ে সূর্য্য, মনে চন্দ্র এবং ভ্রতঙ্গ মধ্যো
 নিমিষাদি কাল, বুদ্ধিতে ব্রহ্মস্পতি, এবং অহঙ্কারে কত্র বাস
 করিতেছেন । বাক্যে ছন্দগণ অর্থাৎ বেদসকল । হে রাম !
 ঐ দেহের দশনের মূলদেশে রুতান্ত আছে, এবং দন্তমধ্যো
 নক্ষত্রগণ বাস করিতেছেন । হে ভগবন্ ! ঐ দেহের হাস্যো
 সর্বমোহকরী মায়া আছে, এবং নয়নাপাঙ্গে সৃষ্টি, সমুদ্রে
 ধর্ম, পশ্চাত্তাঙ্গে অধর্ম, এবং নয়নের নিমিষে রাত্রি, উল্লীলনে
 দিবা । হে রঘুনন্দন ! সপ্তসমুদ্র ঐ দেহের কুক্ষিদেশে, নদী
 সকল নাভীমধ্যো; এবং ঐ দেহের রোম সকল বক্ষ ও ওমধি,

রোমাণি ব্রহ্মোষধয়ো রেতো বৃষ্টিস্তব প্রভো ! ।

মহিমা জ্ঞানশক্তিস্তে এবং স্থূলং বপুস্তব ॥ ৪৫ ॥

যদস্মিৎস্থূলরূপে তে মনঃ সংধার্য্যতে নরৈঃ ।

অনায়াসেন মুক্তিঃ শ্রাদতোহন্যন্নহি কিঞ্চন ॥ ৪৬ ॥

অতোহহং রাম ! রূপস্তে স্থূলমেবানুভাবয়ে ।

বস্মিস্ক্যাতে প্রেমরসঃ সরোমপুলকো ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥

তদৈব মুক্তিঃ শ্রাদ্রাম ! যদা তে স্থূলভাবকঃ ।

তদপ্যাস্তাং তবৈবাহমেতরূপং বিচিস্তয়ে ॥ ৪৮ ॥

ধনুর্কাণধরং শ্রামং জটাবল্কলভূষিতম্ ।

অপীব্যবয়সং সীতাং বিচিস্তস্বং সলক্ষণম্ ॥ ৪৯ ॥

ইদমেব সদা মে শ্রাশ্রামাসে রঘুনন্দন ! ।

সর্বজ্ঞঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎপার্কীত্য সহিতঃ সদা ॥ ৫০ ॥

তরূপমেবং সততং ধ্যায়ন্তাস্তে রঘুন্তম ! ।

মুখ্যুর্গাং সদা কাশ্চাং তারকং ব্রহ্মবাচকম্ ॥ ৫১ ॥

রাম রামেভ্যুপদিশন্ সদা সন্তুষ্টমানসঃ ।

অতস্ত্বং জানকীনাথ ! পরমাত্মা স্তুনিশ্চিতঃ ॥ ৫২ ॥

সর্বৈ তে মায়ায়া মূঢ়াস্তাং ন জানন্তি তত্ত্বতঃ ।

নমস্তে রামভদ্রায় বেধসে পরমাত্মনে ॥ ৫৩ ॥

অযোধ্যাধিপতে ! তুভ্যং নমঃ সৌমিত্রিসেবিত !

ত্রাহি ত্রাহি জগন্নাথ ! মাং মায়া নান্নগোভু তে ॥ ৫৪ ॥

রাম উবাচ ।

তুফৌহহং দেবগন্ধর্ব ! ভক্তা স্তুত্যা চ তেহনয়া ।

যাহি মে পরমং স্থানং যোগিগম্যাং সনাতনম্ ॥ ৫৫ ॥

যেত সকল বৃষ্টি, এবং ঐ দেহের মহিমা জ্ঞানশক্তি ! হে রাম চন্দ্র এই প্রকার আপনার স্থূলশরীরে যাছারা মন অর্পণ করে তাহাদিগের অনায়াসে মুক্তিলাভ হয়। হে রাম ! আপনার বিরাড়মুক্তি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ জগতে কিছুই নাই, অতএব এই রামরূপকেই বিরাড়রূপ বলিয়া ভাবনা করিতেছি। যে রাম রূপ ধ্যান করিলে প্রেমরস ও প্রেমরস হইতে সর্বশরীরে রোমাঞ্চ উৎপন্ন হয় । ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮।

। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭।

হে ভগবন্ ! যদি রামরূপকে বিরাড়রূপ ভাবনা করিয়া মনুষ্যোষা মুক্তি লাভ করিতে না পারে এবং কেবল সেই বিরাড়মুক্তি ভাবনাই মুক্তির কারণ হয়, তাহা হইলে আমি মুক্তির জন্য রামরূপ ত্যাগ করিয়া কেবল বিরাড়রূপ ভাবনা করিতে ইচ্ছা করিনা। কিন্তু এই প্রার্থনা করি যে, আপনার ধনুর্কাণধারী জটাবল্কল ভূষিত নবদুর্বাদলশ্রাম রামরূপ সীতা-স্বৈরণ সমরে যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই অবস্থায়

লক্ষণের সহিত আমার হৃদয়ে সর্বদা জাগরিত হউক। হে রঘুনন্দন ! সর্বজ্ঞানী ভূত ভাবন ভবানীপতি ভবানীর সহিত মিলিত হইয়া সর্বদা আপনার এই রামরূপ ভাবনা করিতেছেন এবং কাশীক্ষেত্রে মুখ্য ব্যক্তির কর্ণবিবরে ব্রহ্মবাচক রাম নাম স্বরূপ তারক মন্ত্র উপদেশ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। হে জানকীনাথ ! এই সকল কারণে আপনাকে পরমাত্মা বলিয়া আমি নিশ্চয় করিয়াছি, মূঢ় ব্যক্তির আপনার বিশ্বমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাকে জানিতে পারে না। হে অযোধ্যাপতে ! আপনি স্বত্বিকর্তা পরমেশ্বর, আপনার সৌমিত্রি সেবিত রামরূপকে নমস্কার করি। হে জগন্নাথ ! আমাকে রক্ষা করুন, আপনার সর্বলোকমোহিনী মায়া আমাকে আবরণ না করে। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। রামচন্দ্র কহিলেন, হে গন্ধর্ব-রাজ ! আমি তোমার এইরূপ ভক্তি এবং স্তব বাক্যদ্বারা সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তুমি আমার সেই নিত্য পরম ধামে গমন কর, যাহা যোগিগণ বহুতর তপস্যাদ্বারা লাভ করিয়া

অপস্থি য়ে নিত্যমনন্যবুধ্যা
তক্ত্যা ত্বনুজং স্তবমাগমোক্তম্
তেহজ্ঞানসত্ত্বতভবং বিহায়

মাং যাস্তি নিত্যানুভবান্নমেষম্ ॥ ৫৬ ॥
ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ।

জয়লাভ করিয়া অজ্ঞানজনিত সংসার বন্ধন পরিত্যাগ পূর্বক
অন্তকালে আমাকে প্রাপ্ত হয় । ৫৬ ।

থাকে । ৫৫ । হে জ্ঞানিবর ! যে সকল ব্যক্তি অনন্যমনে
ভক্তিপূর্বক ত্বংকৃত স্তব পাঠ করে, তাহার ইহলোকে সর্বত্র

ইতিশ্রীমদধ্যায় রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ।

দশমোহধ্যায়ঃ

লক্ষ্মণ বরং স গন্ধর্বঃ প্রয়াস্তুন্ রামমব্রবীৎ ।
শবর্যাশ্তে পুরোভাগে আশ্রমে রঘুনন্দন ! ॥ ১ ॥
তক্ত্যা ত্বৎপাদকমলে ভক্তিমার্গবিশারদা ।
তাং প্রয়াহি মহাভাগ ! সর্বং তে কথয়িষ্যতি ॥ ২ ॥
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ মোহপি বিমানেনার্কবচসা ।
বিশোঃ পদং রামনামস্মরণে ফলমীদৃশম্ ॥ ৩ ॥

তক্ত্বা তদ্বিপিনং ঘোরং সিংহব্যাভ্রাদিদূষিতম্
শনৈরথাশ্রমপদং শবর্যা রঘুনন্দনঃ ॥ ৪ ॥
শবরী রামমালোকা লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্ ।
আয়াস্তুমারাক্ষর্ষণে প্রত্যাখ্যাচিরেণ সা ॥ ৫ ॥

গন্ধর্বরাজ শ্রীরামের নিকট বরলাভ করিয়া গমন করিতে
শ্রীরামকে কহিলেন হে রঘুনন্দন ! ভক্তিমার্গানুসারিণী শবরী
নাম্নী ভাপসী আপনার পাদপদ্মে ভক্তি সহকারে মনোনিবেশ
করিয়া সম্মুখবর্তী আশ্রমে বাস করিতেছেন । ১ । আপনি
তাঁহার নিকট গমন করুন, তিনি সীতা ব্রতান্ত সমস্তই আপ-
নার নিকট সবিস্তরে ব্যক্ত করিবেন । ২ । গন্ধর্বরাজ
শ্রীরামকে এইসকল ব্রতান্ত কহিয়া সূর্যাসদৃশ সমুজ্জল বিমানে

আরোহণ পূর্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন । যনুষ্যে
রাম নাম স্মরণ করিলে অনায়াসে এইরূপ ফল লাভ
করিতে পারে । ৩ । অনন্তর রঘুনন্দন লক্ষ্মণের সহিত সিংহ
ব্যাভ্রাদি দূষিত সেই ভয়ঙ্কর বন পরিত্যাগ করিয়া মৃদু মন্দ
গমনে শবরীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । ৪ । ভক্তিপরায়ণ
শবরী লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামকে সমাগত দেখিয়া সহসা
সাদরে গাত্রোথানান্তর শ্রীরামের পাদযুগলে পতিত হইলেন ।

পতিত্বা পাদয়োঃ হর্ষপূর্ণাশ্রলোচনা ।

স্বাগতেনাভিনন্দ্যাধ স্বাসনে সংন্যবেশয়ৎ ॥ ৬ ॥

রামলক্ষ্মণয়োঃ সম্যক্ পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ ।

তজ্জলেনাভিষিচ্যাক্ষমধার্যাদিভিরাদৃতা ॥ ৭ ॥

সম্পূজ্য বিধিবজ্রামং সসৌমিত্রিঃ সপর্যয়া ।

সংগৃহীতানি দিব্যানি রামার্থং শবরী মুদা ॥ ৮ ॥

কলান্যমৃতকম্পানি দদৌ রামায় ভক্তিতঃ ।

পাদৌ সংপূজ্য কুসুমৈঃ স্নগন্ধৈঃ সামুলেপনৈঃ ॥ ৯ ॥

কৃত্যতিথ্যং রঘুশ্রেষ্ঠমুপবিষ্টং সহানুজম্ ।

শবরী ভক্তিসম্পন্না প্রাজ্ঞলিঙ্গাক্যমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

অত্রাশ্রমে রঘুশ্রেষ্ঠ ! গুরুবো মে মহর্ষয়ঃ ।

স্থিতাঃ শুশ্রুষণং তেষাং কুর্কন্তী সমুপস্থিতা ॥ ১১ ॥

৫। এবং আনন্দাশ্র পূর্ণ লোচনে স্বাগত সম্ভাষণান্তর রাম ও লক্ষ্মণকে উত্তমাসনে উপবেশন করাইয়া ভক্তি পূর্বক তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। অনন্তর শবরী রাম লক্ষ্মণের পাদ প্রক্ষালন জল দ্বারা নিজ সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধি উভয়ের পূজা করিলেন, এবং তপঃ প্রভাবে জীৱামের ভবিষ্যদাগমন জানিতে পারিয়া যে সকল অমৃত তুল্য ফল সংরক্ষ করিয়া ছিলেন তাহাও জীৱামকে ভক্তি পূর্বক প্রদান করিয়া স্নগন্ধ ও চন্দন মিশ্রিত নানাবিধ কুসুম দ্বারা জীৱামের পাদ পূজন পূর্বক আতিথ্য করিলেন, জীৱামও আতিথ্য স্বীকার করিয়া লক্ষ্মণের সহিত সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিলেন।

অনন্তর ভক্তিমতী শবরী কৃত্যঞ্জলি হইয়া জীৱামকে কহিলেন। ৬। ৭। ৮। ৯। হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! পূর্বকালে এই আশ্রমে আমার পরম গুরু মহর্ষিগণ বাস করিছেন, আমি তাঁহাদিগের সেবাব নিমিত্ত এইস্থানে উপস্থিত ছিলাম। ১০। মহর্ষিগণ এই

বহুবর্ষসহস্রাণি গতাস্তে ব্রহ্মণঃ পদম্ ।

গমিষ্যন্তোহংক্রবন্মাং ত্বং বসাত্তৈব সমাহিতা ॥ ১২ ॥

রামো দাশরথির্জাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।

রাক্ষসানাং বধার্থায় ঋষীগাং রক্ষণায় চ ॥ ১৩ ॥

আগমিষ্যতি চৈকাগ্রধাননিষ্ঠা স্থিরা ভব ।

ইদানীং চিত্রকূটাদ্রাবাশ্রমে বসতি প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥

যাবদাগমনং তস্মৈ তাবদ্রক্ষ কলেবরম্ ।

দৃষ্টে'ব রাঘবং দক্ষ্য দেহং যাস্যসি তৎপদম্ ॥ ১৫ ॥

তথৈবাকরবং রাম ! তদ্ব্যাতনৈকপরায়ণা ।

প্রতীক্ষাগমনং তেহং সফলং গুরুভাষিতম্ ॥ ১৬ ॥

তব সন্দর্শনং রাম ! গুরুণামপি মে নহি ।

যোষিষ্মচ্চাহ প্রমেয়াত্মন্ ! হীনজাতিসমুদ্ভবা ॥ ১৭ ॥

স্থানে বহু সহস্র বর্ষ বাস করিয়া ব্রহ্মলোক গমন করিয়াছেন, গমন কালে তাঁহারা আনাকে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে, “বৎসে ! তুমি সমাধি অবলম্বন করিয়া এই স্থানেই বাস কর। ১২। সনাতন পরমাত্মা রাক্ষস কুলের বিনাশ ও ঋষিগণের রক্ষার নিমিত্ত দশরথের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সহর এস্থানে আগমন করিবেন, তুমি স্থির চিত্তে ধ্যানাবলম্বন করিয়া সেই বিষ্ণুর সমাগমন প্রতীক্ষা কর। এক্ষণে সেই প্রভু চিত্রকূট পর্বতের আশ্রমে বাস করিতেছেন। ১৩। ১৪। যে কাল পর্যন্ত ভগবান্ এস্থানে না আসিবেন তাবৎ কাল শরীর ধারণ কর, ভগবানকে সমাগত দেখিবা মাত্র জনল মধ্যে নিজ দেহ দগ্ধ করিয়া বিকুধ্যম বৈকুণ্ঠে গমন করিবে”। ১৫। হে রাম ! আমি তোমার স্মরণ মাত্র অবলম্বন করিয়া গুরুপদেশাত্মসারে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি, এক্ষণে গুরুবাক্য সফল হইল। ১৬। হে ভগবন্ ! আমার গুরুগণও আপনার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই, হে অপ্রমেয়াত্মন্ ! আমি অতি মুঢ়া জীজাতি এবং হীন কুলসমুদ্ভবা, আপনার দাসের শত সংখ্যোত্তর দাসের দাসীও

তব দাসস্ত দাসানাং শতমজ্জ্যোতিস্তরস্য বা ।
 দাসীভেনাধিকারোহস্তি কুতঃ সাক্ষান্তবৈব হি ॥১৮
 কথং রামাশ্চ মে দৃষ্টস্ত্বং মনোবাগগোচরঃ ।
 স্তোতুং ন জানে দেবেশ ! কিং করোমি ? প্রণীদ মে
 শ্রীরাম উবাচ ।
 পুংস্তুে স্ত্রীহে বিশেষো বা জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ ।
 ন কারণং মন্ত্রজনে শক্তিরেব হি কারণম্ ॥ ২০ ॥
 যদজ্ঞানতপোভির্বা বেদাধ্যয়নকর্ম্মভিঃ ।
 নৈব দ্রষ্টুমহং শক্যো মন্ত্রিক্তিবিমুখৈঃ সদা ॥২১ ॥
 তস্মাদ্ভামিনি ! সংক্ষেপাদ্বিক্ষেপহং তক্তিসাধনম্ ।
 সতাং সঙ্গতিরেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্ ॥ ২২ ॥

কার্য্যেও অধিকারী নহি, অতএব আপনার দর্শন আমার পক্ষে
 নিতান্ত অসম্ভব। ১৭। ১৮। হে দাশরথ্যে ! আপনি বাস্তবের
 অগোচর পদার্থ—তবে কিরূপে আমি আপনার দর্শন লাভ
 করিলাম। হে দেবদেব ! আমি কিছুই জানি না কি স্তব
 করিব, আপনি নিজগুণে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ১৯।

শ্রীরাম কহিলেন, হে বৎসে । স্ত্রীজাতি বা পুরুষ, সমাজ
 বা অসমাজ, প্রসিক্ত বা অপ্রসিক্ত নামা, উত্তমাশ্রমাব-
 লম্বী বা অধমাশ্রমাবলম্বী হউক, ভক্তি থাকিলেই আমার
 তজ্জনে অধিকারী হইতে পারে, আমার ঐ সকল ব্যক্তিতেই
 সমজ্ঞান আছে। ২০। হে তাপসি ! মন্ত্রিক্তি বিমুখ ব্যক্তির
 বজ্র, দান, তপসা, ও বেদ বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলেও
 কখন আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না। ২১। হে
 ভামিনি ! সেই হেতু মন্ত্রিক্তির উপায় তোমার নিকট সংক্ষেপে
 ব্যক্ত করি শ্রবণ কর।—

সংসদ মন্ত্রিক্তির প্রথম উপায়—মচরিত নিবন্ধ রামায়ণাদি

দ্বিতীয় মৎকথালাপস্ত্রতীয় মদগুণেরণম্ ।
 ব্যাখ্যাত্ত্বং মদ্বচসাং চতুর্থ সাধনং ভবেৎ ॥ ২৩ ॥
 আচার্য্যোপাসনং ভজে ! মদ্বধ্যামায়সা সদা ।
 পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং যমাদিনিয়মাদি চ ॥ ২৪ ॥
 নির্ভা মৎপূজনে নিত্যং বর্ষং সাধনমীরিতম্ ।
 মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাক্ষং সপ্তমমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
 মন্ত্রোপাসক পূজা সর্বভূতেষু মন্যতিঃ ।
 বাহার্য্যেষু বিরাগিত্বং শমাদিসহিতং তথা ॥ ২৬ ॥
 অষ্টমং নবমং তত্ত্ববিচারো মম ভামিনি !
 এবং নববিধা ভক্তিসাধনং যস্য কস্য বা । ২৭ ॥
 ত্রয়ো বা পুরুষস্যাপি তির্থাগ্ণ্যোনিগতস্য বা ।
 ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেমলক্ষণা শুভলক্ষণে ! ২৮ ॥
 তন্তৌ সঞ্জাতমাত্রায়াং মন্ত্রান্নুভবস্তথা ।
 মমানুভবসিদ্ধস্য মুক্তিস্তত্রৈব জন্মনি ॥ ২৯ ॥

চর্চা দ্বিতীয় উপায়—মদগুণ কীর্তন তৃতীয় উপায়—মচরিত
 প্রকাশক উপনিষদাখ্যা চতুর্থ উপায়—এবং অকপটে গুরুভে
 ঈশ্বর বুদ্ধিপূর্বক আচার্য্যোপাসনা পঞ্চম উপায়—পবিত্র স্তব
 ও যম আসন, প্রণাম, প্রত্যাহার নিয়ম, ধ্যান, ধারণা,
 সমাধি এবং প্রতিদিন মৎ পূজনে তৎপরতা এই কয়েকটি
 মন্ত্রিক্তির ষষ্ঠ উপায়—আমার মন্ত্রোপাসনা সপ্তম উপায় এবং
 মন্ত্রজ্ঞানের পূজা, সর্বভূতে ঈশ্বর বুদ্ধি, বাহ্য বস্তুরে বৈরাগ্য
 ও অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ, বহিরেন্দ্রিয় নিগ্রহ এই কয়েকটি
 অষ্টম উপায়—তত্ত্বমসি শ্বেত কেতো এই সকল বাক্য দ্বারা
 ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ মন্ত্রিক্তির নবম উপায়—হে শুভলক্ষণে ! স্ত্রী
 পুরুষ বা তির্থাগ্ণ্যোনিগত যে কোন ব্যক্তির এই নববিধ ভক্তি
 সাধন সম্পন্ন হইলে আমাতে প্রেম লক্ষণা ভক্তি উপায়
 হয়। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ভক্তি উপায়
 হইলেই ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ হয় তত্ত্ব নিরূপণ হইলে তাহার এই

স্যাত্তস্মাৎকারণং ভক্তির্মোক্ষস্যেতি স্থনিশ্চিতম্ ।
 প্রথমং সাধনং যস্য ভবেত্তস্য ক্রমেণ তু ॥ ৩০ ॥
 তবেৎ সৰ্বং ততো ভক্তিমুক্তিরেব স্থনিশ্চিতম্ ।
 যস্মান্মুক্তিমুক্তা ত্বং ততোহহং তামুপস্থিতঃ ॥ ৩১ ॥
 ইতো মর্দর্শনাম্মুক্তিস্তব নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।
 যদি জানাসি মে ক্রহি সীতা কমললোচনা ॥ ৩২ ॥
 কুত্রাস্তে কেন বা নীতা প্রিয়া মে প্রিয়দর্শনা ? ॥ ৩৩ ॥
 শবর্যুবাচ ।
 দেব ! জানাসি সৰ্বজ্ঞ সৰ্বং ত্বং বিশ্বভাবন ! !
 তথাপি পৃচ্ছসে যস্মাং লোকাননুসৃতঃ প্রভো ! ॥ ৩৪ ॥
 ততোহহমভিধায়াসি সীতা তত্রাধুনা স্থিতা ।
 রাবণেন হতা সীতা লঙ্কারাং বর্ততেহধুনা ॥ ৩৫ ॥

জন্মে মুক্তি লাভ করিতে পারে, জন্ম জন্মান্তর প্রতীক্ষা করিতে
 হয় না । ২২ ।

হে তামিনি ! সেই হেতু ভক্তিই মুক্তির একমাত্র কারণ নিশ্চয়
 জানিবে, যে সকল ব্যক্তি দিগের প্রথম ভক্তি সাধন ঘটনা হয়,
 ক্রমশঃ তাহাদিগের অবশিষ্ট উপায় সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে,
 সুতরাং তাহারা ভক্তি ও তদনন্তর মুক্তি নিশ্চয় লাভ করিতে
 পারে। হে ভদ্রে ! যেহেতু তোমার আমাতে ঐকান্তিক ভক্তি
 জন্মিয়াছে, সেই হেতু আমি স্বয়ং এ স্থানে উপস্থিত হইয়া
 তোমার নয়ন গোচর হইলাম । ৩০ । ৩১ । আমার এই
 দর্শনেই তোমার নিশ্চয় মুক্তি লাভ হইবে, সম্প্রতি আমার
 কমল লোচনা সীতা কোন স্থানে আছেন—প্রিয়দর্শনা প্রিয়াকে
 কোন্ ভ্রাতৃস্বাই বা হরণ করিল, যদি তুমি এ বিষয় কিছু অব-
 গত থাক তবে আমার নিকট ব্যক্ত কর । ৩২ । ৩৩ । শবরী
 কহিলেন—হে প্রভো ! হে দেব ! হে বিশ্বভাবন ! আপনি
 সৰ্বজ্ঞ—সকলই জানেন—তথাপি লোক ব্যবহারভ্রাস্ত্রী হইয়া
 আমাকে এ বিষয় যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, সুতরাং বলিতে হইল,
 হে ভগবন্ ! রাক্ষসেশ্বর রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে এক্ষণে

ইতঃ সমীপে রামাস্তে পশ্পানাম সরোবরম্ ।
 ঋষ্যমুকগিরিনাম তৎসমীপে মহানগঃ ॥ ৩৬ ॥
 চতুর্ভিন্নম্ভিত্তিঃ সার্কং সুগ্রীবো বানরাধিপঃ ।
 ভীতভীতঃ সদা তত্র তিষ্ঠত্যতুলবিক্রমঃ ॥ ৩৭ ॥
 বালিনশ্চ ভয়াস্ত্রাত্তুস্তদগম্যমৃষেভয়াৎ ।
 বালিনস্তত্র গচ্ছ ত্বং তেন সখ্যং কুরু প্রভো ! ॥ ৩৮ ॥
 সুগ্রীবেন স সৰ্বং তে কার্য্যং সম্পাদয়িষ্যতি ।
 অহমগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি ত্বাঞ্জে রঘুনন্দন ! ॥ ৩৯ ॥
 মুহূর্তং তিষ্ঠ রাজেন্দ্র ! যাবদক্ষু কলেবরম্ ।
 যাস্ত্যামি ভগবন্মাম তব বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ৪০ ॥
 ইতি রামং সমামন্য প্রবিবেশ হৃতাশনম্ ।
 কণাগ্নিধূয় সকলমবিদ্যাকৃতবন্ধনম্ ॥ ৪১ ॥

তিনি লঙ্কার অবস্থিতি করিতেছেন । ৩৪ । ৩৫ । হে রাম ! এই
 স্থানের অনতিদূরে পশ্পা নামক সরোবর আছে ঐ পশ্পা
 সমীপে ঋষ্যমুক নামক মহাপর্বত—ঐ পর্বতে মহাবল পরাক্রম
 বানর রাজ অতি ভীত হইয়া চারিজন মন্ত্রির সহিত বাস করি-
 তেছেন । বানর রাজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি কর্তৃক পরাজিত
 ও হত সর্বস্ব হইয়া তাঁহার ভয়ে যে ঋষ্যমুক পর্বত আশ্রয়
 করিয়াছেন ঐ ঋষ্যমুক পর্বত বালির অগম্য স্থান, যেহেতু বালি
 ওস্থানে আগমন করিলে ভূতপূর্ব মহর্ষি শাপ নবীভূত
 হইয়া কলবান হইবে । এক্ষণে আপনি সেই স্থানে গমন
 করিয়া বানর রাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্য ককন, তিনি আপনার
 অভিলষিত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন । হে রঘুনন্দন !
 যাবৎ কাল আমি আপনার সম্মুখে অগ্নি প্রবেশ পূর্বক
 শরীর দগ্ধ করিয়া বৈকুণ্ঠ ধামে গমন না করি, সেই মুহূর্ত
 কাল এ স্থানে আপনি অবস্থিতি করুন । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ ।
 ৩৯ । ৪০ । শবরী শ্রীরামচন্দ্রের সহিত এইরূপ সম্ভাষণা-
 ন্তর অগ্নি প্রবেশ করিয়া কণ কালের মধ্যে অবিদ্যা জনিত
 সংসার বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীরামের প্রসাদে

রামপ্রসাদাচ্ছবরী মোক্ষং প্রাপাতি দুর্লভম্ ।
কিং দুর্লভং জগন্নাথে শ্রীরামে তত্ত্ববৎসলে ।

প্রসন্নৈহমজ্ঞম্যাপি শবরী মুক্তিমাংস সা । ৪২ ॥

কিং পুনর্ভ্রাক্ষণা মুখ্যাঃ পুণ্যাঃ শ্রীরামচিন্তকাঃ ।

মুক্তিং যাস্তীতি তত্ত্বমুক্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥৪৩॥

তত্ত্বমুক্তিবিধায়িনী ভগবতঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য হো ॥

অতি দুর্লভ মুক্তি লাভ করিলেন । ৪১ । তত্ত্ব বৎসল
জগন্নাথ শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্ন হইলে জগতে কি কোন বস্তু দুর্লভ
কইতে পারে ? দেখ নীচকুল সম্ভবা শবরীও শ্রীরাম প্রসাদে
অতি দুর্লভ মুক্তিলাভ লাভ করিল । শ্রীরামোপাসক পুণ্যশীল
প্রধান বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণেরা যে মুক্তিলাভ করিবে তাহাতে
সন্দেহ কি ? যেহেতু শ্রীরাম তত্ত্বই মুক্তির সাধন । ৪২ । ৪৩ ।
ও সাবধান ! এই জগতে রাম তত্ত্বই মোক্ষের একমাত্র

লোকাঃ কামদুর্ঘাঃ ত্রিপদ্যুগলং সেবধ্বমভ্রুকাঃ
নানাজ্ঞানবিশেষমন্ত্রবিততিং ত্যক্তা হৃদয়ে ভূশম্ ।
রামং শ্রামতনুং স্মরারিহৃদয়ে ভাস্তং তজ্জধ্বং বুধাঃ

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
দশমোহধ্যায়ঃ ।

উপায় । অতএব তোমরা সকলে যজ্ঞের সহিত অভীষ্টপ্রদ
শ্রীরামচন্দ্র-চরণারবিন্দযুগল সেবা কর । হে পণ্ডিতগণ !
যাগ যজ্ঞাদি মন্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল মহাদেবের
হৃদয়রত্ন স্বরূপ নবদর্শাদলশ্রাম রামরূপ অনবরত ভাবনা
কর, তাহা হইলে অবশ্য মুক্তি লাভ হইবে । ৪৪ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে অরণ্যকাণ্ডে
দশমোহধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ ।

কি ক্ষি ক্কা কা ও ম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততঃ সলক্ষ্মণো রামঃ শনৈঃ পম্পাসরস্তুটম্ ।
 আগত্য সরসাং শ্রেষ্ঠং দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাযযৌ ॥ ১ ॥
 ক্রোশমাত্রং সুবিস্তীর্ণমগাধামলশম্বরম্ ।
 উৎকুলান্বজকঙ্কারকুমুদোৎপলমণ্ডিতম্ ॥ ২ ॥
 হংসকারণবাকীর্ণং চক্রবাকাদিশোভিতম্ ।
 জলকুকুটকোষষ্ঠিক্রৌঞ্চনাদোপনাদিতম্ ॥ ৩ ॥
 নানাপুষ্পলতাকীর্ণং নানাকলসমারতম্ ।
 সতাং মনঃ স্বচ্ছজলং পদ্মকিংজল্কবাসিতম্ ॥ ৪ ॥
 তত্রোপম্পৃশ্য সলিলং পীত্বা শ্রমহরং বিভুঃ ।
 সানুজঃ সরসস্তীরে শীতলেন পথা যযৌ ॥ ৫ ॥

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে পম্পা সরোবর তীরে গমন পূর্বক তাহার অল্পম শোভা সন্দর্শন করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন । সেই সরোবর ক্রোশ পরিমাণে বিস্তীর্ণ ; তাহার সলিল অগাধ ও অতীব নিম্নল ; তাহাতে কমল, কুমুদ, কঙ্কার প্রভৃতি কুহুম সকল বিকলিত থাকার অপূর্ব শোভা হইয়াছে এবং হংস, কারণব, চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ সমাকীর্ণ সেই মহাসরোবরে কোষষ্ঠি, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ কলনাদ করিতেছে । তাহার কুলপ্রদেশ বিবিধ কল কুমুম শোভিত লতাজালে সমারত ; সংপূর্ণের অন্তঃ-করণ সদৃশ নিম্নল সেই সলিল বিকচ-কমল ফুলের কিঙ্কল

ঋষ্যমুকগিরেঃ পার্শ্বে গচ্ছন্তৌ রামলক্ষ্মণৌ ।
 ধনুর্বাণকরৌ দান্তৌ জটাবল্কলমণ্ডিতৌ ।
 পশ্যন্তৌ বিবিধান্ রক্ষান্ গিরেঃ শোভাং সুবিক্রমৌ
 সুগ্রীবস্ত গিরেমূর্চ্ছি চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ ।
 স্থিত্বা দদর্শ তৌ যান্তৌ আকরোহ গিরেঃ শিবঃ ॥ ৭ ॥
 ভয়াদাহ হনুমন্তং কো তৌ বীরবরৌ ? সখে !
 গচ্ছ জানীহি ভদ্রং তে বটুভূত্বা দ্বিজাকৃতিঃ ॥ ৮ ॥

সম্পর্কে অতিমাত্র সুবাসিত হইয়াছে । রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সেই সরোবরের সুশীতল সলিল পান দ্বারা শ্রম নিবারণ করিয়া ছায়ায় শীতল পথে গমন করিতে লাগিলেন । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । জটাবল্কল-বিভূষিত ধনুর্বাণধর বিক্রমশালী ইন্দ্রিয় সুখ পরাশ্রুত রাম ও লক্ষ্মণ ঋষ্যমুক পর্বতের পার্শ্বে গমন করিতে করিতে বিবিধ রক্ষরাজি ও মহীধরের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । ৬ ।

সুগ্রীব, হনুমান্ প্রভৃতি চারিটা বানরের সহিত সেই পর্বতোপরি বাস করিতেছিলেন । সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণকে সমাগত দেখিয়া ভয়ে মহীধরের শিখর দেশে আরোহণ পূর্বক হনুমান্কে কহিলেন “হে সখে ! এই দুইটা বীরশ্রেষ্ঠ কে ?—তুমি ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্বক জানিয়া আইস । তোমার মঞ্চল হউক । উহারা কি আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত বালি কঙ্ক প্রেরিত হইয়া আগমন করিয়াছে ? যাহা

বালিনা প্রেষিতৌ কিম্বা মাং হন্তুং সমুপাগতো ।
 তাত্যাং সস্ত্রাষণং কৃত্বা জানীহি হৃদয়ং তয়োঃ ॥৯
 যদি তৌ দুষ্কহৃদয়ো সংজ্ঞাং কুরু করাগ্রতঃ ।
 বিনয়াবনতো ভুত্বা এবং জানীহি নিশ্চয়ম্ ॥ ১০ ॥
 তথ্যেতি বটুকপেণ হনুমান্ সমুপাগতঃ ।
 বিনয়াবনতো ভুত্বা রামং নত্বেদমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥
 কো যুবাং পুরুষব্যাত্ত্রো যুবানৌ বীরসম্মতো ।
 জ্যোতয়ন্তৌ দিশঃ সর্বাঃ প্রত্যয়া ভাস্করাবিব ॥ ১২ ॥
 যুবাং ত্রৈলোক্যকর্তারাবিতি ভাতি মনো মম ।
 যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতু জগন্ময়ো ॥ ১৩ ॥
 মায়য়া মানুষাকারৌ চরন্তাবিব লীলয়া ।
 ভূভারহরণার্থায় তক্তানাং পালনায় চ ॥ ১৪ ॥

অবতীর্ণাবিহ পরৌ চরন্তৌ ক্ষত্রিয়াকৃতি ।
 জগৎস্থিতিলয়ৌ সর্বং লীলয়া কৰ্ত্তুমুদ্যতো ॥ ১৫ ॥
 স্বতন্ত্রৌ প্রেরকৌ সর্বহৃদয়স্বাবিহেশ্বরৌ ।
 নরনারায়ণৌ লোকে চরন্তাবিতি মে মতিঃ ॥ ১৬ ॥
 শ্রীরামো লক্ষ্মণং প্রাহ পঠৈশনং বটুকপিণম্ ।
 শব্দশাস্ত্রমশেষেণ শ্রুতং নুনমনেকধা ॥ ১৭ ॥
 অনেন ভাষিতং কুৎসং ন কিঞ্চিদপশদিতম্ ।
 ততঃ প্রাহ হনুমন্তং রাঘবো জ্ঞানবিগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥
 অহং দাশরথী রামস্তয়ং মে লক্ষ্মণোহনুজঃ ।
 সীতয়া ভার্যয়া সার্কং পিতৃর্কচনগৌরবাৎ ॥ ১৯ ॥
 আগতস্তত্র বিপিনে স্থিতোহহং দণ্ডকে দ্বিজ ।
 তত্র ভার্য্যা হুতা সীতা রক্ষসা কেনচিন্মম ।
 তামন্বেক্ষু মিহায়াতৌ ত্বং কো বা কশ্চ বা বদ ॥২০॥

হটুক সস্ত্রাষণ করিয়া উহাদিগের হৃদয় অবগত হও । যদি
 উহার দুষ্ক বুদ্ধ্যিহিত আগমন করিয়া থাকে, তবে হস্ত সংকেতে
 আমাকে অবগত করাইবে। তুমি বিনয় নত্ৰ হইয়া উহা-
 দিগের সহিত আলাপ করিবে” ১। ৭। ৮। ৯। ১০।

হনুমান্ স্মৃগীভের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ
 পূর্বক রামের নিকট উপস্থিত হইলেন ও বিনয়াবনত হইয়া
 কহিলেন “আপনারা কে? সূর্য যেমন প্রভাদ্বারা দশদিক্
 আলোকিত করেন—আপনারাও সেই রূপে দশদিক্ আলো-
 কিত করিতেছেন। আপনাদিগের আকারে সম্পূর্ণ বীরভাব
 লক্ষিত হইতেছে। আপনাদিগকে দেখিলে অসাধারণ
 পুরুষ বলিয়া প্রতীতি হয়। আমার বোধ হয় আপনারা ত্রি-
 লোকের অধীশ্বর ও জগতের একমাত্র কারণ—জগৎস্বয় প্রধান
 পুরুষ অর্থাৎ নারায়ণের অবতার, তাহার কোন সন্দেহ নাই।
 বসুমতী-ভার বিমোচন ও ভক্তগণের প্রতিপালন নিমিত্ত

মায়া প্রভাবে মনুষ্যভাবে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয়াকারে বিচরণ
 কারিতেছেন। আমার বোধ হয় আপনারা জগতের স্থিতি ও
 প্রলয়ের কারণ—সেই স্বাধীন সর্বলোক হৃদয়বাসী নরনারায়ণ,
 লীলা প্রকাশের নিমিত্ত এই জগতে বিচরণ করিতেছেন” ১।
 ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন “হে বৎস! দেখ এই
 ব্রাহ্মণ কিরূপ শব্দ শাস্ত্রে জ্ঞানবান্, যে সকল বাক্য প্রয়োগ
 করিল তাহার একটিও অপভ্রংশ শব্দ নহে”। অনন্তর হনু-
 মান্কে কহিলেন “হে ব্রাহ্মণ! আমি মহারাজ দশরথের পুত্র
 রাম, ইনি আমার কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ, পিতৃ বাক্য পালন নিমিত্ত
 ভার্য্যা সীতার সহিত দণ্ডকারণ্য আসিয়াছিলাম। সেই
 কাননে কোন রাক্ষস আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। তুমি
 কে? কাহার প্রেরিত? সবিস্তার বর্ণনা কর ১। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

বটুরবাচ ।

সুগ্রীবো নাম রাজা যো বানরাণাং মহামতিঃ ।

চতুর্ভিন্নমুখিভিঃ সার্কং গিরিমূর্ধনি তিষ্ঠতি ॥ ২১ ॥

ভ্রাতা কনীরান্ সুগ্রীবো বালিনঃ পাপচেতসঃ ।

তেন নিষ্কাশিতো ভার্ঘ্যা হতা তস্মৈহ বালিনা ২৩

তন্তুয়াদৃষ্যমুকাখ্যং গিরিমাশ্রিত্য সংস্থিতঃ ।

অহং সুগ্রীবসচিবো বায়ুপুঞ্জো মহামতে ! ॥ ২৩ ॥

হনুমান্নাম বিখ্যাতো অঞ্জনাগর্ভসন্তবঃ ।

তেন সখ্যং ত্বয়া যুক্তং সুগ্রীবেষু রঘুন্তম ! ॥ ২৪ ॥

ভার্ঘ্যাপহারিণং হন্তুং সহায়স্তু ভবিষ্যতি ।

ইদানীমেব গচ্ছাম আগচ্ছ যদি রোচতে ॥ ২৫ ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

অহমপ্যাগতস্তেন সখ্যং কৰ্ত্তুং কপীশ্বর ! ।

সখ্যাস্তস্মাপি যৎকার্য্যং তৎকরিষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “বানরাগণের অধীশ্বর মহাত্মা সুগ্রীব চারিটা মন্ত্রির সহিত এই পর্বতে বাস করিতেছেন। মহাত্মা সুগ্রীব পাপ চিত্ত বালির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বালি সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহার ভার্ঘ্যাকে হরণ করিয়াছে। আমি সুগ্রীবের সচিব—অঞ্জনা গর্ভসমুত সমীরণাশুজ—নাম হনুমান্। বালি ভয়ে ঋষ্যমুক পর্বত আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছি। হে রামচন্দ্র! আপনি সেই সুগ্রীবের সহিত মৈত্রী করুন, তিনি আপনার শত্রু-বধে সহায় হইবেন। যদি ইচ্ছা হয় তবে আগমন করুন বিলম্ব করিবেন না” ॥ ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন “হে কপীশ্বর! আমি সুগ্রীবের সহিত সখ্য করিতেই আগমন করিয়াছি। আমার সহিত তাহার সখ্য সংস্থাপন হইলে আমি তাহার প্রিয়কার্য্য অর্থাৎ

হনুমান্ স্বস্বরূপেণ স্থিতো রামমথাব্রবীৎ ।

আরোহতাং মম স্কন্ধো গচ্ছামঃ পর্বতোপরি ॥ ২৭

যত্র তিষ্ঠতি সুগ্রীবো মন্ত্রিভির্বালিনো ভয়াৎ ।

তথৈতি তস্মাকরোহ স্কন্ধং রামোহথ লক্ষ্মণঃ ॥ ২৮

উৎপপাত গিরেমূর্ধ্নি স্কণাদেব মহাকপিঃ ।

বৃক্ষচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য স্থিতৌ তৌ রামলক্ষ্মণৌ ২৯

হনুমানপি সুগ্রীবমুপগম্য কৃতাজলিঃ ।

ব্যোতু তে ভয়মায়াতৌ রাজন্! শ্রীরামলক্ষ্মণৌ ॥ ৩০

শীঘ্রমুত্তিষ্ঠ রামেণ সখ্যং তে যোজিতং ময়া ।

অগ্নিং সাক্ষিণমারোপ্য তেন সখ্যং দ্রুতং কুরু ৩১

ততোহতিহর্ষাৎ সুগ্রীবঃ সমাগম্য রঘুন্তমম্ ।

বৃক্ষশাখাং স্বয়ং ছিত্বা বিষ্করায় দদৌ মুদা ॥ ৩২ ॥

বালি বধ নিশ্চয় করিব’। অনন্তর হনুমান্ স্বীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন “আপনার আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন আপনারা আমাকে পর্বতোপরি লইয়া যাইব। তথায় মন্ত্রিগণের সহিত সুগ্রীব বালিভয়ে অবস্থান করিতেছেন”। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। মহাবল হনুমান্ স্কন্ধকাল মধ্যে তাহাদিগকে পর্বতোপরি লইয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় অবস্থান করাইল। পরে সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাজলিপুটে কহিল “হে রাজন্! আপনি ভর পরিচাণ করুন, শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ আগমন করিয়াছেন, শীঘ্র গমন পূর্বক অগ্নি সাক্ষি করিয়া তাহার সহিত সখ্য সংস্থাপন করুন ॥ ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। অনন্তর সুগ্রীব অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া রামের নিকট গমন পূর্বক স্বয়ং বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিয়া রামচন্দ্রকে আসন প্রদান করিলেন। হনুমান্ও এক বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া লক্ষ্মণকে উপবেশন

হনুমান্ লক্ষ্মণায়াদাৎ সুগ্রীবায় চ লক্ষ্মণঃ ।
 হর্ষণে মহতা বিষ্ঠাঃ সর্ব্ব এবাবতস্থিরে ॥ ৩৩ ॥
 লক্ষ্মণস্তব্রবীৎ সর্ব্বং রামবৃত্তান্তমাদিতঃ ।
 বনবাসাভিগমনং সীতাহরণমেব চ ॥ ৩৪ ॥
 লক্ষ্মণোক্তং বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো রামমব্রবীৎ ।
 অহং করিষ্যে রাজেন্দ্র ! সীতায়ঃ পরিমার্গণম্ ॥ ৩৫ ॥
 সাহায্যমপি তে রাম ! করিষ্যে শত্রুঘাতিনঃ ।
 শৃণু রাম ! মমাদৃষ্টং কিঞ্চিতে কথয়াম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥
 একদা মন্ত্ৰিভিঃ সার্দ্ধং স্থিতোহহং গিরিমুচ্ছনি ।
 বিহায়স্য নীলমানাং কেনচিৎপ্রমদোক্তমাম্ ॥ ৩৭ ॥
 ক্রোশন্তী রামরামেতি দৃষ্ট্বাস্মান্ পর্কতোপরি ।
 আমুচ্যাতরণান্যাশু স্রোস্তরীয়েণ ভামিনী ॥ ৩৮ ॥
 নিরীক্ষ্যধঃ পরিতাজ্য ক্রোশন্তী তেন রক্ষসা ।
 নীত্বাহং ভূষণান্যাশু গুহারামক্ষিপং প্রভো! ॥ ৩৯ ॥

কথাইলেন । লক্ষ্মণও তাহার এক দেশে সুগ্রীবকে উপবেশন
 করাইলেন । লক্ষ্মণ রামের বনবাস ও সীতা হরণ প্রভৃতি
 সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন । সুগ্রীব লক্ষ্মণোক্ত বাক্য
 শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন “হে রামচন্দ্র ! আমি
 সীতার অন্বেষণ ও আপনার শত্রু বিনাশে বিশেষ সাহায্য
 করিব । হে রামচন্দ্র ! আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা সবিস্ত-
 রেরে কহিতেছি শ্রবণ করুন ।

একদা আমি মন্ত্ৰিগণের সহিত পর্কতোপরি অবস্থান
 করিতেছিলাম, সেই সময়ে এক পাপাত্মা একটী রমনীকে
 হরণ করিয়া আকাশ পথে গমন করিতেছিল । সেই
 বরবর্ণিনী হা রাম ! হা রাম ! বলিয়া রোদন করিতে
 করিতে আমাদিগকে দর্শন করিয়া অঙ্গ হইতে আভরণ
 উছোচন পূর্ব্বক উত্তরীয়াধৌ বন্ধন করিয়া নিক্ষেপ করি-
 লেন । হে প্রভো ! আমি সেই আভরণ গুলি লইয়া গুহা

ইদানীমপি পশ্য ত্বং জানীহি তব বা নবা ।
 ইতুস্ত্রানীয় রামায় দর্শয়ামাস বানরঃ ॥ ৪০ ॥
 বিমুচ্য রামস্তদৃষ্ট্বা হা সীতেতি মুহুমুহুঃ ।
 হৃদি নিক্ষিপ্য তৎসর্ব্বং রুরোদ প্রাকৃতো যথা ॥ ৪১ ॥
 আশ্বাশ্ব রাঘবং ভ্রাতা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ ।
 অচিরেণৈব তে রাম ! প্রাপ্যতে জানকী শ্রুতা ।
 বানরেন্দ্রসহায়েন হত্বা রাবণমাহবে ॥ ৪২ ॥
 সুগ্রীবোহপ্যাহ হে রাম ! প্রতিজ্ঞাং করবাণি তে ।
 সমরে রাবণং হত্বা তব দাস্যামি জানকীম্ ॥ ৪৩ ॥
 ততো হনুমান্ প্রজ্জ্বাল্য তয়োঃ রঘিসমীপতঃ ।
 তারুভৌ রামসুগ্রীবাবম্ভৌ সাক্ষিনি তিষ্ঠতি ॥ ৪৪ ॥
 বাহু প্রসার্য চালিক্য পরস্পরমকল্মষৌ ।
 সমীপে রঘুনাথসু সুগ্রীবঃ সমুপাধিশৎ ॥ ৪৫ ॥

মধ্যে রক্ষা করিয়াছি; এখন আপনি দর্শন করুন ঐ গুলি
 সীতার আভরণ কি না । অনন্তর সুগ্রীব বস্ত্র বন্ধ অলঙ্কার
 গুলি শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন । রামচন্দ্র বস্ত্র শ্রেণি
 শিথিল করিয়া সীতার অলঙ্কার বলিয়া স্থির করিলেন এবং
 তাহা হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সামান্য মনুষ্যের মত ‘হা সীতা
 হা সীতা !’ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । ৩২ । ৩৩ ।
 ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ ।

লক্ষ্মণ শ্রীরামকে সান্বনা করতঃ কহিলেন “হে আর্ষ্য !
 আপনি শোক করিবেন না, বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সাহায্যে আমরা
 অচিরে রাবণ বিনাশ পূর্ব্বক জানকীকে লাভ করিব” ।
 সুগ্রীবও কহিলেন “হে রামচন্দ্র ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি
 সংগ্রামে রাবণকে বিনাশ করিয়া আপনার জানকী আপনাকে
 দিব” । অনন্তর হনুমান্ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে রাম ও সুগ্রীব
 পরস্পর বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন । পরে সুগ্রীব
 রামের নিকট উপবেশন করিয়া আশ্রয়ভ্রাতৃ কীর্তন করিতে

স্বোদন্তং কথয়ামাস প্রণয়াদ্রঘুনায়কে
 সখে ! শৃণু মমোদন্তং বালিনা গৎকৃতং পুরা ॥ ৪৬ ॥
 ময়পুত্রোহথ মায়াবী নান্না পরমহুর্মদঃ ।
 কিক্ষিৎস্যাং সমুপাগত্য বালিনং সমুপাস্থয়ৎ ॥ ৪৭ ॥
 সিংহনাদেন মহতা বালী তু তদমর্ষণঃ ।
 নির্ঘয়ো ক্রোধতাত্ত্বাক্ষো জঘান দৃঢ়মুক্তিনা ॥ ৪৮ ॥
 দুদ্ভাব তেন সযিগ্নো জগাম স্বগুহাং প্রতি ।
 অনুদুদ্ভাব তং বালী মায়াবিনমহং তথা ।
 ততঃ প্রবিষ্টমালোক্য গুহাং মায়াবিনং রুধা ॥ ৪৯ ॥
 বালী মামাহ তিষ্ঠ ত্বং বহির্গচ্ছাম্যহং গুহাম্ ।
 ইত্যুক্ত্বাবিশ্য স গুহাং মাসমেকং ন নির্ঘয়ো ॥ ৫০ ॥
 মাসাদূর্জং গুহাদ্বারান্নির্গতং রুধিরং বহু ।
 তদৃষ্ট্বা পরিতপ্তাক্ষো মৃতো বালীতি লুপ্তিতঃ ॥ ৫১ ॥

গুহাদ্বারি শিলামেকাং নিধায় গৃহমাগতঃ ।
 ততোহক্রবৎ মৃতো বালী গুহায়াং রক্ষসাহতঃ ॥ ৫২ ॥
 তচ্ছ্রুত্বা দুঃখিতাঃ সর্বে মামনিচ্ছন্তমপ্যত ।
 রাজ্যোহভিষেচনং চক্রুঃ সর্বে বানরমস্ত্রিণঃ ॥ ৫৩ ॥
 শিক্তং তদা ময়া রাজ্যং কিক্ষিৎকালমরিন্দম ! ।
 ততঃ সমাগতো বালীমামাহ পরবৎ রুধা ॥ ৫৪ ॥
 বহুধা ভৎসয়িত্বা মাং নিজঘান চ মুক্তিভিঃ ।
 ততো নির্গত্য নগরাদধাবৎ পরয়া ভিয়া ॥ ৫৫ ॥
 লোকান্ সর্বান্ পরিক্রম্য ঋষ্যমুকং সমাপ্রিতং
 ঋষেঃ শাপভয়াংসোহপি নান্নাতীমং গিরিং প্রভো ! ।
 তদাদি মম ভার্য্যাং স স্বয়ং ভুংক্তে বিমূঢ়ধীঃ ।
 অতো দুঃখেন সন্তপ্তো হতদারো হতাশ্রয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

লাগিলেন—হে সখে ! পূর্বে বালি আমাকে যে রূপে নিরা-
 কৃত করিয়াছে তাহা শ্রবণ করুন ।

অতি মায়াবী পরমহুর্মদ নামক ময়পুত্র অসুর কিক্ষিৎস্যা
 নগরে আগমন করিয়া সিংহনাদ করত বালিকে সমরে
 আহ্বান করিল; বালি তাহার সিংহ নাদে উত্তেজিত
 হইয়া অতিমাত্র ক্রোধভরে নির্গত হইল ও সূদৃঢ় মুষ্টি
 দ্বারা তাহাকে প্রহার করিল। মায়াবী সেই মুষ্টি
 প্রহারে অতিশয় ব্যথিত হইয়া আপনার গুহায় প্রবেশ
 করিল। বালী ও আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। অনন্তর
 অসুরকে গুহামধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া বালী আমাকে কহিল
 “তুমি গুহাদ্বারে অবস্থান কর আমি ইহার মধ্যে প্রবেশ করি”
 এই বলিয়া সে গুহামধ্যে প্রবেশ করিল; আমি এক মাস
 গুহাদ্বারে অবস্থান করিলাম, কিন্তু বালী ইহার মধ্যে হইতে
 নির্গত হইল না। এক মাসের পর গুহা হইতে প্রভূত
 শোণিত নির্গত হইল। আমি তদর্শনে বালীর মরণ অব-

ধারণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। অনন্তর এক খণ্ড
 প্রস্তর দ্বারা গুহামুখ বন্ধ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক
 কহিলাম—রাক্ষস গুহামধ্যে বালীকে নিহত করিয়াছে; তাহা
 শ্রবণ করিয়া সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইল। আমি অনিচ্ছুক
 হইলেও মস্ত্রিগণ অঙ্গাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। ৪২।
 ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১।
 ৫২। ৫৩।

“হে শক্রনিহন ! আমি কিক্ষিৎ কাণে রাজ্যে শাসন
 করিতে লাগিলাম। অনন্তর বালী সমাগত হইয়া আমাকে
 পক্ষবাক্যে ভৎসনা করিয়া মুষ্টি প্রহার করিল। আমি ভয়ে
 নগর হইতে বহির্গত হইয়া সমস্ত লোক পরিত্রমণ পূর্বক
 এক্ষণে ঋষ্যমুক পার্বতে বাস করিতেছি। বালী ঋষির শাপে
 এই পার্বতে আগমন করিতে সক্ষম নহে। হে প্রভো ! ঐ
 বিমূঢ় সেই পর্যন্ত আমার ভার্য্যাকে ভোগ করিতেছে। আমি

বসাম্যন্ত তবৎপাদসংস্পর্শাৎ সুখিতোম্যাহম্ ।
 মিত্রহুঃখেন সন্তপ্তো রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৫৮ ॥
 হনিষ্যামি তব দ্বেষাৎ শীঘ্রং ভার্যাপহারিণম্ ।
 ইতি প্রতিজ্ঞামকরোৎ সুগ্রীবশ্চ পুরস্তদা ॥ ৫৯ ॥
 সুগ্রীবোহপ্যাহ রাজেন্দ্র ! বালী বলবতাং বলী ।
 কথং হনিষ্যতি ভবান্ দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ৬০ ॥
 শৃণু তে কথয়িষ্যামি তদ্বলং বলিনাম্বর ! ।
 কদাচিদুন্মুভিনাম মহাকাষো মহাবলঃ ॥ ৬১ ॥
 কিঙ্কিঙ্ক্যামগমদ্রাম ! মহামহিষকপথুক ।
 যুদ্ধায় বালিনং রাত্রৌ সমাহ্বয়ত ভীষণঃ ॥ ৬২ ॥
 তচ্ছত্ৰাহসহমানোহসৌ বালী পরমকোপনঃ ।
 মহিষং শৃঙ্গরোধুত্বা পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৬৩ ॥
 পাদেনৈকেন তৎকায়মাক্রম্যাস্ত শিরো মহৎ ।
 হস্তাভ্যাং ভ্রাময়ংশ্চিহ্না তোলয়িত্বাক্ষিপদ্যুবি ॥ ৬৪ ॥

সতদারও আশ্রয়বিহীন হইয়া বাস করিতেছি। অদ্য আপনার
 চরণ সংস্পর্শে কথঞ্চিৎ দুঃখ দূর হইল।” রাজীবলোচন
 রামচন্দ্র মিত্রহুঃখে অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া কহিলেন, “নখে!
 আমি শীঘ্রই তোমার ভার্যাপহারী শত্রুকে বিনষ্ট করিব।”
 ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯।

সুগ্রীব কহিলেন, “হে রামচন্দ্র ! বালী বীরগণের মধ্যে
 দ্বিতীয়, দেবগণও তাহাকে পরাজয় করিতে সক্ষম নহেন।
 আপনি সেই বালীকে কিরূপে বিনাশ করিবেন? হে বীর-
 শ্রেষ্ঠ! আমি বালীর বলবীৰ্য্যের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি
 শ্রবণ করুন। এক সময় দুন্মুভি নামে এক মহাবল অস্ত্র
 মহিষরূপ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান
 করে, বালী তাহার দর্প সহ্য না করিয়া অতিশয় ক্রোধ
 পূর্বক শৃঙ্গরূপ ধারণ করিয়া মহিষকে পৃথিবীতে পাতিত
 করিল। পরে এক পদ দ্বারা তাহার শরীর আক্রমণ করিয়া

পপাত তচ্ছিরো রাম ! মাতঙ্গাশ্রমসন্নিধৌ ।
 যোজনাৎপতিতং তস্মান্মনোরাশ্রমমণ্ডলে ॥ ৬১ ॥
 রক্তবৃষ্টিঃ পপাতোচ্চৈর্দৃষ্টা তাং ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
 মাতঙ্গো বালিনং প্রাহ যদ্যাগস্তানি মে গিরিয় ॥ ৬২ ॥
 ইতঃপরং ভগ্নশিরা মরিষ্যসি ন সংশয়ঃ ।
 এবং শপ্তস্তুদারভ্য ঋষামুকং ন যাত্যসৌ ॥ ৬৩ ॥
 এতজ্জজ্ঞাহমপ্যত্র বসামি ভয়বর্জিতঃ ।
 রাম ! পশু শিরস্তশ্চ দুন্মুভেঃ পর্বতোপমম্ ॥ ৬৪ ॥
 তৎক্ষেপণে যদা শত্রুঃ শক্তস্তং বালিনো বধে ।
 ইত্যুক্তা দর্শয়ামাস শিরস্তদগিরিসন্নিভম্ ॥ ৬৫ ॥
 দৃষ্টা রামঃ স্মিতং কৃত্বা পাদাঙ্কুর্থেন চাক্ষিপৎ ।
 দশযোজনপর্যন্তং তদন্ততমিবাভবৎ ॥ ৬৬ ॥

হস্তদ্বয় দ্বারা মস্তক ঘূর্ণিত ও ছিন্ন করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ
 করিল। সেই মস্তক এক যোজন দূরে মাতঙ্গ নামক মহর্ষির
 আশ্রমে পতিত হওয়ায় তথায় প্রভূত শোণিত বৃষ্টি হইল।
 তদর্শনে মহর্ষি ক্রোধে অধীর হইয়া বালীকে কহিলেন—যদি
 তুমি অদ্য হইতে এই পর্বতে আগমন কর তবে নিশ্চয় ভগ্ন-
 শিরা হইয়া কাল কবলে পতিত হইবে। মূনিশাপ বশতঃ
 বালী সেই অবধি ঋষামুকে আগমন করিতে পারে না; আমিও
 তাহা জ্ঞাত হইয়া নিভয়ে এই পর্বতে বাস করিতেছি। হে
 রাম! ঐ দেখুন দুন্মুভির পর্বত প্রমাণ মস্তক পতিত রহিয়াছে।
 আপনি যদি উহা নিক্ষেপ করিতে শক্ত হন—তবে নিশ্চয়
 বালী বধে সক্ষম হইবেন।” এই কথা বলিয়া সুগ্রীব সেই
 শৈল সন্নিভ মস্তক দর্শন করাইলেন। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩।
 ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯।

রামচন্দ্র দুন্মুভির মস্তক দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে
 করিতে চরণের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তাহা দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ

সাদু সাদ্বিত্তি তং গ্রাহ সুগ্রীবো মন্ত্রিভিঃ সহ ।

পুনরপ্যাহ সুগ্রীবো রামং তক্তপরায়ণম্ ॥ ৭১ ॥

এতে তালো মহাসারাঃ সপ্ত পশ্য রঘুন্তম ! ।

একৈকং চালয়িত্বাসৌ নিঃপতান্ কুরুতে হৃঙ্গমা ॥ ৭২ ॥

যদি ত্বমেকবাণেন বিদ্ধা ছিদ্ৰং করোপি চেৎ ।

হতস্তুরা তদা বালী বিশ্বাসো মে প্রজায়তে ।

তথেতি ধনুর্দাদায় সায়কং তত্র সন্দধে ॥ ৭৩ ॥

বিত্তেদ চ তদা রামঃ সপ্ততালান্মহাবলঃ ।

তালান্ সপ্ত বিনির্ভিচ্ছ গিরিং ভূমিং চ সায়কঃ ॥ ৭৪ ॥

পুনরাগত্য রামশ্চ তুণীরে পূর্ব্ববৎ স্থিতঃ ।

ততোহতিহর্ষাৎ সুগ্রীবো রামমাহাতিবিস্মিতঃ ॥ ৭৫ ॥

দেব ! ত্বং জগতাং নাথঃ পরমাত্মা ন সংশয়ঃ ।

মৎপূর্ব্বকৃতপুণ্যোঁষৈঃ সঙ্কতোহদ্য ময়া সহ ॥ ৭৬ ॥

করিলেন। সুগ্রীব তাহা দর্শন করিয়া মন্ত্রীগণের সহিত সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক পুনর্বার তক্তবৎসল রামকে কহিলেন, “হে রঘুকুলভিলক ! ঐ দেখুন অগ্রে সাতটি মহাসার তাল বৃক্ষ রহিয়াছে—বালী বাজ্বলে উহার এক একটিকে চালিত করিয়া পত্র বিরহিত করিতে সক্ষম। আপনি যদি এ সাতটি তালবৃক্ষ এক বাণে ছিন্ন করিতে পারেন তবেই আমার বিশ্বাস হয় যে, আপনি বালীকে নিহত করিতে পারিবেন। রামচন্দ্র সুগ্রীবের বাক্য স্বীকার করিয়া ধনুঃ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে শর যোজনা করিলেন ও অনায়াসে সাতটি তাল বৃক্ষ এক বাণে বিভিন্ন করিলেন। রাম-নিষ্কিশ্র-বাণ সপ্ততাল, মহী-ধর ও ধরণী বিভিন্ন করিয়া পূর্ব্ববৎ তুণীর মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। রামচন্দ্রের সেই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সুগ্রীব অতিশয় আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “হে দেব ! আপনি জগতের ঈশ্বর—পরমাত্মা তাহাতে সন্দেহ নাই ; পূর্ব্ব-

ত্বাং তক্তস্তি মহাত্মানঃ সংসারবিনিবৃত্তয়ে ।

ত্বাং প্রাপ্য মোক্ষসচিবং প্রার্থয়েহহং কথং তবম্ ?

দারাঃ পূজা ধনং রাজ্যং সর্ব্বং ত্বমায়য়া কৃতম্ ।

অতোহহং দেবদেবেশ ! মাকাজ্জেক্ষহন্যৎপ্রসীদ মে

আনন্দানুভবং ত্বাদ্য প্রাপ্তোহহং ভাগ্যগৌরবাৎ ।

মুদর্থং যতমানেন নিধানমিব সৎপতে ! ॥ ৭৭ ॥

অনাদ্যবিচ্ছাসংসিদ্ধং বন্ধনং ছিন্নমদ্য নঃ ।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্মপূর্ত্তেচ্চাদিভিরপ্যসৌ ॥ ৮০ ॥

ন জীর্ঘ্যতে পুনর্দার্তাং তজ্জতে সংসৃতিঃ প্রভো ! ।

ত্বৎপাদদর্শনাৎ সদ্যো নাশমেতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮১ ॥

ক্ষণাঙ্কমপি যচ্চিন্তং ত্বয়ি তিস্তত্যচঞ্চলম্ ।

তস্মাজ্জানমনর্থানাং মূলং নশ্বতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৮২ ॥

অস্বার্জিত পুণ্যকলে আমি আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। ৭০।

৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। মহাত্মা ব্যক্তিগণ সংসার

গ্রন্থি শিথিল করিবার নিমিত্ত আপনাকে পূজা করিয়া

থাকেন, আমি সেই মোক্ষপ্রদ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া কখনই

সংসারে লিপ্ত হইব না—স্ত্রী, পুত্র, ধন, রাজ্য, সকলই আপনার

মায়্য কল্পিত। হে দেব ! আপনি প্রসন্ন হউন, আমি উহা

প্রার্থনা করি না। মৃত্তিকার নিমিত্ত ভূমি খনন করিতে

করিতে প্রভূত রক্তরাশি প্রাপ্ত হইলে লোক যেমন আনন্দ

ানুভব করে, অদ্য ভাগ্যবলে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ

অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করিতেছি। মায়াজনিত বিষয়-

বাসনারূপ বন্ধন অদ্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ; যজ্ঞ, দান, তপস্যা,

জলাশয়োৎসর্গাদি করিলেও বাহ্য শিথিল হয় না, প্রভূত

দৃঢ়তা ভঞ্জন করে, সেই ভয়ানক সংসার বন্ধন আপনার

চরণ দর্শন মাত্র বিনষ্ট হয়। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১।

যাহার চিত্ত চঞ্চল তাবে তোমাকে ক্ষণকাল ধ্যান করে

তাহার অনর্থ মূল অজ্ঞান একবারে বিনষ্ট হয়। ৮২। অতএব

তত্তিষ্ঠতু মনো রাম ! ত্বয়ি নানাত্র মে সদা ॥৮৩॥
 রামরামেতি যদ্বাণী মধুরং গায়তি ক্ষণম্ ।
 স ব্রহ্মহা হুরাপো বা মুচ্যতে সৰ্ব্বপাতকৈঃ ॥৮৪॥
 ন কাঙ্ক্ষেহরিজয়ং রাম ! ন চ দারমুখাদিকম্ ।
 তন্ত্রিমেষ সদা কাঙ্ক্ষেত্বয়ি বন্ধবিমোচনীম্ ॥৮৫॥
 ত্বন্মারুতসংসারসুদংশোহহং রঘুন্তম ! ।
 স্বপাদভক্তিমাदिश्च त्राहि मां भवसङ्कटाৎ ॥ ৮৬ ॥
 পূৰ্বং মিত্রায়ু দাসীনাশ্চন্মায়ারতচেতসঃ ।
 আসন্মৈহদ্য ভবৎপাদদর্শনাদেব রাঘব ! ॥ ৮৭ ॥

হে রামচন্দ্র ! আমার মন অন্যত্র না থাকিয়া সৰ্বদা তোমাতে
 অবস্থান করুক ॥ ৮৩ ॥

যে ব্যক্তি মধুর স্বরে রাম রাম বলিয়া ক্ষণকাল গান করে,
 সে ব্রহ্মহা বা হুরাপারী হউক না কেন সকল পাপ হইতে
 মুক্ত হয়। হে রাম ! আমি শত্রু বিজয়, স্ত্রী ও সুখাদি কিছুই
 প্রার্থনা করি না, কেবল ভবপাশ বিমোচনী তন্ত্রিহী সৰ্বদা
 প্রার্থনা করি। হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার অংশ এবং আপ-
 নারই মায়ায় সংসারে লিপ্ত হইয়াছি, অতএব স্বীয় পাদপদ্মে
 ভক্তি প্রদান করিয়া এই ভবপাশ হইতে মোচন করুন। পূর্বে
 কাহাকে মিত্র—কাহাকে শত্রু ও কোন ব্যক্তিকে বা উদাসীন
 বলিয়া বিবেচনা করিতাম, যেহেতু আপনার মায়ায় আবৃত
 ছিলাম। এক্ষণে আপনার চরণ দর্শনে সকল পদার্থ একময়
 বলিয়া বিবেচনা করিতেছি আর কেহই আমার মিত্র বা শত্রু
 নাই। লোক যত দিন আপনার মায়ায় আবৃত থাকে তাবৎ
 কাল জগতে কাহাকে শত্রু বা কাহাকে মিত্র, কোন ব্যক্তিকে
 বা উদাসীন বলিয়া বিবেচনা করে, এবং যাবৎ কাল সুখ-
 শ্রিাদি ভাব তিরোহিত না হয়, তাবৎ কাল মনুষ্যদিগের
 মৃত্যুভয়ে কাতর হইতে হয়, অতএব যে ব্যক্তি সেই মায়াকে
 সেবা করে সে ভয়ানক অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। পুত্র দারাদি
 বন্ধনের একমাত্র মূল মায়া—হে রঘুন্তম ! আপনি নিজ দাসী

সৰ্বং ব্রহ্মৈব মে ভাতি ক মিত্রং ক চ মে রিপুঃ ।
 যাবত্বন্মায়য়া বন্ধস্তাবদ্গুণবিশেষতা ॥ ৮৮ ॥
 সা যাবদস্তি নানাত্বং তাবদুচ্যতি নানাত্বা ।
 যাবন্নানাত্বমজ্ঞানান্তাবৎকালকৃতং ভয়ম্ ॥ ৮৯ ॥
 অতোহবিচ্ছা মুপান্তে যঃ সৌহৃদ্যতমসি মজ্জতি ।
 মায়ামূলমিদং সৰ্বং পুত্রদারাদিবন্ধনম্ ।
 অতোৎসারয় মায়াং ত্বং দাসীং তব রঘুন্তম ! ॥৯০॥
 ত্বৎপাদপদ্মার্চিতচিত্ত বৃত্তিস্ত্বন্মামসঙ্গীতকথাসু বাণী

তন্ত্রিমেষবানিরতো করৌ মে

ত্বদঙ্গসঙ্গং লভতাং মদঙ্গম্ ॥ ৯১ ॥

ত্বন্মূর্ত্তিভক্তান্ স্বগুরুং চ চক্ষুঃ

পশ্যত্বজস্রং স শৃণোতু কর্ণঃ ।

ত্বজ্জন্মকৰ্ম্মাণি চ পাদযুগ্মং

ব্রজত্বজস্রং তব মন্দিরাণি ॥ ৯২ ॥

স্বরূপ সেই মায়াকে উৎসারিত করিয়া আমার প্রতি অহঙ্কপ্পা
 প্রকাশ করুন ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥ হে রাম-
 চন্দ্র ! আমার চিত্ত বৃত্তি আপনার চরণে নিমগ্ন হউক—আমার
 বাক্য আপনার নাম সংকীৰ্ত্তনে নিযুক্ত হউক—আমার বাহুয়
 ভবদায় চরণ সেবায় অগ্রসর হউক এবং আমার অঙ্গ
 আপনার অঙ্গ সঙ্গ লাভে সফল হউক ॥ ৯১ ॥ হে রঘুনন্দন !
 আমি এই প্রার্থনা করি যে, আমার নয়নবয় আপনার রামরূপ
 এবং রামরূপ ভক্ত সাধুজন ও গুরুদেবের মূর্ত্তি—এই সকল
 পদার্থ দর্শনে সৰ্বদা রত থাকে এবং আমার কর্ণ যুগল
 আপনার লীলা শ্রবণে সৰ্বদা পবিত্র হয় এবং আমার পাদ

অঙ্গানি তে পাদরঞ্জোবিমিশ্র-
তীর্থানি বিভূত্বাহিশক্কেতো ! ।
শিরস্তুদীয়ং ভবপদ্মজাতৈ-

জু'কং পদং রাম ! নমহুজস্রম্ ॥ ৯৩ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিঙ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

যুগল সর্বদা আপনার শ্রীমন্দির গমন করিতে বিরত না হয় ।
৯৩ । হে গুরুভূধ্বজ ! আপনার পাদরঞ্জ মিশ্রিত জল ধারণ
করিয়া আমার সর্বাস্ত পবিত্র হউক এবং আমার মস্তক

আপনার ভববিরিক্তি সেবিত পাদপদ্মে সর্বদা প্রণিপাত
করুক । ৯৩ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিঙ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ঐশং স্বান্নপরিষৃঙ্খনিধূ'তামেষকশ্মষম্ ।
রামঃ সুগ্রীবমালোক্য সম্মিতং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
মায়্যং মোহকরীং তস্মিন্মিত্ত্বনু কার্য্যসিদ্ধয়ে ।
সখে ! তুচ্ছক্ৰং যত্নশ্চাং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥

কিন্তু লোকা বদিষ্যন্তি মামেবং রঘুনন্দনঃ ।
কৃতবান্ কিং কপীন্দ্রায় সত্যং কৃত্বাগ্নিসাক্ষিকম্ ॥ ৩ ॥
ইতি লোকাপবাদো মে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
তস্মাদাস্থয় তদ্রং তে গত্বা যুদ্ধায় বালিনম্ ॥ ৪ ॥
বাণেনৈকেন তং হত্বা রাজ্যে ভ্রামতিষিধ্যয়ে ।
তথ্যেতি গত্বা সুগ্রীবঃ কিঙ্কিন্ধ্যোপবনং দ্রুতম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে স্বকীয় শরীরালিঙ্গন দ্বারা সর্ব
পাপ হইতে বিমুক্ত দেখিয়া স্বকাৰ্য্য সিদ্ধির জন্য কপীন্দ্রের
প্রতি সর্বমোহকরী মায়্যা বিস্তার পূর্বক সহাস্য বদনে
কহিলেন, সখে ! তুমি আমার নিকট রাবণ বধাদি রূপ
শুকতর কার্য্য সম্পাদনে যে অঙ্গীকার করিলে, তাহা কদাচ
মিথ্যা হইবে না । ১ । ২ । কিন্তু আমাকে লোক সকলে

কহিবে যে, রামচন্দ্র অগ্নি সাক্ষি করিয়া কপীন্দ্রের কার্য্য সাধনে
যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহার কি করিলেন ? তোমার কার্য্য
সাধনে বিলম্ব হইলে নিশ্চয়ই আমার উক্ত রূপ লোকাপবাদ
হইবে, অতএব তুমি সত্বর গমন করিয়া যুদ্ধার্থ বালীকে
আহ্বান কর অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে, আমি এক বাণ

কৃত্বা শব্দং মহানাদং তমাহ্বয়ত বালিনম্ ।
 তচ্ছৃৎৱা ভ্রাতৃনিদং রোষতাত্ত্ববিলোচনঃ ॥ ৬ ॥
 নির্জগাম গৃহাচ্ছীত্বং সূত্রীবো যত্র বানরঃ ।
 তমাপতন্তুং সূত্রীবঃ শীত্বং বন্ধস্ততাড়য়ৎ ॥ ৭ ॥
 সূত্রীপমপি মুষ্টিভ্যাং জঘান ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
 বালী তমপি সূত্রীব এবং ক্রুদ্ধো পরস্পরম্ ॥ ৮ ॥
 অযথোতামেককপৌ দৃষ্ট্বা রামোহতিবিস্মিতঃ ।
 ন মুমোচ তদা বাণং সূত্রীববধশঙ্করা ॥ ৯ ॥
 ততো ছুদ্রাব সূত্রীবো বমনং রক্তং ভয়াকুলঃ ।
 বালী স্বভবনং যাতঃ সূত্রীবো রামমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

দ্বারা বালীকে নষ্ট করিয়া তোমাকে কিঙ্কিঙ্ক্য রাজ্যে অতি-
 ষিক্ত করিব। সূত্রীব তথাস্ত্র বলিয়া ত্রীরাম বাক্যে সন্মতি
 প্রকাশ পূর্বক শীত্র কিঙ্কিঙ্ক্যর উপবনে গমনানন্তর মহাভীষণ
 শব্দ দ্বারা চতুর্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া বালীকে যুদ্ধে আহ্বান
 করিলেন।

মহাবীর বালী জাহ্নবী সেই ভীষণ রব শ্রবণ করিয়া
 ক্রোধকষায়িত লোচনে গৃহ হইতে শীত্র নির্গত হইয়া যে
 প্রদেশে সূত্রীব অবস্থান করিতেছেন সেই স্থানাভিমুখে
 আগমন করিতে লাগিলেন। মহাবল সূত্রীব বালীকে সমা-
 পাত দেখিয়া নিজ বক্ষঃস্থল তাড়ন করিতে লাগিলেন। ৩। ৪।
 ৫। ৬। ৭। মহাবীর বালীও ক্রোধাক্ত হইয়া সূত্রীবকে
 মুষ্টি প্রহার করিলেন। সূত্রীবও ক্রুদ্ধ হইয়া বালীর প্রতি
 মুষ্টি প্রহার করিলেন—এই প্রকারে পরস্পর যুদ্ধ করিতে
 আরম্ভ করিলেন। ৮। ত্রীরামচন্দ্র একরূপ বানরদ্বয়ের মধ্যে
 বালীকে বিশেষরূপে জানিতে না পারিয়া সূত্রীব বধাশঙ্কায়
 বাণ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। ৯। অনন্তর সূত্রীব
 মহাবল পরাক্রান্ত বালীর মুষ্টি প্রহার সহ্য করিতে অশক্ত
 হইয়া রক্ত বমন করিতে করিতে ভয় বিহ্বলান্তঃকরণে পলায়ন
 করিতে লাগিলেন; বালীও স্বভবনাভিমুখে গমনোদ্দেশ্য
 করিলেন। অনন্তর সূত্রীব ত্রীরামকে কহিলেন। ১০। হে

কিং মাং যাতয়সে রাম! শত্রুণা ভ্রাতৃকপিণা? ।
 যদি মঙ্গননে বাঞ্ছা তমেব জহি মাং বিভো! ॥ ১১ ॥
 এবং মে প্রত্যয়ং কৃত্বা সত্যবাদিন্ রঘুত্তম! ।
 উপেক্ষসে কিমর্থং মাং শরণাগতবৎসল! ॥ ১২ ॥
 শ্রুত্বা সূত্রীববচনং রামঃ শাস্ত্রবিলোচনঃ ।
 আলিঙ্গ্য মাস্ম তৈষীত্বং দৃষ্ট্বা বামেককপিণৌ ॥ ১৩ ॥
 মিত্রঘাতিত্বমাশঙ্ক্য মুক্তবান্ সায়কং নহি ।
 ইদানীমেব তে চিরং করিষ্যে ভ্রমশাস্ত্রয়ে ॥ ১৪ ॥
 গত্বাহ্বয় পুনঃ শত্রুং হতং দ্রক্ষ্যসি বালিনম্ ।
 রামোহহং ত্বাং শপে ভ্রাতৃনিষ্যামি রিপুং কণাৎ
 ইত্যাখ্যাত্ব স সূত্রীবং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ।
 সূত্রীবস্ত গলে পুষ্পমালামাযুচ্য পুষ্পিতাম্ ॥ ১৬ ॥

রাম! তুমি ভ্রাতৃরূপী শত্রু দ্বারা আমার প্রাণ বিনাশে ইচ্ছা
 করিয়াছ, যদি আমাকে নষ্ট করিতে তোমার নিতান্ত ইচ্ছা
 হইয়া থাকে, তাহা হইলে সয়ং আমাকে বিনষ্টকর। ১১।
 হে সত্যবাদিন্! হে শরণাগত বৎসল! হে রঘুত্তম! তুমি
 প্রথমতঃ বাক্য দ্বারা আমার বিশ্বাসোৎপাদন করাইয়া কি
 কারণে আমাকে উপেক্ষা করিলে?। ১২।

ত্রীরাম সূত্রীববাক্য শ্রবণানন্তর নজলনয়নে তাহাকে
 আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—সখে! তুমি ভয় করিও না,
 আমি তোমাদিগের এক জাতীয় আকৃতি অবলোকনে বিশেষ
 রূপে তোমাকে জানিতে অসমর্থ হইয়া মিত্র বধাশঙ্কায় বাণ
 পরিত্যাগ করি নাই, এইরূপে ভ্রম শাস্তির জন্য তোমার গাত্রে
 বিশেষ চিহ্ন করিয়া দিব তুমি পুনর্বার সেই স্থানে গমন
 পূর্বক শত্রুকে আহ্বান কর এই দণ্ডেই বালীকে নিহত দেখিবে!
 ভ্রাতঃ! আমি রামচন্দ্র শপথ করিয়া কহিতেছি যে তোমার
 শত্রুকে কণকাল মধ্যে বিনষ্ট করিব। ১৩। ১৪। ১৫।

ত্রীরামচন্দ্র সূত্রীবকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া লক্ষ্মণকে
 কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! তুমি সূত্রীবের গলদেশে সুষ্পৃশিত

প্রেমস্বয়ং মহাভাগ ! সুগ্রীবং বালিনং প্রতি ।
 লক্ষ্মণস্তু তদা বদ্ধা গচ্ছ গচ্ছতি সাদরম্ ॥ ১৭ ॥
 প্রেময়ামাস সুগ্রীবং সৌহৃদি গতা তথাকরোৎ ।
 পুনরপ্যাহু তং শব্দং কৃত্বা বালিনমাস্থয়ৎ ॥ ১৮ ॥
 তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতো বালী ক্রোধেন মহতা বৃতঃ ।
 বদ্ধা পরিকরং সমাক্ গমনায়োপচক্রমে ॥ ১৯ ॥
 গচ্ছন্তং বালিনং তারা গৃহীত্বা নিষিষেধ তম্ ।
 ন গন্তব্যং ত্বয়েদানীং শক্কা মেহতীব জায়তে ॥ ২০ ॥
 ইদানীমেব তে ভগ্নঃ পুনরায়তি সত্তরঃ ।
 সহায়ো বলবাংস্তস্মৈ কশ্চিৎস্বনং সমাগতঃ ॥ ২১ ॥

পুষ্পমালা প্রদান করিয়া বালীর প্রতি যুদ্ধার্থ প্রেরণ কর।
 লক্ষ্মণ ত্রীরামের আদেশানুসারে সুগ্রীবের গলদেশে পুষ্প-
 মালা প্রদান করিয়া সাদরে কহিলেন, হে কপীজ! এক্ষণে
 তুমি যুদ্ধার্থ গমন কর। সুগ্রীব লক্ষ্মণের বাক্যানুসারে
 যুদ্ধার্থ পূর্বস্থানে উপস্থিত হইয়া পূর্ববৎ ঘোরতর চীৎকার
 রবে বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ১৬। ১৭। ১৮।
 মহাবল পরাক্রান্ত বালী পুনর্বার সুগ্রীবের অভূত শব্দ শ্রবণ-
 নন্তর বিস্ময় ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া যুদ্ধ বেশ ধারণ পূর্বক
 যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে উদ্দেশ্য করিলেন। ১৯।

অনন্তর বালীর প্রিয়তমা ভাৰ্যা তারা গামির কর ধারণ
 পূর্বক তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে বহু প্রকারে নিষেধ করিয়া
 কহিলেন, হে নাথ! তুমি যুদ্ধ করিতে গমন করিও না, আমার
 অতিশয় শক্কা উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু সুগ্রীব কিয়ৎকণ
 পূর্বেই তোমা কর্তৃক পরাজিত ও পলায়িত হইয়া পুনর্বার
 অতি শীঘ্র যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছে ইহাতে নিশ্চয় বোধ
 হইতেছে যে, সুগ্রীব এক্ষণে একাকী নহে কোম প্রবল সহায়
 সম্পন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। অনন্তর বালী তারাকে
 কহিল, হে সূত্র! তুমি সুগ্রীবের প্রতি আশঙ্কা করিও না,
 হে প্রিয়ে! এক্ষণে আমার কর পরিত্যাগ করিয়া গমন কর,

বালী তামাহ হে সূত্র শক্কা তে যোতু তদগতা ।
 প্রিয়ে! করং পরিত্যজ্য গচ্ছ গচ্ছামি তং রিপুম্
 হত্বা শীঘ্রং সমায়াশ্চে সহায়স্তস্মৈ কো ভবেৎ ।
 সহায়ী যদি সুগ্রীবস্ততো হত্বোত্তমং কণাৎ ॥ ২৩ ॥
 আয়াশ্চে মা শুচঃ শূরঃ কথং তিষ্ঠেদ্ গৃহে রিপুম্
 জ্ঞাত্বাপ্যাহুমানং হি হত্বা যাস্যামি সুন্দরি ! ২৪ ॥
 তারোবাচ ।

মন্তোহন্যচ্ছু রাজেন্দ্র ! শ্রুত্বা কুরু যথোচিতম্
 আহ মামঙ্কদঃ পুত্রো মৃগয়ায়াং শ্রুতং বচঃ ॥ ২৫ ॥
 অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো দাশরথিঃ কিল ।
 লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা নীতয়া ভাৰ্য্যায়া সহ ॥ ২৬ ॥
 আগতো দণ্ডকারণ্যং তত্র নীতা হতা কিল ।
 রাবণেন সহ ভ্রাতা মার্গমাণোহথ জানকীম্ ॥ ২৭ ॥

আমিও যুদ্ধক্ষেত্রে গমন পূর্বক শত্রু বধ করিয়া শীঘ্র প্রত্য-
 গমন করিব; কোন্ ব্যক্তি সেই দুঃস্বার্থ সহায়তা করিবে
 যদি কেহ তাহার সহায়তা করে, তাহা হইলে কলকাল মধ্যে
 উভয়কে নষ্ট করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব। হে সুন্দরি
 বীর পুত্রস্বরা শত্রু কর্তৃক আহৃত হইয়া কখন কি গৃহে অব-
 স্থান করিতে পারে? অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর, শীঘ্র
 শত্রু বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন করিব। ২০। ২১। ২২। ২৩।
 ২৪। তারা কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমার অন্য কিছু
 বক্তব্য আছে শ্রবণ করিয়া বাহা উচিত হয় কখন।

বৎস অঙ্গদ এক দিবস মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া আ-
 মাকে কহিয়াছিল, মাতঃ! আমি মৃগয়া গমন করিয়া শ্রবণ
 করিয়াছি যে, অযোধ্যাধিপতি দাশরথ্যাজ শ্রীমান্ রামচন্দ্র
 কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও নিজ ভাৰ্যা নীতার সহিত দণ্ডকারণ্য
 আগমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে রাবণমাধিপ রাবণ ছল পূর্বক
 তাহার ভাৰ্যা নীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে সেই রাম ও

আগতো ঋষামুকাঙ্গিঃ সুগ্রীবেন সমাগতঃ ।
 চকার তেন সুগ্রীবঃ সখ্যং চানলসাক্ষিকম্ ॥ ২৮ ॥
 প্রতিজ্ঞাং কৃতবান্ রামঃ সুগ্রীবায় সলক্ষণঃ ।
 বালিনং সমরে হত্বা রাজানং ত্বাং করোম্যহম্ ॥ ২৯ ॥
 ইতি নিশ্চিত্য তৌ যাতৌ নিশ্চিতং শৃণু মদ্বচঃ ।
 ইদানীমেব তে ভগ্নঃ কথং পুনরুপাগতঃ ॥ ৩০ ॥
 অতস্ত্বং সৰ্ব্বথা বৈবরং ত্যক্ত্বা সুগ্রীবমানয় ।
 যৌবরাজ্যেহতিবিক্ষাণ্ড রামং ত্বং শরণং ব্রজ ॥ ৩১ ॥
 পাহি মামঙ্গদং রাজ্যং কুলঞ্চ হরিপুঙ্গব ! ।
 ইত্যুক্তাশ্রমুখী তারা পাদয়োঃ প্রনিপত্য তম্ ।
 হস্তান্ত্যাং চরণৌ ত্বা রুরোদ ভয়সিঙ্ঘলা ।
 তামালিঙ্গ্য তদা বালী সস্নেহমিদমব্রवीৎ ॥ ৩৩ ॥

স্বীকৃত্যবাহিতেষি ত্বং প্রিয়ে ! নাস্তি ভয়ং মম ।
 রামো যদি সমায়াতো লক্ষ্মণেন সমং প্রভুঃ ॥ ৩৪ ॥
 তদা রামেন মে স্নেহো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
 রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদবতীর্ণোহখিলপ্রভুঃ ॥ ৩৫ ॥
 ভূভারহরণার্থায় শ্রুতং পূৰ্ব্বং ময়ানঘে ! ।
 স্বপক্ষঃ পরপক্ষে বা নাস্তি ভয়ং পরাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥
 আনেষ্যামি গৃহং সাধি ! নত্বা তচ্চরণাসু জম ।
 ভজতোহনুভজতোষ ভক্তিগম্যঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ৩৭ ॥
 যদি স্বয়ং সমায়াতি সুগ্রীবো হস্মি তং ক্ষণাৎ ।
 বলুজং যৌবরাজ্যায় সুগ্রীয়াভিষেচনম্ ॥ ৩৮ ॥

বালী তারাকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন ।
 ১৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।

লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যা পৰ্বতে আগমন করিয়া সুগ্রীবের সহিত
 মিলিত হইয়াছেন । সুগ্রীবও তাঁহাদিগের সহিত সখ্য করিয়া-
 ছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সখ্য ভাবে আবদ্ধ হইয়া অধি-
 সাক্ষি করিয়া প্রতিজ্ঞা পূৰ্ব্বক সুগ্রীবকে কহিয়াছেন যে,
 সমরাস্ত্রণে বালীকে বিনষ্ট করিয়া তোমাকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য
 প্রদান করিব । ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। 'হে নাথ !
 তাহারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আসিয়াছে নতুবা ইতিপূৰ্বে
 পরাজিত হইয়া পুনৰ্দ্ধার যুদ্ধার্থ কেন আসিবে ? হে মহা-
 রাজ ! আমার বাক্যানুসারে বৈবর পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক সুগ্রীবকে
 আনয়ন করিয়া শীঘ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর এবং
 জীরামের শরণাগত হও, হে কপীন্দ্র ! আমাকে ও পুত্র অঙ্গদ,
 বাজ্য ও বংশ এই সমস্ত রক্ষা কর, অঙ্গপূর্ণমুখী তারা বিনয়
 বচনে এইরূপ কহিয়া বালীর পাদযুগলে পতিত হইলেন ।
 অনন্তর নিজ হস্তযুগল দ্বারা বালীর চরণদ্বয় ধারণ করিয়া
 ভয়সিঙ্ঘলান্তঃকরণে বেদন করিতে লাগিলেন । অনন্তর

প্রিয়ে ! তুমি স্বী জাতি বলিয়া ভয় করিতেছ, কিন্তু আমার
 কোন ভয় নাই, মহাপ্রভু জীরামচন্দ্র যদি লক্ষ্মণের সহিত
 আগমন করিয়া থাকেন তাহাহইলে তিনি সুগ্রীব অপেক্ষা
 আমার প্রতি নিশ্চয় অধিকতর স্নেহ প্রকাশ করিবেন, কারণ
 সুগ্রীব অপেক্ষা আমাদ্বারা তাঁহার অধিক কাৰ্য্য সিদ্ধির সম্ভব ।
 হে অনঘে ! আমি পূৰ্বে শুনিয়াছি যে, অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি
 ভগবান্ নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত রামরূপে অবতীর্ণ
 হইয়াছেন, পরমাত্মা রামের স্বাপক্ষ বা পরপক্ষ কেহই নাই ।
 ১৩৪। ৩৫। ৩৬। হে সাধি ! তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি যে,
 আমি জীরামচন্দ্রের চরণ কমলে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে গৃহে
 আনয়ন করিব, যেহেতু ভক্ত বৎসল দেব দেব দাশরথি ভক্ত
 জনের অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া থাকেন । ৩৭। যদি সুগ্রীব
 একাকী আসিয়া থাকে তাহাহইলে ক্ষণকালের মধ্যে তাহার
 প্রাণ বিনাশ করিব । প্রিয়ে ! তুমি পূৰ্বে কহিয়াছ যে সুগ্রী-
 বকে আনয়ন করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা কর্তব্য—হে

কথমাহুসমানোহং যুদ্ধায় রিপুণা প্রিয়ে ! ।
 শূরোহং সর্বলোকানাং সন্নতঃ শুভলক্ষণে ! ॥ ৩৯ ॥
 ভীতভীতমিদং বাক্যং কথং বালী বদেৎ প্রিয়ে ।
 তস্মাচ্ছেকং পরিত্যজ্য তিষ্ঠ সুন্দরি ! বেশ্মনি ॥ ৪০ ॥
 এবমাশ্বাস্ত তারাং তাং শোচন্তীমশ্রলোচনাম্ ।
 গতৌ বালী সমুচ্ছ্রান্তঃ সুগ্রীবস্ত বধায় সঃ ॥ ৪১ ॥
 দৃষ্ট্য় বালীনমায়ান্তং সুগ্রীবো ভীমবিক্রমঃ ।
 উৎপপাত গলেবন্ধপুষ্পমালঃ পতঙ্গরং ॥ ৪২ ॥
 মুষ্টিভ্যাং তাড়য়ামাস বালিনং মোহপি তং তথা ।
 অহন্বালী চ সুগ্রীবং সুগ্রীবো বালিনং তথা ॥ ৪৩ ॥
 রামং বিলোকয়ন্তেব সুগ্রীবো যুযুধে যুধি ।
 উভ্যেবং যুধ্যমানৌ তৌ দৃষ্ট্য় রামঃ প্রতাপবান্ ॥

বাণমাদায় ভূগীরাদৈশ্চ ধনুৰি সন্দধে ।
 আকৃষ্য কর্ণপর্যন্তমদৃশ্যৌ বৃক্ষখণ্ডগঃ ॥ ৪৫ ॥
 নিরীক্ষ্য বালীনং সমাগ্নক্ষ্যং তদ্ধৃদয়ং হরিঃ ।
 উৎসসজ্জাশনিসমং মহাবেগং মহাবলঃ ॥ ৪৬ ॥
 বিভেদ শশরো বক্ষে বালিনঃ কম্পয়ন্তুহীম্ ।
 উৎপপাত মহাশব্দং মুঞ্চন্ স নিপপাত হ ॥ ৪৭ ॥
 তদা মুহূর্ত্তং নিঃসংজ্ঞো ভতা চেতনমাপ সঃ ।
 ততো বালী দদর্শাশ্রে রামং রাজীবলোচনম্ ।
 ধনুরালম্ব্য বামেন হস্তেনান্যেন সায়কম্ ॥ ৪৮ ॥
 বিভ্রাণং চীরবসনং জটামুকুটধারিণম্ ।
 বিশালবক্ষসস্ত্রাজছনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৪৯ ॥
 পীনচার্যায়তভুজং নবদূর্কাদলচ্ছবিম্ ।
 সুগ্রীবলক্ষণাভ্যাং চ পার্শ্বয়োঃ পরিসেবিতম্ ॥ ৫০ ॥

শুভলক্ষণে ! সর্ব লোক সমাজে আমি শূর বলিয়া বিখ্যাত
 এক্ষণে শত্রু কর্তৃক যুদ্ধার্থ আহৃত হইয়া কিরূপে ভয় সূচক
 ভোমার ঐ বাক্যে অনুমোদন করিব ? হে সুন্দরি ! অতএব
 শোক পরিত্যাগ করিয়া গৃহে অবস্থিতি কর আমি যুদ্ধার্থ গমন
 করি । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ ।

অনন্তর মহালব পরাক্রান্ত বালী শোকাশ্রুপূর্ণ লোচনা
 ভারাকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া সুগ্রীব বধের জন্য
 উদ্বেগী হইয়া গমন করিলেন । ৪১ । পুষ্প মালা শোভিত
 ভীম পরাক্রম সুগ্রীব বালীকে সমাগত দেখিয়া পতঙ্গের
 ন্যায় লক্ষ প্রদান পূর্বক মুষ্টি দ্বারা তাড়না করিলেন, বালীও
 সুগ্রীবকে সেইরূপ মুষ্টি প্রহার করিল এই রূপে পরস্পরের
 ঘোরতর প্রহার আরম্ভ হইল । ৪২ । ৪৩ । সুগ্রীব যুদ্ধ করিতে
 করিতে মধ্যে মধ্যে ঐরামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে
 লাগিল । মহাপ্রতাপশালী ঐরামচন্দ্র ভূগীর হইতে একটা

ঐন্দ্রবাণ গ্রহণ করিয়া নিজ ধনুতে সন্ধান করিলেন । অনন্তর
 বৃক্ষসমূহের অন্তরালে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত ভগবান্ হবি
 বালীর বক্ষঃস্থল লক্ষ করিয়া ঐ বাণ পরিত্যাগ করিলেন । বহু
 সন্দেশ বীৰ্য্যশালী সেই বাণ মহাবেগে গমন করিয়া বালীর
 বক্ষঃস্থল ভেদ করিল । অনন্তর মহাবীর বালী বক্ষঃস্থলে
 আহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার শ্রনি করিতে করিতে পৃথি-
 বীতে পতিত হইল । বসুধাতীদেবী কপীন্দ্রের পতন বেগ
 সহনে অসমর্থ্য হইয়া বারম্বার কম্পিত হইতে লাগিলেন ।
 বালী মুহূর্ত্ত কাল অচেতন থাকিলেন, অনন্তর সংজ্ঞা লাভ
 করিবামাত্র দেখিলেন জটা মুকুটধারী বিশাল বক্ষঃস্থল
 বিরাজিত বনমালালঙ্কৃত এবং চীর বসন, আজানুলম্বিত
 মনোহর পীনবাহু নবদূর্কাদলশ্চাম রাজীবলোচন রাম বাম-
 হস্তে ধনু ও দক্ষিণ হস্তে বাণ ধারণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান
 রহিয়াছেন, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ তাঁহার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান
 হইয়া সেবা করিতেছেন । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ ।

বিলোকা শনৈকঃ প্রাহ বালী রামং বিগর্হয়ন ।
 কিং ময়া পকৃতং ? রাম ! তব যেন হতোহস্মাহম্ ॥ ৫১ ॥
 রাজধর্ম্যবিজ্ঞায় গর্হিতং কস্ম তে কৃতম্ ।
 ব্রহ্মখণ্ডে তিরো ভূত্বা তাজতা ময়ি সায়কম্ ॥ ৫২ ॥
 যশঃ কিং লপ্যসে রাম ! চোরবৎ কৃতসঙ্করঃ ।
 যদি ক্ষত্রিয়দায়াদো মনোর্বংশসমুদ্ভবঃ ॥ ৫৩ ॥
 যুদ্ধং কৃত্বা সমক্ষং মে প্রাপ্যসে তৎফলং তদা ।
 সুগ্রীবেন কৃতং কিং তে ? ময়া বা ন কৃতং কিমু ?
 রাবণেন হতা ভার্য্যা তব রাম ! মহাবনে ।
 সুগ্রীবং শরণং যাতস্তদধর্মমিতি শুশ্রুম ॥ ৫৪ ॥
 বত রাম ! ন জ্ঞানীষে মদ্বলং লোকবিশ্রুতম্ ।
 রাবণং সকুলং বদ্ধ্বা সসীতং লঙ্কয়া সহ ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর বালী শ্রীরামকে দেখিবারাত্র নিন্দা করিয়া
 নূহ বটনে কহিল, হে রাম ! আমি তোমার নিকট এমন কি
 অপরাধ করিয়াছি, যে অপরাধে আমাকে নষ্ট করিলে—বোধ
 করি তুমি রাজধর্ম না জানিয়া এইরূপ গর্হিত বর্ষ্য করিয়াছ ।
 হে রাম ! তুমি চোরেয় ন্যায় বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া হইয়া
 আমার প্রতি বাণ ফেপ করিলে—এই অধর্ম যুদ্ধে কি যশো-
 লাভ করিতে পারিবে ? তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান বিশেষতঃ মনুর
 বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার উচিত কার্য্য হয় নাই,
 যদি সমুখ যুদ্ধে আমার প্রাণ বিনাশে সক্ষম হইতে তাহা
 কহিলে তোমার যশোলাভ হইত । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । হে
 রঘুনন্দন ! আমি শুনিয়াছি মহারণ্য হইতে রাবণ তোমার
 ভার্য্যা হরণ করিয়াছে, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত সুগ্রীবের
 শরণাপন্ন হইয়াছ, তাহা কি আমার দ্বারা হইত না ? হে রাম !
 তুমি আমার লোক-বিখ্যাত বীৰ্য্য কি জান না ? আমি যদি
 বন্ধা করি তাহা হইলে মুহূর্ত্তার্থ মধ্যে সবংশ রাবণকে বদ্ধ
 করিয়া লঙ্কার সহিত এখানে আনয়ন করিতে পারি । হে

অনয়ামি মুহূর্ত্তার্থাচ্ছাদি চেচ্ছামি রাঘব ! ।
 ধর্ম্মিষ্ঠ ইতি লোকেহস্মিন্ কথ্যসে রঘুনন্দন ! ॥ ৫৭ ॥
 বানরং ব্যাধবদ্ধত্বা ধর্ম্মং কং লপ্যসে বদ ।
 অভক্ষ্যং বানরং মাংসং হত্বা মাং কিং করিষ্যসি ?
 ইত্যেবং বহুস্তাষস্তং বালিনং রাঘবোব্রবীৎ ।
 ধর্ম্মস্ত গোপ্তা লোকেহস্মিন্ শ্চরামি স শরাসনঃ ॥ ৫৮ ॥
 অধর্ম্মকারিণং হত্বা সন্ধর্ম্মং পালয়ামাহম্ ।
 হুহিতা ভগিনী ভ্রাতুর্ভার্য্যা টেব তথা স্নুবা ॥ ৬০ ॥
 সমা যো রমতে তাসামেকামপি বিমুচ্যধীঃ ।
 পাতকী স তু বিজ্ঞেয়ঃ সবধ্যো রাজভিঃ সদা ॥ ৬১ ॥
 তন্তু ভ্রাতুঃ কনিষ্ঠস্ত ভার্য্যায়ান্ রমসে বলাৎ ।
 অতো ময়া ধর্ম্মবিদা হতোহসি বনগোচর ! ॥ ৬২ ॥
 ত্বং কতিত্বান্নজানীষে মহাস্তো বিচরন্তি যৎ ।
 লোকং পুনানাঃ সঞ্চারৈরতস্তান্নাতিভাষয়েৎ ॥ ৬৩ ॥

রাম ! তুমি ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া জগতে বিখ্যাত—বল দেখি ব্যাধের
 ন্যায় গুপ্ত ভাবে বানর বধ করিয়া কি ধর্ম্ম লাভ করিবে ?
 অভক্ষ্য বানর মাংস তোমার ভক্ষণেও উপযোগী হইবে না ।
 ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ । বালী এইরূপে বহুতর ভৎসনা
 করিলে শ্রীরাম কহিলেন হে বানরেন্দ্র ! আমি ধর্ম্মরক্ষার্থ শরা-
 সন গ্রহণ করিয়া এই জগতে বিচরণ করিতেছি, অধর্ম্মকারী
 ব্যক্তিকে নষ্ট করিয়া ধাঙ্গিক ব্যক্তিকে প্রতিপালন করাই
 আমার কার্য্য, হে কপীন্দ্র ! কন্যা, ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া ও পুত্র-
 বধু এই চারই তুল্য এই চারিটির মধ্যে যে কোন একটীতে যে
 ব্যক্তি উপগত হয়, সেই মহাপাতকী ধাঙ্গিক রাজগণের বধ্য
 ইহা নিশ্চয় জানিবে । ৫৯ । ৬০ । ৬১ । হে পশুরাজ ! তুমিও
 কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নিকে বলপূর্ব্বক রমণ করিতেছ এই হেতু
 ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তোমাকে নষ্ট করিলাম । তুমি বানর জাতি
 বলিয়া কিহুই জাননা—মহাযজ্ঞিরা নিজ পদ সঞ্চার দ্বারা জগৎ

তচ্ছ্রুত্বা তয়সন্তোষো জ্ঞাত্বা রামং রমাপতিম্ ।
 বালী প্রণম্য রতসাদ্রামং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৪ ॥
 রাম রাম ! মহাভাগ ! জ্ঞানেত্বাং পরমেশ্বরম্ ।
 অজ্ঞানতা ময়া কিঞ্চিদুক্তং তৎ ক্ষন্তুমহঁদি ॥ ৬৫ ॥
 সাক্ষাৎস্বচ্ছরঘাতেন বিশেষণে তবাগুতঃ ।
 ত্যজাম্যস্বহ্মহাযোগিদুর্লভং তব দর্শনম্ ॥ ৬৬ ॥
 যন্মাম বিবশো গুহুন্ জিয়মাণঃ পরং পদম্ ।
 যাতি সাক্ষাৎ স এবাত্ত মুমূর্ষোর্ম্মে পুরঃস্থিতঃ ॥ ৬৭ ॥
 দেব ! জ্ঞানামি পুরুষং ত্বাং শ্রিয় জ্ঞানকীং শুভাম্ ।
 রাবণস্ত বধার্থায় জাতং ত্বাং ব্রহ্মণার্থিতম্ ॥ ৬৮ ॥

পবিত্র করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে । অতএব তাহাদিগের কার্য্যে
 নিন্দা করিতে নাই; বালি শ্রীরামের এই বাক্য শুনিবামাত্র
 শ্রীরামকে সনাতন বিষ্ণু জ্ঞানিয়া অতি ভীত হইলেন, অনন্তর
 প্রণাম করিয়া পরমানন্দে শ্রীরামকে কহিলেন । ৬২। ৬৩। ৬৪ ।
 হে রাম ! হে মহাভাগ ! এক্ষণে তোমাকে পরমেশ্বর বলিয়া
 জানিলাম, ইতিপূর্বে অজ্ঞান বশতঃ তোমাকে যে কিছু পুরুষ
 বাক্য কহিয়াছি তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিতে হইবে । ৬৫ ।

হে ভগবন্ ! তোমার শরাস্বাত দ্বারা তোমারই সম্মুখে এক্ষণে
 প্রাণত্যাগ করিব, এরূপ সময় কখন হইবে না—যেহেতু
 এক্ষণে যোগি ভুলিতে তোমার দর্শন লাভ করিয়াছি । ৬৬ । হে
 রাম ! যদি লোকেরা মরণ সময়ে অবশেষে হইয়া তোমার নাম
 জপ করে তাহা হইলে মরণান্তে বৈকুণ্ঠধাম গমন করে—সেই
 তুমি আমার মরণ সময় অদ্য সম্মুখে বিরাজ করিতেছ ইহার
 পর আমার ভাগ্য কি ? । ৬৭ । হে দেব ! তুমি পরম পুরুষ
 রাবণ বধার্থ ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভূতলে জন্ম গ্রহণ
 করিয়াছ, জ্ঞানকীও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ইহা অবগত হইয়াছি । ৬৮ ।

অনুজ্ঞানীহি মাং রাম ! যাস্তং ত্বৎপদযুত্তমম্ ।
 মম তুল্যবলে বালে অঙ্গদে ত্বং দয়াং কুরু ॥ ৬৯ ॥
 বিশল্যং কুরু মে রাম ! হৃদয়ং পাণিনা স্পৃশন্ ।
 তথেতি বাণমুক্ত্য রামঃ পম্পর্শ পাণিনা ।
 ত্যক্ত্বা তদ্বানরং দেহমমরেন্দ্রোহিতবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৭০ ॥
 বালী রঘুন্তমশরাভিহতো বিমূঢ়ো
 রামেণ শীতলকরেণ সুখাকরেণ ।
 সদ্যো বিমুচ্য কপিদেহমবশ্ললভ্যং
 প্রাপ্তঃ পরং পরমহংসগণৈর্হুঁরাপম্ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 কিঞ্চিক্ষ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন আপনার বৈকুণ্ঠধামে গমন করি এবং
 আমার তুল্য বাহুবীৰ্য্য সম্পন্ন অঙ্গদের প্রতি রূপা দৃষ্টি করুন ।
 ৬৯ । হে দাশরথে ! আপনি স্বয়ং কর কমল দ্বারা আমার
 বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া শল্য উদ্ধার করুন । শ্রীরাম কপীন্দ্রের
 বিনয় বচনে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার হৃদয় হইতে স্বয়ং শল্য
 উদ্ধার করিলেন, বানর রাজও বানর দেহ পরিত্যাগ করিয়া
 ক্ষণকাল মধ্যে অমরেন্দ্র দেহ ধারণ করিলেন তদন্তে মুক্তি-
 লাভ করিলেন । ৭০ । রাম-শর-পীড়িত বালী রঘুনাথের
 সুধাকর সদৃশ শীতল কর স্পর্শে তৎক্ষণাৎ বানর দেহ
 পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমহংসগণের হুঁরাপ্য কিন্তু রাম ভক্ত
 দিগের অবশ্য প্রাপ্য সেই বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইলেন । ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 কিঞ্চিক্ষ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ।

নিহতে বালিনি রণে রামেণ পরমাত্মনা ।

ছুদ্ৰবৃক্ষানরাঃ সর্বে কিঙ্কিক্ষ্যাং ভয়বিস্মলাঃ ॥ ১ ॥

তারামুচুম্হাভাগে ! হতো বালী রণাজিরে ।

অঙ্গদং পরিরক্ষাদ্য মস্ত্রিণঃ পরিনোদয় ॥ ২ ॥

চতুর্দারকপাটাদীন্ বদ্ধা রক্ষামহে পুরীম্ ।

বানরাণাং তু রাজ্ঞানমঙ্গদং কুরু ভামিনি ! ॥ ৩ ॥

নিহতং বালিনং শ্রুত্বা তারা শোকবিমুচ্ছিতা ।

অতাড়য়ৎ স্বপাণিত্যাং শিরোবক্ষশ্চ ভূরিশঃ ॥ ৪ ॥

কিমঙ্গদেন রাজ্যেন নগরেণ ধনেন বা ? ।

ইদানীমেব নিধনং যাশ্চামি পতিনা সহ ॥ ৫ ॥

ইত্যুক্তা স্থরিতা তত্র রুদন্তী মুক্তমূৰ্ধজা ।

যযৌ তারাতিশোকাক্তা যত্র ভত্ৰকলেবরম্ ॥ ৬ ॥

পতিতং বালিনং দৃষ্ট্বা রক্তৈঃ পাংশুতিরারুতম্ ।

রুদন্তী নাথনাথেতি পতিতা তস্মৈ পাদয়োঃ ॥ ৭ ॥

করুণং বিলপন্তী সা দদর্শ রঘুনন্দনম্ ।

রাম ! মাং জহি বাণেন যেন বাণী হতস্তয়া ॥ ৮ ॥

গচ্ছামি পতিসালোক্যাং পতির্মামভিকাজ্জকতে ।

স্বর্গেহপি ন স্মৃথং তস্মৈ মাং বিনা রঘুনন্দন ! ॥ ৯ ॥

পত্নীবিয়োগজং দুঃখমনুভূতং ত্বয়ানঘ ! ।

বালিনে মাং প্রযচ্ছাশু পত্নীদানফলং ভবেৎ ॥ ১০ ॥

বানরেস্তে বালী পরমাত্মা ত্রিরাম কর্তৃক রণ ভূমিতে নিহত হইলে তাঁহার অনুচর বানরগণ ভয়াকুলিত চিত্তে কিঙ্কি-
ক্রায় প্রাণগমন করিয়া তারাকে কহিল—হে মহাভাগে ! মহা-
রাজ বালী অদ্য রণভূমিতে ত্রিরাম কর্তৃক নিহত হইয়াছেন—
আপনি এক্ষণে কুমার অঙ্গদকে ও মস্ত্রিগণকে রাজকর্তব্য করিতে
আদেশ করুন, আমরা চতুর্দারের কপাট বন্ধ করিয়া এই নগরী
রক্ষা করিব । ১ । ২ । ৩ । অনন্তর তারা কপীন্দ্র বালীর
অন্ততঃ সৎবাদ শ্রবণ করিয়া শোকমুচ্ছিতান্তঃকরণে বারম্বার
পাণি যুগল দ্বারা মস্তক ও বক্ষঃস্থল তাড়ন করিতে করিতে
কহিলেন—হে বানরগণ ! আমার পুত্র, রাজ্য, নগর ও ধনে
কিছুই প্রয়োজন নাই, এক্ষণেই আমি পতির সহমরণ প্রাপ্ত
হইব । ৪ । ৫ । অনন্তর আলুলায়িতকেশী রোক্তদ্যমানা

তারা শোকাকুলান্তঃকরণে মৃতপতির কলেবর দর্শনার্থ সেই
রণ ভূমিতে উপস্থিত হইয়া বানর রাজের ধূলীধূসরিত এবং
শোণিত-শিক্ত শরীর সন্দর্শনানন্তর তাঁহার চরণদ্বয়ে পতিত
হইয়া—হা নাথ ! হা নাথ ! এই প্রকার বহুতর বিলাপ করিতে
লাগিলেন । ৬ । ৭ । অনন্তর সম্মুখাগত রঘুনাথকে অবলোকন
করিয়া কহিলেন—হে রাম ! যে বাণ দ্বারা মহারাজের
প্রাণ সংহার করিয়াছে সেই বাণ দ্বারা আমাকেও বিনষ্ট কর । ৮ ।
আমি শীঘ্র পতি সন্নিধানে গমন করিব—প্রাণপতি আমাকে
প্রার্থনা করিতেছেন, হে রঘুনন্দন ! মহারাজ বালী আমাকে
কণকাল দর্শন না করিলে স্বর্গেও স্মৃথানুভব করিতে পারেন
না । তোমাকে অধিক কি বলিব পত্নী-বিয়োগ জনিত দুঃখ
তুমি স্বয়ং অনুভব করিতেছ—শীঘ্র আমাকে বিনষ্ট করিয়া
মহারাজের নিকট প্রেরণ কর তাহা হইলে তুমি পত্নী দান
জনিত ফল লাভ করিবে । ৯ । ১০ । অনন্তর স্ত্রীবেশ

সুগ্রীব ! ত্বং সুখং রাজ্যং দাপিতং বালিঘাতিনা ।
 রামেণ ক্রময়া সাক্ষং ভুংক্ষু সাপভুবর্জিতম্ ॥ ১১ ॥
 ইতোবং বিলপন্তীং তাং তারাং রামো মহামনাঃ ।
 সান্ত্বয়ামাস দয়য়া তত্ত্বজ্ঞানোপদেশতঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

কিং ভীকু ! শোচসি ব্যর্থং ? শোকস্তাবিষয়ং পতিম্
 পতিস্তবায়ং দেহো বা জীবো বা বদ তত্ত্বতঃ ॥ ১৩ ॥
 পঞ্চাঙ্গকো জড়ো দেহস্তজ্ঞাসকুধিরাস্ত্রিমান্ ।
 কালকর্মণ্ডণোৎপন্নঃ সোহপ্যাস্তেহদ্যাপি তে পুরঃ ॥
 মন্যসে জীবমাত্মানং জীবস্তর্হি নিরাময়ঃ ।
 ন জায়তে ন ত্রিয়তে ন তিষ্ঠতি ন গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন—হে সুগ্রীব ! এক্ষণে তুমি
 বালী ঘাতী রামচন্দ্র কর্তৃক অর্পিত নিফটক রাজ্য ও নিজ পত্নী
 কুমার সহিত পরম সুখে ভোগ কর। ১১ ।

মহামতি রামচন্দ্র তারার বিলাপ বাক্য শ্রবণানন্তর দয়াক্ষ
 হইয়া তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন
 শ্রীরাম কহিলেন, হে ভীকু ! তুমি অশোচ্য পতির নিমিত্ত কুথা কি
 শোক করিতেছ ? যথার্থ বল দেখি এই রণভূমিশ্রিত দেহ কিম্বা
 জীব উভয়ের মধ্যে পতি বলিয়া কাহাকে স্থির করিয়াছ । ১২ ।
 ১৩ । যদি দেহকে পতি বল তাহা হইলে শোকের বিষয় কিছুই
 নাই, যেহেতু ত্রু, মাংস, কধির ও অস্থি দ্বারা পরিপূরিত পঞ্চ
 ভূতায়ক জড় দেহ কাল অদৃষ্ট ও সত্ত্বাদি গুণযোগে উৎপন্ন
 হইয়াছে, ঐ দেহ অদ্যাপি তোমার সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে ।
 ১৪ । যদি জীবাত্মাকে পতি বলিয়া স্থির করিয়া থাক তাহা
 হইলেও শোকের বিষয় কিছুই নাই, যেহেতু নিরাময়—তাহার
 জন্ম, মরণ, গতি বা স্থিতি কিছুই নাই । ১৫ । ক্রীব নহে—

ন স্ত্রী পুমান্বা যন্তো বা জীবঃ সর্বগতোহব্যয়ঃ ।
 এক এবাদ্বিতীয়োহয়মাকাশবদলেপকঃ ।
 নিত্যো জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ স কথং শোকমহঁতি ॥ ১৬ ॥

তারোবাচ ।

দেহোহচিৎকাস্তবজ্রাম ! জীবো নিত্যশ্চিদাত্মকঃ ।
 সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ কস্য স্ত্রাদ্রাম ! মে বদ ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

অহঙ্কারাদিসম্বন্ধো যাবদেহেদ্ভিন্নৈঃ সহ ।
 সংসারস্তাবদেব স্তাদাত্মনস্তবিবেকিনঃ ॥ ১৮ ॥
 মিথ্যারোপিতসংসারো ন স্বয়ং বিনিবর্ততে ।
 বিবরাক্ষায়মানস্ত স্বপ্নে মিথ্যাগমো যথা ॥ ১৯ ॥

পরন্তু আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী নির্লেপ সূতরাং দ্বিতীয়
 ব্যক্তির সম্বন্ধ রহিত এবং নিত্য জ্ঞানময় নির্গল এক পদার্থ
 সর্বভূতে সমভাবে বিরাজ করিতেছেন তাহার নিমিত্ত কি
 শোক করিতেছ ? ১৬ । তারা কহিলেন—হে রাম ! যদি
 এই দেহ কাষ্ঠের ন্যায় অচেতন এবং জীবাত্মা জ্ঞানময় নিত্য-
 পদার্থ তবে সুখ দুঃখাদি ভোগ কাহার হয় ? এক্ষণে আমার
 এই সংশয় ছেদ কর । ১৭ ।

শ্রীরাম কহিলেন, যাবৎ কাল জীবাত্মা অবিবেক বশতঃ
 দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে মদীয়ত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগ না করেন
 তাবৎ কাল পর্যন্ত তিনিই সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া
 থাকেন । ১৮ । হে সুন্দরি ! মনুষ্যেরা বিষয় ভাবনা করিতে
 করিতে নিদ্রিত হইয়া যেমন স্বপ্নাবস্থায় ঐ চিন্তিত বিষয়ের
 মিথ্যা সমাগম লাভ করে এবং ঐ অবস্থায় ঐ অলীক বস্তু
 হইতেও স্বয়ং নিবৃত্ত হইতে পারে না, কিন্তু জাগ্রদবস্থায়
 বিবেক শক্তি দ্বারা নিবৃত্ত হয়, সেই রূপ জীব দেহা-
 ভিমানবস্থায় মিথ্যা সংসার আরোপ করিয়া ঐ অবস্থায় স্বয়ং
 তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না । ১৯ । হে বৎসে ! জীবাত্মা

অনাভিবিদ্যাসম্বন্ধান্তঃকার্যাহকৃতে শুধা
 সংসারোহপার্থকোহপি স্যাদ্ভাগ দেবাদিসঙ্কুলঃ ॥ ২০ ॥
 মন এব হি সংসারো বন্ধশ্চৈব মনঃ শুভে ।
 আত্মা মনঃ সমানত্বমেত্যা তদগতবন্ধভাক্ ॥ ২১ ॥
 যথা বিশুদ্ধঃ স্ফটিকোহলক্তকাদিসমীপভঃ ।
 তত্তদ্বর্ণযুতা ভাস্তি বস্ততো নাস্তি রঞ্জনম্ ॥ ২২ ॥
 বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিসামীপ্যাদায়নঃ সংসৃতির্বলাৎ ।
 আত্মা স্বনিকৃন্ত মনঃ পরিগৃহ্য তদুদ্ভবান্ ॥ ২৩ ॥
 কামান্ জুষন্ গুণৈর্বন্ধঃ সংসারে বর্ততেহবশঃ ।
 আদৌ মনো গুণান্ সৃষ্টা ততঃ কৰ্ম্মাণানেকথা ॥ ২৪ ॥
 শুক্ললোহিতকৃষ্ণানি গত্যন্তঃসমানতঃ ।
 এবং কৰ্ম্মবশাজ্জীবো ভ্রমত্যাভূতসংপ্লবম্ ॥ ২৫ ॥

সর্বোপসংহতো জীবো বাসনাভিঃ স্বকৰ্ম্মভিঃ ।
 অনাদ্যবিদ্যাবশগন্তিষ্ঠত্যভিনিবেশতঃ ॥ ২৬ ॥
 সৃষ্টিকালে পুনঃ পূৰ্ব্ববাসনামানসৈঃ সহ ।
 জায়তে পুনরপোবং ঘটীযন্তমিবাশাঃ ॥ ২৭ ॥
 যদা পুণ্যবিশেষণ লভতে সঙ্কতিং সতাম্ ।
 মন্তুক্তানাং সুশাস্তানাস্তদামদ্বিষয়া মতিঃ ॥ ২৮ ॥
 মৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা দুর্লভা জায়তে ততঃ ।
 ততঃ স্বরূপবিজ্ঞানমনায়াসেন জায়তে ॥ ২৯ ॥
 তদাচার্য্যপ্রসাদেন বাক্যার্থজ্ঞানতঃ কণাৎ ।
 দেহেন্দ্রিয়মনঃ প্রাণাহকৃতিভ্যঃ পৃথক্ স্থিতম্ ।
 স্বাত্মানুভাবতঃ সত্যমানন্দান্নানমদ্বয়ম্ ।
 জ্ঞাত্বা সদ্যো ভবেম্মুক্তঃ সত্যমেব ময়োদিতম্ ॥ ৩০ ॥

অবিদ্যা প্রভাবে দেহাভিমাত্রী হইয়া রাগ দেবাদি সঙ্কুল মিথ্যা
 সংসারে আবদ্ধ হন। ২০। হে কপীন্দ্রপতি! অন্তঃকরণই
 সংসারের কারণ ও সুখ দুঃখাদি ভোগের জীবাত্মা অন্তঃকরণের
 সহিত মিলিত হইয়া তদগত সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া
 থাকেন। ২১। অলক্ত সরিহিত নির্মল স্ফটিক মণি স্বভা-
 বতঃ শুক্লবর্ণ হইলেও অলক্তের প্রতিবিম্ব সম্পর্কে যে রূপ রক্ত
 বর্ণ লক্ষিত হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ আত্মা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি
 সরিধানে সংসারী বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। হে চারু
 ভাবিনি! জ্ঞানাদি গুণ বিশিষ্ট আত্মাকে অন্তঃকরণ দ্বারা
 অনুমান করিয়া স্থির করিতে হয়, ঐ আত্মা অন্তঃকরণ সম্বন্ধ
 বশতঃ অন্তঃকরণের অবিবেক রূপ গুণ লাভ করিয়া বিষয়াদি
 ভোগ করতঃ রাগদেবাদি রূপ অন্তঃকরণ গুণ আবদ্ধ হইয়া
 অনিচ্ছুক হইয়া ও সংসারে লিপ্ত হইয়া থাকেন, জীবাত্মা রাগ
 দেবাদি রূপ অন্তঃকরণ গুণ লাভ করিয়া সদসংকার্য্য করেন,

সেই সদসংকার্য্য বশতঃ তাহার সদসংগতি লাভ হয়, জীব খণ্ড
 প্রলয় পর্য্যন্ত এই রূপে ভ্রমণ করেন, খণ্ড প্রলয় সময়ে বাসনা
 ও অদৃষ্টের সহিত অন্তঃকরণে মিলিত হইয়া (অর্থাৎ উভয়ে
 একতা লাভ করিয়া) অনাদ্য বিদ্যায় লীন হইয়া থাকেন পূন-
 র্দ্ধার সৃষ্টি কালে পূৰ্ব্ববাসনা ও অদৃষ্টের সহিত আবির্ভূত
 হন, এইরূপে জীবাত্মা কুলাল চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন
 ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। যে সময় জীব পূৰ্ব্বকৃত
 পুণ্য বলে মন্তুক্ত শাস্ত প্রকৃতি সাধু জনের মধ্যে অন্য গ্রহণ
 করেন, সেই কালে আত্মাতে ভক্তি এবং আমার লীলা শ্রবণে
 অতিশয় প্রজ্ঞা লাভ করেন; অনন্তর ভক্তি হইলেই তাহার
 অনায়াসে ঈশ্বর স্বরূপ বিজ্ঞান হয়, বিজ্ঞান হইবামাত্র
 জীবাত্মা আচার্য্যোপদিষ্ট শাস্ত্র শ্রবণ ও মনন ও নিদিধ্যাসনাদি
 দ্বারা সত্য আনন্দময় আত্মাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন এবং দেহ
 ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, ও অহঙ্কার হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করিয়া
 সদাই মুক্তি লাভ করেন ইহা আমি নিশ্চয় উপদেশ করিলাম।

এবং ময়োদিতং সমাগালোচয়তি যোহনিশম্ ।

তস্ম সংসারদুঃখানি ন স্পৃশন্তি কদাচন ॥ ৩২ ॥

ত্বমপোতস্ময়া প্রোক্তমালোচয় বিশুদ্ধধীঃ ।

ন স্পৃশ্যসে দুঃখজ্বালৈঃ কৰ্ম্মবন্ধাদ্বিমোক্ষাসে ॥ ৩৩ ॥

পূৰ্ব্বজন্মনি তে স্মৃক্ত ! কৃতা মন্থন্তিরুক্তমা ।

অতস্তব বিমোক্ষায় রূপং মে দর্শিতং শুভে ॥ ৩৪ ॥

ধ্যাত্বা মদ্রূপমনিশমালোচয় ময়োদিতম্ ।

প্রবাহপতিতং কার্য্যং কুৰ্ব্বত্যপি ন লিপ্যসে ॥ ৩৫ ॥

ঐরামেণোদিতং সৰ্ব্বং শ্রুত্বা তারাতিবিস্মিতা ।

দেহান্তিমানজং শোকং তক্ত্বা নত্বা রঘুন্তমম্ ॥ ৩৬ ॥

আত্মানুভবসন্তুষ্ঠা জীবন্তুক্তা বভূব হ ।

ক্ষণসঙ্গমমাত্রাণে রামেণ পরমাত্মনা ॥ ৩৭ ॥

অনাদিবন্ধং নির্ধূয় যুক্তা সাপি বিকলম্বা ।

সুগ্রীবোহপি চ তচ্ছ্রুত্বা রামবক্ত্রাৎসমীরিতম্ ॥ ৩৮ ॥

জহাবজ্ঞানমখিলং স্বস্থচিন্তোহভবন্তদা ।

ততঃ সুগ্রীবমাহেদং রামো বানরপুঙ্গবম্ ॥ ৩৯ ॥

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্ত পুত্রাণে যদ্রাক্তং সাম্পরারিকম্ ।

কুরু সৰ্ব্বং যথান্যায়ং সংস্কারাদি মমাজ্ঞয়া ॥ ৪০ ॥

তথ্যেতি বলিতিমু'থৈকানৈঃ পরিনীয় তম্ ।

বালিনং পুষ্পকে ক্ষিপ্ত্বা সৰ্ব্বরাজোপচারকৈঃ ॥ ৪১ ॥

ভেরীদুন্দুভিনির্ঘোষৈব্র'ক্ষণৈর্গন্ধিভিঃ সহ ।

যুথপৈর্দানৈঃ পৌরৈস্তারয়া চাক্রদেন চ ॥ ৪২ ॥

গত্বা চকার তৎসৰ্ব্বং যথাশাস্ত্রং প্রযত্নতঃ ।

স্নাত্বা জগাম রামস্ত স নীপং মন্ত্রিভিঃ সহ ॥ ৪৩ ॥

১৮। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। যে ব্যক্তি এই সমস্ত আমার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিয়া অনবরত মনে মনে আলোচনা করে, সংসার দুঃখ তাহাকে কদাচ স্পর্শ করিতে পারিবে না, হে ভামিনি ! তুমিও পবিত্রান্তঃকরণ হইয়া মদ্রূপদীক্ষিত বাক্য সকল মনে মনে আলোচনা কর তাহা হইলে সংসাররূপ দুঃখ রাশি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং তুমি কৰ্ম্ম বন্ধন হইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে । ৩২। ৩৩। হে স্মৃক্ত ! পূর্বজন্মে তুমি আমার প্রতি একান্ত ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলে সেই কারণে তোমাকে মুক্ত করিবার জন্য রামরূপে দর্শন দিলাম । হে শুভে ! তুমি এক্ষণে আমার রাম রূপ ধ্যান করতঃ মদ্রূপ-দীক্ষিত বাক্য সকল মনে মনে আলোচনা কর, তাহা হইলে সংসার-প্রবাহ-পতিত কার্য্য সকল করিয়াও সংসারে লিপ্ত হইতে হইবে না । ৩৪। ৩৫। তারা অতি বিস্ময় সহকারে ঐরামের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেহান্তিমান জন্মিত শোক পরিত্যাগ পূর্বক রঘুনন্দনকে প্রণাম করিলেন । ৩৬। এবং নিরতিশয় ত্রস্তানন্দ অহভব করতঃ জীবন্তুক্তদিগের ন্যায়

অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন । ঐরামচন্দ্র কণকাল মধ্যে তারার সংসার বন্ধন ছেদ করিয়া তাহাকে নিষ্পাপ ও নির্বাণ মোক্ষ ভাজ করিলেন ; মহাত্মা সুগ্রীবও ঐরাম মুখ বিনির্গত মদ্রূপ-দেশ বাক্য শ্রবণানন্তর অজ্ঞান রাশি হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্থ চিত্ত হইলেন । অনন্তর রামচন্দ্র বানর-পুঙ্গব সুগ্রীবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন । ৩৭। ৩৮। ৩৯। হে সখে ! তুমি ভ্রাতৃপুত্র অঙ্গদ দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালির পারলৌকিক সংস্কারাদিকাৰ্য্য যথাবিধি সম্পাদন কর, সুগ্রীব তথাস্ত বালিয়া ঐরামবাক্যে সম্মত হইয়া কতিপয় প্রধান বানর দ্বারা বালির মৃত দেহ বহন করাইয়া পুষ্পক সদৃশ বিমানে সংস্থাপন করাইলেন । পরিচারকেরা সুগ্রীবাজ্ঞায় রাজ্যের ন্যায় সেই মৃত দেহের পরিচর্যা করিতে লাগিল এবং বানরগণ চতুর্দিকে ভেরী ও দুন্দুভিনি দ্বারা কিঙ্কিরা নগর পরিপূর্ণ করিল । অনন্তর সুগ্রীব, কতিপয় ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্রিগণ তারা ও অঙ্গদ সমভিব্যাহারে বিমানারূঢ় মৃত বালি-দেহের অনুগমন করিতে

নহা রামস্ত চরণৌ স্ত্রীবিঃ প্রাহ হৃৎকথীঃ ।

রাজ্যং প্রশাধি রাজেন্দ্র ! বানরাণাং সমৃদ্ধিমৎ ॥ ৪৪

দাসোহহস্তে পাদপদ্মং সেবে লক্ষ্মণবচ্চিরম্ ।

ইতুক্তো রাঘবঃ প্রাহ স্ত্রীবিং সম্মিতং বচঃ ॥ ৪৫

তমেবাহং ন সন্দেহঃ শীঘ্রং গচ্ছ মমাজয়া ।

পুররাজ্যাধিপত্যে ত্বং স্বাত্মানমভিষেচয় ॥ ৪৬ ॥

নগরং ন প্রবেক্ষ্যামি চতুর্দশময়াঃ সখে ! ।

আগমিষ্যতি মে ভ্রাতা লক্ষ্মণঃ পত্তনং তব ॥ ৪৭ ॥

অঙ্কদং যৌবরাজ্যে ত্বমভিষেচয় সাদরম্ ।

অহং সমীপে শিখরে পর্বতস্ত সহামুজঃ ॥ ৪৮ ॥

বৎস্তামি বর্ষদিবসান্ তত্ত্বং বভুবান্ তব ।

কিক্কিৎকালং পুরে স্থিত্বা সীতায়াঃ পরিমার্গণে ॥ ৪৯

সাক্ষাৎ প্রণিপত্যাহ স্ত্রীবিঃ রামপাদয়োঃ ।

যদাজ্ঞাপয়সে দেব ! তত্ত্বৈব করোম্যাহম্ ॥ ৫০ ॥

অনুজ্ঞাতস্ত রামেণ স্ত্রীবস্ত সলক্ষ্মণঃ ।

গত্বা পুরং তথা চক্রে যথা রামেণ চোদিতঃ ॥

স্ত্রীবেণ তথা ন্যায্যং পুজিতো লক্ষ্মণস্তদা ।

আগত্য রাঘবং শীঘ্রং প্রণিপত্যোপতস্থিবান্ ॥ ৫১ ॥

ততো রামো জগামাশু লক্ষ্মণেন সমম্মিতঃ ।

প্রবর্ষণগিরেক্ষ্বং শিখরং ভুরিবিস্তরম্ ॥ ৫২ ॥

তত্রৈকং গঙ্ঘরং দৃষ্ট্বা স্ফাটিকং দীপ্তিমচ্ছুতম্ ।

বর্ষবাতাতপসহং ফলমূলসমীপগম্ ।

বাসায় রোচয়ামাস তত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥ ৫৪ ॥

লাগিলেন কিয়দূর গমনান্তর সমুচিতস্থানে অঙ্কদ দ্বারা যথা-
বিশি সেই মৃতদেহ সংস্কারাদি কার্য্য করাইলেন । অনন্তর
সুগ্ৰীব স্নানাদিকার্য্য সমাপন পূর্বক কতিপয় মন্ত্রির সহিত
শ্রীরাম চরণে প্রণাম করিয়া নহর্ষ হৃদয়ে কহিলেন—হে
রাজেন্দ্র ! তুমিই এই সমৃদ্ধি সম্পন্ন বানর রাজ্য শাসন কর, আমি
লক্ষ্মণের ন্যায় আজ্ঞাত্ববর্তী হইয়া চিরকাল তোমার পাদপদ্ম
সেবা করিব । শ্রীরামচন্দ্র সুগ্ৰীবের এইরূপ ভক্তিগর্ভ বাক্য
শ্রবণান্তর দ্বিগুণ হাস্য করিয়া কহিলেন—হে সখে ! তুমি আমা-
হঁতে অভিন্ন ইচ্ছাতে সন্দেহ নাই, অতএব শীঘ্র গমন করিয়া
আমার আজ্ঞানুসারে কিক্কিাপুর রাজ্যাধিপত্যে আগ্রাকে
অভিষিক্ত কর । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ ।
হে কপীন্দ্র ! আমি পিতার আজ্ঞাত্ববর্তী হইয়া চতুর্দশ বৎসর
কাল নগর প্রবেশ করিব না, এই নিমিত্ত সে স্থানে আমি
অন্নং গমন না করিয়া লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিব, ভ্রাতা লক্ষ্মণ
তোমার গৃহে অবশ্য গমন করিবেন—হে সখে ! তুমি অঙ্কদকে
সমাদর পূর্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবে, বাহ্য হউক
একণ্ঠে আমি লক্ষ্মণের সহিত নিকটবর্তী পর্বত শিখরে এক

বৎসর কাল বাস করিব, তুমি অল্পকাল মাত্র পুর মধ্যে
অবস্থান করিয়া পশ্চাৎ সীতাঈষণে বভুবান হও ।
অনন্তর সুগ্ৰীব রামচরণারবিন্দে সাক্ষাৎ প্রণিপাত করিয়া
কহিলেন—হে দেব ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন আমি
তাছাই করিব, অনন্তর সুগ্ৰীব লক্ষ্মণের সহিত কিক্কিাক্য নগরে
গমন করিয়া শ্রীরামের আদেশানুরূপ সকল কার্য্য নির্বাহ
করিলেন । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ । মহাবীর লক্ষ্মণ সুগ্ৰীব
কর্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়া শ্রীরাম সন্নিধানে আগমন পূর্বক
ঐহাকে প্রণাম করিলেন । ৫২ । অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের
সহিত মিলিত হইয়া প্রবর্ষণ নামক পর্বতের অতি বিস্তৃত
উর্দ্ধতল শিখরে গমন করিলেন । শ্রীরামচন্দ্র সেই স্থানে স্ফটিক
মণিময় স্রুচাক প্রভা সমুজল রুষ্টি, বায়ু ও জ্বাতপ নিবারক
একটা গঙ্ঘর এবং সেই গঙ্ঘর সন্নিহিত বনস্থিত স্বশ্রদ্ধ ফল
মূলদি প্রচুর পরিমাণে অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত
ঐ গঙ্ঘরের বাস করিতে বাসনা করিলেন । ৫৩ । ৫৪ । রঘুনন্দন

দিব্যমূলফলপুষ্পসংযুতে
মৌক্তিকোপমজলৌঘপল্লে ।
চিত্রবর্ণমৃগপক্ষিশোভিতে পর্বতে

যে পর্বতে বাস করিয়া ছিলেন ঐ পর্বতের বিবিধ স্রুচক ফল
মূল পুষ্প এবং মুক্তাসদৃশ নির্মল জল দ্বারা পরিপূরিত বহত

রঘুকুলোত্তমোহবসৎ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সরোবর ও নয়নানন্দবর্জন বিচিত্র বর্ণ পক্ষিগণ স্থানে স্থানে
লক্ষিত হইত । ৫৫ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

তত্র বার্ষিকদিনানি রামবো ।
লীলয়া মণিগুহ্যাসু সঞ্জরন্ ।
পকুমূলফলভোগতোষিতো
লক্ষ্মণেন সহিতোহবসৎ সুখম্ ॥ ১ ॥

বাতনুমূলপূরিতমেঘান্তরন্তনিতবৈদ্যুতগৰ্ভান ।
বীক্ষ্য বিস্ময়মগাদ্গজযথান্যদ্বদাহিতসুকাক্ষনকক্ষান্

শ্রীরামচন্দ্র সেই পর্বতে ইতস্তত মনিনয় গুহ্য মধ্যে
সকরণ করতঃ সুপক ফলমূল ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া
সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পরম সুখে এক বর্ষ কাল অবস্থিতি
করিতে লাগিলেন । ১ । সেই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র কোন
দিবস তড়িত সংযুক্ত এবং শকারমান বাতসঞ্চালিত সজল
জলদাবলী সন্দর্শন করিয়া স্রবর্ণময় পৃষ্ঠান্তরণ শোভিত গজ-
যুথ ভ্রমে বিস্ময়াপন্ন হইতেন । ২ । এবং ঐ স্থানের নব দ্বাদ

নবদ্বাসং সমাসাদ্য হৃষ্টপুষ্টমৃগদ্বিজাঃ ।

ধাবন্তঃ পরিতো রামং বীক্ষ্য বিস্কারিতে কণাঃ ॥ ৩ ॥

ন চলন্তি সদা ধ্যাননিষ্ঠা ইব মুনীশ্বরঃ ।

রামং মানুষরূপেণ গিরিকাননভূমিষু ॥ ৪ ॥

চরন্তঃ পরমাত্মানং জাহ্নু সিদ্ধগণা ভুবি ।

মৃগপক্ষিগণা ভূত্বা রামমেবানুসেবিরে ॥ ৫ ॥

ভক্ষণ দ্বারা হৃষ্ট পুষ্টমৃগ পক্ষিগণ ইতস্তত বিচরণ
কালে পথি মধ্যে শ্রীরামকে দর্শনান্তর ধ্যানস্থ মুনীগণের নাশ
নিষ্পন্দ হইয়া অনিমেঘ লোচনে অবস্থান করিত এবং সিদ্ধ
গণ গিরি-কানন সঞ্চারী রামকে মানুষ রূপী পরমাত্মা নিশ্চয়
করিয়া মৃগ ও পক্ষি রূপ ধারণ পূর্বক শ্রীরামের অনুগমন
করিতে লাগিলেন । ৩ । ৪ । ৫ । একদা ধ্যাননিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র

সৌমিত্রিরেকদা রামমেকাশ্বে ধ্যানতৎপরম্ ।
 সমাধিবিরমে তন্তুয়া প্রণয়াদ্বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৬ ॥
 অত্রবীদেব ! তে বাক্যাৎ পূর্বোক্তাদ্বিগতো মম ।
 অনাদ্যবিদ্যাসম্ভূতঃ সংশয়ো হৃদি সংস্থিতঃ ॥ ৭ ॥
 ইদানীং জ্ঞাতুমিচ্ছামি ক্রিয়ামার্গেণ রাঘব ! ।
 তবদারাধনং লোকে যথা কুর্যন্তি যোগিনঃ ॥ ৮ ॥
 ইদমেব সদা প্রাহুর্যোগিনো মুক্তিসাধনম্ ।
 নারদোহপি তথা ব্যাসো ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ ॥ ৯ ॥
 ব্রহ্মকৃতাদিবর্ণনামাশ্রমাণাং চ মোক্ষদম্ ।
 স্ত্রীশূদ্রাণাং চ রাজেশ্ব ! স্থলভং মুক্তিসাধনং ।
 তব তন্তুয়ায় মে ভাত্রে ক্রাহি লোকোপকারকং ॥ ১০ ॥
 শ্রীরাম উবাচ ।
 মম পূজাবিধানস্য নাস্ত্যোহস্তি রঘুনন্দন ! ।
 তথাপি বক্ষ্যে সংক্ষেপাদ্যাবদনুপূর্বশঃ ॥ ১১ ॥

সমাধি সমাধানস্তর নির্জনে উপবেশন করিলে লক্ষ্মণ ভক্তি ও
 প্রণয় সহকৃত বিনয় বচনে কহিলেন—হে দেব ! আপনি আমাকে
 পূর্বে যে সকল জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন, তদ্বারা আমার
 অবিদ্যা জনিত হৃদয় সংশয় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ; কিন্তু যোগিগণ
 যেরূপ লৌকিক পূজাদি নিয়মানুসারে আপনার আরাধনা
 করে এই প্রকার পূজার নিয়ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । ৬ এ
 হে ভগবন ! নারদ, বাস, কমলযোনি ব্রহ্মা এই সকল দেবগণ
 পূজার নিয়মানুসারে আপনার আরাধনাকে মুক্তিসাধন
 বলিয়াছেন । ৮ ৯ হে দয়াময় ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারি ভূবর্গ
 ও স্ত্রী জাতিরও মোক্ষের স্থলভ উপায়, স্ততরাং সর্বলোকোপ-
 কারক সেই পূজার নিয়ম গুলি আপনার তত্ত্ব এই কনিষ্ঠ
 ভ্রাতার প্রতি রূপা প্রকাশ করিয়া বাক্ত করুন । ১০ । শ্রীরাম
 কহিলেন—হে ভ্রাতঃ ! আমার পূজা নিয়মের সীমা নাই,
 তথাপি সংক্ষেপে আনুষ্ঠানিক কিঞ্চিৎ নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ

স্বগৃহোক্তপ্রকারেণ দ্বিজত্বং প্রাপ্য মানবঃ ।
 সকাশাৎস গুরোর্মন্ত্রং লব্ধ্বা মন্ত্রস্তিসংযুতঃ ॥ ১২ ॥
 তেন সম্মর্শিতবিধির্নামেবারাধয়েৎ সুধীঃ !
 হৃদয়ে বানলে বাচ্যে প্রতিমাদৌ বিভাবসৌ ॥ ১৩ ॥
 শালগ্রামশিলায়াং বা পূজয়েন্মামতদ্রিতঃ ।
 প্রাতঃস্নানং প্রকুর্শীত প্রথমং দেহশুদ্ধয়ে ॥ ১৪ ॥
 বেদতন্ত্রোদিতৈর্মন্ত্রৈর্মল্লিপনবিধানতঃ ।
 সঙ্কাদিকর্ম যন্নিভ্যং তৎকুর্য্যাদ্বিধিনা বুধঃ ॥ ১৫ ॥
 সঙ্কল্পমাদৌ কুর্শীত সিধ্যর্থং কর্মণাং সুধীঃ ।
 স্বগুরুং পূজয়েন্তু তন্তুয়া মদুধ্যা পূজকো মম ॥ ১৬ ॥
 শিলায়াং স্নপনং কুর্য্যৎ প্রতিমাসু প্রমার্জনম্ ।
 প্রসিদ্ধৈর্গন্ধপুষ্পাদৈর্মমং পূজাদিদ্ধিদায়িকা ॥ ১৭ ॥
 অমায়িকোহনুরক্ত্য মাং পূজয়েন্নিরততরতঃ ।
 প্রতিমাদিষ লঙ্কারঃ প্রিয়ে মে কুলনন্দন ! ॥ ১৮ ॥

কর—মনুষ্যেরা যথা শাস্ত্রানুসারে দ্বিজত্ব লাভ করিয়া সদ্গুরু
 সম্মিথানে ভক্তি পূর্বক মন্ত্র গ্রহণ করিবে, অনন্তর গুরুদর্শিত
 বিধানানুসারে আমাকেই পূজা করিবে, এই পূজা নিজ মানসে
 বা অগ্নিতে কিম্বা সূবর্ণ রজতাদি প্রতিমাতে ব্রাহ্মণে সূর্য্যমণ্ডলে
 কিম্বা শালগ্রাম শিলাতে অতি প্রশস্ত ফলদায়ক । হে লক্ষ্মণ !
 পণ্ডিত ব্যক্তি প্রথমতঃ দেহ শুদ্ধির নিমিত্ত যথা শাস্ত্র মূর্তিকা
 লিপনাদি বিধানানুসারে প্রাতঃস্নান—তদনন্তর যথাবিধি
 সঙ্কোপাসনাদি করিবে, তদনন্তর কর্ম সিদ্ধির নিমিত্ত সংকল্প
 করিয়া আমা হইতে অভিন্ন বুদ্ধিতে গুরু পূজা করিবে, তদনন্তর
 শিলা নির্মিত মদীর প্রতিমাতে স্নান করাইবে মৃন্ময়াদি প্রতি-
 মাতে মার্জন করিবে, তদনন্তর স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত গন্ধ পুষ্পাদি
 পচার দ্বারা এই প্রতিমাতে আমার পূজা করিয়া মনুষ্যেরা
 বৃদ্ধি সিদ্ধি লাভ করিবে, কিন্তু দস্তাদি শূন্য হইয়া সংঘম
 পূর্ক গুরুপদিক বিধানানুসারে পূজা করিলেই উক্ত ফলপ্রাপ্ত
 হইবে নতুবা, অভিন্ন ফল হইবে না । হে কুলনন্দন ! প্রতি-

অগ্নৌ যজ্ঞেত হবিষা ভাক্ষরে স্তপ্তিলে যজ্ঞেৎ ।
 ভক্তেনোপহৃতং প্রীতৌ শ্রদ্ধয়া মম বার্যাপি ॥১৯॥
 কিং পুমর্তক্যতোজ্যাদিগন্ধপুষ্পাক্রতাদিকং ।
 পূজাজ্বাণি সর্ববাণি সংপাদৈবং সমারভেৎ ॥২০॥
 চৈলাজিন কুশৈঃ সমাগাসনং পরিকল্পয়েৎ ।
 তত্রোপবিশ্য দেবস্ত সংমুখেশুদ্ধমানসঃ ॥ ২১ ॥
 ততো ন্যাসং প্রকুর্ষীত মাতৃকাবহিরাস্তরম্ ।
 কেশবাদি ততঃ কুর্য্যান্ত্বন্যাসং ততঃ পরম্ ॥ ২২ ॥
 মন্ব তি পঞ্জরন্যাসং মন্ত্রন্যাসং ততোন্যাসেৎ ।
 প্রতিমাদাবপি তথা কুর্য্যান্নিত্যমতজ্জিতঃ ॥
 কলশং স্বপুরো বামে ক্ষিপেৎ পুষ্পাদি দক্ষিণে ।
 অর্ঘ্যপাত্তপ্রদানার্থং মধুপর্কার্থমেব চ ॥ ২৪ ॥

তথৈবামনার্থং তু ন্যাসেৎপাত্রচতুষ্টয়ম্ ।
 হুংপদ্যে ভানুবিমলাং মংকলাং জীবসংজিতাম্
 ধ্যয়েৎস্বদেহমখিলং তয়া ব্যাপ্তমরিন্দম ! ।
 তামেবাবাহয়েন্নিত্যং প্রতিমাদিষু মংকলাম্ ॥২৩॥
 পাচ্চার্য্যাচমনীয়াতৈঃ স্নানবস্ত্রবিভূষণৈঃ ।
 যাবচ্ছক্যোপচারৈর্বা ত্রুচয়েন্মামমায়রা ॥ ২৭ ॥
 বিভবে সতি কপূরকুঙ্কমাগুরুচন্দনৈঃ ।
 অর্চয়েন্মন্ত্রবস্নিত্যং স্তুগন্ধকুসুমৈঃ শুভৈঃ ॥২৮॥
 দশাবরণপূজাং বৈ হ্যাগমোক্তাং প্রকারয়েৎ ।
 নীরাজনৈধূপদীপনৈবেদ্যবিবিধৈস্তথা ॥ ২৯ ॥
 শ্রদ্ধয়োপহরেন্নিত্যং শ্রদ্ধাভুগহমীশ্বরঃ ।
 হোমং কুর্য্যাৎপ্রযত্নেন বিধিনা মন্ত্রকোবিদঃ ॥৩০॥

মাদিতে পূজা করিতে হইলে পুষ্পাদি উপচার আবশ্যক, অগ্নি, হুয়া ও স্তপ্তিলে যত্নের আবশ্যকতা (অর্থাৎ হুন্দারা অনলাদিতে ছোম করিবে) হে ভ্রাতঃ! তোমাকে অধিক কি বলিব—ভক্ত ব্যক্তি কেবল জলদ্বারা যদি আমাকে শ্রদ্ধা পূর্বক পূজা করে তাহা হইলেও আমার প্রীতি হয়, ভক্তি থাকিলে ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি কোন উপচারের প্রয়োজন থাকেনা, যাগ হউক এক্ষণে পূজা নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ কর—হে লক্ষ্মণ! সাধক ব্যক্তি প্রথমতঃ সমস্ত পূজার দ্রব্য সংগ্রহ করিবে, তদনন্তর কুশাসনোপরি অজিনাসন—তদুপরি কুশাসন আস্ত করিয়া তদুপরি বিশ্রু চিত্তে উপবেশন পূর্বক দেবতা সম্মুখে মাতৃকান্যাস ও জ্য মাতৃক ন্যাস করিয়া বাহু ন্যাস, অন্তন্যাস, কেশবকৃত্যাদি ন্যাস তদনন্তর তত্তন্যাস, বিষ্ণুপঞ্জরন্যাস ও মন্ত্র ন্যাস করিবে । এতদ্বারিতে পূজা করিতে হইলেও এই সকল ন্যাসের আবশ্যতা এবং পূজক ব্যক্তি স্বকীয় বামভাগে জলপূর্ণ একটি কলস এবং

দক্ষিণ ভাগে পুষ্পাদি ও অর্ঘ্য পাত্র পাদ্য, পাত্র মধুপর্কপাত্র এবং আচমনীয় পাত্র এই চারিটি পাত্র রক্ষা করিবে এবং নিজ হৃদয় পদ্মে মদীয় কলাকে জীবরূপে ভাবনা করিবে, হে অরিন্দম! পূজক ব্যক্তি নিজ দেহকে ও মদীয় কলাদ্বারা ব্যাপ্ত জ্ঞান করিয়া প্রতিমাদিতে ঐ কলাকে আবাহন করিবে । ১১।১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। অনন্তর দস্তাদি শূন্য হইয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি যথা শক্তি উপচার দ্বারা আমাকে পূজা করিবে ; পূজক বিভবশালী হইলে কপূর, কুঙ্কম, অগুরু চন্দন এবং সুন্দর সুগন্ধি পুষ্প, ধূপ, দীপ, বিবিধ নৈবেদ্য ও পঞ্চবিধ নীরাজনাদি দ্বারা আমাকে পূজা করিবে এবং দশটি আবরণ দেবতার অগন্ত্য সংহিতোক্ত পূজা করণ ও আবশ্যক ২৭। ২৮। ২৯। হে বৎস! পূজক ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্বক যদি আমাকে ঐ সকল উপচার প্রদান করে তাহা হইলে গ্রহণ করিব যেহেতু আমি শ্রদ্ধার বশীভূত হইব, ৩০

অগস্ত্যোনোক্তমার্গেণ কুণ্ডেনাগমবিস্তমঃ ।
 জুহুয়ামূলমজ্জৈণ পুংস্তুক্তেনাথবা বুধঃ ॥ ৩১ ॥
 অথবোপাসনায়ো বা চরুণা ইবিষা তথা ।
 তণ্ডুজামূলদপ্রথাং দিব্যভরণভূষিতম্ ॥ ৩২ ॥
 ধ্যায়েন্দনলমধ্যাহ্নং হোমকালে সদা বুধঃ ।
 পার্শ্বদেভ্যো বলিং দত্ত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ ॥ ৩৩ ॥
 ততো জপং প্রকুবীত ধ্যায়ন্ত্যং যতবাক্ স্মরন্ ।
 মুখবাসং চ তামূলং দত্ত্বা প্রীতিসমম্বিতঃ ॥ ৩৪ ॥
 মদর্থে নৃত্যগীতাদিস্তুতি পাঠাদি কারয়েৎ ।
 প্রণমেদগুণ্ডমৌ হৃদয়ে মাং নিধায় চ ॥ ৩৫ ॥

ভাতঃ । মন্ত্র বিশারদ পূজক ব্যক্তি পূজাস্তে আমার প্রীতির
 নিমিত্ত যত্ন পূর্বক যথা বিধি হোম করিবে । ৩০ । হে অরিন্দম !
 হোম করিতে হইলে কুণ্ডেব আবশ্যকতা, এই কুণ্ড অগস্ত্য
 সংহিতোক্ত বিধানানুসারে পণ্ডিত ব্যক্তির নিৰ্দ্ধারণ করিবে ।
 অনন্তর আমার মূল মন্ত্র দ্বারা অথবা পুংস্তুক্ত দ্বারা হোম
 করিবে, হে ভাতঃ ! এই যে কুণ্ডে হোমের বিধি কহিলাম ইহা
 শূদ্রাদি ও নিরগ্নিক ব্রাহ্মণের কর্তব্য, সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা নিজ
 উপাস্য অগ্নিতে ব্রত রূপ চক দ্বারা হোম করিবে, তাহাদের কুণ্ড
 নিৰ্দ্ধারণের আবশ্যকতা নাই । হে বৎস ! পণ্ডিত ব্যক্তির হোম
 কালে অনল মধ্যে আমার সমস্ত সুবর্ণ সন্দেশ সমুজ্জল এবং
 সৰ্ব্বালঙ্কার ভূষিত রূপ চিত্রা করিবে—অনন্তর হনুমৎ প্রভৃতি
 মদীয় পার্শ্বদ বর্গকে বলি প্রদান করিয়া হোম সমাপ্ত করিবে ।
 ৩১ । ৩২ । ৩৩ । হে ভাতঃ ! অনন্তর পূজক ব্যক্তি বাক্য
 সংখ্যম পূর্বক আমাকে চিন্তা করত মদীয় মূল মন্ত্র জপ করিবে,
 তদনন্তর সুপ্রীত মনে কর্পূরাদি মিশ্রিত তাম্বুল আমাকে
 প্রদান করিয়া মৎপ্রীত্যর্থ স্মরং নৃত্য গীত ও স্তব পাঠাদি
 করিবে, অনন্তর আমাকে হৃদয়ে ভাবনা করতঃ ভূমিতলে দণ্ডবৎ

শিরস্তাধায় মদন্তং প্রসাদং ভাবনাময়ম্ ।
 পাণিত্যাং মৎপদে মুর্ছি গৃহীত্বা ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৩৬ ॥
 রক্ষ মাং ঘোরসংসারাদিত্যুক্তা প্রণমেৎ স্তম্বীঃ ।
 উদ্বাসয়েচ্ছায়া পূর্বং প্রত্যগ্জ্যোতিষি সংস্মরন্ ॥ ৩৭ ॥
 এবমুক্তপ্রকারেণ পূজয়েদ্বিধিবদাদি ।
 ইহামুক্ত চ সংসিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মদনুগ্রহাৎ ॥ ৩৮ ॥
 মন্তুক্তো যদি মামেবং পূজাং টেব দিনে দিনে ।
 করোতি মম সাক্ষপাং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥
 ইদং রহস্যং পরমং চ পাবনং
 ময়ৈব সাক্ষাৎকথিতং সনাতনম্ ।
 পঠত্যজ্যস্ত্রং যদি বা শৃণোতি যঃ
 স সৰ্ব্বপূজাফলভাঞ্জন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

প্রণামানন্তর আমার প্রসাদিত পুষ্পাদি অমাকর্ষক অর্পিত
 ভাবনা করিয়া মন্তুকে ধারণ করিবে এবং মনে মনে ভক্তি
 পূর্বক ইহা ভাবনা করিবে যে, ইষ্ট দেবের চরণ যুগল নিজ
 পাণি যুগল দ্বারা গ্রহণ করিয়া মন্তুকে ধারণ করিলাম ; অনন্তর
 পরম জানী পূজক রুতাজলি পুটে ছে ভগবন্ ! আমাকে পোব
 সংসার হইতে পরিহরণ করন—এইরূপ আমার নিকট প্রার্থনা
 করিয়া প্রণাম করিবে, তদনন্তর হৃদয়স্থ জীব হইতে আবাহিত
 মৎকল্যকে বিসর্জন করিবে অর্থাৎ এই জীবতে প্রবিষ্ট ভাবনা
 করিবে । ৩৪-৩৫-৩৬-৩৭ । হে লক্ষ্মণ ! মন্তুক্ত ব্যক্তি যদি এক-
 বার উক্ত প্রকারে আমাকে পূজা করে তাহা হইলে ইহা কালে
 ও পর কালে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যদ্যপি প্রতিদিন উক্ত নিয়মে
 পূজা করে তাহা হইলে নিশ্চয় আমার সাক্ষপা প্রাপ্ত হয় ।
 ৩৮-৩৯ । হে ভাতঃ ! তোমার সমক্ষে আমি সে অতিপাবন
 পরম গুহ্য সনাতন পূজা বিধি কহিলাম—ইহা যে ব্যক্তি
 সতত পাঠ বা শ্রবণ করিবে সে ব্যক্তি নিশ্চয় সকল পূজার ফল

এবং পরাজ্ঞা শ্রীরামঃ ক্রিয়াযোগমমুত্তমম্।

পৃষ্ঠঃ প্রাহ স্বতন্ত্রায় শেবাংশায় মহাত্মনে ॥ ৪১ ॥

পুনঃ প্রাকৃতবদ্রামো মায়ামালম্ব্য দুঃখিতঃ।

হা সীতেতি বদন্তেব নিজাং লেভে কথঞ্চন ॥ ৪২ ॥

এতান্মমস্তরে তত্র কিঙ্কিক্ষ্যায়াং সুবুদ্ধিমান্।

হনুমান্ প্রাহ সুগ্রীবমেকান্তে কপিনায়কম্ ॥ ৪৩ ॥

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি তবৈব হিতমুত্তমম্।

রামেণ তে কৃতঃ পূর্বমুপকারো হনুত্তমঃ ॥ ৪৪ ॥

কৃতম্ববন্তুয়া সুনং বিস্মৃতঃ প্রতিভাতি মে।

ত্বংকৃতে নিহতো বালী বীরশ্রৈলোক্যসম্মতঃ ॥ ৪৫ ॥

রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতোহসি ত্বং

তারাং প্রাপ্তোহসি দুর্লভাম্।

স রামঃ পর্বতস্তাগ্রে

ভাভা সহ বসন্তুখীঃ ॥ ৪৬ ॥

তদাগমনমেকাগ্রমীকৃতে কার্যাগৌরবাৎ।

ত্বং তু বানরভাবেন স্রীসন্তো নাববুধ্যসে ॥ ৪৭ ॥

করোমীতি প্রতিজ্ঞায় সীতায়ঃ পরিমার্গণম্।

ন করোষি কৃতম্বস্ত্বং হন্যাসে বালিবদ্রুতম্ ॥ ৪৮ ॥

হনুমদ্বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবো ভয়বিহ্বলঃ।

প্রত্যাঘাচ হনুমন্তং সত্যন্তেব ত্রয়োদিতম্ ॥ ৪৯ ॥

শীত্ৰং কুরু মদাজ্ঞাং ত্বং বানরাণাং তরঙ্গিনাম্।

সহস্রাণি দশেদানীং প্রেষয়াশু দিশো দশ ॥ ৫০ ॥

সপ্তদ্বীপগতান্ সর্কান্ বানরানানয়ন্তু তে।

পক্ষমধ্যে সমায়ান্তু সর্কে বানরপুঙ্খবাঃ ॥ ৫১ ॥

ভাগী হইবে। ৪০। শ্রীরামচন্দ্র জিজ্ঞাসিত হইয়া পরমভক্ত শেবাবতার মহাত্মা লক্ষ্মণের নিকট উক্ত প্রকার ক্রিয়া যোগ করিলেন, অনন্তর কণেই প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় মায়াবলম্বন পূর্বক অতি দুঃখ সহকারে 'হা সীতে', এইপ্রকার বক্তৃতা বিলাপ করিতে করিতে কোন্ প্রকারে নিদ্রিত হইলেন। ৪১। ৪২।

এই সময়ে কিঙ্কিক্ষা নগরে নির্জনোপবিষ্ট কপি নায়ক সুগ্রীবকে সুবুদ্ধি হনুমান কহিলেন। ৪৩। হে মহারাজ! আপনার পরম হিত কিছু বলিতেছি শ্রবণ করুন—প্রথমতঃ শ্রীরামচন্দ্র আপনার অভিশয় উপকার করিয়াছেন, এক্ষণে আমার বিবেচনা হয় আপনি তাহা বিস্মৃত হইয়া কৃতন্তের ন্যায় নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। হে মহাত্মা! সেই উপকার সামান্য নহে, দেখুন শ্রীরাম ত্রিলোক বিখ্যাত মহাবীর বালিকে তোমার নিমিত্ত রণ ভূমিতে নিহত করিয়া তোমাকে কিঙ্কিক্ষা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই সাহায্যে পরম দুর্লভা তারাং প্রাপ্ত হইয়াছ এক্ষণে সেই

শ্রীরামচন্দ্র অনুজের সহিত পর্বত শৃঙ্গে বাস করিয়া গুরুতর কার্যানুরোধ বশতঃ তোমার পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন তুমি বানরত্ব হেতু স্রীতে আসক্ত হইয়া কিছুই বিবেচনা করিতেছ না। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। তুমি শ্রীরামের নিকট সীতাদেয়ণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ এক্ষণে কিছুই করিতেছ না; মহারাজ! তুমি অতি কৃতন্তের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ, অতএব শ্রীরামচন্দ্র অতি সত্তরে বালির ন্যায় তোমাকে বিনষ্ট করিবেন। ৪৮। সুগ্রীব হনুমানের বাক্য শ্রবণানন্তর তরঙ্গকুল হইয়া কহিলেন, হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য অতএব শীত্ৰ আমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কর এই মহাবীর দশ সহস্র বানর সৈন্য দশ দিকে শীত্ৰ প্রেরণ কর। ৪৯। ৫০। ইহায়া গমন করিয়া সপ্তদ্বীপস্থ বানর সমূহকে এ স্থানে আনয়ন করুক। এবং বানর সৈন্য মধ্যে আমার এই আজ্ঞা প্রচারিত হউক যে, এক পক্ষ মধ্যে কৃতকার্য হইয়া সকলে এই স্থানে প্রত্যাগমন করে যিনি পক্ষমধ্যে প্রত্যাগমন

যে পক্ষমতিবর্ত্তন্তে তে বধ্যা মে ন সংশয়ঃ ।

ইত্যাজাপ্য হনুমন্তং সূত্রীবো গৃহমাশিশৎ ॥ ৫২ ॥

সূত্রীবাজাং পুরস্কৃত্য হনুমান্মজ্জিসত্তমঃ ।

তৎক্ষণাৎ প্রেষয়ামাস হরীন্ দশদিশঃ সূত্রীঃ ॥ ৫৩ ॥

অগণিতগুণসত্ত্বান্ বায়ুবেগপ্রচারান্

বনচরণগমুখ্যান্ পৰ্ব্বতাকাররূপান্ ।

না করিবেন তিনি নিশ্চয় আমার বধ্য হইবেন সূত্রীব হনু-
মানকে এরূপ আদেশ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন । মস্তিষ্ক
হনুমান্ সূত্রীবের আজ্ঞামুসারে দশ দিকে বানর সৈন্য প্রেরণ
করিলেন । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । পবন নন্দন হনুমান্ অসীমগুণ

পবনহিতকুমারঃ প্রেষয়ামাস দূতান্

অতিরতসতরাঙ্গা দানমানাদিতৃপ্তান্ ॥ ৫৪ ॥

ইতি ত্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

কিক্কিঙ্কাকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ও বিক্রম সম্পন্ন বায়ু সদৃশ বেগগামী পৰ্ব্বত প্রমাণ বনচর শ্রেষ্ঠ
বানরগণকে অৰ্থ ও সম্মান প্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া দোঁতা-
কার্য্যে প্রেরণ করিলেন । ৫৪ ।

ইতি ত্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

কিক্কিঙ্কাকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

রামস্ত পৰ্ব্বতস্থাগ্রে মণিসানৌ নিশামুখে ।

সীতা বিরহজ্জং শোকমসহ্নিদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

পশু লক্ষণ ! মে সীতা রাক্ষসেন হতা বলাৎ ।

মৃতামৃতা বা নিশ্চেতং ন জানেহদ্যপি তামিনী ॥ ২ ॥

অনন্তর ত্রীরামচন্দ্র সেই পৰ্ব্বতে শৃঙ্গাপরি মণিময় সাহুতে
বিষম হইয়া রজনী সমাগম কালে সীতা বিরহ জনিত শোকা-
বেগ সহন করিতে অক্ষম হইয়া লক্ষণকে কহিলেন । ১ ।
হে লক্ষণ ! আমার প্রাণদগ্নিতা জানকী বলপূর্ব্বক রাক্ষস

জীবতীতি মম ক্রয়াৎকশ্চিদ্ধা প্রিয়কুৎসমে ।

যদি জানামি তাং সাদ্বীং জীবন্তীং যত্র কুত্র বা ॥ ৩ ॥

হঠাদেবাহরিষ্যামি সুখামিব পয়োনিধেঃ ।

প্রতিজ্ঞাং শৃণুমে ভ্রাতর্থেন মে জনকান্বজা ॥ ৪ ॥

কর্ত্তক অপহৃত্য হইয়া এতদিন পর্য্যন্ত জীবিত আছেন কি
না ইহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না । যদি কোন ব্যক্তি
সীতা জীবিতা আছেন এই সম্বাদটী আমাকে প্রদান করে
সে ব্যক্তিকে আমি পরম প্রিয়কারী বন্ধু বলিয়া গণ্য করিব ।
যদি যে কোন স্থানে সীতা জীবিতা আছেন, ইহা আমি জানিতে

নীতা তং ভস্মসাৎ কুর্যাৎ সপুত্রবলবাহনম্ ।
 হা সীতে ! চন্দ্রবদনে বসন্তী রাক্ষসালয়ে ॥ ৫ ॥
 দুঃখার্থা গামপশুন্তী কথং প্রাণান্ ধরিষামি ? ।
 চন্দ্রোঃ পি ভানুবদ্ধাতি মম চন্দ্রাননাং বিনা ॥ ৬ ॥
 চন্দ্র ! ত্বং জানকীং স্পৃষ্ট্বা কঠৈর্মাং স্পৃশ শীতলৈঃ
 সূগ্রীবোহপি দয়াহীনো দুঃখিতং মাং ন পশ্যতি ॥
 রাজ্যং নিষ্কণ্টকং প্রাপ্য স্ত্রীভিঃ পরিত্যক্তো রহঃ ।
 কৃতঘ্নো দৃষ্টতে ব্যক্তং পানাসক্তোহতিকামুকঃ ॥ ৮ ॥
 নার্যাতি শরদং পশ্যামপি মার্গয়িতুং প্রিয়াম্ ।
 পূর্বোপকারিণং দুষ্ঠঃ কৃতঘ্নো বিস্মিতো হি মাম্ ॥

পারিতাহা হইলে তাঁহাকে যে কোন উপায়ে হঠাৎ আনয়ন
 করিব, যেরূপ দেবগণ পশ্চোনিধি হইতে সুধা আনয়ন করিয়া
 ছিলেন । হে ভ্রাতঃ ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি শ্রবণ কর—যে
 চরাশ্রা আমার প্রিয়তমা জানকীকে হরণ করিয়াছে তাহাকে
 সমূল ভস্মসাৎ করিব । হা জনকনন্दिनि সীতে ! হা চন্দ্রমুখি !
 তুমি রাক্ষসালয়ে অবস্থিতি করিয়া আমার অদর্শন জনিত
 দুঃখানুভব করতঃ কিরূপে জীবন ধারণ করিবে—হে প্রিয়ে !
 আমিতো তোমার বিরহে বিকল হইয়াছি অধিক কি বলিব
 তোমার বিরহে শীতরশ্মি চন্দ্রকে ও প্রচণ্ড-কর মার্ভও বলিয়া
 আমার জ্ঞান হইতেছে । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ । হে সুধাংশো ! তুমি
 যে সকল শীত কিরণ দ্বারাজানকীর গাত্রস্পর্শ করিতেছ
 ঐ সকল কিরণ দ্বারা আমাকে স্পর্শ কর—তাহা হইলে আমি
 অপেক্ষাকৃত সুস্থতা লাভ করিতে পারি । হে লক্ষ্মণ ! নির্দয়
 সূগ্রীবও নিকটক রাজ্য লাভ করিয়া নির্জনে স্থানে জীগণ
 পরিবৃত হইয়া সন্তোষ সুখ অনুভব করিতেছে—আমার দুঃখ
 এক বারও অবলোকন করিল না । হে ভ্রাতঃ ! পানাসক্ত
 অতি কামুক সেই সূগ্রীবকে কৃতঘ্ন বলিয়া স্পৃষ্ট বোধ
 হইতেছে, যেহেতু উপস্থিত শরৎ কাল অবলোকন করিয়াও
 সীতাঋষণের নিমিত্ত সেই পাণ্ডুর আগমন করিতেছে না,

হিম্নি সূগ্রীবমপোবৎ সপুত্রং সহবান্ধবম্ ।
 বালী যথা হতো মেহন্য সূগ্রীবোহপি তথা ভবেৎ
 ইতি ক্রুৎং সমালোকা রাঘবং লক্ষ্মণোহব্রবীৎ ।
 ইদানীমেব গত্বাহং সূগ্রীবং দুষ্ঠমানসম্ ॥ ১১ ॥
 মামাজ্ঞাপয় হত্বা তমায়্যাস্যে রাম তেহস্তিকম্ ।
 ইতুক্ত্বা ধম্মরাদায় খজ্জং তুণীরমেব চ ॥ ১২ ॥
 গন্তুমভ্যুদ্যতং বীক্য রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ।
 ন হস্তবাস্ত্রয়া বৎস ! সূগ্রীবো মে প্রিয়ঃ সখা ॥ ১৩ ॥
 কিন্তু ভীষয় সূগ্রীবং বালিবল্ল হনিষ্যসে ।
 ইতুক্ত্বা শীঘ্রমাদায় সূগ্রীবপ্রতিভাষিতম্ । ১৪ ॥
 আগত্য পশ্চাদ্যৎকার্য্যং তৎকরিষ্যাম্যসংশয়ম্ ।
 তথৈতি লক্ষ্মণোগচ্ছত্ব রিতো ভীমবিক্রমঃ ॥ ১৫ ॥

বোধ করি সেই কৃতঘ্ন মংকৃত পূর্বোপকার বিস্মৃত হইয়া
 থাকিবে । ৭ । ৮ । ৯ । হে লক্ষ্মণ ! যেরূপ আমি বালীকে
 বধ করিয়াছি, তদ্রূপ সবান্ধব সূগ্রীবকেও কিঙ্কিয়া নগরের
 সহিত নির্মূল করিবে । ১০ ।

অনন্তর লক্ষ্মণ সূগ্রীবচন্দ্রকে জুড় দৈথিয়া কহিলেন, হে দেব !
 আপনি আজ্ঞা ককন আমি এই দণ্ডেই কিঙ্কিয়া গমন করিয়া
 দুষ্ঠচেতা সূগ্রীবকে বিনাশ করিয়া আপনার নিকট পুনঃ
 প্রত্যাগমন করিব । অনন্তর সূগ্রীবচন্দ্র লক্ষ্মণকে ধনুঃ, খজা
 ও তুণীর গ্রহণ পূর্বক কিঙ্কিয়া গমনোদ্যত দৈথিয়া কহিলেন,
 হে বৎস ! তুমি আমার প্রিয় সখা সূগ্রীবকে বালীর ন্যায়
 বধ করিও না, কিন্তু তাহাকে ভয় প্রদর্শন করাইবে, ভয়
 প্রদর্শনানন্তর সূগ্রীব যাহা কহিবেন তাহা এখানে আসিয়া
 আমাকে কহিবে । অনন্তর যাহা কর্তব্য তাহা করিব । ভীম-
 বিক্রম লক্ষ্মণ তথাস্ত্র বলিয়া সূগ্রীবের আজ্ঞা শিরোধারণ

কিষ্কিন্ধ্যাং প্রতি কোপেন নির্দহ্নিব বানরান্ ।
 সৰ্ব্বজ্ঞো নিত্যলক্ষ্মীকো বিজ্ঞানাত্মাপি রাঘবঃ ॥১৬
 সীতামমুশুশোচাতঃ প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব ।
 বুদ্ধাদিসাক্ষিগন্তু মায়াকার্য্য্যতিবর্ত্তিনঃ ॥ ১৭ ॥
 রাগাদিরহিতস্তাত্ত্ব তৎকার্য্য্যং কথমুদ্ভবেৎ ।
 ব্রহ্মণোক্তমৃতং কৰ্ত্তুং রাজ্ঞো দশরথস্য হি ॥ ১৮ ॥
 তপসঃ ফলদানায় জাতো মানুষবেশধৃক্ ।
 মায়য়া মোহিতাঃ সৰ্ব্বৈ জনা অজ্ঞানসংযুতাঃ ॥ ১৯
 কথমেবাং ভবেম্মোক্ষঃ ? ইতি বিষ্ণুর্বিচিস্তয়ন্ ।
 কথাং প্রথয়িতুং লোকে সৰ্ব্বলোকমলাপহাম্ ॥ ২০
 রামায়ণাতিধাং রামো ভূত্বা মানুষচেষ্ঠকঃ ।
 ক্রোধং মোহং চ কামং চ ব্যবহারার্থসিদ্ধয়ে ॥২১॥

পূৰ্ব্বক বানরগণকে যেন ক্রোধানলে দগ্ধ করিবার আশয়ে
 কিষ্কিন্ধ্যা গমন করিলেন। এদিকে সৰ্ব্বজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মী-
 রূপ নিজ শক্তির সহিত সত্তা মিলিত এবং বিজ্ঞানময় হইয়া ও
 প্রাকৃত মনুষ্য বেক্রপ প্রাকৃত স্ত্রীর নিমিত্ত শোক করে, তজ্জপ
 হৃৎক সহকারে সীতার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন,
 হে শ্রোতৃগণ! বুদ্ধাদি সাক্ষী মায়াভীত রাগ দ্বেষাদি রহিত
 পরমাত্মা রামের এই প্রকার চিত্ত বিকার কখনই সম্ভব নহে—
 এই প্রকার আশঙ্কা তোমাদিগের হৃদয় মধ্যে কখনই উৎপন্ন না
 হয়। যেহেতু বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ ব্রহ্মার প্রার্থনা সিদ্ধি এবং
 রাজ্য দশরথের তপস্যার ফল প্রদান করিবার নিমিত্ত স্বয়ং
 মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যব্যবহার করিয়াছেন এবং
 ভগবান্ বিষ্ণু একদা চিন্তা করিলেন যে, মদীয় মায়া-মোহিত
 অজ্ঞানী মনুষ্যদিগের কিরূপে মুক্তি লাভ হইবে—অনন্তর
 কিংকর্ণ পূরে স্থির করিলেন যে, সৰ্ব্বলোক পাবনী রামায়ণ
 নামক মদীয় কথা জগতে প্রচারিত হইলে অজ্ঞানীদিগের

তত্তৎকালোচিতং গৃহ্ণন্ মোহমত্যবশাঃ প্রজাঃ ।
 অনুরক্ত ইবাবেশগুণেষু গুণবর্জিতঃ ॥ ২২ ॥
 বিজ্ঞানমূর্ত্তির্বিজ্ঞানশক্তিঃ সাক্ষ্যগুণান্বিতঃ ।
 অতঃ কামাদিভিনিত্যমবিলিপ্তো যথা নভঃ ॥২৩॥
 বিন্দন্তি মুনয়ঃ কেচিজ্ঞানস্মি সনকাদয়ঃ ।
 তদ্ভাব নির্মলাত্মাঃ সম্যক্ জ্ঞানস্তু নিত্যদা ॥ ২৪ ॥
 ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ ।
 লক্ষ্মণোহপি তদা গত্বা কিষ্কিন্ধ্যানগরাস্থিকম্ ॥ ২৫
 জ্যাঘোষমকরোত্তীব্রং ভীষয়ন্ সৰ্ব্ববানরান্ ।
 তং দৃষ্ট্বা প্রাকৃতান্তত্ৰ বানরা বপ্রমুর্ধনি ॥ ২৬ ॥
 চক্রুঃ কিলকিলাশব্দং ধৃতপাষণপাদপাঃ ।
 তান্ দৃষ্ট্বা ক্রোধতাত্ত্বাক্ষো বানরান্ লক্ষ্মণস্তদা ॥২৭

অবশ্য মুক্তি হইবে। তদনন্তর ক্ষণেই ভগবান্ হরি মনুষ্য
 রূপ হইয়া লৌকিক ব্যবহারোপদেশার্থ তৎ তৎ কালোচিত
 ক্রোধ, মোহ ও কাম প্রকাশ করিয়া মোহ বশীভূত প্রজাগণকে
 মুক্ত করিয়াছেন; বিজ্ঞানরূপ শক্তি সম্পন্ন এবং স্বয়ং বিজ্ঞান
 স্বরূপ সৰ্ব্ব জগতের শুভাশুভ সাক্ষী ভগবান্ হরি নিগুণ
 হইয়াও অনুরাগ পূৰ্ব্বক গুণত্রয়ের কার্য্য করিতেছেন বটে,
 কিন্তু কাম ক্রোধাদিতে লিপ্ত নছেন, বেক্রপ আকাশ-বায়ু
 সঞ্চালিত মলাদি বস্তু সংযোগ হইলেও তদ্বারা লিপ্ত হইয়ে
 না। কোন কোন মহর্ষিরা কদাচিৎ সেই অবিভীষ পুরুষের
 সাক্ষ্যকার লাভ করিয়াছেন। হরিভক্তি পরায়ণ সনকাদি
 ঋষিগণ সৰ্ব্বদাই তাঁহার সাক্ষ্যকার করিয়া থাকেন। যে
 হেতু ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্ত জনের চিত্ত বৃত্তির অনুসারী
 হইয়া তদীয় চিত্তে আবিস্কৃত হন। এদিকে বীরচূড়ামণি
 লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যা নগর সমীপে গমন করিয়া বানরগণের ভয়
 সম্পাদনার্থ ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড জ্ঞাশব্দ করিতে লাগিলেন। প্রাকৃত
 বানরেরা লক্ষ্মণকে দর্শনানন্তর বৃক্ষ, প্রস্তর গ্রহণ পূৰ্ব্বক
 প্রাচীরোপরি আরোহণ করিয়া কিল কিল শব্দ করিতে

নির্মূলান্ কর্তু মুছ্যন্তো ধমুরানম্য বীর্যবান্ ।
 ততঃ শীঘ্রং সমাপত্য জাত্বা লক্ষ্মণমাগতম্ ॥ ২৮ ॥
 নিবার্য্য বামরান্ সর্বানকদো মস্ত্রিসন্তমঃ ।
 গত্বা লক্ষ্মণসামীপ্যং প্রণনাম স দণ্ডবৎ ॥ ২৯ ॥
 ততোহঙ্গদং পরিষৃজ্য লক্ষ্মণঃ প্রিয়বর্দ্ধনঃ ।
 উবাচ বৎস ! গচ্ছ ত্বং পিতৃব্যায় নিবেদয় ॥ ৩০ ॥
 মামাগতং রাঘবেণ চোদিতং রৌদ্রমুক্তির্নাম ।
 তথৈতি ত্বরিতং গত্বা সূগ্রীবায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩১ ॥
 লক্ষ্মণঃ ক্রোধতাত্মাকঃ পুরদ্বারি বহিঃ স্থিতঃ ।
 তচ্ছ্রুত্বাভীষ সন্ত্রস্তঃ সূগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥ ৩২ ॥
 আহুয় মস্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠং হনুমন্তমথাহব্রবীৎ ।
 গচ্ছ ভ্রমদ্ভদ্রেনাশু লক্ষ্মণং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৩৩ ॥

লাগিল। তৎকালে মহাবীর লক্ষ্মণ তাহাদিগকে দর্শন করিয়া
 ক্রোধ কষায়িত লোচন হইলেন। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫।
 ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬।
 ২৭। এবং বানরগণকে নির্মূল করিবার নিমিত্ত প্রচণ্ড
 কোদণ্ড আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মস্ত্রিশ্রেষ্ঠ
 অঙ্গদ সেই স্থানে আগমনানন্তর লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া বানর-
 গণকে নিবারণ করিলেন এবং লক্ষ্মণের নিকট গমন করিয়া
 তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ২৮। ২৯। তদনন্তর
 প্রিয়বর্দ্ধন লক্ষ্মণ অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস !
 তুমি পিতৃব্যের নিকট গমন করিয়া নিবেদন কর যে, জীরাম
 চন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে কিঙ্কর্য্য প্রেরণ করিয়াছেন।
 অঙ্গদ তথাস্ত বলিয়া শীঘ্র গমন পূর্বক সূগ্রীবের নিকট নিবে-
 দন করিল। ‘মহারাজ ! ক্রোধাক্রণিত লোচন মহাবীর লক্ষ্মণ
 নগরের বহির্দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন’। বানররাজ সূগ্রীব
 অঙ্গদের বাক্য শ্রবণানন্তর অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া মস্ত্রীষর
 হনুমানকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে হনুমন ! তুমি অঙ্গদের
 সহিত শীঘ্র বহির্দ্বারে গমন পূর্বক ক্রুদ্ধ মহাবীর লক্ষ্মণকে

সাস্তুয়ন্ কোপিতং বীরং শনৈরানয় মন্দিরম্ ।
 প্রেষয়িত্বা হনুমন্তং তারামাহ কপীশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥
 ত্বং গচ্ছ সাস্তুয়ন্তী তং লক্ষ্মণং মৃদুভাবিতৈঃ ।
 শান্তমন্তঃপুরং নীত্বা পশ্চাদ্দর্শয় মেহনঘে ! ॥ ৩৫ ॥
 ভবত্বিতি ততস্তারা মধ্যাক্ষং সমাবিশৎ ।
 হনুমানকদেনৈব সহিতো লক্ষ্মণান্তিকম্ ॥ ৩৬ ॥
 গত্বা ননাম শিরসা ভক্ত্যা স্বাগতমব্রবীৎ ।
 এহি বীর ! মহাভাগ ভবদৃগ্‌হমশঙ্কিতম্ ॥ ৩৭ ॥
 প্রবিষ্ট রাজদারাদীনৃ দৃষ্ট্বা সূগ্রীবমেব চ ।
 যদাজ্ঞাপয়সে পশ্চাত্ত্বৎসর্গং করবাণি ভো ! ॥ ৩৮ ॥
 ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং ভক্ত্যা করেগৃহ স মারুতিঃ ।
 আনয়ামাস নগরমধ্যাজ্ঞগৃহং প্রতি ॥ ৩৯ ॥
 পশ্চাৎসুত্র মহাসৌধান যুথপানাং সমন্ততঃ ।
 জগাম ভবনং রাজ্ঞঃ সুরেন্দ্রভবনোপমম্ ॥ ৪০ ॥

মবিনয় মৃদু বচনে সান্ত্বনা করিয়া এখানে আনয়ন কর।
 সূগ্রীব হনুমানকে প্রেরণ করিয়া বালী-পত্নী তারাকে কহিলেন
 হে অনঘে ! তুমিও গমন কর ; মহাবীর লক্ষ্মণকে মৃদু মধুর
 বচন দ্বারা শান্ত করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে আনয়ন পূর্বক
 আমাকে দর্শন করাত। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫।
 তারা তাহাই হউক বলিয়া মধ্যাক্ষকে গমন করিয়া অবস্থিতি
 করিলেন। হনুমান অঙ্গদের সহিত লক্ষ্মণ সন্ধিধানে গমন
 করিয়া পরম ভক্তি সহকারে প্রণামানন্তর স্বাগত জিজ্ঞাসা
 করিলেন, হে মহাভাগ ! আগমন ককন—হে মহাবীর ! আপনি
 আপনার গৃহে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রবেশ করিয়া রাজপরিবার এবং
 সূগ্রীবকে দর্শন ককন পশ্চাৎ বাহ্য আজ্ঞা করিবেন তাহাই
 করিব। ৩৬। ৩৭। ৩৮। পবন নন্দন হনুমান এই রূপ
 কহিয়া ভক্তি পূর্বক লক্ষ্মণের কর গ্রহণ করিয়া নগর মধ্য
 হইতে রাজ গৃহে আনয়ন করিলেন। ৩৯। লক্ষ্মণ চতুর্দিকে

মধ্যাক্ষে গতা তত্র তারা তারাধিপাননা ।
 সর্বাভরণসম্পন্ন্য মদরক্তান্তলোচনা ॥ ৪১ ॥
 উবাচ লক্ষ্মণং নত্বা স্মিতপূর্বাভিভাষিণী ।
 যাহি দেবর ! তদ্রং তে সাধুস্তং তক্তবৎসলঃ ॥ ৪২ ॥
 কিমর্থং কোপমাকার্ষীভক্তে ভূত্যে কপীশ্বরে ।
 বহুকালমনাশ্বাসং দুঃখমেবানুভূতবান্ ॥ ৪৩ ॥
 উদানীং বহুদুঃখোঘাস্তবস্তিরতিরক্ষিতঃ ।
 ভবৎপ্রসাদাৎ সূত্রীবঃ প্রাপ্তসৌখ্যো মহামতিঃ ॥ ৪৪ ॥
 কামাসক্তো রঘুপতেঃ সেবার্থং নাগতো হরিঃ ।
 আগমিষ্যন্তি হরয়ো নানাদেশগতাঃ প্রভো ! ॥ ৪৫ ॥
 প্রেষিতা দশসাহস্রা হরয়ো রঘুসত্তম ! ।
 আনেতুং বানরান্ দিগ্ভ্যো মহাপর্কতসম্মিতান ॥ ৪৬ ॥

বানরযুগপতিদিগের মহাপ্রাসাদ সকল অবলোকন করিতে
 করিতে উদ্ভ্রতবন সদৃশ রাজভবনে গমন করিতে লাগিলেন ।
 ৪০। মদারক্তলোচনা সর্বাভরণভূষিতা সুগাণ্ডমুখী তারা
 মধ্যাক্ষ সমাগত লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া দীর্ঘ হস্তপূর্বক
 কহিলেন—হে দেবর ! আগমন কর তোমার মঙ্গল হউক । হে
 মহাবাহো ! তুমি সাধু এবং তক্তবৎসল হইয়া পবমতক্ত
 নিজদাস কপিরাজের প্রতি কি কারণে কোপ করিয়াছ ।
 দেখ দেবর ! কপিরাজ নিরাশ্বাস হইয়া বহুকাল দুঃখানুভব
 করিয়াছেন । ইদানী আপনায়াই উহাকে দুঃখতরঙ্গ হইতে
 রক্ষা করিয়াছেন, আপনাদিগেরই প্রসাদে এক্ষণে মহামতি
 সূত্রীব স্মৃথলাভ করিয়া কামাশক্তিবশতঃ রঘুনাথের সেবার্থ
 গমন করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কার্য্যে কখনই ওদাস্ত
 করেন নাই । হে রঘুসত্তম ! ইতিপূর্বেই নানা দেশগত বানর
 গণের আনয়নার্থ দশসহস্র বানর সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন,
 অতএব মহাপর্কত প্রমাণ বানরগণ অতিসত্তর নানাদিগ্দেশ

সূত্রীবঃ স্বয়মাগত্য সর্ববানরযুগপৈঃ ।
 বধ্যমিষ্যতি দৈত্যৌঘান রাবণঞ্চ হনিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥
 তুয়েব সহিতোহদৈব গন্ত্য বানরপুঙ্কবঃ ।
 পশ্যাস্তভবনং তত্র পুত্রদারসুহৃদ্বৃতম্ ॥ ৪৮ ॥
 দৃষ্ট্বা সূত্রীবমভয়ং দত্ত্বা নয় সঠৈব তে ।
 তারায়্য বচনং শ্রুত্বা ক্রোধক্রোধোহর্থ লক্ষ্মণঃ ॥ ৪৯ ॥
 জগামাস্তঃপুরং যত্র সূত্রীবো বানরেশ্বরঃ ।
 কুমামালিস্য সূত্রীবঃ পর্য্যাক্ষে পর্য্যবস্থিতঃ ॥ ৫০ ॥
 দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমতর্থং উৎপপাতাতিভীতবৎ ।
 তং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো মদবিস্মলিতেক্ষণম্ ॥ ৫১ ॥
 সূত্রীবং প্রাহ দুর্ভৃত ! বিস্মৃতোহসি রঘুভৃতম্ ।
 বালী যেন হতো বীরঃ স বাণোহদ্য প্রতীক্ষতে ॥ ৫২ ॥

হইতে এস্থানে আগমন করিবে; ঐ বানরগণ আগমন করিবা
 মাত্র কপিরাজ তাহাদিগকে সমভিবাহারে করিয়া গমন পূর্বক
 রাক্ষসাধম রাবণ এবং তদনুচর দৈত্যগণকে আশুবিনাশ কবি
 বেন ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭।

হে মহাভাগ ! বানররাজ অদ্য তোমারই সহিত শ্রীরাম
 চরণ দর্শনার্থ গমন করিবেন যাহা হউক এক্ষণে অন্তঃপুর
 মধ্যে প্রবেশ পূর্বক স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধু কর্তৃক পরিবৃত সূত্রীবকে
 দর্শন করিয়া অভয় প্রদান পূর্বক নিজ সমভিবাহারে লইয়া
 শ্রীরাম সম্মিথানে গমন করুন । দয়ালু লক্ষ্মণ তারার বচনে
 সন্তুষ্ট হইয়া ক্রোধ সংহার করিলেন । অনন্তর অন্তঃপুর মধ্যে
 প্রবেশ পূর্বক সূত্রীব ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বানর
 রাজ শ্রিয় দয়িত্য কুমাকে আলিঙ্গন করিয়া পর্য্যাক্ষে অবস্থান
 করিতেছেন, বানর রাজ লক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র অতি ভীতের
 ন্যায় পর্ষাক্ষ হইতে অতিশয় লক্ষ প্রদান করিলেন, লক্ষ্মণ
 মধুপান-মত্ত সূত্রীবকে দেখিয়া ক্রোধ সহকারে কহিলেন ।
 রে দুর্ভৃত ! তুমি এক্ষণে রঘুনাথকে বিস্মৃত হইয়াছ, অবে

তমেব বাগিনো মার্গং গমিষ্যসি ময়া হতঃ ।
 এবমত্যন্তপুরুষং বন্দন্তং লক্ষ্মণং তদা ॥ ৫৬ ॥
 উবাচ হনুমান্ বীরঃ কথমেবং প্রভাবসে ? ।
 ততোহধিকতরো রামে ভক্তোয়ং বানরাধিপঃ ॥ ৫৭ ॥
 রামকার্যার্থমনিশং জাগর্তি ন তু বিস্মৃতঃ ।
 আগতাঃ পরিতঃ পশু বানরাঃ কোটিশঃ প্রভো ! ।
 গমিষ্যন্ত্যচিরেণৈব সীতায়াঃ পরিমার্গণম্ ।
 সাধয়িষ্যতি সূগ্রীবো রামকার্যামশেষতঃ ॥ ৫৮ ॥
 শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং সৌমিত্রিলজ্জিতোহভবৎ ।
 সূগ্রীবোপর্য্যাপ্যাত্মাদৈর্লক্ষ্মণং সমপূজয়ৎ ॥ ৫৯ ॥
 আলিঙ্গ্য প্রাহ রামস্য দাসোহহং তেন রক্ষিতঃ ।
 রামস্ত তেজসা লোকান ক্ষণার্দ্ধেনৈব জেয্যতি ॥ ৬০ ॥

বানর ! যে বাণ দ্বারা বালী নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে—সেই বাণ
 এক্ষণে তোমারই মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছে এই দণ্ডেই তুমি
 আমা কর্তৃক নিহত হইয়া নিশ্চয় বালীর অনুগমন করিবে।
 বীরবর হনুমান উক্ত প্রকার অতি পুরুষ ভাষণে প্ররত্ত লক্ষ্মণকে
 কহিলেন, হে মহাভাগ ! আপনি কি হেতু মহারাজের প্রতি
 এই রূপ পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন ? এই বানর রাজ
 শ্রীরাম চরণে তোমা অপেক্ষা অধিকতর ভক্তি করিয়া থাকেন
 এবং দিব্যরাত্র শ্রীরাম কার্যার্থ জাগরিত আছেন, কখনই রাম
 কার্য বিস্মৃত হন নাই। হে প্রভো ! ঐ দেখুন নানা দিগ্-
 দেশ হইতে সমাগত কোটি কোটি বানরগণ কর্তৃক দর্শনিকৃ
 পরিপূরিত হইতেছে। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪।
 ৫৫। অচিরকাল মধ্যেই সমস্ত বানরগণ সীতাদেয়ণে গমন
 করিবে, মহারাজ সূগ্রীবও সমস্ত রাম কার্য সুসিদ্ধ করিবেন।
 ৫৬। সুমিত্রা তনয় লক্ষ্মণ হনুমানের উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ
 করিয়া লজ্জিত হইলেন। অনন্তর সূগ্রীব পাদ্যাদি দ্বারা
 লক্ষ্মণের যথোচিত পূজা পূর্বক আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,
 হে বীরেন্দ্র ! আমি শ্রীরাম রক্ষিত দাস, অতএব আমার
 প্রতি ক্ষমা করিতে হইবে। হে প্রভো ! শ্রীরামের তেজই
 ক্ষণার্দ্ধ কাল মধ্যে চতুর্দশ লোক জয় করিবে—আমি ও বানর-

সহায়মাত্রমেবাহং বানরৈঃ সহিতঃ প্রভো ! ।
 সৌমিত্রিরপি সূগ্রীবং প্রাহ কিঞ্চিন্ময়োদিতম্ ॥ ৬১ ॥
 তৎ ক্ষমস্ব মহাভাগ ! প্রণয়াদ্ভাবিতং ময়া ।
 গচ্ছামোহদৈব সূগ্রীব ! রামস্তিষ্ঠতি কাননে ॥ ৬২ ॥
 এক এবাতিদুঃখার্থো জানকীবিরহাৎ প্রভুঃ ।
 তথ্যেতি রথমারুহ লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ॥ ৬৩ ॥
 বানরৈঃ সহিতো রাজা রামমেবাস্থপদ্যত ॥ ৬৪ ॥
 ভেরীমৃদকৈর্বজ্রাঙ্কবানরৈঃ
 শ্বেতাতপত্রৈর্বাজনৈশ্চ শোভিতঃ ।
 নীলাঙ্গদাদৈর্নুগং প্রধানৈঃ
 সমারুতো রাঘবমভ্যাগাঙ্গরিঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 কিঞ্চিন্ময়োদিতম্ ।

গণ উপলক্ষ মাত্র। সৌমিত্রি লক্ষ্মণ সূগ্রীবের বিনয় বচনে
 সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মহাভাগ ! আমি আপনাকে প্রণয়
 বশতঃ যাহা কিছু বলিয়াছি তাহাও আপনি ক্ষমা করিবেন
 হে বানরেন্দ্র ! উদ্বেগাঙ্গী হও আমরা অদাই শ্রীরাম সরিধার
 গমন করিব, যেহেতু সীতা-বিরহ-কাতর রঘুনাম একাদি
 কাননে অবস্থিতি করিতেছেন। সূগ্রীব তথাস্ত বলিয়া লক্ষ্মণ
 বাক্যে সম্মতি প্রকাশ পূর্বক লক্ষ্মণের সহিত রথারোহণ
 করিয়া বানরগণ সমভিযাছারে শ্রীরামের নিকট গমন করি-
 লেন। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। যৎকালে হনুমান,
 নীল ও অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ ও ঋক্ষগণ বেষ্টিত হইয়া বানর
 রাজ গমন করিতে লাগিলেন—তৎকালে চতুর্দিকে বহুতর
 ভেরী ও মৃদঙ্গ স্বনি হইতে লাগিল এবং বানরেরা কেহ শ্বেতাভ
 পত্র ধারণ করিল—কেহবা ব্যাজন দ্বারা কপিরাজকে বীণা
 করিতে লাগিল। ৬৩।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 কিঞ্চিন্ময়োদিতম্ ।

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ।

দৃষ্ট্বা রামং সমানীনং গুহাদ্বারি শিলাতলে ।
 চৈলাজিনধরং শ্রামং জটামৌলিবিরাজিতম্ ॥১॥
 বিশালনয়নং শাস্তং স্মিতচাক্ষুখামুজম্ ।
 সীতাবিরহসন্তপ্তং পশ্যন্তং মৃগপক্ষিণঃ ॥ ২ ॥
 রথাং দূরাৎসমুৎপতা বেগাং স্ত্রীবলক্ষণৌ ।
 রামস্য পাদয়োরেণে পেতভূভক্তিসংযুতো ॥ ৩ ॥
 রামঃ স্ত্রীবমালিঙ্কা পৃষ্ঠানাময়মন্তিকে ।
 স্থাপয়িত্বা যথান্যায়ং পূজয়ামাস ধর্মাবিৎ ॥ ৪ ॥
 ততোঃত্রবীজঘৃশ্রেষ্ঠং স্ত্রীবো ভক্তিনব্রথীঃ ।
 দেব ! পশ্য সমায়াস্তীং বানরাণাং মহাচমুৎ ॥৫॥

কুলাচলাদ্রিসমুত্তা মেরুমন্দরসম্মিতাঃ ।
 নানাদ্বীপসরিচ্ছলবাসিনঃ পর্বতোপমাঃ ॥ ৬ ॥
 অসংখ্যাতাঃ সমায়াস্তি হরয়ঃ কামরূপিণঃ ।
 সর্বদেবাংশসমুত্তাঃ সর্বৈ যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৭ ॥
 অত্র কেচিদগজবলাঃ কেচিদ্রশগজোপমাঃ ।
 গজায়ুতবলাঃ কেচিদনোহমিতবলাঃ প্রভো ! ॥৮॥
 কেচিদগ্জনকুটাতাঃ কেচিৎকণকসম্মিতাঃ ।
 কেচিদ্রজান্তবদনা দীর্ঘবালাস্তথা পরে ॥ ৯ ॥
 শুদ্ধফটিকসঙ্কশাঃ কেচিদ্রাক্ষসসম্মিতাঃ ।
 গর্জন্তঃ পরিতো যাস্তি বানরা যুদ্ধকাক্ষিকণঃ ॥১০॥

স্ত্রীব ও লক্ষণ রথারোহণ পূর্বক সেই পর্বতে আগমন
 করিয়া দেখিলেন জটাজুট বিরাজিত অজিনধরধারী বিশাল
 লোচন এবং সহস্রাবদন নবদর্শাদলশ্যাম রামচন্দ্রে সীতা
 বিরহ সন্তপ্ত হইয়া গুহাদ্বার হিত শিলাতলে উপবেশন পূর্বক
 ইতস্ততঃ সঞ্চরমান মৃগ পক্ষিগণের প্রকৃতি দর্শন করতঃ
 কথঞ্চিৎ চিত্ত বিনোদন করিতেছেন, অনন্তর উভয়ে দূর হইতে
 রথাবতরণ করিয়া ত্রীরাম সন্ধিধানে আগমন পূর্বক তাঁহার
 চরণ সমীপে ভক্তি সহকারে পতিত হইলেন। ১। ২। ৩।
 ধর্মজ্ঞ ত্রীরাম স্ত্রীবকে আলিঙ্গনানন্তর অনাময় জিহ্বাসা
 করিয়া নিকটে উপবেশন করাইলেন ত্রবৎ অভ্যাগত
 নব্রথ যথা যোগ্য সংকারও করিলেন। অনন্তর রামভক্তি
 পরায়ণ স্ত্রীব রঘুনাথকে কহিলেন—হে দেব ! আপনি
 অবলোকন করুন এই সকল কুলাচল গিরি সমুত্ত

মেরুমন্দর সমুদ্র সমুদ্রত নানা দ্বীপবাসী এবং নানা নদ নদী
 বাসী ও পর্বত বাসী অসংখ্য কামরূপী বানর কটক আগমন
 করিতেছে, ইহারা সকলেই দেবাংশ সমুত্ত এবং যুদ্ধবিশারদ
 । ৪। ৫। ৬। ৭। হে প্রভো ! ইহার কতিপয় কপি এক
 হস্তির, কতিপয় কপি দশ হস্তির, কতিপয় কপি অযুত হস্তির,
 বলধারণ করে; কেহ কেহ বা অপরিমিত পরাক্রম সম্পন্ন
 আছে। ৮। এবং ইহার মধ্যে কতিপয় বানর অগ্জন রাশির
 ন্যায় রক্তবর্ণ—কতিপয় বানর কনক রাশির ন্যায় সমুজ্জল
 এবং কতিপয় বানরের বদন রক্তবর্ণ—কতিপয় বানরের লোম
 অতি দীর্ঘ এবং কতিপয় বানর নির্মল ফটিক রণির ন্যায়
 উজ্জল ও শুদ্ধ বর্ণ—কতিপয় বানর রাক্ষসাকৃতি; এই সমুদ্র
 বানরেরা যুদ্ধার্থী হইয়া চতুর্দিকে গমন করিতেছে। হে রঘুনাথ !

দ্বন্দ্বাকারিণঃ সর্কে কলমূলশনাঃ প্রভো ! ।

রাক্ষাসামধিপো বীরো জাম্ববান্নাম বুদ্ধিমান্ ॥ ১১ ॥

এষ মে মন্ত্ৰিণাং শ্রেষ্ঠঃ কোটিভল্লকবৃন্দপঃ ।

হনুমানেষ বিখ্যাতো মহাসমুদ্রপরাক্রমঃ ॥ ১২ ॥

বায়ুপুঞ্জোহতিতেজস্বী মন্ত্ৰী বুদ্ধিমতাং বরঃ ।

নলো নীলশচ গবয়ো গবাক্ষো গন্ধমাদনঃ ॥ ১৩ ॥

শরভো মৈন্দবশৈব গজঃ পনস এব চ ।

বলীমুখো দধিমুখঃ সুষেণস্তার এব চ ॥ ১৪ ॥

কেশরী চ মহাসমুদ্রঃ পিতা হনুমতো বলী ।

এতে মে যুধপা রাম ! প্রাধান্যেন মরোদিতাঃ ॥ ১৫ ॥

মহাস্থানো মহাবীৰ্যাঃ শত্রুতুল্যপরাক্রমাঃ ।

এতে প্রত্যেকতঃ কোটিকোটিবানরযুধপাঃ ॥ ১৬ ॥

তবাজ্ঞাকারিণঃ সর্কে সর্কে দেবাংশসমুত্তবাঃ ।

এষ বালিসুতঃ শ্রীমানকদো নামবিশ্রুতঃ ॥ ১৭ ॥

বালিতুল্যবলো বীরো রাক্ষসানাং বলাস্তকঃ ।

এতে চান্যে চ বহুবলদর্শে ত্যক্তজীবিতাঃ ॥ ১৮ ॥

যোদ্ধারঃ পর্বতাত্রেয়শ্চ নিপুণাঃ শত্রুঘাতনে ।

আজ্ঞাপয় রঘুশ্রেষ্ঠ ! সর্কে তে বশবর্তিনঃ ॥ ১৯ ॥

রামঃ সুগ্রীবমালিন্য হর্ষপূর্ণাশ্রলোচনঃ ।

প্রাহ সুগ্রীব ! জানাসি সর্বং ত্বং কার্য্যগৌরবম্ ॥

মার্গণার্থং হি জানক্যা নিযুক্তকু যদি রোচতে ।

শ্রুত্বা রামস্য বচনং সুগ্রীবঃ প্রীতমানসঃ ॥ ২১ ॥

শ্রেয়সামাস বলিনো বানরান্ বানরর্ষভঃ ।

দিক্ষু সর্বাসু বিবিধান বানরান্ প্রেষ্য সমুদ্রম্ ॥ ২২ ॥

এই বানর কটকের আহারাদি নির্বাহার্থ আপনার কোন চিন্তা করিতে হইবে না, ইহারা বন্য কল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব—হে রঘুবীর ! এই ভল্লকরাজ মহাবীর বুদ্ধিমান জাম্ববান আমার মন্ত্ৰীজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কোটি ভল্লক বৈদ্য ইহার আজ্ঞা প্রতিপালন করে, এবং এই মহাবল পরাক্রান্ত বুদ্ধিমান এবং অতি তেজস্বী সুবিখ্যাত পবননন্দন হনুমান—ইনিও আমার মন্ত্ৰী এবং নল, নীল, গর, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ, মৈন্দব, গজ, পনস, বলীমুখ, দধিমুখ, সুষেণ, তার এবং হনুমানের পিতা মহাবল পরাক্রান্ত কেশরী ইহারা আমার সেনাপতি । হে রাম ! এই সকল ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহাবলিষ্ঠ মহামহিম প্রধান প্রধান বানরগণের নাম আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম, ইহারা প্রত্যেকে কোটি কোটি বানরগণের নায়ক । হে রঘুবীর

দেবাংশ সমুত্ত এই সকল বানরগণকে আপনার আজ্ঞাকারী বলিয়া জানিবেন । হে প্রভো ! এই সুবিখ্যাত বালিসুত বালিতুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর এবং রাক্ষসগণের বলনাশক শ্রীমান অঙ্গদ আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন । এই সকল এবং অপরাপর বহুতর মহাবীর বানর যুধপা আপনার নিমিত্ত জীবন পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন । ২ । ১০ । ১১ । ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ । এই সকল মহাবীর পর্বত শৃঙ্গদ্বারা যুদ্ধ করিয়া শত্রু নিপাতন করিতে অতি নিপুন । হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে আপনি নিজবশবর্তী বানরগণকে আজ্ঞা ককন । ১৯ । অন্তর শ্রীরাম সুগ্রীবকে আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—হে সখে ! তুমি সমস্ত কার্য্য গৌরব অবগত আছ । ২০ । এক্ষণে জানকীর অবশেষার্থ যদি তোমার বাসনা থাকে তবে বানরগণকে তদর্থ নিযুক্ত কর । শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতমনা বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব মহাবল পরাক্রম বানর

দক্ষিণাং দিশমত্যর্থং প্রযত্নেন মহাবলান্।
 বুবরাজং জাম্ববন্তং হনুমন্তং মহাবলম্ ॥ ২৩ ॥
 নলং সুবেণং শরভং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ।
 প্রেষয়ামাস স্ত্রীীবো বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥
 বিচিস্রন্ত প্রযত্নেন তবন্তো জানকীং শুভাম্।
 মাসাদর্বাঙ্ক নিবর্ত্তধ্বং মচ্ছাসনপুরঃসরাঃ ॥ ২৫ ॥
 সীতামদৃষ্টু। যদি বো মাসাদুর্দ্ধং দিনং তবেৎ।
 তদা প্রাণান্তিকং দণ্ডং মতঃ প্রাপ্স্যথ বানরাঃ ॥ ২৬ ॥
 ইতি প্রস্থাপ্য স্ত্রীীবো বানরান্ ভীমবিক্রমান্।
 রামস্য পার্শ্বে শ্রীরামং নত্বা চোপবিবেশ সঃ ॥ ২৭ ॥
 গচ্ছন্তং মারুতিং দৃষ্টু। রামো বচনমব্রবীৎ।
 অতিক্షানার্থমেতন্মে হ্যকুলীরকমুত্তমম্ ॥ ২৮ ॥
 মম্মাসাকুরসংযুক্তং সীতায়ৈ দীয়তাং রহঃ।
 অস্মিন কার্যো প্রমাণং হি ত্বমেব কপিসত্তম!।
 জানানি সত্ত্বং তে সর্বং গচ্ছ পস্থাঃ শুভস্তুব ॥ ২৯ ॥

গণকে নানা দিকে সত্তর প্রেরণ করিলেন। দক্ষিণ দিকে
 অঙ্গদ, জাম্ববান্, হনুমান্ প্রভৃতিকে যত পূর্বক প্রেরণ করিলেন
 এবং বক্ষমাণ বাক্যও বলিলেন। ২১। ২২। ২৩। ২৪। হে
 বানরগণ! শুভদায়িনী সীতাকে অন্বেষণ কর এবং আমার
 আজ্ঞা পালন করত মাসেক মধ্যে সীতাবলোকন পূর্বক
 প্রত্যাগমন না করিলে আমি কর্তৃক প্রাণান্তিক দণ্ড লাভ
 করিবে। স্ত্রীীব উক্ত প্রকার ভীমপরাক্রম বানরগণকে প্রেরণ
 করত শ্রীরামকে প্রণাম করিয়া তৎপার্শ্বেদেশে উপবেশন করি-
 লেন। অনন্তর শ্রীরাম গমনোদ্যত মারুতিকে দর্শন করিয়া
 কহিলেন—হে মারুতে! আমার নামাক্রিত এই উত্তম
 অঙ্গুরীক বিখ্যাসার্থ নির্জন স্থানে সীতাকে প্রদান করিবে।
 ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। হে কপিসত্তম! তুমি সীতাকে রাম
 নামাক্রিত অঙ্গুরীক প্রদান করিলেই প্রামাণ্য প্রাপ্ত হইবে,

এবং কপীনাং রাজ্ঞা তে বিসৃষ্টাঃ পরিমার্গণে।
 সীতায়ী অঙ্গদমুখা বভ্রুমন্তত তত্র হ। ৩০ ॥
 ভ্রমন্তো বিস্ফাগহনে দদৃশুঃ পর্বতোপমম্।
 রাক্ষসং ভীষণাকারং ভক্ষয়ন্তং যুগান গজান। ৩১ ॥
 রাবণোহয়মিতি জ্ঞাত্বা কেচিদ্ধানরপুঙ্গবাঃ।
 জয়ুঃ কিলকিলাশকং মুঞ্চন্তো মুষ্টিভিঃ ক্ষণাৎ ॥
 নায়ং রাবণ ইতুক্ত্বা যমুরন্যম্বহনম্।
 তৃষার্তাঃ সলিলং তত্র নাবিন্দন হরিপুঙ্গবাঃ। ৩৩ ॥
 বিভ্রমন্তো মহারণো শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকাঃ।
 দদৃশুর্গহ্বরং তত্র তৃণগুল্মারতং মহৎ ॥ ৩৪ ॥

অর্থাৎ রাম প্রেরিত দূতত্ব রূপে সীতার প্রমিতি জনক হইবে।
 আমি তোমার সমস্ত বল ও পরাক্রম অবগত আছি তুমি গমন
 কর—আমার বাক্যধীন দুর্গম পথও তোমার অগম হইবে।
 ২৯। উক্ত প্রকার বানর রাজ স্ত্রীীব কর্তৃক প্রেরিত
 অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ বিস্ফা পর্বতোপরি বন মধ্যে সীতার
 অন্বেষণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে পর্বত তুল্য ভয়ানকাক্রুতি
 এবং যুগ ও হস্তির ভক্ষক এক রাক্ষস মূর্ত্তি অবলোকন করি-
 লেন। কতিপয় বানর রাক্ষসের শরীর গোঁরব দর্শন করিয়া
 এই রাবণ, একপ অহুমান করত কিল কিল শব্দ অর্থাৎ আবাক্ত
 নানা প্রকার রব করত মুষ্টি দ্বারা রাক্ষসকে তাড়ন করিলেন।
 ৩০। ৩১। ৩২। রাবণ অতি বীরাশালী এই সামান্য
 মুষ্টি দ্বারা তাড়নে তাহার ক্লেবের সম্ভব কি—অতএব এ
 পৌনস্ত্য-ভয়ন নহে—এই বলিয়া তৃষার্ত বানরগণ স্থান-
 স্তরে গমন করত পানীয় লাভে ব্যস্ত হইল। ৩৩। বানরগণ
 ঐ মহারণে ইতস্তত ভ্রমণ করত কষ্ট ওষ্ঠ ও তালুকার শুষ্ক
 প্রপ্ত হইয়া তৃণ লতাাদি দ্বারা আচ্ছাদিত ভয়ানক এক গহবর

আর্দ্রপক্ষান্ ক্রৌঞ্চহংসানিঃসূতান্ দদৃশুস্ততঃ ।
 অত্রাস্তে সলিলং নুনং প্রবিশামো মহাগুহাম্ ॥ ৩৫ ॥
 উভ্যক্তা হনুমানগ্রে প্রবিবেশ তমম্বয়ুঃ ।
 সর্পে পরস্পরং ধৃত্বা বাহুন্ বাহুভিরুৎসুকাঃ ॥ ৩৬ ॥
 অন্ধকারে মহদূরং গত্বাহপশান্ কপীশ্বরঃ ।
 জলাশয়ান্মগ্নিনিভত্বেয়ান্ কল্পজ্বলোপমান ॥ ৩৭ ॥
 রক্ষান্ পক্ষফলৈর্নদ্রান্মধুদ্রোণসমস্থিতান্ ।
 গৃহান্ সর্বগুণোপেতান্ মণিবস্ত্রাদিপূরিতান্ ॥ ৩৮ ॥
 দিব্যভক্ষ্যান্নসহিতান্মানুষৈঃ পরিবজ্রিতান্ ।
 বিস্মিতাস্তত্র ভবনে দিব্যে কণকবিষ্করে ॥ ৩৯ ॥
 প্রভরা দীপ্যমানান্ত দৃশুঃ স্তিরমেকলাম্ ।
 ধ্যায়ন্তীং চীরবসনাং যোগিনীং যোগমাস্থিতাম্ ।

দর্শন করিল। ৩৪। ঐ গহ্বর হইতে আর্দ্রপক্ষ ক্রৌঞ্চ এবং
 তংসের নির্গমন দর্শনে বানরেরা অনুমান করিল যে, ইহার
 অভ্যন্তরে নিশ্চয় জল আছে, অতএব আমরা ক্রতনিশ্চয়
 ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব। ৩৫। এই প্রকারে আন্দোলন
 করিয়া হনুমান্ পুংসের বানরগণ পরস্পর বাহু দ্বারা বাহু
 বন্ধন করত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া ঐ গহ্বরে প্রবেশ করিল।
 ৩৬। কপিগণ অত্যন্তম কূপ মধ্যে অতি দূর গমন পূর্বক
 মণি তুল্য নির্মল জলাশয় এবং কল্পতরু প্রায় সুপক ফল
 ভারাবনত বৃক্ষ সকল দর্শন করিল—মণি বস্ত্রাদি দ্বারা পরি-
 পূর্ণ মনুষ্য বর্জিত নানা বিধ ভক্ষ্য-দ্রব্য যুক্ত গৃহ সকলও দর্শন
 করিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল এবং কোন গৃহ মধ্যে বিচিত্র সূবর্ণা-
 সনো পরি উপবিষ্টা যোগসাধিনী, বস্কল পরিধানা যোগি-
 নীকে দর্শন করিয়া ভক্তি পুরঃসর ভীত হইয়া প্রণাম করিল।
 ঐ দেবী বানরগণকে বলিলেন—হে বানরগণ! তোমরা কি
 কারণে—কোন স্থান হইতে আগমন করিয়াছ এবং কাহার
 কর্তৃক প্রেরিত? হনুমান্ দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল—

প্রাণেশুস্তাং মহাভাগাং ভক্ত্যা ভীত্যা চ বানরাঃ ।
 দৃষ্ট্বা তান্মানরান্ দেবী প্রাহ স্বয়ং কিমাগতাঃ ॥ ৪১ ॥
 কুতো বা কস্য দূতা বা মৎস্থানং কিং প্রার্থ্যথ? ।
 তচ্ছ্রুত্বা হনুমানাহ শৃণু বক্ষ্যামি দেবি! তে ॥ ৪২ ॥
 অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথঃ প্রভুঃ ।
 তস্য পুত্রো মহাভাগো জ্যেষ্ঠো রাম ইতি শ্রুতঃ ॥
 পিতুরাজ্যং পুরস্কৃত্য সভার্য্যঃ সানুজো বনম্ ।
 গতস্তত্র হতা ভার্য্যা তস্য সান্বী দুঃখাননা ॥ ৪৪ ॥
 রাবণেন ততো রামঃ স্ত্রীীবং সানুজো যযৌ ।
 স্ত্রীীবো মিত্রভাবেন রামস্য প্রিয়বল্লভাম্ ॥ ৪৫ ॥
 মৃগয়ধ্বমিতি প্রাহ ততো বয়মুপাগতাঃ ।
 ততো বনং বিচিন্ত্যো জ্ঞানকীং জলকাজ্জিহ্বাং ॥ ৪৬ ॥
 প্রবিষ্টা গঙ্ঘরং ঘোরং দৈবাদ্রু সমাগতাঃ ।
 ত্বং বা কিমর্থমত্রাসি কা বা ত্বং বদ নঃ শুভে! ॥ ৪৭ ॥

হে দেবি! বলিতেছি শ্রবণ করন। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০।
 ৪১। ৪২। অযোধ্যাধিপতি দশরথ নামক বিখ্যাত রাজা
 আছেন—তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত শ্রীরামচন্দ্র
 নামে বিখ্যাত, তিনি পিতার আজ্ঞা পালনার্থে ভার্য্যা জ্ঞানকী
 এবং অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন করিয়াছেন, ঐ বন
 মধ্যে শ্রীবাম সহচারিণী পতিব্রতা সীতাকে ভ্রাশ্বা রাবণ অপ-
 হরণ করিয়াছে। অনন্তর অনুজ লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র
 স্ত্রীীবকে সখ্যতাব দ্বারা প্রাপ্ত হইলেন, ঐ স্ত্রীীব বানরগণকে
 বলিল—হে বানরগণ! রামপ্রিয়তমা সীতাকে অব্বেষণ কর,
 অনন্তর আমরা বন মধ্যে ইতস্ততঃ সীতাকে অব্বেষণ করত
 জলাকাজ্জী হইয়া এই ভয়ানক গহ্বর মধ্যে প্রবেশ পূর্বক
 দৈব ক্রমে আগমন করিয়াছি। হে দেবি! তুমি কে? কি
 কারণে এ স্থানে অবস্থিতি করিতেছ তাহা আমাদের নিকট
 ব্যক্ত কর। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭।

যোগিনী চ তথা দৃষ্টা বানরান্ প্রাহ কৃষ্ণীঃ ।
 যথেষ্টং ফলমূলানি জগদ্ধা পীত্বামৃতং পরঃ ॥ ৪৮ ॥
 আগচ্ছত ততো বক্ষ্যে মম বৃত্তান্তমাদিতঃ ।
 তথৈতি ভুজ্জ্বা পীত্বা চ কৃষ্ণান্তে সৰ্ববানরাঃ ॥ ৪৯ ॥
 দেব্যাঃ সমীপং গতা তে বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ স্থিতাঃ ।
 ততঃ প্রাহ হনুমন্তং যোগিনী দিব্যদর্শনা ॥ ৫০ ॥
 হেমা নাম পুরা দিব্যরূপিনী বিশ্বকর্ষণঃ ।
 পুত্রী মহেশঃ নৃত্যেন তোষয়ামাস ভামিনী ॥ ৫১ ॥
 তুষ্কো মহেশঃ প্রদদাবিদং দিব্যপুরং মহৎ ।
 অত্র স্থিতা সা সুদতী বর্ষণামযুতায়ুতম্ ॥ ৫২ ॥
 তস্তা অহং সখী বিষ্ণুতৎপর্য মোক্ষকাজিকনী ।
 নামা স্বয়ংপ্রভা দিব্যগন্ধর্ব্বতনয়া পুরা ॥ ৫৩ ॥

গচ্ছন্তী ব্রহ্মলোকং সা মামাহেদং তপশ্চর ।
 তত্রৈব মিবনন্তী ত্বং সৰ্ব্বপ্রাণিবিবর্জিতে ॥ ৫৪ ॥
 ত্রেতাযুগে দাশরথিভূত্বা নারায়ণোহব্যয়ঃ ।
 ভুভারহরণার্থায় বিচরিস্যতি কাননে ॥ ৫৫ ॥
 মার্গন্তো বানরাস্তস্য ভার্য্যামাস্তি তে গুহাম্ ।
 পূজয়িত্বাথ তান্ গতা রামং স্তত্বা প্রযত্নতঃ ॥ ৫৬ ॥
 যাতাসি ভবনং বিষ্ণোর্ষোগিগম্যং সনাতনম্ ।
 ইতোহহং গন্তুমিচ্ছামি রামং দ্রষ্টুং ত্বরাস্বিতা ॥ ৫৭ ॥
 যুয়ং পিদধমক্ষীণি গমিষ্যথ বহির্গুহাম্ ।
 তথৈব চক্ৰুস্তে বেগাদ্গতাঃ পূর্ব্বস্থিতং বনম্ ॥ ৫৮ ॥
 সাপি ত্যক্ত্বা গুহাং শীঘ্রং যযৌ রাঘবসন্নিধিম্ ।
 তত্র রামং সসুগ্রীবং লক্ষ্মণঞ্চ দদর্শ হ ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর কৃষ্ণ মানসা যোগিনী বানরগণকে ভূষণপীড়িত
 দর্শন করিয়া বলিলেন—হে বানরগণ ! তোমাদিগের ইচ্ছানু-
 কূপ ফল মূল ভক্ষণ ও সুরা তুল্য জল পান করিয়া আগমন কর,
 আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ পরে বলিব । বানরগণ
 দেবীবাচ্য অমুমোদন করিয়া সর্ষ চিত্তে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া
 দেবী সমীপে দণ্ডায়মান হইল । অনন্তর ঐ চার্কজী যোগিনী
 হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া বক্ষ্যমাণ বিবরণ বলিতে আরম্ভ
 করিলেন—হে হনুমন ! পূর্ব্বকালে মনোহর রূপবতী হেমা
 নামী বিশ্বকর্ষার কন্যা নৃত্য গীত দ্বারা মহাদেবকে পরিতোষ
 করিয়াছিলেন—আগুতোষ তুচ্ছ হইয়া হেমাকে এই উৎকৃষ্ট
 পুরী প্রদান করিলেন । অনন্তর হেমা এই পুরীতে অযুত-
 যুত বর্ষ বাস করিয়াছেন । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ । তৎ-
 কালে আমি মোক্ষাভিলাষিণী ও বিষ্ণু সেবায় অহরজা হইয়া
 সেই হেমার সখী ছিলাম—আমি গন্ধর্ব্ব পুত্রী, আমার নাম

স্বয়ম্প্রভা । ৫৩ । হেমা ব্রহ্মলোকে গমন কালে আমাকে
 বলিলেন যে, প্রাণি মাত্র রহিত এই স্থানেই বাস করিয়া
 তপস্যাচরণ কর । ৫৪ । অব্যয় (অর্থাৎ জন্ম মরণ রহিত)
 নারায়ণ ত্রেতা যুগে রাজা দশরথের গৃহে জন্ম গ্রহণ
 পূর্ব্বক পৃথিবীর ভার অপহরণ নিমিত্ত বনে গমন করিবেন ।
 ৫৫ । বানরগণ সেই রামের ভার্য্যার অন্বেষণার্থী হইয়া
 এই গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিবে, তাহাদের অভ্যর্থনা পূর্ব্বক
 প্রযত্ন সহকারে রাঘবের স্তুতি বিধান করিয়া যোগী মাজের
 গম্য বিষ্ণুর সদনে যাইবে । অতএব রাম দর্শনার্থ গমন
 করিতে অভিলাষ করিতেছি । ৫৬ । ৫৭ । তোমরা
 নিদ্রিত হও অনন্তর গুহার বহির্দেশে গমন কর, বানরগণ এই
 বাচ্য শ্রবণ করিয়া পূর্বাবস্থিত বনে গমন করিল । ৫৮ । ঐ
 যোগিনীও শীঘ্র গুহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীরাম সমীপে
 গমন করিয়া লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত রঘুনাথকে দর্শন

কুত্বা প্রদক্ষিণং রামং প্রণম্য বহুশঃ সুধীঃ ।
 আহ গদগদয়া বাচ্য রোমাঞ্চিততনুৰুহা ॥ ৬০ ॥
 দাসী তবাহং রাজেন্দ্র ! দর্শনার্থমিহাগতা ।
 বহুবর্ষসহস্রাণি তপ্তং মে দুশ্চরং তপঃ ॥ ৬১ ॥
 গুহায়াং দর্শনার্থং তে কলিতং মেহস্ত তপ্তপঃ ॥
 অস্ত হি ত্বাং নমস্কামি মায়য়াঃ পরতঃ স্থিতম্ ॥ ৬২ ॥
 সন্নীভুতেষু চালক্যাং বহিরন্তরবস্থিতম্ ।
 যোগমায়াস্রবনিকাজ্জ্যো মানুষবিগ্রহঃ ॥ ৬৩ ॥
 ন লক্ষ্যসেহজ্ঞানদৃশাং শৈলুষ ইব রূপধূক ।
 মহাতাগবতানাং ত্বং ভক্তিয়োগবিধিৎসয়া ॥ ৬৪ ॥

‘অবতীর্ণোহসি ভগবন্ ! কথং জানামি ? তামসী
 লোকে জানাতু যঃ কশ্চিত্তব তত্ত্বং রঘুন্তম ॥ ৬০ ॥
 মমৈতদেব রূপং তে সদা ভাতু হৃদালয়ে ।
 রাম ! তে পাদযুগলং দর্শিতং মোক্ষদর্শনম্ ॥ ৬১ ॥
 অদর্শনং তবার্গানাং সন্মার্গপরিদর্শনম্ ।
 ধনপুত্রকলত্রাদিবিত্তুতিপরিদর্পিতঃ ।
 অকিঞ্চনধনং ত্বাদ্য নাভিধাতুং জনোহহতি ॥ ৬২ ॥
 নিরন্তগুণমার্গায় নিদ্বিঞ্চনধনায় তে ॥ ৬৩ ॥
 নমঃ স্বাত্মাভিরামায়ঃ নিগুণায় গুণাত্মনে ।
 কালরূপিনমীশানমাদিমধ্যান্তবর্জিতম্ ॥ ৬৪ ॥
 সমং চরন্তং সর্বত্র মনো ত্বাং পুরুষং পরম্ ।
 দেব ! তে চেষ্টিতং কশ্চিন্ন বেদ নৃবিড়ম্বনম্ ॥ ৭০ ॥

করিয়াছিলেন । ৫৯ । অনন্তর ভক্তি দ্বারা রোমাঞ্চিত গাত্রা
 ইয়া যোগিনী প্রদক্ষিণ পূর্বক রামচন্দ্রকে বহু প্রকার
 প্রণাম করত গদগদ বাক্যে বলিলেন । ৬০ । হে রামচন্দ্র !
 আমি তোমার দাসী—তোমার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি ।
 তোমার দর্শনার্থ গহ্বর মধ্যে বহুকাল পর্যন্ত যে দুষ্কর
 তপস্যা করিয়াছি অদ্য তোমার দর্শনে সেই তপস্যা ফল-
 বতী হইল । তুমি মায়া রহিতমহাত্মা—তোমাকে নমস্কার করি ।
 ৬১ । ৬২ । এবং, তুমি সকল ভূত মধ্যেই অদৃশ্য ভাবে বহি-
 র্দেশে এবং অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিতেছ তোমার মায়-
 রূপ যবনিকা দ্বারা মনুষ্যের আচ্ছন্ন, অতএব তাহার কি
 প্রকারে তোমাকে জানিতে পারিবে ? ৬৩ । যে প্রকার
 জীবের ধারি পুরুষকে ভ্রান্ত বুদ্ধিরা পুরুষ বলিয়া জানিতে
 পারে না সেই প্রকার জ্ঞান নেত্র বিহীন ব্যক্তি তোমাকে পরম
 পুরুষ বলিয়া জানিতে পারে না, অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞানবিহীন
 ভক্তি যোগ দ্বারা তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করতঃ জ্ঞান চক্-
 দ্বারা পরম পুরুষ বলিয়া জানিতে পারে । ৬৪ । অনন্তর

দেবী বলিলেন—হে ভগবন্ ! তুমি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ
 হইয়াছ, আমি অজানাত্বা, তোমাকে কি প্রকারে জানিতে
 পারিব, যেহেতু ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ জন ভক্তি যোগদ্বারা
 তোমাকে ঈশ্বররূপে জানে ? ৬৫ । হে রামচন্দ্র ! মুক্তি
 কারণীভূত তোমার পদ যুগল আমি দর্শন করিলাম, তোমার
 এই পরমরূপ আমার হৃদয় মধ্যে সর্বদা বিরাজমান হউক
 । ৬৬ । ভবসংসারের পুনর্জন্ম নিবারণ এবং মুক্তি পথ দর্শী
 তোমার পাদপদ্মকে অকিঞ্চন ধন পুত্র কলত্রাদি গর্জিত ব্যক্তি
 কি প্রকারে জানিতে পারিবে ? ৬৭ । হে রঘুন্তম ! তুমি ক্রমা-
 ও গুণবান দিগের পথ স্বরূপ এবং দরিত্রের ধন স্বরূপ তোমাকে
 নমস্কার করি । তুমি কাল স্বরূপ মহাদেব এবং আদি, অন্ত ও
 মধ্য রহিত অথচ সকল ভূতে সমভাবে অবস্থান কর লোকে
 তোমাকে অব্যয় পুরুষ বলিয়া জানে । অতএব তোমার আচ-
 রিত ও দয়ালু নিষ্ঠুর জ্ঞানে কেহই সমর্থ নহে । ৬৮ । ৬৯ । ৭০ ॥

ন তেহস্তি কচ্চিদয়িতো হ্ষেয্যো বা' পর এব চ । কথং ত্রাং দেব ! জানীয়াং স্তোভুং বাহবিষয়ং বিভূম্
 ত্র্যয়াপিহিতান্নানন্দাং পশ্বন্তি তথাবিধম্ ॥ ৭১ ॥ নমস্কামি রঘুশ্রেষ্ঠং বাণাসনশরাস্বিতম্ ।
 অজস্রাকর্ষুরীশস্ত দেব ! তির্ঘ্যঙ্ নরাদিষু । লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা সূত্রীবাদিভিরদ্বিতম্ ॥ ৭৭ ॥
 জন্মকর্মাদিকং যদ্যন্তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৭২ ॥ এবং স্ততো রঘুশ্রেষ্ঠঃ প্রমথঃ প্রণতাঘঙ্ ॥
 হামাহরক্ষরং জাতং কথাস্রবণসিদ্ধয়ে । উবাচ যোগিনীং তন্ত্রাং কিলন্তে মনসি কাক্ষিকতম্ ।
 কেচিৎ কৌশলরাজস্ত তপস ফলঃসিদ্ধয়ে ॥ ৭৩ ॥ সা প্রাহ রাঘবং তন্ত্র্য তন্ত্রিং তে তন্ত্রবৎসল ! ।
 কৌশল্যয়া প্রার্থ্যমানং জাতমাহঃ পরে জনাঃ । যত্র কুতাপি জাতায়া নিশ্চলাং দেহি মে প্রভো ! ।
 দুষ্করাক্ষসভূতারহরণার্থিতো বিভুঃ ॥ ৭৪ ॥ ত্রুস্তেষু সদা সঙ্কো ভূয়ান্মে প্রাকৃতেষু ন ।
 ব্রহ্মণা নরকপেণ জাতোহয়মিতি কেচন । জিহ্বা মে রামরামেতি তন্ত্র্য বদতু সর্ষদা ॥ ৮০ ॥
 শৃণুন্তি গায়ন্তি চ যে কথাস্তে রঘুনন্দন ! ॥ ৭৫ ॥ মানসং শ্রামলং রূপং সীতা লক্ষ্মণসংঘতম ।
 পশ্বন্তি তব পাদাজং তবর্ণবসুতারণম্ । খনুর্বাণধরং পীতবাসনং মুকুটোজ্জ্বলম্ ॥ ৮১ ॥
 ত্র্যয়াগুণবদ্ধাহং ব্যতিরিক্তং গুণাশ্রয়ম্ ॥ ৭৬ ॥

হে রাম ! এই জগৎ সংসার মধ্যে কোন্ জন তোমার প্রিয়
 বা হেয্য এবং শত্রু নহে—কেবল তোমার মায়া দ্বারা মোহিত
 জনেরাই তোমাকে ঐ প্রকার জানে । ৭১ । হে দেব !
 তোমার জন্ম নাই এবং তুমি কিঙ্কিঙ্কাত্র কারণ নহে অথচ সক-
 লের নিয়ন্তা, অতএব ভুজ্জঙ্ ও মনুষ্য প্রভৃতির মধ্যে জন্ম আদি
 তোমার যে যে কৰ্ম সকলই বিড়ম্বনা মাত্র । ৭২ । তুমিই নিত্য
 পদার্থ, বাক্য সিদ্ধির নিমিত্ত কোন কোন পণ্ডিতগণ বলিয়া
 থাকেন যে, তুমি দশরথের তপসার ফলসিদ্ধির হেতু জন্মিয়াছ ।
 ৭৩ । অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন কৌশল্যার মনোরথ
 সিদ্ধির নিমিত্ত, এবং পৃথীর ভার স্বরূপ হৃষ্ট রাক্ষসগণ বিনাশ
 করিতে প্রার্থিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ । ৭৪ । হে রঘু-
 নন্দন ! যে ব্যক্তিরা তোমার বাক্য শ্রবণে ও গুণানুকীর্ণনে
 অনুরক্ত হয়, তাহারা অক্লেমে অপার ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার

নিমিত্ত তোমার পাদপদ্ম-তরণী প্রাপ্ত হয় । আমি তোমার
 জগন্মোহিনী মায়ামোহিতা ও ভক্তিহীনা, হতরাং পরম ব্রহ্ম
 অথচ সকল গুণাশ্রয়—তোমাকে জানিতে ও স্তব করিতে
 অসমর্থ । হে পুরুষোত্তম ! তুমি অনুর লক্ষ্মণ ও সূত্রীবের
 সহিত বিরাজমান—তোমাকে নমস্কার করি । ৭৫ । ৭৬ । ৭৭ ।
 এইরূপ স্তুতি দ্বারা রঘুপতি প্রমথ হইয়া স্বয়ম্প্রভাক
 বলিলেন—তোমার মনের অভিনায প্রকাশ কর । ৭৮ ।
 অনন্তর যোগিনী কুতাজলি হইয়া রঘুনাথকে কহিতে লাগি-
 লেন—হে ভক্তজন মনোরঞ্জন ! নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট স্থানে আমার
 জন্ম হউক তাহাতে কিঙ্কিঙ্কাত্র অনুতাপ করি না, কিন্তু
 তোমাতে নিশ্চলা ভক্তি থাকে, ও তোমার ভক্তের সঙ্গ রহিত
 যেন না হই—আমার রসনা নিরন্তর রাম নামামৃত পানে
 যেন সদা অভিলাষিনী হয়, আমার চিত্ত ও যেন পীত বসন
 কৌস্তভ প্রভৃতি ভূষণ সমূহ দ্বারা ভূষিত তোমার এই মনোহর
 শ্যামল রূপ নিরন্তর স্মরণে পরায়ুখ না হয় । হে ভক্ত-
 বৎসল ! এদাসী কদাচ অন্য বরাভিলাষিনী নহে । ৭৯ । ৮০ ।

অঙ্গদৈনু পুরৈর্ভুক্তাহারৈঃ কৌন্তভকুণ্ডলৈঃ ।

শান্তং স্মরতু মে রাম ! বরং নান্যং বৃণে প্রভো ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

তব ভ্বেবং মহাভাগে ! গচ্ছ ত্বং বদরীবনম্ !

তত্রৈব মাং স্মরন্তী ত্বং ত্যক্তেদং ভূতপঞ্চকম্ ।

মামেব পরমাত্মানং অচিরাৎপ্রতিপদ্যসে ॥ ৮৩ ॥

শ্রুত্বা রঘুতমবচোহমৃতসারকল্পম্

গত্বা তদৈব বদরীতরুখণ্ডজুষ্টম্ ।

তীর্থং তদা রঘুপতিং মনসা স্মরন্তী

ত্যক্ত্বা কলেবরমবাপ পরং পদং সা ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

কিঙ্কিকাণ্ডে ষষ্ঠমোহধ্যায়ঃ

। ৮১ । ৮২ । দয়ালু রাম যোগিনীর জুতি বাক্য দ্বারা জীত হইয়া বলিলেন—হে প্রমত্ত হৃদয়ে! তোমার মনোরথ অবি-
লম্বেই পূর্ণ হইবে, তুমি বদরীবন প্রাপ্ত হইয়া আমাকে স্মরণ
করত এই পঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্বক আমাকে প্রাপ্ত

হইবে । ৮৩ । রঘুতমের অমৃত কল্প বাণী শ্রবণ করিয়া
যোগিনী বদরীকান্দ্রম গমন পূর্বক পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্রকে
ধ্যান করত কলেবর পরিত্যাগ করিবারাত্র দেব হুল্লভ বৈকুণ্ঠ
ভবন বাসিনী হইল । ৮৪ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

কিঙ্কিকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অথ তত্র সমাসীনা বৃক্ষখণ্ডেষু বানরাঃ ।
 চিন্তয়ন্তো বিমুহুস্তঃ সীতামার্গণকর্ষিতাঃ ॥ ১ ॥
 তত্রোবাচাঙ্গদঃ কাংশ্চিদ্বানরান্ বানরর্ষভঃ ।
 ভ্রমতাং গহ্বরেহস্মাকং মাসো নূনং গতৌহতবৎ
 সীতা নাধিগতাস্মাভির্ন কৃতং রাজশাসনম্ ।
 যদি গচ্ছামঃ কিঙ্কিয়াং ? সুগ্রীবোহস্মান্ হনিষ্যতি
 বিশেষতঃ শক্রসুতং মাং মিষান্নিহনিষ্যতি ।
 ময়ি তস্য কুতঃ প্রীতি ? রহং রামেণ রক্ষিতঃ ॥ ৪ ॥
 ইদানীং রামকার্য্যং মে ন কৃতং তন্মিষং তবেৎ ।
 তস্মা মদ্বননে নূনং সুগ্রীবস্য দুরাশ্বনঃ ॥ ৫ ॥

মাতৃকল্যাং ভ্রাতৃভার্য্যাং পাপাত্মানুত্তবত্যসৌ ।
 ন গচ্ছেয়মতঃ পার্থং তস্মা বানরপুঙ্গবাঃ ! ॥ ৬ ॥
 ত্যক্ত্যামি জীবিতং চাত্ৰ যেন কেনাপি মৃত্যুনা ।
 ইত্যশ্রয়নং কেচিৎ দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবাঃ ॥ ৭ ॥
 ব্যথিতাঃ সাশ্রয়না যুবরাজমথাক্রবন্ ॥ ৮ ॥
 কিমর্থং তব শোকোহত্র ? বরং তে প্রাণরক্ষকাঃ ।
 তবামো নিবসামোহত্র গুহায়াং ভয়বর্জিতাঃ ॥ ৯ ॥
 সর্বসৌভাগ্যসহিতং পুরং দেবপুরোপমম্ ।
 শনৈঃ পরস্পরং বাক্যং বদতাং মারুতান্নজঃ ॥ ১০ ॥

অনন্তর সেই বন মধ্যে সীতার অন্বেষণ দ্বারা ক্রিষ্ট ও
 চিন্তাকুল হৃদয় যুবরাজ প্রভৃতি কপিগণ যুদ্ধ হইয়া বৃক্ষ সমূহ
 অবলম্বন করত বানর শ্রেষ্ঠ বালী নন্দন মর্কটগণকে বলিলেন ।
 হে মর্কটগণ ! এই গহ্বর মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে আমা-
 দিগের নিশ্চয় এক মাস অতিবাহিত হইল । ১ । ২ । আমরা
 রাজাজ্ঞা পালনে অসমর্থ হইয়া কিঙ্কিয়াভিমুখে গমন করিলে
 সুগ্রীব আমাদের নিশ্চয়ই প্রাণান্তিক দণ্ড করিবে ; বিশেষতঃ
 আমি শত্রু ভ্রমর বলিয়াই সুগ্রীব কোপানল দ্বারা আমাকে
 বিনাশ করিবে, যেহেতু আমার প্রতি দুরাত্মা সুগ্রীবের প্রীতি
 উৎপাদনের কারণ মাত্রও লক্ষিত হইতেছে না ; আমি রঘুনাথ
 কর্তৃক রক্ষিত হইয়া আছি, ইদানীং রাম কার্য্য সম্পাদনে

অসমর্থ, অন্তরাং সেই দুরাত্মা চির বৈরি সুগ্রীব যে আমাকে
 বিনাশ করিবে তাহার সন্দেহ নাই । ৩ । ৪ । ৫ । অতএব
 মাতৃ তুল্য ভ্রাতৃ-ভার্য্যাগামী দুরাত্মা সুগ্রীবের পার্থবত্ব হইবে
 না, অধি প্রবেশাদি যে কোন উপায় দ্বারা পারি এ জীবন
 নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিব ; কতিপয় বানরগণ বীরবর অঙ্গদকে
 এইরূপ থিড়্যমান ও সজ্জল নয়ন অবলোকন করিয়া দুঃখি-
 ভাস্তঃকরণে আশ্বাস বাক্য দ্বারা সাশ্বনা করিতে লাগিল ।
 ৬ । ৭ । ৮ ।

হে যুবরাজ ! আপনি কিঙ্কিয়াত্রে শোকাক্ত হইবেন না,
 আমরা এই বানর বণ্ডলী আপনায় জীবন রক্ষণে যত্নবান হইয়া
 এই ভয়বর্জিত গুহার অভ্যন্তরে স্বর্ণ তুল্য পুষ্টিতে সর্বদা বাস
 করিব । কপিগণের পরস্পর এরূপ বাক্য প্রবণ করিয়া

শ্রুত্বাঙ্গদং সমালিঙ্গ্য প্রোবাচ নরকোবিদঃ

বিচার্যতে কিমর্থং ? তে দুর্জিচারো ন যুজ্যতে ॥১১

রাজ্ঞোহত্যন্তপ্রিয়স্ত্বং হি তারাপুত্রোহতিবল্লভঃ।

রামস্ত লক্ষ্মণাৎপ্রীতি স্ত্রিয় নিত্যং প্রবধতে ॥ ১২

অতো ন রাঘবাষ্টীতিস্তব রাজ্ঞো বিশেষতঃ।

অহং তব হিতে সন্তো বৎস ! নানাং বিচারয় ॥১৩

গুহাবাসশ্চ নির্ভেদ্য ইত্যুক্তং বানরৈস্ত্ব যৎ

তদেতদ্ভ্রামবাণানামভেদ্যং কিং জগজ্জয়ে ? ॥ ১৪ ॥

যে ভাং দুর্কোথয়ন্তোতে বানরা বানরর্ষভ !।

পুত্রদারাদিকং তাক্ত্বা কথং স্থাস্ত্বস্তি তে ভয়া ॥ ১৫

‘অন্যদু গুহ্যতমং বক্ষ্যে রহস্যং শৃণু মে সূত !।

রামো ন মানুষ্যো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥১৬

সীতা ভগবতী মায়া জনসংমোহকারিণী।

লক্ষ্মণো ভুবনাধারঃ সাক্ষাচ্ছেষঃ কণীশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মণা প্রার্থিতাঃ সর্বে রক্ষোগণবিনাশনে।

মায়ামানুষ্যভাবেন জাতা লোকৈকরক্ষকাঃ ॥ ১৮ ॥

বয়ং চ পার্শ্বদাঃ সর্বে বিষ্ণোট্টৈকুণ্ঠবাসিনঃ।

মনুষ্যতাবমাপন্নে স্বেচ্ছয়া পরমাত্মনি ॥ ১৯ ॥

বয়ং বানররূপেণ জাতাস্তস্মৈব মায়ায়া।

বয়ং তু তপসা পূর্বং আরাধ্য জগতাং পতিম্ ॥২০

তেনৈবানুগৃহীতা স্মঃ পার্শ্বদহু মুপাগতাঃ।

ইদানীমপি তস্মৈব সেবাং কৃষ্টেব মায়ায়া ॥ ২১ ॥

হনুমান যুবরাজকে আলিঙ্গন করতঃ বলিল, হে নীতিজ্ঞ ! এ
রূপ কার্য্যাচরণ নীতিজ্ঞের উপযুক্ত নহে। ১। ১০। ১১।
যেহেতু তুমি তারার তনয় ও সুরগ্রীবের অত্যন্ত প্রিয়, এবং
ত্রিরাশচক্র লক্ষ্মণের প্রতি যেরূপ বাৎসল্য প্রকাশ করেন,
তোমার প্রতি তাঁহার ততোধিক বাৎসল্য দৃষ্ট হয়। ১২। অতএব
তত্ত্ব বৎসল রামচন্দ্র ও কপিরাজ সুরগ্রীব হইতে তোমার
ভয়ের কারণ মাএ লক্ষিত হইতেছে না। হে বৎস ! আমি
সর্বদাই তোমার হিত কার্য সাধনে অনুরক্ত হইলাম অন্য
বিচারে কোন প্রয়োজন নাই, হে যুবরাজ ! তুমি বিবেচনা
করিয়া দেখ অজ্ঞান কপিগণ বলিতেছে যে, আমরা নির্ভয়ে
গুহা মধ্যে বাস করিব (অর্থাৎ সুরগ্রীব সন্নিধানে কদাচ গমন
করিব না) এই বাক্য কোন রূপে প্রমিতি জনক হইতে পারে
না, যেহেতু এই ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ বস্তু আছে যাহা ত্রিরাশ
বাণের অভেদ্য ? ত্রিরাশ পরসঙ্কান করিলে গুহা মধ্যে কপি-
গণের নির্ভয়ে বাস করা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে ? যে
বানরগণ তোমাকে দুর্জিহ্ম প্রদান দ্বারা ভ্রম বর্জন করি-
য়াছে তাহার পুত্র দারাদি বর্জিত হইয়া এই গুহামধ্যে
তোমার সহিত কি প্রকারে বাস করিয়া কাল যাপন করিবে ?

। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। হে কপিবর অঙ্গদ ! অন্য গোপ-
নীয় রহস্য কহিতেছি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর, যিনি
ক্ষীরোদ সাগরে ভূজঙ্গ শয়নে শায়িত আছেন তিনিই সাক্ষাৎ
অধ্যাত্ম নারায়ণ রামচন্দ্র, এই জগৎ সংসার যাহার মায়াগুণ
দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছে তিনিই জনক নন্দিনী সীতা, যিনি এই
সপ্ত দ্বীপা পৃথিবীকে সহস্র ফণা দ্বারা ধারণ করিতেছেন
তিনিই অনন্তদেব লক্ষ্মণ—ইহারা কেহই মানব নহেন,
কেবল এই জগৎ সংসার উদ্ধার ও অবনীল ভার স্বরূপ
রাক্ষস কুল নির্মূল করিবার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক
প্রার্থিত হইয়া মানব লীলা অবলম্বন করিতেছেন। ১৬। ১৭।
। ১৮। পূর্বকালে আমরা অতিশয় কঠোরতর তপস্যা করিয়া
জগৎ পিতা নারায়ণের আরাধনা করিলে ঐ দয়াময় তত্ত্ব
বৎসল দয়াপরতত্ত্ব হইয়া বলিলেন হে তাপসগণ ! তোমরা
এই তপস্যার প্রভাব বশতঃ নিরস্তর আমার সমীপবর্তী
হইয়া মদীর সেবার ও অতীষ্ট কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত

পুনর্নৈকুণ্ঠমাসান্তে সুখং জ্ঞান্যামহে বয়ম্ ।
 উভয়ঙ্গদমথাস্থা। গতা বিষ্ণাং মহাচলম্ ॥ ২২ ॥
 বিচিন্ত্যস্তোহথ শনকৈর্জ্ঞানকীং দক্ষিণামুধেঃ ।
 তীরে মহেন্দ্রাক্ষগিরেঃ পবিত্রং পাদমাঘযুঃ ॥ ২৩ ॥
 দৃষ্ট্বা সমুদ্রং দুঃপারমগাথং ভয়বর্জনম্ ।
 বানরা ভয়সংক্রান্তাঃ কিং কুর্মা ইতি বাদিনঃ ॥ ২৪ ॥
 নিষেদুরুদধেস্তীরে সর্কে চিন্তাসমম্বিতাঃ ।
 মস্ত্রয়ামাসুরন্যোন্যমঙ্গদাচ্ছা মহাবলাঃ ॥ ২৫ ॥
 ভ্রমাতমেব নো মাসো গতোহত্রেব গুহাস্তরে ।
 ন দৃষ্টো রাবণো বাহুস্তা সীতা বা জনকাজ্জা ॥ ২৬ ॥

সুগ্রীবস্তীক্ষ্ণদণ্ডোহস্মান্নিস্ত্যেব ন সংশয়ঃ ।
 সুগ্রীববধতোহস্মাকং শ্রেয়ঃ প্রায়োপবেশনম্ ॥ ২৭ ॥
 ইতি নিশ্চিত্য তত্রৈব দর্তানাস্তীৰ্য্য সর্বতঃ ।
 উপাবিবেশুস্তে সর্কে মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ২৮ ॥
 এতস্মিন্স্থত্রে তত্র মহেন্দ্রাদ্রিগুহাস্তরাৎ ।
 নির্গত্য শনকৈরাগাদ্গৃধুঃ পর্বতসম্মিতঃ ॥ ২৯ ॥
 দৃষ্ট্বা প্রায়োপবেশেন স্থিতান্ বানরপুঙ্গবান্ ।
 উবাচ শনকৈর্গৃধুঃ প্রাপ্তো ভক্ষোহদ্য মে বহুঃ ॥ ৩০ ॥
 একৈকশঃ ক্রমাৎসর্বান ভক্ষয়ামি দিনে দিনে ।
 শ্রুত্বা তদ্ গৃধুবচনং বানরা ভীতমানসাঃ ॥ ৩১ ॥
 ভক্ষয়িষ্যতি নঃ সর্বানসৌ গৃধো ন সংশয়ঃ ।
 রামকার্য্যং চ নাস্মাভিঃ কৃতং কিঞ্চিক্রীশ্বরাঃ ! ॥ ৩২ ॥

হইয়া কালযাপন কর। অনন্তর ভক্ত বৎসল দত্ত এই বর গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠনাথের পার্বদ হইয়া ছিলাম, বর্তমান সময়ে পরমাত্মা বিষ্ণু অবনী মণ্ডলের ভার উদ্ধার করিবার জন্য মানব দেহ ধারণ করিয়াছেন সুতরাং তাহা হইলে আমরাও মায়া দ্বারা বানর দেহ ধারণ করিয়া তৎকার্য্য সম্পাদন করতঃ পুনর্বার বৈকুণ্ঠ ধামে সানন্দ চিত্তে বাস করিয়া কালযাপন করিব। এই প্রকার যুবরাজকে নানা প্রকার আশ্বাস বাক্য প্রদান করিলেন। অনন্তর বানরগণ জ্ঞানচীর অন্বেষণ করতঃ বিক্কা পর্বত প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে লবণ সমুদ্রের তীরে মহেন্দ্র পর্বতোপরি গমন করিল। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। অনন্তর বানরগণ পর্বতাকৃতি মকর, কুম্ভীর প্রভৃতি জলচর জন্তু সমাকীর্ণ অভলম্পর্শ ভয়ানক সমুদ্র দর্শনে ভয় সম্বল মানস হইয়া বিবশের ন্যায় অঙ্গ শিথিল করিয়া কেহ বা শয়ন—কেহ বা উপবেশন করিল; কিন্তু মহাবল পরাক্রম অঙ্গন প্রভৃতি বানরগণ মস্ত্রণা করিবার জন্য উপবিষ্ট হইল। ২৪। ২৫। অনন্তর বানর দিগের এই রূপ মস্ত্রণা স্থির হইল—আমাদিগের বৃথা ভ্রমণে নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইল, অদ্যাবধি রাবণকে ও সীতাকে দর্শন করিতে পারিলাম না,

অতএব মহারাজ সুগ্রীব দৃঢ়তর দণ্ড দ্বারা আমাদিগের প্রাণা-
 ন্তিক দণ্ড বিধান করিবেন ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু
 সুগ্রীব কর্তৃক প্রাণ দণ্ড অপেক্ষা প্রায়োপবেশন দ্বারা প্রাণ
 ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর, এই রূপ মরণে কৃত নিশ্চয় হইয়া স্ব স্ব
 শরীরে কর্দ্দম লেপন করিয়া কুশাগনোপরি উপবেশন করিল।
 ২৬। ২৭। ২৮।

এই সময়ে পর্বত সৃষ্ট এক গৃধ্র ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া
 মহেন্দ্র গিরির অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া বানর শ্রেষ্ঠমণ
 প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট আছে অবলোকন করত কহিল,
 অদ্য আমি বিপুল ভক্ষ্যব্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব এক
 একটা করিয়া প্রতিদিন সকলকে ভক্ষণ করিব। বানরসমূহ
 গৃধ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীতমনা হওত পরস্পর কহিতে
 লাগিল যে, গৃধ্র নিশ্চয়ই আমাদিগের সকলকে ভক্ষণ করিবে,
 অতএব আমাদিগের কর্তৃক রামকার্য্য কিছুই হইল না—সুগ্রী-
 বেরও কোন হিতকার্য্য করিতে না পারিয়া বৃথা বিনাশ

সুগ্রীবস পি চ হিতং ন কৃতং স্বাক্ষরামপি ।
 রুধানেন বধং প্রাপ্তা গচ্ছামো যমসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥
 অহো জটায়ুর্হ্মাস্মা রামস্যার্থে মৃতঃ সুধীঃ ।
 মোক্ষং প্রাপ দুরাবাপং যোগিনামপ্যরিম্ভমঃ ॥ ৩৪ ॥
 সম্প্রতিস্ত তদা বাক্যং শ্রুত্বা বানরভাষিতম্ ।
 কে বা যুয়ং মম ভ্রাতৃঃ কর্ণপীযুষসন্নিভম্ ॥ ৩৫ ॥
 জটায়ুরিতি নামাত্ত ব্যাহারন্তঃ পরস্পরম্ ।
 উচ্যতাং বো ভয়ং মা ভূম্মন্তঃ প্লবগসন্তমাঃ ! ॥ ৩৬ ॥
 তমুবাচাঙ্গদঃ শ্রীমানুখিতো গৃধ্রসন্নিধৌ ।
 রামো দাশরথিঃ শ্রীমান লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ॥ ৩৭ ॥
 সীতয়া ভার্যয়া সাক্ষিং বিচচার মহাবনে ।
 তস্য সীতা হুতা সাদ্বী রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ৩৮ ॥

যুগ্মাং নির্গতে রামে লক্ষ্মণে চ হুতা বলাৎ ।
 রাম ! রামেতি ক্রোশন্তী শ্রুত্বা গৃধ্রঃ প্রোতাপবান্ ॥
 জটায়ুর্নাম পক্ষীভ্রো বুদ্ধং কৃত্বা সুদারুণম্ ।
 রাবণেন হতো বীরো রাঘবার্থং মহাবলঃ ॥ ৪০ ॥
 রামেণ দক্ষো রামস্য সাবুজ্যমগমৎ কণাৎ ।
 রামঃ সুগ্রীবমাসাদ্য সখ্যং কৃত্বাহ্মিনীক্ষিকম্ ॥ ৪১ ॥
 সুগ্রীবচোদিতো হুত্বা বালিনং সুছুরাসদম্ ।
 রাজ্যং দদৌ বানরাণাং সুগ্রীবায় মহাবলঃ ॥ ৪২ ॥
 সুগ্রীবঃ প্রেষয়ামাস সীতায়াঃ পরিমার্গণে ।
 অস্মান্ বানরবৃন্দান্ বৈ মহাসত্ত্বান্মহাবলঃ ॥ ৪৩ ॥
 মাসাদর্ক্যাদ্ভিবর্জিতং নোচেৎ প্রাণান্ হরামি বঃ ।
 ইত্যাজ্ঞয়া ভ্রমন্তোহস্মিন্ বনে গল্পরমধ্যগাঃ ॥ ৪৪ ॥
 গতৌ মাসৌ ন জানীমঃ সীতাং বা রাবণং চ বা ।
 মতুং প্রায়োপবিষ্টাঃ স্ম স্ত্রীবে লবণবারিধেঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রাপ্ত হইয়া যম সদনে গমন করিলাম । হায়, বীণাক্তিপস্পন্ন,
 ধ্বংসপ্রাপ্ত জটায়ু রামকারণে নিধন প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণের
 ভুল ভ্রম মোক্ষ লাভ করিয়াছেন । ২২।৩০।৩১।৩২। ৩৩। ৩৪ ।

তখন সম্প্রতি বানর ভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা-
 দিগকে কহিল—তোমরা কে, কর্ণমৃততুল্য আমার ভ্রাতার
 কথা কহিতেছ? হে বানর শ্রেষ্ঠগণ! অদ্য তোমরা পরস্পর
 জটায়ুর নাম উল্লেখ কর, আমরা হইতে তোমাদিগের কোন
 ভয় নাই । শ্রীমান্ অঙ্গদ উত্তীর্ণ হইয়া তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক
 কহিতে লাগিলেন—রাজা দশরথের পুত্র শ্রীমান্ রামচন্দ্র
 কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতার সহিত মহারণ্যমধ্যে বিচরণ
 করিতেছিলেন । একদা পর্ণকুটির মধ্যে সীতাকে সংস্থাপন
 করিয়া শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ যুগ্মাং বহির্গত হইলে দুঃখী রাবণ
 গভির্ব্রতা সীতাকে অপহরণ করিল, ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত
 পক্ষিরাজ জটায়ু আকাশ পথে “হা রাম! হা রঘুভম!”
 এই রূপ কাকণ্য বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আকাশ পথে
 গমন করতঃ সীতার সংরক্ষণার্থ দশানন রাবণের সহিত তুমুল

যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । ৩৫। ৩৬।
 ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। অনন্তর শ্রীমান্ চন্দ্র জটায়ুর অগ্নি-
 কাণ্ড করিবামাত্র রাম-মায়ুষা প্রাপ্তি হইল । পরে শ্রীরাম অগ্নি
 সাক্ষি করিয়া কপিবর সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিলেন ।
 ৪১। এবং মহাবল পরাক্রান্ত কপিরাজ বালিকে বিনাশ
 করিয়া সুগ্রীবকে বানর রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । ৪২।
 অনন্তর বানর শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব সীতার অন্বেষণার্থ আমাদিগকে
 প্রেরণ করতঃ আদেশ করিলেন যে, তোমরা মাস মধ্যে প্রত্যা-
 গমন না করিলে প্রাণান্তিক দণ্ড প্রাপ্ত হইবে । আমরা রাজ
 শাসন প্রতিপালনার্থ তয়ানক বন ও গুহা মধ্যে ভ্রমণ করিয়া
 মাসান্তিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু অদ্যাপি সীতা ও রাবণের
 বার্তাও শ্রবণ করিলাম না, অতএব প্রায়োপবেশনে লবণ সমুদ্র-
 তীরে জীবন বিসর্জন করিতে উদ্যত হইয়াছি । ৪৩। ৪৪। ৪৫।

যদি জানাসি হে পক্ষিন্ ! সীতাং কথয় নঃ শুভাম্
 অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা সম্প্রতি হৃৎমানসঃ ॥ ৪৬ ॥
 উবাচ মৎপ্রিয়ো ভ্রাতা জটায়ুঃ প্লবগেশ্বরঃ !
 বহুবর্ষসহস্রাশ্চে ভ্রাতৃবার্তা শ্রুতা ময়া ॥ ৪৭ ॥
 বাকুহায়ং করিষোহহং তবতাং প্লবগেশ্বরঃ !
 ভ্রাতুঃ সলিলদানায় নয়ধং মাং জলাস্তিকম্ ।
 পশ্চাৎ সর্পিং শুভং বক্ষ্যে তবতাং কার্যাসিদ্ধয়ে ।
 তথৈতি নিম্ন্যস্তে তীরং সমুদ্রস্য বিহঙ্গমম্ ।
 মোহপি তৎসলিলে স্নাত্বা ভ্রাতৃদত্তা জলাঞ্জলিম্ ॥
 পুনঃ স্বস্থানমাসাদ্য স্থিতো নীতো হরীশ্চরৈঃ ।
 সম্প্রতিঃ কথয়ামাস বানরান্ পরিহর্ষয়ন্ ॥ ৫০ ॥
 লঙ্কা নাম নগর্য্যাস্তে ত্রিকূটগিরিমূর্ধনি ।
 তত্রাশোকবনে সীতা রাক্ষসীতিঃ সুরক্ষিতা ॥ ৫১ ॥
 সমুদ্রমধ্যে সা লঙ্কা শতযোজনদূরতঃ ।
 দৃশ্যতে মে ন সন্দেহঃ সীতা চ পরিদৃশ্যতে ॥ ৫২ ॥

হে পক্ষিৰাজ ! শুভদায়িনী মা জানকী ! রাবণ কর্তৃক হত্যা হইয়া
 কোন স্থানে বাস করিতেছেন যদি আপনি জ্ঞাত থাকেন তবে
 প্রকাশ করুন, অঙ্গদের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃৎমানস
 সম্প্রতি কহিল--হে বানরগণ ! বহু কাল পরে প্রিয়তম ভ্রাতা
 জটায়ু বার্তা শ্রবণ কবাটিলে, অতএব সীতার অন্বেষণ কার্যে বাকা
 দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিব, কিন্তু সম্প্রতি প্রিয়তম ভ্রাতা
 জটায়ুর তর্পণ করিবার জন্য আমাকে জলাশয় সমীপে
 লইয়া চল, পরে তোমাদিগের কার্য সিদ্ধার্থ সমস্ত সম্বাদ
 বিস্তার করিয়া কহিব ; অনন্তর পক্ষিবর সম্প্রতি বানরগণ
 কর্তৃক সমুদ্রে তীরে নীত হইলে ঐ জল মধ্যে স্নান ও
 তর্পণ করতঃ পুনর্বার স্বস্থানে সমানীত হইয়া বানরগণের
 হর্ষ সমুৎপাদন করতঃ কহিলেন হে বানরগণ ! সমুদ্র মধ্য দেশে
 ত্রিকূট পর্বতোপরি লঙ্কা নামী পুরী আছে, তন্মধ্যে অশোক
 বনে রাক্ষসী বর্ত্তক পরিরক্ষিতা হইয়া রামপ্রিয়তমা সীতা বাস
 করিতেছেন, পক্ষি জাতিব দূরদৃষ্টি বশতঃ শত যোজন দূর

গৃধৃদ্বাদ দূরদৃষ্টির্মে নাত্র সংশয়িতুং ক্ষমম্ ।
 শতযোজনবিস্তীর্ণং সমুদ্রং যন্ত লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
 স এব জানকীং দৃষ্ট্বা পুনরায়াত্ততি ক্রমম্ ।
 অহমেব দুরাত্মানং রাবণং হন্তুমেসহে ॥ ৫৪ ॥
 ভ্রাতৃহস্তারমেকাকী কিন্তুপক্ষবিবর্জিতঃ ।
 যতধর্মিতি যত্নেন লঙ্ঘিতুং সরিতাম্পতিম্ ।
 ততো হস্তা রঘুশ্রেষ্ঠো রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৫৫ ॥

শতযোজনায়তং

লঙ্কাং প্রবিষ্টাথ বিদেহকন্যকাম্ ।
 দৃষ্ট্বা সমাভাষ চ বারিধিং পুন-
 স্ততুং সমর্থঃ কতমো বিচার্য্যতাম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

পথে অবস্থিতা লঙ্কাপুরী ও তন্মধ্যবর্ত্তিনী সীতাকে আমি দর্শন
 করিতে পারি অতএব সন্দেহ কর্তব্য নহে । যে জন এই শত
 যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্রে লঙ্ঘনে সমর্থ হইবে সেই সীতাকে
 দর্শন করিয়া প্রভাগমন করিতে পারিবে ; কি করি আমি পক্ষ
 বিহীন না হইলে ভ্রাতৃহস্তা দুরাত্মা রাবণকে একাকীই বিনাশ
 করিয়া যম সদনে প্রেরণ করিতাম । হে কপিগণ ! তোমরা এই
 সমুদ্রে লঙ্ঘনে যত্নবান হও আর রঘুপতি জীবামচন্দ্রে ঐ দুরাত্মা
 রাবণকে বিনাশ করুন । ৫৫ । সম্প্রতি এই শত যোজন
 বিস্তৃত বারিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিয়া রাম-
 প্রিয়তমা সীতাকে দর্শন ও সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রভাগমনে
 তোমাদিগের মধ্যে কে সমর্থ—পরস্পর বিচার করিয়া নিশ্চয়
 কর । ৫৬ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অফমোহাধ্যায়ঃ।

অথ তে কৌতুকাবিষ্ঠাঃ সম্প্রতিঃ সর্ববানরাঃ ।
 পপ্রচ্ছুর্ভগবন্ ! ক্রহি স্বমুদন্তং ত্বমাদিতঃ ॥ ১ ॥
 সম্প্রতিঃ কথয়ামাস স্বরভাস্তং পুরাকৃতম্ ।
 অহং পুরা জটায়ুশ্চ ভ্রাতরৌ কটযৌবনৌ ॥ ২ ॥
 বলেন দর্পিতাবাবাং বলজিজ্ঞাসয়া খগৌ ।
 সূর্য্যামণ্ডমপর্য্যন্তং গন্তুমুৎপতিতৌ মদাং ॥ ৩ ॥
 বহুযোজনসাহস্রং গতেী তত্র প্রতাপিতঃ ।
 জটায়ুস্তং পরিত্রাতুং পঠৈববাচ্ছাত্ত্র মোহতঃ ॥ ৪ ॥
 স্থিতোহহং রশ্মিভির্দক্ষপক্ষৌহস্মিন্ বিক্ষ্যামূর্ছনি ।
 পতিতৌ দূরপতনাম্মুচ্ছিতোহহং কপীশ্বরাঃ ॥ ৫ ॥

দিনত্রয়াং পুনঃপ্রাণসহিতৌ দক্ষপক্ষকঃ ।
 দেশং বা গিরিকূটান্ বা ন জানে ভ্রান্তমানসঃ ॥ ৬ ॥
 শনৈরুন্মীল্য নয়নে দৃষ্ট্বা তত্রাশ্রমং শুভম্ ।
 শনৈঃ শনৈরাশ্রমম্ সমীপং গতবানহম্ ॥ ৭ ॥
 চন্দ্রমা নাম মুনিরাট্ দৃষ্ট্বা মাং বিস্মিতোহবদৎ ।
 সম্প্রাতে ! কিমিদং তেহদ্য বিপক্ষং কেন বা কৃতম্ ?
 জানানি ত্বামহং পূর্ব্বমতান্তং বলবানসি ।
 দক্ষৌ কিমর্থং তে পক্ষৌ ? কথাতাং যদি মন্যসে ॥
 ততঃ স্বচেষ্টিতং সর্বং কথয়িত্বাত্তুঃখিতঃ ।
 অক্রবন্ মুনিশাদূলং দহেহহং দাববহ্নিনা ॥ ১০ ॥
 কথং ধারয়িতুং শক্তৌ বিপক্ষৌ জীবিতং ? প্রত্য
 ইত্যাভ্যুত্থা মুনিবীক্ষ্য মাং দয়াদ্রবিলোচনঃ ॥ ১১ ॥

অনন্তর বানরগণ আনন্দিত হইয়া সম্প্রতির প্রতি কহিল,
 হে পক্ষিরাজ ! আমরা আপনার পক্ষ বিহীন অবলোকনে
 বিস্মিত হইলাম, অতএব আপনি স্বকীয় রূতান্ত সকল প্রকাশ
 করিয়া আমাদের সংশয় ছেদ করুন । ১ । অনন্তর সম্প্রতি
 পুরাকৃত স্বকীয় রূতান্ত কহিতে প্রবৃত্ত হইল—পূর্ব্ব কালে
 প্রাপ্ত-যৌবন-বলদর্পিত হইয়া আমি ও ভ্রাতা জটায়ু পরস্পর
 সামর্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য সূর্য্যামণ্ডল গমনে উদ্বেগী হইয়া
 বহু সহস্র যোজন পর্য্যন্ত গমন করিলাম । অনন্তর জটায়ু প্রচণ্ড
 রবি কিরণ পরিতাপে মোহ প্রাপ্ত হইল, আমিও জটায়ুর
 ভাবন রক্ষা করিবার জন্য পক্ষদ্বয় প্রসারণ করত অগ্নি তুল্য
 সূর্য্য কিরণে দক্ষ-পক্ষ হইয়া এই বিক্ষ্যপক্ষভেদ উপরিভাগে
 পতন নিবন্ধন মুচ্ছিত হইয়া দিনত্রয় পর্য্যন্ত এইরূপ অচৈতন্য
 হইয়া ছিলাম—স্বকীয় দেশে—কি পক্ষভোগে বাস করিতেছি

জানিতে অসমর্থ ছিলাম । ২। ৩। ৪। ৫। ৬। অনন্তর আমি চৈতন্য
 প্রাপ্ত হইয়া অনতি দূরদেশে অপূর্ব্ব এক পুরী দর্শন করিয়া
 অতি ক্রেশ পুরঃসর ঐ পুরীর সমীপে গমন করিলাম । ঐ
 আশ্রমধিপতি মুনি শ্রেষ্ঠ চন্দ্রমা আমাকে দর্শন করত বিস্মিত
 হইয়া কহিলেন—হে সম্প্রাতে ! আমি পূর্ব্বক ভোমাকে
 অসীম পরাক্রম বলিয়া জ্ঞাত ছিলাম, অদ্য কি কারণে ভোমাকে
 পক্ষ বিহীন অবলোকন করিতেছি প্রকাশ কর । ৭। ৮। ৯। অনন্তর
 আমি মুনিবর চন্দ্রমার প্রতি পক্ষ দাহের কারণ সমস্ত বিবৃত
 করিয়া কহিলাম ।

হে মুনিবর ! আমি দাবানলে দক্ষ হইয়া কি প্রকারে
 জীবন ধারণ করিব ? মুনিরাজ চন্দ্রমা আমার এই কাত-
 রোক্তি শ্রবণ করিয়া দয়াদ্র চিত্তে কহিলেন, হে বৎস !

শৃণু বৎস ! বচো মেহদ্যশ্রুত্বা কুরু যথেন্সিতম্ ।
 দেহমূলমিদং তুঃখং দেহঃ কৰ্মসমুদ্ভবঃ । ১২ ॥
 কৰ্ম প্রবর্তিতে দেহেহহংবুধা পুরুষশ্চ হি ।
 অহঙ্কারস্তনাदिঃ স্তাদবিদ্যাসমুদ্ভবো জড়ঃ ॥ ১৩ ॥
 চিচ্চায়য়া সদা যুক্তস্তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎসদা ।
 তেন দেহশ্চ তাদাত্মাদেহশ্চেতনবান্ ভবেৎ ॥ ১৪ ॥
 দেহোহহমিতি বুদ্ধিঃ স্যাদাত্মানোহহঙ্কৃতে রিলাৎ ।
 তন্মূলং এষ সংসারঃ সুখদুঃখাদিসাধকঃ ॥ ১৫ ॥
 আত্মানো নির্বিকারশ্চ মিথ্যাতাদাত্ম্যতঃ সদা ।
 দেহোহহং কৰ্মকর্ত্তাহমিতি সঙ্কল্পা সৰ্বদা ॥ ১৬ ॥
 জীবঃ কৰোতি কৰ্ম্মাণি তৎফলৈর্কৰ্ম্মাধ্যতেহবশঃ ।
 উদ্ধার্থো ভ্রমতে নিতাং পাপপুণ্যাত্মকঃ স্মরম্ ॥ ১৭ ॥

কৃতং ময়াধিকং পুণ্যং যজ্ঞদানাদি নিশ্চিতম্ ।
 স্বৰ্গং গতা সুখং ভোক্তো ইতি সঙ্কল্পবান্ভবেৎ ॥
 তথৈবাধ্যাসতন্তত্র চিরং ভুক্ত্বা সুখং মহৎ ।
 ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যৰ্থাক্ অনিচ্ছন্ কৰ্ম্মচোদিতঃ ॥ ১৮ ॥
 পতিত্বা মণ্ডলে চেন্দ্রোস্ততো নীহারসংযুতঃ ।
 ভূমৌ পতিত্বা ত্রীহাদৌ বত্র স্থিত্বা চিরং পুনঃ ॥ ১৯ ॥
 ভূত্বা চতুর্বিধং ভোজ্যং পুরুষৈর্ভূজাতেঃ ততঃ ।
 রেতো ভূত্বা পুনস্তেন স্নাতৌ স্ত্রীয়োনিমিষিতঃ ॥ ২০ ॥
 যোনিরন্তেন সংযুক্তং জরায়ুপরিবেষ্টিতম্ ।
 দিনেনৈকেন কললং ভূত্বা কড়ম্বমাণুয়াৎ ॥ ২১ ॥
 তৎপুনঃ পঞ্চরাত্রেণ বৃদ্ধ দাকারতামিয়াৎ ।
 সপ্তরাত্রেণ তদপি মাংসপেশীভ্রমাণুয়াৎ ॥ ২২ ॥

মানার বক্ষায়াণ বাক্যে তস্তার্থ গ্রহণ করিয়া যাহা ইচ্ছা
 তন করিবে। হে পক্ষি রাজ! দেখ পুরুষের দেহ জন্মাই
 সমস্ত তুঃখ ভোগ হয়, এই দেহ পূর্বজন্ম কৃত কৰ্ম্ম জন্য
 দেহোহং অর্থাৎ দেহ আমি—এই রূপ জ্ঞান জন্য পুরুষের
 কৰ্ম্ম প্রবর্ত্ত হয়। কিন্তু অহঙ্কার (অর্থাৎ আমি দেহ) এই রূপ
 জ্ঞানের আশ্রয় অনাদি জীব, অজ্ঞানের আশ্রয় হইলে তাহাকে
 জড় কিম্বা অচেতন বলে। কিন্তু মায়া বিশিষ্ট জীবাত্মা অচেতন
 হইলেও শিরস্থিত জ্ঞানময় পরমাশ্রয় আত্মা সংযুক্ত হইয়া
 দেহ ও আশ্রয় অভিন্ন জ্ঞান হইলে চৈতন্য প্রাপ্ত হয়।
 যে রূপ অগ্নি সমস্ত লোহপিণ্ড অগ্নি না হইলেও অগ্নি কার্য্য
 সম্পাদনে সমর্থ হয় । ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। অহঙ্কার
 স্বর্থাৎ আমি কর্ত্তা এই রূপ জ্ঞান হইলেই আমি দেহী এইরূপ
 জ্ঞান হয়—তজ্জন্ম সুখ দুঃখাদির কারণ এই সংসার অর্থাৎ
 শরীর পরিগ্রহ হয়, নির্বিকার জীবাত্মায় ও দেহে অভিন্ন জ্ঞান
 বশতঃ আমি দেহী ও কর্ত্তা এই রূপ জ্ঞাত হইয়া পাপ
 পুণ্য কৰ্ম্মাচরণ করতঃ এই কৰ্ম্মাধীন হইয়া পাপাত্মা চিরকাল

অধোদেশে বাস করিয়া থাকে, পুণ্যাত্মা স্বৰ্গলোকে বাস করিয়া
 থাকে; আমি বল প্রকার স্বৰ্গ সাধন যজ্ঞ, দানাদি কৰ্ম্ম
 করিয়াছি তজ্জন্ম স্বৰ্গে গমন করিয়া পরম সুখ ভোগ
 করিব—জীবাত্মা এইরূপ অভিলাষ করিয়া থাকেন। পরে এই
 কৰ্ম্ম ফল স্বৰ্গ ভোগ হইলে পুণ্যকর বশত চন্দ্রমণ্ডলে
 পতিত হয়—অনন্তর চন্দ্রমণ্ডল হইতে নীহার (অর্থাৎ
 শিশির) সংযুক্ত হইয়া এই পৃথ্বী মণ্ডলে ধান্যাদি শস্য মধ্যে
 প্রবিষ্ট হয় । ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।
 অনন্তর এই শস্য নির্ম্মিত চৰ্কা, চোব্বা, লেহা, পেয় এই
 চতুর্বিধ দ্রব্যরূপে পরিণত হইয়া পুরুষ কর্ত্তক ভক্ষিত
 হইলে রক্ত (অর্থাৎ শুক্র) রূপে সমুৎপন্ন হইয়া ঋতু কালে
 যোনি মধ্যে ক্ষরিত হয়। অনন্তর শোণিত সংযুক্ত ও জরায়ু
 বেষ্টিত হইয়া এক দিনে কলল হইয়া তৃতীয় দিবসে কাঠিন্য
 প্রাপ্ত হয়। অনন্তর পঞ্চম দিবসে বৃদ্ধ দাকার, সপ্তম দিবসে
 মাংসপিণ্ড, পঞ্চদশ দিবসে এই মাংস পিণ্ড কথিত হইয়া

পক্ষমাত্রেন সা পেশী রুধিরেন পরিপ্লুতা ।

তস্যা এবাঙ্কুরোৎপত্তিঃ পঞ্চবিংশতিরাত্রিষু ॥২৪॥

গ্রীবা শিরশ্চ ক্ষুদ্রশ্চ পৃষ্ঠবংশস্তথোদরম্ ।

পঞ্চধাক্ষানি চৈকৈকং জায়ন্তে মাসতঃ ক্রমাৎ ॥২৫॥

পানিপাদৌ তথা পার্শ্বঃ কটিক্রানুস্তথৈব চ ।

মাসদ্বয়াৎপ্রজায়ন্তে ক্রমেনৈব ন চান্যথা ॥ ২৬ ॥

ত্রিভির্দ্ব্যাসৈঃ প্রজায়ন্তে অক্ষানাং সক্ষয়ঃ ক্রমাৎ ।

সর্কাকুল্যঃ প্রজায়ন্তে ক্রমান্মাসচতুষ্টয়ে ॥ ২৭ ॥

নানা কর্ণে চ নেত্রৈচ জায়ন্তে পঞ্চমাসতঃ ।

দন্তপংক্তির্নখা গুহ্যং পঞ্চমে জায়তে তথা ॥ ২৮ ॥

অক্ষাক্ষণ্যাসতশ্চিদ্রং কর্ণয়োর্ববতি ক্ষুটম্ ।

পায়ুর্মোচুপস্থং চ নাভিচাপি ভবেন্নৃণাম্ ॥ ২৯ ॥

সপ্তমে মাসি রোমাণি শিরঃ কেশান্তথৈব চ ।

বিভক্তাবয়বহং চ সর্কং সম্পদ্যতেহৃটমে ॥ ৩০ ॥

জঠরে বর্ধতে গর্ভঃ স্ত্রিয়া এবং বিহঙ্কম্ ।।

পঞ্চমে মাসি চৈতন্যং জীবঃ প্রাপ্নোতি সর্কশঃ ॥

নাভিস্থত্রাপ্পরধেণ মাতৃভুক্তান্নসারতঃ ।

বর্ধতে গর্ভগঃ পিণ্ডো ন দ্বিয়েত স্ককর্ম্মতঃ ॥ ৩১ ॥

স্বভা সর্কণি জন্মানি পূর্বকর্ম্মাণি সর্কশঃ ।

জঠরানলতপ্তোহয়মিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥

নানাযোনি সহস্রেষু জায়মানোহুবান্ ।

পুত্রদারাদিসম্বন্ধং কোটিশঃ পশুবান্ধবান্ ॥ ৩৩ ॥

কুটুম্বভরণাসক্ত্যা ন্যায়ান্যায়ৈধর্মানার্জনম্ ।

কৃতং নাকারবং দিষ্ণুচিন্ত্যং স্বপ্নেহপি দূর্তগঃ ॥ ৩৪ ॥

ইদানীং তৎকলং ভুঞ্জ্যে গর্ভভূতং মহত্তরম্ ।

অশাশ্বতে শাশ্বতবদেহে তৃণসমম্বিতঃ ॥ ৩৫ ॥

অকার্য্যাণ্যেব কৃতবান্ ন কৃতং হিতমাত্মনঃ ।

ইতোবং বহুধা দুঃখমনুভূয় স্বকর্ম্মতঃ ॥ ৩৬ ॥

পঞ্চবিংশতি দিবসে অঙ্কুরো প্রাপ্ত হয় । অনন্তর ত্রিংশদিবসে
ঐ অঙ্কুরের গ্রীবা, মস্তক, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও উদর এই পাঁচ অঙ্গে
সমুৎপন্ন হয় । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ । এবং দ্বিতীয়
মাসে হস্ত, পাদ, পার্শ্ব, কোটি ও জাহ্ন ক্রমে ক্রমে সমুৎপন্ন
হয়, তৃতীয় মাসে শরীরের সন্ধি স্থান—চতুর্থ মাসে হস্ত ও
পাদেব সমস্ত অঙ্গুলী—পঞ্চম মাসে নাসিকা, কর্ণ, নেত্র, দন্ত
শ্রেণী, নখ, গুহ্যদেশ ও গর্ভস্থপিও সমুৎপন্ন হয়, ষষ্ঠ মাসে
কর্ণের বিবর ও পায়ু উপস্থ নাভি—সপ্তম মাসে লোম, মস্তক,
বেশ—অষ্টম মাসে সমস্ত অবয়ব পৃথকরূপে সম্পন্ন হয়,
হে সম্পাতে ! এই প্রকার উদর মধ্যে গর্ভ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত
হয়, সপ্তম মাসে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নাভি স্থত্র দ্বারা মাতৃ-
ভুক্তারের সারাংশ ভোজন করত স্বীয় কর্ম্মফল ভোগের

জন্য জীবন ধারণ করে । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ ।
৩২ । জঠরানল পরিতপ্ত এই জীব পূর্ব পূর্ব জন্ম দিবসের
অর্থাৎ গর্ভ যাতনাদি ও পূর্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম অরণ করিয়া
বন্ধ্যমাণ প্রবন্ধ কাহল—আমি পাপাত্মা, পশু কীটাদি সহস্র-
যোনি ভ্রমণ করত গর্ভযাতনা দুঃখ ও পুত্রদারাদি সংসর্গ-
জন্য নানাপ্রকার যন্ত্র অনুভব করিয়াছি এবং পুত্রদারাদি
ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া সং ও অসং কষ্টাচরণ করত
ধনোপার্জন করিয়াছি কিন্তু সুখ, মোক্ষ দাতা জগদীশ্বরকে
স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই, সংপ্রতি ঐ কর্ম্মফলে অতিশয় দুঃখ
ভোগ করিতেছি এবং অনিত্য দেহে নিত্যজ্ঞান করিয়া নানা
প্রকার নিন্দিত কর্ম্মও করিয়াছি, আপনায় হিতকারক কর্ম্ম

কদা নিষ্কৃৎনং যে স্মাদ্ গৰ্ভান্নিরয়সন্নিভাৎ ।
 ইত উৰ্দ্ধং নিত্যমহং বিষ্ণুমেবানুপূজয়েৎ ॥ ৩৮ ॥
 ইত্যাদি চিন্তয়ন্ জীবো যোনিষস্তুপ্রপীড়িতঃ ।
 জায়মানোহিতিলুঃখেন নরকাৎপাতকী যথা ॥ ৩৯ ॥
 পূতিত্রণান্নিপতিতঃ কুমিরেষ ইবাশরঃ ।
 ততো বান্যাদিহুঃখানি সৰ্ব্বে এবং বিভুঞ্জতে ॥ ৪০ ॥
 ত্বয়া চৈবানুভূতানি সৰ্ব্বত্র বিদিতানি চ ।
 ন বর্ণিতানি মে গৃধ্ৰ ! যৌবনাদিষু সৰ্ব্বতঃ ॥ ৪১ ॥
 এবং দেহোহহমিত্যস্মাদভ্যাসান্নিরয়াদিকম্ ।
 গৰ্ভবাসাদিহুঃখানি ভবন্ত্যভিনিবেশতঃ ॥ ৪২ ॥
 তস্মাদেহদ্বয়াদন্যমাত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
 জাত্বা দেহাদিমমতাং ত্যক্ত্বাত্মজ্ঞানবান্ ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥
 জাগ্রদাদিবিভুক্তং সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণম্ ।
 শুদ্ধং বুদ্ধং তদা শাস্তমাত্মানমবधारয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

অর্থাৎ যাগ দানাদি শুভ কর্মমাত্রই রুত হয় নাই, এই প্রকার
 দ্বীয় কর্মধীন হইয়া বরুধা দুঃখানুভব করত, নরক সদৃশ
 গর্ভ হইতে কখন নিষ্কৃত হইয়া প্রতি দিবস জগদীশ্বরকে
 পূজা করিব, এইরূপ চিন্তা করত জীবাত্মা দুর্গন্ধ কৃত্ত বিনির্গত
 কুমির ন্যায় গর্ভ হইতে অতি দুঃখে নিঃসৃত হইয়া বান্য,
 যৌবন ও বান্ধব সমুৎপন্ন দুঃখ উপভোগ করে। হে
 সম্পাতে ! তুমি যৌবনাদি কালোৎপন্ন বর্ণনাভীত দুঃখ সমূহ
 বিশেষ রূপে বিদিত আছ, এবং “আমি দেহ” এইরূপ
 অভিন্ন জ্ঞান প্রযুক্তই নরক ও গর্ভবাসাদি দুঃখ ভোগ
 করিতে হয়, অতএব জীবাত্মা দেহ হইতে ভিন্ন নিশ্চয়
 করিয়া দেহ ও পুত্রদারাদি অনিত্য বিষয়ে মমতা পরি-
 ত্যাগ করত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ ।
 ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । এবং আমার দেহ,
 আমার পুত্র কলত্রাদি এইরূপ জ্ঞান রহিত জীব জাগ্রত, স্বপ্ন

চিদাত্মনি পরিজ্ঞাতে দৃষ্টে মোহেহজসত্তবে ।
 দেহঃ পততু বারদ্ধকর্মবেগেন তিস্ততু ॥ ৪৫ ॥
 যোগিনো ন হি দুঃখং বা সুখং বাজ্ঞানসত্তবম্ ।
 তস্মাদেহেন সহিতো যাবৎপ্রারব্ধসংক্ষয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
 ভাবন্তিষ্ঠ সুখেন ত্বং ধৃতকঞ্চুকসর্গবৎ ।
 অন্যত্রক্ষ্যামি তে পক্ষিন! শৃণু মে পরমং হিতম্ ॥ ৪৭ ॥
 ত্রেতাযুগে দাশরথিভূত্বা নারায়ণোহব্যয়ঃ ।
 রাবণস্য বধার্থায় দণ্ডকানাগমিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥
 সীতয়া ভার্যয়া সাক্ষিৎ লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ।
 তত্রাশ্রমে জনকজ্ঞাং ভ্রাতৃভ্যাং রহিতে বনে ॥
 রাবণশ্চোরবয়ীত্বা লক্ষ্মায়াং স্থাপয়িষ্যতি ।
 তস্মাঃ স্ত্রীনির্দেশাঙ্গানরাঃ পরিমার্গণে ॥ ৪৯ ॥

ও সুস্থপ্তি এই অবস্থাত্তর রহিত সত্য জ্ঞানাদির লক্ষণ—
 অর্থাৎ ভ্রমাদি শূন্য, পাপ পুণ্য বিহীন যথার্থ জ্ঞান গোচর ও
 বিষয় বাসনা শূন্য বলিয়া আত্মাকে নিশ্চয় করিবে এই জ্ঞান
 দ্বারা অজ্ঞান জনের মোহ বিনষ্ট হয়। পরে ভোক্তব্য
 প্রারব্ধ কর্ম বিদ্যমান থাকিলে এই কর্মফল ভোগ করিবার
 জন্য জীব দেহের সহিত বিদ্যমান থাকে—এ কর্মভূত হইলে
 এই সময় দেহ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতে লয় প্রাপ্ত হয়। হে
 সম্পাতে ! যেহেতু যোগীগণের অজ্ঞান জন্য দুঃখ ও পুত্র,
 কলত্রাদি দ্বারা সাধারণ সুখের অনুভব হয় না, অতএব যাবৎ
 কাল প্রারব্ধ কর্ম বিনষ্ট না হয়, তাবৎকাল দেহ ধারণ করত,
 যোগ দ্বারা তত্ত্বপরায়ণ হইয়া পরমানন্দে কালতিবাহিত কর,
 হে পক্ষিবর ! অন্য এক আশ্চর্য্য প্রবন্ধ কহিতেছি শ্রবণ কর ।

ত্রেতাযুগে ভগবান্ নারায়ণ অযোধ্যাধিপাত রাজা দশ-
 রথের পুত্র রূপে আবির্ভূত হইয়া সহচাৰিণী সীতা ও অনুল
 লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণে আগমন করিবেন—দুরাত্মা রাবণ
 এই বন মধ্যে ত্রীরাম ও লক্ষ্মণ বিহীন আশ্রম হইতে জনক
 নন্দিনী সীতাকে চোঁরের ন্যায় ছবণ করিয়া লক্ষাপুরীতে সংস্থা-

আগমিষ্যন্তি জলধেন্দ্রীরং তত্র সমাগমঃ ।
 ভূয়া তৈঃ কারণবশাদ্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥
 তদা সীতাস্থিতিং তেভ্যঃ কথয়স্ব যথার্থতঃ ।
 তদৈব তব পক্ষৌ দ্বাবুৎপৎস্তুতে পুনর্নবৌ ॥ ৫২ ॥

সম্প্রতিরূবাচ ।

বোধয়ামাস মাং চন্দ্রনামা মুনিকুলেশ্বরঃ ।
 পশ্যন্তু পক্ষৌ মে জাতৌ নূতনাবতিকোমলৌ ॥ ৫৩ ॥
 স্বস্তি বোহন্তু গমিষ্যামি সীতাং দ্রক্ষ্যথ নিশ্চয়ম্ ।
 যত্রং কুরুধং দুর্লভ্যসমুদ্রশ্চ বিলজ্জ্বনে ॥ ৫৪ ॥

পদ করিবে। অনন্তর স্মৃত্রীবেদ আদিষ্ট হইয়া বানরগণেরা সীতার
 অন্বেষণার্থ সমুদ্র তীরে সমাগত হইলে তোমার সহিত সাক্ষাৎ
 হইবে। তৎকালে জনকনন্দিনী সীতার বাসস্থান বানরগণকে
 জানাইবা মাত্র তোমার নূতন পক্ষদ্বয় সমুৎপন্ন হইবে । ৪৪।৪৫।
 ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১।

সম্প্রতি কহিল—মুনিবর চন্দ্রমা আমাকে এইরূপ বাক্য
 কহিয়া ছিলেন। হে বানরগণ! তোমরা দেখ ঐ মুনির বাক্য-
 নুসারে সম্প্রতি আমার নূতন, অতি কোমল পক্ষদ্বয় সমুৎপন্ন
 হইয়াছে, এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি এস্থান
 হইতে অন্তর্হিত হইলাম। তোমরা এই দুর্লভ্য সমুদ্র

যন্তামম্মতিমাত্রতোহপরি-
 মিতং সংসারবারাংনিধিং
 তীর্থা গচ্ছতি দুর্জনোহপি
 পরমং বিষ্ণোঃ পদং শাস্ত্রতম্ ।
 তস্মৈব স্থিতিকারিণস্ত্রিজগতাং
 রামশ্চ ভক্তাঃ প্রিয়াঃ
 যয়ং কিং ন সমুদ্রমাত্রতরণে
 শক্তাঃ কথং ? বানরাঃ ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

লজ্জনে চেষ্টা করত জলধি সমুত্তীর্ণ হইয়া সীতাকে নিশ্চয়ই
 দর্শন করিবে। যে শ্রীরামের নাম স্মরণ করিবা মাত্র
 সংসার সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া পাপায়া ও সনাতন বিষ্ণুপদ
 লাভ করিয়া থাকে, হে বানরগণ! ঐ ত্রিজগৎ পাতা শ্রীরামের
 প্রিয়তম ভক্ত হইয়াও কি এই ক্ষুদ্র জলধি অবতরণে সক্ষম
 হইবে না? ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোঃধ্যায়ঃ।

গতে বিহায়স। গৃধ্রাজে বানরপুঞ্জবাঃ ।
 হর্ষণে মহতা বিক্কাঃ সীতা-দর্শনলালসাঃ ॥ ১ ॥
 উচুঃ সমুদ্ভূতং পশ্যন্তো নক্রচক্রভয়ঙ্করম্ ।
 তরঙ্গাদিতিক্রমদ্রুমাশামিব দুর্গ্রহম্ ॥ ২ ॥
 পরস্পরমবোচনৈ কথমেনং তরামহে ।
 উবাচ চান্দনস্ত্র শৃণুধ্বং বানরোত্তমাঃ ! ॥ ৩ ॥
 ভবন্তোহিতান্তবলিনঃ শূরাশ্চ কৃতবিক্রমাঃ ।
 কো বাত্র বারিধিং তীত্বা রাজকার্য্যং করিষ্যতি ?
 এতেষাং বানরাণাং সঃ প্রাণদাতা ন সংশয়ঃ ।
 অতোত্তীর্ণতু মে শীঘ্রং পুরতো যো মহাবলঃ ॥ ৫ ॥
 বানরাণাং চ সর্বেষাং রামমুখ্যীবয়োরাপি ।
 স এব পালকো ভূয়ান্নাত্র কার্য্যং বিচারণা ॥ ৬ ॥
 ইত্যুক্তে যুবরাজেন তুষীং বানরসৈনিকাঃ ।
 আসন্নোচুঃ কিঞ্চিদপি পরস্পরবিলোকিনঃ ॥ ৭ ॥

পক্ষি-রাজ সম্প্রতি বিমান-মার্গে গমন করিলে সীতা-দর্শন-
 লালসা বানরগণ ছুটি চিহ্ন হইল এবং নক্রাদি নানা জলচরা-
 কীর্ণ ভয়ানক ও আকাশের নায় অপার ভুলঙ্ঘ্য সমুদ্র-
 দর্শন করিয়া বানরগণ পরস্পর কহিল—আমরা কি প্রকারে
 এই ভুলঙ্ঘ্য মহাসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইব। যুবরাজ অঙ্গদ কহিলেন,
 হে বানরগণ! শ্রবণ কর—মহাবল পরাক্রম ভোমাদিগের
 মধ্যে কোন্ বীর সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া সীতা-দর্শনরূপ রাজ-
 কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবে? অতএব যে বীর
 আমার সম্মুখে শীঘ্র উপস্থিত হইবে, সেই এই সমস্ত বানর-
 দিগের নিশ্চয় প্রাণ রক্ষা করিবে, এবং প্রাণ প্রিয়তম।

অঙ্গদ উবাচ ।

উচ্যতাং বৈ বলং সর্বৈঃ প্রত্যেকং কার্য্যসিদ্ধয়ে ।
 কেন বা সাধ্যতে কার্য্যং জানীমস্তদনন্তরম্ ॥ ৮ ॥
 অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রোচুর্বারা বলং পৃথক্ ।
 যোজনানাং দশারত্য দশোত্তরগুণং জগুঃ ॥ ৯ ॥
 শতাদর্শাগ্জাম্ববাংস্ত প্রাহ মধ্যে বনৌকসাম্ ।
 পুরা ত্রিবিক্রমে দেবে পাদং ভূমানলক্ষণম্ ॥ ১০ ॥
 ত্রিঃসপ্তকুড়োহহমগাং প্রদক্ষিণবিধানতঃ ।
 ইদানীং বাধকগ্রস্তো ন শক্লোমি বিলজ্জিতুম্ ॥ ১১ ॥

জানকীর বিরহানল-পরিতপ্ত-হৃদয় জীরামের ও তৎসং-
 স্রুতীর প্রাণ রক্ষক হইবে। বানরগণ যুবরাজ অঙ্গদের
 এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর মুখাবলোকন করত বাক্য
 শূন্য হইয়া উপবিষ্ট হইল। ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।

বানরগণকে বাক্য রহিত দর্শন করিয়া অঙ্গদ পুনর্বার
 কহিলেন—হে বানরগণ! এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে
 কোন্ বীরের কতিপয় যোজন উল্লঙ্ঘনে সামর্থ্য তাহা প্রকাশ
 কর। কপিগণ যুবরাজ অঙ্গদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
 প্রত্যেক বানর স্ব স্ব সামর্থ্য প্রকাশ করত কেহ দশ যোজন,
 কেহ বিংশতি যোজন, কেহ ত্রিংশৎ যোজন লঙ্ঘনে সামর্থ্য
 প্রকাশ করিল; এইরূপ ক্রমে দশ যোজনোদ্ধিক লঙ্ঘনে সামর্থ্য
 প্রকাশ করত নবতি যোজন পর্য্যন্ত লঙ্ঘনে সামর্থ্য প্রকাশ
 করিল, তন্মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত জাম্ববান্ কহিল—হে
 অঙ্গদ পূর্বকালে দৈত্যরাজ বলিকে ছল করিবার জন্য ভগ-
 বান্ পূর্বোক্তম পৃথিবী পরিমিত চরণ বিস্তৃত করিয়াছিলেন,
 ঐ সময় আমি পৃথিবীকে একবিংশতি বার প্রদক্ষিণ করত

অঙ্গদোহপ্যাহ মে গন্তুং শকাং পারং মহোদধেঃ ।

পুনর্লঙ্ঘনসামর্থ্যাং ন জানাম্যস্তি বা নবা ॥ ১২ ॥

তমাহ জাম্ববান্নীরস্ত্বং রাজা নো নিষামকঃ ।

ন বৃন্তং ত্বাং নিষোক্তুং মে ত্বং সমর্থোহপি যদ্যপি

অঙ্গদ উবাচ ।

এবং চেৎপূর্বং সর্কে স্বপ্ন্যামো দত্তবিক্টরে ।

কেনাপি ন কৃতং কার্য্যং জীবিতুং চ ন শকাতে ॥

তমাহ জাম্ববান্নীরো দর্শয়িষ্যামি তে স্মৃত ! ।

যেনাস্মাকং কার্য্যসিদ্ধির্ভবিষ্যত্যচিরেন চ ॥ ১৫ ॥

ইত্যুক্ত্বা জাম্ববান্ প্রাহ হনুমন্তমবস্থিতম্ ।

হনুমন্ ! কিং রহস্যুক্ষীং স্থীয়তে কার্য্যগৌরবে ॥ ১৬ ॥

প্রাপ্তোহজ্ঞেনেব সামর্থ্যং দর্শয়াদ্য মহাবল !

ত্বং সাক্ষাদ্ভায়ুতনয়ো বায়ুত্বলাপরাক্রমঃ ॥ ১৭ ॥

রামকার্য্যার্থমেব ত্বং জনিতোহসি মহাত্মনা ।

জাতমাত্রেণ তে পূর্বং দৃষ্টোদ্ধাত্ত্বং বিভাবনুম্ ॥ ১৮ ॥

পকং ফলং জিহ্বক্ষামীত্বাৎপ্লুতং বালচেষ্ঠয়া ।

যোজনানাং পঞ্চশতং পতিতোহসি ততো ভুবি ॥ ১৯ ॥

অতস্ত্বদলমাহাত্ম্যং কো বা শক্লোতি বর্ণিতম্ ।

উত্তিষ্ঠ কুরু রামস্ত কার্য্যং নঃ পাহি স্মৃততঃ ॥ ২০ ॥

শ্রুত্বা জাম্ববতো বাক্যং হনুমান্তিহর্ষিতঃ ।

চকার নাদং সিংহস্য ব্রহ্মাণ্ডং স্ফোটয়ন্নিব ॥ ২১ ॥

বভূব পর্ষতাকারস্ত্রিবিক্রম ইবাপরঃ ।

লঙ্ঘয়িত্বা জলনিধিং কৃত্বা লঙ্কাং চ ভাস্মসাৎ ॥ ২২ ॥

প্রণাম করিয়াছিলাম, সম্প্রতি বার্ষিক সময় বলিয়া শত যোজন সমুদ্রে লঙ্ঘন করিতেও সামর্থ্য হয় না। পরে যুবরাজ অঙ্গদ স্বয়ং কহিলেন আমি এই সমুদ্রে উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ বটে কিন্তু প্রতিলঙ্ঘন করিতে সমর্থ কি না তাহা নিশ্চয় কহিতে পারি না। অনন্তর জাম্বুবান্ অঙ্গদকে কহিল—হে যুবরাজ! আপনি আমাদিগের নিয়োগ কর্তা রাজা, আপনি যদ্যপি এই সমুদ্রে লঙ্ঘনে সমর্থ হন তথাপি আপনাকে নিয়োগ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩।

মহাবল পরাক্রমশালী বানরগণ বারিধি লঙ্ঘনে অসমর্থ হইলে যুবরাজ অঙ্গদ হুঃখিতান্তঃকরণে কহিলেন, হে বানরগণ! সম্প্রতি আমরা সমস্ত মিলিত হইয়া দর্ভবিক্টরে প্রায়োপবেশন করতঃ নিশ্চয় জীবন পরিত্যাগ করিব। অনন্তর জাম্বুবান্ যুবরাজকে নানা প্রকার আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া কহিল, হে বৎস! অচির কাল মধ্যে এই সমুদ্রে উল্লঙ্ঘন দক্ষ বীরবর তোমার সমুখে উপস্থিত হইবে এই যাত্রা বলিয়া হনুমানকে কহিল—হে মহাবল! তুমি বায়ু তনয় বায়ু ত্বল্য পরাক্রমশালী এবং রাম কার্য্য সম্পাদনার্থেই ক্রম প্রেহণ করিষ্যছ,

হে হনুমান্! তুমি জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র বালস্বভাব বশত তামস্রনাশক সহস্রাংশুকে পক ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে অভিলাব করিয়া পঞ্চশত যোজন উল্লঙ্ঘন করতঃ পৃথিবীতে পতিত হইয়া ছিলে অতএব কোন ব্যক্তি তোমার বল মহাত্ম্য বর্ণন করিতে সক্ষম হয়? হে স্মৃতত! তুমি গাত্রোন্ধান কব এবং সমুদ্রে লঙ্ঘন রূপ রাম কার্য্য সম্পাদন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। পবন নন্দন হনুমান মুস্ত্রিবর জাম্বুবানের কাব্য শ্রবণ কবিত্বা যার পর নাই আনন্দিত হইলে ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কেদক সিংহনাদের ন্যায় ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিল, অনন্তর বামন রূপী বিষ্ণুর ন্যায় পর্ষতাকার পল্লিগ্রহ পূর্বক কহিল এই হ্রস্বা মহানিধি অবলীলাক্রমে উল্লঙ্ঘন পূর্বক রাবণের লঙ্কাপুরী ভস্মভূতা করিব; অতঃপর ঐ হ্রস্বাকে সবংশে বিনাশ করিয়া জনক হৃদিতা রাম দক্ষিতাকে আনয়ন করিব।

বাবণং সকুলং হস্তানেষো জনকনন্দিনীম্ ।
 রত্না বন্ধু গলে রজ্জ্বা বাবণং বামপাণিনি ॥ ২৩ ॥
 লক্ষ্যং সপর্ষিতাং ধৃত্বা রামস্যাগ্রে ক্ষিণামাহম্ ।
 যদ্বা দৃষ্টে ব বাসামি জানকীং শুভলক্ষণাম্ ॥ ২৪ ॥
 শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং জাম্ববানিদমব্রবীৎ ।
 দৃষ্টে বাগচ্ছ ভদ্রং তে জীবন্তীং জানকীং শুভাম্ ।
 পশ্চাদ্রামেণ সহিতো দর্শয়িষ্যসি পৌরুষম্ ।
 কল্যাণং ভবতাত্তদ্ব ! গচ্ছ তন্তে বিহারসাম্ ॥ ২৬ ॥
 গচ্ছন্তুং রামকার্যার্থং বায়ুস্ত্রামনুগচ্ছতু ।

ইত্যশীর্তিঃ সমাগন্ত্য বিসৃষ্টঃ প্লবগাধিপৈঃ ॥ ২৭ ॥
 মহেন্দ্রাদ্রিশিরো গত্বা বভূবাহু তদর্শনঃ ॥ ২৮ ॥
 মহানগেন্দ্রপ্রতিমো মহাত্মা
 সুবর্ণবর্ণোহরুণচাক্রবক্তুঃ ।
 মহাফণীন্দ্রাত্মদীর্ঘবাহু-
 র্জাতাত্মজোহৃদস্থত সর্বভূতৈঃ ॥ ২৯ ॥
 ইতি শ্রীমদধ্যাতুরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ।

করিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে আনয়ন করিব অথবা বাবণের
 গলদেশে রজ্জ্ব বন্ধন করিয়া বাম হস্তে লক্ষ্যপূরী
 ধারণ কবত শ্রীরাম সমীপে নিক্ষেপ করিব, অথবা
 শুভলক্ষণা জগন্মাতা সীতাকে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিব
 ২৩।২২২০।২৪। মন্ত্রিবর অতুল বিক্রমশালী পবন-নন্দনের
 এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, হে হনুমন ! রাম-প্রিয়তমা
 সীতাকে দর্শন করিয়াই প্রত্যাগমন কর—তোমার মঙ্গল হউক;
 পবে শ্রীরামের সহিত মিলিত হইয়া বল পরাক্রমজানাইবে এবং
 রাম কাব্য সম্পাদনাথ অংকাশ পথে গমন সময়ে অতুল

বলশালী পবন তোমার অঙ্গুগামী হইয়া সমুদ্র উল্লঙ্ঘনে সাহায্য
 করুন, আমি এই আশীর্বাদ করি। অনন্তর পবন তনয় মহেন্দ্র-
 পর্বতের উপরি ভাগে গমন করিয়া আরক্তিম বদন, ভূজঙ্গ
 সদৃশ বাহু যুগল ও পল্লভ প্রায় শরীর ধারণ করত নক্ষত্রাদি
 রণে অদৃত রূপ প্রদর্শন করাইল ২৫।২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

ইতি শ্রীমদধ্যাতুরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাতুরামায়ণে কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ ।

সুন্দরা কাণ্ডম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শতযোজনবিস্তীর্ণং সমুদ্রং মকরালয়ম্ ।

লিলঙ্ঘয়িস্থিরানন্দসন্দোহো মারুতান্নজঃ ॥ ১ ॥

ধাত্তা রাম পরাঙ্গানমিদং বচনমব্রবীৎ ।

পশ্যন্তু বানরাঃ সর্কে গচ্ছন্তু মাং বিহারস্য ॥ ২ ॥

অমোঘং রামনিমুক্তং মহাবাগমিবাখিলাঃ ।

পশ্যাম্যন্তৌব রামস্ত পত্নীং জনকনন্দিনীম্ ॥ ৩ ॥

কৃতার্থোহহং কৃতার্থোহহং পুনঃ পশ্যামি রাঘবম্ ।

প্রাণপ্রয়াণসময়ে যস্য নাম সঙ্কৎ স্মরন্ ॥ ৪ ॥

নরস্তীর্ণা ভবান্ত্রোধিমপারং যাতি তৎপদম্ ।

কিং পুনশ্চ দূতোহহং তদঙ্গাঙ্গুলিমুদ্রিকঃ ॥ ৫ ॥

তমেব হৃদয়ে ধ্যাত্বা লঙ্ঘয়াম্যঙ্গাবরিধিম্ ।

ইত্যুক্ত্বা হনুমান বাহু প্রসার্যন্তবালধিঃ ॥ ৬ ॥

ঋজুগ্রীবোর্চ্ছদৃষ্টিঃ সম্মাকুঞ্চিতপদদ্বয়ঃ ।

দক্ষিণাভিমুখতূর্ণং পুষ্পবেহনিলবিক্রমঃ ॥ ৭ ॥

আকাশান্তরিতং দেবৈবীক্ষ্যমাণো জগাম সঃ ।

দৃষ্ট্বাহনিলসুতং দেবা গচ্ছন্তু বায়ুবেগতঃ ॥ ৮ ॥

পরীক্ষণার্থং সত্ত্বস্ত বানরশ্চেদমব্রবন্ ।

গচ্ছন্তেষ মহাসত্ত্বো বানরো বায়ুবিক্রমঃ ॥ ৯ ॥

লঙ্কাং প্রবেষ্টুং শক্তো বা ন বা জ্ঞানীমহে বলম্ ।

এবং বিচার্য নাগানাং মাতরং সুরসাত্তিধাম্ ॥ ১০ ॥

অত্রবীন্দেবতারন্দঃ কৌতুহলসমস্থিতঃ ।

গচ্ছ ত্বং বানরেন্দ্রস্য কিঞ্চিদ্ভিষ্মং সমাচর ॥ ১১ ॥

মহাদেব পার্শ্বতীকে কহিলেন—শতযোজন বিস্তীর্ণ জলধি সমুদ্রওঘনে অভিলাষ করিয়া পবন তনয় পরমাত্মা শ্রীরামকে চিন্তা করত বক্ষ্যমাণ প্রবক্ত কহিল—হে বানরগণ! আমি অব্যর্থ শ্রীরাম বাণ স্বরূপ আকাশ পথগামী হইয়াছি অবলোকন কর, আমি অদ্যই জনক নন্দিনী সীতাকে দর্শন করিয়া পুনর্বার পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন পূর্বক জীবনকে ধন্যবাদ প্রদান করিব, যে রাঘবের নাম একবার মাত্র স্মরণ করিলে প্রাণ প্রয়াণ সময়ে পাঁপাত্মাও অপার ভবসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া তৎপাদপদ্ম পরিপ্রাপ্ত হয়—সেই ভগবান্ চন্দ্রের করাসুস্রীয়ক যুক্ত এ দাস তৎপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া এই

কিঞ্চিংকর বারিধি উল্লঙ্ঘনে কি অসমর্থ হইবে? অনীল বিক্রম পবন তনয় এই বাক্য বলিয়া প্রসারিত বাহু যুগল, সুদীর্ঘ লাঙ্গল উল্লঙ্ঘনে সঞ্চালন পূর্বক উর্দ্ধ দৃষ্টে ও আকৃষ্ট পাদ যুগলে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া উল্লঙ্ঘন করিল। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। অনন্তর মহাবল পরাক্রম বাহু তনয়কে আকাশ পথে বায়ুবেগে গমন করিতে অবলোকন করিয়া, দেবগণ নাগমাতা সুরসাকে কহিলেন—ঐ নিবিড় মেঘ সদৃশ বানর প্রাচীর বেকিতা ও সহজ সহজ বীরগণ পরিরক্ষিতা লঙ্কা পুরী প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার

জাত্বা তস্যা বলং বুদ্ধিং পুনরেহি ত্বরান্বিতা ।
 ইত্যুক্তা সা যযৌ শীঘ্রং হনুমদ্বিশ্বকারণাৎ ॥ ১২ ॥
 আরত্যা মার্গং পুরতঃ স্থিত্বা বানরমব্রবীৎ ।
 এহি মে বদনং শীঘ্রং প্রবিশস্ব মহামতে ! ॥ ১৩ ॥
 দেবৈস্ত্বং কল্পিতো তক্ষঃ কুখাসম্পীড়িতাত্মনঃ ।
 তাম'হ হনুমান্নাতরুহং রামস্য শালনাৎ ॥ ১৪ ॥
 গচ্ছামি জানকীং দ্রষ্টুং পুনরাগম্য সত্তরঃ ।
 রামায় কুশলং তস্যাঃ কথয়িত্বা ত্বদাননম্ ॥ ১৫ ॥
 নিবেক্ষ্য দেহি মে মার্গং সুরসায়ৈ নমোঽস্তু তে ।
 ইত্যুক্তা পুনরেবাহ সুরসা কুখিতাত্মাহম্ ॥ ১৬ ॥
 প্রবিশ্য গচ্ছ মে বক্ত্রং নোচেস্ত্বাং তক্ষয়ামাহম্ ।
 ইত্যুক্তো হনুমানাহ মুখং শীঘ্রং বিদারয় ॥ ১৭ ॥

প্রবিশ্ব বদনং তেহস্ত গচ্ছামি ত্বরান্বিতঃ ।
 ইত্যুক্তা যোজনান্যামদেহো ভূত্বা পুরস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥
 দৃষ্ট্বা হনুমতো রূপং সুরসা পঞ্চযোজনম্ ।
 মুখং চকার হনুমান্ দ্বিগুণং রূপমাদধৎ ॥ ১৯ ॥
 ততশ্চকার সুরসা যোজনানান্ চ বিংশতিম্ ।
 বক্ত্রং চকার হনুমাংস্ত্রিংশদ্যোজনসম্মিতম্ ॥ ২০ ॥
 ততশ্চকার সুরসা পঞ্চাশদ্যোজনায়তম ।
 বক্ত্রং তদা হনুমাংস্ত বভূবাক্ষুষ্ঠসম্মিতঃ ॥ ২১ ॥
 প্রবিশ্ব বদনং তস্যাঃ পুনরেত্য পুরস্থিতঃ ।
 প্রবিষ্টো নির্গতোহহং তে বদনং দেবি ! তে নমঃ ॥
 এবং বদন্তং দৃষ্ট্বা সা হনুমন্তমথাহব্রবীৎ ।
 গচ্ছ সাধয় রামস্য কার্য্যং বুদ্ধিমতাস্বর ! ॥ ২৩ ॥

জনা তুমি কিঞ্চিরিঙ্গ সমাচরণ কর । ৮ : ১০ : ১১ । এই
 বানরের বল বুদ্ধি ও পরাক্রম জ্ঞাত হইয়া অবিলম্বে পুনরাগমন
 করিবে ; সুরসা দেব বাঁকা শ্রবণ করিয়া মাকৃতির আকাশ পথ
 সংকল্প করত অবস্থান করিয়া হনুমানকে কহিল—হে মহামতে !
 আমার বিস্তীর্ণ মুখ বিবরে শীঘ্র প্রবেশ কর, দেবগণ তোমাকে
 কুখা পীড়িত জনের ভক্ষ দ্রব্য বলিয়া করনা করিয়াছেন। মাকৃতি
 সুরসার এই বাঁকা শ্রবণ করিয়া কহিল—হে ষাভঃ ! আমি
 জগৎ পিতা ঈরামের আদিষ্ট হইয়া জানকী সন্দর্শনার্থ গমন
 করিতেছি, সত্তর প্রভাগমণ করত দাশরথিকে জানকীর মঙ্গল
 বার্তা অবগত করাইয়া তোমার মুখ বিবরে প্রবেশ করিব ;
 সন্ততি আমার পথ সম্বরণ নিশ্চয় ককন আপনাকে প্রণাম করি
 মাকৃতির এই বাঁকা শ্রবণ করিয়া পুনর্বার সুরসা কহিল—হে
 হনুমন্ ! আমি অত্যন্ত কুখাপীড়িতা—আমার মুখ মধ্যে প্রবেশ
 করিয়া লঙ্কাপুরী গমন কর, তাহা না করিলে নিশ্চয় তোমাকে
 ভক্ষণ করিয়া আমার কুখানল নির্মাপন করিব । ১২ । ১৩ ।
 ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ ।

বীরবর সুরসার এই বাঁকা শ্রবণ করিয়া কহিল—হে
 সুরসে ! আপনি মুখ প্রসারণ করুন আমি সত্তর মুখ প্রবেশ
 করিয়া লঙ্কাপুরী গমন করিব। অনন্তর সুরসা কপিবরের
 শরীর পরিমাণ দর্শন করিয়া পঞ্চ যোজন পরিমাণ মুখ
 প্রসারণ করিলেন, বীরবর হনুমান্ ও তদর্শনে দশ যোজন
 বিস্তীর্ণ শরীর ধারণ করিল, সুরসা বিংশতি যোজন মুখ বিস্তার
 করিলে মহাবীর পবন কুমার ত্রিংশ যোজন পরিমিত শরীর
 ধারণ করিল। অনন্তর সুরসা পঞ্চ যোজন মুখ বিস্তীর্ণ করিলে
 কুশাঐক বুদ্ধি সূচতুর পবন তনয় হনুমান অক্লান্ত পরিমিত
 সূর্য দেহ ধারণ করত সুরসার অনির্কটনীর মুখ বিবরে
 প্রবেশ পূর্বক পুনর্বার নির্গত ও সুরসার সমুখে উল্লিখিত
 হইয়া প্রণাম করিল। অনন্তর সুরসা কপিবরের বল ও
 চতুরতা অবগত হইয়া সর্বে কহিলেন—হে সুরবৃদ্ধে ! তুমি সত্তর
 গমন করিয়া অচির কালেই রাম কার্য্য সম্পাদন কর। হে

দেবৈঃ সম্প্রসিদ্ধাঃ তে বলং জিজ্ঞাসুঃ কপে । নানামনিময়ৈঃ শকৈঃ স্তম্বোপরি নরাকৃতিঃ ।
 দৃষ্ট্বা সীতাং পুনর্গহা রামং দ্রক্ষ্যামি গচ্ছ ভো ! ॥ প্রাহ যাস্তং হনুমন্তং মৈনাকোহহং মহাকপে ! ॥
 ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ দেবলোকং বায়ুস্থতঃ পুনঃ । সমুদ্রেন সমাদিকল্পদ্বিশ্রাম্য মাৰুতে ! ।
 জগাম বায়ুমার্গেণ গরুড়ানিব পক্ষিরাট ॥ ২৫ ॥ আগচ্ছামৃতকল্পানি জঙ্ঘা পক্ষুণ্যানি মে ॥ ৩১ ॥
 সমুদ্রোহপ্যাহ মৈনাকং মণিকঙ্কণপর্কতম্ । বিশ্রাম্যাত্র কণং পশ্চাদ্ গমিষ্যামি যথাসুখম্ ।
 গচ্ছতোষ মহাসত্ত্বো হনুমান্মরুতান্নাজঃ ॥ ২৬ ॥ এবমুক্তোহথ তং প্রাহ হনুমান্মরুতান্নাজঃ ॥ ৩১ ॥
 বামসা কার্য্যনিদ্ব্যর্থং তস্য ত্বং সর্চিবো ভব । গচ্ছতো রামকান্যার্থং তক্ষণং মে কথং ভবেৎ ? ।
 সগতৈরধিবিতো যস্মাৎ পুরাং সাগরোহভবম্ ॥ ২৭ ॥ বিশ্রামো বা কথং মে স্যাৎ ? গন্তব্যং ত্বরিতং ময়া ॥
 তস্যাহুয়ে বভূবাসৌ রামো দাশরথিঃ প্রভুঃ । ইত্যুক্ত্বা স্পৃষ্টশিখরং করাগ্রাণ যযৌ কপিঃ ।
 তস্য কার্য্যানুসিদ্ধ্যর্থং গচ্ছতোষ মহাকপিঃ ॥ ২৮ ॥ কিঞ্চিদূরং গতস্যাসা ছায়াং ছায়াগ্রহোহগ্রহীৎ ॥
 ত্রমুত্তিষ্ঠ জলান্ত গৎ ত্বয়ি বিশ্রাম্য গচ্ছতু । সিংহিকা নাম সা ঘোরা জলমধো স্থিতা সদা ।
 স তথৈতি প্রাদুরভ্জলমধ্যান্মহোন্নতঃ ॥ ২৯ ॥ আকাশগামিনাং ছায়ামাত্রম্যাক্রুবা তক্ষয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

কপিবর! তোমার বল বীৰ্য্য পরীক্ষার্থ আমি দেবগণ কর্তৃক
 প্রেরিত হইয়া আগমন করিয়াছি, তোমার বিষাচরণ করিবার
 জন্য সমাগতা হই নাই। তুমি জগন্মাতা সীতাকে দর্শন
 করিয়া প্রত্যাগমন করত স্ত্রীরামকে দর্শন করিবে । ১৮ ।
 ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । সুরমা এই বাক্য বলিয়া
 দেবলোকে গমন করিলেন, অনন্তর মহাবল সম্পন্ন হনুমান্
 পদপতি গরুড়ের ন্যায় আকাশ পথে গমন করিল । পরে
 পশ্চিমধো আকাশ পথগামী মাকতিকৈ দর্শন করিয়া সরিৎ-
 পতি মণি কঙ্কণময় মৈনাকের প্রতি কহিলেন—হে গিরিবর
 মৈনাক! সগর বংশ সমুৎপন্ন রঘুপতির কার্য্য সিদ্ধার্থ বায়ু
 তনয় লঙ্কাপুত্রী গমন করিতেছেন, আমিও এই সগর রাজ কর্তৃক
 বর্জিত হইয়াছি । ২৫ । ২৬ । ২৭ । অতএব তুমি অতি সহর
 মহাসত্ত্ব মাক্তির বিশ্রামার্থ সমুখিত হও, মাকতি তোমার
 উপরিভাগে বিশ্রাম পূর্বক গমন করুন । গিরিবর জলধির
 অঙ্গা বহন করত জলমগ্ন হইতে নানা মণিময়শৃঙ্গ স্রবশো-

ভিত সমুখিত হইয়া এই পর্বতের উপরিভাগে নর রূপ ধারণ
 পূর্বক আকাশ পথে দ্রুতগামী মাকতিকৈ কহিল, হে কপিবর!
 আমি মৈনাক জলধি কর্তৃক উপদ্রষ্ট হইয়া তোমার বিশ্রামার্থ
 জল হইতে উখিত হইয়াছি, তুমি এস্থানে আগমন করিয়া
 অমৃত ময় কল মূল্যাদি ভোজন করত কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম
 করিয়া যথা মুখে গমন কর । বায়ু তনয় মৈনাকের এই রূপ
 বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—হে গিরিবর! আমি রাম কাষ্য
 সম্পাদনার্থ আগত হইয়াছি, কৃতকার্য্য না হইয়া আমার ভক্ষণ
 ও বিশ্রাম কোন প্রকার উপযুক্ত নহে; এই বলিয়া গিরি-
 বরের সম্মান রক্ষার্থ হস্ত দ্বারা মৈনাক স্পর্শ করত মাকতি
 গমন করিল । অনন্তর কিয়দূর গমন করিলে জলধি নিবা-
 সিনী সিংহিকা রাক্ষসী আকাশগামী মাক্তির ছায়া আকর্ষণ
 করত ভক্ষণে উদ্যতা হইল । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ ।
 অনন্তর মহাবল হনুমান্ এই সিংহিকা কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া
 সবিস্ময়ে মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিল যে কোন দিগ-

তয়া গৃহীতো হনুমাংচ্চিত্তয়ামাস বীর্যবান্ ।
 কেনেদং মে ক্লুতং বেগরোধনং বিঘ্নকারিণা ॥ ৩৬
 দৃশ্যতে নৈব কোহপ্যত্র বিস্ময়ো মে প্রজায়তে ।
 এবং বিচিন্ত্য হনুমান্দোধৃষ্টিং প্রসারয়ৎ ॥ ৩৭ ॥
 তত্র দৃষ্ট্বা মহাকায়াং সিংহিকাং ঘোরকপিণীম্ ।
 পপাত সলিলে তুর্গং পদ্ম্যামেবাহনক্রবা ॥ ৩৮ ॥
 পুনরুৎপ্লুত্যা হনুমান্ দক্ষিণাভিমুখো যযৌ
 ততো দক্ষিণমাসাদ্য কূলং নানাকলজ্জমম্ ॥ ৩৯ ॥
 নানাপক্ষিমৃগাকীর্ণং নানাপুষ্পলতারতম্ ।
 ততো দদর্শ নগরং ত্রিকূটাচলমূর্দ্ধনি ॥ ৪০ ॥
 প্রাকারৈর্ধ্বচ্ছতির্যুক্তং পরিখাভিশ্চ সর্ষতঃ ।
 প্রবেক্ষ্যামি কথং লঙ্কাং? ইতি চিন্তাপরোহতবৎ

রাত্রৌ বেক্ষ্যামি সূক্ষ্মাহং লঙ্কাং রাবণপালিতাম
 এবং বিচিন্ত্য তত্রৈব স্থিত্বা লঙ্কাং জগাম সঃ ॥৪২॥
 ধৃত্বা সূক্ষ্মং বপুর্দ্বারং প্রবিবেশ প্রতাপবান্ ।
 তত্র লঙ্কাপুরীং সাক্ষাদ্রাক্ষসীবেশধারিণী ॥ ৪৩ ॥
 প্রবিশন্তং হনুমান্তং দৃষ্ট্বা লঙ্কা ব্যতর্জয়ৎ ।
 কস্তং বানররূপেণ মামনাদৃত্য লঙ্কিনীম্ ॥ ৪৪ ॥
 প্রবিশ্ব চোরবদ্রাত্রৌ কিং ভবান্ কর্তু মিচ্ছতি ?
 ইতুক্ত্বা রোষতাস্ত্রাক্ষী পাদেনাভিজঘান তম্ ॥৪৫॥
 হনুমানপি তাং বামমুষ্টিনাবজ্জয়াহনৎ ।
 তদৈব পতিতা ভূমৌ রক্তমুদমতী ভূশম্ ॥ ৪৬ ॥
 উথায় প্রাহ সা লঙ্কা হনুমন্তং মহাবলম্ ।
 হনুমন্! গচ্ছ ভদ্রং তে জিতা লঙ্কা তয়ানঘ! ॥৪৭॥
 পুরাহং ব্রহ্মণা প্রোক্তা হ্যকীর্ষিত্যতিপর্যয়ে ।
 ত্রেতাযুগে দাশরথী রামো নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥৪৮॥

কারী গমন পথ অবলম্বন করিল, কই এখানেতে কাহাকেও অব-
 লোকন করিতে হিনা! অনন্তর অধোভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ
 করিয়া দেখিল পর্বতাকার সদৃশী—ঘোর রূপিণী সিংহিকা
 নাম্নী এক রাক্ষসী তাহার গতিরোধ করিয়াছে, অতঃপর ত্বরিত
 পদে সাগর সলিল মধ্যে পতিত হইয়া মহাবীৰ্য্য হনুমান্
 দৃঢ় পদাঘাতে ঐ রাক্ষসীকে শমন ভবনে প্রেরণ করিল। পরে
 হনুমান সমুদ্র পারের উত্তীর্ণ হইয়া বিবিধ সুপক ফল-ভারাবনত
 পাদপ ও নানা বিহঙ্গম সমাকীর্ণ ও শ্বেত পীত লোহিতাদি
 বর্ণ বিশোভিত লতাগুল্মাদি পরিবেষ্টিত তীর সম্প্রাপ্ত হইয়া
 ত্রিকূট পর্বত-শৃঙ্গোপরি একটা নগরী সন্দর্শন করিল এবং
 বহুবিধ ভূগ ও পরিখা সমায়ুক্ত লঙ্কাপুরী মধ্যে কি
 প্রকারে প্রবেশ করিব—এই রূপ চিন্তা করণানন্তর
 স্থির করিল যে, সূক্ষ্ম শরীর পরিগ্রহ করিয়া রাবণ পালিত
 লঙ্কা মধ্যে রজনী যোগে প্রবেশ করিব এই রূপ স্থির

করিয়া প্রতাপশালী অনিল তনয় রুদ্ধাকার আকৃষ্টিত
 করণানন্তর লঙ্কার দ্বারে প্রবেশ করিল। সেই লঙ্কাপুরী
 সাক্ষাৎ রাক্ষসী বেশ ধারিণী—তথায় হনুমানকে প্রবেশ
 করিতে অবলোকন করিয়া লঙ্কেশী নাম্নী রাক্ষসী তাহাকে
 কহিল, তুমি বানররূপ ধারণ করিয়া আমাকে অবমাননা করত
 চোরের ন্যায় রজনী যোগে এখানে আসিয়াছ—এই বলিয়া
 রোষবশা লঙ্কেশী হনুমানকে দৃঢ়তর পদাঘাত করিল। অন-
 তর হনুমানও ঐ লঙ্কেশীর বক্ষঃ প্রদেশে দাম হস্ত দ্বারা মুষ্টি-
 য়াৎ করিল, ব্যথিতাঙ্গদয়া লঙ্কেশী কপির বমন করিতে করিতে
 ভূতলে পতিতা হইল। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। অন-
 তর লঙ্কেশী সমুথিতা হইয়া মহাবল নাকতিকে কহিল—হে
 হনুমান! তোমার মঙ্গল ইউক তুমি লঙ্কাপুরী জয় করিতে
 সমর্থ হইবে গমন কর। ৪৭।

পূর্বকালে জগৎ সৃষ্টা ব্রহ্মা আমাকে কহিয়া ছিলেন,
 সনাতন নারায়ণ পৃথিবীর ভাবানোমনের জন্য আমা কঙ্ক

জনিষাতে যোগমায়া সীতা জনকবেশ্মনি ।

ভূভারহরণার্থায় প্রার্থিতোহয়ং ময়া কচিৎ ॥৪৯॥

সভার্বো রাঘবো ভাত্ৰা গমিষ্যতি মহাবনম্ ।

তত্র সীতাং মহামায়াং রাবণোহপহরিষ্যতি ॥৫০॥

পশ্চাদ্রোমেণ সাচিবাং সুগ্রীবস্য ভবিষ্যতি ।

সুগ্রীবো জ্যাকীং দ্রুতং বানরান্ প্রেষয়িষ্যতি ॥৫১॥

তত্রৈকো বানরো রাত্রাবাগমিষ্যতি তেহস্তিকম

ত্বয়া চ তৎসিতং মোহপি ত্বাং হনিষ্যতি মুক্তিনা ॥

তেনাহতা ত্বং ব্যথিতা ভবিষ্যসি যদানঘে ।।

তদৈব রাবণস্যন্তো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

তস্মাত্ত্বয়া জিতা লক্ষা জিতং সৰ্বং ত্বয়ানঘ ।।

রাবণন্তঃপূর্ববরে ক্রীড়াকাননমুত্তমম্ ॥ ৫৪ ॥

তস্মাদ্বোহশোকবনিকা দিব্যপাদপদঙ্গুলা ।

অস্তি তস্যাং মহারক্ষঃ শিশুপা নাম মধ্যগঃ ॥৫৫॥

প্রার্থিত হইয়া, ত্রেতা যুগে অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের
গৃহে ভ্রমগ্রহণ করিবেন এবং যোগমায়া ভগবতী, রাজা
জনকগৃহে ভ্রম পরিগ্রহ করিবেন । দাশরথী শ্রীরাম ভাৰ্য্যা
জনকনন্দিনী ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত মহারণো আগমন
করিলে, রাবণ মহামায়া সীতাকে অপহরণ করিবে। পরে
বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সহিত পরমাত্মা শ্রীরামের মিত্রতা হইবে, সুগ্রীব
জগন্মাতা সীতাকে অন্বেষণ করিবার জন্য বানরগণকে প্রেরণ
করিবেন । ৪৮।৪৯। ৫০। ৫১। এই বানরগণ মধ্যে কোন
এক বানর রজনীযোগে তোমার সমীপে আগমন করিলে,
তোমা কর্তৃক তৎসিত হইবামাত্র তোমার বক্ষঃস্থলে বাম
হস্ত দ্বারা মুক্তি প্রদান করিবে । হে অনঘে ! যে সময় তুমি
এ মুক্ত্যাধিক দ্বারা ব্যথিতা হইবে সে সময় দশানন নিশ্চ-
য়ই বন শব্দে গমন করিবে । হে বীরবর ! এক্ষণে তোমার
মুক্ত্যাধিক দ্বারা আমি ব্যথিতা হইয়াছি, অতএব এই লক্ষা-
পুত্রী ও অন্য সমস্ত তোমা কর্তৃক নিশ্চয়ই পরাভূত হইয়াছে ।

তত্রাস্তে জানকী ঘোররাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা ।

দৃষ্টেব গচ্ছ ত্বরিতং রাঘবায় নিবেদয় ॥ ৫৬ ॥

ধন্যাহমপ্যদ্য চিরায় রাঘব-

স্মৃতির্মমাসীদ্ববপাশমোচনী ।

তন্তুক্তসঙ্কোহপ্যতিদুলভো মম

প্রসাদতাং দাশরথিঃ সদা হৃদি ॥ ৫৭ ॥

উল্লজ্জিতেহকৌ পবনাত্মজেন

ধরাসুতায়াস্চ দশাননস্য ।

পুষ্কোর বামাক্ষিভূজস্চ তীব্রং

রামস্য দক্ষাঙ্কমতীন্দ্রিয়সা ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

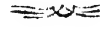
সুন্দরাকাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

হে কর্ণিবর ! রাবণের অন্তঃপূর্বর ক্রীড়া কানন মধ্যে নানা
রক্ষ পরিশোভিত অশোক বন আছে এই বনে শিশুপা
নামক মহাকর মূল দেশে রাক্ষসীগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত
হইয়া রাম প্রাণাধিকা জগন্মাতা জানকী অবস্থান করিতেছেন
তুমি সীতা দর্শন করিয়া শ্রীরাম সমীপে সমুদ্র গমন করত
তাহার কুশল বার্তা নিবেদন কর । ৫২।৫৩।৫৪।৫৫। ৫৬। ভব-
বন্ধন নাশক শ্রীরামস্মরণ করিয়া অদ্য আমি জীবনকে ধন্যবাদ
প্রদান করিলাম এবং তুমিও শ্রীরামের পরম ভক্ত, তোমাকে
স্পর্শ করিয়া অতি দুলভ বস্ত্র লাভ করিলাম ; অতএব পর-
মাত্মা শ্রীরাম প্রসন্ন হইয়া আমার হৃদিপদ্মে বিরাজ করুন ।
৫৭। মহাবল পরাক্রমশালী পবন তনয় কর্তৃক দুলভ জ্যা সমুদ্র
উল্লজ্জিত হইলে জানকী ও দশাননের বাম নেত্র ও বামাঙ্গ
এবং অতীন্দ্রিয় শ্রীরামের দক্ষিণ ভূজ ও দক্ষিণ নেত্র অতিশয়
স্পন্দিত হইল । ৫৮।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে

সুন্দরাকাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ।



ততো জগাম হনুমান লঙ্কাং পরমশোভনাম্ ।
 রাত্রে সূক্ষ্মতনুভূত্বা বভ্রাম পরিতঃ পুরীম্ ॥ ১ ॥
 সীতান্বেষণকার্যার্থী প্রবিবেশ নৃপালয়ম্ ।
 তত্র সর্বপ্রদেশেষু বিবিচ্য হনুমান্ কপিঃ ॥ ২ ॥
 নাপশ্যজ্ঞানকীং স্মৃত্ব ততো লঙ্কাভিভাষিতম্ ।
 জগাম হনুমান শীঘ্রমশোকবনিকাং শুভাম্ ॥ ৩ ॥
 সুরপাদপসম্বাধাং রত্নসোপানবাণিকাম্ ।
 নানাপক্ষিমৃগাকীর্ণাং স্বর্ণপ্রাসাদশোভিতাম্ । ৪
 কলৈরানন্ত্রশাখাগ্রপাদপৈঃ পরিবারিতাম্ ।
 বিচিন্বন্ জানকীং তত্র প্রতিবৃক্ষং মরুৎসুতঃ । ৫
 দদর্শাভ্রং লিহং তত্র চৈত্যপ্রাসাদমুত্তমম্ ।
 দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপনো মণিস্তম্ভশতান্বিতম্ । ৬ ।

সমভীত্য পুনর্গত্বা কিঞ্চিদূরং স মারুতিঃ ।
 দদর্শ শিংশপার্বক্ষমত্যন্তনিবিড়চ্ছদম্ । ৭ ।
 অদৃষ্টাতপমাকীর্ণং স্বর্ণবর্ণবিহঙ্গমম্ ।
 তন্মূলে রাক্ষসীমধ্যে স্থিতাং জনকনন্দিনীম্ । ৮ ।
 দদর্শ হনুমান বীরো দেবতামিব ভূতলে ।
 একবেণীং ক্লশাং দীনাং মলিনাম্বরধারিণীম্ । ৯ ।
 ভূমৌ শয়ানাং শোচন্তীং রামরামেতিভাষিণীম্ ।
 ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তীমুপবাসক্লশাং শুভাম্ । ১০ ।
 শাখাস্তচ্ছদমধ্যস্থো দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ ।
 কৃতার্থোহহং কৃতার্থোহহং দৃষ্ট্বা জনকনন্দিনীম্ । ১১
 নৈয়ৈব সাধিতং কার্যং রামস্য পরমায়নঃ ।
 ততঃ কিলকিলাশকো বভূবাস্তঃপুরাচ্ছহিঃ । ১২ ।

অনন্তর যামিনী যোগে সূক্ষ্ম শরীর পরিগ্রহ পূর্বক মারুতি
 লঙ্কাপুরীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সীতার অন্বেষণ
 মানসে রাবণের ভবন মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু কোন
 স্থানে জগন্মাতা সীতাকে দর্শন না পাইয়া লঙ্কেশী পরিভাষিত
 সীতার অবস্থা স্বরণ কল্পে বৃক্ষ পরিহৃত রত্ন সোপান
 নাস্ত সর্বোবর সুশোভিত, নানা প্রকার পক্ষী ও মৃগ
 গণ সমাকীর্ণ, সুপক্ক ফল ভারাবনত অত্র বৃক্ষাদি বেষ্টিত
 ও স্বর্ণ নির্মিত প্রাসাদাদি পরিশোভিত অশোক বন মধ্যে
 গমন করিল ; অনন্তর এক এক করিয়া সমস্ত বৃক্ষের মূল-
 দেশে সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে মণি নির্মিত স্তম্ভ
 শত সংযুক্ত আশ্চর্য্য এক প্রাসাদ দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন

হইল ! ১।২।৩।৪।৫।৬। পরে ঐ প্রাসাদ অতিক্রম
 করিয়া কিয়দূর গমন করিলে, রবিকর নিবারক নিবিড়তর
 পত্রাবৃত শিংশপা নামক এক বৃক্ষ দর্শন করিল, ঐ বৃক্ষ
 মূলে রাক্ষসীগণ মধ্যবর্তিনী দীনভাষপয়া মলিন বসনা উপ-
 বাসক্লশা “হা রাম! হা রাম!” ইত্যাকার শব্দায়মানা সীতাকে
 পৃথিবী মণ্ডল সমাগত দেবতার প্রায় পত্র মধ্যে লুকাহিত
 মারুতি দর্শন করিয়া হর্ষ পূর্বক কহিল, আমি অন্য জগলক্ষী
 জানকী সন্দর্শনে কৃতার্থ হইলাম ও পরমাত্মা ত্রীরামের কাণ্ড
 সাধন করিলাম । অনন্তর রাবণের অন্তঃপুর বহির্দেশে
 রাক্ষস গণের অব্যক্ত নানাবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া মনে মনে

কিমেতদিতি সল্লীনো বৃক্ষপত্রেষু মারুতিঃ ।
 আয়ান্তং রাবণং তত্র স্ত্রীজনৈঃ পরিবারিতম । ১৩ ।
 দশাশ্যং বিংশতিভূজং নীলাঞ্জনচয়োপমম ।
 দৃষ্টা বিস্ময়মাপন্যো পত্রখণ্ডে দ্বলীয়ত । ১৪ ।
 রাবণো রাঘবেণাশু মরণং মে কথং ভবেৎ ।
 সীতামপি নান্নাতি রামঃ কিং কারণং ভবেৎ ? ॥
 ইত্যেবং চিন্তয়ন্তিত্যং রামমেব সদা হৃদি ।
 তস্মিন দিনে পররাত্রৌ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ । ১৬ ।
 স্বপ্নে রামেণ সন্দিক্তঃ কশ্চিদাগত্য বানরঃ ।
 কামরূপধরঃ সূক্ষ্মো বৃক্ষাগ্রস্থোহনুপশ্যতি । ১৭ ।
 ইতি দৃষ্টান্তু তং স্বপ্নং স্বাভ্যন্যোবানুচিন্ত্য সঃ ।
 স্বপ্নঃ কদাচিৎসত্যঃ স্যাদেবং তত্র করোমাহম্ । ১৮

আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, পরে রাক্ষসী বৃন্দ পরিবেষ্টিত, নীল
 পর্কত সদৃশ কলেবর বিংশতি ভূজ দশাশ্য রাবণকে সমাগত
 অবলোকন করিয়া মারুতি বিস্ময়াপন্ন হইল এবং পত্র
 খণ্ডে অতি সূক্ষ্মরূপে লীন হইয়া রহিল । ৭ । ৮ । ৯ । ১০ । ১১ ।
 ১২ । ১৩ । ১৪ ।

অনন্তর রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র হইতে কি প্রকার আমার
 নিধন হইবে এবং পরমাত্মা—সীতার অন্বেষণ করিবার জন্য
 কি কারণ এখানে সমাগত হইলেন না; দশানন হৃদিপথে
 এই প্রকার সর্বদা শ্রীরামকে চিন্তা করত এক দিবস রাত্রি গেষে
 স্বপ্ন দেখিলেন যে, অনির্বচনীয় স্বেচ্ছাধীন রূপ ধারণে সমর্থ—
 রাম প্রেরিত এক বানর এই লঙ্কাপুরী সমাগত হইয়া সূক্ষ্ম
 রূপ ধারণ পূর্বক বৃক্ষাগ্রদেশে লুক্কায়িত হইয়া জনকনন্দিনী
 সীতাকে নিরীক্ষণ করিতেছে । রাবণ এইরূপ আশ্চর্য্য স্বপ্ন
 দেখিয়া—স্বপ্ন কোন সময় সত্য হয়, অতএব অশোক বন
 মধ্যে গমন করিয়া রাম বিরহ হ্রঃখিতা সীতাকে হর্ষাক্য
 রূপ বাণ দ্বারা তাড়না করিলে অত্যন্ত হ্রঃখিতা দেখিয়।

জানকীং বাক্শরৈর্কিধা দুঃখিতাং নিতরামহম ।
 করোমি দৃষ্টা রামায় নিবেদয়তু বানরঃ । ১৯ ।
 ইত্যেবং চিন্তয়ন সীতাসমীপমগমদ্রুতম ।
 নৃপুত্রাণাং কিঙ্কিনীনাং শ্রুত্বা সিঞ্জিতমঙ্গলা । ২০ ।
 সীতা ভীতা লীয়মানা স্বাভ্যন্যেব স্তমধ্যমা ।
 অধোমুখ্যশ্রনয়না স্থিতরামার্পিতান্তরা । ২১ ।
 রাবণোহপি তদা সীতামালোক্যাহ স্তমধ্যমে ! ।
 মাং দৃষ্টা কিং বৃথা শৃণু ! স্বাভ্যন্যেব গিলীয়সে ? ॥
 রামো বনচরাণাং হি মধ্যে তিষ্ঠতি সানুজঃ ।
 কদাচিদৃশাতে কৈশ্চিৎকদাচিন্মৈব দৃশ্যতে । ২৩ ।
 ময়া তু বহুধা লোকাঃ প্রেষিতাস্তস্য দর্শনে ।
 ন পশ্যন্তি প্রযত্নেন বীক্ষ্যমাণাঃ সমন্ততঃ । ২৪ ।
 কিং করিষ্যসি রামেণ ? নিস্পৃহেণ সদা ত্বয়ি ।
 ত্বয়া সদালিঙ্কিতোহপি সমীপস্থোহপি সর্বদা । ২৫

এ বানর শ্রীরামকে জানাইবে । দশানন মনে মনে এইরূপ,
 চিন্তা করিয়া রাক্ষসীগণের সহিত সীতার সমীপে সত্বর গমন
 করিল, এই সময় রাক্ষসীগণের নৃপুত্র ও কিঙ্কিনীর শব্দ শ্রবণ
 করিলে হ্রঃখিতা স্তমধ্যমা, ভীতমানসা, অশ্রুশ্রনয়না, অধোবদনা
 জানকী পথমায়া শ্রীরামে মানমার্গণ করিয়া অবস্থিতা হইলেন
 । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । রাবণ সীতাকে
 নিরীক্ষণ করিয়া কহিল—হে স্তমধ্যমে ! তুমি আমাকে
 দেখিয়া বৃথা কেন সঙ্কুচিতা হইয়া রহিলে—শ্রীরাম বনচর
 জন্ত মধ্যে লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিতি করিতেছে; কখন জন
 সমাজে উপস্থিত হয়, কখন বা অদৃশ্য হইয়া থাকে । ২২ । ২৩ ।
 শ্রীরামকে দর্শন করিবার জন্য আমি বহুবিধ চর ও অন্তর-
 গণ চতুর্দিকে যত পৃথক প্রেরণ করিয়াছি তাহার। চতুর্দিক্
 অন্বেষণ করিয়াছে শ্রীরামকে দেখিতে পায় নাই । হে
 শৃঙ্গ ! রাম তোমাতে স্পৃহা শূণ্য অতএব তুমি কি প্রকারে

হৃদয়েহস্য ন চ স্নেহস্তুরি রামস্য জায়তে ।

হৃৎকৃতান্ সৰ্ব্বভোগাংশ্চ তদুগ্ধানপি রাঘবঃ ॥ ২৬ ॥

ভুঞ্জানোহপি ন জানাতি কৃতয়ো নিষ্ঠুর্গোহধমঃ ।

তুমানীতা ময়া সান্বী দুঃখশোকসমাকুলা ॥ ২৭ ॥

ইদানীমপি নার্যতি ভক্তিহীনঃ কথং ব্রজেৎ ? ।

নিঃসন্তো নির্মমো মানী মূঢ়ঃ পশুতমানবান্ ॥ ২৮ ॥

নরাধমং হৃদ্বিমুখং কিং করিষ্যসি ? তামিনি ! ।

তুমাতীব সমাসক্তং মাং তদ্বাস্বাসুরোত্তমম্ ॥ ২৯ ॥

দেবগন্ধৰ্বনাগানাং যক্ষকিন্নরযোষিতাম্ ।

ভবিষ্যসি নিযোক্তী ত্বং যদি মাং প্রতিপদ্যসে ॥

হৃদ্বারা সুখসন্তোষ করিবে? দেখ যে শ্রীরামকে তুমি সর্বদা আলিঙ্গন করিয়াছ এবং যে সপদদাই তোমার সমীপে অবস্থান করিয়াছে, এক্ষণে তোমার জন্য সেই রামের স্নেহ মাত্র সমুৎপন্ন হয় না। হে সুহৃৎ! দেখ বাম তোমা কর্তৃক নানা বিধ ভোগা

দ্রব্য এবং তোমার গুণ উপভোগ করিয়াও তোমাকে স্মরণ করে না অতএব সেই নরাধম, কৃত্য পামর ও নিষ্ঠুর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তুমি আমাকর্তৃক অপহৃত হইয়া অবধি দুঃখ ও শোক সন্তোষে অবস্থান করিতেছ; যে হীন বীৰ্য্য অদ্যাপি তোমাকে অবেষণ করিতে অসমর্থ সে তোমাকে কি প্রকার উপভোগ করিবে? হে তামিনি! দেখ বলবান, নার্যাবী ও মানী পুরুষকেই কামিনী পতি বলিয়া বরণ করিয়া থাকে কিন্তু ঐ রামের সামর্থ্য, মায়ী ও সন্ধান মাত্র নাই, অতএব ঐ নরাধম তোমার প্রতি বিমুখ তাহাকে পাইয়া কি সুখ সন্তোষ করিতে? দেখ আমি অসুর জাতির শিরোমণি, তোমাতে সাতিশয় আসক্ত হইয়াছি; অতএব আমাকে ভজনা করিলে দেব, গন্ধৰ্ব, নাগ, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর-গণের বরাদ্দনা সকল তোমার আজ্ঞানুবর্তিনী হইবে। ২৪।

২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।

৫৮

রাবণস্ত বচঃ শ্রুত্বা সীতামৰ্ষসমস্থিতা ।

উবাচাধোমুখী ভূত্বা নিধায় তৃণমন্তরে ॥ ৩১ ॥

রাঘবাদ্বিত্যতা নুনং তিস্কুকপং ত্বয়া ধৃতম্ ।

রহিতে রাঘবাত্যাং ত্বং শুনীব হবিরধ্বরে ॥ ৩২ ॥

হতবানসি মাং নীচ! তৎ কলং প্রাপ্যাসেহচিত্রাৎ ।

যদা রামশরাঘাতবিদারিতবপুর্ভবান্ ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞাস্যসে মানুষ্যং রামং গমিষ্যসি যমান্তিকম্ ।

সমুদ্ভং শোষয়িত্বা বা শরৈর্কক্ষাথ বারিধিম্ ॥ ৩৪ ॥

হন্তুং ত্বাং সমরে রামো লক্ষ্মণেন সমস্থিতঃ ।

আগমিষ্যত্যসন্দেহো দ্রক্ষসে রাক্ষসাধম! ॥ ৩৫ ॥

ত্বাং সপুত্রং সহবলং হত্বা নেষ্যতি মাং পুরম্ ।

শ্রুত্বা রক্ষঃপতিঃ ক্রুদ্ধো জ্ঞানকাঃ পরুষাক্ষরম্ ॥ ৩৬ ॥

বাকং ক্রোধসমাবিষ্টঃ খড়্গমুচ্চয়া সত্বরঃ ।

হন্তুং জনকরাজস্য তনয়াং তাত্ত্রলোচনঃ ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর রাবণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিঃসহায়। অধোবদনা জানকী তৃণ মাত্র সহায় করিয়া কহিলেন, রে হরাশ্রম! তুই ভীত হইয়া তিস্কুক বেশ ধারণ করত শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের অসমক্ষে, কুকুরে যে প্রকার যজ্ঞ স্থলীয় দেব ভোগ্য সংগোপনে ভোজন করে, সেই রূপ আমাকে হরণ করিয়াছি। রে পামর! তুই অচির কালেই ইহার সমুচিত কল পাইবি, রে রাক্ষসাধম! রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে সমরে বিনাশ করিবার মানসে অনুজ লক্ষ্মণের সহিত আগমন পূর্বক মহা-নিধি শোষণ অথবা শর দ্বারা পরিবর্জন করত তোকে সপুত্র বিনাশ করিয়া আমাকে সপুত্র মদ্যে লটুয়া বাটবেন সেই সমস্ত রাম কি রূপ মনুষ্য তাহা জ্ঞাত হইবি। জানকীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীম পরাক্রম দশানন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিল—রে পাণীয়াসি জানকি! তোকে এই খড়্গাঘাত দ্বারা রাম দর্শনের বাসনা পূর্ণ করিব এই বলিয়া খড়্গ

মন্দোদরী নিবার্যাহ পতিং পতিহিতে রতা ।
 ত্যজ্জনাং মানুবাং দীনাং দুঃখিতাং রূপণাং কুশাম্
 দেবগন্ধর্বনাগানাং বন্ধঃ সন্তি বরাঙ্গনাঃ ॥ ৩৮ ॥
 ত্রায়েব বরমুখ্যৈর্জৈর্মদমতবিলোচনাঃ ॥ ৩৯ ॥
 ততোহত্রবীদশগ্রীবো রাক্ষসীর্ষিকৃতাননাঃ ।
 যথা মে বশগা সীতা ভবিষ্যতি স কামনা ।
 তথা যতধ্বং ত্বরিতং তর্জনাদরগাদিতিঃ ॥ ৪০ ॥
 দ্বিমাসাভ্যন্তরে সীতা যদি মে বশগা ভবেৎ ।
 তদা সর্বমুখোপেতা রাজ্যং ভোক্ষ্যতি সা ময়া ॥
 যদি মাসদ্বয়াদূর্দ্ধং মচ্ছ্যাং নাভিনন্দতি ।
 তদা মে প্রাতরাশায় হতা কুরুত মানুবাঃ ॥ ৪২ ॥

ইত্যুক্তা প্রঘাষী স্ত্রীভী রাবণোহন্তঃপুরালয়ম্ ।
 রাক্ষসো জানকীমেতা ভীষয়ন্ত্যঃ স্বতর্জনৈঃ ॥ ৪৩ ॥
 তত্রৈকা জানকীমাহ যৌবনং তে রুখা গতম্ ।
 রাবণেন সমাসাচ্চ সফলং তু ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥
 অপরা চাহ কোপেন কিং বিলম্বেন ? জানকীম্ ।
 ইদানীং চেদ্যতামঙ্গং বিভজ্য চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৫ ॥
 অন্য্য তু খজ্জামুদ্যমা জানকীং হন্তুমুদ্যতা ।
 অন্য্য করালবদনা বিদার্যাশ্রমভীষয়ং ॥ ৪৬ ॥
 এবং তাং ভীষয়ন্তীস্তা রাক্ষসীর্ষিকৃতাননাঃ ।
 নিবার্য ত্রিঙ্কটা রুদ্ধা রাক্ষসী বাক্যমব্রवीৎ ॥ ৪৭ ॥
 শৃণুধ্বং দুষ্টরাক্ষসো মদ্বাক্যং বো হিতং ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

প্রহার করিতে উদ্যত হইল, মন্দোদরী ক্রোধ কম্পিত কলে-
 বর রাবণকে শাস্তনা করত কহিতে লাগিলেন—হে স্বামিন্ !
 রাম-প্রাণাদিকা জানকী দুষ্কফেগনিত শয্যায় শয়ন করিতেন,
 রাম-বিরহ কাতরা, দীন ভাবাপন্ন। কুশাস্ত্রী, দেবগণ দেব্যা
 সেই জগজ্জননী এই কণ্টকময় শিশুপা রক্ষের নিয়মদেখে তুমি
 শারিণী হইয়া বাস করিতেছন। হে প্রিয়স্বদ ! তুমি মদনো-
 স্ত্রী দেব গন্ধর্ব নাগ বরাঙ্গনা কর্তৃক আলিপ্ত হইয়াও
 মাতা জনকনন্দিনীকে পূজা করিতেছ। ছুরায়া রাবণ মন্দো-
 দরীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিকট বদন রাক্ষসী গণকে
 কহিল । ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। রে
 রাক্ষসীগণ ! যাহাতে জনকনন্দিনী স্বেচ্ছাবীনা হইয়া আমার
 বশীভূতা হয়, তয় প্রদর্শন ও সমাদরাদি দ্বারা সেই প্রকার
 সন্তুষ্ট করি। ৪০। যদি মাস দ্বয় মধ্যে সীতা আমার
 বশভিণী হয়, তবে আমার সহিত পরমসুখে রাজ্য সম্ভোগ
 করিবে। ৪১। এবং যদি মাসদ্বয় মধ্যে আমাকে ভজনা না
 করে তবে ঐ মানুবা সীতাকে খজ্জা দ্বারা বধ করিয়া আমার
 প্রাতঃকালীন ভোজনার্থ কপ্পনা করিব। রাবণ এইরূপ

আদেশ করিয়া স্ত্রীস্বদের সহিত অস্ত্রপুরে গমন করিল
 অনন্তর রাক্ষসীগণ রাবণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সীতার সমী-
 প আগমন করিয়া নানা প্রকার ভৎসনা দ্বারা তয় প্রদর্শন করি-
 লাগিল, তন্মধ্যে কোন রাক্ষসী সীতাকে কহিল—হে চার্কাদি
 তোমার এ যৌবন রুখা গত হইল, কিন্তু রাজ্য দর্শন
 তোমাকে সম্ভোগ করিলে ঐ যৌবন সফল হইবে—অন্য
 এক রাক্ষসী ক্রোধ পূর্বক কহিল—হে জানকি ! যদি সম্রাট
 রাবণকে ভজনা না কর তবে এখনই তোমার সমস্ত শরীর
 বিভাগ করিয়া ভক্ষণ করিব—অপরা রাক্ষসী খজ্জা দ্বারা
 করিয়া জানকীকে বধ করিবার জন্য উদ্যতা হইল। অন্য এক
 রাক্ষসী ভয়ানক মুখব্যাদান পূর্বক তয় প্রদর্শন করিল। ৪২।
 ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬।

এই প্রকার সীতার তয়প্রদর্শনী ত্রুক্ষা রাক্ষসীগণকে
 ত্রিঙ্কটা নামী এক রুদ্ধা রাক্ষসী কহিল—রে দুষ্টা রাক্ষসীগণ !
 তোমাদিগের হিত বাক্য শ্রবণ কর—জগজ্জননী সীতাকে

ন ভীষ্মধ্বং রুদতীং নমস্করুত জানকীম্ ।
 ইদানীমেব মে স্বপ্নে রামঃ কমললোচনঃ ॥ ৪৯
 আরুহৈরাবতং শুভ্রং লক্ষ্মণেন সমাগতঃ ।
 দক্ষাং লক্ষ্মাং পুরীং সৰ্ব্বাং হত্বা রাবণমাহবে ॥ ৫০
 আরোপ্য জানকীং স্বাক্ষে স্থিতো হৃষ্টোহগমূৰ্ধনি
 রাবণো গোময়কুদে তৈলাভ্যন্তো দিগম্বরঃ ॥ ৫১ ॥
 আগাহৎপুঞ্জপৌত্রৈশ্চ কুত্বা বদনমালিকাম্ ।
 বিভীষণস্তু রামস্য সমিধৌ হৃষ্টমানসঃ ॥ ৫২ ॥
 সেবাং কৰোতি রামস্য পাদয়োৰ্ত্তিসংযুতঃ ।
 সৰ্ব্বথা রাবণঃ রামো হত্বা সকুলমঞ্জসা ॥ ৫৩ ॥
 বিভীষণায়াধিপত্যং দত্ত্বা সীতাং শুভাননাম্ ।
 অক্লে নিধায় অপুৰীং গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
 ত্রিজটায় বচঃ শ্রুত্বা ভীতাস্তা রাক্ষসস্ত্রিয়ঃ ।

ভূক্ষীমাসংস্তত্ তত্র নিদ্রাবশমুপাগতাঃ ॥ ৫৫ ॥
 তর্জিতা রাক্ষসীভিঃ সা সীতা ভীতাতিবিম্বলা ।
 ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তী দুঃখেন পরিমূচ্ছিতা ॥ ৫৬ ॥
 অশ্রুভিঃ পূর্ণনয়না চিন্তয়ন্তীদমব্রবীৎ ।
 প্রভাতে ভক্ষয়িষ্যন্তি রাক্ষসো মাং ন সংশয়ঃ
 ইদানীমেব মরণং কেনোপায়েন মে ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥
 এবং সুদুঃখেন পরিপ্লুতা সা ।
 বিমুক্তকণ্ঠং রুদতী চিরায় ।
 আলম্ব্য শাখাং কৃতনিশ্চয়া মৃতেী
 ন জানতি কঞ্চিদুপায়মঙ্গনা ॥ ৫৮ ॥
 ইতি শ্রীমদধ্যায়রাগায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 সুন্দরাকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সুন্দরাকাণ্ডে দ্বিতীয়ে অধ্যায়ে : অদ্য এইরূপ অশ্রুতরূপে স্বপ্ন
 দর্শন করিয়াছি যে, "পরমাত্মা কমললোচন শ্রীরাম লক্ষ্মণের
 সহিত ক্রোড়বত অশ্রাবোহণ করিয়া আগমন করত সমস্ত
 নক্ষাপুরী ভাঙ্গিয়া রণভূমিতে সর্বত্র রাবণকে বিনাশ
 করিলেন এবং শ্রীরাম সীতাকে কোড়ে স্থাপন করত পর্বতো-
 পরি পরিলক্ষিত হইতে লাগিলেন । পুত্রাদি বন্ধুগণের
 সহিত বিবসন তৈলাক্ত রাবণ স্বীয় স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়া
 গোময়পূর্ণ গর্ত মধ্যে অবগাহন করিতেছে, বিভীষণ হর্ষ চিত্তে
 পুষ্কি পুরঃসর শ্রীরামের পাদ সেবা করিতেছে । শ্রীরাম সত্ত্ব
 সর্বত্র রাবণকে বিনাশ করিয়া বিভীষণকে সমস্ত রাজ্যাধি-
 পত্য প্রদান করত সীতাকে কোড়ে স্থাপন করিয়া অযোধ্যা
 পুরী গমন করিলেন । ত্রিজটার এইরূপ স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগে

ভীতমানরা হইয়া সমস্ত রাক্ষস পুরী নিদ্রা প্রাপ্ত হইল ।
 সমস্ত জানকী রাক্ষসীগণের তর্জন্য বাক্যে ভয়ব্যাকুল হইয়া
 ছিলেন এবং কাহাকেও হৃৎখনিমোচনকারী না দেখিয়া সজ-
 নয়নে স্বগত করিলেন, 'হা বিধাতাঃ! এই রাত্রি প্রভাত
 হইলে ভয়ানক রাক্ষসী সকল নিশ্চয়ই আমাকে ভক্ষণ
 করিবে, সুস্পৃতি এই রাত্রি মধ্যে কি প্রকারে আমার মরণ
 হইবে—এই প্রকার উচ্চৈঃস্বরে কদ্যমানা অতি দুঃখিতা জানকী
 মরণের অন্য উপায় না দেখিয়া শিশুপার্বক্যের শাখাবলম্বন
 পূর্বক মরণে কৃতনিশ্চয়া হইলেন ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১
 ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রাগায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 সুন্দরাকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

উদ্বন্ধনেন বা মোক্ষ্যে শরীরং রাঘবং বিনা ।
 জীবিতেন ফলং কিং স্যাশ্বম রক্ষোহধিমধ্যতঃ । ১
 দীর্ঘা বেণী মমাত্যর্থমুদ্বন্ধায় ভবিষ্যতি ।
 এবং নিশ্চিতবুদ্ধিং তাং মরণায়াধ জানকীম্ । ২ ।
 বিলোকা ইমুমান্ কিঞ্চিদ্ধিচার্যৈতদভাষত ।
 শনৈঃ শনৈঃ সূক্ষ্মরূপো জানক্যাঃ শ্রোত্রগং বচঃ ৩
 ইক্ষাকুবংশসত্ত্বতো রাজা দশরথো মহান্ ।
 অযোধ্যাধিপতিস্তস্মৈ চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ । ৪ ।
 পুত্রা দেবসমাঃ সর্কেঃ লক্ষণৈরূপলক্ষিতাঃ ।
 রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চৈব তরতশ্চৈব শক্রহা ॥ ৫ ॥
 জ্যেষ্ঠো রামঃ পিতুর্দাকাদ্গুকারণ্যমাগতঃ ।
 লক্ষ্মণেন সহ জাতা সীতয়া ভার্যয়া সহ । ৬ ।

উবাস গৌতমীতীরে পঞ্চবট্যাং মহামনাঃ ।
 তত্র নীতা মহাভাগা সীতা জনকনন্দিনী । ৭ ।
 রহিতে রামচন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা ।
 ততো রামোহতিদুঃখার্ভো মার্গমাণোহথ জানকীম্
 জটায়ুশ্চ পক্ষিরাজমপশ্যৎ পতিতং ভূবিঃ ।
 তস্মৈ দত্ত্বা দিবং শীঘ্রং ঋষামুকমুপাগতম্ । ৮ ।
 সূত্রীবেন কৃত্য মৈত্রী রামস্ত বিদিতাত্মনঃ ।
 তদ্বার্য্যাহারিণং হস্তা বালিনং রঘুনন্দনঃ । ৯ ।
 রাজ্যোহভিষেচ্য সূত্রীবং মিত্রকার্ষ্যং চকার সঃ ।
 সূত্রীবস্ত সমানাতা বানরান্ বানরপ্রভূঃ । ১০ ।
 প্রেসয়ামাস পরিতো বানরান্ পরিমার্গণে ।
 সীতায়ান্তত্ৰ চৈকোহহং সূত্রীবসচিবো হরিঃ । ১১ ।

প্রাণাবিক জীৱাম বিৱহে বাক্সসগণেব মধ্যবর্তিনী হইয়া
 আমার জীবন ধারণ বিফল, অতএব আমার সন্দীর্ঘ বেণী
 উদ্বন্ধনের জন্য কল্পিত হইবে, আমি উদ্বন্ধন দ্বারা নিশ্চয় এ
 জীবন পরিত্যাগ করিব । জানকী এই প্রকার মরণে ক্লান্ত হইয়া
 হইলে সুবুদ্ধি হনুমান, সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করত তাহার কণ্ঠস্থ
 কছিল—প্রসিদ্ধ ইক্ষাকু বংশোৎপন্ন রাজা দশরথ সর্ব লক্ষণ
 সম্পন্ন দেব সদৃশ পুত্র চতুষ্টয় উৎপাদন করিলেন এবং কিয়ৎ
 কাল রাজ্য শাসন করত সত্য পাশে বদ্ধ হইয়া জ্যেষ্ঠ তনয়
 রামচন্দ্রকে বন গমনে আদেশ করিলেন, ধন্যপরায়ণ রঘুনাথ
 পিত্রাজ্ঞা পালন করত অশ্রুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত
 গৌতমী নদীর তীরে পঞ্চবটী মধ্যে বাস করিয়াছেন । অনন্তর

রামও লক্ষ্মণ মৃগয়ার্থ গমন করিলে ছুরায়া রাবণ সীতাকে
 অপহরণ করিল; অনন্তর সীতা-বিবাহ-সম্বন্ধে জীৱাম অশ্রুজ
 সহিত ভার্য্যার অন্বেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে পক্ষ বিহীন
 মৃত প্রায় জটায়ুকে দেখিলেন । অনন্তর জটায়ুকে মুক্তি প্রদান
 করিয়া ঋষামুক পক্ষতোপরি গমন করিলেন । ১।২।৩।৪।
 ৫।৬।৭।৮। ৯। জগবান রঘুনাথ সূত্রীবের সহিত
 মিত্রতা সম্পাদন করিয় জাহ্নবারাপহারী ছুরায়া বালিকে
 নিধন পূর্বক সূত্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, কপিরাধ
 সূত্রীব ও বানরগণকে সীতার অন্বেষণার্থে চতুর্দিকে প্রেরণ
 করিলেন, তদ্বাধ্য আমি বাক্স শাসন প্রতিপালনের নিমিত্ত

সম্প্রতিবচনাচ্ছীত্রমূলজ্য শতষোজনম্ ।
 সমুদ্রং নগরীং লঙ্কাং বিচিন্মন জানকীং শুভাম্ ॥
 শনৈরশোকবনিকাং বিচিন্মন শিংশপাতরুম্ ।
 অদ্রাকং জানকীমত্র শোচন্তীং দুঃখসংপ্লুতাম্ ॥১৪॥
 রামস্য মহিষীং দেবীং কৃতকৃত্যোহহমগতঃ ।
 চত্বাক্তোপররামাথ মারুতিবুদ্ধিমতরঃ ॥ ১৫
 সীতা ক্রমেণ তৎসর্গং শ্রুত্বা বিস্ময়মাযযৌ ।
 কিমিদং মে শ্রুতং ব্যোমি বায়ুনা সমুদীরিতম্ ॥১৬॥
 স্বপ্নো বা মে মনোভ্রান্তির্গনি বা সত্যমেব তৎ ।
 নিদ্রা মে নাস্তি দুঃখেন জাগ্রামোতৎ কুতো ভ্রমঃ ? ।
 যেন মে কর্ণপীযুষং বচনং সমুদীরিতম্ ।
 স দৃশ্যতাং মহাভাগঃ প্রিয়দাদী মমাত্রতঃ ॥ ১৮ ॥

শত ষোজন সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া এই লঙ্কাপুত্রির অভ্যন্তরে
 কাম্যাতা সীতাকে অন্বেষণ করত ক্রমে ক্রমে এই অশোক
 বন মধ্যে শিংশপা তরুমূলে অভ্যন্ত দুঃখ ভাগিনী রাম-মহিষী
 দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম, এত বলিয়া বুদ্ধিমান
 মারুতি নিরন্ত হইল, জানকী বানর ভাষিত এই বাক্য শ্রবণ
 করত বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া কহিলেন, আমি আকাশ পথে কি বায়ুর
 শব্দ শ্রবণ করিলাম, কি স্বপ্ন দর্শন করিলাম, কি আমার ভ্রান্তি
 উপস্থিত হইল, রাম বিরহানল সন্তপ্তা হইয়া আমি নগ্নন পথে
 নিদ্রা দেবীকেও স্থান প্রদান করিতেছি না, তবে স্বপ্নের সম্ভব
 কি—ভ্রান্তিরও কোন কারণ দেখিতেছি না, যে জন অজ্ঞা
 ভাবে আমার কর্ণ-বিবরে মধুস্রবণ বাক্য বর্ষণ করিলে, সেই
 প্রিয়স্বদ দৃশ্য ভাবে আমার অপ্রোস্থিত হও । ১০ । ১১ । ১২ ।
 ১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ । শিংশপা বৃক্ষের পত্র খণ্ডে
 সংলীন হইয়া হনুমান জানকীর এই রূপ দুঃখিত বাক্য শ্রবণ
 করিয়া চটক পক্ষীর তুল্য রক্ত বর্ণ বদন ও পীত বর্ণ শরীর

শ্রুত্বা তজ্জানকীবাক্যং হনুমান্ পত্রখণ্ডতঃ ।
 অবতীৰ্য্য শনৈঃ সীতাপুরতঃ সমবস্থিতঃ ॥ ১২ ॥
 কলবিক্সপ্রমাধাক্ষো রক্তাস্যঃ পীতবানরঃ ।
 নম্যাম শনৈকৈঃ সীতাং প্রাঞ্জলিঃ পুরতঃ স্থিতঃ । ২০।
 দৃষ্ট্য তৎ জানকী ভীতা রাবণোহরয়ুপাগতঃ ।
 মাং মোহয়িতুমায়াতো মায়য়া বানরাকৃতিঃ ॥ ২১ ॥
 ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা সা তুষ্ণীমাসীদধোমুখী ।
 পুনরপ্যাহ তাং সীতাং দেবী ! যত্নং বিশঙ্কসে ॥২২॥
 নাহং তথাবিধো মাতস্ত্যজ শঙ্কাং ময়ি স্থিতাম্ ।
 দামোহহং কোশলেন্দ্রস্য রামস্য পরমাত্মনঃ ॥২৩॥
 সচিবোহহং হরীন্দ্রস্য সুগ্রীবস্য শুভপ্রদে ।।
 বায়োঃ পুত্রোহহমখিনপ্রাণভূতস্য শোভনে ! ॥২৪॥
 তচ্ছ্রুত্বা জানকী প্রাহ হনুমন্তং কৃতাজলিম্ ।
 বানরাণাং মনুষ্যাণাং সাজ্জ্যতির্ঘটতে কথম্ ? ॥ ২৫

ধারণ করত ঐ পত্র খণ্ড হইতে নির্গত হইয়া জাগ্রামাতা জান-
 কীর সম্মুখে অবস্থিতি করত কৃতাজলি হইয়া বারম্বার প্রণাম
 করিল, জানকী মারুতিকে দর্শন করিয়া ভীতান্তঃকরণে চিন্তা
 করিতে লাগিলেন, দুবাক্সা রাবণ আমাকে যুদ্ধ করিবার জন্য
 মায়্যা দ্বারা বানর শরীর ধারণ করত সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়াছে,
 এই প্রকার চিন্তা করিয়া অধোবদন ও বাক্য রহিতা হইলেন।
 পুনর্বার হনুমান কহিল—হে মাতঃ ! আপনি আমার আকৃতিকে
 মায়াবী রাবণ বলিয়া যে শঙ্কা করিতেছেন ঐ শঙ্কা পরিত্যাগ
 করুন, আমি রাবণ নহি। হে শুভদে ! আমি পরমাত্মা জীরাণের
 দাস—জগতের প্রাণ স্বরূপ বায়ু—ঐহার তনয় হনুমান, আমি
 তোমার সম্মুখেই উপস্থিত হইয়াছি।

জানকী হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মারুতে !
 তুমি বানর জাতি, তোমার সহিত মনুষ্য জাতি জীরাণের সংসর্গ

যথঃ ত্বং রামচন্দ্রস্য দাসোহহমিতি ভাষসে ? ।

তামাহ মারুতিঃ প্রীতো জানকীং পুৰতঃ স্থিতঃ ॥ ২৬ ॥

ঋষামুকমগাজ্যামঃ শবর্যা নোদিতঃ সুধীঃ ।

সুগ্রীবো ঋষামুকশ্চো দৃষ্টবান্ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ২৭ ॥

ভীতো মাং প্রেষয়ামাস জাতুং রামস্য হৃদগতম্ ।

ব্রহ্মচারিবপুর্ধ্বা গতোহহং রামসন্নিধিম্ ॥ ২৮ ॥

জাত্বা রামস্য সন্তাবং ক্ষঃক্ষাপরি নিধায় তৌ ।

নীত্বা সুগ্রীবসামীপ্যং সখ্যং চাকরবস্তয়োঃ ॥ ২৯ ॥

সুগ্রীবস্য হৃতা ভার্যা বালিনা তং রঘুত্তমঃ ।

জঘানৈকেন বাণেন ততো রাষ্ট্রেহত্যেষেচয়ং ॥ ৩০ ॥

সুগ্রীবং বানরাণাং সঃ প্রেষয়ামাস বানরান্ ॥ ৩১ ॥

দিগন্তো মহাবলান্ বীরান্ ভবত্যাঃ পরিমার্গণে ।

গচ্ছন্তুং রাঘবো দৃষ্ট্বা মামভাষত স দরম্ ॥ ৩২ ॥

ত্বয়ি কার্যামশেষং মে স্থিৎ মারুতনন্দন ! ।

ব্রাহ্মি মে কুশলং সর্বং সীতায়ৈ লক্ষ্মণস্য চ ॥ ৩৩ ॥

অঙ্গুলীয়কমেতন্মে পরিজ্ঞানার্থমুত্তমম্ ।

সীতায়ৈ দীয়তাং সাধু মম্মাক্ষরমুদ্ভিতম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতুক্ত্বা প্রদদৌ মহং করাগ্রাদঙ্গুলীয়কম্ ।

প্রযত্নেন ময়া নীতং দেবি ! পশ্বাঙ্গুলীয়কম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতুক্ত্বা প্রদদৌ দেবী মুদ্রিকাং মারুতান্নক্সঃ ।

নমস্কৃত্বা স্থিতৌ দূরাহুত্বাঞ্জলিপুটৌ হরিঃ ॥ ৩৬ ॥

দৃষ্ট্বা সীতা প্রমুদিতা রামনামাক্ষিতাং তদা ।

মুদ্রিকাং শিরসা ধৃত্বা স্রবদানন্দনেত্রজা । ৩৭ ॥

কপে ! মে প্রাপদাতা ত্বং বুদ্ধিমানসি রাঘবে ।

ভক্তোহসি প্রিয়কারী ত্বং বিশ্বাসোহস্তু তবৈব হি

কি প্রকার সংঘটন হইল । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ ।

। ২৪ । ২৫ । অনন্তর হৃষ্ট মানস মারুতি জানকীকে কহিল,

ও রাম পরায়ণে ! ত্রীরাম ঋষামুক পর্বতে লক্ষ্মণের সহিত

আগমন করিয়াছিলেন, অনন্তর ঐ পর্বতস্থ সুগ্রীব, ত্রীরাম

ও লক্ষ্মণকে দর্শন করত ভীত হইয়া ত্রীরামের মানসিক ভাব

অবগত হইবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি

ব্রহ্মচারীর বেশে ত্রীরাম সমীপে গমন করত তাহার মানসিক

ভাব অবগত হইয়া ত্রীরাম ও লক্ষ্মণকে ক্ষোপরি স্থাপন পূর্বক

সুগ্রীব সন্নিধানে আনয়ন করিয়াছিলাম । অনন্তর সুগ্রীব ও

রামের সহিত যথাবিধি যিহুতা সম্পাদিত হইলে রঘুবর ত্রীরাম

সুগ্রীবের ভার্যাপহারী বালিকে এক মাত্র বাণ দ্বারা যম

সদনে প্রেরণ করিয়া সুগ্রীবকে বানর রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন ।

অনন্তর বানর রাজ্য সুগ্রীব আপনার অশ্বেষণার্থ মহাবল

পুংগব বানরগণকে নানা দিকে প্রেরণ করিলেন, ঐ সময়

ত্রীরাম আদর পূর্বক আমাকে কহিলেন—হে পাতন তনয় !

তোমাদ্বারা অনেক কার্য সম্পাদিত হইবে আমার কুশল বার্তা

সীতাকে জানাইবে, তোমাকে রাম প্রেরিত দূত বলিয়া জানি-

বার জন্য আমার নামাক্ষিত অঙ্গুলীয়ক প্রাণাধিকা সীতাকে

প্রদান করিবে—এইরূপ কহিয়া আমাকে করাগ্র হইতে

অঙ্গুলীয়ক সমর্পণ করেন । হে দেবি ! ঐ অঙ্গুলীয়ক যন্ত্র পূর্বক

অনয়ন করিয়াছি অবলোকন করুন—এই বলিয়া কপিধর

মারুতি সীতাকে অঙ্গুলীয়ক প্রদান করিল, পরে সীতাকে

প্রণাম করত কিয়দূরে কৃতাজলি হইয়া দণ্ডায়মান হইল । ২৬ ।

২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ ।

ঐ রাম নামাক্ষিত অঙ্গুলীয়ক দর্শনে জানকী ব্রহ্মমহা হইয়া

আনন্দাঞ্জলি বিসর্জন করিতে করিতে মারুতিকে কহিলেন—

হে কপির ! তুমি বুদ্ধিমান, রামের ভক্ত ও প্রিয়কারী

নোচেহ্মৎসন্নিধিং চ'ন্যাং পুরুষং প্রোষয়েৎ কথম্ ?
 হনুমন্ ! দৃষ্টমখিলং মম দুঃখাদিকং ত্বয়া । ৩৯ ।
 স'হং কথয় রামায় যথা মে জায়তে দয়া ।
 ম'সতরাববিপ্রাণাঃ স্বাস্যস্তি মম সন্তম । ৪০ ।
 নাগমিষ্যতি চেদ্রামো ভক্ষয়িষ্যতি মাং খলঃ ।
 অতঃ শীঘ্রং কপীভ্ৰেণ সূত্রীবেন সমস্থিতঃ । ৪১ ।
 বানরানীকটৈঃ সাক্ষং হত্ব রাবণমাহবে ।
 সপুত্রং সবলং রামো যদি মাং মোচয়েৎ প্রভুঃ ॥
 ততস্য সদৃশং বীৰ্য্যং বীর ! বর্ণয় বর্ণিতম্ ।
 যথা মাং তারয়েদ্রামো হত্বা শীঘ্রং দশ'ননম্ । ৪২ ।
 তথা যতস্ব হনুমন্ ! বাচা ধর্মমবাপু'হি ।
 হনুমানপি তামাহ দেবি ! দৃষ্টো যথা ময়া । ৪৩ ।
 রামঃ সলক্ষণঃ শীঘ্রমাগমিষ্যতি সাযুধঃ ।

বলিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে, নচেৎ জীৱন অন্য পুরুষকে
 কেন আমার নিকট প্রেরণ করিবেন ? হে হনুমন্ ! আমার
 সমস্ত দুঃখই অবগত হইয়াছ—আমার প্রতি দয়া করিয়া
 জীৱনকে সমস্ত দুঃখ জানাইবে । প্রাণাধিক জীৱন' মাসতর
 মধ্যে আমন না করিলে রাক্ষসগণ নিশ্চয় আমাকে ভক্ষণ
 করিবে । অতএব সূত্রীব ও সমস্ত বানরকুলের সহিত
 শ্রীরাম যদি সবংশ রাবণকে রণ ভূমিতে বিনাশ করিয়
 আমাকে মোচন করেন তবে বীরগণও তাঁহার বল পরাক্রম
 বর্ণন করিবে । হে হনুমন্ ! রঘুপতি শ্রীরাম যে কোন উপায়ে
 সবংশ রাবণকে বিনাশ করিয়া সত্তর আমাকে পরিত্রাণ
 করিতে পারেন সেই উপায়ই কহিবে—ভদ্রারা তোমার পুণ্য
 হইবে ।

অনন্তর হনুমান্ সৌভাগ্যে কহিল—হে দেবি ! আমি শ্রীর

সূত্রীবেন সসৈন্যেন হত্বা দশমুখং বলাৎ । ৪৫ ।
 সমানেষ্যতি দেবি ! স্বাম্যোধ্যাং নাত্র সংশয়ঃ ।
 তমাহ জানকী রামঃ কথং বারিধিমাততম্ । ৪৬ ।
 তীর্ত্বয়াস্যত্যমেস্মাত্মা বানরানীকটৈঃ সহ ? ।
 হনুমানাহ মে ক্ষম্ভাবাকুহ পুরুষর্ষভৌ । ৪৭ ।
 আয়াস্যতঃ সসৈন্যশ্চ সূত্রীবো বানরেশ্বরঃ ।
 বিহায়স্য ক্ষণেনৈব তীর্ত্বা বারিঘিমাততম্ । ৪৮ ।
 নিদহিষ্যতি রক্ষোঘাত্ত্বংকৃতে নাত্র সংশয়ঃ ।
 অমুজ্জাং দেহি মে দেবি ! গচ্ছামি ত্বরয়াম্ভিতঃ । ৪৯ ।
 দ্রষ্টুং রামং সহ ভ্রাতা ত্বরয়ামি তবাস্তিকম্ ।
 দেবি ! কিঞ্চিনতিজ্ঞানং দেহি মে যেন রাঘবঃ । ৫০ ।

সমীপে গমন করিলেই লক্ষণ ও সসৈন্য সূত্রীবের সহিত
 শ্রীরাম ধনুর্বিগ ধারণ করিয়া আগমন পূর্বক সবংশ রাবণকে
 নিধন করিয়া অচির কাল মধ্যে তোমাকে অযোধ্যাপুরী লইয়া
 যাইবেন—তাহাতে তিলমাত্র সংশয় নাই ।

জানকী কহিলেন—হে মাকতে ! অমেস্মাত্মা শ্রীরাম ও লক্ষণ
 বানরকুলের সহিত কি প্রকারে এই শত গোজন বিস্তীর্ণ
 তল্লাভ্য বারিধি সত্তর করিয়া আগমন করিবেন ।

হনুমান্ কহিল—হে মাতঃ ! পুরুগোত্তম রঘুনাথ ও লক্ষণ
 আগার স্বাক্ষরিত হইয়া আগমন করিবেন এবং সসৈন্য কপীশ্বর
 সূত্রীব আকাশ পথে ক্ষণকাল মধ্যে এই বারিধি উত্তীর্ণ
 হইয়া নিশ্চয়ই রক্ষকুল ধ্বংস করিবেন : হে দেবি ! আমাকে
 আদেশ কোন—আমি বিরহানল-সংগত সানুজ শ্রীরামকে
 দর্শন করিয়া শীঘ্রই আপনার সমীপে প্রত্যাগমন করিব । হে
 মাতঃ ! এক্ষণে শ্রীরামের বিশ্বাস যোগ্য কোন দ্রব্য আমাকে
 প্রদান করুন ।

বিশ্বসেন্মাং প্রযত্নেন ততো গন্তা সমুৎসুকঃ ।
 তত কিঞ্চিদ্ধিচার্য্যার্থ সীতা কমললোচনা । ৫১ ।
 বিমুচ্য কেশপাশাস্তে স্থিতং চূড়ামণিং দদৌ ।
 অনেন বিশ্বসেন্দ্রামস্তাং কপীন্দ্র ! লক্ষ্মণঃ ॥ ৫২ ॥
 অভিজ্ঞানার্থমন্যচ্চ বদামি তব স্মৃতত ।।
 চিত্রকূটগিরৌ পূর্ব্বমেবদা রহসি স্থিতঃ ।
 মদক্লেশির আধার নিদ্রাতি রঘুনন্দনঃ । ৫৩ ।
 ঐন্দ্রঃ কাকস্তদাগত্য নথৈস্তুণ্ডেন চামকুৎ ।
 মৎপাদাকূৰ্ত্তমারক্তং বিদদারামিষাশয়া । ৫৪ ।
 ততো রামঃ প্রবুধ্যাধ দৃষ্ট্বা পাদং কৃতব্রণম্ ।
 কেন ভদ্রে ! কৃতং চৈতদ্বিপ্রিয়ং মে হুরাঅনা । ৫৫ ।
 ইত্যুক্ত্বা পুরতো পশুদ্বারসন্মাং পুনঃ তুনঃ ।
 অভিজবন্তং রক্তাসাং নখতুণ্ডং চূকোপহ । ৫৬ ।

তৃণমেকমুপাদায় দিব্যাস্ত্রেণাভিযোজ্য তৎ ।
 চিক্লেপ লীলয়া রামো বায়সোপরি তজ্জগম্ । ৫৭ ।
 অভ্যজবদ্বারসশ্চ ভীতো লোকান্ ভ্রমৎপুনঃ ।
 ইন্দ্রব্রহ্মাদিভিষ্ছাপি ন শক্যো রক্ষিতুং তদা । ৫৮ ।
 রামস্য পাদরোরগ্রেহপতন্তীত্যা দয়ানিধেঃ ।
 শরণাগতমালোক্য রামস্তমিদমব্রবীৎ । ৫৯ ।
 অমোঘমেতদস্ত্রং মে দত্তৈকাক্ষমিতো ব্রজ ।
 সবাং দত্ত্বা ততঃ কাক এবং পৌরুষবানপি । ৬০ ।
 উপেক্ষতে কিমর্থং মামিদানীং সোধপি রাঘবঃ ? ।
 হনুমানপি তামাহ শ্রুত্ব সীতাকৃতভাষিতম্ । ৬১ ।
 দেবি ! ত্বাং যদি জ্ঞানান্তি স্থিতামত্র রঘুত্তমঃ ।
 করিষ্যতি ক্ষণাদ্ভ্যন্ত লক্ষ্যং রাক্ষসমণ্ডিতাম্ ॥ ৬২ ॥

অনন্তর কমলাক্ষী জ্ঞানকী কেশপাশ হইতে চূড়ামণি
 মোচন করিয়া মারুতিক প্রদান করতকহিলেন—হে কপীন্দ্র !
 জীৱাম ও লক্ষ্মণ এই শিরোরত্ন দর্শনে তোমাকে বিশ্বাস
 করিবেন । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩
 । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ ।

হে স্মৃতত ! বিশ্বাসোৎপাদন জন্য তোমাকে অন্য কোন বিষয়
 কহিতেছি প্রবণ কর—“একদা চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি
 সময়ে রঘুনন্দন মদীয় অঙ্গে মস্তক সংস্থাপন পূর্ব্বক নিদ্রা
 গাইতে ছিলেন, ইতি মধ্যে ইন্দ্র পুত্র বায়স রূপ ধারণ পূর্ব্বক
 নখ তুণ্ড দ্বারা আমার পাদাকূর্থে আঘাত করিয়া রক্তপাত
 করিয়াছিল । অনন্তর রঘুপতি আমার ব্রণ-সংযুক্ত পাদ সন্দ-
 শন করিয়া কহিয়া ছিলেন, হে ভদ্রে ! কোন্ হুরাঅনা আমার
 এই বিপ্রিয় কার্য্য করিল ! ইত্যবসরে রক্তাক্ত বায়সকে সম্মুখে
 দর্শন করিয়া কোপাবিষ্ট হইলেন । এবং দিবা তৃণান্ত

সংযোজন করিয়া তাহার উপরে পরিত্যাগ করিলেন । বায়স
 রাম বাণ দর্শনে ভীত হইয়া ইন্দ্র লোক গমন করিলেও ইন্দ্র
 ব্রহ্মাপ্রভৃতি দেবগণ তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না
 পরে অনন্য উপায় হইয়া কাক ককণা সিদ্ধ রামের পাদাগ্রে
 পতিত হইল, জীৱাম বায়সকে শরণাগত অবলোকন করিয়া
 কহিলেন—আমার এই অস্ত্র অমোঘ, অতএব তুমি একটি চক্ষু
 প্রদান করিয়া প্রস্থান কর, অনন্তর কাক দক্ষিণ চক্ষু বিহীন
 হইয়া গমন করিল” হে মহাসম্ভ ! এক্ষণে রঘুপতি আমাকে
 কি কারণে উপেক্ষা করিতেছেন ? । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭
 । ৫৮ । ৫৯ । ৬০ । ৬১ ।

হনুমান সীতা ভাষিত বাক্য প্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে
 দেবি ! আপনি এখানে অবস্থিতি করিতেছেন যদি রঘুত্তম
 জানিতে পারেন তাহা হইলে রাক্ষস মণ্ডিতা লক্ষা পুরী সৎ

জানকী প্রাহ তং বৎস! কথং ত্বং যোৎস্যসেহমূরৈঃ? কার্যার্থমাগতো দূতঃ স্বামিকার্য্যাবিরোধতঃ ।
 অতিসূক্ষ্মবপুঃ সর্কৈ বানরাস্ত ভবাদৃশাঃ ॥ ৬৩ ॥ অন্যৎকিঞ্চিদসম্পাদ্য গচ্ছত্যধম এব সং । ৬২ ।
 শ্রদ্ধা তদ্বচনং দেবৈ পূর্ব্বরূপমদর্শয়ৎ । অতোহহং কিঞ্চিদন্যচ্চ কৃড়া দৃষ্ট্বাথ রাবণম্ ।
 মেকুমন্দরসঙ্কাশং রক্ষোগণবিভীষণম্ ॥ ৬৪ ॥ সম্ভাষ্য চ ততো রামদর্শনার্থং ব্রজাম্যহম্ । ৭০ ।
 দৃষ্ট্বা সীতা হনুমন্তং মহাপর্কতসন্নিভম্ । ইতি নিশ্চিত্য মনসা রক্ষণশূন্যং মহাবলং ।
 হর্ষণে মহতাবিষ্টা প্রাহ তং কপিকুঞ্জরম্ ॥ ৬৫ ॥ উৎপাট্যাশোকবনিকাং নির্বক্ষ্যামকরোৎ ক্ষণাৎ ৭১ ।
 সমর্থোহসি মহাসত্ত্ব! দ্রক্ষ্যন্তি ত্বাং মহাবলম্ । সীতাশ্রয়নগন্ত্যক্ত্বা বনং শূন্যং চকার সং ।
 রাক্ষস্যন্তে শুভঃ পস্থা গচ্ছ রামান্তিকং দ্রুতম্ । উৎপাটয়ন্তং বিপিনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসয়োষিতঃ ॥ ৭২ ॥
 বুভুক্ষিতঃ কপিঃ প্রাহ দর্শনাৎ পারণং মম । অপৃচ্ছন্ জানকীং কোহসৌ বানরাকৃতিরুদ্ভটঃ ॥
 ভবিষ্যতি কলৈঃ সর্কৈস্তব দৃষ্টো স্থিতৈর্হি মে ॥ ৬৭ ॥
 তথৈতুক্তঃ স জানক্যা তক্ষয়িত্বা ফলং কপিঃ ।
 ততঃ প্রস্থাপিতোহগচ্ছজ্ঞানকীং প্রণিপত্য সং ।
 কিঞ্চিদদূরমথো গতা স্বাজ্ঞানোবানুচিন্তয়ৎ ॥ ৬৮ ॥

জানক্যবাচ ।

ভবত্য এব জানান্তি মায়াং রাক্ষসনির্মিতাম ।
 নাহমেনং বিজানামি দুঃখশোকসমাকুলা । ৭৪

কাল মধ্যে ভ্রমসাৎ করিবেন ; তজ্জ্ববে জানকী কহিলেন হে বৎস! বানরগণ তোমার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম কাণ্ড, অতএব তুমি অসুরদিগের সহিত কি রূপে যুদ্ধ করিবে? হনুমান সীতা দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া রক্ষগণ ভয়দর্শী মেকুমন্দর সদৃশ পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন করিল, সীতা হনুমানের মহাপর্কত সন্নিভ শরীর সন্দর্শনে অত্যন্ত হর্ষাবিষ্টা হইয়া কপি-কুঞ্জরকে কহিলেন—হে মহাসত্ত্ব! তোমাকে মহাবল দেখিয়া বুঝিলাম তুমি যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। এক্ষণে তুমি সত্ত্বর রাম সমীপে গমন কর, পথি মধ্যে তোমার মঙ্গল হইবে। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। অনন্তর অনিল তনয় জানকীকে কহিল আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি উপবাসী প্রযুক্ত ক্ষধার্ত্ত হইয়াছি, এক্ষণে পারণ করিব। হে দেবি! আপনার সন্মুখবর্তী সমস্ত ফল আমার পারণোপযোগী হইবে। পরে সীতা ঐ ফল ভক্ষণে আদেশ করিলে হনুমান্ নানা বিধ ফল ভক্ষণ করিয়া সীতাকে প্রণাম করত প্রস্থান করিল, পরে

কিয়দ্দূর গমন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল—যে দূত স্বামি কার্য্যার্থ সমাগত হইয়া ঐ কার্য্য অবিরোধে সম্পাদন পূর্ব্বক যদি অন্য কোন কার্য্য না করিয়া গমন করে, তবে ঐ দূত অধম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। অতএব অন্য এক অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদনানন্তর রাবণকে দর্শন ও সম্ভাষণ করিয়াই শ্রীরাম দর্শনে গমন করিব। মহাবল পরাক্রম মারুতি মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রক্ষ সকল উৎপাটন করত ক্ষণ কাল মধ্যে সীতার নিকটস্থ বন ভিন্ন সমস্ত বন রক্ষ শূন্য করিল। ঐ সময় রাক্ষসীগণ হনুমানকে দেখিয়া কহিল, হে জানকি! বানরের ন্যায় অদ্ভুতরূপ কে এই অশোক-বন উৎপাটন করিতেছে? ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২।

জানকী কহিলেন, হে রাক্ষসীগণ! রাক্ষসের মায়া প্রভাৎ তোমরাই জানিতে পার—আমি শোক দুঃখ পবিত্রা হইয়া

ইত্যুক্তান্তুরিতং গজা রাক্ষসো ভয়পীড়িতাঃ ।
 হনুমতা কৃতং সৰ্বং রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ৭৫ ॥
 দেব ! কশিষ্ণুহাসস্তো বানরাকৃতিদেহভূৎ ।
 সীতয়া সহ সস্তাষ্য হ্যশোকবনিকাজ্জফণাৎ ।
 উৎপাট্য চৈত্যা প্রাসাদং বভজ্জামিতবিক্রমঃ ॥ ৭৬ ॥
 প্রাসাদরক্ষিণং সৰ্বান হত্বা তত্রৈব তস্থিবান্ ।
 তচ্ছত্বা তুর্গমুখায় বনভঙ্গং মহাপ্রিয়ম্ ॥ ৭৭ ॥
 কিক্করান্ প্রেষয়ামাস নিযুতং রাক্ষসাধিপঃ ।
 নির্ভয়চৈত্যা প্রাসাদপ্রথমান্তরসংস্থিতঃ ॥ ৭৮ ॥
 হনুমান্ পৰ্ব্বতাকারো লোহস্তম্বকৃতায়ুধঃ ।
 কিঞ্চিল্লাঙ্গুলচলনো রক্তাস্যো ভীষণাকৃতি ॥ ৭৯ ॥
 আপতন্তুং মহাসজ্জং রাক্ষসানাং দদর্শ সঃ ।
 চকার সিংহনাদং চ শ্রুত্বা তে মুমূহুর্ভূশম্ ॥ ৮০ ॥

আছি অতএব এই বানরকে কি প্রকার জানিব । অনন্তর ভয়বাকুল্যে রাক্ষসীগণ রাবণ সমীপে সত্তর গমন করিয়া মাকৃতি কৃত সমস্ত কাষাই নিবেদন করিল । হে রাক্ষসাধিপ ! মহাবল পরাক্রম বানর-দেহধারী এক বীর সীতার সহিত পরস্পর সস্তাষণ করত ক্ষণকাল মধ্যে অশোক-বন উৎপাটন করিয়া চৈত্যা প্রাসাদ চূর্ণায়মান করিয়াছে এবং ঐ প্রাসাদ রক্ষক রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া নির্ভয় প্রাসাদের প্রথম খণ্ড মধ্যে অবস্থান করিতেছে । অনন্তর হৃদে প্রতাপাবিতমহাবল রাক্ষসাধিপ দশানন অভ্যন্ত অগ্নিযবন-ভঙ্গবৃত্তান্ত প্রবণ করত উদ্ভিত হইয়া নিযুত সংখ্যক কিক্করগণকে প্রেরণ করিল । পরে পৰ্ব্বতাকার লোহে স্তম্ব স্বরূপ আনুধারী ভয়ানকাকৃতি রক্তাস্য হনুমান্ অঙ্গ অঙ্গ লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতেছিল ইত্যবসরে সমাগত রাক্ষস সৈন্য সমূহ দর্শন করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিল, কিক্করগণ ঐ ভয়ানক নিনাদ প্রবণ

হনুমন্তোমথো দৃষ্ট্বা রাক্ষসা ভীষণাকৃতিম্ ।
 নির্ভয়ুর্বিবিধাত্মৌধৈঃ সৰ্বরাক্ষসঘাতিনম্ ॥ ৮১ ॥
 তত উখায় হনুমান্ যুগ্মগণৈঃ সমন্ততঃ ।
 নিষ্পিপেষ ক্ষণাদেব মশকানিব যুথপঃ ॥ ৮২ ॥
 নিহতান্ কিক্করান্ শ্রুত্বা রাবণং ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
 পঞ্চসেনাপতীংস্তত্র প্রেষয়ামাস চূর্ণদান্ ॥ ৮৩ ॥
 হনুমানপি তান্ সৰ্বান লোহস্তম্বেন চাহনৎ ।
 ততঃ ক্রুদ্ধো মস্তিস্থতান্ প্রেষয়ামাস সপ্ত সঃ ॥ ৮৪ ॥
 আগতানপি তান্ সৰ্বান পূর্ববদ্বানরেখরঃ ।
 ক্ষণাশ্লিঃশেষতো হত্বা লোহস্তম্বেন মাকৃতিঃ ॥ ৮৫ ॥
 পূর্বস্থানমুপাশ্রিত্য প্রতীক্ষন্ রাক্ষসান্ স্থিতঃ ।
 ততো অগাম বলবান্ কুমারোহক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥ ৮৬ ॥

করিয়া মুচ্ছা প্রাপ্ত হইল । অনন্তর চৈতন্য প্রাপ্ত কিক্করগণ রাক্ষস ধ্বংসকারী ভয়ানকাকৃতি মাকৃতিকে দেখিয়া নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল । পরে কপিবার উদ্ভিত হইয়া যেমন যুথপ মশককে নিষ্পেষণ করে সেই প্রকার মাকৃতি গদা দ্বারা রাক্ষসগণকে নিষ্পেষণ করিল । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ । ৭৬ । ৭৭ । ৭৮ । ৭৯ । ৮০ । ৮১ । ৮২ । পরে দশানন কিক্করগণের নিধন বার্তা শ্রবণে ক্রোধ মুচ্ছিত হইয়া মত্ততাপের পঞ্চসেনাপতি প্রেরণ করিল, হনুমান্ লোহগদা দ্বারা ঐ সেনাপতিগণকে যম সদনে প্রেরণ করিল । অনন্তর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাবণ সাত জন মস্তিভনয়কে প্রেরণ করিল, বানরেখর পূর্বের ন্যায় ভাষাদিগকে আসিতে অবলোকন করিয়া লোহ দণ্ড দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে ভাষাদিগকে বিনাশ পূর্বক রাক্ষস বৃন্দ নিরীক্ষণ করত পূর্বস্থানে উপবেশন করিল । অনন্তর মহাবল পরাক্রম রাবণের অক্ষকুমারকে সমাগত দেখিয়া মাকৃতি আকাশ পথে উল্লক্ষন করত ঐ রাক্ষসেঃ যন্তকোপরি মুদার দ্বারা ভাঙন করিল, পরে ঐ মুদারাবাতে

তমুৎপপাত হনুমান্ দৃষ্ট্বাকাশে সমুদগরঃ ।
 গগনাস্থুরিতো যুষ্কি মুদগরেণ ব্যাভিঃ ॥ ৮৭ ॥
 হত্বা তমক্ষং নিঃশেষং বলং সৰ্বং চকার সঃ ॥ ৮৮ ॥
 ততঃ শ্রুত্বা কুমারস্য বধং রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।
 ক্রোধেন মহতাবিষ্ট ইন্দ্রজিতারমত্রবীৎ ॥ ৮৯ ॥
 পুত্র! গচ্ছামাহং তত্র যত্রাস্তে পুত্রহা রিপুঃ ।
 হত্বা তমথবা বন্ধা আনয়িষ্যামি তেহস্তিকম্ ॥ ৯০ ॥
 ইন্দ্রজিৎপিতরং প্রাহ ত্যজ শোকং মহামতে ! ।
 ময়ি স্থিতে কিমর্থং ত্বং ভাষসে হুঃখিতং বচঃ ? ।
 বন্ধানেষ্যে দ্রুতং তাত ! বানরং ব্রহ্মপাশতঃ ।
 ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য রাক্ষসৈর্কচ্ছতিবৃতঃ । ৯২ ।
 জগাম বায়ুপুত্রস্য সমীপং বীরবিক্রমঃ ।
 ততোহতিগজ্জিতং শ্রুত্বা স্তম্ভমুদ্যম্য বীৰ্য্যবান্ ॥ ৯৩ ॥

উৎপপাত নভোদেশং গরুড়ানিব মাক্ৰতিঃ ।
 ততো ভ্রমন্তং নভসি হনুমন্তং শিলীমুখৈঃ । ৯৪ ।
 বিদ্ধা তস্য শিরোভাগং ইষুভিশ্চাক্ৰতিঃ পুনঃ ।
 হৃদয়ং পাদযুগলং ষড়্ভিরেকেন বালধিম্ ॥ ৯৫ ॥
 ভেদয়িত্বা ততো ঘোরং সিংহনাদমথাকরোৎ ।
 ততোহতিহর্ষাক্ষনুমাংস্তম্ভমুদ্যম্য বীৰ্য্যবান্ । ৯৬ ॥
 জঘান সারথিং সাস্থং রথং চার্চুর্গয়ং ক্ষণাৎ ।
 ততোহন্যং রথমাদায় মেঘনাদো মহাবলঃ । ৯৭ ॥
 শীঘ্রং ব্রহ্মাস্ত্রমাদায় বন্ধা বানরপুঙ্গবম্ ।
 নিনার নিকটং রাজ্ঞো রাবণস্য মহাবলঃ । ৯৮ ॥
 যস্য নাম সততং জপন্তি যে-
 ইজ্ঞানকর্ম্মকৃতবন্ধনং ক্ষণাৎ ।
 সদা এব পরিমুচ্য তৎপদং
 যান্তি কোটিরবিতাসুরং শিবম্ ॥ ৯৯ ॥

মুচ্ছিত হইয়া অক্ষকুমার কণকাল মধ্যে ধরনীতে পতিত হইল, মহাবল মাক্ৰতি অক্ষকুমার ও সমস্ত রাক্ষস সৈন্যগণকে বিনাশ করিবে দশানন কুমারের নিধন বার্তা শ্রবণে অভিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিৎকে কহিল—হে পুত্র! যে স্থানে প্রাণাধিক কুমারের নিধনকারি মহারিপু অবস্থিত আছে, আমি ঐ স্থানে গমন করত ঐ শত্রুকে নিধন করিয়া অথবা রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া তোমার সমুপে আনয়ন করিব। ইন্দ্রজিৎ কহিল—হে মহামতে! শোক পরিত্যাগ করুন, আমি জীবিত থাকিতে কি নিমিত্ত হুঃখিত হইতেছেন?—হে তাত! ঐ বানরকে ব্রহ্মপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া সত্ত্বরই আপনার সমীপে আনয়ন করিব। মহাবল ইন্দ্রজিৎ দশাননকে এইরূপ কহিয়া বহুতর রাক্ষসগণের সহিত রথারোহণ করত মাক্ৰতির সমীপে গমন করিল। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২।

মহাবল মাক্ৰতি ইন্দ্রজিৎের গজ্জন শব্দ শ্রবণ করিয়া

মুম্বর ধারণ পূর্বক পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় উর্দ্ধদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল ঐ সময় ইন্দ্রজিৎ শিলী মুখ পাশ দ্বারা হনুমানকে বন্ধন করিয়া অষ্ট বাণ দ্বারা মস্তক, ছয় বাণ দ্বারা বক্ষঃস্থল, এক বাণ দ্বারা পাদযুগল বিদ্ধ করিয়া অতি ঘোরতর সিংহনাদ করিল। পরে হনুমান্ সহস্রে মুদগ দ্বারা অথ ও সারথিকে চূর্ণায়মান করিয়া কণকাল মধ্যে বহু সদনে প্রেরণ করিল। অনন্তর মহাবীৰ্য্য মেঘনাদ রথাস্তর আরোহণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা মাক্ৰতিকে বন্ধন পূর্বক রাক্ষসাদি দশাননের সমীপে গমন করিল। যে ত্রিরামের নাম নিরন্তর স্মরণ করিলে লোকে অজ্ঞানকৃত কর্ম্ম-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঐ পরমাত্মা ত্রিরামের পাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকে, মাক্ৰতি সেই ত্রিরামের পাদপদ্ম সর্বদা হৃৎপদে সংস্থাপণ

তসৌব রামস্য পদাম্বুজং সদা
হৃৎপদ্মমধ্যে সুমিথায় মারুতিঃ ।

করিয়া সর্বদা সমস্ত বন্ধনে নিম্মুক্ত আছে, অতএব সামান্য
পাশ দ্বারা তাহাকে বন্ধন করা বিফল । ৯৩। ৯৪ । ৯৫। ৯৬। ৯৭।
৯৮। ৯৯। ১০০ ।

সদৈব নিম্মুক্তসমস্তবন্ধনঃ
কিস্তস্য পাঠৈরিতরৈশ্চ বন্ধনৈঃ ? ॥ ১০০

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
সুন্দরাকাণ্ডে তৃতীয়েহধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
সুন্দরাকাণ্ডে তৃতীয়েহধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

যান্তং কপীশ্রং ধৃতপাশবন্ধনং
বিলোকয়ন্তং নগরং বিভীতবৎ ।
অতাড়য়মুক্তিতলৈঃ সুকোপনাঃ
পৌরাঃ সমস্তাদনুজান্ত ঐক্ষিতুম্ । ১।
ব্রহ্মাস্ত্রমেনং ক্ষণমাত্রসঙ্কমং
কৃৎস্না গতং ব্রহ্মবরেণ সত্ত্বরম্ ।
জ্ঞাত্বা হনুমানপি ফল্লুরজ্জুভি
ধৃতৌ ষষৌ কার্য্যবিশেষগৌরবাৎ । ২।

সভানুরমস্য চ রাবণস্য তং
পুরো নিধায়াহ বলারিজ্জিতদা ।
বন্ধো ময়া ব্রহ্মবরেণ বানরঃ
সমাগতোহনেন হতা মহাসুরাঃ ॥ ৩ ॥
যদ্যুক্তমত্রার্থ্য ! বিচার্য্য মন্ত্রিভি-
ক্ষিধীরতামেষ ন লৌকিকো হরিঃ ।
ততো বিলোকাহ স রাক্ষসেশ্বরঃ
প্রহস্তমগ্রে স্থিতমঞ্জনাঙ্গিতম্ । ৪ ।

মহাদেব কহিলেন ।—মেঘনাদ কর্তৃক ব্রহ্মপাশ নিবদ্ধ হইয়া
মারুতি লঙ্কাপুরী দেখিতে দেখিতে ভীত জনের নায় গমন
করিতে লাগিল, ঐ সময় পুরবাসী রাক্ষসগণ মারুতিকে
দেখিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া মুক্তি দ্বারা ভাঙন করিতে
লাগিল । ব্রহ্মপাশ ব্রহ্মদত্ত বর নিবন্ধন ক্ষণ কাল মারুতিকে
স্পর্শ করত সত্ত্বরই অস্তহিত হইল । হনুমান্ ব্রহ্মপাশ
অস্তহিত হইয়াছে জানিয়াও রাবণকে দেখিবার জন্য
বজ্র বদ্ধ প্রায় গমন করিল । ইচ্ছাশ্রিং মারুতিকে সভা

মধ্যস্থ রাবণের সমীপে আনয়ন করিয়া কহিল, হে
আর্য্য ! আমি এই হনুমানকে ব্রহ্মপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া
আনয়ন করিয়াছি—মহাসুর রাক্ষসগণ এই মারুতি কর্তৃক
নিহত হইয়াছে, অতএব মন্ত্রিগণের সহিত বিচার করিয়া
যুক্তি হয় বিধান করুন, কিন্তু এই বানরকে সামান্য বলিয়া গণ্য
করিবেন না । অমন্তর রাক্ষসাদিগণ সমুদ্রস্থ প্রহস্তকে
সম্বোধন করিয়া কহিল, হে প্রহস্ত ! এই বানরকে জিজ্ঞাসা কর,
কি কারণ—কোন স্থান হইতে সমাগত হইয়াছে, এবং কি
কারণে বল দ্বারা বন সমুদ্র ও রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়াছে ।

প্রহস্ত পৃষ্ঠে নমসৌ কিমাগতঃ ।
 কিমত্র কার্যং কুত এব বানরঃ ।
 বনং কিমর্থং সকলং বিনাশিতং
 হতাঃ কিমর্থং মম রাক্ষসী বলাৎ । ৫ ।
 ততঃ প্রহস্তো হনুমন্তমাদরাৎ
 পপ্রচ্ছ কেম প্রহিতোহসি ? বানর ! ।
 ভয়ং চ তে মাস্তু বিমোক্ষ্যসে ময়া
 সত্যং বদস্বাখিলরাজসন্নিধৌ । ৬ ।
 ততোহতিহর্ষাৎ পবনাগ্নজো রিপুং
 নিরীক্ষ্য লোকত্রয়কটকাস্থরম্ ।
 বক্তুং প্রচক্রে রঘুনাথসৎকথাং
 ক্রমেণ রামং মনসা স্মরম্মুহুঃ ॥ ৭ ॥
 শৃণু ক্ষুটং দেবগণাভ্যমিত্র হে
 রামশ্চ দূতোহহমশেষহুৎস্থিতেঃ ।
 যশ্চাখিলেশস্য হতাধুনা ভয়া
 ভার্য্যা স্বনাশায় শুনেব সছবিঃ ॥ ৮ ॥
 স রাঘবোহতোত্য মতঙ্গপর্কতং
 সুগ্ৰীবমৈত্রীমনলশ্চ সন্নিধৌ ।

কৃত্বৈকবাণেন নিহত্য বালিগং
 সুগ্ৰীবমেবাধিপতিং চকার তম্ । ৯ ।
 স বানরাণামধিপো মহাবলী
 মহাবলৈর্কানরযুধকোটিভিঃ ।
 রামেণ সাক্ষং সহ লক্ষ্মণেন ভো
 প্রবর্ষণেহমর্ষযুতোহবতিষ্ঠতে ॥ ১০ ॥
 সঞ্চোদিতান্তেন মহাহরীশ্বরা
 ধরাসুতাং মার্গম্বিতুং দিশো দশ ।
 তত্রাহমেকঃ পবনাগ্নজঃ কপিঃ
 সীতাং বিচিহ্নন্ শনৈকৈঃ সমাগতঃ । ১১ ।
 দৃষ্ট্বা ময়া পদ্মপলাশলোচনা
 সীতা কপিভাঙ্গিপি নং বিনাশিতম্ ।
 দৃষ্ট্বা ততোহহং রতসা সমাগতান্
 মাং হস্তকামান ধৃতচাপসায়কান্ ॥ ১২ ॥
 ময়া হতান্তে পরিরক্তিভুং বপুঃ
 প্রিয়ো হি দেহোহখিলদেহিনাং প্রভো ! ।

অনন্তর প্রহস্ত মাকতিকৈ সমাদরে জিজ্ঞাসা করিল—হে বানর !
 তুমি কোন্ জন কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছ, নির্ভয় হইয়া নিখিল
 রাজ্যাধিপতি দশাননের সমীপে সত্য বাক্যে প্রকাশ কর—
 তোমাকে বন্ধন হইতে মোচন করিব । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ ।

অনন্তর হনুমান্ ত্রিভুবনের কটক স্বরূপ রাবণকে দর্শন
 করিয়া বারম্বার শ্রীরামকে মনে মনে স্মরণ করত শ্রীরামের সৎ-
 কথা কহিতে আরম্ভ করিল—হে দেবামিত্র ! যে জগদীশ্বর শ্রীরা-
 মের ভাগ্যা জগজ্জননী সীতা কুকুর কর্তৃক যজ্ঞীয় হবি প্রায় তোমা
 কর্তৃক আত্মবিনাশার্থ অপহৃত হইয়াছেন, আমি সেই শ্রীরাম

প্রেরিত দূত । ঐ রঘুবর পর্কতোপরি আগমন করিয়া সুগ্ৰীবের
 সহিত অনল সমক্ষে মিত্রতা করত এক মাত্র বাণ দ্বারা বালিকৈ
 নিধন করিয়া ঐ সুগ্ৰীবকে রাজ্যাধিপতি করিয়াছেন । বানর-
 গণের অধিপতি মহাবল পরাক্রম সুগ্ৰীব মহাবল সম্পন্ন কোটি
 বানর যুগ ও শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিত হইয়া ধরাগ্ৰজ
 সীতার অন্বেষণার্থ মহা প্রতাপশালী কপিগণকে নানা দিকে
 প্রেরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমি পবন তনয় এক বানর
 সীতার অন্বেষণার্থ এই স্থানে সমাগত হইয়াছি । ৭ । ৮ ।
 ৯ । ১০ । ১১ ।

অনন্তর আমি পদ্মপলাশলোচনা জনক হৃহিতা জানকীকে
 নিরীক্ষণ করিয়া বনচর বানরের স্বভাব বশত বন সমূহ নষ্ট
 করিয়াছি, অসুরগণ ঐ বিনাশিত বন সমূহ দর্শন করিয়া

ব্রহ্মাঙ্গপাশেন নিবধ্য মাং ততঃ
 সমাগমশ্চোঘনিদানামকঃ ॥ ১৩ ॥
 স্পষ্টৈব মাং ব্রহ্মাবরপ্রস্তাবত-
 স্ত্যক্ত্বা গত্যং সর্বমবৈমি রাবণ ! ।
 তথাপ্যহং বদ্ধ ইবাগতো হি তং
 প্রবক্তুকামঃ করুণারসাদ্রধীঃ ॥ ১৪ ॥
 বিচার্য লোকস্ত বিবেকতো গতিং
 ন রাক্ষসীং বুদ্ধিমুপৈহি রাবণ ! ।
 দৈবীং গতিং সংসৃতিমোক্কেহতুকীং
 সমাপ্রয়াতাস্তহিতায় দেহিনঃ । ১৫ ।
 ত্বং ব্রাহ্মণোহু তুমবংশসম্ভবঃ ।
 পৌলস্ত্যপুত্রোহসি কুবেরবান্ধবঃ ।

দেহাত্মবুদ্ধ্যাপি চ পশ্য রাক্ষসো
 নাত্মাত্মবুদ্ধ্যা কিমু রাক্ষসো ন হি ॥ ১৬ ॥
 শরীরবুদ্ধীন্দ্রিয়ভুংখসমুত্তি-
 ন তেন চ ত্বং তব নির্বিকারতঃ ।
 অজানহেতোশ্চ তথৈব সমুত্তে
 রসমুত্তমস্তাঃ স্বপতো হি দৃশ্যবৎ ॥ ১৭ ॥
 ইদং তু সত্যং তব নাস্তি বিক্রিয়া
 বিকারহেতুর্ন চ তেহদ্বয়ভূতঃ ।
 গথা নভঃ সর্বগতং ন লিপাতে
 তথা তবান্ দেহগতোহপি সূক্ষ্মকঃ ।
 দেহেন্দ্রিয়প্রাণশরীরসমুত্ত-
 স্ত্রাত্মৈতিবুদ্ধ্যাখিলবদ্ধভাগ্ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

ধনুর্ক্ষণ ধারণ পূর্বক আমাকে বিনাশ করিবার জন্য
 বিছুতের ন্যায় সত্ত্বর সমাগত হইলে আমি স্বকীয় শরীর
 সংরক্ষণার্থ তাহাদিগকে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়াছি,
 কারণ সমস্ত জীবেরই দেহ অতিশয় প্রিয়তম। পরে মেঘনাদ
 আমাকে ব্রহ্মপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া এস্তানে আনয়ন
 করিয়াছে। হে দশানন! ঐ ব্রহ্মপাশ ব্রহ্ম দত্ত বরাভিভূত
 হেতু আমাকে স্পর্শ করিয়াই অস্তহিত হইল, তাহা
 জানিয়াও আমি তোমাকে হিতোপদেশ দিবার জন্য দয়াজ্ঞ
 চিত হইয়া পাশবদ্ধ প্রায় তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি। হে
 মহাবল! তুমি বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরমার্থ বিচার করত
 অনর্থহেতু রাক্ষস বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া জীবের মুক্তির হেতুভূত
 দৈবী গতি সমাজয় কর—হে দশানন! দেহই আত্মা এইরূপ
 অতির বুদ্ধি দ্বারা রাক্ষসত্ব প্রযুক্ত এই মুক্তিমার্গে আমার
 অধিকার হইতে পারে না একথাও বক্তব্য হইতে পারে না, যে
 হেতু তুমি উত্তম বংশ সমুত্ত—মুনিবর পুণ্ড্র-তনয় ও
 কুবের বান্ধব ব্রাহ্মণ, অতএব ব্রাহ্মণের সর্বধাই মুক্তি

মার্গে অধিকার বিদ্যমান আছে। দেহ হইতে আত্মা অতি-
 রিক্ত একরূপ তেদ বুদ্ধি করিলেও তুমি রাক্ষস নহ কি?
 ব্রাহ্মণ জন! শরীর বিশিষ্ট আত্মাও ব্রাহ্মণ বলিয়া অঙ্গীকৃত
 হইবে, অতএব তুমি নির্বিকার জ্ঞানময় আত্মা স্বরূপই নিশ্চিত
 হইলে শরীর, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় ভুংখ সমুহের সম্বন্ধী নহে এবং
 শরীরাদিও তোমার নহে এবং নিদ্রিত জনের স্বপ্ন দৃষ্ট মণি
 রত্নাদি প্রায় অজ্ঞানের কার্যবীভূত পুত্র দারাদিও সংপদার্থ
 নহে, হে দশানন! বিকার ও বিকারের কারণ কিছুমাত্র
 তোমাতে লক্ষিত হইতেছে না এই যথার্থ কহিলাম। যে
 প্রকার আকাশ কিত্যাদি সমস্ত পদার্থ সম্ভব হইয়াও কোন
 এক পদার্থে সংলিপ্ত নহে, সেই প্রকার তুমি সূক্ষ্ম রূপে
 দেহগত হইয়াও ঐ দেহে সংলিপ্ত নহ, দেহই আমি এই
 রূপ অজ্ঞেদ জ্ঞানী পুরুষই এই অপার ভব সংসারে নিবদ্ধ
 হইয়া থাকে জ্ঞানময় অজনা অনন্তর আনন্দস্বরূপ, এইরূপ
 দেহ তির জ্ঞানবান্ হইলেই জীবাত্মা ঐ ভববন্ধন হইতে

চিন্মাত্রমেবাহমজোহমক্ষরো
 জ্ঞানন্দভাবোহহমিতি প্রমুচ্যতে ।
 দেহোহপানাস্মা পৃথিবীবিকারজো
 ন প্রাণ আত্মানিল এষ এব সং ॥ ১৯ ॥
 মনোপ্যাহঙ্কারবিকার এব নো
 ন চাপি বুদ্ধিঃ প্রকৃতের্বিকারজা ।
 আত্মা চিদানন্দময়োহবিকারবান্
 দেহাদিসজ্জাদ্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ ॥ ২০ ॥
 নিরঞ্জনো মুক্ত উপাধিতঃ সদা
 জ্ঞাতৈব মাত্মানমিতো বিমুচ্যতে ।
 অতোহহমাত্মান্তিকমোকসাধনং
 বক্ষ্যে শৃণুহ্যবহিতো মহামতে ! ॥ ২১ ॥
 বিষ্ণোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়-
 স্তুতো ভবেজ্জ্ঞানমতীৰ নিৰ্ম্মলম্ ।
 বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেত্ততঃ
 সম্যগ্বিদিদ্য পরমং পদং ব্রজেৎ ॥ ২২ ॥

মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং দেহ পৃথিবীর বিকার জন্য
 'আত্মা' হইতে ভিন্ন বায়ু স্বরূপ—প্রাণও আত্মা হইতে ভিন্ন,
 অহঙ্কারের বিকার স্বরূপ মনও আত্মা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির,
 বিকার জন্য বুদ্ধিও আত্মা হইতে ভিন্ন, কিন্তু আত্মাকে
 নির্জিকার নিরঞ্জন আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিলেই
 জীব ভব বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, হে
 মহামতে! তোমাকে অভ্যন্ত মুক্তি সাধন উপদেশ প্রদান
 করিতেছি অবগত কর—পরমাত্মা সনাতন বিষ্ণু ভক্তি হইলেই

অতো ভজস্বাত্মা হরিং রূপাপতিং
 রামং পুরাণং প্রকৃতেঃ পরং দিষ্টম্
 নিমৃশ্য মৌৰ্য্যং হৃদি শক্ততাবনাং
 ভজস্ব রামং শরণাগতপ্রিয়ম্ ।
 নীতাং পুরাকৃত্য সপুত্রবাকবো
 রামং নমস্কৃত্য বিমুচ্যসে ভয়াৎ ॥ ২৩ ॥
 রামং পরাত্মানমতাবরন্ জনো
 তন্ত্য্য হৃদিষ্ঠং সুধকপমদ্বয়ম্ ।
 কথং পরং তীরমবাপু স্যাজ্জনো
 ভবাস্থধেদুঃখতরঙ্গমালিনঃ ? ॥ ২৪ ॥
 নোচেত্ত্বমজ্ঞানময়েন বন্ধিনা
 অনন্তমাত্মানমরক্তিতারিবৎ ।

মুক্তি সংশোধন হয়। পরে অভ্যন্ত নির্মল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়
 অনন্তর বিশুদ্ধ তত্ত্বানুভব হয়, পরে সম্যক তত্ত্ব জ্ঞান লাভ
 করিয়া জীবাত্মা পরমব্রহ্ম পদে সংলীন হয়—হে দর্শানন!
 অদ্য মুখ্যতা ও শত্রু ভাব পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম
 রূপাপতি শরণাগত-প্রিয় জীৱামকে ভজনা কর এবং পুত্র বাকব-
 গণের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞানকৌর সহিত জীৱামকে নমস্কার
 করিয়া সমস্ত ভীতি হইতে মুক্তি লাভ কর, হে রাক্ষস-
 ধিপ! যে জন পরমাত্মা সুধ স্বরূপ জীৱামকে হৃৎপদ্মে ভাবনা
 করেন—ঐ দুবাক্সা জড় মতি—কি প্রকারে হঃখ স্বরূপ
 তরঙ্গমালা বিশিষ্ট এই ভবাস্থি সমুত্তীর্ণ হইতে পারিবে?
 যদি ঐ শরণাগত-প্রিয় জীৱামকে ভজনা না কর তবে অজ্ঞান
 স্বরূপ অগ্নি দ্বারা দহমান জীবাত্ম-সহায় হীন শত্রু প্রায়
 নিহত হইবে, যাঁহার জ্ঞান সমুৎপন্ন না হয় তাঁহার স্বরূপ

নরস্বধোহধঃ স্বকৃষ্টৈশ্চ পাতকৈ-
 বিমোক্ষশক্কা ন চ তে ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥
 শ্রদ্ধা মৃতাস্বাদসমানভাবিতং
 তদ্বায়ুস্নেদেশকক্ষরোহসুরঃ ।
 অমৃষ্যমাণোহিতিক্রুশা কপীশ্বরং
 জগাদ রক্তাস্তবিলোচনো জলন্ ॥ ২৬ ॥
 কথং মমাগ্রে বিলপস্তভীতবৎ ?
 প্লবঙ্গমানামধমোহসি দুর্ভুধীঃ ।
 ক এষ রামঃ কতমো বনেচরো ?
 নিহস্মি সূত্রীবযুতং নরাধমম্ । ২৭ ।
 ত্বাং চাদ্য হত্বা জনকাতুজ্যং ততো
 নিহস্মি রাগং সহলক্ষণং ততঃ ।
 সূত্রীবমগ্রে বলিনং কপীশ্বরং
 সবানরৈর্হন্যচিরেণ বানর ! ।

শ্রদ্ধা দংশত্রীববচঃ স মারুতি-
 বিরুদ্ধকোপেন দহস্মিবাসুরম্ ॥ ২৮ ॥
 ন মে সমা রাবণকোটয়োহধমা
 রামস্ত দাসোহমপারবিক্রমঃ ।
 শ্রদ্ধাতিকোপেন হনুমতো বচো
 দশাননো রাক্ষসমেকমব্রবীৎ ॥ ২৯ ॥
 পাশ্বে স্থিতঃ সারয় খণ্ডশঃ কপিং
 পশ্যন্তু সর্কেহসুরমিত্রবান্ধবাঃ ।
 নিবারয়ামাস ততো বিভীষণো
 মহাসুরং সায়ুধমুদ্যতং বধে । ৩০ ।
 রাজন্ বধাহো ন ভবেৎকথঞ্চন !
 প্রতাপযুক্তৈঃ পররাজবানরঃ ।
 হতেহস্মিন বানরে দূতে বার্তাং কো বা নিবেদয়েৎ
 রামায় ত্বং যমুদ্दिश্য বধায় সমুপস্থিতঃ । ৩১ ।

পাতক হইতে বিমুক্তি শক্যও হইতে পারিবে না । ১২ । ১৩ ।
 ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ ।
 ২৪ । ২৫ ।

দেবতা বিরোধী দুরাত্মা দশানন মারুতির এই অমৃত
 কপ্প হিতকর বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধে জলদগ্নি প্রায় হইয়া
 আরক্তিম নয়নে মারুতিকে কহিল—রে দুর্ভু বুকে! তুমি
 বানরাধম হইয়া আমার নিকট নির্ভয়ে প্রলাপ করিতেছ, সেই
 রাম কে? বনেচারী—তুমিই বা কে? অদ্যই তোমাকে যম
 সদনে প্রেরণ করিয়া জনক-তনয়া সীতাকে বিনাশ করিব,
 পরে রাম লক্ষণ ও বানরগণের সহিত কপীশ্বর সূত্রীবকে
 অচির কাল মধ্যে বিনাশ করিব । জনগুর মারুতি দশকঙ্ক

রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপানলে তাহাকে ভস্মসাৎ
 করিতে উদ্যত হইয়া কহিল, রে রাবণ! আমি ত্রিভুবনেখব
 ঈরামের বিক্রমশালী দাস বটে, কিন্তু তোমার মত কোটি
 রাবণও আমার তুল্য হইতে পারে না । দশানন মারুতির বাক্য
 শ্রবণে অতি কোপান্বিত হইয়া পাশ্বে স্থ এক রাক্ষসকে কহিল,
 হে রাক্ষস! এই বানরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া যম সদনে প্রেরণ
 কর । দেবতাপ্রাণ, মিজগণ ও বান্ধবগণ অবলোকন করক ।
 অনন্তর মারুতির নিধনে সমুদ্যত মহাবল রাবণকে নিবারণ
 করত বিভীষণ কহিল—হে রাজন্! পররাজ্য হইতে সমাগত
 বিক্রমশালী বানর কদাচ বধাহঁ হয় না, এই রাম-দূত বানর
 নিহত হইলে যে ঈরামকে উদ্দেশ্য করিয়া বানর বধে সমুদ্যত

অতো বধসমং কিঞ্চিদন্যচ্চিস্তর বানরৈঃ ।
 সচিকো গচ্ছতু হরিষং দৃষ্ট্বা যাস্যতি ক্রতম্ ॥
 রামঃ সূগ্রীবসহিতস্ততো যুদ্ধং ভবেত্তব ।
 বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণোহপ্যেতদব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥
 বানরাণাং হি লাক্সুলে মহামানো ভবেৎকিল ।
 অতো বস্ত্রাদিভিঃ পুচ্ছং বেষ্টয়িত্বা প্রযত্নতঃ ॥ ৩৪ ॥
 বহিনা যোজয়িত্বৈনং ভ্রাময়িত্বা পুরেহতিতঃ ।
 বিসর্জয়ত পশ্যন্তু সর্কে বানরযুথপাঃ ॥ ৩৫ ॥
 তথ্যেতি শগপট্টৈশ্চ বস্ত্রৈরন্যৈরনেকশঃ ।
 তৈলাতৈর্কৈক্যামাসুলাঙ্গুলং মারুতেদৃঢ়ম্ ॥ ৩৬ ॥

পুচ্ছাগ্রে কিঞ্চিদনলং দীপয়িত্বাথ রাক্ষসাঃ ।
 রজ্জুভিঃ সূদৃঢ়ং বন্ধা ধৃত্বা তং বলিনোহমুরাঃ ॥ ৩৭ ॥
 সমস্তাদভ্রাময়ামাসুশ্চোরোহয়মিতি বাদিনঃ ।
 তুর্ঘঘোবৈর্ঘোষমস্তস্তাভয়স্তো মুহুমুহুঃ ॥ ৩৮ ॥
 হনুমতাপি তৎসর্বং সোঢ়ং কিঞ্চিচ্চিকীর্ষুণা ।
 গচ্ছা তু পশ্চিমদ্বারসমীপং তত্র মারুতিঃ ॥ ৩৯ ॥
 সূক্ষ্মো বভূব বন্ধেভ্যো নিঃসৃতঃ পুনরপ্যসৌ ।
 বভূব পর্বতাকারস্তত উৎপ্লুত্যা গোপুরম্ ॥ ৪০ ॥
 তত্রৈকং স্তম্ভমাদায় হত্বা তান্ রক্ষিণঃ ক্ৰণাৎ ।
 বিচার্য কার্যশেষং সঃ প্রাসাদাথাদ্ গৃহাদ্ গৃহম্ ॥
 উৎপ্লুত্যাৎপ্লুত্যা সন্দীপ্তপুচ্ছেন মহতা কপিঃ ।
 দদাহ লক্ষ্মামখিলাং সাত্তপ্রাসাদতোরণাম্ ॥ ৪২ ॥

হইয়াছে ঐ রামকে সীতার বার্তাইবা কে বিজ্ঞাপন করিবে ?
 অতএব বানরকে বধ অপেক্ষা কোন এক চিহ্নে চিহ্নিত করাই
 কর্তব্য, বানর এইরূপ চিহ্নিত হইয়া রাম সমীপে গমন করুক;
 যেসকল চিহ্ন দর্শন করিয়া শ্রীরাম সূগ্রীবের সহিত সত্ত্বর
 আগমন করিলে তাহার সহিত ভোমার যুদ্ধ হইবে, রাবণ
 বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—হে রাক্ষসগণ !
 বানরেরা লাক্সুলে অত্যন্ত অভিমান করিয়া থাকে অতএব
 যত্নাক্ত বস্ত্র দ্বারা লাক্সুল বেষ্টিত করিয়া অগ্নি প্রজ্বলন করত
 পুরমধ্যে চতুর্দিকে ঘূর্ণিত করিয়া পরিত্যাগ কর, বানরগণ
 দর্শন করিবে । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ ।
 ৩৪ । ৩৫ ।

মহাবল অনুরগণ তাহাই কর্তব্য বিবেচনা করিয়া
 যত্নাক্ত শগ বস্ত্র পট্ট বস্ত্র ও অন্যান্য নানাপ্রকার বস্ত্র দ্বারা
 মারুতির লাক্সুল দৃঢ়রূপে বেষ্টিত করিয়া তদপ্রাভাগে
 কিঞ্চিৎকি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল । পরে রজ্জু দ্বারা

মারুতিকে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া “এই বানর চোর” এই
 কথা কহিতে কহিতে চতুর্দিকে জমণ করাইতে লাগিল,
 এবং নানাবিধ বাদ্যোদয় করত পুনঃপুনঃ ভাঙন করিতে
 আরম্ভ করিল । হনুমান রাবণের কিঞ্চিৎ অনিষ্ট করিবার
 বাসনায় রাক্ষসের ছুঃসহ ব্যাপারও কিঞ্চিৎ কাল সহ্য করিল ।
 পরে পূর্বীর পশ্চিম দ্বারে গমন করিয়া সূক্ষ্ম রূপ ধারণ
 করত রজ্জু বন্ধন হইতে নিঃসৃত হইয়া পুনর্বার পর্বতাকার
 শরীর ধারণ করিল, অনন্তর পুংছারের উপরিভাগে উল্লক্ষন
 করিয়া একস্তম্ভ গ্রহণ করত ক্রণকাল মধ্যে রাক্ষসগণকে
 চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল । বুদ্ধিমান মারুতি অপর কি
 কর্তব্য এইটি বিশেষ কণ চিন্তা করিয়া প্রাসাদের উপরি
 ভাগ হইতে প্রতি গৃহে ক্রমশঃ উল্লক্ষন করত প্রজ্বলিত মহা
 লাক্সুলি দ্বারা অট্টালিকা ও ভোরণের সহিত সমস্ত লক্ষাপবী

হা তাত ! পুত্র ! নাথেতি ক্রন্দমানাঃ সমস্ততঃ ।
 ব্যাণ্ডাঃ প্রাসাদশিখরেহপ্যাকটা দৈতায়োষিতঃ ॥
 দেবতা ইব দৃশ্যন্তে পতন্ত্যঃ পাবকেহখিলাঃ ।
 বিভীষণগৃহং ত্যক্ত্বা সৰ্বং গম্মীকৃতং পুরম্ । ৪৪ ।
 তত উৎপ্লুতা জলঘৌ হনুমান্মাকতাজ্জঃ ।
 লাস্কুলং মজ্জয়িত্বান্তঃ স্বস্থচিত্তো বভূব সঃ । ৪৫ ।
 বায়োঃ প্রিয়সখিত্বাচ্চ সীতয়া প্রার্থিতোহনলঃ ।

ন দদাহ হরেঃ পুচ্ছং বভূবাত্যন্তশীতলঃ । ৪৬ ।
 যন্মামসং স্মরণধূতসমস্তপাপা-
 স্থাপত্রয়ানলমপীহ তরন্তি সত্যঃ ।
 তস্মৈব কিং রঘুবরস্তা বিশিষ্টদূতঃ
 সন্তপ্যতে কথমসৌ প্রকৃতানলেন ? । ৪৭ ।

ইতি ত্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামাহেশ্বর সম্বাদে
 স্কন্দরাকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ভ্রমসাৎ করিল। বহি পরিবাণ্ড হইলে সমস্ত পুরবাসী
 রাক্ষসগণ হা তাত ! হা পুত্র ! হা নাথ ! ইত্যাকার শব্দ
 করত চতুর্দিকে রোদন করিতে লাগিল। প্রাসাদ শৃঙ্গো-
 পরি সমাকৃতা রাক্ষসীগণ অগ্নি মধ্যে নিপতিত হইয়া দেবতা
 প্রায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, বিভীষণের গৃহ বাতীত
 সমস্ত লঙ্কাপুরী ভস্মিভূতা হইল। অনন্তর হনুমান মাকতি
 উল্লক্ষন করিয়া জল মধ্যে লাস্কুল নিমগ্ন করত স্কন্ধ চিত্তা-
 ত্তব করিল। হনুমান্ বহির প্রিয় সখা প্রযুক্ত বিশেষতঃ
 সীতা দেবীর প্রার্থনা হেতু অনল মাকতির লাস্কুল দহন করে

নাই অতএব অতাপ্ত শীতল হইল। দাহার নান স্রব-
 করিলে সমস্ত পাপ নিমুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাপপ্রয়ানল
 অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভৌতিক ও দৈবী অনল, সম্ভরণ করিতে
 পারে এই রামের প্রধান দূত মাকতি সাধারণ বাকি দ্বারা
 কেন পরিতপ্যমান হইবে ? ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ ।
 ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ ।

ইতি ত্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামাহেশ্বর সম্বাদে
 স্কন্দরাকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোন্মীধ্যায়ঃ ।

ততঃ সীতাং নমস্কৃত্য হনুমানব্রবীদ্বচঃ ।

আজ্ঞাপয়তু মাং দেবি ! ভবতী রামসন্নিধিम् ।১

গচ্ছামি রামস্থানং দ্রষ্টুমাগমিষ্যতি সানুজঃ ।

ইত্যুক্ত্বা ত্রিঃ পরিক্রম্য জ্ঞানকীং মারুতান্নজঃ ।২।

প্রণম্য প্রাপ্ত্বিতো গন্তুং ইদং বচনমব্রবীৎ ।

দেবি ! গচ্ছামি তদ্রং তে তুর্গং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্ ॥৩

লক্ষ্মণং চ সমুগ্রীবং বানরাযুতকোটিভিঃ ।

ততঃ প্রাহ হনুমন্তং জ্ঞানকী দুঃখকর্ষিতা ॥ ৪ ॥

ভাং দৃষ্ট্বা বিস্মৃতং দুঃখমিদানীং ত্বং গমিষ্যসি ।

ইতঃ পরং কথং বর্তে রামবার্তাশ্রুতিং বিনা ? ॥৫

মারুতিরুবাচ ।

যত্বেবং দেবি ! মে স্কন্ধমারোহকণমাত্রতঃ ।

রামেণ যোজয়িষ্যামি মন্যেসে যদি জানকি ! । ৬

রামঃ সাগরমাশোষ্য বঙ্কা বা শরপঞ্জরৈঃ ।

সীতোবাচ ।

আগত্য বানরৈঃ সার্দ্ধং হত্বা রাবণমাহবে ॥ ৭ ॥

মাং নয়েদ্যদি রামস্য কীর্ত্তিত্বতি শাস্বতী ।

অতো গচ্ছ কথং চাপি প্রাণান্ সঙ্কারয়াম্যহম্ ॥

ইতি প্রস্থাপিতো বীরঃ সীতয়া প্রনিপত্য তাম্ ।

জগাম পর্বতম্যাগ্রে গন্তুং পারং মহোদধেঃ ॥ ৯ ॥

মহাদেব কহিতেছেন।—এই প্রকারে লক্ষাপুরী ভস্মীকৃত হইলে মারুতি জগন্মাতা জ্ঞানকীকে প্রণাম করিয়া কহিল—
হে দেবি ! আমি জীরাম সন্নিধানে গমন করি আপাকে আজ্ঞা করুন—শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে আপনাকে দেখিবার জন্য সত্ত্বর এই স্থানে আগমন করিবেন। এই বলিয়া পবন তনয় সীতাকে বারতর প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রণাম করিয়া কহিল—হে দেবি ! আমি এস্থান হইতে গমন করি, আপনার মনের বাসনা পূর্ণ হইবে, অচির কাল মধ্যেই রাম, লক্ষ্মণ ও অযুত কোটি বানরগণের সহিত সুগ্রীবকে দর্শন করিবেন। অনন্তর জ্ঞানকী মারুতিকে কহিলেন—হে হনুমন্ ! আমি তোমাকে দেখিয়া অবধি সমস্ত দুঃখই বিস্মৃত হইয়াছি, এক্ষণে জীরাম সন্নিধানে গমন কর, কিন্তু ইহার পরে জগতের জীবন স্বরূপ শ্রীরামের বার্তা শ্রবণ করিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব ? । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ ।

মারুতি কহিল—হে দেবি ! যদি রাম বিরহে এক প্রকার শোক ব্যাকুল হইবেন, তবে আমার স্কন্ধাপরি আরোহণ করুন স্কন্ধকাল মধ্যেই আপনাকে রামের সহিত মিলন করাইয়া শোকানল নির্বাপন করিব।

সীতা কহিলেন—হে পবনান্নজ ! যদি তোমার স্কন্ধারোহণ পূর্বক রাম সন্নিধানে গমন করি তাহা হইলে রামের অন্তঃকরণ আমার প্রতি কুৎসা প্রবর্তমান হইবে—শ্রীরাম কহিবেন যে অবলা জ্ঞানকী স্ত্রী হইয়া বানরের স্কন্ধারোহণ করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছে—হে ভ্রাতঃ ! স্ত্রী জাতির দোষাত্মক দর্শন কর—হে বানরসত্তম ! তোমার স্কন্ধারোহণ করিয়া গমন না করিবার অন্য কারণও কহিতেছি শ্রবণ কর। যদি জীরাম এই মহাসমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া বানরগণের সহিত এখানে আগমন পূর্বক শর সমূহ

তত্র গতা মহাসক্তঃ পাদাভ্যাং পীড়য়ন্ গিরিম্ ।
 জগাম বায়ুবেগেন পৰ্বতশ্চ মহীতলম্ ॥ ১০ ॥
 ততো মহীসমানত্বং ত্রিংশদ্যোজনমুচ্ছিতঃ ।
 মারুতিগর্গনাস্তুহো মহাশব্দং চকার সঃ ॥ ১১ ॥
 তং শ্রুত্বা বানরাঃ সর্বে জ্ঞাত্বা মারুতিমাগতম্ ।
 হর্ষণে মহতাবিষ্টাঃ শব্দং চক্রুর্মহাস্বনম্ ॥ ১২ ॥
 শব্দেনৈব বিজ্ঞানীমঃ কৃতকার্যাঃ সমাগতঃ ।
 হনুমান্বেব পশুধ্বং বানরা বানরধ্বজম্ ॥ ১৩ ॥
 এবং ক্রবৎসু বীরেষু বানরেষু স মারুতিঃ ।
 অবতীৰ্য্য গিরেমূর্চ্ছি বানরানিদমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

দৃষ্ট্বা সীতা ময়া লঙ্কা ধর্ষিতা চ সকাননা ।
 সন্তাষিতো দশগ্রীবস্ততোহহং পুনরাগতঃ ॥ ১৫ ॥
 ইদানীমেব গচ্ছামো রামসুগ্রীবসন্নিধিম্ ।
 ইত্যুক্ত্বা বানরাঃ সর্বে হর্ষণালিঙ্গ্য মারুতিম্ ॥ ১৬ ॥
 কেচিচ্চুচুমুর্লাঙ্কলং ননৃতুঃ কেচিদুঃসুকাঃ ।
 হনুমতা সমেতাস্তে জগ্মুঃ প্রস্রবণং গিরিম্ ॥ ১৭ ॥
 গচ্ছন্তো দদৃশুর্বরা বনং সুগ্রীবরক্ষিতম্ ।
 মধুসংজ্ঞং তদা প্রাছুরজদং বানরবর্ষভাং ॥ ১৮ ॥
 ক্ষুধিতাঃ স্মো বয়ং বীর ! দেহানুজ্ঞাং মহামতে ।
 ভক্ষয়ামঃ কলানাদ্য পিবামোহমৃতবনমধু ॥ ১৯ ॥
 সন্তুষ্টা রাঘবং ব্রহ্মং গচ্ছামোহদৈব সানুজম্ ॥ ২০ ॥

দ্বারা যুদ্ধ করিয়া সবংশ দশাননকে বিনাশ করিয়া আমাকে
 গ্রহণ করেন তাহা হইলে ত্রিভুবনে রামের চিরস্থায়িনী
 কীর্তি সংস্থাপিত হইবে। অতএব হে কপিবর ! তুমি রামের
 নিকট গমন কর কোন রূপে ক্রোধের সহিত জীবন ধারণ
 করিব। এই প্রকার সীতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া হনুমান্
 সীতাকে প্রনিপাত করিয়া সমুদ্রের উত্তর পারে গমন
 করিবার জন্য পর্বতের অগ্রভাগে গমন করিল, মহাবল
 মারুতি ঐ পর্বতে গমন করত পাদ দ্বারা পর্বতকে পীড়িত
 করিয়া উল্লঙ্ঘন করত বায়ুবেগে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া গমন
 করিল, ঐ সময় ত্রিংশৎ যোজন সমুদ্রত পর্বত মারুতির
 পাদতলে নত হইয়া পৃথ্বীতলের সমতাপন্ন হইল। মারুতি
 আকাশপথে উদ্ভিত হইয়া ঘোরতর নিনাদ করিল, ঐ নিনাদ
 ধনি শ্রবণে মারুতি সমাগত হইতেছে নিশ্চয় করিয়া বানরগণ
 আতশয় হ্রস্ট চিত্তে প্রতীক্ষা করিয়া কহিল—আমরা ঐ শব্দ
 শ্রবণ করিয়া কৃতকার্য্য মারুতি সমাগত হইয়াছে নিশ্চয় করি-
 তেছি, হে বানরগণ এই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে দর্শন কর,
 ইত্যবসরে মারুতি পর্বতোপরিভাগে আনন্দিত চিত্তে এই

প্রকার ভাষামান্ বানরগণ মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে
 কহিল—হে কপিগণ ! আমি জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শন করিয়া
 আসিয়াছি এবং কাননের সহিত লঙ্কাপুরী ভ্রমিভূতা হইয়াছি।
 পরে দশাননকে সম্ভাষণ করিয়া পুনর্বার প্রত্যাগমন
 করিয়াছি। এক্ষণে আমরা সকলে মিলিত হইয়া ত্রীরাম ও
 সুগ্রীবের সন্নিধানে গমন করিব, বানরগণ এই বাক্য শ্রবণ
 করিয়া হর্ষ মানসে মারুতিকে আলিঙ্গন করিয়া লাঙ্কুলে
 চূষন করিতে লাগিল, কেহ বা হৃত্য করিতে লাগিল। পরে
 মারুতির সহিত বানরগণ প্রস্রবণ পর্বতে গমন করত কপি-
 রাজ সুগ্রীব সংরক্ষিত মধু বন দর্শন করিয়া যুবরাজ অজ্ঞদকে
 কহিল—হে বীর ! আমরা অত্যন্ত ক্ষুধা পীড়িত হইয়াছি—
 আজ্ঞা করুন অদ্য নান্য প্রকাব ফল ভক্ষণ ও মধু পান করিয়া
 সন্তোষ চিত্তে ত্রীরাম ও লঙ্কামণিকে দেগিবার জন্য গমন করি।
 ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬।
 ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।

অঙ্গদ উবাচ ।

হনুমান্ কৃতকার্যোহয়ং পিবতৈতৎ প্রসাদতঃ ।
 কক্ষধং ফলম্বলানি ত্বরিতং হরিসন্তপাঃ । ২১ ।
 ততঃ প্রবিষ্ট হরয়ঃ পাণ্ডুমাৰেত্তিরে মধু ।
 রক্ষিণস্তাননাদৃতা দধিবক্ত্রেণ নোদিতান্ । ২২ ।
 পিবতস্তাড়য়ামানুর্বানরান্ বানরবর্ষভাঃ ।
 ততস্তান্মুষ্টিতিঃ পানৈশ্চূর্ণয়িত্বা পপূর্মধু । ২৩ ।
 বানরান্ রুরুধুঃ সর্বান নিজগ্নশ্চাপি ভুরুহৈঃ ।
 ততঃ সর্বৈ মহোজক্ষা ধৃত্বাদধিমুখং কপি । ২৪
 ব্যপোথয়ন্ ধরণ্যাং বৈদধিবক্ত্রস্যচাননম্
 চপোট্টেমুষ্টিভিষ্চাপি ভৃশং জম্বুঃ কপীশ্বরঃ ॥ ২৫
 ততঃ কৃচ্ছাৎ সমুখায় কপি পোষিত বক্ত্রকঃ ।

ততো দধিমুখঃ ক্রুদ্ধঃ সূগ্রীবস্য স মাতুলঃ ।
 জগাম রক্ষিভিঃ সার্কং যত্র রাজা কপীশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥
 গতা তমব্রবীদেব ! চিরকালান্তিরক্ষিতম্ ।
 নক্টং মধুবনং তেহদ্য কুমারেণ হনুমতা ॥ ২৭ ॥
 শ্রুত্বা দধিমুখে নোক্তং সূগ্রীবো হৃষ্টমানসঃ ।
 দৃষ্ট্বা গতৌ ন সন্দেহঃ সীতাং পবননন্দনঃ ॥ ২৮ ॥
 নো চেম্মধুবনং দ্রষ্টুং সমর্থঃ কো ভবেন্মম ।
 তত্রাপি বায়ুপুত্রোহন কৃতং কার্য্যং ন সংশয়ঃ । ২৯ ।
 শ্রুত্বা সূগ্রীববচনং হৃষ্টো রামস্তমব্রবীৎ ।
 কিমুচ্যতে ত্বয়া রাজন্ ! বচঃ সীতা কথাস্মিতম্ ? ॥
 সূগ্রীবস্তব্রবীদ্ধাক্যং দেব ! দৃষ্টাবনীমুতা ।
 হনুমৎ প্রমুখাঃ সর্বৈ প্রবিষ্টা মধুকাননম্ । ৩১ ।

অনন্তর যুবরাজ অঙ্গদ কহিলেন—হে হরিসন্তপগণ !
 হনুমান্ সীতা দর্শনে কৃতকার্য্য হইয়া সমাগত হইয়াছে এক্ষণে
 সেই জন্য অমৃতোপম মধুপান এবং নানা প্রকার সুপক ফল
 মূল ভক্ষণ কর । অনন্তর বানরগণ বন-রক্ষক বানরগণকে অনা-
 দর পূর্বক বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অমৃতোপম মধুপান করিতে
 আরম্ভ করিল, ঐ সময় বন-রক্ষক বানরগণ দধিমুখের আদেশ
 প্রাপ্ত হইয়া মধুপায়ী বানরগণকে ভাঙন করিতে লাগিল ।
 পরে ভাঙিত বানরেরা মুষ্টি ও পদাঘাত দ্বারা রক্ষকগণকে
 চূর্ণায়মান করিয়া ঐ মধুপান করিতে লাগিল । অনন্তর দধিমুখ
 ও অন্যান্য রক্ষকগণ দ্রুত বেগে গমন করিয়া চতুর্দিকে অবস্থিত
 মধুপায়ী বানরগণকে রোব পূর্বক রক্ষ দ্বারা ভাঙন করিতে
 লাগিল । পরে মহাবল মাকতি প্রভৃতি বানরগণ দধিমুখকে
 খরণ করিয়া ধরণীতলে তাহার মুখ নিষ্পেষণ করিল । অনন্তর

পীড়িত বক্ত্র দধিমুখ ক্রোধ ক্রমে ধরণী হইতে সমুখিত হইয়া
 অতিশয় ক্রোধ পূর্বক রক্ষকগণের সহিত কপিরাজ সূগ্রীব
 সন্নিধান গমন করিয়া কহিল—হে দেব ! যুবরাজ অঙ্গদ
 ও মাকতি কর্তৃক চিররক্ষিত মধুবন বিনাশিত হইয়াছে ।
 দধিমুখের বাকা শ্রবণে কপিরাজ প্রফুল্লাস্তঃকরণে কহিল—
 মাকতি নিশ্চয়ই সীতাকে সন্দর্শন করিয়া সমাগত হইয়াছে,
 নতুবা আমার মধুবন বিনাশ করিতে কোন জন সমর্থ হইবে !
 দ্রুতপ্রগয়া বায়ু তনয় নিশ্চয়ই সীতাপহারকের অনিষ্ট কার্য্য
 সম্পাদন করিয়াছে । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ । ২৬ । ২৭ ।

শ্রীরাম সূগ্রীবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাক্ষাৎ চিত্তে
 কহিলেন—হে রাজন্ ! আমার প্রাণাধিকা সীতার কথা কি
 কহিতেছিলেন ? সূগ্রীব কহিল—হে দেব ! সীতাকে দর্শন
 পূর্বক মাকতি প্রভৃতি প্রত্যাগত বানরগণ মধুবনে প্রবিষ্ট হইয়া
 বনরক্ষক বানরগণকে ভাঙন করত ফল মূল সমস্ত ভক্ষণ

ভক্ষয়ন্তি স্ম সকলং তাড়য়ন্তি স্ম রক্ষিণঃ ।

অকৃত্বা দেব ! কার্য্যং তে দ্রষ্টুং মধুবনং মম । ৩২ ॥

ন সমর্থাস্ততো দেবী দৃষ্টা সীতেতি নিশ্চিতম্ ।

রক্ষিণো বো ভয়ং যাস্তু গড়া ক্রত মমাজ্জয়া । ৩৩ ॥

বানরানকদম্বুখানানরগণং মমাশ্রুকম্ ।

ঋত্বা স্ত্রীবিবচনং গড়া তে বায়ুবেগতঃ ॥ ৩৪ ॥

হনুমৎ প্রমুখানুচূর্ণচ্ছতেশ্বরশালনাং ।

দ্রষ্টুমিচ্ছতি স্ত্রীবিবঃ স রামো লক্ষ্মণাশ্রিতঃ । ৩৫ ॥

যুগ্মানতীব দৃষ্টান্তে ভ্রয়ন্তি মহাবলাঃ ।

তথেষ্টমরমাসাদ্য যযুস্তে বানরোত্তমাঃ ॥ ৩৬ ॥

হনুমন্তং পুরস্কৃত্য যুবরাজং তথাকদম্ ।

রামস্ত্রীবিবরোরগ্রে নিপেতুৰ্ভুবি সত্তরম ॥ ৩৭ ॥

হনুমান্ রাঘবং প্রাহ দৃষ্টা সীতা নিরাময়া ।

সাক্ষীকৃত্য প্রণিপত্যাগ্রে রামঃ পশ্চাদ্ধরীশ্বরম্ । ৩৮

কুশলং প্রাহ রাজেন্দ্র ! জানকী ত্বাং শুচাশ্রিতা ।

অশোকবনিকামধ্যে শিশুপাতুলমাশ্রিতা ॥ ৩৯ ॥

রাক্ষসীভিঃ পরিবৃত্তা নিরাহারা কৃশা প্রভো ! ।

হা রাম ! রামরামেতি শোচন্তী মলিনাশ্রয়া । ৪০ ॥

একবেণী ময়া দৃষ্টা শনৈরাশ্বাসিতা শুভা ।

বৃক্ষশাখান্তরে স্থিতা সূক্ষ্মদ্রুপেণ তে কথাম্ ॥ ৪১ ॥

জম্বীরভ্য তবাত্যর্থং দণ্ডকাগমনং তথা ।

দশাননেন হরণং জানক্যা রহিতে ভয়ি ॥ ৪২ ॥

স্ত্রীবিবং যথা মৈত্রী কৃত্বা বাণিনিবর্হনম্ ।

মার্গগাথং চ বৈদেহ্যাঃ স্ত্রীবিবং বিনর্জিতাঃ ॥ ৪৩ ॥

মহাবলা মহাসত্ত্বা হরয়ো জিতকাশিনঃ ।

গতাঃ সর্বত্র সর্বৈ বৈ তত্রৈকোহহমিহাগতঃ ॥ ৪৪ ॥

করিয়াছে,যেহেতু কপিগণ আপনাদের কার্য্য সম্পাদন না করিয়া
মধুবন বিনাশ করিতে কখনই সমর্থ হইয়া না, অতএব কপিগণ
সীতাকে নিশ্চয়ই সম্মর্শন করিয়াছে । পরে স্ত্রীবিব রক্ষকগণকে
সংবাদন করিয়া কহিল—হে রক্ষকগণ! তোমরা নির্ভয়ে
গমন করিয়া অজ্ঞদপ্রভৃতি বানরগণকে আমার সন্নিধানে
আনিয়ন কর—কপিগণ স্ত্রীবিব কর্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া রক্ষক
গণ বায়ুবেগে গমন পূর্বক বানরগণকে কহিল—হে বানর-
গণ! কপিগণ স্ত্রীবিবের আদেশানুগারে রাজ সন্নিধানে
গমন কর, স্ত্রীবিব শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ তোমাদিগের প্রতি পরি-
ভূক্ত হইয়াছেন ও তোমাদিগকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া-
ছেন । পরে বানরগণ মাকৃতি ও অজ্ঞদকে অগ্রসর করিয়া ক্রত-
বেগে আকাশপথে গমন পূর্বক শ্রীরাম ও স্ত্রীবিবের সমীপে
উপস্থিত হইল । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ ।

অনন্তর মাকৃতি শ্রীরাম ও স্ত্রীবিবকে সাক্ষীকৃত্য প্রণাম

করিয়া কহিল—আমি নিরাময়া সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছি
হে রাজেন্দ্র ! শোচাশ্রিতা জানকী আপনাকে কুশল বার্তা
কহিয়াছেন, হে প্রভো ! অশোক বন মধ্যে শিশুপা-
রাক্ষস মূলবর্তিনী রাক্ষসী পরিবৃত্তা, নিরাহারা, কৃশা হা
রাম ! হা রাম ! ইত্যাকার শঙ্কায়মানা, মলিন বসনা,
কোন কোন রাক্ষসী কর্তৃক আশ্বাসিতা সীতাকে দেখিয়া
সূক্ষ্ম রূপ ধারণ পূর্বক রাক্ষস শাখা মধ্যে লুকায়িত হইয়া
জম্বীরাম রক্তান্ত, রামের দণ্ডকাগণে সমাগমন ও রাম
বিহীন বন হইতে দশানন কর্তৃক জানকীর হরণরক্তান্ত,
স্ত্রীবিবের সহিত মিত্রতা পূর্বক রাম কর্তৃক বাণীর নিধন
বার্তা, সীতার অশেষনার্থ স্ত্রীবিব কর্তৃক মহাবল বানরগণকে
নানা বেষণ প্রেরণ বার্তা । এই বানরগণ মধ্যে স্ত্রীবিবের মন্ত্রী

অহং সুগ্রীবসচিবো দামোহহং রাঘবশ্চ হি ।

দৃষ্ট্বা যজ্ঞানকী ভাগ্যাৎপ্রয়াসঃ কলিতোহন্য মে ॥

উত্থাদীরিতমাকর্ণ্য সীতা বিস্ফারিতেক্ষণা ।

কেন বা কর্ণপীযুষং শ্রাবিতং মে শুভাকরম্ ॥৪৬॥

যদি সত্যং তদা যাতু মদর্শনপথং তু সঃ ।

ততোহহং বানরাকারঃ সূক্ষ্মরূপেণ জ্ঞানকীম্ ॥৪৭॥

প্রণমা প্রাঞ্জলিভূত্বা দূরাদেব স্থিতঃ প্রতো ! ।

পৃষ্ঠোহহং সীতয়া কস্তমিত্যাদিবহবিস্তরম্ ॥ ৪৮ ॥

ময়া সর্বং ক্রমেণৈব বিজ্ঞাপিতমবিন্দম্ ।।

পশ্চান্ময়্যার্পিতং দেবৈ্য ভবদন্তাঙ্গুলীয়কম্ ॥ ৪৯ ॥

তেন মামতিবিশ্বস্তা বচনং চেদমব্রবীৎ ।

যথা দৃষ্টান্মি হনুমন্! পীড্যামান্য দিবানিশম্ ॥ ৫০ ॥

রাক্ষসীনাং তর্জ্যনৈস্তৎসর্বং কথয় রাঘবে ।

ময়োক্তং দেবি ! রামোহপি ত্বচ্ছিত্তাপরিনিষ্ঠিতঃ ॥

পরিশোচত্যহোরাত্রং ত্বদ্বার্ত্তাং নাধিগম্য সঃ ।

ইদানীমেব গড়াহং স্থিতিং রামায় তে ক্ৰবে ॥ ৫২ ॥

স মঃ শ্রবণমাত্রেণ সুগ্রীবেন সলক্ষণঃ ।

বানরানীকর্পৈঃ সার্দ্ধমাগমিষ্যতি তেহস্তিকম্ ॥ ৫৩ ॥

রাবণং স কুসং হত্বা নেষ্যতি ত্বাং স্বকম্পুরম্ ।

অভিজ্ঞাং দেহি মে দেবি ! যথা মাং বিশ্বসেদ্বিভূঃ

উত্থাত্বা সা শিরোরত্নং চূড়াপাশে স্থিতং প্রিয়ম্ ।

দত্ত্বা কাকেন যদ্রত্নং চিত্রকূটগিরৌ পুরা ॥ ৫৫ ॥

শ্রীরামের দাস আমি এক বানর এই লঙ্কাপুরীতে সমাগত হইয়াছি, যেহেতু ভাগ্য বশতঃ সীতাকে দেখিয়াছি এবং অদ্য ভাগ্যবশতঃ আপনাকে দেখিয়া আমার আগমন সফল হইয়াছে, এই রূপ বাক্যবলী কহিয়াছিলাম। ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ ।

চঞ্চল নয়না জ্ঞানকী মাক্তির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন—কর্ণপীযুষ স্বরূপ রাম নামাঙ্কিত এই শুভ বাক্য কে আমাকে শ্রবণ করাইল? যদি সত্যই শ্রীরামের বর্ত্তাবহ কোন বানর সমাগত হইয়া থাকে তবে আমার দৃষ্টি পথে সমাগত হইয়া অবস্থিতি করুক। হে প্রতো! পরে ক্ষুদ্র বানররূপ ধারণ করিয়া সীতার দৃষ্টগোচর হইয়া কৃতাজলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কিয়দূরে অবস্থিত রহলাম। অনন্তর তুমি কে, কোথা হইতে সমাগত হইয়াছ এইরূপে জ্ঞানকী আমাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন। হে অবিন্দম! পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত বৃত্তান্ত সীতাকে বিজ্ঞাপন করিয়া ঐ রাম নামাঙ্কিত সূর্ণাঙ্গুলীয়ক প্রদান করিলাম। অনন্তর অতিশয় বিশ্বাস

পূর্বক জ্ঞানকী আমাকে কহিলেন—হে হনুমন্! দিব্যায় রাক্ষসী কর্ত্তক ভৎসিতা হইয়া আমি যে প্রকারে কালান্তিপাত করিতেছি তাহা শ্রীরামের নিকট সমস্ত জানাইবে। আমি কহিলাম—হে দেবি! তোমার চিন্তাপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্র আপনায় সংবাদ প্রাপ্ত না হইয়া দিবা রাত্র শোক ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন অতএব অদ্যই আমি গমন করিয়া আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীরামের নিকট অবগত করিব। রামচন্দ্র শ্রবণ মাত্রই লক্ষণ সুগ্রীব ও অন্যান্য বীরগণের সহিত ভৎসনধানে আগমন করিয়া সর্বশ রাবণকে বিনাশ করত আপনাকে স্বকীয় পুরে লইয়া যাইবেন। হে দেবি! শ্রুত শ্রীরাম যদ্বারা এই সমস্ত বিশ্বাস করিতে পারেন এইরূপ একটি চিহ্ন আমাকে প্রদান করুন। পরে চূড়া পাশ্চন্দ্র অতি মনোহর শিরোরত্ন আমাকে প্রদান করিলেন—সজল নয়না জ্ঞানকী চিত্রকূট পর্বতের উপরিভাগের কাকের বৃত্তান্তও

তদপ্যাহাশ্রপূর্ণাকী কুশলং ক্রহি রাঘবম্ ।
 লক্ষণং ক্রহি মে কিঞ্চিদদুরুক্তং ভাষিতং পুরা ॥৫৬॥
 তৎ কমস্বাজ্জতাবেন ভাষিতং কুলনন্দন ! ।
 তারয়েন্মাং যথা রামস্তথা কুরু রূপাশ্রিতঃ । ৫৭ ।
 ইত্যুক্তা রুদতী সীতা ছুঃখেন মহতঃস্বতা ।
 ময়াপ্যাস্বাসিতা রাম ! বদতা সর্বমেব তে ॥ ৫৮ ॥
 ততঃ প্রস্থাপিতো রাম ! ত্বৎসমীপমিহাগতঃ ।
 তদাগমনবেলায়াং অশোকবনিকাং প্রিয়াম্ ॥৫৯॥
 উৎপাট্য রাক্ষসাংস্তত্র বহুন্ হত্বা ক্ষণাদহম্ ।
 রাবণস্ত স্মৃতং হত্বা রাবণেনাভিতাষ্য চ ॥ ৬০ ॥
 লক্ষ্যামশেষতো দগ্ধা পুনরপ্যগমং ক্ষণাৎ ।
 শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং রামোহত্যস্তপ্রফুৰ্দ্ধীঃ ॥৬১॥
 হনুমন্তে কৃতং কার্য্যং দেবৈরপি স্তুত্বধ্বরম্ ।
 উপকারং ন পশ্যামি তব প্রভূপকারিণঃ ॥ ৬২ ॥

বলিয়া কহিলেন—হে মাকতে ! শ্রীরামকে আমার মঙ্গল বিজ্ঞাপন করিবে এবং কুলনন্দন লক্ষণকে কহিবে—আমি পূর্বে অজ্ঞাতবশতঃ যে দুৰ্ভীকা কহিয়াছি তাহা ক্ষমা করেন এবং দয়াময় রামচন্দ্র যে প্রকারে হউক সত্বর আমাকে এই দুঃখার্ণব হইতে মুক্ত করেন আমার এই নিবেদন জানাইবে। হে রঘুত্তম ! অতি দুঃখিতা জনকনন্দিনী আমাকে এইরূপ কহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমি নানা প্রকার বাক্য দ্বারা সীতাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া আপনার সম্মুখস্থানে আগমন করিবার সময় রাবণের প্রিয়তম অশোক বন উৎপাটন পূর্বক রাবণ তনয় অক্ষকুমার ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া রাবণের সহিত আলাপ করনানন্তর সমস্ত লক্ষ্যপূরী ভস্মসাৎ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে সমাগত হইয়াছি। মাকতির এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া রামচন্দ্র কহিলেন—হে মাকতে ! তুমি দেবতাদিগেরও ছুঃসাধ্য সমুদ্র

ইদানীং তে প্রযচ্ছামি সর্বস্বং মম মাকতে ! ।
 ইত্যালিঙ্গ্য সমাক্রম্য গাঢ়ং বামরপুষ্পবম্ ॥ ৬৩ ॥
 সাদ্র্যনেত্রো রঘুশ্রেষ্ঠঃ পরাং প্রীতিমবাপ সঃ ।
 হনুমন্তমুবাচেদং রাঘবো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৬৪ ॥
 পরিরম্ভো হি মে লোকে দুর্লভঃ পরমাত্মন ।
 অতস্বং মম ভক্তোহসি প্রিয়োহসি হরিপুষ্পবঃ ! ৬৫ ॥
 যৎপাদপদ্মযুগলং তুলসীদলদ্বয়োঃ
 সম্প্রজ্য বিষ্ণুপদবীমতুলাং প্রয়াস্তু ।
 তেনৈব কিং পুনরসৌ পরিরক্ষমুত্তী
 রামেণ বায়ুতনয়ঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জঃ ? ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদখ্যাভ্যুরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 স্তুন্দরাকাণ্ডে পঞ্চমোধ্যায়ঃ ।

লজ্জনাদি নানা প্রকার উপকার করিয়াছ, এক্ষণে কোন বস্ত্র দ্বারা তোমার প্রভূপকার করিব? তোমাকে সর্বস্ব প্রদান করিলাম। পরে কপিবর মাকতিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সজল নয়ন রঘুবর অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া কহিলেন—হে বানরোত্তম ! তুমি আমার প্রিয়তম ভক্ত হইয়াছ সেই কারণে পরমাত্মা স্বরূপ আমার দুর্লভ আলিঙ্গন লাভ করিয়াছ। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩।

অনন্তর মহাদেব কহিলেন—ঐহার পদাশুজ দ্বয় তুলসী, পুষ্প, চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিয়া মুণিগণ বিষ্ণুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই রাম কর্তৃক কি কৃতপুণ্যরাশি এই বায়ু-তনয় সমালিঙ্গিত হইল। ৬৪। ৬৫। ৬৬।

ইতি শ্রীমদখ্যাভ্যুরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 স্তুন্দরাকাণ্ডে পঞ্চমোধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীমদখ্যাভ্যুরামায়ণে স্তুন্দরাকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ

যুদ্ধকাণ্ডম্

প্রথমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

যথাবস্তাষিতং বাক্যং শ্রুত্বা রামো হনুমতঃ ।
উবাচানন্তরং বাক্যং হর্ষণে মহতাব্রতঃ ॥ ১ ॥
কার্যং কৃতং হনুমতা দেবৈরপি স্তুদুষ্করম্ ।
মনসাপি বদন্যেন স্মৰ্ত্তুং শক্যং ন ভূতলে ॥ ২ ॥
শতযোজনবিস্তীর্ণং লঙ্ঘয়েৎকঃ পয়োনিধিম্ ।
লঙ্কাঞ্চ রাক্ষসৈর্গুপ্তাং কো বা ধ্বংসিতুং ক্ষমঃ ॥ ৩ ॥
ভূতাকার্যং হনুমতা কৃতং সৰ্ব্বমশেষতঃ ।
সুগ্রীবস্তেদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥

অহং চ রঘুবংশশ্চ লক্ষ্মণশ্চ কপীশ্বরঃ ।

জানক্যা দর্শনে নাদ্য রক্ষিতাং স্মো হনুমতা ॥ ৫ ॥
সর্বথা সূকৃতং কার্যং জানক্যাঃ পরিমার্গণম্ ।
সমুদ্রং মনসা স্মৃত্বা সৌদতীব মনো মম ॥ ৬ ॥
কথং নক্রবাকীর্ণং সমুদ্রং শতযোজনম্ ।
লঙ্ঘয়িত্বা ত্রিপুরং হন্যাং কথং দ্রক্ষ্যামি জানকীম্ ? ॥ ৭ ॥
শ্রুত্বা তু রামবচনং সুগ্রীবঃ প্রাহ রাঘবম্ ।
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িষ্যামো মহানক্রবাকুলম্ ॥ ৮ ॥
লঙ্কাঞ্চ বিধমিষ্যামো হনিষ্যামোহদ্য রাবণম্ ।
চিন্তাত্ৰাজ্ঞ রঘুশ্রেষ্ঠ ! চিন্তা কার্যাবিনাশিনী ॥ ৯ ॥

মহাদেব কহিলেন—শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের বাক্য শ্রবণ-
নস্তর যার পর নাই হর্ষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন—দেবতারা যে
কার্য্য মহা কষ্টে সম্পাদন করিতে পারেন, অদ্য সেই কার্য্য
মাকতি দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে, ধরণীমণ্ডলে অপর কেহ মনে
মনেও চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না, কোন্ ব্যক্তি এই শত
যোজন পরিমিত মহাসমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কা ও রাক্ষস
সমূহ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইত ? পবন-তনয় সৰ্ব্ব বিধায়ে
ভূতোর কার্য্য সমাধা করিয়াছে—অতএব ইহলোকে সুগ্রী-
বের ন্যায় ভীত কাহার কখন হয় নাই এবং কখন হইবেও

না । অদ্য হনুমান্ জানকী দর্শন করিয়া আমাদের, রঘুবংশ,
লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে রক্ষা করিয়াছে । আপাততঃ জানকী
দর্শন কার্য্য সৰ্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু আমার মন
সমুদ্র স্মরণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইতেছে, শত যোজন
বিস্তৃত ও নক্রাদি সমাকীর্ণ এই সমুদ্র কিরূপে উত্তীর্ণ হইয়া
বসুকরা-কন্যা জানকীকে বা কি প্রকারে দর্শন করিব ?
কপীশ্বর সুগ্রীব শ্রীরাম বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,
আমি মহানক্রাদি পূর্ণ সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিব, হে রঘুশ্রেষ্ঠ !
আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন—কারণ চিন্তা কার্য্য বিনাশিনী,

এতান্ পশু মহাসত্ত্বান্ শূরান্ বানরপুঙ্গবান্ ।
 ত্বংশ্রিয়ার্থং সমুত্তুতান্ প্রবেষ্টুমপি পাবকম্ ॥ ১০ ॥
 সমুদ্রতরণে বুদ্ধিং কুরুষু প্রথমং ততঃ
 দৃষ্ট্বা লক্ষ্যং দশগ্রীবো হত ইত্যেব মম্মহে । ১১ ॥
 নহি পশ্যাম্যহং কক্ষিজিঘৃ লোকেষু রাঘব ! ।
 গৃহীতধনুষো যন্তে তিষ্ঠেদতিমুখো রণে ॥ ১২ ॥
 সৰ্ব্বথা নো জ্যেয়ো রাম ! ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
 নিমিত্তানি চ পশ্যামি তথাভূতানি সৰ্ব্বশঃ ॥ ১৩ ॥
 সুগ্রীববচনং শ্রুত্বা ভক্তিবীৰ্য্যসমম্বিতম্
 অঙ্গীকৃত্যত্রবীজ্যামো হনুমন্তং পুরঃস্থিতম্ । ১৪ ॥
 যেন কেন প্রকারেণ লজ্জয়ামো মহার্ণবম্ ।
 লক্ষ্যস্বরূপং মে ক্রুহি ছুঃসাধ্যং দেবদানবৈঃ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞাত্বা তস্য প্রতীকারং করিষ্যামি কপীশ্বর ! ।
 শ্রুত্বা রামস্য বচনং হনুমান্ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ১৬ ॥
 উবাচ প্রাজ্ঞলির্দেব ! যথাদৃষ্টং ত্রবীমি তে
 লক্ষ্যং দিব্যা পুরী দেব ! ত্রিকূটশিখরে স্থিতা ॥ ১৭ ॥
 স্বর্ণপ্রাকারসহিতা স্বর্ণাটালকসংযুতা ।
 পরিখাভিঃ পরিবৃত্তা পূর্ণাভিনির্মলোদকৈঃ ॥ ১৮ ॥
 নানোপবনশোভাঢ্যা দিব্যাবাপীতিরান্বতা ।
 গৃহৈর্বিচিত্রশোভাঢ্যৈর্মণিস্তম্ভময়ৈঃ শুভৈঃ । ১৯ ॥
 পশ্চিমদ্বারমাগাত্য গজবাহাঃ সহস্রশঃ
 উত্তরে দ্বারি তিষ্ঠন্তি সাস্ববাহাঃ সপতয়ঃ ॥ ২০ ॥
 তিষ্ঠন্ত্যবুদসংজ্ঞায়াঃ প্রাচ্যামপি তথৈব চ ।
 রক্ষিণো রাক্ষসা বীরা দ্বারং দক্ষিণমাপ্রিতাঃ ॥ ২১ ॥

আমি লক্ষ্য বিব্রহ্ম করিয়া বাবলকে বিনাশ করিব—দেখুন
 এই সমস্ত মহামন্ত্র অমিত তেজা বানর শ্রেষ্ঠ আপনার প্রিয়
 কাণ্ড করিবার জন্য জলন্ত পাবক মধ্যে প্রবেশ করিতেও
 সম্মত আছে—হে মহামতে ! প্রথমতঃ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার
 জন্য উপায় দেখুন—পরে লক্ষ্য পরিদর্শন করিয়া দশগ্রীবকে
 বিনাশ করিব ইহা আমরা নিশ্চয় করিয়াছি । ১।২।৩।
 ৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১।

হে রাঘব ! স্বর্ণ, মর্ত্ত পাতাল এই জিভ্বন মধ্যে কোন
 দৃষ্ট পুরুষাণ গ্রহণ করিয়া আপনার সহিত সমরে অগবর্ত্তী
 হইবে এরূপ নয়ন গোচর হয় না । হে রামচন্দ্র ! আমি সকল
 বিষয়েই মঙ্গল দেখিতেছি—আমানিগের সর্বতোভাবে জয়
 লাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । রামচন্দ্র ভক্তি ও বীৰ্য্য
 পূর্ণ সুগ্রীব-বচন শ্রবণ করিয়া সমুদ্রবর্ত্তী হনুমান্ সমক্ষে
 অঙ্গীকার পূর্ব্বক কহিলেন—মহার্ণব শোষণ করিয়াই হউক—

বা সেতু একন করিয়াই হউক—বা দেব দানবগণ সহ দুঃসাধ-
 যুক্ত প্রবেশ করিয়াই হউক—যে কোন উপায়ে মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ
 হইব । অতএব এক্ষণে লক্ষ্যর স্বরূপ তত্ত্ব বর্ণন কর—হে
 কপীশ্বর ! এই সমস্ত অবগত হইয়া আমি প্রতিবিধান করিব ।
 ১২।১৩।১৪।১৫।১৬।

হনুমান্ জীরাম বাক্য শ্রবণ করিয়া বজ্রাঞ্জলি পূর্ব্বক বিনয়
 সহকারে কহিল—হে দেব ! আমি সেরূপ দেখিয়াছি তাহাই
 বর্ণন করিব, লক্ষ্য স্বর্ণ তুল্য পুরী, ত্রিকূট পর্ব্বত-শিখরে
 অবস্থিতা, সুবর্ণ নির্মিত প্রাচীরে বেষ্টিতা, স্বর্ণাটালিকার
 পরিপূর্ণা, নির্মল সলিলপূর্ণা পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিতা, নানা
 উপবন পরিণোভিতা, উত্তম সোপানযুক্ত দিব্যাবাপী পরিবৃত্তা,
 মণিময় স্তম্ভ বিশিষ্ট গৃহ সমূহের বিচিত্র শোভায় সুশোভিতা ।
 হে দেব ! লক্ষ্যর পশ্চিম দ্বারে সহস্র সংখ্যক হস্তী, উত্তর দ্বারে
 ঘোটক, পূর্ব্বদ্বারে সর্ব্বদ সংখ্যক হয় হস্তী এবং দক্ষিণ দ্বারে

মধ্যক্ষেপ্যসংখ্যাতা গজাশ্বরথপত্তরঃ ।
 রক্ষয়ন্তি সদা লক্ষ্যং নানাস্ত্রকুশলাঃ প্রভো ! ১২১।
 সংক্রমৈর্বিবিধৈর্লক্ষ্য শতস্রীভিঃ সংযুতা ।
 এবং স্থিতেইপি দেবেশ ! শৃণু মে তত্র চেষ্টিতম্ ॥
 দশাননবলৌঘস্য চতুর্থাংশো ময়া হতঃ ।
 দক্ষা লক্ষ্যং পুরীং স্বর্ণপ্রাসাদো ধ্বংসিতো ময়া ॥২৪
 শতযাঃ সংক্রমশ্চৈব নাশিতা মে রঘুন্তম ! ।
 দেব ! তদর্শনাদেব লক্ষ্য ভস্মীকৃতা ভবেৎ ॥ ২৫ ॥
 প্রস্থানং কুরু দেবেশ ! গচ্ছামো লবণাস্থধেঃ ।
 তীরং সহ মহাবীরৈর্দানরৌধৈঃ সমন্ততঃ ॥ ২৬ ॥
 শ্রদ্ধা হনুমতো বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ ।
 সুগ্রীব সৈনিকান্ সর্দান্ প্রস্থানায়াভিনোদয় ॥ ২৭।

ইদানীমেব বিজয়ো মুহূর্তঃ পরিবর্ততে ।
 অস্মিন্মুহূর্তে গজাং লক্ষ্যং রাক্ষসসঙ্কুলাম্ ॥ ২৮॥
 সপ্রাকারাত্ সুদুর্ধ্বাং নাশয়ামি সরাবণাম্ ।
 আনেষ্যামি চ সীতাং যে দক্ষিণাক্ষি ক্ষুরত্যাধঃ ॥
 প্রয়াতু বাহিনী সর্বা বানরাণাম্তরঙ্গিনাম্ ।
 রক্ষন্ত যুধপাঃ সেনামগ্রে পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োঃ ॥ ৩০॥
 হনুমন্তমথাকুহ গচ্ছামাগ্রেহঙ্গদং ততঃ ।
 আকুহ লক্ষ্মণো যাতু সুগ্রীব ! ত্বং ময়া সহ ॥ ৩১ ॥
 গজো গবাক্ষো গবয়ো মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ ।
 নলো নীলঃ সুবেগশ্চ জাম্ববান্শ্চ তথা পরে ॥ ৩২ ॥
 সর্কো গচ্ছন্ত সর্কত্র সেনাপাঃ শত্রুঘাতিনঃ ।
 ইত্যাজ্ঞাপ্য হরীন্ রামঃ প্রত্যস্থে সহলক্ষ্মণঃ ॥ ৩৩

মহাবলশালী রাক্ষসগণ অবস্থিত হইয়া লক্ষাপুরী সমস্ত রক্ষা
 করিতেছে। হে প্রভো! পুরীর কক্ষ মধ্যে নানাস্ত্র কুশলী,
 সমংখ্য গজাশ্ব, রথী, পদাতী সর্কদাই লক্ষ্য রক্ষা করিতেছে।
 হে দেবেশ! বিবিধ শতস্রী সংযুক্ত থাকিলেও আমি লক্ষ্য
 মধ্যে যেক্রপ ব্যবহার করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। ১৭। ১৮।
 ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩।

আমি দশাননের চতুর্থাংশ বল বিনাশ করিয়াছি এবং
 লক্ষ্য দক্ষ করিয়া স্বর্ণটালিকা উৎপাটন করিয়াছি। হে
 রঘুন্তম! শতস্র সম্মিলিত সিংহ দ্বার আমা কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে।
 হে দেব! আপনি দর্শন করিয়া মাত্র লক্ষ্য ভস্মীভূতা হইবে,
 অতএব গমনোদ্যম করুন, আমরাও মহাবলশালী বানরগণ
 সমভিব্যাহারে লবণ সমুদ্রে তীরে গমন করি। রঘুনন্দন
 হনুমান বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন—হে হনুয়ন! সুগ্রীব-
 সৈন্য সমহতে লক্ষ্য গমনের নিমিত্ত আশ্রয় কর, এখনই

বিজয় লাভ হইবে—রাক্ষসপূর্ণ প্রাকার বেষ্টিত লক্ষাপুরীতে
 মৃত্যু মধ্যে গমন করিয়া সবংশ রাবণকে বিনাশ করণান্তর
 আমার সীতাকে আনয়ন করিব, যেহেতু আমার দক্ষিণাক্ষি এ
 অধঃ ক্ষুরিত হইতেছে। বানর সৈন্য সমস্ত লক্ষাপুরী গমন
 করুক এবং জম্বুবান সদৃশ সেনাপতিগণ সৈন্যের অগ্র, পশ্চাৎ
 ও পার্শ্ববর্তী হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করুক—অনন্তর আমি
 হনুমানের স্বক্ষে আরোহণ করিয়া অগ্রে গমন করি, পরে লক্ষ্মণ
 অঙ্গদ স্বক্ষে গমন করুক, কিন্তু হে সুগ্রীব! তুমি আমার সহিত
 গমন কর; অবশেষে গর, গবাক্ষ, গবয়, মৈন্দ, নল, নীল,
 সুবেগ, জাম্ববান প্রভৃতি শত্রুঘাতী সেনাপালগণ গমন করুক।
 ত্রিামচক্র বানরগণকে এই রূপ আদেশ করিয়া লক্ষ্মণ সমভি-
 ব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।
 ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।

সুগ্রীবসহিতো হর্ষাৎ সেনামধ্যাগতো বিভূঃ ।
 বারণেন্দ্রনিভাঃ সর্কে বানরাঃ কামরূপিণঃ । ৩৪ ।
 ফুলমৃঃ পরিগজন্তো জগ্মুস্তে দক্ষিণাং দিশম্ ।
 ভক্ষয়ন্তো মযুঃ সর্কে ফলানি চ মধুনি চ ॥ ৩৫ ॥
 ক্রবন্তো রাঘবস্তাণ্ড্রে হনিষ্যামোহিষ্ঠ রাবণম্ ।
 এবং তে বানরশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্ত্যতুলবিক্রমা । ৩৬ ॥
 হরিভ্যামুহমানো তৌ শুশুভাতে রঘুন্তমৌ ।
 নক্ষত্রৈঃ সেবিতৌ যদ্বক্ষস্ব্যুর্হাবিবাস্বরে । ৩৭ ।
 আৱৃত্য পৃথিবীং কুৎস্নাং জগাম মহতী চযুঃ ।
 প্রাক্ষেপ্যন্তঃ পুচ্ছাথান উদ্বহন্ত্যশ্ব পাদপান্ । ৩৮ ।
 শৈলানারোহয়ন্ত্যশ্ব জগ্মুর্মারুতবেগতঃ ।
 অসজ্জ্যাতাশ্চ সর্বত্র বানরাঃ পরিপূরিতাঃ । ৩৯ ।
 হৃষ্টান্তে জগ্মু রত্যাৰ্থং রামেণ পরিপালিতাঃ ।
 গতা চমুর্দিবারাত্রং কচিৎসাসজ্জত ক্ষণম্ । ৪০ ।

শ্রীরামচন্দ্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া সুগ্রীব সহ সৈন্যের মধ্যবর্তী
 হইলেন এবং গজেন্দ্র সদৃশ কামরূপী অতুল বিক্রমশালী
 বানর সমস্ত মহা গর্জন, ফল ভক্ষণ ও মধুপান করিতে করিতে
 যুদ্ধগতিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং শ্রীরাম
 সন্নিধানে কহিল আমরা অদ্যই রাবণকে বিনাশ করিব ।

অনন্তর শ্রীরাম বেগে মাকতি স্বন্ধে ও লক্ষ্মণ অঙ্গদ স্বন্ধে
 আরুহমান হইলে গগন মার্গস্থ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা
 পাইতে লাগিলেন এবং অন্যান্য বানরগণ নক্ষত্র সদৃশ বোধ
 হইতে লাগিল । অসংখ্য বানর সেনা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া
 গমন করিল । অসংখ্য বানর সর্বত্র পরিপূরিত হইয়া বায়ু-
 কোণে পর্দভারোহণ করিতে লাগিল । রাম কর্তৃক পরিপালিত

কাননানি বিচিত্রাণি পশ্যাম্মলয়সহযোঃ ।
 তে সহ্যং সমতিক্রম্য মলয়ং চ তথা গিরিম্ । ৪১ ।
 আযযুশ্চানুপূর্ব্যেণ সমুদ্রং ভীমনিঃস্বনম্ ।
 অবতীৰ্য্য হমুমন্তং রামঃ সুগ্রীবসংযুতঃ ॥ ৪২ ॥
 সলিলাভ্যাশমালাচ্চ রামো বচনমব্রবীৎ ।
 আগতাঃ স্মো বয়ং সর্কে সমুদ্রং মকরালয়ম্ । ৪৩ ।
 ইতো গন্তুমশক্যং নো নিকপায়েন বানরাঃ ।
 অত্র সেনানিবেশোহস্তমস্ত্রয়ামোহস্য তারণে । ৪৪ ।
 শ্রদ্ধা রামস্ত বচনং সুগ্রীবঃ সাগরাস্তিকে ।
 সেনাং ন্যবেশয়ৎ ক্ষিপ্ৰং রক্ষিতাং কপিকুঞ্জরৈঃ ॥
 তে পশ্যন্তো বিবেদুস্তং সাগরং ভীমদর্শনম্ ।
 মহোন্নততরঙ্গাঢ্যং ভীমনক্রভঙ্গরম্ । ৪৬ ।

হইয়া বানর চমু হৃষ্টান্তঃকরণে দিবারাত্র অবিরল ভাবে গমন
 করিতে লাগিল । ক্রমে বিচিত্র কানন অবলোকন করিতে
 করিতে সহ পর্বত ও মলয় গিরি সমুত্তীর্ণ হইয়া ভীম-গজেন্দ্র
 সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইল, অনন্তর শ্রীরাম ও সুগ্রীব অবতরণ
 করিলে শ্রীরামচন্দ্র সলিল সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন,
 আমরা এক্ষণে মকরালয় সমুদ্রে নিকটে সমাগত হইয়াছি এবং
 বানরগণ এখান হইতে গমন করিতে অক্ষম হইয়াছে সুতরাং
 আপাততঃ এখানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সমুদ্রে তারণ জন্য
 পরামর্শ করা যাউক । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ ।
 ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ ।

সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগরতীরে
 কপি কুঞ্জরদ্বারা সুরক্ষিতা শিবির সন্নিবেশিত করিলেন ।

অগাধং গগণাকারং সাগরং বীক্ষ্য দুঃখিতাঃ ।

তরিষ্যামঃ কথং ঘোরং সাগরং বরুণালয়ম্ ? ॥ ৪৭ ॥

হস্তবোহস্মাভিরতৌব রাবণো রাক্ষসাদমঃ ।

ইতিচিন্তাকুলাঃ সর্বের্ণ রামপাশ্বে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৮ ॥

রামঃ সীতামনুসৃত্য দুঃখেন মহতাবৃতঃ ।

বিলপ্য জ্ঞানকীং সীতাং বহুধা কার্যমানুষঃ । ৪৯ ॥

অদ্বিতীয়শ্চিদানন্দকঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।

যন্তু জ্ঞানাতি রামস্য স্বরূপং তত্ত্বতো জনঃ ॥ ৫০ ॥

তন্নঃ স্পৃশতি দুঃখাদি কিমুতানন্দমব্যয়ম্ ? ।

দুঃখ শোক ভয়ক্রোধলোভমোহ মদাদয়ঃ ॥ ৫১ ॥

অজ্ঞানলিঙ্কানোতানি কুন্তঃ সন্তি চিদানুনি ? ।

দেহাভিমানিনো দুঃখং নাদেহস্য চিদানুনঃ ॥ ৫২ ॥

সম্প্রসাদে দ্বয়াভাবাৎ সুখমাত্রং হি দৃশ্যতে ।

বুদ্ধাদ্যভাবাৎ সংশুদ্ধে দুঃখং তত্র ন বিদ্যতে ।

অতো দুঃখাদিকং সর্বং বুদ্ধেরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

রামঃ পরাত্মা পুরুষঃ পুরাণো

নিত্যোদিতো নিত্যসুখো নিরীহঃ ।

তথাপি মায়াগুণসঙ্কতোহসৌ

সুখীব দুঃখীব বিভাব্যতে বুধৈঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সনাদে

যুক্তকাণ্ডে প্রথমোধ্যায়ঃ ।

সেনাগণ অত্যাচ্ছ তরঙ্গময় বক্রাদিপূর্ণ অতলস্পর্শ ভয়ানক সমুদ্র
নিরীক্ষণে দুঃখিত হইয়া কি প্রকারে এই ভয়ানক সমুদ্র সম্ভরণ
করিয়া অদ্যই রাক্ষসাদম দশাননকে বিনাশ করিব—এই
রূপ চিন্তাকুল হইয়া শ্রীরামের পাশ্বেদেশে অবস্থান করিতে
লাগিল । শ্রীরাম সাতিশয় দুঃখ সমস্ত হইয়া সীতাকে স্মরণ
করত বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং মনুষ্য না হইয়াও
মনুষ্যের ন্যায় বহুবিধ কার্য্য করিতে লাগিলেন । ৪৫ । ৪৬ ।
৪৭ । ৪৮ । ৪৯ ।

যে জন অদ্বিতীয় চিদানন্দ সনাতন পরমাত্মা স্বরূপ
শ্রীরামকে পরম তত্ত্ব স্বরূপে চিন্তা করে তাহার দুঃখাদি

স্পর্শ হয় না, আনন্দ ও অব্যয় জ্ঞান স্বরূপ শ্রীরামের
অজ্ঞানের চিহ্ন স্বরূপ দুঃখ, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি
কি हेতু সমুৎপন্ন হইবে ? কারণ দেহাভিমানির অর্থাৎ দেহই
আমি ইত্যাকার জ্ঞানী জনেরই দুঃখাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে,
অদেহ পরমাত্মার দুঃখাদি সমুৎপন্ন হয় না পরমাত্মার হৃদা
ভাব বশত সুখমাত্রই দৃষ্ট হইতেছে । সংশুদ্ধ পরমাত্মার
দুঃখ হেতু ক্রমাদি বিবর্তন নিবন্ধন দুঃখ দৃষ্ট হয় না, অতএব
দুঃখ, মোহাদি সমস্তই ক্রম জন্ম ইহাতে সংশয় নাট, যদিচ
শ্রীরাম পরমাত্মা, নিত্যসুখ, নিশ্চেষ্টই স্বার্থ বটে তথাপি
পণ্ডিত জনেরা শ্রীরামকে মায়া সংসর্গ বশত সুখী ও দুঃখী
প্রায় পরিগণিত করিয়া থাকেন । ৫০ । ৫১ । ৫২ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসনাদে

যুক্তকাণ্ডে প্রথমোধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ

লক্ষ্মীয়াং রাবণো দৃষ্ট্ৱা কৃতং কৰ্ম হনুমতা ।
 দুষ্করং দৈবতৈৰ্বাপি ক্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্গুখঃ । ১ ।
 আহুয় মন্ত্ৰিণঃ সৰ্বানিদং বচনমব্রবীৎ ।
 হনুমতা কৃতং কৰ্ম ভবদ্ভিদৃষ্টমেব তম্ ॥ ২ ॥
 প্রবিশু লক্ষ্মাং চুধৰ্ষাং দৃষ্ট্ৱা সীতাং চুরাসদাম্ ।
 হত্বা চ রাক্ষসান্ বীরানক্ষং মন্দোদরীসুতম্ ॥ ৩ ॥
 দগ্ধা লক্ষ্মামেশবেণ লজ্জয়িত্বা চ সাগরম্ ।
 যুগ্মান্ সৰ্বানতিক্রম্য স্বস্থোহগাংপুনরেব সঃ ॥ ৪ ॥
 কিং কৰ্ত্তব্যমিতোহস্মাভিযুগ্মং মন্ত্ৰবিশারদাঃ ।
 মন্ত্ৰযধং প্রযত্নেন যৎ কৃতং মে হিতং ভবেৎ ॥ ৫ ॥

রাবণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসাস্তমথাক্রবন্ ।
 দেব ! শঙ্কা কুতো রামাস্তব লোকজিতো রণে ? ॥ ৬ ॥
 ইন্দ্রস্ত বন্ধু নিক্ষিপ্তঃ পুত্রেণ তব পত্নেনে ।
 জিহ্বা কুবেরমানীয় পুষ্পকং ভূজ্যতে ত্বয়া ॥ ৭ ॥
 যমো জিতঃ কালদণ্ডাস্তয়ং নাভুতয় প্রভো ! ।
 বরুণো হৃক্তেনৈব জিতঃ সৰ্ব্বৈহপি রাক্ষসাঃ । ৮ ॥
 ময়ো মহাসুরো ভীত্যা কন্যাং দত্ত্বা স্বয়ং তব ।
 ত্বদ্বশে বৰ্ত্ততেহদ্যাপি কিমুতান্যে মহাসুরাঃ ? ॥ ৯ ॥
 হনুমদ্বর্ষণং যন্তু তদবজ্ঞাকৃতং চ নঃ ।
 বানরোহয়ং কিমস্মাকমস্মিন পৌরুষদর্শনে ॥ ১০ ॥

মহাদেব কহিলেন—দর্শানন লক্ষ্মাপুত্রীতে মাকতি কর্ত্তক দেবতাদিগের দুঃসাধ্য কার্য সম্পন্ন দর্শনে লজ্জিত হইয়া অধোবদনে সমস্ত মন্ত্ৰিগণকে আহ্বান করিয়া কহিল—হে মন্ত্ৰিগণ ! হনুমান্ যে সকল কার্য করিয়াছে তাহা তোমরা দর্শন করিয়াছ—মাক্তি দুর্ভাগ্য লক্ষ্মাপুত্রীপ্রবেশ করিয়া সীতা দর্শন পূর্বক মহাবল রাক্ষসগণ ও মন্দোদরী তনয় অক্ষ কুমারকে বিনাশ করিয়া সমস্ত লক্ষ্মাপুত্রী ভাস্মসাৎ করত স্তম্ভ শরীরে পুনর্বার সাজে উল্লঙ্ঘন পূর্বক গমন করিয়াছে, এক্ষণে আমাদের কি করা কৰ্ত্তব্য তাহার মন্ত্রণা কর—রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসগণ কহিল—হে দেব ! আপনি জ্ঞান বিজ্ঞী, কি জন্য রামকে শঙ্কা করিতেছেন ? আগনার পুত্র মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া নিষ্ফল

করিয়াছিল এবং ধনাধিপ কুবেরকে পরাজয় করিয়া পুষ্পক রথ আনয়ন করিয়াছে, তাহা আপনি উপভোগ করিতেছেন। হে প্রভো ! আপনি কর্ত্তক যমও পরাজিত হইয়াছে, অতএব কালদণ্ড হইতেও আপনার ভয় নাই, অলপতি বরুণ আপনার হস্তার ধ্বনিতেই পরাজিত হইয়াছে, জুবন জয়ী ময়দানব পরাজিত হইয়া আপনাকে কন্যা দান করিয়া অদ্যাপি আপনার বশীভূত হইয়া আছে, নিশচয়ই অনান্য অনুরাগণ আপনাকে কর্ত্তক পরাভব হইবে—যে হনুমান্ লক্ষ্মাপুত্রী পরাভব করিয়াছে, ঐ সামান্য বানরকে বিনাশ করিলে পৌরুষ মাত্রই লক্ষিত হয় না—এইরূপ বিবেচনা করাতেই সে আমাদের রক্ষিত লক্ষ্মাপুত্রী ধর্ষণ করিয়া জীবন ধারণ পূর্বক গমন করিয়াছে, আমরা প্রমত্ত হইলে কি ঐ বানর লক্ষ্মাপুত্রীকে পরাভব করিতে

ইতু্যাপেক্ষিতমস্মাভিধর্ষণং তেন কিং ভবেৎ ।
 বয়ং প্রমত্তাঃ কিং তেন বঞ্চিতাঃ স্মো হনুমতা ? ॥
 জানীমো যদি তং সর্কে কথং জীবন্ গর্ভম্ভাতি ?
 আজ্ঞাপয় জগৎকৃৎস্নমবানরমমানুষম্ । ১২ ।
 কুত্ভা যাস্মামহে সর্কে প্রত্যেকং বা নির্যোজয় ।
 কুন্তকর্ণস্তদা প্রাহ রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ১৩ ॥
 আরকং যত্নয়া কৰ্ম স্বাত্মনাশায় কেবলম্ ।
 ন দৃষ্টোহসি তদা ভাগ্যাত্তং রামেণ মহাত্মনা । ১৪
 যদি পশুতি রামভ্রাতৃং জীবন্তায়াসি রাবণ ! ।
 রামো ন মানুষো দেবঃ সাক্ষাৎসারায়ণোহব্যয়ঃ ॥ ১৫
 সীতা ভগবতী লক্ষ্মী রামপত্নী যশস্বিনী ।
 রাক্ষসানাং বিনাশায় ত্রয়ানীতা সুমধ্যমা । ১৬ ।

বিষপিগুন্নিবাগীৰ্য মহামীনো যথা তথা ।
 আনীতা জানকী পশ্চাত্তয়া কিং বা ভবিষ্যতি । ১৭
 যদ্যপ্যনুচিতং কৰ্ম ত্রয়া কৃতমজানতা ।
 সৰ্বং সমং করিষ্যামি স্বস্থচিত্তো তব প্রভো ! ১৮
 কুন্তকর্ণবচঃ শ্রুত্বা বাক্যমিন্দ্রজিদ্রবীৎ ।
 দেহি দেবি ! মমানুজ্ঞাং ত্বা রামং স লক্ষ্মণম্ ।
 সূত্রীং বানরাংশ্চৈব পুনরায়াম্য তেহস্তিকম্ ॥ ১৯
 তত্রাগতো ভাগবতপ্রধানো
 বিভীষণো বুদ্ধিমতায়রিস্তঃ ।
 শ্রীরামপাদদ্বয় একতানঃ
 প্রণম্য দেবারি মুপোপবিষ্টঃ ॥ ২০ ॥
 বিলোকা কুন্তশ্রবণাদিদৈত্যান
 মন্তপ্রমত্তানতিবিস্ময়েন ।

সমর্থ হইত ? এবং আমরা সকলে ঐ বানরকে বিদিত হইলেই
 কি জীবন ধারণ করিয়া গমন করিতে পারিত ? হে রাজন !
 আদেশ করুন, আমরা সমস্ত রাক্ষসগণ মিলিত হইয়া নিখিল
 জগতের কানর ও মনুষ্য সমস্ত বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন
 করিব, আমাদের এক এক রাক্ষসকে নিযুক্ত করিলেই সমস্ত
 বানর ও মনুষ্যগণ বিনাশিত হইবে । ১।২।৩।৪।৫।
 ৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২।

অনন্তর কুন্তকর্ণ রাক্ষসেশ্বর রাবণকে কহিল—হে আৰ্য্য !
 আপনি যে কার্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা কেবল
 আত্মবিনাশার্থই পরিকল্পিত হইয়াছে—ভাগ্য বশত রামচন্দ্র
 আপনাকে দেখিতে পান নাই, মহাত্মা রাম আপনাকে দর্শন
 করিলে জীবন ধারণ পূৰ্বক আপনাকে আর প্রত্যাগমন
 করিতে হইত না—হে দশানন ! রামচন্দ্র মনুষ্য নহেন—

অনাদি অয়ং নারায়ণ দেব মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন,
 এবং ভগবতী লক্ষ্মী অয়ং সীতা রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন
 যে প্রকার মহামীন আত্মবিনাশার্থ বিষমিশ্রিত মাংসপিণ্ড
 ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেই প্রকার আপনি রাক্ষস কুলের বিনা-
 শার্থ সুমধ্যমা রাম-পত্নী সীতাকে আনয়ন করিয়াছেন এক্ষণে
 কি হইবে তাহাও নিশ্চয় করা যায় না—যদ্যপিও না
 জানিয়া অনুচিত কৰ্ম করা হইয়াছে, তথাপি আমি সেসমুদায়ের
 প্রতিকার করিতে প্রস্তুত আছি—হে প্রভো ! আপনি স্তম্ভ
 মানসে অবস্থিতি করুন । ১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।
 কুন্তকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রজিৎ কহিল—হে দেব
 আদেশ করুন আমি লক্ষ্মণের সহিত রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে
 নিধন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে আপনার সমীপে আগমন করিব।
 ঐ সময় শ্রীরাম পদার্পিত মানস, স্বেচ্ছা বৈষ্ণবোক্তম বিভীষণ

বিলোকা কামাতুরমগ্রমস্তো
 দশাননং প্রাহ বিস্মকবুদ্ধিঃ ॥ ২১ ॥
 ন কুন্তকর্ণেজ্জিতৌ চ রাজন্ !
 তথা মহাপাশ্ব'নহোদরৌ তৌ ।
 নিকুন্তকুন্তৌ চ তথাতিকায়ঃ
 স্থাৎ ন শক্তা যুধি রাঘবস্ত ॥ ২২ ॥
 সীতাভিধানেন মহাগ্রহেণ
 গ্রস্তোহসি রাজন্ ! ন চ তে বিতোক্ষঃ ।
 তামেব সংক্ৰ'ন্য মহাধনেন
 দত্ত্বাভিরামায় সুখী তব ত্বম্ ॥ ২৩ ॥
 যাবন্ন রামস্য সীতাঃ শিলীমুখা
 লঙ্কামভিব্যাপ্য শিরাং'ি রক্ষসাম্ ।
 ছিন্দন্তি তা দ্রঘুনায়কস্য ভো !
 তাং জানকীং ত্বং প্রতিদাতুমহ'সি । ২৪

যাবন্নগাভাঃ কপয়ৌ মহাবল।
 হরীন্দ্রতুলা নখদংষ্ট্রয়োধিনঃ ।
 লঙ্কাং সমাক্রম্য বিনাশয়ন্তি নো
 তাংক্রতং দেহি রঘুন্তম'য় তাম্ । ২১ ।
 যাবন্ন রামেণ বিমোক্ষসে ত্বং
 গুপ্তঃ সুরৈশ্চৈরপি শঙ্করেণ ।
 ন দেবরাজাঙ্কগতো ন মৃতোঃ
 পাতাললোকানপি সংপ্রবিষ্টঃ । ২২ ।
 শুভং হিতং পবিত্রং চ বিভীষণবচঃ খলঃ ।
 প্রতিজ্ঞগ্রাহ নৈবাসৌ স্মিয়মাণ ইবৌষধম্ । ২৩ ।
 কালেন নোদিতো দৈত্যো বিভীষণমথাহব্রবীৎ ।
 মদন্ততোগৈঃ পুষ্টাঙ্কো মৎসমীপে বসন্নপি । ২৪

বাণকে প্রণাম পূর্বক উপবেশন করিল এবং কুন্তকর্ণ প্রভৃতি
 দৈত্যগণকে অতিশয় প্রমত্ত দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হওত নিস্কল বুদ্ধি
 কামাতুর দশাননকে কহিল হে দেবারে ! কুন্তকর্ণ ইজ্জিত
 এবং মহাপাশ্ব'নহোদর নিকুন্ত কুন্ত ও অতিকায় প্রভৃতি
 মহাবল রাক্ষস'ণ যুদ্ধ মধ্যে রাম সমুখে অবস্থিতি করিতে
 কেহই সমর্থ হইবে না হে রাজন্ ! সীতা নামক মহা-
 গ্রহ অর্থাৎ রাহ তোমাকে গ্রাস করিয়াছে—ঐ গ্রাস হইতে
 তোমার মুক্তিহইবে না ; অতএব মহাবল রামচন্দ্রের সংকার
 পূর্বক সীতা সমর্পণ করিয়া পরম সুখে কাল বাণন কর, যাবৎ
 কাল রাম-নিক্ষিপ্ত শিলী মুখ বাণ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া
 রাক্ষসগণের মস্তক সমুদ বিচ্ছিন্ন না করিবে সেই পর্য্যন্ত

জানকী সমর্পণে তোমার অধিকার থাকিবেক, যে পর্যাণ্ত
 সিংহ তুলা নখদও যোদ্ধা পক্ষ্যতার কপিগণ লঙ্কাপুরা
 আক্রমণ করিয়া আমাদিগকে বিনাশ না করে তাবৎকাল মধ্যে
 রঘুবরে সীতা সমর্পণ কর, ঐ মনোভিরাম শ্রীরামে সীতা
 সমর্পণ না করিলে, মহাদেব ও অন্যান্য সমস্ত দেবতা রুদ্ধ
 কর্তৃক রক্ষিত হইলে—কি দেবরাজ ইন্দ্রের ও প্রলয়কারি
 যমরাজের কোড়গত হইলে—কি পাতাললোকে প্রবেশ
 করিলেও শ্রীরাম হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে না। যে প্রকার
 মনুষ্য জন যম কর্তৃক আকৃষ্ট হইলে রোগ নাশক ঔষধী সেবনে
 বিরত হইয়া থাকে, সেই প্রকার পাশা দশানন বিভীষণের
 ছিদ্রকর ও পবিত্রতম বাক্য উপেক্ষা করিয়া কহিল, এই বিভীষণ
 আমার অন্ন ভোজন দ্বারা পুষ্ট হইয়া এবং আমার সমীপে

প্রতীপমাচরত্যেব মমৈব হিতকারিণঃ ।
 মিত্রভাবেন শক্রমে' জাতো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ । ২৯।
 অনার্যেণ কৃতয়েন সন্ধতিমে' ন যুজ্যতে ।
 বিনাশমভিকাজ্জক্ন্তি জাতীমাং জাতয়ঃ সদা । ৩০।
 যোহন্যস্ত্রেবন্ধিধং জয়াত্বাক্যমেকং নিশাচরঃ ।
 হস্মি তস্মিন্ ক্ষণে এব ধিক্ ত্বাং রক্ষঃকুলাধমম্ ॥
 রাবণেনৈব যুক্তঃ সন্ পুরুষং স বিভীষণঃ ।
 উৎপপাত সভামধ্যাং গদাপাণির্মহাবলঃ ॥ ৩২ ॥
 চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সার্ক্সং গগনস্থোহত্রবীদ্যতঃ ।
 ক্রোধেন মহতাবিষ্টো রাবণং দশকক্ষরম্ ।
 মা বিনাশয়ুপৈহি ত্বং প্রিয়বাদিনমেব মাম্ ॥ ৩৩ ॥
 ধিক্শ্রোষি তথাপি ত্বং জ্যোষ্ঠো ভ্রাতা পিতুঃ সমঃ

অবস্থিতি করিয়াও অহিতকারি রামের অনুকূলতাচরণ করিতেছে, হ্রাস্তা আমার মিত্রতা প্রকাশ পূর্বক শত্রু হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে সংশয় মাত্র নাই, অতএব এ মূর্খ কৃতঘ্নকে আমার সংসর্গ রাখা যুক্তিসিদ্ধ নহে, জাতিগণ জাতিগণের বিনাশ ইচ্ছা করিয়াই থাকে, কিন্তু নিশাচর মধ্যে অন্য যে কোন জন আমার নিকট এই রূপ বাক্য কহিবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিব। হে বিভীষণ! তুমি রাক্ষস কুলের অধম—তোমাকে ধিক্ । ২৯ । ৩০ । ৩১ ।

রাবণ এইরূপ কটু বাক্য কহিলে মহাবল বিভীষণ গদা গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রি চতুষ্টয়ের সহিত সভা হইতে উখিত হইয়া গমন করিল এবং গগনমণ্ডলে অবস্থিতি করত অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দশাননকে কহিল—হে রাবণ! তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না, আমি তোমার প্রিয় বাক্য কহিয়াছি, তথাপি আমাকে ধিক্কার করিতেছ—তুমি আমার জ্যেষ্ঠ

কালো রাঘবরূপেণ জাতো দশরথালয়ে ॥ ৩৪ ॥
 কালী সীতাতিথানেন ভ্রাতা জনকনন্দিনী ।
 তারুভাবাগতাবত্রে ভূমেভারাপনুত্তয়ে ॥ ৩৫ ॥
 তেনৈব প্রেরিতস্ত্বং তু ন শৃণোষি হিতং মম ।
 শ্রীরামঃ প্রকৃতেঃ সাক্ষাৎপরস্তাৎ সর্বদা স্থিতঃ ॥
 বহিরন্তশ্চ ভূতানাং সমঃ সর্বত্র সংস্থিতঃ ।
 নামকপাদিতেদেন তত্তন্ময় ইবামলঃ ॥ ৩৭ ॥
 যথা নানাপ্রকারেষু বৃক্ষেষুকো মহানলঃ ।
 তত্তদাকৃতিভেদেন ত্রিদ্যাতে জ্ঞানচক্ষুষাম্ ॥ ৩৮ ॥
 পঞ্চকোষাদিভেদেন তত্তন্ময় ইবাবভো ।
 নীলপীতাদিযোগেন নির্মলঃ স্ফটিকো যথা ॥ ৩৯ ॥

ভ্রাতা, পিতৃ তুল্য তোমাকে আর অধিক কি কহিব—অন্তকারী কাল রাজা দশরথের গৃহে রামরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং অন্তকারিণী কালী সীতা রূপে জনক গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া পৃথিবীর ভার তরণ করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন, তুমি ঐ কাল প্রেরিত হইয়া আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিতেছ না। শ্রীরাম প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরম পুরুষ—সর্ব ভূতের বহির্দেশে ও অন্তঃকরণে সমভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, কেবল ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন আকৃতি বশত একমাত্র নিখিল পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে—যেমন নানাবিধ বৃক্ষ সমূহ মধ্যে প্রজলিত মহাগ্নি বৃক্ষ মন্তের আকৃতি ভেদ বশত অজ্ঞান চক্ষু দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃশ্য হইয়া থাকে সেই প্রকার ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূবায়ক দেহের ভেদ বশত ঐ দেহাবস্থিত অদ্বিতীয় পরমপুরুষও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন, যেরূপ এক মাত্র স্ফটিক-পিণ্ড নীল পীতাদি

স এব নিত্যমুক্তোহপি স্বমায়াগুণবিস্তিতঃ ।
 কালঃ প্রধানং পুরুষোহব্যক্তং চেতি চতুर्वিধঃ ॥
 প্রধানপুরুষাত্ম্যং স জগৎ কুৎসং সৃজত্যজঃ ।
 কালরূপেণ কলনাং জগতঃ কুরুতেহব্যয়ঃ ॥ ৪১ ॥
 কালরূপী স ভগবান্ রামরূপেণ মায়য়া ॥ ৪২ ॥
 ব্রহ্মণা প্রার্থিতো দেবস্বদ্ব্যর্থমিহাগতঃ ।
 তদন্যথা কথং কুর্যাৎ ? সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ ॥ ৪৩ ॥
 হনিষ্যতি ত্বাং রামস্ত সপুত্রবলবাহনম্ ।
 হন্যমানং ন শঙ্কোমি দ্রষ্টুং রামেণ রাবণ ! ॥ ৪৪ ॥

ত্বাং রাক্ষসকুলং কুৎসং ততো গচ্ছামি রাঘবং ।
 ময়ি যাতে সুখী ভূত্বা রমস্ব ভবনে চিরম্ ॥ ৪৫ ॥
 বিভীষণো রাবণবাক্যতঃ ক্ৰণাৎ
 বিসৃজ্য সর্বং সপরিচ্ছদং গৃহং ।
 জগাম রামস্য পদারবিন্দয়োঃ
 সেবাভিকাক্ষী পরিপূর্ণমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

নানা বর্ণের ছায়াগত হইলে নীল স্ফটিক, পীত স্ফটিক ইত্যাদি
 রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই প্রকার নিত্যযুক্ত নির্মূল পর-
 মাত্মা স্বকীয় মায়্যা গুণ দ্বারা প্রতিবিস্তিত হইয়া কাল প্রধান
 পুরুষ অব্যক্ত এই চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রধান ও পুরুষ
 শক্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ সৃজন করেন । কাল স্বরূপ ভগবান্
 পরমেশ্বর বিরিক্তি কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বকীয় মায়্যা দ্বারা রাম
 শরীর ধারণ পূর্বক তোমাকে বিনাশ করিবার জন্য এই পৃথিবী
 মণ্ডলে সমাগত হইয়াছেন, সত্য-সঙ্কল্প পরমেশ্বর কি প্রকারে
 তাহার অন্যথা করিবেন—হে রাবণ ! শ্রীরাম আসিয়া পুত্র

সৈন্যাদির সহিত তোমাকে ও সমস্ত রাক্ষসকুল যে বিনাশ
 করিবেন তাহা দর্শন করিতে আমি সমর্থ হইব না, অতএব
 আমি শ্রীরাম সমীপে গমন করিলে তুমি স্বকীয় ভবনে পরম
 সুখে কাল যাপন কর । অনন্তর বিভীষণ রাবণের বাক্য
 শ্রবণ করিয়া ক্রণকাল মধ্যে গৃহাদি সমস্ত পরিভোগ পূর্বক
 শ্রীরাম পাদ সেবাভিলাষী হইয়া সাক্ষাৎ দিতে গমন করিল ।
 । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ ।
 । ৪২ । ৪৩ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

বিভীষণো মহাভাগশ্চতুর্ভির্মজ্জিভিঃ সহ ।
 আগত্য গগনে রামসন্মুখে সমবস্থিতঃ ॥ ১ ॥
 উচ্চৈরুবাচ ভো স্বামিন্ ! রাম ! রাজীবলোচন !
 রাবণস্যানুজ্ঞোহহং তে দারহতুর্বিভীষণঃ ॥ ২ ॥
 নাম্না ভ্রাতা নিরস্তোহহং ত্বামেব শরণং গতঃ ।
 হিতযুক্তং ময়া দেব ! তস্য চাবিদিভাত্মনঃ ॥ ৩ ॥
 সীতাং রামায় বৈদেহীং প্রেষয়েতি পুনঃ পুনঃ ।
 উক্তোহপি ন শৃণোত্যেবঃ কালপাশবশং গতঃ ॥ ৪ ॥
 হন্তং মাং খড়্গমাদায় প্রোদ্রবদ্রাক্ষসাদমঃ ।
 ততো চিরেণ সচিবৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতো ভয়াৎ ॥ ৫ ॥

ত্বামেব ভবমোক্ষায় যুযুক্ষুঃ শরণং গতঃ ।
 বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা সূত্রীবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥
 বিশ্বাসাহো ন তে রাম ! মায়াবী রাক্ষসাদমঃ ।
 সীতাহতুর্বিশেষেণ রাবণস্যানুজ্ঞো বলী ॥ ৭ ॥
 মজ্জিভিঃ সায়ুধৈরস্মান্, বিবরে নিহনিষ্যতি ॥ ৮ ॥
 তদাজ্ঞাপয় মে দেব ! বানরৈর্হন্যাতাময়ম্ ।
 মমৈবং ভাতি তে রাম ! বুদ্ধা কিং নিশ্চিতং বদ
 শ্রুত্বা সূত্রীববচনং রামঃ সশ্মিতমব্রবীৎ ॥ ৯ ॥
 যদিচ্ছামি কপিশ্রেষ্ঠ ! লোকান্ সর্কান্ মহেশ্বরান
 নিমিষার্জেন সংহন্যাং সৃজামি নিমিষাধর্তঃ ॥ ১০ ॥
 অতো ময়াভয়ং দত্তং শীঘ্রমানয় রাক্ষসম্ ॥ ১১ ॥

মহাদেব কহিলেন—মহামতি বিভীষণ মজ্জি চতুষ্কয়ের
 সহিত গগনে মণ্ডলে রাম সন্মুখে অবস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে
 কহিল—হে স্বামিন্ ! আমি আপনার ভাৰ্য্যাপহারী দশা-
 ননের অনুজ বিভীষণ নামা রাক্ষস ভ্রাতৃ কর্তৃক পরি-
 ত্যক্ত হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম, হে দেব ! আমি
 ভ্রাতৃ রাবণের এই রূপ হিতকর বাক্য পুনঃ পুনঃ কহিয়াছি
 যে, হে দশানন ! তুমি জগদীশ্বর ত্রীরামে সীতা সমর্পণ কর,
 রাক্ষসাদম ভ্রাতৃ কাল পাশের বশতাপন্ন হইয়া ঐ হিতকর
 বাক্য উপেক্ষা করিয়া খড়্গ প্রহণ পূর্বক আমাকে নিধন
 করিতে সমাগত হইয়াছিল, অনন্তর ভীত হইয়া মজ্জি
 চতুষ্কয়ের সহিত এই অপার ভবসংসার সমুদ্র পূর্বক মুক্তি
 লাভ করিবার আশয়ে আপনার শরণাগত হইয়াছি । সূত্রীব

বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—হে ত্রীরাম ! এট
 মায়াবী রাক্ষসাদম বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না, কারণ
 ভ্রাতৃ রাবণের কনিষ্ঠ ও অত্যন্ত বলবান্, ঐ অস্ত্রধারী মগ্নি-
 গণ দ্বারা আমাদের পক্ষত গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করত
 বিনাশ করিবে । হে দেব ! আদেশ করুন বানরগণ বিভীষণকে
 যম সদনে প্রেরণ করুক—হে রাম ! আমার এইরূপ অনুমান
 হইতেছে আপনি যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করুন ।
 পরে সূত্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রীরাম হাস্য বদনে
 কহিলেন—হে কপিবর ! আমি ইচ্ছা করিলে ঈশ্বরের সহিত
 এই ত্রিভুবন নিমিষাৰ্দ্ধ মধ্যে বিনাশ ও সৃজন করিতে পারি

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে ।
 অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্রূতং মম ॥ ১২ ॥
 রামস্য বচনং শ্রুত্বা স্মৃত্রীবো হৃষ্টমানসঃ ।
 বিভীষণমথানায় দর্শয়ামাস রাঘবম্ ॥ ১৩ ॥
 বিভীষণস্তু সাক্ষাৎ প্রণিপত্য রঘুন্তমম ।
 হর্ষগদগদয়া বাচা ভক্ত্যা চ পরয়ান্বিতঃ ॥ ১৪ ॥
 রামং শ্যামং বিশালাক্ষং প্রসন্নমুখপঙ্কজং ।
 ধনুর্বাণধরং শান্তং লক্ষ্মণেন সমন্বিতং ॥ ১৫ ॥
 কৃতাজ্জলিপুটো ভূত্বা স্তোভুং সমুপচক্রমে ॥ ১৬ ॥
 বিভীষণ উবাচ ।

নমস্তে রাম ! রাজেন্দ্র ! নমঃ সীতামনোরম !
 নমস্তে চণ্ডকোদণ্ড ! নমস্তে ভক্তবৎসল ! ॥ ১৭ ॥

নমোহনস্তায় শান্তায় রামায়ামিততেজসে ।
 স্মৃত্রীবিমিত্রায় চ তে রঘুনাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৮ ॥
 জগদুৎপত্তিনাশানাং কারণায় মহাত্মনে ।
 ত্রৈলোক্যগুরবেহ্নাদিগৃহস্থায় নমো নমঃ ॥ ১৯ ॥
 ত্বমাদির্জগতাং রাম ! ত্বমেব স্থিতিকারণম্ ।
 ত্বমন্তে নিধনস্থানং স্বেচ্ছাচারস্ত্বমেব হি । ২০ ॥
 চরাচরাণাং ভূতানাং বহিরন্তশ্চ রাঘব ! ।
 ব্যাপ্যব্যাপকরূপেণ তবান্ ভাতি জগন্ময়ঃ । ২১ ॥
 ত্বমায়য়া হৃতজ্ঞানা নষ্টান্নানো বিচেতসঃ ।
 গতাগতং প্রপদ্যন্তে পাপপুণ্যবশাৎসদা । ২২ ॥

অতএব তোমাকে অভয় প্রদান করিলাম তুমি শীঘ্র ঐ নিশা-
 চরকে আনয়ন কর, যে জন 'আমি আপনার শরণাগত হইলাম'
 এইরূপ প্রার্থনা করিবে আমি তাহাকে অভয় প্রদান করিব,
 আমার এইরূপ সঙ্কল্পিত ব্রত বিদ্যমান রহিয়াছে । ১।২।
 ৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২।

রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণে স্মৃত্রীব হর্ষ প্রকাশ পূর্বক
 বিভীষণকে আনয়ন করিয়া জীরামকে দর্শন করাইল, বিভী-
 ষণ সাক্ষাৎ প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে গদগদ বচনে
 ভক্তি সহকারে প্রসন্নবদন ধনুর্বাণধারী জীরামকে স্তব করিতে
 আরম্ভ করিল । ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

হে রাম ! হে রাজেন্দ্র ! তোমাকে প্রণাম করি—তুমি প্রচণ্ড
 ধনুর্বাণধর করিয়াছ, তোমাকে প্রণাম করি—তুমি ভক্ত জনে
 বাৎসল্য বিতরণ করিতেছ অতএব তোমাকে প্রণাম করি—তুমি
 সাক্ষাৎ অনন্তদেব ও শান্ত সূর্তি তোমাকে প্রণাম করি—তুমি

সর্বসাধারণের মনোরম্য ও অপরিমিত তেজশালী তোমাকে
 প্রণাম করি—তুমি কপিরাজ স্মৃত্রীবের অতিশয় প্রিয় মিত্র
 তোমাকে প্রণাম করি—তুমি রঘুকুলের কর্তা তোমাকে
 প্রণাম করি—তুমি জগৎ সংসারের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ
 স্বরূপ তোমাকে প্রণাম করি—তুমি স্বর্গ মর্ত পাতাল ত্রি-
 ভুবনের গুরুদেব তোমাকে প্রণাম করি—তুমি অনাদি গৃহস্থ
 তোমাকে প্রণাম করি—হে রাম তুমি জগতের উৎপত্তি ও
 স্থিতির কারণ ও অন্তকালে নিধন স্থান, তোমাকে প্রণাম
 করি—তুমি স্বেচ্ছা বশত সমস্ত কার্য্য করিতেছ, হে রাঘব
 তুমি চর ও অচর ভূতদিগের বহির্দিশে ও অন্তঃকরণে ব্যাপ্য
 ও ব্যাপক রূপে জগন্ময় অর্থাৎ নশ্বর পদার্থের প্রায় প্রকাশিত
 হইয়াছ। জীবাশ্ম তোমার মায়া দ্বারা হৃত জ্ঞান ও বিনষ্ট
 চিত্ত হইয়া পাপ পুণ্য বশতঃ অনবরত জন্ম ও মরণ প্রাপ্ত
 হইবে, যেমন ভ্রম বশত শক্তি (অর্থাৎ বিদ্যুৎ) রজতরূপে
 প্রতীক্সমান হইয়া থাকে ঐ রূপ মিথ্যা বিনশ্বর এই জগৎ
 সংসার সত্যরূপে প্রতীক্সমান হইবে । ১৭। ১৮। ১৯। ২০।
 ২১। ২২।

তাবৎসত্যং জগন্তাতি শুক্তিকারজতং যথা ।
 যাবন্ন জ্ঞায়তে জ্ঞানচেতসা নান্মগামিনা ॥২৩॥
 তদজ্ঞানাৎসদা যুক্তাঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
 রমন্তে বিষয়ান্ সৰ্ব্বানন্তে দুঃখপ্রদান্ বিতো ! ॥ ২৪ ॥
 হৃদিত্তোহগ্নিৰ্বমো রক্ষো বরুণশ্চ তথানিলাঃ ।
 কুবেরশ্চ তথা রুদ্রস্তমেব পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৫ ॥
 ত্বমণোরপানীয়াংশ্চ স্থলাৎ স্থূলতরঃ প্রভো !
 ত্বং পিতা সৰ্বলোকানাং মাতা ধাতা ত্বমেব হি ॥
 আদিমধ্যান্তরহিতঃ পরিপূর্ণোহচ্যুতোহব্যয়ঃ ।
 ত্বং পানিপাদরহিতশ্চক্ষুঃশ্রোত্রবিবর্জিতঃ ॥ ২৭ ॥
 শ্রোতা দ্রষ্টা গৃহীতা চ জবনস্ত্বং খরাস্তকঃ ।
 কোশেভ্যো ব্যতিরিক্তস্ত্বং নির্গুণো নিরুপাশ্রয়ঃ ॥

হে প্রভো! তোমাকে না জানিয়াই মৃত জনেরা পুত্র, দার, গৃহ
 দিতে আশঙ্ক হইয়া দুঃখদায়ক সমস্ত বিষয়ে রমণ করিয়া থাকে ।
 বাস্তবিক দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নি, যম, রক্ষ, বরুণ, বায়ু, কুবের, পুরু-
 ষোত্তম নারায়ণ প্রভৃতি সমস্ত দেবভাগগণই তোমার অংশ
 গ্রহণ করিয়া সৃষ্টাদি কার্য সম্পাদন করিতেছেন, এবং তুমি
 সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর ও স্থূল হইতেও স্থূলতর এবং সমস্ত
 লোকের মাতা পিতা ও ধাতা অর্থাৎ সমুদায় জীবকে সম-
 ভাবে পালন করিতেছেন । হে রাম! তুমি আদি, মধ্য ও
 অন্তরহিত অব্যয় ও অচ্যুত, তুমি হস্ত, পদ, চক্ষু ও কর্ণ বিহীন
 অথচ সকল বিষয়ই শ্রবণ করিতেছ—দর্শন করিতেছ—গ্রহণ
 করিতেছ এবং অন্নময়, প্রাণময়, মনময়, বিজ্ঞানময় ও
 আনন্দময় পঞ্চ কোশ ব্যতিরিক্ত নির্গুণ ও আধারান্তর রহিত ।

নির্ঝিকম্পো মির্ঝিকারো নিরাকারো নিরীশ্বরঃ ।
 যড়ভাবরহিতোহনাদিঃ পুরুষ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ২৯ ॥
 মায়য়া গৃহমাণস্ত্বং মমুষ্য ইব ভাব্যসে ।
 জ্ঞাত্বো ত্বাং নির্গুণমজ্ঞং বৈষ্ণবা মোক্ষগামিনঃ ॥ ৩০ ॥
 অহং ত্বৎপাদসঙ্ঘাস্তিনিশ্রেণীং প্রাপ্য রাখব ! ।
 ইচ্ছামি জ্ঞানযোগাখং সৌধমারোচুমীশ্বর ! ॥ ৩১ ॥
 নমঃ সীতাপতে ! রাম ! নমঃ কারুণিকোত্তম ! ।
 রাবণারে ! নমস্ত্ব্যং ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ ॥ ৩২ ॥
 ততঃ প্রসন্নঃ প্রোবাচ শ্রীরামো ভক্তবৎসলঃ ।
 বরং ব্রণীষুভদ্রস্তে বাঞ্ছিতং বরদোহস্মাহম্ ॥ ৩৩ ॥

বিভীষণ উবাচ ।

ধন্যোহস্মি কৃতকৃত্যোহস্মি কৃতকার্যোহস্মি রাখব !
 ত্বৎপাদদর্শনাদেব বিমুক্তোহস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

হে রাম! তুমি নির্ঝিকম্প, বিকারশূন্য, নিরাকার, নিরীশ্বর ও
 প্রকৃতির খড় ভাব রহিত, অনাদি পরম পুরুষ, তুমি মায়ী দ্বারা
 গৃহমাণ হইয়া মমুষ্য তুল্য ভাবনা করিয়া থাক, কিন্তু বৈষ্ণবেরা
 তোমাকে নির্গুণময় জানিতে পারিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । হে
 রাখব! আমি তোমার পাদপদ্মে ভক্তিরূপী আরোহিনী
 প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান যোগরূপ প্রাসাদে আরোহণ করিতে
 বাসনা করি । হে রাম! তুমি সীতাপতি—তোমাকে
 নমস্কার করি—তুমি ককণাময় তোমাকে নমস্কার করি—
 রাবণ শত্রো! তোমাকে নমস্কার করি—আমাকে ভবসাগর
 হইতে পরিভ্রাণ কর । ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণের
 বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন—তোমার মঙ্গল হউক—
 এক্ষণে তোমার বাঞ্ছিত বর, গ্রহণ কর যেহেতু আমি তোমাকে
 বর প্রদান করিব । ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।
 ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।

বিভীষণ কহিল—হে রাখব! তোমার পাদপদ্ম দর্শনে

নাস্তি মৎসদৃশো ধন্যো নাস্তি মৎসদৃশঃ শুচিঃ ।
 নাস্তি মৎসদৃশো লোকে রাম ! তুমুর্ভির্দর্শনাৎ ॥
 কর্মবন্ধবিনাশায় ত্বজ্ঞানং ভক্তিলক্ষণম্ ।
 ত্বদধ্যানং পরমার্থং চ দেহি মে রঘুনন্দন ! ॥ ৩৬ ॥
 ন যাচে রাম ! রাজেন্দ্র ! সুখং বিষয়সংভবম্ ।
 ত্বৎপাদকমলে সক্তা ভক্তিরেব সদাস্ত মে ॥ ৩৭ ॥
 প্রমিত্যুক্তা পুনঃ হীতো রামঃ প্রোবাচ রাক্ষসম্ ।
 শৃণু বক্ষ্যামি তে ভদ্র ! রহস্যং মম নিশ্চিতম্ ॥
 মন্তুক্তানাং প্রশাস্তানাং যোগিনাং বীতরাগিণাম্ ।
 হৃদয়ে নীতয়া নিতাং বসাম্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
 তস্মাত্ত্বং সর্বদা শাস্তুঃ সর্বকল্মষবার্জিতঃ ।
 মাং ধ্যাভ্য মোক্ষসে নিত্যং ঘোরসংসারসাগরাৎ ॥

স্তোত্রমেতৎপঠেচ্ছস্ত লিখেদ্যঃ শৃণুয়াদপি ।
 মৎপ্রীতয়ে মমাতীতং সাক্ষ্যং সমবাপু য়াৎ ॥ ৪১ ॥
 ইতুক্ত্বা লক্ষ্মণং প্রাহ শ্রীরামো ভক্তভক্তিমান্ ।
 পশ্যত্বিদানীমেবৈষ মম সন্দর্শনে কলম্ ॥ ৪২ ॥
 লঙ্কারাজ্যোহভিষেক্যামি জলমানয় সাগরাৎ ।
 যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবান্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ৪৩ ॥
 যাবন্মম কথা লোকে তাবদ্রাজ্যঃ করোত্সৌ ।
 ইতুক্ত্বা লক্ষ্মণেবাস্মু হ্যনায় কলশেন তম্ ॥ ৪৪ ॥
 লঙ্কারাজ্যধিপত্যর্থমভিষেকং রমাপতিঃ ।
 কারয়ামাস সচিবৈর্লক্ষ্মণেন বিশেষতঃ ॥ ৪৫ ॥
 সাধু সাধ্বিতি তে সর্বে বানরাস্তৃষ্টবৃর্ভূতশম্ ।
 সূগ্রীবোহপি পরিষজ্যবিভীষণমথাত্রবীৎ ॥ ৪৬ ॥

আমি ধন্য হইলাম—কৃতকৃত্য হইলাম আমার মনোরথ
 পূর্ণ হইল—এবং আমি বিমুক্ত হইলাম তাহাতে কোন সন্দেহ
 নাই। হে রাম! তোমায় মুর্ত্তি দর্শনে এই ত্রিভুবন মধ্যে আমা
 সদৃশ ধন্য নাই—আমা সদৃশ শুচি নাই এবং আমাতুল্য লোকও
 নাই। হে রঘুনন্দন! সংসার-কর্ম বিনাশ হেতু আমাকে
 ভক্তি লক্ষণ বিজ্ঞান ও তোমার পরমার্থ ধ্যান প্রদান কর।
 হে রাম, রাজেন্দ্র! আমি বিষয় সম্বলিত সুখ প্রত্যাশা করিনা
 কেবল তোমার পাদাঙ্কুরে আমার ভক্তি যেন সর্বদাই নাস্ত
 থাকে। শ্রীরাম তাহার এই বাক্য শুনিয়া প্রীতাস্তঃকরণে
 রাক্ষসকে কহিলেন।—হে ভদ্র! আমরা রহস্য কহিতেছি
 অবগ কর। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮।

আমি মন্তুক্ত শাস্ত বীতরাগী যোগীদিগের হৃদয় মধ্যে
 নীতার সহিত সর্বদা বাস করিয়া থাকি তাহাতে কোন
 সন্দেহ নাই, সেই নিমিত্ত তুমি সর্ব পাপ শূন্য ও জিতেন্দ্রিয়
 হইয়া আমাকে ধ্যান করিয়া ঘোর সংসার সাগর হইতে মোক্ষ

লাভ করিতেছ—যে ব্যক্তি আমার স্তোত্র পাঠ করে, লিখে
 অথবা শ্রবণ করে সে আমার প্রীতি হেতু মমভিলষিত সাধুতা
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভক্তবৎসল শ্রীরাম এই প্রকার কহিয়া
 লক্ষ্মণকে বলিলেন—এই বিভীষণ আমাকে সন্দর্শন করিয়াছে
 অতএব ইহার ঐহিক ফল দর্শন কর। এক্ষণে সাগর হইতে
 জলানয়ন কর আমি ইহাকে লঙ্কা রাজ্যে অভিষেক করিব—
 যাবৎ কাল পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী দেদীপ্যমান থাকিবে
 এবং আমার কথা প্রচার থাকিবে তাবৎ কালাবধি বিভীষণ
 রাজ্য ভোগ করুক। অনন্তর লক্ষ্মণ কলশ পূর্ণ জল আনয়ন
 করিলে লক্ষ্মীপতি রাম মহাশয় লক্ষ্মণের সহিত একত্রিত
 হইয়া সমস্ত বিভীষণকে লঙ্কা রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।
 বানর সমস্ত পরিভূষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে
 লাগিল। অনন্তর সূগ্রীব তাহাকে কহিল—হে বিভীষণ!

বিভীষণ ! বয়ং সর্বৈঃ প্রামাণ্য পরমাত্মনঃ ।

কিঙ্করাস্তত্র মুখস্তং ভক্ত্যা রামপরিগ্রহাৎ ॥ ৪৭ ॥

রাবণস্য বিনাশে ত্বং সাহায্যং কর্তুমহসি ।

বিভীষণ উবাচ ।

অহং কিরান সহায়ত্বে রামস্ত পরমাত্মনঃ ।

কিন্তু দাস্যং করিষ্যেহং ভক্ত্যা শক্ত্যা তুমায়ৈ ॥ ৪৮ ॥

দশগ্রীবেন সন্দিগ্ধঃ শূকো নাম মহাসুরঃ ।

সংস্থিতো হৃদয়ে বাক্যং সূগ্রীবমিদমববীৎ ॥ ৪৯ ॥

তামাহ রাবণো রাজা ভ্রাতরং রাক্ষসাদিপং ।

মহাকুলপ্রসূতস্ত্বং রাজ্যাসি বনচারিণাম্ ॥ ৫০ ॥

মম ভ্রাতৃদমনস্ত্বং তব নাস্ত্যর্থবিপ্লবঃ ।

অহং যদহরং ভার্য্যাং রাজপুত্রস্ত কিস্তব ? ॥ ৫১ ॥

কিঙ্কিয়াং বাহি হরিভির্লক্ষা শক্যা ন দৈবতৈঃ ।

প্রাপ্তং কিং মানবৈরপ্সমৈস্তেজস্বানরযুধতৈঃ ? ॥ ৫২ ॥

তং প্রাপয়ন্তং বচনং তুর্গমুৎপ্লভ্য বানরাঃ ।

প্রাপ্যাস্ত তদা ক্ষিপ্ৰং নিহন্তং দৃঢ়মুষ্টিভিঃ ॥ ৫৩ ॥

বানরৈর্হন্যমানস্ত শূকো রামগথাব্রবীৎ ।

ন দূতান্ স্মৃন্তি রাজেন্দ্র ! বানরান্ বারয় প্রভো ! ।

রামঃ শ্রুত্বা তদা বাক্যং শূকস্য পরিদেবিতম্ ।

মাবধিকেতি রামস্তান্ বারয়ামাস বানরান্ ॥ ৫৫ ॥

পুনরন্বরমাসাদ্য শূকঃ সূগ্রীবমবীৎ ।

ক্রোধি রাজন্ ! দশগ্রীবং কিং বক্ষ্যামি ? ব্রজান্যহম

সূগ্রীব উবাচ ।

যথা বাণী মম ভ্রাতা তথা ত্বং রাক্ষসাধম ! ।

হস্তবাস্ত্বং ময়া যত্নাৎ সপুত্রবলবাহনঃ ॥ ৫৭ ॥

আমরা সকলেই পরমাত্মা জীরামের কিঙ্কর, তন্মধ্যে তুমি প্রধান
রূপে জীরাম কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছ, অতএব এক্ষণে
রাবণ বিনাশের সাহায্য করা উচিত হইতেছে । ৩৯ । ৪০ ।
৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ ।

বিভীষণ কহিলেন—আমি পরমাত্মা জীরামচন্দ্রের কি
সাহায্য করিব ? কেবল যথা ভক্তি ও শক্তি দ্বারা অকপটরূপে
তাঁহার দাস্যদ্বিত্তি করিব । ইত্যবসরে শূক নামক মহাসুর
দশানন কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আকাশ পথে অবস্থান পূর্বক
সূগ্রীবকে কহিতে লাগিল—রাক্ষসাধিপতি রাবণ তোমাকে
বলিয়াছেন যে, তুমি মহাবংশ সম্ভূত বানরদিগের রাজা, আমার
ভ্রাতৃ তুল্য, আমি কর্তৃক তোমার অর্থনাশ নাই, তবে আমি
যে রাজপুত্রের ভাষণগ্রহণ করিয়াছি তাহাতে তোমার কি
হইয়াছে ? তুমি বানরদিগের সহিত কিঙ্কিয়ায় প্রভা-

গমন কর । কারণ দেবতারাও লক্ষা জয় করিতে সক্ষম নহে
তবে অতাপ্প বল-যুক্ত বানর-যুগপৎ সহ একত্র হইয়া মানব
কি প্রকারে লক্ষা জয় করিবে ? শূকের বচন শ্রবণ করিয়া
বানর সকল উল্লস্কন পূর্বক মুখ্যাঘাত দ্বারা তাহাকে বিনাশ
করিতে উদ্যত হইল । অনন্তর শূক বানরগণ দ্বারা বিনষ্ট
হইতে দেখিয়া রামকে বলিল—হে রাজেন্দ্র ! দূত অবধা, অত-
এব প্রভো ! বানরগণকে নিবারণ করুন । জীরামচন্দ্র তাহার
বাক্য শ্রবণ করিয়া উদ্যত-স্বভাব বানর সকলকে নিহত
করিলেন, শূক আকাশ পথে পুনরায় গমন করিয়া সূগ্রীবকে
কহিল—হে রাজন্ ! আমি এখনই গমন করিব, অতএব দশা-
ননকে কি বলিব ? । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ ।
৫৫ । ৫৬ ।

সূগ্রীব বাস্তব কহিল—হে রাক্ষসাধম ! যেমন বাণী
আমার ভ্রাতা তুমিও সেইরূপ—এবং আমা কর্তৃক তুমি ও সপুত্র

ক্রহি মে রামচন্দ্রস্য ভাৰ্য্যাং হৃত্বা ক যাস্যসি ?
 ততো রামাঙ্কয়া ধৃত্বা শুকং বদ্ধ্বান্বরক্ষয়ৎ ॥ ৫৮ ॥
 শাদুলোহপি ততঃ পূৰ্ব্বং দৃষ্ট্বা কপিবলং মহৎ ।
 যথাবৎকথয়ামাস রাবণায় স রাক্ষসঃ ॥ ৫৯ ॥
 দীৰ্ঘচিন্তাপরো ভূত্বা নিঃশ্বসন্মাস মন্দিরে ।
 ততঃ সমুদ্রমাবেক্ষ্য রামো রক্তাস্তলোচনঃ । ৬০ ।
 পশ্য লক্ষ্মণ ! দুষ্টোহসৌ বারিধিমাণুপাগতম্ ।
 নাভিনন্দতি ছৃষ্টায়া দর্শনার্থং মমানঘ ! । ৬১ ।
 জানাতি মানুষোহসং মে কিং করিষ্যতি বানরৈঃ ?
 অদ্য পশ্য মহাবাহো ! শোষয়িষ্যামি বারিধিম্ ॥
 পাদেনৈব গমিষ্যন্তি বানরা বিগতজ্বরাঃ ।
 ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাত্মাক্ষ আরোপিতধনুধরং ॥ ৬৩ ॥
 তুণীরাষ্ট্রাণমাদায় কালাগ্নিসদৃশপ্রভম্ ।
 লঙ্কায় চাপমাক্রুষ্য রামো বাক্যমথাত্ৰবীৎ ॥ ৬৪ ॥

পশ্যন্ত সৰ্বভূতানি রামস্য শরনিক্রমম্ ।
 ইদামীং তন্মসাৎকুর্যাং সমুদ্রং সরিতান্পতিম্ ॥ ৬১ ॥
 এবং ক্রবতি রামে তু স শৈলবনকাননা ।
 চচাল বসুধাদৌশ্চ দিশশ্চ তমসারতাঃ ॥ ৬৩ ॥
 চুক্ষুভে সাগরো বেলাং ভয়াদ্যোজনমত্যাগৎ ।
 তিমিনক্রক্কাষা মীনাঃ প্রতপ্তাঃ পরিতত্রসুঃ । ৬১ ।
 এতন্মিয়ন্তরে সাক্ষাৎসাগরো দিব্যরূপধৃক্ ।
 দিব্যাভরণসম্পন্নঃ স্বভাসা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ৬৮ ॥
 স্বাস্ত্বহৃদিব্যরত্নানি করাত্যাং পরিগৃহ্য সঃ ।
 পাদয়োঃ পুরতঃ ক্ষিপ্ত্বা রামস্যোপায়নং বহু । ৬২ ॥
 দণ্ডবৎপ্রণিপত্যা হ রামং রক্তাস্তলোচনম্ ।
 ত্রাহি ত্রাহি জগন্নাথ ! রাম ! ত্রৈলোক্যরক্ষক ! ৬০ ॥
 জড়োহং রাম ! তে সৃষ্টঃ সৃজতা নিখিলং জগৎ ।
 স্বভাবমন্যাথা কতুং কং শক্তো ? দেবনির্মিতম্ ॥

দশগ্রীব বিনাশ যোগ্য—হে শুক, তুমি রামচন্দ্রের ভাৰ্য্যাপ-
 হরণ করিয়া কোথায় যাইবে। অনন্তর ঈরামের আদেশ
 অনুযায়ী সুরগ্রীব বানরদিগের দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিলেন।
 অনন্তর শাদুলও বহুতর কপি মৈন্য দর্শন করিয়া রাবণকে
 যথাযথ বলিয়া যায় পর নাই চিন্তাপরতন্ত্র হইল। ৫৭। ৫৮।

অনন্তর ঈরামচন্দ্র সমুদ্রাবলোকন করিয়া আরক্তলোচনে
 লক্ষ্মণকে বলিলেন—দেখ লক্ষ্মণ, ঐ ছৃষ্টায়া, পাণ্ডিত্য বারিধি
 মদর্শনার্থ সন্নিষ্টবর্তী হইয়াও আমার অভিনন্দন করিতেছে
 না যেহেতু সে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে যে ঐ মানব বানর সহিত
 মিলিত হইয়া আমার কি করিতে পারিবে? হে মহাবাহো!
 আমি অদ্য বারিধি শোষণ করিব এবং বানরগণ পদব্রজেই
 লঙ্কায় গমন করিবে, ইহা বলিয়া ঈরাম ক্রোধে লোহিত
 লোচন হইয়া কালাগ্নিস্থিতি পরিগ্রহণানন্তর তুণীর হইতে বাণ

গ্রহণ করিয়া ধনুকে জ্বারোপ করিয়া কহিলেন—সমস্ত জীব
 রামের শর বিক্রম দর্শন ককক আঁজ সরিতপতি সমুদ্রকে ভাঙ-
 সাৎ করিয়া, ঈরামচন্দ্র এইরূপ বলিয়া শরসঙ্কানজন্য চাপা-
 কর্ষন করিলেন বন, পর্বত, সর্গ ও মর্ত্য কম্পমান এবং দশ-
 দিক তমসাক্ষর হইল—সাগর তরপ্রযুক্ত যোজনপর্যন্ত শুষ্ক
 হইলে তিমিনক্রাদি মৎস্য সমস্ত পরিতপ্ত হইয়া জল হইতে
 বহির্গত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সাগর স্বয়ং দিব্য রূপধারী
 দিব্যাভরণ ভূষিত হইয়া ঈরামচন্দ্রের জন্য নানাবিধ রত্নাদি
 উত্তোপমপূৰ্ব্বক স্বহস্তে গ্রহণ করণানন্তর ক্রোধাক্তলোচন
 রামচন্দ্রকে প্রণিপাত করিয়া কহিল—ত্রিলোক রক্ষক রাম!
 পরিত্রাণ করন, হে রামচন্দ্র! এই নিখিল জগৎ তোমারই
 সৃষ্টবস্ত, সূত্রাং আমি জড়পদার্থ অতএব দেবনির্মিত স্বভাব
 অন্যথা করিতে কে সমর্থ হইতে পারে? পঞ্চভূত বিশিষ্টজল-

স্থলানি পঞ্চভূতানি জড়ান্যেব স্বভাবতঃ ।

শ্রীরাম উবাচ

সৃষ্টানি ভবতৈতানি তদাজ্ঞাং লজ্জয়ন্তি ন ॥ ৭২ ।

অমোঘোহয়ং মহাবাণঃ কস্মিন্দেবে নিপাত্যতাম ।

তামসাদহমো রাম । ভূতানি প্রভবন্তি হি ।

লক্ষং দর্শয় মে শীঘ্রং বাণস্ত্যামোঘপাতিনঃ ॥ ৭৩ ॥

কারণানুগমাস্তেবাং জড়ত্বং তামসং স্বতঃ ॥ ৭৩ ।

রামস্তা বচনং শ্রুত্বা করে দৃষ্ট্বা মহাশরম্ ।

নিগুণস্ত্বং নিরাকারো যদা মায়াগুণান্ প্রভো ! ।

মহোদধিস্মৃহাতেজা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮০ ॥

লীলয়াস্কীকরোষি ত্বং তদা বৈরাজ্ঞনামবান্ । ৭৪

রামোত্তরপ্রদেশে তু ক্রমকুল্য ইতি শ্রুতঃ ।

গুণান্মনো বিরাজন্ত সত্ত্বাদেবা বভূবিরে ।

প্রদেশস্তত্র বহবঃ পাপাত্মানো দিব্যানিশম্ ॥ ৮১ ॥

রজোগুণাং প্রজেশাদ্যা মন্যোভূতপতিস্তব ॥ ৭৫ ॥

বাধস্তে মাং র ! তত্র তে পাত্যতাং শরঃ ।

ত্বামহং মায়ায়া চ্ছিন্নং লীলয়া মানুষাকৃতিম্ । ৭৬ ।

রামেণ সৃষ্টো বাণস্ত ক্রণাদাতীরমণ্ডলম্ ॥ ৮২ ॥

জড়বুদ্ধিজড়ো মূৰ্খঃ কথং জানামি নিগুণম্ ? ।

হস্তা পুনঃ সমাগত্য তুণীরে পূৰ্ব্ববৎ স্থিতঃ ।

দণ্ড এব হি মূৰ্খানাং সন্মার্গপ্রাপকঃ প্রভো ! ॥ ৭৭

ততোহব্রবীদ্রঘুশ্রেষ্ঠং সাগরো বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৮৩ ॥

ভূতানামমরশ্রেষ্ঠ ! পশুনাং লগৃড়ো যথা ।

শরণং তে ব্রজামীশ ! শরণ্যং তত্ত্ববৎসল ! ।

অভয়ং দেহি মে রাম ! লক্ষ্যমার্গং দদাগি তে ॥ ৭৮

তুমি পশুদিগের যষ্টি স্বরূপ—হে ভক্তবৎসল ! তুমি ভক্তের
আশ্রয় দাতা, অতএব তোমার শরণাপন্ন হইলাম—হে শ্রীরাম !
আমাকে অভয় দান কর—তোমার লক্ষ্য প্রবেশের পথ
প্রদর্শন করাইতেছি । ৬০ । ৬১ । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ ।
৬৭ । ৬৮ । ৬৯ । ৭০ । ৭১ । ৭২ । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ । ৭৬ ।
৭৭ । ৭৮ ।

পদার্থ সমস্ত স্বাভাবিকই জড়, অতএব তোমার যষ্টি সমূহ তোমার
জড়রূপ আজ্ঞা কখনই লজ্জয়ন করে না—হে রাম ! পদার্থ
নিচব প্রথমতঃ তামসাত্মক থাকিয়া অহঙ্কারে প্রমত্ত হয়
সুতরাং কাযাগুণানুরোধে জড়রূপ অহঙ্কার স্বভাবতই উৎ-
পন্ন হয়—হে প্রভো ! তুমি নিগুণ ও নিরাকার হইয়া লীলা
দ্বারা মায়া গুণসমস্ত প্রকাশ করিয়াছ—তোমার সত্ত্বগুণ
হইতে দেবতা সকল, রজগুণ হইতে মনকাদি প্রজেশ সমস্ত
এবং তম হইতে সংহার কর্তা ক্রম উৎপন্ন হইয়াছেন—আমি
মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন এবং তুমি লীলা প্রযুক্ত মানবরূপী হইয়াছ,
আমি জড়বুদ্ধি—মূৰ্খ, তুমি নিগুণ, আমি তোমাকে কিরূপে
জানিব—হে প্রভো ! সং পথ প্রশর্ষক—তুমি মূৰ্খদিগের দণ্ড
স্বরূপ—হে সৰ্ব্ব প্রাণি ও অমরগণশ্রেষ্ঠ, জগদীশ্বর রাম !

শ্রীরাম কহিলেন—আমার এই মহাবাণ অব্যর্থ, অতএব
শীঘ্র লক্ষ্য দর্শন কর—ইহা কোন্ দেশে মিত্তিত হইয়া ইহার
অমোঘ বল প্রকাশ করিবে ? মহাতেজা বারিধি শ্রীরাম বাক্য
শ্রবণানন্তর রাম হস্তে মহাশর দর্শন করিয়া কহিল—হে রাম !
উত্তর দেশে ক্রমকুল্য নামক প্রদেশ আছে সেখানে অনেক
পাপাত্মা আমাকে ক্রেশ প্রদান করে অতএব হে রঘুশ্রেষ্ঠ !
তুমি শর সেই দিকে পরিত্যাগ কর ।

অনন্তর রামশর আভির মণ্ডল সমূহ বিনাশ করিয়া পুনরা-
গমন পূর্বক তুণীর মধ্যে পূর্ববৎ অবস্থিত হইল । অনন্তর সাগর

নলঃ সেতুং করোত্বস্মিন জলে মে বিশ্বকৰ্ম্মণঃ ।
 সূতো ধীমান্ সমর্থোহস্মিন্ কার্যে লব্ধবরো হরিঃ ॥
 কীর্ত্তিং জানন্তু তে লোকাঃ সৰ্বলোকমলাপহাম্ ।
 ইত্যুক্ত্বা রাঘবং নত্বা যযৌ সিন্ধুরদৃশ্যতাম্ ॥ ৮৫
 ততো রামস্ত সূত্রীবলক্ষণাভ্যাং সমাশ্রিতঃ ।
 নলমাজ্ঞাপয়চ্ছীঘ্রং বানরৈঃ সেতুবন্ধনে ॥ ৮৬ ॥

ততোহতিহৃষ্টঃ প্লবগেন্দ্রযুথপৈ-
 র্মহানগেন্দ্রপ্রতিমৈযুতোহনলঃ ।
 ববন্ধ সেতুং শতযোজনায়তং
 সুবিস্তৃতং পৰ্বতপাদপৈর্দৃঢ়ম্ ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

বিনয়াবনত হইয়া রাঘবকে কহিল—বিশ্বকৰ্ম্মার ধীশক্তি সম্পন্ন
 শূভ্র ব্রহ্মার বর দ্বারা সেতু বন্ধন কার্যে দক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে
 অতএব সে আমার এই জলে সেতু বন্ধন করুক, লোক সমস্ত
 তোমার সৰ্বলোক পাপহারিণী কীর্ত্তি অবগত হউক, সিন্ধু
 এইরূপ বলিয়া শ্রীরামকে প্রণাম করত অন্তর্ধান হইলে
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সূত্রীব সমাশ্রিত হইয়া নলকে কহিলেন তুমি

বানর সঙ্গে মিলিত হইয়া সেতু বন্ধন কর । তৎপরে
 বানরেন্দ্র নল সাতিশয় তুষ্টান্তঃকরণ হইয়া নত্বাপেক্ষাভিমুখে
 গমন করিয়া পৰ্বতস্থ পাদপ সমূহের সহিত বন্ধন পূর্বক
 সুবিস্তৃত শতযোজনায়ত সেতু বন্ধন করিল । ৮৫। ৮৬।
 ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

সেতুমারভমাণস্ত তত্র রামেশ্বরং শিবম্ ।
 সংস্থাপ্য পূজয়িত্বাহ রামো লোকহিতায় চ ॥ ১ ॥

প্রণমেৎ সেতুবন্ধং যো দৃষ্ট্বা রাঘবং শিবম্ ।
 ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো মুচ্যতে মদনুপ্রসাদে ॥ ২ ॥

সেতু বন্ধন কার্যে আরম্ভ হইলে শ্রীরামচন্দ্র সৰ্বলোক
 বিনিলেন যে ব্যক্তি সেতুবন্ধ রামেশ্বর শিবকে দর্শন করিয়
 হিত কামনায় রামেশ্বর শিব সংস্থাপন পূর্বক পূজা করিয়া
 প্রণাম করিবে সে আমার অনুগ্রহে বেত বন্ধ হত্যা পাপ

সেতুবন্ধে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা রামেশ্বরং হরম্ ।
 সঙ্কল্পনিয়তো ভুত্বা গজা বারাগসীং নরঃ ॥ ৩ ॥
 আনীয় গজাসলিলং রামেশমভিষিচ্য চ ।
 সমুদ্রে ক্ষিপ্ততদ্বারো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতাসংশয়ম্ ॥ ৪ ॥
 কৃতানি প্রথমেনাহা যোজনানি চতুর্দশ ।
 দ্বিতীয়েন তথা চাক্ষা যোজনানি তু বিংশতিঃ ।
 তৃতীয়েন তথা চাক্ষা যোজনান্যেকবিংশতিঃ ॥ ৫ ॥
 চতুর্থেন তথা চাক্ষা দ্বাবিংশতিরिति ঋতম্ ॥ ৬ ॥
 পঞ্চমেন ত্রয়োবিংশদ্যোজনানি সমস্তুতঃ ।
 ববন্ধ সাগরে সেতুং নলো বানরসত্তমঃ ॥ ৭ ॥
 তেনৈব জগ্মুঃ কপরো যোজনানাং শতং ক্রতম্ ।
 অসংখ্যাতাঃ স্তবেলাদ্রিং রুরুধুঃ প্লবগোত্তমাঃ ॥ ৮ ॥
 আকৃষ্ট মাকতিং রামো লক্ষ্মণোহপ্যক্রদৎ তথা ।
 দ্বিদৃক্ষু রাঘবো লক্ষ্মামাক্ষরাহাচলং মহৎ ॥ ৯ ॥

হইতেও মোচন হইবে। যে নর সেতুবন্ধে স্নান করিয়া
 রামেশ্বর শিবকে দর্শন করে এবং স্থির চিত্ত হইয়া বারাগসী
 গমন পূর্বক গজাজল আনয়ন করত রামেশ্বরকে অভিব্যেক
 করিবে সে নিশ্চয়ই পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে । ১ । ২ । ৩ । ৪ ।

বানর সত্তম নল প্রথম দিবসে চতুর্দশ যোজন, দ্বিতীয়
 দিবসে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিবসে একবিংশতি যোজন,
 চতুর্থ দিবসে দ্বাবিংশতি যোজন, পঞ্চম দিবসে ত্রয়োবিংশতি
 যোজন সেতু বন্ধন করিল। কপিগণ তাহা দ্বারা শত যোজন
 গমন করিল এবং অসংখ্য বানরশ্রেষ্ঠ ত্রিকূট পর্বত আচ্ছন্ন
 করিয়া ফেলিল। ৫ । ৬ । ৭ । ৮ ।

জনস্তর ত্রীরাম মাকতি স্বকে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদোপরি

দৃষ্ট্বা লক্ষ্মাং স্তবিস্তীর্ণাং নানাচিত্রধ্বজাকুলাম্ ।
 চিত্রপ্রাসাদসম্বাধাং স্বর্ণপ্রাকারতোরণাম্ ॥ ১০ ॥
 পরিখাভিঃ শতযুগ্মিভিঃ সংক্রমৈশ্চ বিরাজিতাম্
 প্রাসাদোপরি বিস্তীর্ণ প্রদেশে দশকন্ধরঃ ॥ ১১ ॥
 মান্নভিঃ সহিতো বীঠৈঃ কিরীটদশকোজ্জ্বলঃ ।
 নীলাদ্রিশিখরাকারঃ কালমেঘসমপ্রভঃ ॥ ১২ ॥
 রত্নদণ্ডৈঃ সিতচ্ছত্রৈরেনৈকৈঃ পরিশোভিতঃ ।
 এতস্মিনস্তরে বদ্ধো মুক্তো রামেণ বৈ শুকঃ ॥ ১৩ ॥
 বানরৈস্তাড়িতঃ সমাকদশাননমুপাগতঃ ।
 প্রহসন্ রাবণঃ প্রাহ পীড়িতঃ কিম্পরৈ ? শুকঃ ॥ ১৪ ॥
 রাবণস্ত বচঃ শ্রুত্বা শুকো বচনমব্রীৎ
 সাগরস্যোত্তরে তীরেহক্রবন্তে ব নং যঃ
 তত উৎপ্লুতা কপরো গৃহীত্বা মাং ক্ষণে ব্রূয়ঃ ॥ ১৫ ॥

আরোহণ পূর্বক মহাচলে অধিরূঢ় হইয়া লক্ষ্মাং পরিদর্শন
 করিতে লাগিলেন—বহু বিস্তৃত, নানাবিধ চিত্র ও চিত্র ধ্বজা
 পতাকা উদ্ভীয়মানা, বিবিধ চিত্রিত প্রাসাদ ও স্বর্ণ প্রাকা
 যুক্ত সিংহ দ্বার সম্বলিতা, পরিখা, শতযুগ্ম ও সোপান
 বিরাজিতা লক্ষাপুরী অবলোকন করণানন্তর দেখিলেন যে,
 অতি বিস্তৃত প্রাসাদ প্রদেশে নীলাদ্রি শিখরাকার, যোগ
 কাদম্বিনী প্রভ নিকষানন্দন দশানন, দণ্ড মস্তকে উজ্জল
 কিরীট পরিধান করত রত্ন দণ্ড ও অনেক ছোটছোট দ্বারা পরি-
 শোভিত হইয়া মহাবীর মজ্জিসক উপবেশন করিয়া আছে।
 ইত্যবসরে রাম-মুক্ত শুক বানর তাড়িত হইয়া বদ্ধারসী পূর্বক
 উপনীত হইলে দশানন হাসিতে হাসিতে কহিল—হে শুক।
 কেহ কি তোমাকে পীড়ন করিয়াছে? ১ । ১০ । ১১ । ১২ ।
 ১৩ । ১৪ ।

শুক রাবণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল—সাগরের উত্তর তীরে

মুক্তির্নখদন্তৈশ্চ হস্তং লোপুং প্রচক্রমুঃ ।

ততো মাং রাম ! রক্ষেতি ক্রোশন্তং রঘুপুত্রবঃ ॥ ১৬ ॥

বিসৃজ্যতামিতি গ্রাহ বিসৃষ্টোহহং কপীশ্বরৈঃ ।

ততোহমাগতো ভীত্যা দৃষ্ট । তদ্বানরং বলম্ ॥ ১৭ ॥

রাক্ষসানাং বলৌঘন্ত বানরেস্তবলন্ত চ ।

নৈতরোর্বিদ্ধ্যতে সন্ধিদেবদানবরোরিব ॥ ১৮ ॥

পুরপ্রাকারমাস্তি কিপ্রমেতরং কুরু ।

সীতাং বাটৈশ্চ প্রযচ্ছান্ত যুদ্ধং বা দীপ্ততাং প্রভো !

মামাহ রামন্তং ক্রহি রাবণং মদ্বচঃ শুক ! ।

যদ্বলং চ সমাপ্রিত্য সীতাং মে হৃতবানসি ॥ ২০ ॥

তদ্দর্শয় যথাকামং সৈন্যঃ সহ বান্ধবঃ ।

শ্বঃকালে নগরীং লঙ্কাং সপ্রাকারাং সতোরণাম্ ।

রাক্ষসং চ বলং পশ্য শরৈর্বিধ্বংসিতং ময়া ।

ঘোররোষমহং মোক্ষ্যে বলং ধারয় রাবণ ! ॥ ২২ ॥

ইত্যুক্তোপররামাধ রামঃ কমললোচনঃ ।

একস্থানগতা যত্র চত্বারঃ পুরুষবৃতাঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীরামো লক্ষ্মণশ্চৈব সুগ্রীবশ্চ বিভীষণঃ ।

এত এব সমর্ধান্তে লঙ্কাং নাশয়িতুং প্রভো ! ॥ ২৪ ॥

উৎপাট্য ভস্মীকরণে সর্বৈ তিষ্ঠন্তু বানরাঃ ।

তস্ম যাদৃগ্‌বলং দৃষ্টং রূপং প্রহরণানি চ ॥ ২৫ ॥

বধিষ্যতি পুরং সর্বং একস্তিষ্ঠন্তু তে ত্রয়ঃ ।

পশ্য বানরসেনাং তামসংখ্যাতাং প্রপূরিতাম্ ॥ ২৬ ॥

গর্জন্তি বানরাস্তত্র পশ্য পর্বতসন্নিভাঃ ।

ন শক্যান্তে গণয়িতুং প্রাধান্যেন ত্রবীমি তে ॥ ২৭ ॥

এষ যোহভিমুখো লঙ্কাং নদনু তিষ্ঠতি বানরঃ ।

যুধপানাং সহস্রাণাং শতেন পরিবারিতঃ ॥ ২৮ ॥

সুগ্রীবসেনাধিপতিনীলো নামাশ্বিনন্দনঃ ।

এষ পর্বতশৃঙ্খাতঃ পদ্মকিঙ্কলসন্নিভঃ ॥ ২৯ ॥

উপস্থিত হইয়া কথা কহিবামাত্র কপিগণ উল্লসন পূর্বক জগৎ-কাল মধ্যে আমাকে আক্রমণ করত মুষ্টি ও নখ দস্ত দ্বারা হনন করিতে উপক্রম করিল—অনন্তর আমি হাঁ রাম, হাঁ রঘুনন্দন বলিয়া চীৎকার করিলে। শ্রীরাম আমাকে বিমোচন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন কপিগণ আমাকে মুক্ত করিয়া দিল—পরে সেই সমস্ত বানর সৈন্য অবলোকন করিয়া ভীতান্তঃকরণে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে রাক্ষস ও বানর সৈন্য পর্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলাম যে, যেমন দেব ও দানবদিগের সন্ধি কখনই নাই সেই রূপ ইহাদিগের মধ্যে সন্ধি কখনই হইতে পারে না। রাম সৈন্যে পূর্ব প্রকার সমীপবর্তী হইতেছেন অতএব যত শীঘ্র পারেন যুদ্ধ সজ্জা করুন, না

হয় রামকে সীতা সমর্পণ করুন—রাম আমাকে বলিয়াছেন যে, হে শুক! তুমি রাবণকে বলিও যে, তুমি যে সৈন্যাস্রম করিয়া আমার সীতাকে হরণ করিয়াছ বধেচ্ছুক হইয়া সৈন্য ও বান্ধব সহিত ভাড়া সন্দর্শন করাও—হে রাবণ! দেখ আমি যোর রাগ পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালে তীর ও প্রাচীর বেষ্টিত লঙ্কা নগরী এবং রাক্ষস বল বিনাশ করিব, রাম এই বলিয়া নিবৃতি হইলেন। হে প্রভো! শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণ এই চারি পুরুষ সিংহ যখন একত্রিত হইয়াছে তখন তাহারা লঙ্কা বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে—এবং শ্রীরামের যেরূপ বল ও গ্রহরী দর্শন করিলাম তাহাতে বানরগণ লঙ্কা উৎপাটন করিয়া দগ্ধ করিতে সমুৎসুক হইয়া আছে। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

তাহারা তিন জনে একত্র হইয়া থাকুক তাহা হইলে সমস্তই কার্য সফল হইবে। এক্ষণে অগণ্য বানর সৈন্যে পরিপূর্ণ

স্কোটয়ত্যভিসংরক্কো লাক্ষ্ণং চ পুনঃ পুনঃ ।
 যুবরাজোহঙ্গদো নাম বালিপুঞ্জোহতিবীৰ্য্যবান্ ॥ ৩০ ॥
 যেন দৃষ্টা জনকজা রামস্তাতিব বল্লভা ।
 হনুমানেষ বিক্ষাতো হতো যেন তবান্ধজঃ ॥ ৩১ ॥
 শ্বেতো রজতসঙ্কাশো মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ ।
 তুর্গং সূত্রীবমাগম্য পুনর্গচ্ছতি বানরঃ ॥ ৩২ ॥
 যন্তেষ সিংহসঙ্কাশঃ পশ্যাত্যতুলবিক্রমঃ ।
 রস্তো নাম মহাসত্ত্বো লক্ষ্যং নাশয়িতুং ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥
 এষ পশ্চতি বৈ লক্ষ্যং দিধক্ষ্মিব বানরঃ ।
 শরভো নাম রাজেন্দ্র ! কোটিযুধপনারকঃ ॥ ৩৪ ॥
 পনসচ্চ মহাবীৰ্য্যো মৈন্দ্রচ্চ দ্বিবিদস্তথা ।
 নলচ্চ সেতুকর্তাসৌ বিশ্বকর্মাশ্রুতো বলী ॥ ৩৫ ॥
 বানরাণাং বর্ণনে বা সংখ্যানে বা ক ঐশ্বরঃ ।
 শূরাঃ সর্বে মহাকার্য্যঃ সর্বে বুদ্ধাভিকাজ্জিহ্বাঃ ॥ ৩৬ ॥

শক্তাঃ সর্বে চূর্ণয়িতুং লক্ষ্যং রক্কোগণৈঃ সহ ।
 এতেষাং বলসংখ্যানং প্রত্যেকং বচমি তে শৃণু ॥
 এষাং কোটিসহস্রাণি নব পঞ্চ চ সপ্ত চ ।
 তথা শঙ্খসহস্রাণি তথাবুদশতানি চ ॥ ৩৮ ॥
 সূত্রীবসচিবানাং তে বলমেতৎপ্রকীর্তিতম্ ।
 অন্যেষাং তু বলং নাহং বক্তুং শক্তোহস্মি রাবণ
 রামো ন মানুষ্যঃ সাক্ষাদাদিনারায়ণঃ পরঃ ।
 সীতা সাক্ষাজ্জগদ্ধেতু শ্চিচ্ছক্তির্জগদায়িকা ॥ ৪০ ॥
 তাত্যামেব সমুৎপন্নং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥
 তস্মাদ্রামচ্চ সীতা চ জগতস্তস্মৈ বশ্চ তৌ ॥ ৪১ ॥
 পিতরৌ পৃথিবীপাল ! তয়োবৈরী কথং ভবেৎ ?
 অজানতা ত্বয়া নীতা জগন্মাতৈব জানকী ॥ ৪২ ॥
 ক্ষণনাশিনি সংসারে শরীরে ক্ষণভঙ্গরে ।
 পঞ্চভূতাত্মকে রাজন্ ! চতুর্বিংশতিতত্ত্বকে ॥ ৪৩ ॥

হইয়াছে অবলোকন কর—দেখ ঐ পর্বত সন্নিহিত বানর
 সমূহ গর্জন করিতেছে, আমি বলিতেছি তোমার কেহই
 সেখানে যাঠিতে সক্ষম নহে ; পর্বত শৃঙ্গ সদৃশ উচ্চ ও পদ্ম-
 কিঙ্কাক-প্রভ ঐ সূত্রীব সেনাধিপতি মহাবলশালী যুবরাজ
 অঙ্গদ বারম্বার ভূপৃষ্ঠে লাঙ্গুল আঘাত করিতেছে—ঐ দেখ
 মহাবীৰ্য্য সম্পন্ন অতুল বিক্রমশালী যে বানর সূত্রীব সমীপে
 শীঘ্র আদিয়াই পুনর্বার গমন করিতেছে উহার নাম শ্বেত,
 দেখ দেখ ঐ যে সিংহ সদৃশ মহাবলশালী বানর সমস্ত অব-
 লোকন করিতেছে ও সর্বপ্রধান লক্ষ্য বিনাশ করিতেও সক্ষম
 উহার নাম রস্ত—ঐ দেখ যে বানর দিক সমস্ত দক্ষ করিতেছে
 ও কোটি যুধপের নায়ক উহার নাম শরভ—মহাবলশালী
 পনশ, মৈন্দ্র, দ্বিবিদ, এবং মহাবলী বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল প্রভৃতি
 বানরদিগের বল বর্ণন করিতে বা সংখ্যা করিতে কোন্ ব্যক্তি
 সমর্থ হইবে—তাহারা সকলেই মহাকায় ও মহাশূর যুদ্ধ করিতে

অভিলাষী, লক্ষ্য ও রাক্ষসগণকে চূর্ণ করিতে সক্ষম—একণে
 তাহাদের প্রত্যেক সংখ্যা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর—ইহা-
 দিগের কোটি সহস্র নব, পঞ্চ, সপ্ত, শঙ্খ ও অর্কবুদ সহস্র সেনা
 বল আছে সূত্রীব সচিবদিগের সৈন্য বল কহিলাম, কিন্তু হে
 রাবণ ! অন্য সমস্তের বল অগণ্য অতএর বলিতে অসক্ষম ।
 শ্রীরামচন্দ্র মানুষ নহেন তিনি সাক্ষাৎ পরম পুরুষ আদি নারা-
 য়ণ—সীতা জগৎ স্বরূপা সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি—তদ্বারাই স্থাবর
 ও জঙ্গমাশ্রয় সংসার সমুৎপন্ন হইয়াছে । হে পৃথিবীপাল !
 সেই মাতা পিতার কিরূপে শত্রু হইবে ? তুমি না জানিয়াই
 জগন্মাতা জানকীকে আনয়ন করিয়াছ—হে রাজন্ ! এই
 ক্ষণ-বিধ্বংশি সংসারে ও ক্ষণভঙ্গুর দেহ মধ্যে মূল প্রকৃতি
 মহৎ অহঙ্কার মনঃ পঞ্চতমাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়,
 পঞ্চমহাভূত এই চতুর্বিংশতি প্রকার তত্ত্ব অবস্থিত আছে,

মলমাংসাস্থিহৃগন্ধভূরিষ্ঠেহংস্কৃতালয়ে ।
 কৈবাস্থ্য ব্যতিরিক্তস্য কায়ে তব জড়াক্ষকে ? । ৪৪
 যৎকৃতে ব্রহ্মহত্যাদিপাতকানি কৃতানি তে ।
 ভোগভোক্তা তু যো দেহঃ স দেহোহত্র পতিষ্যতি
 পুণ্যপাপে সমায়াতো জীবেন সুখদুঃখয়োঃ ।
 কারণে দেহযোগাদিনাশ্ননঃ কুরুতাহনিশম । ৪৬
 যাবদেহোহস্মি কর্তাস্মীত্যাগ্নাহং কুরুতেহবশঃ ।
 অধ্যাস্তাবদেব স্যাজ্জন্মানাশাদিসম্ভবঃ ॥ ৪৭ ॥
 তস্মাত্ত্বং ত্যজ দেহাদাবতিমানং মহামতে ! ।
 আত্মাতিনির্মলঃ শুদ্ধো বিজ্ঞানাত্মাচলোহব্যয়ঃ । ৪৮
 স্বাজ্ঞানবশতো বন্ধং প্রাপিত্য বিমুহ্যতি ।
 তস্মাত্ শুদ্ধতাবেন জ্ঞাতাত্মানং সদা স্মর । ৪৯ ।
 বিরতিং তজ সৰ্বত্র পুজদারগৃহাদিষু ।
 নিরয়েষুপি ভোগঃ স্যাচ্ছৃকরতনাবপি । ৫০ ।

তোমার জড়াক্ষক দেহে মল মাংস অস্থি প্রভূত হৃগন্ধ ব্যতি-
 রিক্ত আর কোন্ পদার্থ আছে? যে দেহ ব্রহ্ম হত্যাদি কার্য্য
 করিয়াছে—যে দেহ স্বয়ং ভোগ ভক্ষক এরূপ স্থলে দেহ পতন
 হয়। সুখ দুঃখাদির কারণ হেতু পুণ্য ও পাপ জীবের সঙ্গে
 সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয় সুতরাং পুণ্য ও পাপে দেহ
 যোগাদির সহিত আপনার সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।
 যাবৎকাল দেহ আমার ও আমি কর্তা এবং আত্মাকে বশীভূত
 করি তাবৎকাল অহঙ্কার হেতু জন্ম নাশাদির সম্পূর্ণ সম্ভব।
 হে মহামাতঃ! সেই নিমিত্ত দেহাভিমান পরিভ্যাগ কর—
 আত্মা অতি বিমল ও শুদ্ধ হউক, আপনার অজ্ঞানতা বশত
 শরীরাদি সঞ্চক হইয়াও পুনঃ পুনঃ কণ্ঠে প্রবর্ত হয়, সেই হেতু

দেহং লবধা বিবেকাত্যং দ্বিজত্বং চ বিশেষতঃ ।
 তত্রাপি ভারতে বর্ষে কৰ্ম্মভূমৌ স্তদুর্লভম্ । ৫১ ।
 কো বিদ্বানাত্মসাংকৃষ্টা দেহং ভোগান্নুগো ভবেৎ
 অতস্ত্বং ব্রাহ্মণো ভূত্বা পৌলস্ত্যতনয়শ্চ সন্ । ৫২ ।
 অজ্ঞানীব সদা ভোগান্নুধাবসি কিং মুখা ? ।
 ইতঃ পরং বা ত্যক্ত্বা ত্বং সৰ্ব্বসঙ্গং সমাশ্রয় । ৫৩ ।
 রামমেব পরাত্মানং ভক্তিতাবেন সৰ্ব্বদা ।
 সীতাং সমৰ্প্য রামায় তৎপাদানুচরো ভব ॥ ৫৪ ॥
 বিমুক্তঃ সৰ্ব্বপাপেভ্যো বিমুলোকং প্রয়াস্যসি ।
 নো চেদগমিষ্যসেহধোঃ পুনরারম্ভির্ভজিতঃ ।
 অঙ্গীকুরুষু মদ্বাক্যং হিতমেব বদামি তে । ৫৫ ।

তুমি বিশুদ্ধ ভাবে পরমাত্মাকে জানিয়া তাঁহাকে সৰ্ব্বদাই
 স্মরণ কর—পুত্র স্ত্রী গৃহাদি সুখ ভোগে ও নরকের কষ্ট
 ভোগে বিরত হও—দেখ এই কৰ্ম্ম ভূমি ভারতবর্ষে স্তদুর্লভ
 আচ্য যোগ্য দেহ বিশেষতঃ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া কোন্ বিদ্ব-
 জজন দেহকে আত্মাধীন করিয়া দেহভোগান্নুগী হয়? অত-
 এব তুমি পুলস্ত্যতনয় ব্রাহ্মণ হইয়া অজ্ঞানীর ন্যায় সৰ্ব্বদাই
 রুখা ভোগান্নুগ হইতেছ? এক্ষণে সৰ্ব্বসঙ্গ পরিভ্যাগ
 পূর্বক পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ কর—সৰ্ব্বদা ভক্তিতাব দ্বারা
 পরমাত্মা শ্রীরামকে সীতা সমৰ্পণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মের
 অনুচর হও, তাহা হইলে তুমি সৰ্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া
 বিমুলোকে গমন করিবে নচেৎ উত্তমলোক হইতে বর্জিত
 হইয়া অধঃ পতিত হইবে—এক্ষণে আমার বচনে অঙ্গীকার
 কর কারণ তোমার হিত বাক্য কহিতেছি। সৎসঙ্গ গ্রহণ

সৎসঙ্কতিং কুরু ভজস্ব হরিং শরণাং

শ্রীরাঘবং মরকতোপলকাস্তিকাস্তম্ ।

সীতাসমেতমনিশং ধৃতচাপবাণং

সুগ্রীবলক্ষ্মণবভীষণসেবিতাজিহ্মম্ । ৫৬ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

। ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ ।

। ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ । ৫৩ ।

। ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ ।

করিয়া মরকত মণির তুল্য শ্যাম কায় শ্রীহরি রামচন্দ্রের শরণ
লগ্ন এবং সুগ্রীব লক্ষ্মণ বিভীষণ বাহার চরণ সেবা করিতেছে
ভূমি সেই ধনুর্সীমধারী সসীতা শ্রীরাঘচন্দ্রের চরণ শীঘ্র
সেবা কর । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে

যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রদ্ধা সূকমুখোদগীতং বাক্যমজ্ঞাননাশনম্ ।

রাবণঃ ক্রোধতাত্রাক্ষো দহন্বিব তমব্রবীৎ । ১ ।

অনুজীব্য স্তুত্বর্কুক্ষে ! গুরুবস্ত্রাঘাসে কথম্ ? ।

শাসিতাহং ত্রিজগতাং ত্বং মাং শিক্ষন্ন লজ্জসে ? । ২ ।

উদানীমেব হস্মি ত্বাং কিন্তু পূর্বকৃতং তব ।

স্মরামি তেন রক্ষামি ত্বাং যদ্যপি বধোচিতম্ । ৩ ।

ইতো গচ্ছ বিমুচ ! ত্বমেবং শ্রোতুং ন মে ক্ষমম্ ।

মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা বেপমানো গৃহং যযৌ । ৪ ।

রাবণ শুক মুখে অজ্ঞান নাশক বাক্য, প্রবণ করিয়া ক্রোধ
কষায় গোচনে তাহাকে কহিল—রে স্তুত্বর্কুক্ষে ! তুই আমার
সেবক হইয়া কি রূপে গুরুর ন্যায় আমাকে সম্ভাষণ করিতে-
হিস্ ? আমি ত্রিজগৎ শাসন করি তুই আমাকে শিক্ষা

দিতেহিস্ ইহাতে কি তোর লজ্জা করে না ? এখন তোরে
বিনাশ করিতাম, কিন্তু তোর পূর্বজন্ম কৃত কার্য স্মরণ করিয়া,
তুই বধ্য হইলেও তোকে রক্ষা করিলাম। রে মূঢ় ! তুই
এ স্থান হইতে পলায়ন কর তোর বাক্য শুনিতে আর ইচ্ছা
হয় না, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া শুক গৃহে গমন

শুকোহপি ব্রাহ্মণঃ পূৰ্বং ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবিত্তমঃ
 বানপ্রস্থবিধানেন বনে তিষ্ঠন্ স্বকর্মকুৎ । ৫ ।
 দেবানামভিরুদ্ধার্থং বিনাশায় সুরদ্বিষাম্ ।
 চকার যজ্ঞবিততিমবিচ্ছিন্নাং মহামতিঃ । ৬ ।
 রাক্ষসানাং বিরোধোহভূচ্ছকো দেবহিতোদ্যতঃ ।
 বজ্রদংষ্ট্র ইতি খ্যাতস্তত্ৰৈকো রাক্ষসো মহান্ । ৭ ।
 অন্তরং প্রেপ্সুরাতিষ্ঠচ্ছুকাপকরণোদ্যতঃ ।
 কদাচিদাগতোহগস্ত্যস্তম্যাশ্রমপদং মুনৈঃ । ৮ ।
 তেন সংপূজিতোহগস্ত্যো ভোজনার্থং নিমন্ত্রিতঃ ।
 গতে স্নাতুং মুনৌ কুন্তসত্তবে প্রাপ্য চাস্তরম্ । ৯ ।
 অগস্ত্যরূপধৃক্ সোহপি রাক্ষসঃ শুকমব্রবীৎ ।
 যদি দাস্যসি মে ব্রহ্মন্ । ভোজনং দেহি সামিষম্ ।
 বহুকালং ন ভুক্তং মে মাংসং ছাগাঙ্গসত্তবম্ ।
 তথৈতি কারয়ামাস মাংসভোজ্যং সবিস্তরম্ । ১১

উপবিষ্টে মুনৌ ভোক্তৃং রাক্ষসোহতীব সুন্দরম্ ।
 শুকভার্যাবপুর্ধ্বা তাং চাস্তমোহয়ন্ খলঃ । ১২ ।
 নরমাংসং দদৌ তস্মৈ সুপকং বহুবিস্তরম্ ।
 দর্শিত্বাস্তদর্শে রক্ষস্ততো দৃষ্ট্য চুকোপ সঃ । ১৩ ।
 অমেধ্যং মানুষং মাংসমগস্ত্যঃ শুকমব্রবীৎ ।
 অভক্ষ্যং মানুষং মাংসং দত্তবানসি দুর্মতে ! ১৪ ।
 মহং ত্বং রাক্ষসো ভূত্বা তিষ্ঠ ত্বং মানুষাশনঃ ।
 ইতি শপ্তঃ পুরো ভীত্যা প্রাহাগস্ত্যং মুনৈঃ । ১৫ ।
 ইদানীং ভাষিতং মেহত্ব মাংসং দেহীতি বিস্তরম্ ।
 তথৈব দত্তং মে দেব ! কিং মে শাপং প্রদাস্যসি ? ।
 শ্রুত্বা শুকস্য বচনং মুহূর্ত্তং ধ্যানমাস্থিতঃ ।
 জাহ্না রক্ষঃকৃতং সর্বং ততঃ প্রাহ শুকং স্নুধীঃ । ১৬ ।
 তবাপকারিণা সর্বং রাক্ষসেন কৃতং ত্বিদম্ ।
 অবিচার্যৈব মে দত্তঃ শাপস্তে মুনিসত্তম ! । ১৮ ।

করিল । শুক ও পরম ধাৰ্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং বাণপ্রস্থ
 বিধানানুসারে স্বকর্ম হেতু বনে অবস্থিতি করিয়া সুরবিষেবীর
 বিনাশ এবং দেবতাদিগের ব্রহ্মির জন্য বিস্তর যজ্ঞ করিয়া
 ছিলেন । ১।২।৩।৪।৫।৬।

দেবহিতরত শকের প্রতি রাক্ষস দিগের বিশেষ ঘেব বুদ্ধি
 থাকার, বজ্রদংষ্ট্র নামে-ত্রৈলোক্য বিখ্যাত এক রাক্ষস শকের
 অপকারে উদ্যত ছিল । এক দিন অগস্ত্য ঐ মূনির আশ্রমে
 সমাগত হইলে তৎকর্তৃক সংপূজিত হইয়া ভোজনের নিমিত্ত
 অগস্ত্যকে নিমন্ত্রণ করিল । কুন্ত যোগে অবশর ক্রমে স্নান
 করিয়া অগস্ত্য রূপ ধারণ পূর্বক ঐ রাক্ষস শুককে কহিল ।
 হে ব্রহ্মন্ ! যদি আমাকে ভোজন করান তবে সামিষ ভোজন
 করিব । আমি বহুকাল হইল ছাগাদির মাংস ভোজন করি
 নাই অতএব আমাকে প্রচুর পরিমাণে মাংস ভোজন করাও ।

মুনি ভোজন করিতে উপবেশন করিলে, রাক্ষস অতীব সুন্দর
 শুক ভার্য্যার শরীর আক্রমণ করত তাহাকে পাকশালা হইতে
 বাহির করিয়া গ্রহণ করিল । তাহাকে প্রচুর পরিমাণে নর
 মাংস প্রদান করিয়াছিল । অনন্তর রাক্ষস দর্শন করিয়া
 অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিল, অগস্ত্য অমেধ্য মানুষ মাংস দেখিয়া
 শুককে কহিল—হে দুর্মতে ! তুই আমাকে অভক্ষ্য মানুষ মাংস
 দিলি অতএব তুই মানুষ ভোজী রাক্ষস হইয়া অবস্থান কর ।
 এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া সে কহিল—হে মুনৈ ! অন্য আমাকে
 প্রচুর পরিমাণে মাংস প্রদান কর, স্তবরাং আমি তোমাকে
 মাংস দিয়াছি, অতএব আমাকে কেন অভিশাপ দিলেন ।
 শকের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ধ্যান অবলম্বন পূর্বক
 রাক্ষসকৃত এই সমস্ত জাত হইয়া সুরবুদ্ধি অগস্ত্য শুককে কহিল
 । ৭।৮।৯।১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।
 হে মুনিসত্তম ! তোমার অপকারি রাক্ষস কর্তৃক এই

তথাপি মে বচোহমোঘমেনমেষ ভবিষ্যতি ।
 রাক্ষসং বপুরাস্থায় রাবণস্য সহায়কৃত্ব ॥ ১৯ ॥
 তিষ্ঠ তাবদ্যদা রামো দশাননবধায় হি ।
 আগমিষ্যতি লঙ্কায়াঃ সমীপং বানরৈঃ সহ ॥ ২০ ॥
 প্রেষিতো রাবণেন ত্বং চারো ভূত্বা রধুস্তমম্ ।
 দৃষ্ট্বা শাপাঙ্ঘ্রিনিমুক্তো বোধয়িত্বা চ রাবণম্ ॥ ২১ ॥
 তত্ত্বজ্ঞানং ততো যুক্তঃ পরং পদমবাপ্তসি ।
 উত্থ্যক্তোহগস্ত্যমুনিনা শুকো ব্রাহ্মণসন্তমঃ ॥ ২২ ॥
 বভূব রাক্ষসঃ সদ্যো রাবণং প্রাপ্য সংস্থিতঃ ।
 উদানীং চারুৰূপেণ দৃষ্ট্বা রামং সহানুজম্ ॥ ২৩ ॥
 রাবণং তত্ত্ব বিজ্ঞানং বোধয়িত্বা পুনর্জাতম্ ।
 পূর্ববদব্রাহ্মণো ভূত্বা স্থিতো বৈখানসৈঃ সহ ॥ ২৪ ॥

ততঃ সমাগমচ্ছ্রো মাল্যবান্ রাক্ষসো মহান্ ।
 বুদ্ধিমাত্রীতিনিপুণো রাজ্ঞো মাতুঃ প্রিয়ঃ পিতা ॥ ২৫ ॥
 প্রাহ তং রাক্ষসং বীরং প্রশান্তেনাস্তুরাঙ্গনা ।
 শৃণু রাজন্! বচো মেহদ্য শ্রুত্বা কুরু যথেষ্টমিতম্ ।
 যদা প্রবিষ্টা নগরী জ্ঞানকী রামবল্লভা ।
 তদাদি পূর্যাং দৃশ্যন্তে নিমিত্তানি দশানন ॥ ২৬ ॥
 ঘোরানি নাশহেতুনি তানি মে বদতঃ শৃণু ।
 খরন্তনিতনির্ঘোষা মেঘা অতিভয়ঙ্করাঃ ॥ ২৭ ॥
 শোণিতেনাভিবর্ষন্তি লঙ্কামুক্ষেণ সর্বদা ।
 রুদন্তি দেবলিঙ্গানি স্নিহ্যন্তি প্রচলন্তি চ ॥ ২৮ ॥
 কালিকাঃ পাণ্ডুরৈর্দলৈঃ প্রহসন্ত্যগ্রতঃ স্থিতা ।

সমস্ত কার্য্য করা হইয়াছে এবং আমিও অবিচার পূর্ব্বক
 তোমাকে শাপ প্রদান করিগেও আমার বচন অমোঘ হইবে
 সুতরাং রাবণের সহায় সম্পন্ন হইয়া তুমি রাক্ষস শরীর
 প্রাপ্ত হইয়া দশানন বিনাশের নিমিত্ত অীরাম চন্দ্র, বানরগণ
 সমভিব্যাহারে যত দিন পর্য্যন্ত লঙ্কাপুরী মধ্যে আগমন না
 করিবেন তাৎকাল তুমি এই অবস্থায় অবস্থান কর, পরে তুমি
 বানর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অীরামচন্দ্রকে দর্শন পূর্ব্বক
 রাবণকে তত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করিলে শাপ হইতে বিমুক্ত হইবে ।
 অনন্তর মুক্ত হইয়া তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত
 হইবে । ব্রাহ্মণসন্তম শুক অগস্ত্য কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে,
 তখনই রাক্ষসরূপ হইল এবং রাবণের নিকট অবস্থিতি করিল
 অধুনা সহানুজ অীরামচন্দ্রকে চাক রূপে দর্শন করিয়া রাবণকে
 পুনঃ পুনঃ তত্ত্ববিজ্ঞানান্তর পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণ হইয়া বান-

প্রস্থ অবস্থায় অবস্থান করিল । অনন্তর নীতিনিপুণ বুদ্ধিমান
 রাজমাতার প্রিয় পিতা রক্ত মাল্যবান্ মহারাক্ষস আগমন
 করিয়া প্রশান্তচিত্তে রাক্ষসবিতকে কহিলেন—হে রাজন্!
 শ্রবণ কর—অদ্য আমার বাঁকা শ্রবণ করিয়া যথাভিলষিত
 কার্য্য কর । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ । ২৬ ।

হে দশানন! যে দিনে রাম বল্লভা জ্ঞানকী নগরীতে
 প্রবেশ করেন সেই দিনাবধি আমি পুরীমধ্যে ঘোরতর উৎ-
 পাত সমূহ দেখিতেছি । অতএব ইহা কেবল সর্ব্বনাশের
 মূল নিশ্চয় বলিতেছি আপনি শ্রবণ করুন । সুগভীর ভীশন
 ঘনাবলি কঠোর গর্জনে বজ্রপতন শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে
 ও নিরন্তর উষসোনিত অভিবর্ষণ করিতেছে । আরও দেখুন
 দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি সকল বিলাপ পরিভাপ করত সচঞ্চল
 হইতেছে । এতোক রাক্ষসদিগের পূর্ব্ববর্ত্তিণী কালিকা পাণ্ডু-
 বর্ণ দন্ত বিকসিত করিয়া সমুদায় রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিব
 বলিয়া হস্ত করিতেছেন । আর বিড়াল ও নকুলের সহিত

খরা গোস্ব প্রজায়ন্তে যুধকা নকুলৈঃ সহ ॥ ৩০ ॥
 মার্জারৈণ তু যুধ্যন্তি পন্নগা গরুড়েন তু ।
 করালো বিকটো যুগুঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ॥ ৩১ ॥
 কালো গৃহাণি সর্বেষাং কালে কালে ত্বেবেক্ষতে ।
 এতান্যন্যানি দৃশুন্তে নিমিত্তান্মুদ্রবন্তি চ । ৩২ ।
 অতঃ কুলস্য রক্ষার্থং শাস্তিং কুরু দশানন ।।
 সীতাং সৎকৃত্য সধনাং রামায়ামু প্রযচ্ছ ভো ।। ৩৩
 রামং নারায়ণং বিদ্ধি বিদ্বেষং ত্যজ রাঘবে ।
 যৎপাদপোতমাশ্রিত্য জ্ঞানিনো ভবমাগরম্ ॥ ৩৪
 তরন্তি তক্তিপুতাত্মা ততো রামো ন মানুষঃ ।
 তজস্ব তক্তিভাবেন রামং সর্বহৃদালয়ম্ ॥ ৩৫ ॥
 যদ্যপি তং দুরাচারো তক্তা পুতো ভবিষ্যসি ।

মদ্বাক্যং কুরু রাজেন্দ্র ! কুলকৌশলহেতবে ॥ ৩৬
 তত্তু মাল্যবতো বাক্যং হিতমুক্তং দশাননঃ ।
 ন মর্ষয়তি দুষ্ঠাত্মা কালস্য বশমাগতঃ ॥ ৩৭ ॥
 মানবং রূপণং রামং একং শাখামৃগাশ্রয়ম্ ।
 সমর্থং মন্যসে কেন ? হীনং পিত্রা মুনিপ্রিয়ম্ ।
 রামেণ প্রেষিতো হুনং ভাষসে তমনর্গলম্ ।
 গচ্ছ ব্রহ্মোহসি বন্ধুস্ত্বং সোঢং সর্বং ত্রয়োদিতম্ ॥
 ইতো মৎকর্ণপদবীং দহত্যেতদ্বচস্তব ।
 ইত্যুক্তা সর্বসচিবৈঃ সহিতঃ প্রস্তুতস্তদা ॥ ৪০ ॥
 প্রাসাদাগ্রে সমাসীনঃ পশ্যান্ বানরসৈনিকান্ ।
 যুদ্ধায়োজয়ৎ সর্বরাক্ষসান্ সমুপস্থিতান্ ॥ ৪১ ॥
 রামোহপি ধনুরাদায় লক্ষ্মণেন সমাহৃতম্ ।

মুখিকদিগের কলহ, গরুড়ের সহিত সর্পের বিবাদ, ভয়ানক
 বিকটাকৃতি পিঙ্গলবর্ণ কালস্বরূপ এক পুরুষ সাগর প্রাণ এই
 উভয় সময়েই প্রত্যেক গৃহেতে আবির্ভূত হইতেছে। এই
 প্রকার বিবিধ নিমিত্ত সমূহ সমুদ্ভূত হইয়াছে অবলোকন
 করিলাম। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২।

হে দশানন ! এই কারণবশতঃ কুলের হিতসাধনার্থ শাস্তি
 বিধান করুন। আর এই দীনী সীতাদেবীকে সবিনয়ে প্রত্য-
 পণ করুন। আপনি রামচন্দ্রকে নারায়ণ বলিয়া জানিবেন
 অতএব রাঘবে বিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন। কারণ তক্তি-
 পুতাত্মা জ্ঞানীগণ যাঁহার ঈশদ নোঁকা আশ্রয় করিয়া ভব-
 সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন—সেই রাম তিনি মানব নহেন ;
 তিনি সর্বাস্তর্ধামী, অতএব তাঁহাকে ভক্তিভাবে ভজন করুন।
 হে রাজেন্দ্র ! কুলের মঙ্গলসাধনার্থ আমাব বাক্য রক্ষা

করুন। যদিও আপনি আচার ভ্রষ্ট, তথাপি আপনার
 দেহ ভক্তিসহকারে পবিত্র হইবে। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।

দুষ্ঠাত্মা দশানন কালের বশতাপন্ন হইয়া মাল্যবান কথিত
 হিতবাক্যে অভিনন্দন করিলেন না। অধিকন্তু কহিলেন—
 সামান্য বানরাশ্রিত দুর্বল মানবমাত্র ; কোন ব্যক্তি তাহার
 সমর্থ গণনা করে ? আর নিশ্চয় জানিলাম যে, সেই রামের
 প্রেরিত হইয়া তুমি যে সমস্ত কথা বলিলে, তাহা কেবল বন্ধু
 ও বন্ধ বলিয়া সহ করিলাম এক্ষণে এস্থান হইতে গমন কর।
 কারণ তোমার বহন বিনিঃশ্রুত বচনাবলী আমাকে দহন করি-
 তেছে। এই বলিয়া মত্তিগণ সমস্তিবাহারে তথা হইতে
 প্রস্থান করিলেন। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০।

অনন্তর রাজা প্রাসাদে বাণরগণ উপবেশন করিয়াছে
 দেখিয়া সমুদ্বিগ্ন সমস্ত রাক্ষস দিগকে যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে
 আদেশ করিলেন। কোথ পরিপূর্ণ হৃদয়ে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ

দৃষ্ট্য়া রাবণমাসীনং কোপেন কলুষীকৃতঃ ॥ ৪২ ॥
 কিরীটীনং সমাসীনং মদ্বিভিঃ পরিবেষ্টিতম্ ।
 শশাঙ্কানিভেনৈব বাণেনৈকেন রাঘবঃ ॥ ৪৩ ॥
 শ্বেতচ্ছত্রসহস্রাণি কিরীটদশকং তথা ।
 চিচ্ছেদ নিমিষাৰ্দ্ধেন তদন্তু তমিবাভবৎ ॥ ৪৪ ॥
 লজ্জিতো রাবণস্তূর্ণং বিবেশ ভবনং স্বকম্ ।
 আহুয় রাক্ষসান্ সর্কান্ প্রহস্তপ্রমুখান্ খলঃ ॥ ৪৫ ॥
 বানরৈঃ সহ যুদ্ধায় নোদয়ামাস সত্বরঃ ।
 ততো ভেরীমৃদঙ্গাদ্যোঃ পণবানকগোমুখৈঃ ॥ ৪৬ ॥
 মহিষোচ্চৈঃ খটৈঃ সিংহৈর্ঘোষিতৈঃ ক্লতবাহনাঃ ।
 খড়্গশূলধনুঃপাশয়ুক্তিতোমরশক্তিভিঃ ॥ ৪৭ ॥
 লক্ষিতাঃ সর্বতো লঙ্কাং প্রতিদ্বারমুপায়যুঃ ।
 তৎপূর্বমেব রামেণ নোদিতা বানরর্ষভাঃ ॥ ৪৮ ॥

উদ্যমা গিরিশৃঙ্গানি শিখরানি মহাস্তি চ ।
 তরুশ্চোৎপাট্য বিবিধান্ যুদ্ধায় হরিযুধপাঃ ॥ ৪৯ ॥
 প্রেক্ষমাণা রাবণস্ত তানানীকানি ভাগশঃ ।
 রাঘবপ্রিয়কামার্থং লঙ্কামারুরুহস্তদা ॥ ৫০ ॥
 তে ক্রমৈঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ মুষ্টিভিশ্চ প্লবঙ্গমাঃ ।
 ততঃ সহস্রযুধাশ্চ কোটিযুধাশ্চ যুধপাঃ ॥ ৫১ ॥
 কোটীশতযুতান্যে রুরুধুন'গরং ভূশম্ ।
 আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৫২ ॥
 রামোজয়ত্যাতিবলো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ ।
 রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণানুপালিতঃ ॥ ৫৩ ॥
 ইত্যেবং ঘোষয়ন্তশ্চ সমং যুযুধিরেহরিত্তিঃ ।
 হনুমানঙ্গদশ্চৈব কুমুদো নীল এব চ ॥ ৫৪ ॥
 নলশ্চ শরভশ্চৈব মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ ।

সহিত ধনুর্কান গ্রহণপূর্বক মদ্বিগণ পরিবেষ্টিত মুকুটধারী
 রাবণকে অবলোকন করিয়া শশাঙ্কনিত একমাত্র সরাস্বাতে
 শ্বেতচ্ছত্র শোভিত মন্তকভূষিত দশমুকুট নিমেষাৰ্দ্ধ মধ্যেই খণ্ড
 খণ্ড করিলেন কিন্তু তৎকালে অতি অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন
 হইয়াছিল । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ ।

প্রহস্ত প্রমুখ সমস্ত রাক্ষসদিগকে আহ্বান করত ক্রুরমতি
 রাবণ লজ্জিত হইয়া সত্বর স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন । তৎ-
 কালে পলব, অলক, গোমুখ, ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যো-
 দ্যমে সম্পূর্ণ হইয়া বানরগণের সহিত দলবদ্ধ হইয়া রাম-
 চন্দ্র যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিলেন । মহিষ, উষ্ট্র, খর, সিংহ, সার্কীল
 আদি বাহনে আরূঢ় হইয়া ঘোড়াগণ খড়্গা, শেল, শূল, ধনু
 পাশ, যুক্তি, তোমর, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রে ভূষিত হইয়া সর্বতো-

ভাবে চতুর্দিক অবলোকন করত লঙ্কাধারে উপস্থিত হইল ।
 কিন্তু বানরগণ তৎপূর্বেই রামের আদেশানুসারে প্রেরিত হইয়া
 বিপুল গিরিশৃঙ্গ সকল উত্তোলন ও বিবিধ বৃক্ষসমূহ উৎ-
 পাটন করত রাবণের তৎপ্রদেশস্থ সেই গৈর্যাদল অবলোকন
 করিয়া তৎকালে রাঘবের হিতসাধনার্থ লঙ্কা পুরীতে আরো-
 হণ করিয়াছিল । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ ।

তদনন্তর উর্দ্ধাধঃ লক্ষপ্রদান ও তর্জন গর্জন করত সেই
 বানরগণ বিপুল পর্বতশৃঙ্গ ও বৃক্ষসমূহ উপলব্ধিত যাত্রাই
 প্রণাট রূপে সহস্র সহস্র কোটী কোটী দলবদ্ধ হইয়া নগরকে
 অবরোধ করিল । অতি বীর্যবান রামচন্দ্র, মহাবল লক্ষ্মণ ও
 জয়যুক্ত হউন এবং মহারাজ সুগ্রীব রাঘবানুপালিত হইয়া
 জয়লাভ করুন । এই প্রকারে চতুর্দিক ঘোষণা করত পরম

জাম্ববান্ দধিবক্তৃশ্চ কেশরী তার এব চ ॥ ৫৫ ॥

অন্যে চ বলিনঃ সর্বৈ যুধপাশ্চ প্লবঙ্গমাঃ ।

দ্বারাণ্যুৎপ্লভ্য লঙ্কারাঃ সর্বতো রুরুধুভৃশম্ ।

তদা রুক্মির্মহাকায়াঃ পর্কতাঃ বানরাঃ ॥ ৫৬ ॥

নিজযুস্তানি রুক্মাংসি নখৈর্দদ্যুশ্চ বেগিতাঃ ।

রাক্ষসাশ্চ তদা ভীমা দ্বারেভ্যঃ সর্বতো রুবা ॥ ৫৭ ॥

নিগত্য ভিগুপালৈশ্চ খড়্গৈঃ শূলৈঃ পরশ্বধৈঃ ।

নিজযুর্কানরানীকং মহাকায়া মহাবলাঃ ॥ ৫৮ ॥

রাক্ষসাংশ্চ তথা জয়ুর্কানরাজিতকাশিনঃ ।

তথা বভূব সমরো মাংসশোণিতকর্দমঃ ॥ ৫৯ ॥

রাক্ষসাং বানরাণাং চ লম্বভূবাস্তুতোপমঃ ।

তে হ্যৈশ্চ গজৈশ্চৈব রথৈঃ কাঞ্চনসম্মিভৈঃ ॥ ৬০ ॥

রুক্মাব্যাত্ৰা যুযুধিরে নাদয়ন্তো দিশো দশ ।

রাক্ষসাশ্চ কপীন্দ্রাশ্চ পরস্পরজঘৈবিনঃ ॥ ৬১ ॥

রাক্ষসান্ বানরা জয়ুর্কানরাংশ্চৈব রাক্ষসাঃ ।

রামেণ বিষ্ণুণা দৃষ্টা হরয়ো দিবিজাংশজাঃ ॥ ৬২ ॥

বভূবুর্বলিনো হৃষ্টাস্তদা পীতামৃত্য ইব ।

নীতাভিষর্ষপাপেন রাবণেনাভিপালিতান্ ॥ ৬৩ ॥

হতশ্রীকান্ হতবলান্ রাক্ষসান্ জয়রোজসা ।

চতুর্থাংশাবশেষেণ নিহতং রাক্ষসং বলম্ ॥ ৬৪ ॥

স্বসৈন্যং নিহতং দৃষ্টা মেঘনাদোহথ হৃষ্টধীঃ ।

ব্রহ্মদত্তবরঃ শ্রীমানস্তর্ধানং গতোহসুরঃ ॥ ৬৫ ॥

সর্কাস্ত্রকুশলো ব্যোমি ব্রহ্মাস্ত্রেণ সমন্ততঃ ।

নানাবিধানি শস্ত্রাণি বানরানীকমর্দয়ন্ ॥ ৬৬ ॥

শত্রু রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তৎকালে হুম্যান, অঙ্গদ, কুমুদ, নীল, লন, শরভ, নৈন্দী, দ্বিবিদ, জাম্ববান, প্রভৃতি মহাকায় বলবান বানরগণ বৃক্ষ ও পর্বতাদি দ্বারা লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইয়া নিবীড় রূপে সর্বতোভাবে প্রতিরোধ করিল। এবং নখ ও দন্তদ্বারা প্রবলবেগে ভীমাকৃতি রাক্ষসদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিল। তদর্শনে মহাকায় মহাবলবান রাক্ষসগণ দ্বারদেশ বিনির্গত হইয়া রোষপরবশে, ভিগুপাল, পাশ, পরশু খড়্গা, প্রভৃতিদ্বারা কতিপয় বানর সৈন্য সংহার করিল। এবং বানরগণও পরাস্ত হইয়া পুনরায় আক্রমণ করিল এই প্রকারে সমর ভূমি মাংস ও শোণিতদ্বারা কর্দমময় হইয়া উঠিল। অতএব রাক্ষস ও বানর এই উভয় দল মধ্যে অতি আশ্চর্য্য উপমা সম্বৃত হইয়াছিল, এইরূপে পরস্পর জঘাতিলাষী বানর ও রাক্ষস দল সুবর্ণসদৃশ রথ, গজ, অশ্ব, প্রভৃতিতে

পরিপূর্ণ ও দশদিক প্রমদিত হওত রণাতিমুখে উদ্‌যোগ করিল। ৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮।৫৯।৬০ ৬১

দেবাত্মজাত বানরগণ রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিলে রাক্ষসগণও তাহাদিগকে সংহার করিল। ইহা রামচন্দ্র অবলোকন করিবামাত্রই তৎকালে ছীনবীৰ্য্যবানরগণ তেজস্বী হইয়া যেন অমৃত পান করিয়াছে এইরূপ হৃষ্টচিত্তে সীতাদেবীর গাত্রস্পর্শজন্য সংজাত পাপপূর্ণ কলেবর রাবণের প্রতিপালিত রাক্ষসগণ শ্রীজঘ্র ও হীনবীৰ্য্য হওয়াতে তাহাদিগকে চতুর্থাংশের অবশিষ্টাংশ বলদ্বারা সমস্ত রাক্ষসদল নিহত হইল। ৬২। ৬৩। ৬৪।

ইত্যবসরে মেঘনাদ হৃষ্টমতি সমুদায় আশ্বসৈন্য নিহত দেখিয়া ব্রহ্মদত্ত বরপ্রাপ্তে অস্তর্জ্ঞান হইলেন। নানাবিধ শস্ত্র অশিক্ষিত হইয়া নভোমণ্ডলে ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা নানাপ্রকার অত্রপ্রয়োগ করত বানর কটক সম্যকরূপে উৎপীড়িত হওয়াতে

ববর্ষ শরজ্বালানি তদদ্ভুতমিবাভবৎ ।
 রামোহপি মানয়ন্ ব্রাহ্মসস্ত্রমস্ত্রবিদাম্বরঃ ॥ ৬৭ ॥
 ক্ষণং তুষ্ণীমুবাসাথ দদর্শ পতিতং বলম্ ।
 বানরাণাং রঘুশ্রেষ্ঠশ্চক্ৰোপানলসন্নিভঃ । ৬৮ ।
 চাপমানয় সৌমিত্রে ! ব্রহ্মাস্ত্রেণাস্ত্বরং ক্ষণাৎ ।
 তস্মীকরোমি মে পশ্য বলমদ্য রঘুন্তম ॥ ৬৯ ॥
 মেঘনাদোহপি তচ্ছ্রুত্বা রামবাক্যমলঙ্কিতঃ ।
 তূর্ণং জগাম নগরং ময়য়া মায়িকোহস্বরঃ ॥ ৭০ ॥
 পতিতং বানরানীকং দৃষ্ট্বা রামোহতিদ্রুংখিতঃ ।
 উবাচ মারুতিং শীঘ্রং গত্বা ক্ষীরমহোদধিম্ । ৭১ ॥
 তত্র দ্রোণগিরির্নাম দিব্যৌষধিসমুদ্ভবঃ ।
 তমানয় দ্রুতং গত্বা সঞ্জীবয় মহামতে ! ॥ ৭২ ॥
 বানরৌঘান মহাসত্ত্বান্ কীর্ত্তিস্তে সৃষ্টিরা ভবেৎ ।
 আজ্ঞাপ্যমাণমিত্যুক্ত্বা জগামানিলনন্দনঃ ॥ ৭৩ ॥

শরজ্বাল বিস্তার করিলেন। অনন্তর সময় প্রবীন অস্ত্র
 বিসারদ ক্রোধোজ্বলিত দ্বিতীয় অনলরূপধারী। রঘুবীর রাম-
 চন্দ্র ও ব্রাহ্ম অস্ত্রকে স্মরণ করত ক্ষণকালজন্য তুষ্ণীভাব অব-
 লম্বন করিলেন পরে সৈন্যসমূহ নিপতিত অবস্থা অবলোকন
 করিলেন। ৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০

রামচন্দ্র অতি দ্রুতঃখিত চিত্তে বানর সৈন্যসমূহ নিপাতিত
 দেখিয়া ক্ষীরসমুদ্রতটে শীঘ্র গমন করিয়া পবন পুঞ্জ হনু-
 মানকে বলিলেন। দিব্য ঔষধিসমুদ্ভূত দ্রোণ নামক প্রক
 পর্কত আছে। হে মহামতে! তথায় সত্ত্বর গমনপূর্বক সেই
 ঔষধি আনয়ন করিয়া জীবন রক্ষা কর। ইহাতে তুমি অবি-
 চলিত কীর্ত্তিলাভ করিবে। তদনন্তর অনিলনন্দন যে আজ্ঞা

আনীয় চ গিরিং সর্বান বানরান্ বানরর্ষভঃ ।
 জীবয়িত্বা পুনস্তত্র স্থাপয়িত্বা যথৌ ক্রতম্ ॥ ৭৪ ॥
 পূর্ববৈষ্ণবং নাদং বানরাণাং বলৌঘতঃ ।
 শ্রুত্বা বিস্ময়মাপন্যো রাবণো বাক্যমব্রवीৎ ॥ ৭৫ ॥
 রাঘবো মে মহান্ শত্রুঃ প্রাপ্তো দেববিনির্মিতঃ ।
 হন্তুং তং সমরে শীঘ্রং গচ্ছন্তু মম যুধপাঃ ॥ ৭৬ ॥
 মস্ত্রিণো বান্ধবাঃ শূরা যে চ মৎপ্রিয়কাজিক্রমঃ ।
 সর্বৈ গচ্ছন্তু যুদ্ধায় ত্বরিতং মম শাসনাৎ ॥ ৭৭ ॥
 যে ন গচ্ছন্তি যুদ্ধায় তীরবঃ প্রাণবিপ্লবাৎ ।
 তান্ হনিষ্যাম্যহং সর্বান্ মচ্ছাসনপরাঙ্ঘুধাম্ ॥ ৭৮ ॥
 তচ্ছ্রুত্বা ভয়সস্ত্রস্তা নির্জগ্মুরণকোবিদাঃ ।
 অতিকায়ঃ প্রহস্তশ্চ মহানাদমহোদরৌ । ৭৯ ॥

এই কথা বলিয়া গমন করিল। তৎপরে ঐ পর্কত আনয়ন
 করিয়া সমস্ত বানরগণের জীবন পুনর্জীবিত করাইয়া পুন-
 রায় সেই স্থানে সেই পর্কত সংস্থাপন করত সত্ত্বর প্রত্যা-
 গমন করিলেন। রাবণ পূর্ববৎ বানরদিগের ভৈরব নাদ
 শ্রবণ করত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন। আমার প্রবল শত্রু
 এই রাঘবকে বিনাশ করিবার জন্য তোমরা শীঘ্র দলবদ্ধ হইয়া
 সমরে গমন কর। যাহারা হিতাভিলাষী বীর্য্যবান বান্ধব ও
 মন্ত্রী তাহারা সকলে আমার শাসন বশতঃ সত্ত্বর যুদ্ধার্থ গমন
 কর। যাহারা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধার্থ গমন না করিবে
 তাহারা আমার শাসন বিমুখ হইলেও সকলকেই বিনাশ
 করিব। ৭১।৭২।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬।৭৭।৭৮।

এক্ষণে অতিকায়, প্রহস্ত, মহানাদ দেবশত্রু, মিকুন্ত, দেবা-

দেবশক্রনির্কৃত্তশ্চ দেবাস্তকনরাস্তকৌ ।
 অপরে বলিনঃ সর্বে সূর্য্যদ্ধায় বানরৈঃ । ৮০ ।
 এতে চান্যো চ বহবঃ শূরাঃ শতসহস্রশঃ ।
 প্রবিশ্য বানরং সৈন্যং মমহু ব'লদর্পিতাঃ । ৮১ ।
 ভূশুণৈতি তিওপালৈশ্চ বাটৈঃ খট্টৈঃ পরশ্বধৈঃ ।
 অনৈশ্চ বিবিধৈরস্ত্রৈর্নির্জয়ু হ'রয়ুথপান্ । ৮২ ।
 তে পাদটৈঃ পর্কতাঐন'খদন্তৈশ্চ মুষ্টিভিঃ ।
 প্রাণৈর্বিমোচয়ামাসুঃ সর্করাক্ষসযুথপান্ । ৮২ ।
 রামেণ নিহতাঃ কেচিৎ স্ত্রীবেণ তথাপরে ।
 হনুমতা চাক্ষদেন লক্ষ্মণেন মহাত্মনা । ৮৪ ।

যুথটৈর্বানরাণাং তে নিহতাঃ সর্ব'রাক্ষসাঃ ।
 রামতেজঃ সমাবিশ্য বানরা বলিনোহভবৎ । ৮০
 রামশক্তিবাহীনানামেবং শক্তি কুতো ভবেৎ । ৮১
 সর্কেশ্বরঃ সর্কময়ো বিধাতা
 মায়ামনুষ্যত্ববিভূষনেন ।
 সদা চিদানন্দময়োহপি রামো
 যুদ্ধাদিলীলাং বিতনোতি মায়াম্ । ৮১ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

শুক, নরাস্তক, অন্যান্য বলবান রাক্ষসগণ সেই বাক্য শ্রবণ
 করিয়া বানরদিগের সহিত সমরভিযুগে গমন করিল । ৭৯।৮০।
 অন্যান্য শত সহস্র বহুসংখ্যক বীর্যবান রাক্ষসসমূহ
 বানর সৈন্য দলে প্রবেশ করিয়া প্রচণ্ড প্রবল প্রতাপ মহন
 করিতে লাগিল । ভূশুণ, ভিণ্ডিপাল, পরশু, খড়্গা, প্রভৃতি
 নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা সিংহ সমতুল্য যুথপতি বানরগণকে সংহার
 করিল । কিন্তু সেই বানরগণ বৃক্ষ, পর্কত, নখ, দন্ত, প্রভৃতি
 দ্বারা সমস্ত রাক্ষসদিগের প্রাণ সমূহ বিমোচিত করাইল ।
 ইত্যবসরে রামচন্দ্র কতকগুলিকে নিহত করিলেন । স্ত্রীবে,

হনুমান, অঙ্গদ, মহাত্মা লক্ষ্মণ, অপর কতিপয় বিনাশ
 করিলেন । বানরগণ দলবদ্ধ হইয়া সেই সমস্ত রাক্ষস-
 গণকে সংহার করিলে, রামশক্তি প্রাপ্ত হইয়া সকলেই অবনীল
 হইল । ৮১।৮২।৮৩।৮৪।৮৫।৮৬।

সর্করাক্ষ। সর্কেশ্বর বিধাতা রামচন্দ্র তিনি সচ্চিদানন্দরূপী
 হইলেও মনুষ্যদিগের অনুকরণ করিবার জন্য মায়াদ্বারা সমর
 প্রভৃতি কল্পিত ক্রীড়া বিস্তার করিতেছেন । ৮১।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রুত্বা যুদ্ধে বলং নষ্টমতিকারমুখং মহৎ ।
 রাবণো হুঃখমন্তপ্তঃ ক্রোধেন মহতাবৃতঃ । ১ ।
 নিধায়েন্দ্রজিতং লঙ্কারক্ষণার্থং মহাদ্যুতিঃ ।
 স্বয়ং জগাম যুদ্ধায় রামেণ সহ রাক্ষসঃ । ২ ।
 দিব্যং সান্দনমারুহ্য সর্বশস্ত্রাস্ত্রসংযুতম্ ।
 রামমেবাতিদুর্দ্রাব রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ । ৩ ।
 বানরান্ বহুশো হত্বা বাণৈরাশীবিষোপমৈঃ ।
 পাতয়ামাস স্ত্রীবাণ্ণুখান্ যুধনায়কান্ । ৪ ।
 গদাপানিং মহাসন্তং তত্র দৃষ্টা বিভীষণম্ ।
 উৎসসর্জ মহাশক্তিং ময়দত্তাং বিভীষণে । ৫ ।

তামাপতস্তীমালোক্য বিভীষণবিঘাতিনীম্ ।
 দত্তান্তয়োহয়ং রামেণ বধাহোঁ নায়মানুরঃ । ৬ ।
 ইতুক্ত্বা লক্ষ্মণো ভীমং চাপমাদায় বীর্যবান্ ।
 বিভীষণস্য পুরতঃ স্থিতোহকম্প ইবাচলঃ । ৭ ।
 সা শক্তিনাক্ষগন্তমুং বিবেশামোঘশক্তিতঃ ।
 যাবন্ত্যঃ শক্তয়ো লোকে মায়ায়াঃ সত্ত্ববন্তি হি । ৮ ।
 তাসামাধারভূতস্য লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ ।
 মায়াশক্ত্যা তবেৎ কিং বা ? শেবাংশস্য হরেন্তনো
 তথাপি মানুষং ভাবমাপন্নস্তদনুব্রতঃ ।
 মুচ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ তমাদাতুং দশাননঃ । ১০ ।

রাবণ যুদ্ধে বহুসেন! এবং মহাবল মহাকায়, অতিকায়
 নিধন ছইরাছে শ্রবণ করিয়া, হুঃখ শোকে সন্তপ্ত ও অতি-
 শয় ক্রোধান্বিত ছইলেন । ইন্দ্রজিতকে লঙ্কারক্ষণে আদেশ
 করণানন্তর স্বয়ং সেনাগণ সমভিবাছারে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র
 সংযুত দিব্য রথে আরোহণ করিয়া, রাম সহ যুদ্ধার্থে গমন
 করিলেন । অতঃপর রাম কটক লগ্নিধানে উপনীত ছইয়া, সর্প
 সদৃশ বিবিধ বাণদ্বারা অগ্রে অশেষ বানরগণ বিনাশ করত,
 স্ত্রীকুলের যুগপতি স্ত্রীবাণকে ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন,
 অমনি সম্মুখে গদাপানি বিভীষণকে অবলোকন করত
 ক্রোধাক্ত ছইয়া ভাছার নিধন সাধনে ময়দানবদন্ত শক্তি
 নিক্ষেপ করিলেন । বিভীষণও সেই জীবননাশী শর স্বীয় নিধন

সাধনে সমাপ্ত দেখিয়া, তদ্বয়ে রাম লক্ষ্মণ লগ্নিধানে গমন
 করিলেন । তাঁহারা উভয়েই বিভীষণকে অন্তর প্রদান করিয়া
 লক্ষ্মণ, ধনুর্ধারণ করত বিভীষণের অগ্রে অচলের নায়
 দণ্ডায়মান ছইলেন । সেই অমোঘশক্তি লগ্ন্যের বক্ষঃস্থল ভেদ
 করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল । অমনি লক্ষ্মণ ও সেই শক্তির
 আঘাতে মুচ্ছিত ছইয়া ধরাতে নিপতিত ছইলেন । আছা ! জগ-
 দীশ্বরের কি মহিমা ; যিনি স্বয়ং অনন্তদেব, সর্ব জীবের শক্তি-
 ধর ছইয়াও সামান্য শক্তির আঘাতে বিচেন্দ্র প্রায় ছইলেন ।
 কেবল কাল মাহাত্ম্যে সাধারণ মহুষা ভাবধারণ করিয়াছেন
 বলিয়াই এরূপ ঘটিল ; নতুবা সকলের মূলস্বরূপ সাক্ষাৎ
 অনন্তদেবকে কে বিদ্ধ করিয়া ভূতলশায়ী করিতে সক্ষম হয় !
 ১১২৩৪৫৬৭৮৯১০১

হৃষ্টস্তোলয়িতুং শক্তো ন বভূবাতিবিস্মিতঃ ।
 সর্বস্য জগতঃ সারং বিরাজং পরমেশ্বরং । ১১ ।
 কথং লোকাশ্রয়ং বিষ্ণুং তোলয়েল্লঘু রাক্ষসঃ ?
 গ্রহীতকামং সৌমিত্রিং রাবণং বীক্ষ্য মারুতিঃ । ১২
 আজঘানোরসি ক্রোধো বজ্রকণ্ঠেন মুষ্টিনা !
 তেন মুষ্টিপ্রহারেণ জাম্বুজ্যামপতন্তুবি । ১৩ ।
 আশৈশ্যে নৈত্রশ্রবণৈরুদ্বমন্ রুধিরং বহু ।
 বিঘূর্ণমাননয়নো রথোপশ্চ উপাविषং । ১৪ ।
 অথ লক্ষ্মণমাদায় হনুমান্ রাবণাদিতম্ ।
 আনয়দ্রামসানীপ্যং বাহুস্ত্যাং পরিসূহ্য তম্ । ১৫
 হনুমতঃ সূহৃদ্বেন তক্ত্যা চ পরমেশ্বরঃ ।
 লঘুত্বমগমদ্বৈবো শুকগাং গুরুরপ্যজঃ । ১৬ ।

দশানন লক্ষ্মণকে ভূমিতলে নিপাতিত দেখিয়া তাঁহাকে হস্ত-
 দ্বারা উত্তোলন পূর্বক লইয়া যাচিতে উদ্ভাত হইলেন কিন্তু
 তুলিতে অসক্ষম হইয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন । আহা !
 যিনি সমস্ত জগতের দার পরমেশ্বর,—রাক্ষস হইয়া সেই
 সর্বলোকের আশ্রয় অনন্তদেবকে উত্তোলন করিতে কিরূপে
 সমর্থ হইবে ? মারুততনয় রাবণকে সুমিত্রানন্দন গ্রহণে ইচ্ছুক
 সম্মুখনে সাতিশয় কুপিত হইয়া তাহাকে বজ্রসদৃশ এক মুষ্টি-
 প্রহার করিল । রাবণ হনুমানের মুষ্টি প্রহারে ভূপতিত হই-
 লেন । অনন্তর মুখনৈত্র ও শ্রবণ মধ্য হইতে বহুপরিমানে
 কধির বমন করিতে করিতে ও বিঘূর্ণিত নয়নে রথোপরি উপ-
 বেশন করিলেন ; ইত্যবসরে হনুমান্ ভক্তিপূর্বক রাবণাদিত
 লক্ষ্মণ দেবকে উত্তোলন করিয়া প্রস্থান করিল । ১১।১২।১৩।১৪।

অনন্তর রাবণ, ক্রোধিত সূহৃ হইয়া, ক্রোধে শরাসম গ্রহণ
 পূর্বক, রাম সরিধান্নে গমন করিল । তদর্শনে রাম ও
 অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া, কোদণ্ডনামক শরাসন গ্রহণ পূর্বক

স্বা শক্তিরপি তং ত্যক্ত । জাত্বা নারায়ণাংশজম্ ।
 রাবণস্য রথং প্রাগাদ্রাবণোহপি শট্টনস্ততঃ । ১৭ ।
 সংজ্ঞামবাপ্য জগ্রাহ বাণাসনমথো রুধা ।
 রামমেবাভিহুজ্রাব দৃষ্ট্বা রামোহপি তং ক্রধা । ১৮
 আরুহ্য জগত্যাং নাথো হনুমন্তং মহাবলম্ ।
 রথস্থং রাবণং দৃষ্ট্বা অতিদুজ্রাব রাঘবঃ ॥ ১৯ ॥
 জ্যাশক্ষমকরোত্তীত্রং বজ্রনিপ্লেষনিচুরম্ ।
 রামো গন্তীরয়া বাচা রাক্ষসেন্দ্রমুবাচ হ । ২০ ।
 রাক্ষসাধম ! তিষ্ঠাদ্য ক গমিষ্যসি মে পুরঃ ? ।
 কৃত্যপরাধমেবং মে সর্বত্র সমদর্শিনঃ । ২১ ।
 যেন বাণেন নিহতা রাক্ষসাস্তে জনালয়ে ।
 তেনৈব ত্বাং হনিষ্যামি তিষ্ঠাদ্য মম গোচরে ॥ ২২ ॥
 ত্রীরামস্য বচঃশ্রুত্বা রাবণো মাক্ষতাশ্বজম্ ।
 বহন্তং রাঘবং সংখ্যে শরৈস্তীক্ষ্ণৈরতাড়য়ৎ । ২৩ ।
 হতস্যাপি শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্কায়ুস্বনোঃ স্বতেজসা ।
 ব্যবধত পুনস্তেজো ননদ চ মহাকপিং । ২৪ ।

হনুমানের স্বক্কে আরোহণ করত, বজ্রসম জ্যা শব্দে জগৎ
 পূর্ণ করিলেন । তাহাতে প্রাণীমাত্রেই কম্পিত, কলেবরে
 বিস্মিত হইতে লাগিল । ১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।

অনন্তর রাম গন্তীর বাক্যে রাবণকে বলিতে লাগিলেন ; ওরে
 রাক্ষসাধম ! তুই ক্ষণেক আমার সম্মুখে থাক, তোকে শীঘ্রই
 শমন্যায় প্রেরণ করিতেছি । রাবণ, ত্রীরামের এইরূপ সগৰ-
 বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে সূতীক্ষ্ণ শরজালে গবন পুত্র-
 বিদ্ধ করত তাড়না করিতে লাগিল । অমনি হনুমান ও
 নিমেষমধ্যে বীর শরীর বর্জিত করিয়া হত আরস্ত করিল

ততো দৃষ্ট্বা হনুমন্তং সত্রণং রঘুসন্তমঃ ।
 ক্রোধমাহারয়ামাস কালরুদ্ধ ইবাপরঃ । ২৫ ।
 সান্বং রথং ধ্বজং সূতং শস্ত্রোঘং ধনুরঞ্জনা ।
 ছত্রং পতাকাস্তরসা চিচ্ছেদ শিতসায়কৈঃ । ২৬ ।
 ততো মহাশরেনাশু রাবণং রঘুসন্তমঃ ।
 বিব্যাধ বজ্রকণ্ঠেন পাকারিরিব পর্কতম্ । ২৭ ।
 রামবাণহতো বীরশ্চচাল চ মুমোহ চ ।
 হস্তান্নিপতিতশ্চাপস্তং সমীক্ষ্য রঘুসন্তমঃ । ২৮ ।
 অধর্চন্দ্রেণ চিচ্ছেদ তৎকিরীটং রবিপ্রভম্ ।
 অনুজানামি গচ্ছতুমিদানীং বাণপীড়িতঃ । ২৯ ।
 প্রবিষ্টা লক্ষ্মামাশ্বাশ্চ খং পশ্যাসি বলং মম ।
 রামবাণেন সংবিদ্ধো হতদর্পোহথ রাবণঃ ॥ ৩০ ॥

মহত্যা লজ্জয়া যুক্তো লক্ষ্যং প্রাবিশদাতুরঃ ।
 রামোহপি লক্ষণং দৃষ্ট্বা মুচ্ছিত্ত্বং পতিতং ভুবি ॥
 মানুষ্যরূপাশ্রিত্য লীলয়ানুশুশোচ হ ।
 ততঃ প্রাহ হনুমন্তং বৎস ! জীবন্ লক্ষণম্ ॥ ৩২ ॥
 মহৌষধীঃ সমানীয় পূর্ববৎ বানরানপি ।
 তথৈতি রাঘবেণোক্তো জগামাশু মহাকপিঃ ॥ ৩৩ ॥
 হনুমান্ বায়ুগেন ক্ষণাতীর্জ্বা মহোদধিম্ ।
 এতন্নিম্নস্তরে চারা রাধণায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ৩৪ ॥
 রামেণ প্রেষিতো দেব ! হনুমান্ ক্ষীরসাগরম্ ।
 গতৌ নেতুং লক্ষণশ্চ জীবনার্থং মহৌষধীঃ ॥ ৩৫ ॥
 ক্রুড়া তচ্চারবচনং রাজা চিন্তাপরোহভবৎ ।
 জগাম রাত্রাবেকাকী কালনেমিগৃহং ক্ষণাৎ ॥ ৩৬ ॥

কিন্তু ক্ষতদেহ মাকতিকে দর্শন করিয়া, রাম রোশ পরবশ
 হইয়া, তীক্ষ্ণশরে রাবণের অশ্ব, রথ, ধ্বজ, সূত, ধনুঃ, শর, ছত্র
 ও পতাকা ছেদ করিয়া, তখনই অশনিসদৃশ বিবিধ বাণে
 বৈরী শবীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া কেলিলেন । ২০।২১।২২।২৩।
 ২৪।২৫।২৬।

অনন্তর ইন্দ্র যেমন অচলকে ভেদ করিয়াছিলেন, সেইরূপ
 রাম, রাবণকে বিদ্ধ করিলে, বিভীষণাঞ্জন, বিচল হইয়া স্বীয়
 স্তম্বনোপরে ক্ষণকাল মোহ প্রাপ্ত হইল । অমনি তাহার হস্ত
 হইতে শরাসন নিপতিত দর্শনে রাম, অঙ্গীচক্র বাণে—রাব-
 ণের শরাসন ও সূর্যাসন প্রভা বিশিষ্ট কিরীট, খণ্ড খণ্ড
 করিয়া ফেলিলেন । আর বলিতে লাগিলেন ; ওরে দুষ্কৃতশা-
 নন ! তুমি এক্ষণে আমার শরজালে প্রপীড়িত হইয়াছিস্ ;
 আজ্ঞা করিতেছি, অদ্য গৃহে গমন কর । কলা সুস্থ হইয়া আবার
 আমার বল দেখিস্ । অমনি বিকিতাঙ্গ হতদর্প রাক্ষসপতি
 লজ্জার বিনয়বদনে, অতিসত্ত্বর লঙ্কার রাক্তভবনান্তিমুখে গমন
 করিলেন । ২৭।২৮।২৯।৩০।

অনন্তর, রঘুবর, লক্ষণকে মুচ্ছিত ও ভূমিতে বিলুপ্তি
 দেখিয়া, কালবশেন নরভাবপ্রযুক্ত বহুশোক করিতে লাগিলেন
 এবং হনুমানকে আহ্বান করত কহিলেন । বৎস হনুমান্ !
 লীজ মহৌষধি আনিয়া, লক্ষণের ও মুচ্ছাহত কপিকুলের
 প্রাণরক্ষা কর । পবনাশ্রয় যে আজ্ঞা বলিয়া, ক্ষণকালের
 মধ্যে বায়ুবেগে মহাসমুদ্রের পর পারে উত্তীর্ণ হইল । ইতি-
 মধ্যেই রাবণের চর, লক্ষণের প্রাণদানের নিমিত্ত মহৌষধি
 আনিতে সমুদ্র পারে হনুমান, গমন করিতেছে ; এই সমস্ত
 কথা রাবণ-সম্মিধানে নিবেদন করিলে ; দর্শনান, চিন্তাযুক্ত
 হইলেন । ৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।

অনন্তর বিশীঘ্র সময়ে রাবণ, একাকী কালনেমি গৃহে
 গমন করিয়া, পূর্বোক্ত সমুদায় কথা কালনেমি সম্মিধানে
 বর্ণন করিলে ; কালনেমি, অর্ঘ্যাদিহারা পূজা করিয়া কৃতাজ্ঞা-
 পুটে এই কথা বলিতে লাগিলেন । ৩৬ ।

গৃহাগতং সমালোক্য রাবণং বিস্ময়াস্থিতঃ ।

কালনেমিরূবাচেদং প্রঞ্জলিতরবিচ্ছলঃ ।

অৰ্ঘ্যাদিকং ততঃ কৃত্বা রাবণস্তাশ্রিতঃ স্থিতঃ ॥ ৩৭ ॥

কিস্তে করোমি ? রাজেন্দ্র ! কিমাগমনকারণম্ ?

কালনেমিরূবাচেদং রাবণো দুঃখপীড়িতঃ ॥ ৩৮ ॥

মমাপি কালবশতঃ কৰ্ণমেতদুপস্থিতম্ ।

ময়া শক্ত্যা হতো বীরো লক্ষ্মণঃ পতিতো ভুবি ॥

তং জীবয়িতুমানেন্তুমোষধীর্হনুমান্ গতঃ ।

যথা তস্ম ভবেদ্বিয়ং তথা কুরু মহামতে ! ॥ ৪০ ॥

মায়ায়া মুনিবেশেণ মোহয়স্ব মহাকপিম্ ।

কালাত্যয়ো যথা ভূয়াৎ তথা কৃত্বৈহি মন্দিরে ॥ ৪১ ॥

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা কালনেকিরূবাচ তম্ ।

রাবণেশ ! বচো মেহচ্চ শৃণু ধারয় তত্ত্বতঃ ॥ ৪২ ॥

হে রাজন্ ! আপনার কি কার্য সাধন করিতে হইবে এবং এরূপ নিশীথ সময়ে আপনার আগমনেরই বা কারণ কি ? তখন লক্ষ্মণপতি রাবণ, দুঃখানলে দগ্ধ-হৃদয় হইয়া, কালনেমিকে কহিতে লাগিল । দেখ মাভুল ! কালমাহাত্ম্য-গুণে আমার এই সমস্ত মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে ; মহাবীর লক্ষ্মণ, আমার শক্তিশেল দ্বারা আহত হইয়া, ভূতলে নিপতিত হইয়াছে ; প্রধান কপি হনুমান্ তাহার জীবন রক্ষার নিমিত্ত, ঔষধী আনয়ন করিতে গন্ধমাদনে গমন করিয়াছে । এক্ষণে হে মহামতে ! বাহাতে তাহার বিষ উপস্থিত হয়, সেই মন্ত করিতে হইবে । অতএব ভূমি, মুনি-বেশ পরিগ্রহ পূর্বক, সেই মহাকপিকে মোহিত করিয়া, বাহাতে কাল বিলম্ব হয়, সেইরূপ করিও । ৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১।

অনন্তর রাবণের বাক্যবশান, কালনেমি কহিতে

প্রিয়ং তে করবান্যেব ন প্রাণান্ ধারয়াম্যহম্ ।

মারীচস্য যথারণ্যে পুরাতন্যুগকপিণঃ ॥ ৪৩ ॥

তথৈব মে ন সন্দেহো ভবিষ্যতি দশানন ! ।

হতাঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বান্ধবো রাক্ষসাশ্চ তে ॥ ৪৪ ॥

যাতরিত্বাহনুরকুলং জীবিতেনাপি কিস্তব ?

রাজেন বা সীতয়া বা কিল্লেহেন জড়ান্ননা ? ॥ ৪৫ ॥

সীতাং প্রযচ্ছ রামায় রাজ্যং দেহিবিভীষণে ।

বনং যাহি মহাবাহো ! রম্যং মুনিগণাশ্রয়ম্ ॥ ৪৬ ॥

স্নাত্বা প্রাতঃ শুভজলে কৃত্বা সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।

তত একান্তমাশ্রিত্য সুখাসনপরিগ্রহঃ ॥ ৪৭ ॥

বিসৃজ্য সর্বতঃ সঙ্কমিতরান্ধিবয়ান্ বহিঃ ।

বহিঃ প্রবৃত্ত্যাক্ষগণং শনৈঃ প্রত্যক্ প্রবাহয় ॥ ৪৮ ॥

লাগিল—হে কর্ণরপতে ! অদ্য আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহা রক্ষা কর । আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি ; তোমার প্রিয় কার্য না করিয়া কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না । হে রাজন্ ! পূর্বে যুগরূপধারী মারীচ যেমন হইয়াছিল, আমারও শরীর সেইরূপ হইবে । কিন্তু দেখ—পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি রাক্ষসকুল নিমূল হইলে, তোমার জীবনে আর প্রয়োজন কি ? আর তুচ্ছ রাজ্য ধনে কিছা পরবধু সীতা লইয়া কি ফলোদয় আছে ? অতএব হে মহাবাহো ! আমার পরামর্শে, জীৱামকে সীতা, এবং বিভীষণকে রাজ্য প্রদান করিয়া অস্রং একাকী মুনিগণের মনোহর আশ্রমপদে গমন করত, প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিশ্চয় সলিলে স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি দ্বারা দেহ পবিত্র কর । তৎপরে ইতর বাহ্য বিষয় ও সর্ব সঙ্গ পরিভ্যাগ পূর্বক, একান্তে সুখাসনে আদীন হইয়া, শরীর সংযত কর । ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭।

অতঃপর পাপবিহীন কলেবরে বাহ্য বিষয় ছইতে অক্ষিচরকে ফিরাইয়া, সংযত অন্তঃকরণে আত্মাকে প্রকৃতির

প্রকৃতেভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ ।

চরাচরং জগৎ কুৎসং দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকম্ ॥ ৪৯ ॥

আব্রহ্মস্তম্বপর্যাস্তং দৃশ্যতে শ্রয়তে চ যৎ ।

সৈষা প্রকৃতিরিতুজ্ঞা সৈব মায়ৈতি কীর্তিতা ॥ ৫০ ॥

সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগদ্রক্ষস্ব কারণম্ ।

লোহিতশ্বেতরুক্ষাদিপ্রজাঃ সৃজতি সর্বদা ॥ ৫১ ॥

কামক্রোধাদিপুত্রাত্মানং হিংসাতৃক্ষাদিকনাকাঃ ।

মোহয়ত্যানিশং দেবমাত্মনং সৈবর্গৈর্নিস্কিভুম্ ॥ ৫২ ॥

কর্তৃভোক্তৃষ্মুখান্ স্বপ্নানান্নানীশ্বরে ।

আরোপ্য স্ববশং কৃত্বা তেন ক্রীড়তি সর্বদা ॥ ৫৩ ॥

শুদ্ধোহপ্যাত্মা যয়া যুক্তো পশুতী স ন বহিঃ ।

বিস্মৃতা চ স্বমাত্মনং মায়াগুণবিমোহিতঃ ॥ ৫৪ ॥

যদা সদগুরুণা যুক্তো বোধ্যতে বোধকৃপিণা ।

নিরন্তরদৃষ্টিরাত্মানং পশুত্যেব সদা স্কটম্ ॥ ৫৫ ॥

জীবন্মুক্তঃ সদা দেহী মুচ্যতে প্রাকৃতৈশ্চ নৈঃ ।

ভ্রমপ্যেবং সনাত্মানং বিচার্যা নিরতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

প্রকৃতেরন্যমাত্মানং জ্ঞাত্বা যুক্তো ভবিষ্যসি ।

ধাতুং যদ্যসমর্থোহসি সগুণং দেবমাশ্রয় ॥ ৫৭ ॥

হৃৎপদ্মকর্ণিকে স্বর্ণপীঠে মণিগণাশ্রিতে ।

মৃদুশ্লক্ষ্মতরে তত্র জ্ঞানক্যা সহ সংস্থিতম্ ॥ ৫৮ ॥

বীরাসনং বিশালাক্ষং বিদ্যাংপুঞ্জনিভাম্বরম্ ।

কিরীটহারকেয়ুরকৌস্তভাদিভিরন্বিতম্ ॥ ৫৯ ॥

সুপুটৈঃ কটকৈর্ভাতং তথৈব বনমালয়া ।

লক্ষ্মণেন ধনুর্দ্বন্দ্বকরেণ পরিসেবিতম্ ॥ ৬০ ॥

এবং ধাত্বা সনাত্মানং রামং সর্বহৃদিস্থিতম্ ।

তস্ত্যা পরময়া যুক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬১ ॥

শৃণু তৈ চরিতং তস্য তত্ত্বৈর্নিভ্যমনন্যধীঃ ।

এবং চেৎকৃতপূর্বকানি পাপানি চ মহাস্ত্যপি ।

ক্ষাদেব বিনশ্যন্তি যথাহগ্নেস্তু লরাশয়ঃ ॥ ৬২ ॥

বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত করাও। এই সমুদায় চরাচর জগৎ দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি এবং আব্রহ্ম স্তম্ব পর্যাস্ত বাহ্য কিছু অবলোকন করিতেছ বা শ্রবণ করিতেছ; সেই সমুদায়কে প্রকৃতি বলে। আবার বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা, সেই প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সেই মহামায়া সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের এবং জগৎরূপ রক্ষের মূল স্বরূপ। তিনিই শ্বেত, পাঁচ, নীল, গোহিত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের জীব সমূহ সৃষ্টি করিতেছেন। কাম ক্রোধাদি রিপুগণ তাঁহার

কন্যা। সেই মায়া, নিজগুণে অহনিশি আচ্ছাদিতকে মুক্ত করিতেছেন। এবং কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সুখচর এবং স্বীয় গুণ সমূহ, আত্মারূপী দেহেরে আরোপ করিয়া, আর উক্ত সকলকে নিজ বশে রাখিয়া সর্বদা সেই আত্মা দেহের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। অতএব তুমি সর্বদা জ্ঞানবান গুরু দ্বারা উপদেশ লইয়া, কার্য্য কর তাহা হইলে স্বয়ং জীবন্মুক্ত হইয়া উদ্ধার পাইবে, নতুবা এ পাপ দেহে আর ফল নাই। দেখ আপনাদেহরূপে সেই জ্ঞানকীর সহিত বীরাসনে সংস্থিত; ধনুর্দ্বন্দ্ব করে লক্ষ্মণদ্বারা পরিসেবিত হুলা-হল শ্যামলবর্ণ, কিরীট, হার, কেয়ুর কৌস্তভাদি দ্বারা অলঙ্কৃত,

তদ্বৎ রামং পরিপূর্ণমেকং
বিহায় বৈরং নিজকলিত্বযুক্তঃ ।
হৃদা সদা তাবিতস্তাবকপ-

মনামকপং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৬৩ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

তাহা হইলে, তুমি ইহকালে ও পরকালে উদ্ধার পাইবে । ৪৮ ।
৥৪৯৥৫০৥৫১৥৫২৥৫৩৥৫৪৥৫৫৥৫৬৥৫৭৥৫৮৥৫৯৥৬০৥৬১৥৬২৥৬৩

বনমালা—বিরাজিত রায়রূপ চিত্তা করিয়া, আত্মাকে তত্ত্ব কর

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

কালনেমিবচঃ শ্রুত্বা রাবণোহমৃতসন্নিভম্ ।
জজ্বাল ক্রোধতাত্প্রাক্ষঃ সর্পিরন্তিরিবাগ্নিমত ॥ ১ ॥
নিহস্মি ত্বাং দুরাত্মানং মচ্ছাসনপরাজ্যখম্ ।
পটৈঃ কিঞ্চিং গৃহীত্বা ত্বং তাষসে রামকিঙ্করঃ ॥
কালনেমিরুবাচেদং রাবণং দেব ! কিং ক্রুধা ? ।
ন রোচতে মে বচনং যদি ? গত্বা করোমি তৎ ॥ ৩ ॥

অনন্তর রাবণ, কালনেমির এতাদৃশ অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ
করত ধ্বতান্ত হতাসনের ন্যায় ক্রোধে চক্ষুঃস্র তাব্রবণ করিয়া
েলিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন—তুই রাম কিঙ্করের ন্যায়
আমাকে সম্ভাষণ করিতেছিস্, বুঝিলাম তুই আমার শাসনের
বিপরিত কাষ্য করিতেছিস্ অতএব তুই হুতাচার তোকে এক-
শই বিনাশ করিব। কালনেমি রাবণকে কহিল—হে দেব !
তোমার ক্রোধে আবশ্যক কি ? যদি আমার বাক্যে তোমার

ইত্যুক্তা প্রযযৌ শীত্রং কালনেমিমহামুরঃ ।
নোদিতো রাবণেনৈব হনুমদ্বিঘ্নকারণাৎ ॥ ৪ ॥
স গত্বা হিমবৎপার্শ্বং তপোবনমকম্পয়ৎ ।
তত্র শিষ্যৈঃ পরিব্রজ্যো মুনিবেশধরঃ খলঃ ॥ ৫ ॥
গচ্ছন্তো মার্গমালাদ্য বায়ুস্বনোর্মহাত্মনঃ ।
ততো গত্বা দদর্শাথ হনুমানাশ্রমং সুভম্ ॥ ৬ ॥

মনোমত না হয় তবে তুমি যাহা বলিতেছ আমি তাহাই করিব।
অনন্তর মহামুর কালনেমি পবনন্দনের বিষয় সাধন মানসে
অতি ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিলে, এবং হিমাশ্রম পার্শ্ববর্তী
হইয়া শিষ্যাগণ পরিবেষ্টিত হওয়ার অন্তর মুনিবেশ পরিগ্রহ
পূর্বক তপোবন কম্পনা করিয়া লইলে মহাত্মা পবন তনয়ের
গন্তব্য পথ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর পবনাশ্রম মুনিমণ্ডলাকীর্ণ
অন্তুব আশ্রম পদ সন্দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে

চিস্তয়ামাস মনসা শ্রীমান্ পবননন্দনঃ ।
 পুরা ন দৃষ্টমেতন্মে মুনিমণ্ডলমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥
 মার্গো বিভ্রংশিতো বা মে ভ্রমো বা চিস্তসম্ভবঃ ।
 যদ্বাবিষ্টাশ্রমপদং দৃষ্ট্বা মুনিমশেষতঃ । ৮ ।
 পীড়া জলং ততো যানি দ্রোণাচলমমুত্তমম্ ।
 ইত্যুক্ত্বা প্রবিবেশাথ সর্বতো যোজনায়ম্ । ৯ ।
 আশ্রমং কদলীশালখর্জুরপমসাদিভিঃ ।
 সমারুতং পক্ষফলৈর্নব্রশাধৈশ্চ পাদপৈঃ ॥ ১০ ॥
 বৈরভাবিনিমুক্তং শুদ্ধং নির্মললক্ষণম্ ।
 তস্মিন্মহাশ্রমে রম্যে কালনেমিঃ স রাক্ষসঃ ॥ ১১ ॥
 ইন্দ্রযোগং সমাস্থায় চকার শিবপূজনম্ ।
 হনুমান্তিবাদ্যাহ গৌরবেণ মহাসুরম্ ॥ ১২ ॥
 ভগবন্ ! রামদূতোহহং হনুমান্নাম নামতঃ ।
 রামকার্যেণ মহতা ক্ষীরাক্ষিঃ গন্তুমুচ্ছতঃ ॥ ১৩ ॥

তৃষা মাং বাধতে ব্রহ্মন্ ! উদকং কুত্র বিদ্যতে ।
 যথেষ্টং পাতুমিচ্ছামি কথ্যতাং মে মুনীশ্বর ! ॥ ১৪ ॥
 তচ্ছৃণ্বা যারুতের্বাক্যং কালনেমিস্তমব্রবীৎ ।
 কমণ্ডলুগতং তোয়ং মম ত্বং পাতুমহঁসি ॥ ১৫ ॥
 ভুংক্ষু চেমানি পক্ষানি ফলানি তদনন্তরম্ ।
 নিবসস্ব সুখেনাত্র নিদ্রামেহি ত্বরাস্ত মা ॥ ১৬ ॥
 ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ জানামি তপসা স্বয়ম্ ।
 উস্থিতো লক্ষণঃ সর্বৈ বানরা রামবীক্ষিতাঃ ॥ ১৭ ॥
 তচ্ছৃণ্বা হনুমানাহ কমণ্ডলুজলেণ মে ।
 ন শাম্যত্যধিকা তৃষ্ণা ততো দর্শয় মে জলম্ ১৮
 তথেষ্ট্যাক্ষাপয়ামাস বচুঃ মায়াবিকল্পিতম্ ।

তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া জল অন্বেষণ করিতেছি; হে মুনীশ্বর ! কোন স্থানে সলিল আছে, আমাকে বলিয়া দিন, আমি তাহা পান করিয়া স্নান হই । ৭।৮।৯।১০।১১।১২।১৩।১৪।

অনন্তর কালনেমি পবন তনয়ের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিল । আমার এই কমণ্ডলু মধ্যে জল আছে, যত ইচ্ছা হয় পান করিয়া পরে এই সমস্ত ফল ভক্ষণ কর । পরে স্নান হইয়া আমার আশ্রমে বাস করত সুখে নিদ্রা যাও । আমি তপস্যার বলে ভূত ভবিষ্যৎ সকলই জানি । বোধ করি এতক্ষণ মহাবীর লক্ষ্মণ ও যুদ্ধাহত বানরগণ জীবিত হইয়া শ্রীরামকে দর্শন করিতেছে । হনুমান, কালনেমির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লাসিত-করণে কহিতে লাগিল—মুনিবর ! আমার সমধিক তৃষ্ণা হইয়াছে, আপনার কমণ্ডলু জলে তৃষ্ণা নিবারণ হইবে না । অতএব একটা ব্রাহ্মণ তনয়কে আশ্রয় কখন আমাকে জলাশয় দেখাইয়া দেয় । অমনি বচুবোধধারী জৈমিন্য রাক্ষস,

লাগিল যে, আমার গমন পথের ভ্রংশ ও চিত্ত বৈকল্য হইবার সম্ভব, অতএব এই মুনির দিব্য আশ্রমপদে গমন করিয়া তথায় জল পান করতঃ ছিমাত্রি গমন করিব এই ভাবিয়া যোজন বিস্তৃত আশ্রম পদে প্রবেশ পূর্বক দেখিল যে আশ্রমটী কদলী, শাল খর্জুর, পনস, আম্র প্রভৃতি বিবিধ সুপক ফল ভারাবনত বৃক্ষে পরিপূর্ণ এবং বৈরভাব বিনিমুক্ত ও সর্বথা শুদ্ধ ও নির্মল—তথায় মায়াবোধধারী কালনেমি, রাক্ষসগণ পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রজাল বিস্তার করতঃ শিবপূজা করিতেছিল, হনুমান সেই মহাসুরকে অভিবাদন করিয়া কহিল—হে ভগবন্ ! আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত, আমার নাম হনুমান্ আমি রাম কার্য সাধনে গমন করিতেছি; কিন্তু এক্ষণে আমি

বটে! দর্শয় বিস্তীর্ণং বায়ুস্থনোর্জলাশয়ম্ । ১৯।
 নিমীল্য চাক্ষুণী তোয়ং পীড়াগচ্ছ মমাস্থিকম্ ।
 উপদেক্ষ্যামি তে মন্ত্রং যেন দ্রক্ষ্যসি চৌষধীঃ ॥ ২০।
 তথেষতি দর্শিতং শীত্ৰশ্চটুনা সলিলাশয়ম্ ।
 প্রবিশ্য হনুমান্ তোয়মপিবস্মীলিতেক্ষণঃ ॥ ২১।
 ততশ্চাগত্য মকরী মহামায়া মহাকপিম্ ।
 অগ্রসন্তং মহাবেগাৎ মারুতিং ঘোররূপিনী ॥ ২২।
 ততো দদর্শ হনুমান্ গ্রাসস্তীং মকরীং রুধা ।
 দারয়ামাস হস্তাভ্যাং বদনং সা মমার হ ॥ ২৩।
 ততোহন্তরীক্ষে দদৃশে দিব্যরূপধরাঙ্গনা ।
 ধান্যমালীতি বিখ্যাতা হনুমন্তমথাত্ৰবীৎ ॥ ২৪ ॥

তৎপ্রসাদাদহং শাপাদ্বিমুক্তাস্মি কপীশ্বর ! ।
 শপ্তাহং মুনিনা পূৰ্ব্বমপ্সরা কারণান্তরে ॥ ২৫।
 আশ্রমে যন্ত তে দৃষ্টঃ কালনেমির্মহাসুরঃ ।
 রাবণপ্রহিতো মার্গে বিঘ্নং কর্তুং তবানঘ ! ॥ ২৬।
 মুনিবেশধরো নাসৌ মুনির্কিপ্রবিহিংসকঃ ।
 জহি দুষ্টং গচ্ছ শীত্ৰং দ্রোণাচলমমুত্তমম্ । ২৭।
 গচ্ছাম্যহং ব্রহ্মলোকং ত্বৎস্পর্শাচ্ছূতকল্মষা ।
 ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ স্বর্গং হনুমানপাথাশ্রমম্ । ২৮।
 আগতং তং সমালোক্য কালনেমিরভাষত ।
 কিং বিলম্বেন মহতা তব ? বানরসঙ্কম ! ॥ ২৯।
 গৃহাণ মন্তো মন্ত্রাংস্বং দেহি মে গুরুদক্ষিণাম্ ।
 ইত্যুক্তো হনুমান্মুক্তিং দৃঢ়ং বদ্ধাহ রাক্ষসম্ । ৩০।

কালনেমির আজ্ঞায় বায়ুপুঞ্জকে সন্নিহিত রূহং জলাশয়
 দেখাইয়া বলিল—হনুমন্ ! তুমি জলপান করিয়া অতি সত্ত্বর
 আইস, কারণ মন্ত্র শিক্ষা করিয়া ঔষধী অন্বেষণ করিয়া
 লইবে । ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

অনন্তর তৃষ্ণাতুর মহাবীর পবনপুঞ্জ রক্ষদর্শিত জলাশয়ের
 জলে প্রবেশ করিবামাত্র, ভীমরূপিনী মকরী তাহার পদ গ্রাস
 করিল। তদর্শনে হনুমান্ রাগান্বিত হইয়া, স্ত্রীর পদগ্রাসিনী
 ঘোররূপিনী মকরীকে হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া বদন বিদারণ
 পূর্বক শমন সদনে প্রেরণ করিবামাত্র অন্তরীক্ষে পরমরূপ
 লাভাবতী এক কামিনী দর্শন করিল, পরে সেই দিব্যাজনা,
 ক্ষণকাল আকাশ মার্গে অবস্থিতি করিয়া হনুমানকে আশ্র-
 পরিচয়াদি সমস্ত বিষয় বর্ণন করিতে লাগিল—হে কপীশ্বর !
 পূর্বে আমি ধান্যমালী নামী অপ্সরা ছিলাম, কোন বিশেষ
 কারণ বশতঃ অভিশপ্তা হইয়া এই জল মধ্যে বাস করিতে

ছিলাম। অদ্য আপনার প্রসাদে সেই শাপ হইতে বিমুক্ত
 হইয়া পূর্বদেহ প্রাপ্ত হইলাম ; কিন্তু হে অনঘ ! তুমি যাহার
 আশ্রমে আসিয়াছ, সে মহাসুর কালনেমি; তোমার বির
 করিবার মানসে রাবণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মুনিবেশ ধারণ
 করত এই কল্পিত আশ্রমে বাস করিতেছে। অতএব এক্ষণে
 তুমি দ্বরিত পথে গমন করিয়া ঐ চক্ষুশয় কালনেমিকে শীত্ৰ
 বিনাশ কর। আমিও তোমার সংস্পর্শে বিগত পাপা হইয়া
 ব্রহ্মলোকে গমন করি, এই বলিয়া দিব্য রূপধারিনী কামিনী
 স্বর্গে গমন করিল। হনুমানও সেই আশ্রমে আসিয়া উপ-
 স্থিত হইল, কালনেমি তাহাকে কহিতে লাগিল—হে বানর
 সঙ্কম ! তোমার এত অধিক বিলম্বের কারণ কি ? এক্ষণে
 আমার নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গুরু দক্ষিণা প্রদান
 কর । ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

গৃহাণ দক্ষিণামেতামিত্যুক্ত্বা নিজঘান তম্ ।

বিসৃজ্য মুনিবেশং সঃ কালনেমিমহানুরঃ । ৩১ ।

যুযুধে বায়ুপুঞ্জেন নানামায়াবিধানতঃ ।

মহামায়িকদূতোহসৌ হনুমান্মায়িনাং রিপুঃ ॥ ৩২ ॥

জঘান মুষ্টিনা শীর্ণিত্ব মুখমুখ্যমমার সঃ ।

ততঃ ক্ষীরনিধিং গত্বা দৃষ্ট্বা দ্রোণং মহাগিরিম্ ।

অদৃষ্ট্বা চৌষধীস্তত্র গিরিমুৎপাট্য সত্বরঃ ।

গৃহীত্বা বায়ুবেগেন গত্বা রামস্য সন্নিধিম্ । ৩৪ ।

উবাচ হনুমান্ রামমানীতোহয়ং মহাগিরিঃ ।

যত্ন্যুক্তং কুরু দেবেশ ! বিলম্বো নাত্র যুজ্যতে ॥ ৩৫ ॥

শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং রামঃ সন্তুষ্টমানসঃ ।

গৃহীত্বা চৌষধীঃ শীঘ্রং সুষেণেন মহামতিঃ । ৩৬ ।

চিকিৎসাং কাবর্যামাস লক্ষ্মণায় মহাশ্রমে ।

ততঃ সুষেণাশ্রিত ইব বুদ্ধা প্রোবাচ লক্ষ্মণঃ । ৩৭ ॥

তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক গন্তাসি হনুদানীং দশানন ! ।

ইতি ক্রবন্ তমালোক্য মুর্খ্যবঘ্নায় রাঘবঃ । ৩৮ ॥

মারুতিং প্রাহ বৎসাদ্য ত্বৎপ্রসাদান্ মহাকপে ?

নিরাময়ং প্রপশ্যামি লক্ষ্মণং ভ্রাতরং মম । ৩৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা বানরৈঃ সার্কং সূত্রীবেণ সমন্বিতঃ ।

বিভীষণমতেনৈব যুদ্ধায় সমন্বিতঃ ॥ ৪০ ॥

পাষাণৈঃ পাদপৈশ্চৈব পৰ্জ্বতাশ্চৈশ্চ বানরাঃ ।

যুদ্ধায়াভিযুখা ভূত্বা যযুঃ সর্কে যুযৎসবঃ ॥ ৪১ ॥

রাবণো বিব্যাথে রামবার্ণকিচ্ছো মহানুরঃ ।

কালনেমির এই কথা শ্রবণ করতঃ মহাবীর হনুমান দৃঢ় রূপে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া ‘এই তোমার গুহক দক্ষিণা লও’ বলিয়া মুষ্ঠাঘাতে তাহাকে বিচলিত করিয়া ফেলিল। মহানুর কালনেমিও বিবিধ মায়াজাল বিস্তার করিয়া বায়ুপুঞ্জের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মায়াবী-শত্রু মহামায়িক হনুমান আর এক মুষ্ঠাঘাতে কালনেমির মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল, কালনেমিও মুহূর্ত্ত মধ্যে পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর মহানুর হনুমান ক্ষীর সমুদ্র তীরে গমন করিয়া দ্রোণ গিরি সন্দর্শন করিল। তথায় চৌষধী অদর্শনে গিরি ভেৎপাটন পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া বায়ুবেগে রাম সন্নিধানে গমন করিল ; এবং কহিল—হে রঘুনাথ ! আমি এই মহা-গিরি আনয়ন করিয়াছি, এক্ষণে বাহ্য যুক্তিযুক্ত হয় তাহাই করুন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই । ৩০/৩১/৩২/৩৩/৩৪/৩৫।

শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। পরে সুষেণ দ্বারা চৌষধী গ্রহণ করত মহানুরা লক্ষ্মণের চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। কণকাল মধ্যে লক্ষ্মণ বীর জীবন প্রাপ্ত হইয়া সুষেণাশ্রিতের ন্যায় উথিত হইলেন, এবং কহিলেন—ওরে দশানন ! তুই কোথায় যাসু ? কণকাল অবস্থান কর, আমি তোরে শীঘ্রই যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি লক্ষ্মণ এই কথা বলিতেছেন—ইত্যবসরে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া মস্তক আভাণ করিলেন। ৩৬। ৩৭। ৩৮।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র, বায়ুপুঞ্জকে বলিয়াছিলেন ; বৎস হনুমান ! অদ্য তোমার প্রাসাদে আমার ভ্রাতা নির্বাণ হইল ; অতএব আশীর্বাদ করি, তুমিও মুক্ত থাক। পবন নন্দনকে এই কথা বলিয়া, বয়ুবংশাবতংস শ্রীরাম, বিভীষণের পরামর্শে সূত্রীব সহ কপিকুল সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিতে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। অমনি প্রভু আজ্ঞার পাষণ, পাদপ ও পৰ্জ্বতাশ্র হস্তে ধারণ করিয়া বিবিধ বানর লিকর, সর্কোপ্রো

মাতঙ্গ ইব সিংহেন গরুড়েনৈব পন্নগঃ । ৪২ ।
 অতিভূতোহগমদ্রাক্ষা রাঘবেণ মহাত্মনা ।
 সিংহাসনে সমাবিষ্টা রাক্ষসানিদমব্রবীৎ ॥ ৪৩ ॥
 মানুষ্যেনৈব মে মৃত্যুমাহ পূৰ্ব্বং পিতামহঃ ।
 মানুষ্যো হি ন মাং হন্তুং শক্তোহস্তি ভুবি কশ্চন ।
 ততো নারায়ণঃ সাক্ষান্মানুষ্যোহভূন্ন সংশয়ঃ ।
 রামো দাশরথির্ভূত্বা মাং হন্তুং সমুপস্থিতঃ । ৪৫ ।
 অনরণ্যেন যৎপূৰ্ব্বং শপ্তোহহং রাক্ষসেশ্বরী ।।
 উৎপৎসাতে চ মদ্বংশে পরমাত্মা সনাতনঃ । ৪৬ ।
 তেন ত্বং পুত্রপৌত্রৈশ্চ বান্ধবৈশ্চ সমস্থিতঃ ।
 হনিষ্যাসে ন সন্দেহ ইত্যুক্ত্বা মাং দিবং গতঃ ॥ ৪৭ ॥

স এব রামঃ সঞ্জাতো মদৰ্থে মাং হনিষ্যতি ।
 কুন্তকর্ণস্ত যুতাত্মা সদা নিদ্রাবশং গতঃ ॥ ৪৮ ।
 তং বিবোধ্য মহাসম্ভ্রমানয়ন্তু মমাস্তিকম্ ।
 ইত্যুক্তান্তে মহাকায়ান্তুর্গং গত্বা তু যত্নতঃ । ৪৯ ।
 বিবোধ্য কুন্তশ্রবণং নিম্নারাবণসম্মিধিম্ ।
 নমস্কৃত্য স রাজানমাসনোপরি সংস্থিতঃ । ৫০ ।
 ভমাহ রাবণো রাজা ভ্রাতরং দীনয়া গিরা ।
 কুন্তকর্ণ ! নিবোধ ত্বং মহৎকষ্টমুপস্থিতম্ । ৫১ ।
 রামেণ নিহতাঃ শূরাঃ পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ বান্ধবাঃ ।
 কিং কৰ্ত্তব্যমিদানীং মে ? মৃত্যুকাল উপস্থিতে । ৫২

গমন করত, রাক্ষসগণ সঙ্গে সমর আরম্ভ করিল। যেমন
 মাতঙ্গ সিংহ কর্তৃক, এবং পন্নগ গরুড় কর্তৃক আক্রমিত হয় ;
 সেইরূপ মহাত্মর লক্ষ্মণপতি রাবণ, রাম কর্তৃক আক্রমিত ও
 ও রাম শরে জর্জরিত হইয়া, প্রাণ ভয়ে স্বীয় ভবনে প্রবিষ্ট
 হইল। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২।

তনস্তর দশানন, রত্ন খচিত সূচিত্ত স্ববর্ণ সিংহাসনে উপ-
 বিষ্ট হইয়া, সভাস্থ রাক্ষসদিগকে এই বলিয়াছিল; দেখ
 সভাস্থ পারিষদগণ! পূর্বে পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে বলিয়া
 ছিলেন। যে, 'মমুকা হন্তে তোমার মৃত্যু হইবে। আর ও
 পূর্বে স্বর্ঘ্য বংশীর জন্মের ভূপতি, কোন বিশেষ কারণে
 আমাকে অভিশপ্তাং করেন যে, ওহে রাক্ষসেশ্বর! আমি
 নিশ্চয় বলিতেছি জানিবে—সাক্ষাৎ পরমাত্মা সনাতন
 আমার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, তোমাকে পুত্র, পৌত্র
 এবং বান্ধবদিগের সহিত, যুদ্ধে নিঃসন্দেহ নিহত করি
 বেন'। পিতামহ আমাকে এই সমস্ত কথা বলিয়া, স্বর্গে গমন

করিলেন। আমিও বোধ করি সেই পরমাত্মা, আমার
 জন্য রঘুকুলে দশরথের গুহ্রসে রামরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া।
 সময়ে আমাকে সমূলে নির্মূল করিবেন। নতুবা এই ভূমণ্ডলে
 এমন কোন নর দেখিতে পাইনা যে যুদ্ধে আমাকে সবংশে
 বিনাশ করে। সে যাহা হউক এক্ষণে হে রাক্ষস নিকর!
 মৃত্যু কুন্তকর্ণ সর্বদাই নিদ্রাভিত্ত আছে তাহাকে বোধ
 প্রদান করিয়া, আমার নিকটে আনয়ন কর। ৪৩। ৪৪। ৪৫।
 ৪৬। ৪৭। ৪৮।

রাক্ষস পতি রাবণ, এই আজ্ঞা করিবারাত্র, রাক্ষস
 গণ দ্বারিত পদে গমন করত নিদ্রা ভঙ্গ করাইয়া কুন্তকর্ণকে
 রাবণ সম্মিধানে আনয়ন করিল কুন্তকর্ণও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে
 প্রণতি পুরঃসর, তদাজ্ঞা ক্রমে এক অপূর্ব আসনে উপবিষ্ট
 হইলেন। তখন রাবণ, ভ্রাতাকে দীন বচনে কহিতে লাগিল।
 দেখ, কুন্তকর্ণ! তোমার অসময়ে নিদ্রা ভঙ্গ করিবার কারণ
 এই, আমার অভ্যন্ত দুঃখের সময় উপস্থিত হইয়াছে; সূর্য্যো-
 বংশোদ্ভব দশরথ তনয় রাম, পুত্র পৌত্র, বন্ধু বান্ধবাদি বহু
 রাক্ষসদিগকে রণে নিহত করিয়াছেন; তাহাতে লক্ষা একে

এষ দাশরথী রামঃ স্ত্রীীবসহিতো বলী ।
 সমুদ্রং সবলস্তীৰ্ণা যুলং নঃ পরিক্রমতি । ৫৩ ।
 যে রাক্ষস! মুখ্যতমাস্তে হতা বানরৈর্যুধি।
 বানরাণাং ক্ষয়ং যুদ্ধে ন পশ্যামি কদাচন । ৫৪ ॥
 নাশয়স্ব মহাবাহো! যদর্থং পরিবোধিতঃ ।
 ভ্রাতুরর্থং মহাসত্ত্ব! কুরু কৰ্ম্ম স্তূক্ষরম্ । ৫৫ ।
 শ্রুত্বা তদ্রাবণেন্দ্রশ্চ বচনং পরিদেবিতম্ ।
 কুস্তকর্ণো জহাসোচ্চৈর্কচনং চেদমব্রবীৎ । ৫৬ ।
 পুরা মন্ত্রনিচারে তে গদিতং যন্ময়া নৃপ! ।
 তদদ্য ত্বামুপগতং ফলং পাপস্য কৰ্ম্মণঃ । ৫৭ ।

পূৰ্ব্বেমৈব ময়া প্রোক্তো রামো নারায়ণঃ পরঃ ।
 সীতা চ যোগমায়েতি বোধিতোহপি ন বুধাসে । ৫৮
 একদাহং বনে সানৌ বিশালায়াং স্থিতো নিশী ।
 দৃষ্ট্যে ময়া মুনিঃ সাক্ষান্নারদো দিব্যদর্শনঃ । ৫৯ ।
 তমব্রবৎ মহাভাগ! কুতো গন্তামি মে বদ ।
 ইত্যুক্তো নারদঃ প্রাহ দেবানাং মন্ত্রণে স্থিতঃ ॥
 তত্রোৎপন্নমুদন্তং তে বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ ।
 যুবাভ্যাং পীড়িতা দেবাঃ সর্বৈ বিষ্ণুপাগতাঃ ॥
 উচুস্তে দেবদেবেশং স্তব্ধা ভক্ত্যা সমাহিতাঃ ।
 জহি রাবণমক্ষোভ্যং দেব! ত্রৈলোক্যকণ্টকম্ ॥৬২

বারেই রাক্ষস ও বীর শূন্য হইয়াছে। এক্ষণে কি করা কর্তব্য
 কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। বোধ হয় আমার মৃত্যু
 কালও সমাপ্ত হইয়াছে, কারণ সেই দাশরথি রাম, বীরবর
 কপিকুল-ভিলক স্ত্রীীবের সহিত মিলন করত সর্বৈন্যো মহা
 সমুদ্র পার হইয়া, লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক, আমাকে সমূলে
 নিমূল করিতেছেন। যে যে প্রধান প্রধান রাক্ষস ছিল,
 তাহারা যুদ্ধে বানর দ্বারা শমন সদনে গমন করিয়াছে। কিন্তু
 এই আশ্চর্য্য দেখিতেছি, রণে বানরের ক্ষয় নাই। অতএব,
 হে মহাবাহো! কপিকুল ক্ষয় করত বৈরী বিনাশরূপ, দুষ্কর
 কার্য্য সিদ্ধ কর, তাহা হইলে আমি পরম পরিতোষ লাভ
 করিব।

অনন্তর কুস্তকর্ণ রাবণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া,
 উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত এই কথা বলিয়াছিল। মহারাজ!
 পূর্ব্বে মন্ত্র নিচারে আমি আপনাকে যে কথা বলিয়াছিলাম,
 এক্ষণে আমার সেই বাক্য সফল হইল প্রাপের ফল উপগত

হইয়াছে; পূর্ব্বে আমি বলিয়াছিলাম—রান মানুষ নয় সাক্ষাৎ
 নারায়ণ; আর সীতাও মানবী নয় সাক্ষাৎ যোগমায়া,
 ইহা আপনি জানিয়াও বুঝিলেন না। এক দিন নিশীথ
 সময়ে আমি মহারণ্য মধ্যে পর্ব্বত শিখরস্থ এক বৃহৎ শিলায়
 উপরে বাস করিতেছিলাম, এমন কালে নারদ মুনিকে সেই
 স্থান দিয়া গমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম;
 হে মহাভাগ! এমন সময়ে আপনি কোথায় গমন করিতে-
 ছেন আমাকে বলুন? ১৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫।
 ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯।

অতঃপর কুস্তকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ মুনি কহিতে
 লাগিলেন—হে রাবণানুজ! আমি তোমায় বলিতেছি
 শ্রবণ কর—তোমাদের দ্বারা সকল দেবতারা নিপীড়িত হইয়া
 বিষ্ণুকে অগ্রগামী করত দেবেশের নিকট গমন করিয়াছিলেন
 এবং সকলে সমাহিত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ স্তব করত
 বলিয়াছেন—হে দেব! দেবতা ও ত্রিলোক কণ্টক দশাননকে

মানুষেণ মৃতিস্থস্ত কল্পিতা ব্রহ্মণা পুরা ।
 অতস্ত্বং মানুষো ভূত্বা জহি রাবণকণ্টকম্ । ৬৩
 তথৈত্যাহ মহাবিশ্বঃ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ ।
 জাতো রঘুকুলে দেবো রাম ইত্যভিবিদ্রুতঃ । ৬৪ ।
 স হনিষ্যতি নঃ সৰ্ব্বানিতুলা প্রযয়ৌ মুনিঃ ।
 অতো জানীহি রামং ত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ । ৬৫
 ত্যজ বৈরং তজস্বাত্ত নারামানুষরূপিণম্ ।
 তজতো ভক্তিভাবেন প্রসীদতি রঘুভ্রমঃ । ৬৬ ।
 ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানশ্চ ভক্তির্মোক্শপ্রদায়িনী ।
 ভক্তিহীনেন যৎকিঞ্চিৎ কৃতং সৰ্ব্বমসৎসমম্ । ৬৭ ।

অবতারাঃ সুবহবো বিষ্ণোর্লীলামুকারণঃ ।
 তেষাং সহস্রসদৃশো রামো জ্ঞানময়ঃ শিবঃ । ৬৮
 রামং ভজন্তি নিপুণা মনসা বচসানিশম্ ।
 অনায়াসেন সংসারং তীৰ্ণা যান্তি হরেঃ পদম্ । ৬৯
 যে রামমেব সততং ভুবি শুদ্ধসত্ত্বা
 ধ্যায়ান্ত তস্য চরিতানি পঠন্তি সন্তঃ ।
 যুক্তান্ত এব ভবভোগমহাহিপাশৈঃ
 সীতাপতেঃ পদমনন্তমুখং প্রয়ান্তি ॥ ৭০ ॥
 ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

বিনাশ করুন । পূর্বে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন যে, 'রাবণ মানুষ হইবে' ; অতএব আপনি মানুষরূপী হইয়া যগ্ন, মর্ত্য ও পাতালের কণ্টক বিনাশ করুন । এতচ্ছরণে, অগ-
 দীশ্বর মহাবিশ্ব 'তথাস্তু' বলিয়া বিরত হইলে, দেবতা সকলেই
 স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।

অনন্তর ত্রিলোকনাথ মহাবিশ্ব রঘুবংশে জন্মগ্রহণপূর্বক
 রাম নামে খ্যাত হইয়া, কোন বিশেষ কারণে লঙ্কায় আগমন
 করতঃ তোমাদিগকে বিনাশ করিবেন, এই বলিয়া দেবর্ষি
 ঋষদ প্রস্থান করিলেন ।—অতএব এক্ষণে শ্রীরামকে পরম
 ব্রহ্ম সনাতন জানিবেন, সুতরাং বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া
 সেই মাতা মানুষরূপী রামচন্দ্রকে অদাই ভজনা করুন । এবং
 ভক্তিভাবে শরণাগত হইলে রঘুবংশাবতংস শ্রীরাম প্রসন্ন হই-
 বেন, কারণ ভক্তিই জ্ঞানের জন্ম প্রসবিনী ও ভক্তিই মোক্ষ
 প্রদায়িনী জানিবেন ; তবে ভক্তি হীন হইয়া যে কোন কার্য

করা যায় সে সমস্তই অসত্যের সমান । বিষ্ণু স্বীয় লীলাবশতঃ
 নানারূপে অবতার হইয়া ধরনীতলে অবতীর্ণ হইরাছেন ।
 তন্মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র সহস্রাংশে জ্ঞানধারণ করিয়া থাকেন
 সেই জন্য জানী ব্যক্তিরা মন ও বাক্যদ্বারা দিব্যানিশি শ্রীরামকে
 ভজনা করতঃ অনায়াসে এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীহরির
 পাদপদ্ম প্রাপ্ত হয় । যে সকল ব্যক্তি বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া
 শ্রীরামকে ধ্যান করে এবং তাঁহার চরিত্র পাঠ করে তাহার
 সংসার ভোগরূপ মহাপাশ হইতে, বিযুক্ত হইয়া সীতাপতির
 পাদ কমলরূপ সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৬০ । ৬১ । ৬২ । ৬৩ ।
 ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ । ৬৯ । ৭০ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ

কুন্তকর্ণবচঃ শ্রুত্বা ভূকটীবিবকটাননঃ ।
 দশগ্রীবো জগাদেদমাসনাচ্ছপতন্নিব ॥ ১ ॥
 ত্রমাত্রীতো ন মে জ্ঞানবোধনায় স্ববুদ্ধিমান্ ।
 ময়া কৃতং সমীকৃত্য যুদ্ধস্য যদি রোচতে ? ॥ ২ ॥
 নো চেদগচ্ছ সুষুপ্ত্যর্থং নিদ্রা ত্বাং বাধতেহধুনা ।
 রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা কুন্তকর্ণো মহাবলঃ ॥ ৩ ॥
 কৃষ্টোহয়মিতি বিজ্ঞায় তুর্ণং যুদ্ধায় নির্যযৌ ।
 স লজ্জয়িত্বা প্রাকারং মহাপর্কতসন্নিভঃ ॥ ৪ ॥
 নির্যযৌ নগরাতুর্ণং ভীষনং হরিসৈনিকান্ ।
 স ননাদ মহানাদং সমুদ্রমতিনাদয়ন্ ॥ ৫ ॥
 বানরান্ কালয়ামাস বাতভ্যাং ভক্ষয়ন রুযা ।

কুন্তকর্ণং তদা দৃষ্ট্বা সপক্ষবিব পর্কতম্ ॥ ৬ ॥
 ছদ্মবানরাঃ সর্বে কালান্তকমিবাখিলাঃ ।
 ভ্রমন্তং হরিবাহিন্যাং মুদগরেণ মহাবলম্ ॥ ৭ ॥
 কালয়ন্তং হরীন্ বেগাং ভক্ষয়ন্তং সমন্ততঃ ।
 চূর্ণয়ন্তং মুদগরেণ পাণিপাদৈরনেকধা ॥ ৮ ॥
 কুন্তকর্ণং তদা দৃষ্ট্বা গদাপাণিবিবীচীষণঃ ।
 ননাম চরণৌ তস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্ত্র বুদ্ধিমান্ ॥ ৯ ॥
 বিচীষণোহহং ভ্রাতর্মে দয়াং কুরু মহামতে ।।
 রাবণস্ত ময়া ভ্রাতর্ক্লিষ্টা পরিবোধিতঃ ॥ ১০ ॥
 সীতাং দেহীতি রামায় রামঃ সাক্ষাজ্জনাদিনঃ ।
 ন শৃণোতি চ মাং হন্তুং খড়্গমুদ্যমা চোক্তবান্ ॥ ১১ ॥

মহাদেব কহিয়াছেন—বিকটানন দর্শনন কুন্তকর্ণের বাক্য
 শ্রবণ শুনিয়া ভ্রাতৃদে বেন জগৎ বিদগ্ধ করিবার জন্য উত্থিত
 হইয়া বলিলেন—তুমি স্ববুদ্ধি হইয়া আমাকে জ্ঞান প্রদান
 করিবে বলিয়া তোমাকে আশ্রয়ন করি নাই, মৎকৃত যুদ্ধ করিতে
 যদি তোমার অভিপ্ৰায় হয় তবে যুদ্ধযাত্রা কর, নচেৎ তুমি
 নিদ্রা যাও, কারণ এক্ষণে নিদ্রা তোমাকে কষ্ট দিতেছে। মহা-
 বীর ও পর্কতকায় কুন্তকর্ণ রাবণবাক্য শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন
 যে, জ্যেষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। অনন্তর ত্বরিত গদে প্রাকার
 উল্লঙ্ঘন পূর্বক যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল; বানর সৈন্যগণকে
 বিচীষিকা প্রদর্শন ও স্বকীয় মহানাদে সমুদ্রের প্রতিধ্বনি
 উত্থিত করিতে করিতে সমস্ত নগর হইতে নির্গত হইল;

অনন্তর ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া বানরদিগকে ধারণ করতঃ ভক্ষণ
 করিতে লাগিল; পরে বানরগণ পর্কত সদৃশ কুন্তকর্ণকে
 কালান্তকের ন্যায় বানর-সৈন্য মধ্যে বিতরণ করিতে অবলোকন
 করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পদাশী বিচী-
 ষণ সম্মুখে কুন্তকর্ণকে সন্দর্শন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণ-
 যুগলে প্রণতি পুষ্পসর কহিতে লাগিলেন; হে ভ্রাতৃ মহা-
 মতে! আমি বিচীষণ, আমাকে রূপা করুন। আর পূর্বে
 আমাদিগের উভয়ের জ্যেষ্ঠ লক্ষ্যপতিকে বলিয়াছিলাম—ভ্রাতৃ!
 জিয়ামকে সীতা সমর্পণ করুন, কারণ তিনি সাক্ষাৎ গোলক-
 পতি জনাদিন। জ্যেষ্ঠ আমার এই কথা, শুনিবামাত্র ক্রো-
 ধিতে যেন প্রজ্জ্বলিত হইয়া তীক্ষ্ণ অগ্নি ধারণ করতঃ আমাকে

ধিক্ ত্বাং গচ্ছতি মাং হত্বা সদা পাপিভিরারুতঃ চচাং বানরীং সেনাং কালয়ন্ত গন্ধহস্তিবৎ ॥ ১৭ ॥
 চতুর্ভিন্নমুদ্রিতঃ সার্কং রামং শরণমাগতঃ ॥ ১৮ ॥
 তচ্ছ ত্বা কুন্তকর্ণোহপি জাহ্না ভ্রাতরমার্গতম্ । চিক্ষেপ কুন্তকর্ণায় তেন চিচ্ছেদ রক্ষসঃ ॥ ১৮ ॥
 সমালিঙ্গ্য চ বৎস ! ত্বং জীব রামপদাশ্রয়ঃ ॥ ১৯ ॥
 কুলসংরক্ষণার্থায় রাক্ষসানাং হিতায় চ । সমুদগরং দক্ষহস্তং তেন ঘোরং ননাদ সঃ ।
 মহাভাগবতোহসি ত্বং পুরা মে নারদাচ্ছ তম্ । সহস্রং পতিতো ভূমাবনেকানদর্যনং কপীন্ ॥ ১৯ ॥
 গচ্ছ তাত ! মমেদানীং দৃশ্যতে ন চ কিঞ্চন । পর্য্যন্তমাশ্রিতাঃ সর্বের বানরা ভয়বেপিতাঃ ।
 মদীয়ো বা পরো বাপি মদমত্তবিলোচনঃ ॥ ১৫ ॥
 ইত্যুক্তোহশ্রু মুখে ভ্রাতৃশরণাবভিবন্দ্য সঃ । রামরাক্ষসয়োৰ্যুদ্ধং পশ্যন্তঃ পর্য্যবেশ্বিতাঃ ॥ ২০ ॥
 রামপাশ্বর্ষ্যুপাগতা চিন্তাপর উপস্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥
 কুন্তকর্ণোহপি হস্তাভ্যাং পাদাভ্যাং পেষয়ন্ত হরীন্ । কুন্তকর্ণস্থিহস্তঃ শালমুদ্যম্য বেগতঃ ।
 সমরে রাঘবং হস্তং ছুদ্রাব তমথোহচ্ছিনৎ ॥ ২১ ॥
 শালেন সহিতং বামহস্তমৈক্রেণ রাঘবঃ । ছিন্নবাহুমথায়াতং নর্দন্তং বীক্ষ্য রাঘবঃ ॥ ২২ ॥

প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, এবং কহিলেন—ওরে মূঢ়মতে
 রাক্ষসাদম! তোরে ধিক্, তুই এক্ষণেই আমাকে পরিত্যাগ
 করিয়া পাপাত্মা চারিজন মন্ত্রী সহিত রামের শরণাগত হ,
 নতুবা আমার হস্তে তোর পরিত্যাগ নাই। এই বাক্যশ্রবণে
 কুন্তকর্ণ, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়াছে জানিয়া সম্যক
 প্রকারে আলিঙ্গন প্রদান করতঃ কহিতে লাগিলেন। বৎস!
 তুমি রামপদাশ্রয়ী হইয়া, প্রাণ রক্ষা কর। পূর্বে আমি নারদ
 মুখে শুনিয়াছিলাম; তুমিই বংশ রক্ষার্থে এবং রাক্ষসের হিতের
 নিমিত্ত দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া, মহাভাগ্যধর হইবে। অনন্তর
 ধর্মপরাঙ্গণ বিভীষণ, মহাকায় মহাবীর কুন্তকর্ণের এইরূপ অমৃত-
 ময় বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল; হে ভ্রাতঃ! তবে
 এক্ষণে আপনি গমন ককন; আমি আপনার কি অপরের
 মঙ্গল দেখিতেছি না। এই বলিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে মধ্যম
 সহোদরের চরণে অভিবাदन পূর্বক, রামপাশ্বে উপনীত

হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮।

১২। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

এদিকে ভীষণাকৃতি কুন্তকর্ণ, হস্তপদদ্বারা বানরগণকে
 পেষণপূর্বক, বানরীসেনার মধ্য দিয়া বিচরণ করতঃ, নলবনে
 মত্তমাতঙ্গের ন্যায়, বজ্রপাত সদৃশ, বারম্বার ত্তক্কার জাড়িতে
 লাগিল। তাহাতে সমস্ত সৈন্যই বিনষ্ট হইতে লাগিল।
 তদ্রূপে রাম মহাক্রুদ্ধ হইয়া, তৎক্ষণাৎ বায়ব্য অস্ত্রদ্বারা
 কুন্তকর্ণের মুণ্ডার বিশিষ্ট দক্ষিণ হস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি-
 লেন। সেই সমস্ত শরীর খণ্ড, উভয় পক্ষীয় বহু সেনাসং-
 ধরাশায়ী হইল। তদ্রূপে অমনি ভয়কম্পিত বানরগণ, সমুজ্জ-
 ভীরু প্রকারে উপবিষ্ট হইয়া রাম রাক্ষসের ভূমল সংগ্রাম
 অবলোকন করিতে লাগিল। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

এমৎকালে মহাবীর ছিন্নৈকহস্ত কুন্তকর্ণ, অতি প্রকাণ্ড এক
 শালবৃক্ষ বাম হস্তে ধারণ করিয়া রঘুনাতকে প্রহার করিতে,
 তৎসন্নিধানে বেগে গমন করিলে, জীরাম, বিবিধাঙ্গ প্রয়োগ

ছাবধ'চন্দ্রৌ নিশিতাবাদায়াশ্চ পদদ্বয়ম্ ।
 চিচ্ছেদ পতিতো পাদৌ লঙ্কাদ্বারি মহান্বনৌ ॥ ২৩ ॥
 নিকৃষ্টপাণিপাদৌহপি কুস্তকর্ণোহতিভীষণঃ ।
 বড়বামুখবদন্তুং ব্যাদায় রঘুনন্দনম্ ॥ ২৪ ॥
 অতিছদ্মাব নিনদন রাজশ্চন্দ্রমসং যথা ।
 অপূরণং মিতাশ্রৈশ্চ সায়কৈস্তদ্রঘুতমঃ ॥ ২৫ ॥
 শরপূরিভবন্ত্ৰোহমৌ চুক্রোশাতিভয়ঙ্করঃ ।
 অথ সূর্য্যপ্রতীকাশমৈন্দ্রং শরমনুতমম্ ॥ ২৬ ॥
 বজ্রাশনিসমং রামশিক্ষেপাস্থরমৃত্যবে ।
 স তৎপর্কতসঙ্কাশং ক্ষুরংকুণ্ডলদংষ্ট্রকম্ ॥ ২৭ ॥
 চকন্ত রক্ষোধিপতেঃ শিরো ব্রজমিবাশনিঃ ।

তচ্ছিরঃ পতিতং লঙ্কাদ্বারি কারো মহোদধৌ ॥ ২৮ ॥
 শিরোহস্ত রোধয়দ্বারং কারো নক্রাদ্যচূর্ণয়ৎ ।
 ততো দেবাঃ স ঋষয়ো গন্ধর্বাঃ পন্নগাঃ খগাঃ ॥ ২৯ ॥
 সিদ্ধা যক্ষা গুহ্যকাশ্চ অপ্সরোক্তিশ্চ রাঘবম্ ।
 ঈড়িরে কুমুমাসারৈর্কর্ষন্তুশ্চাভিনন্দিতাঃ ॥ ৩০ ॥
 আজগাম তদা রামং দ্রষ্টুং দেবমুনীশ্বরঃ ।
 নারদো গগনাত্তর্গং স্বভাসা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ৩১ ॥
 রামমিন্দীবরশ্যামমুদারাক্ষধনুর্ধরম্ ।
 ঈষতাব্রবিশালাক্ষমৈন্দ্রাস্ত্রাশ্লিতবাহকম্ ॥ ৩২ ॥
 দয়াদ্রদৃষ্টৌ পশ্যন্তং বারনরান্ শরপীড়িতান্ ।
 দৃষ্টৌ গদগদয়া বাচ্য ভক্ত্যা স্তোতুং প্রচক্রমে ॥ ৩৩ ॥
 নারদ উবাচ ।

দেবদেব ! জগন্নাথ ! পরমাত্মন ! সনাতন ! ।

দ্বারা, শাল-তরু সহ তাহার বাম হস্তে ছেদন করিয়া
 ফেলিলেন । পরে কর বিহীন কুস্তকর্ণ, পদ দ্বারা বানরী সেনা-
 দিগকে শেষ করিতে লাগিল । তখন রাঘবের দুই নিশিত
 অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাহার পদদ্বয় ছেদন করিয়া, মহাশব্দে
 লঙ্কার ভোরণ দ্বারে নিক্ষেপ করিলেন, তখাচ'কর পদ শূন্য
 ভীষণাকার কুস্তকর্ণ, বাড়বানল সদৃশ বিকটাকার বদন
 ব্যাদান করিয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার ধ্বনি করতঃ সুধাংশু গ্রাসে-
 ক্ষুক বাহির ন্যায়, রঘুনন্দনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়া
 বায়ুবেগে তৎসন্নিধানে আগমন করিলে, রঘুতম, সূর্য্য-
 প্রতিভা সদৃশ ভয়ানক ঐন্দ্র বাণ ধারণ পূর্ব্বক, অশনি
 নিনাদে ক্ষেপণ করিয়া, তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ
 করিলেন । কতকগুলি প্রভাবিত শর, কুস্তকর্ণের দস্তপংক্তি
 মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করতঃ লঙ্কার
 দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিল, এবং দেহ সমুদ্রে মধ্যে পতিত

হইয়া, সাগর গর্ভস্থ নক্রাদিকে পক্ষে প্রোথিত করিল । ২১ ।
 ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ ।

অনন্তর দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, যক্ষ, গুহ্যক, সিদ্ধ, এবং
 অপ্সরাগণ প্রভৃতি সকলেই মহা আনন্দিত হইয়া শূন্যমার্গ
 হইতে ত্রীরামের উপরে পুষ্পরষ্টি করিতে লাগিলেন ; আর
 কুস্তকর্ণ রণে নিধন হইল দেখিয়া দেবর্ষি নারদ সহ যত দেব-
 গণ, গগন মার্গে আগমন পূর্ব্বক, কোদণ্ডধারী, ঈষত্তামবর্ণ
 বিশালাক্ষ, উদার চরিত, ঈন্দীবর শ্যামকলেবর, বল্কলাস্তর,
 জটধারী ত্রীরামচন্দ্রকে শর নিপীড়িত বানরগণের উপর সদয়
 চিত্ত দেখিয়া, ভক্তি সহকারে গদগদবচনে স্তুতি পাঠ করিতে
 আরম্ভ করিলেন । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ ।

অগ্রে নারদ বলিতে লাগিলেন ; হে দেবদেব জগন্নাথ !

নারায়ণাশ্রিতাধার ! বিশ্বাসাক্ষিয়মোহন্ত তে ॥৩৪
 বিশুদ্ধজ্ঞানকপোহপি ত্বং লোকানতিবঞ্চয়ন।
 মায়য়া মনুজাকারঃ সুখদুঃখাদিমানিব ॥ ৩৫ ॥
 ত্বং মায়য়া গৃহমানঃ সর্বেষাং হৃদি সংস্থিতঃ।
 স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাবস্ত্বং ব্যক্ত এবামলায়নাম্ ॥৩৬
 উন্মীলয়ন সৃজশ্চেতস্নেত্রে রাম ! জগজ্জয়ম্।
 উপসংহ্রিয়তে সর্বং ত্বয়া চক্ষুর্নিমীলনাৎ ॥ ৩৭ ॥
 যস্মিন্ সর্বমিদং ভাতি যতশ্চৈতচ্চরাচরম্।
 যস্মায় কিঞ্চিল্লোকেহস্মিন্ তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ।
 প্রকৃতিং পুরুষং কালং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণম্।
 ত্বং জানন্তি মুনিশ্রেষ্ঠাস্তস্মৈ রামায় তে নমঃ ॥৩৮॥

বিকাররহিতং শুদ্ধং জ্ঞানরূপং শ্রুতির্জগৌ।
 ত্বাং সর্বজগদাকারমূর্ত্তিং চাপ্যাহ সা শ্রুতিঃ ॥ ৪০
 বিরোধো দৃশ্যতে দেব ! বৈদিকে। বেদবাদিনাম্।
 নিশ্চয়ং মাধিগচ্ছন্তি ত্বংপ্রসাদং বিনা বুধাঃ ॥ ৪১ ॥
 মায়য়া ক্রীড়তো দেব ! ন বিরোধো মনাগপি।
 রশ্মিজালং রবের্ষদৃশ্যতে জলবহুমাৎ ॥ ৪২ ॥
 ভ্রান্তিজ্ঞানাত্তথা রাম ! ত্বয়ি সর্বং প্রকল্প্যতে।
 মনসো দিষ্যো দেব ! রূপং তে নিগূর্ণং পরম ॥
 কথং দৃশ্যং তবেদেব ! দৃশ্যভাবে রূপে কথম্ ?
 অতস্তাবতারেষু রূপাণি নিপুণ ভূনি ॥ ৪৪ ॥
 ভজন্তি বুদ্ধিসম্পন্নাস্তরন্ত্যয় ভবান্বনম্।
 কামক্রোধাদয়স্তত্র বহবঃ পরিপন্থিনঃ ॥ ৪৫ ॥

তুমিই পরমায়্যা সনাতন সাক্ষিস্বরায়ণ, নিখিল জগতের
 আধার ভূত, এবং বিশ্বসংসারের সাক্ষিস্বরূপ—অতএব
 তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই নির্মল জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া সদা
 সমস্ত লোকের অতিবঞ্ছনীয়—কেবল মায়্যা দ্বারা মনুষ্য
 দেহী হইয়া, সুখ দুঃখভোগী হইয়াছ। তুমিই মায়্যাদ্বারা
 অতি গোপনে সকলের হৃদয়ে বাস করিতেছ; আর তুমিই
 নিখলাজ্ঞাদিগের নিকট স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া, প্রকা-
 শিত আছ। তুমি চক্ষু উন্মীলন করিয়া, ত্রিভুবন স্বজনপূর্বক
 পালন করিতেছ; আবার আপনিই চক্ষুনিমীলন করিয়া,
 জগজ্জয় সংহার করিতেছ। এবং বাঁহাতে এই চরাচর বিশ্ব,
 প্রকাশ পাইতেছে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মাকে বারম্বার নম-
 করি।

মুনিগণ, বাঁধাকে প্রকৃতি, পুরুষ, কাল এবং ব্যক্তাব্যক্ত-
 স্বরূপ বলিয়া জানেন; বিকার শূন্য, নির্মল জ্ঞানরূপী, সর্ব

জগতাকার, বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রময়, মূর্ত্তিমান সেই ব্রহ্মকে
 আমি বাঁদ্বার নমস্কার করি।

হে দেব ! বেদবাদীর বৈদিক বিষয়ে অর্থাৎ বেদমতের
 বিরোধ লক্ষিত হয়, কিন্তু আপনার অল্পগ্রহ ব্যতীত পণ্ডিতেরা
 তাহা হইতে কখনই উত্তীর্ণ হইতে পারে না। আপনার মায়্যা
 প্রযুক্তই দেবতার সর্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন; বস্তুত তাঁহারা
 মন মধ্যেও কোন বিরোধ উপস্থিত করেন না। স্বর্ষের রশ্মি-
 জালে যেমন ভ্রম ছেতু জগৎকে জলবৎ পরিলক্ষিত হইতে থাকে
 সেইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান বশতঃ তোমাতেই সমস্ত পরিকল্পিত
 হয়। মন মধ্যে মনের বিষয় পরম নিগূর্ণময় যে তোমার রাম-
 রূপ কি প্রকারে দৃশ্য হয়? এবং দৃশ্যমান না হইতেইবা
 লোকে আপনাকে কিরূপে ভজনা করিতে সক্ষম হয়? অত-
 এব আপনি এই ধরাধামে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া

ভীষয়ন্তি সদা চেতো মার্জারামূষকং যথা ।
 তুন্মামস্মরতাং নিতাং তুঙ্গপমপি মানসে ॥ ৪৬ ॥
 তুংপূজানিরতানাং তে কথামৃতপরাস্থনাম্ ।
 তদ্বক্তৃসঙ্কিনাং রাম ! সংসারো গোপ্পদায়তে ॥ ৪৭ ॥
 অতন্তে সগুণং রূপং ধ্যায়াহং সর্বদা হৃদি ।
 মুক্তশ্চরামি লোকেষু পূজ্যোহহং সর্বদৈবতৈঃ ॥
 রাম ! ত্বয়া মহৎকার্য্যং কৃতং দেবহিতেচ্ছয়া ।
 কুন্তকর্ণবধেনাত্ত ভূতারোহয়ং গতঃ প্রভো ! ॥ ৪৮ ॥
 শো হনিষ্যতি সৌমিত্রিরিন্দ্রেজ্যেতারমাহবে ।
 হনিষ্যসেহং রামস্ত্বং পরশো দশকন্ধরম্ ॥ ৫০ ॥

পশ্যামি সর্বং দেবেশ ! দিষ্টৈঃ সহ নভো গতঃ ।
 অনুগৃহীষ্য মাং দেব ! গমিষ্যামি সুরালয়ম্ ॥ ৫১ ॥
 ইত্যুক্ত্বা রামমামন্ত্য নারদো ভগবান্ ঋষিঃ ।
 যযৌ দেবৈঃ পূজ্যমানো ব্রহ্মলোকমকল্মষম্ ॥ ৫২ ॥
 ভাতরং নিহতং শ্রুত্বা কুন্তকর্ণং মহাবলম্ ।
 রাবণঃ শোকসন্তপ্তো রামেনাক্লিষ্টকর্মণা ॥ ৫৩ ॥
 মুচ্ছিতঃ পতিতো ভূমাবুখায় বিললাপ হ ।
 পিতৃব্যং নিহতং শ্রুত্বা পিতরং চাতিবিহ্বলম্ ॥ ৫৪ ॥
 ইন্দ্রজিৎ প্রাহ শোকাতরং ত্যজ শোকং মহামতে !
 ময়ি জীবতি রাজেন্দ্র ! মেঘনাদে মহাবলে ॥ ৫৫ ॥

দুষ্টিমন্ ব্যক্তিরা সেই নবমেঘ সদৃশ হোমার রূপ, মন মধ্যে চিন্তা করতঃ, এই দুস্তর তবসাগর অক্লেশেই উত্তীর্ণ হইতেছে। মার্জার মূষকবিগণে ভর প্রদর্শন করিলে, তাহার। যেমন দার পলায়ন করে সেইরূপ মন মধ্যে আপনার নাম স্মরণ, কিংবা আপনার নিকপম রূপ চিন্তা করিলে, তুংক্ষণাৎ কাম ক্রোধাবি দিপ্সুসমূহ স্থানান্তরিত হয়। অতএব মনুবাগণ, মানসে তোমার সেই সুখময় নাম স্মরণ, হোমার সেই অল্প-পম রূপ চিন্তা করতঃ তোমার পূজায় নিরন্তর নিরত থাকিয়া, এবং তোমার অমৃত তুল্য কথা শ্রবণ করিয়া, এই দুস্তর তব-সাগরকে গোপ্পদের ন্যায় জ্ঞান করে। হে দেব ! এই জন্য আমি সর্বদা হৃদয়ে তোমার সেই সগুণ রূপ চিন্তা করতঃ দেব-গণের পূজ্য হইয়া ত্রিলোকে গতিভ্রমণ করিয়া থাকি। হে প্রভো ! অদ্য আপনি সময়ে কুন্তকর্ণকে নিহত করিয়া, দেবতাদিগের কি মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ করিয়াছেন ! এক্ষণে আমি বলিতেছি—কল্য যুদ্ধে মহাবীর সৌমিত্রি ইন্দ্রজিৎকে এবং পরশু আপনি দশাননকে নিধন করিবেন ; নভো-

গত সিদ্ধ সহ দেবলোক তাহা সদর্শন পূর্বক নানন্দে জয়ধ্বনি করতঃ তবোপরি পুষ্পরষ্টি করিবেন। হে ভূতার-হর ! এক্ষণে আপনি সুপ্রসন্ন হইয়া আচ্ছা ককন ; আমি সুরালয়ে গমন করিব। এই বলিয়া দেব ঋষি নারদ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২।

অনন্তর দশাননরূপে রঘুনাথ দ্বারা মহাবল কুন্তকর্ণ দ্বারা নিহত হইয়াছে শ্রবণ পূর্বক, শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে মুচ্ছিত হইয়া ভূমে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন পূর্বক, বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। এমন কালে ইন্দ্রজিৎ, পিতৃব্য নিহত হইয়াছে শ্রবণ পূর্বক পিতাকে শোকে বিহ্বল অবলোকন করতঃ, পিতৃ সমীপে কৃতাজ্ঞা পুটে বসায়মান হইয়া কহিতে লাগিল। হে মহামতে ! শোক পরিত্যাগ ককন ; দেবা-স্তক, মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ জীবিত থাকিতে আপনার আর হৃৎখের অবসর কোথায় ? অতএব আপনি

দুঃখস্যাবসরঃ কুত্র দেবাস্তক ! মহামতে ।
 ব্যোভু তে দুঃখমখিলং স্বস্থো তব মহীপতেঃ । ৫৬ ।
 সৰ্ব্বং সমীকরিয়ামি হনিষ্যামি চ তৈ রিপূন ।
 গড়া নিকুন্তিলাং সদাস্তপয়িত্বা কৃতশনম্ । ৫৭ ।
 লব্ধা রথাদিকং তস্মাদজ্যেয়োহহং তবাম্যরেঃ ।
 ইত্যুক্তা হরিতং গড়া মির্দিকং হবনস্থলম্ । ৫৮ ।
 রক্তমালাঘরধরো রক্তগন্ধানুলেপনঃ ।
 নিকুন্তিলাস্থলে মৌনী হবনাযোপচক্রমে ।
 বিভীষণোহথ তচ্ছ্রদ্ধা মেঘনাদস্যচেষ্টিতম্ । ৬০ ।
 প্রাহ রামায় সকলং হোমারত্তং দুরাত্মনঃ ।
 সমাপ্যতে চেক্ষোমোহয়ং মেঘনাদস্য দুৰ্ম্মতেঃ ।
 তদাহজ্যেয়ো ভবেজাম ! মেঘনাদঃ সুরাস্তুরৈঃ ৬০

অতঃ শীঘ্রং লক্ষ্মণেন ঘাতয়িষ্যামি রাবণিম্ ।
 আজ্ঞাপয় ময়া সার্কিং লক্ষ্মণং বলিনাং বরম্ ।
 হনিষ্যতি ন সন্দেহো মেঘনাদং তবানুজঃ ॥ ৬১ ॥
 শ্রীরামচন্দ্র উবাচ ।
 অহমেব গমিষ্যামি হস্তমিন্দ্রজিতং রিপুম্ ।
 অগ্নেয়েন মহাস্ত্রেণ সৰ্ব্বরাক্ষসঘাতিনা । ৬২ ।
 বিভীষণোহপি তং প্রাহ নামাবনৈর্নিহন্যতে ।
 যন্ত দ্বাদশবর্ষাণি নিদ্রাহারবিবর্জিতঃ । ৬৩ ।
 তেনৈব মৃত্যুনির্দিষ্টো ব্রহ্মণাসা ছুরায়ানঃ ।
 লক্ষ্মণস্ত অযোধ্যায়া নির্গম্যাস্তুরা মহা । ৬৪ ।
 তদাদি নিদ্রাহারাদীন্ন জ্ঞানাতি রঘুতম ! ।
 সেবার্থং তব রাজেন্দ্র ! জাতং সৰ্ব্বমিদং ময়া । ৬৫

এই সমস্ত মিথ্যা শোক পরিত্যাগ পূর্বক সূত্র হউন । আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি ; আপনার সমস্ত রিপু বিনাশ করিয়া, অবিলম্বেই লক্ষ্মণ সমস্ত কর্তব্য কুলকে সূত্র করিব এক্ষণেই রথাদি গ্রহণ পূর্বক নিকুন্তিলা যজ্ঞাগারে গমন করতঃ প্রজ্জ্বলিত ভূতাপনে আত্মা প্রদান করিয়া, তাঁহাকে সম্ভাষণ করিব । তাহা হইলেই তিনি আমাকে সমস্ত অরাতি অগ্নেয় বর প্রদান করিবেন । এই বলিয়া মেঘনাদ রক্তাঘর রক্তমালা ধর হইয়া সৰ্ব্বাঙ্গে রক্ত চন্দন অনুলেপন করতঃ সত্ত্বর নিকুন্তিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ পূর্বক, মৌন ভাবে যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিল । এ দিকে বিভীষণও মেঘনাদের চেষ্টিত সমস্ত শ্রবণ করিয়া, শ্রীরাম সম্মিথানে গমন পূর্বক দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের অভিপ্রেত সমস্ত বিষয় কীর্তন করিতে লাগিল । হে প্রভো রঘুনাথ ! অদা ইন্দ্রজিৎ নিকুন্তিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞ সমাপন করিলে, সুরাস্তুর কেহই তাহাকে যুদ্ধে

পরাজয় করিতে পারিবেন না । অতএব আমার সহিত বীর্যগ্র-
 গণ্য লক্ষ্মণকে যাইতে আজ্ঞা করুন ; আমরা উভয়ে নিকুন্তিলায়
 গমন পূর্বক, যে রূপে চউক রাবণী নিধন সাধন করতঃ পুন-
 রায় এই স্থানে আগমন করিব । আপনার অগ্নজ নিঃস-
 ন্দেহই মেঘনাদকে বিনাশ করিবেন । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ ।
 ৫৭ । ৫৮ । ৫৯ । ৬০ । ৬১ ।

অনন্তর শ্রীরাম তাহাকে বলিলেন, দেখ সখে বিভীষণ !
 আমিই নিকুন্তিলায় গমন করিয়া সৰ্ব্বরাক্ষসঘাতী অগ্নেয় নামক
 মহাস্ত্র দ্বারা পরম শত্রু ইন্দ্রজিতের নিধন সাধন করিব ।
 শ্রীরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অমনি বিভীষণও তাঁহাকে
 বলিলেন প্রভো ! দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ অন্যের বধ্য নয় ; যে
 ব্যক্তি দ্বাদশবর্ষ নিদ্রাহার পরিত্যাগ করিয়াছে ; সেই জন,
 মহাবল ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিতে পারিবে ; পূর্বক স্মৃতিকর্তা

তদাজ্ঞাপয় দেবেশ ! লক্ষ্মণং ত্বরয়া যয়া ।

হনিষ্যতি ন সন্দেহঃ শেষঃ সাক্ষাৎকরাধরঃ । ৬৬ ।

তুমিই সাক্ষাৎজগতামধীশো
নারায়ণো লক্ষ্মণ এব শেষঃ ।

বুবাং ধরাতারনিবার গাৰ্হং

জাতৌজগন্নাটকসুত্রধারৌ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

এক্ষা এইরূপ নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন । হে রঘুতম ! যে সময়ে
মহাবীর লক্ষ্মণ, আপনার সমভিব্যাহারে অযোধ্যা হইতে
নিগত হন, সেই দিবস হইতেই আহার নিদ্রা পরিভাগ
করতঃ, আপনার আজ্ঞাবহ হইয়া দিনযামিনী অতিবাহিত
করিয়াছেন, আমি তাহা বিশেষরূপে অবগত আছি । যিনি
সাক্ষাৎ অনন্ত দেব, তাঁহার কি না সাধা হইতে পারে ? অত-
এব আজ্ঞা করুন, আমরা উভয়ে শীঘ্র তথায় গমন করিরা,
কেবল রিপু ইন্দ্রজিতকে বিনাশ করি । আপনি সাক্ষাৎ জগ-

ভের একাধীপ নারায়ণ এবং লক্ষ্মণ ঠাকুর সাক্ষাৎ অনন্ত-
দেব ; ইহা কি একবারও মনোমধ্যে বিবেচনা করেন না ?
কেবল মাত্র সুভারহরণ জন্য, আপনারা দুই জনে, জগৎকপ
রঙ্গভূমির সুত্রধার স্বরূপ হইয়া, ইহ সংসারে নরদেহ ধারণ
করতঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামো বাক্যমথাত্রবীৎ ।

জানামি তস্য রৌদ্রস্য মায়ী কুৎস্নাং বিভীষণ ! । ১

অনন্তর জীরাণ, বিভীষণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া
গাহাকে বলিতে লাগিলেন ; দেখ সখে বিভীষণ ! আমিও
কণার মহাবল ইন্দ্রজিতের মায়ী দর্শন করিয়াছি ; সে রিস্তর

স হি ব্রহ্মাস্ত্রবিচ্ছুরো মায়াবী চ মহাবলঃ ।

জানামি লক্ষ্মণস্যাপি স্বরূপং মম সেবনম্ । ২ ।

ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে । এবং কেবল আমার স্বরূপ মহা-
বীর লক্ষ্মণের ক্ষমতা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি ; কিন্তু ভবি-
ষ্যতে সেই মায়াবী কোন বিশেষ বিষয় না ঘটায় ; এই চিন্তায়

জ্ঞাতৈবাসমহং তুষ্ণীং ভবিষ্যৎকার্য্যগৌরবাৎ ।
 ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং প্রাহ রামো জ্ঞানবতাম্বরঃ ॥ ৩ ॥
 গচ্ছ লক্ষ্মণ ! সৈন্যেন মহতা জহি রাবণিম্ ।
 হনুমৎপ্রমুখৈঃ সর্কৈর্বৃথৈঃ সহ লক্ষ্মণ ! ॥ ৪ ॥
 জাম্ববানুক্ষরাজোহস্রং সহ সৈন্যেন সমুতঃ ।
 বিভীষণশ্চ সচিবৈঃ সহ ত্বামতিযাস্যতি । ৫ ॥
 অভিজন্তুমা দেশস্য জ্ঞানাতি বিবরাণি সঃ ।
 রামস্য বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ সবিভীষণঃ । ৬ ॥
 জগ্রাহ কাম্যুং শ্রেষ্ঠমনাস্তীমপরাক্রমঃ ।
 রামপাদাম্বুজং স্পৃশ্য হৃদৈঃ সৌমিত্রিরব্রবীৎ ॥ ৭ ॥
 অচ্ছ মৎকাম্যুং কান্মুখাঃ শরা নির্ভিদ্য রাবণিম্ ।
 গমিষ্যন্তি হি পাতালং স্নাতুং ভোগবতীজলে । ৮ ॥

কণকাল স্থির হইয়াছিল। এই বলিয়া, জীরাম, ভৎসনাৎ
 বীরচূড়ামণি লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিলেন—লক্ষ্মণ ! তুমি শীঘ্র
 সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে গমন করিয়া, রাবণীকে বিনাশ কর ।
 ১। ২। ৩।

অনন্তর লক্ষ্মণ, মহাবীর হনুমান্ প্রমুখ অশেষ বানরীসেনা
 এবং ঋক্ষপতি প্রমুখ বিবিধ ঋক্ষসেনা, সমভিব্যাহারে করিয়া
 মেঘনাদ সহ যুদ্ধ জন্য, গমন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি
 বিভীষণ ও মন্ত্রীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
 গমন করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে কাম্যু'ক
 লইয়া, লক্ষ্মণ, অগ্রে জীরামের যুগলচরণ গ্রহণ করতঃ, প্রফুল্ল
 হৃদয়ে বগিতে লাগিলেন—হে দেব ! অদ্য আমার কাম্যু'ক
 নিম্মুক্ত শর সমূহ রাবণিকে ভেদ করিয়া, রসাতলে ভোগ-
 বতীর পবিত্র জলে স্নান করিবার জন্য গমন করিবে । লক্ষ্মণ,

এবমুক্ত্বা স সৌমিত্রিঃ পরিক্রম্য প্রণম্য তম্ ।
 ইন্দ্রজিহ্মিধনাকাক্ষী যযৌ ত্বরিতবিক্রমঃ ॥ ৯ ॥
 বানরৈর্কক্সসাহস্রৈর্হনুমান্ পৃষ্ঠতোহম্বগাৎ ।
 বিভীষণশ্চ সহিতো মন্ত্ৰিতিস্থরিতং যযৌ ॥ ১০ ॥
 জাম্ববৎপ্রমুখা ঋক্ষাঃ সৌমিত্রং ত্বরয়াস্বগুঃ ।
 গত্বা নিকুন্তিলাদেশং লক্ষ্মণো বানরৈঃ সহ ॥ ১১ ॥
 অপশুদ্বলসংজ্ঞাতং দূরাদ্রাক্ষসসঙ্কুলম্ ।
 ধম্বরায়ম্য সৌমিত্রির্যতোহভূদুরিবিক্রমঃ ॥ ১২ ॥
 অঙ্গদেন চ বীরেণ জাম্ববানু রাক্ষসাধিপঃ ।
 তদা বিভীষণঃ প্রাহ সৌমিত্রিং পশু রাক্ষসান্ ॥ ১৩ ॥
 যদেতদ্রাক্ষসানীকং মেঘশ্যামং বিলোক্যতে ।
 অম্মানীকশ্চ মহতো ভেদনে যত্ববান্ ভব । ১৪ ॥

জীরামকে এই বলিয়া, প্রণতি পুরঃসর প্রদক্ষিণ করতঃ
 ত্বরিতপদে ইন্দ্রজিহ্মিধনাশায় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।
 অমনি বহুপ্রকার বানর নিকর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
 করিতে লাগিল, অমাত্যচর সমভিব্যাহারে বিভীষণ, এবং
 ঋক্ষগণ পরিবেষ্টিত জাম্বুবানু ত্বরায়িত হইয়া, সৌমিত্রির অণু-
 গামী হইল । ক্রমে লক্ষ্মণ, অমাত্য, ঋক্ষ এবং বানরীসেনা
 সমভিব্যাহারে নিকুন্তিলা দেশ প্রাপ্ত হইলেন । তথায় উপ-
 স্থিত হইয়া দূর হইতে দেখিলেন বহুসংখ্যক রাক্ষস একত্র
 সমবেত হইয়া রহিয়াছে । তখন বাহুবিক্রশালী সৌমিত্রি
 কাম্যু'ক গ্রহণ পূর্বক জ্যা আরোপন করিতে লাগিলেন ।
 তদর্শনে অঙ্গদবীর, জাম্বুবানু এবং বিভীষণকে বলিয়াছিল ;
 দেখুন, যদি মহাবীর লক্ষ্মণ, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন তবে
 আমাদের আর বিলম্বের আবশ্যক কি ? যেহেতু নিবিড়
 মেঘাকার রাক্ষসসৈন্য স্রুসজ্জিত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান
 রহিয়াছে ; এক্ষণে অতিশীঘ্র ভেদ করিতে যত্ববান্ হও,

রাক্ষসেন্দ্রমুতোপ্যস্মিন্ ভিন্নে দৃশ্যো ভবিষ্যতি ।
 অভিদ্রবাস্তু বাবদৈ নৈতৎকৰ্ম সমাপ্যতে ॥ ১৫ ॥
 জহি বীর ! দুরাত্মানং হিংসাপরমধার্মিকম্ ।
 বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ ॥ ১৬ ॥
 ববর্ষ শরবর্ষণি রাক্ষসেন্দ্রমুতং প্রতি ।
 পাষাঠৈঃ পৰ্কষতাঐশ্চ রূকৈশ্চ হরিশুখপাঃ ॥ ১৭ ॥
 নির্জয়ুঃ সৰ্বতো দৈত্যান্ তেহপি বানরযুথপান্ ।
 পরশ্বধৈঃ সিতৈর্কাঠৈরগ্নিভির্যজিতোমরৈঃ ॥ ১৮ ॥
 নির্জয়ুর্দানরানীকং তদা শব্দো মহানভূৎ ।
 স সংগ্রহাৱস্তমূলঃ সঞ্জজে হরিরক্ষসাম্ ॥ ১৯ ॥
 ইন্দ্রজিতং স্ববলং সৰ্বমত্মমানং বিলোক্য সঃ ।
 নিকুণ্ডিলাঞ্চ হোমঞ্চ ত্যক্ত্বা শীঘ্রং বিনির্গতঃ ॥ ২০ ॥

তাহা হইলে, হিংসাপর অতি অধার্মিক দুরাত্মা রাবণ পুত্র, লক্ষ্মণের লক্ষ্য হইয়া, অতি সত্ত্বর বধ্য হইবে। নতুবা সে অনলে পূর্ণাভূতি প্রদান করিলে, কেহই তাহাকে নষ্ট করিতে সক্ষম হইবে না। এস আমরা সকলেই, দুষ্কর্মতির বিঘ্নাশায় সত্ত্বর সমরে প্রবৃত্ত হই। এইরূপ পরামর্শের পর, সকলেই প্রাণপণে, পাষণ, পাদপ ও পৰ্কষতাগ্র হস্তে ধারণ করিয়া, রাক্ষস সেনাগণ সমভিব্যাহারে যুগপৎ যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাতে মেঘনাদের সমস্ত সৈন্যই শমন সদনে গমন করিল। ১৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯।

অনন্তর মহাবল ইন্দ্রজিত মেঘনাদ, স্বীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট ও বজ্রের বহু বিগ্ন উপস্থিত অবলোকনে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া, হোম পরিচ্যাগ করতঃ, নিকুণ্ডিলা যজ্ঞাগার হইতে বেগে বহির্গত

রথমারুহ্য সধনুঃ ক্রোধেন মহতাগমৎ ।
 সমাস্থয়িত্বা সৌমিত্রিং যুদ্ধায় রণযুর্দ্ধনি ॥ ২১ ॥
 সৌমিত্রে ! মেঘনাদোহহং ময়া জীবন্ম মোক্ষ্যাসে ।
 তত্র দৃষ্ট্বা পিতৃব্যং স প্রাহ নিষ্ঠুরভাষণম্ ॥ ২২ ॥
 ইহৈব জাতঃ সংরুদ্ধঃ সাক্ষাদ্ভাতা পিতুর্মম ।
 যন্তুং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যভ্যমাগতঃ ॥ ২৩ ॥
 কথং ক্ৰহসি পুত্রায় ? পাপীয়ানসি দুর্মতিঃ ।
 ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা হনুমৎপৃষ্ঠতঃ স্থিতম্ ॥ ২৪ ॥
 উদাদাযুধনিদ্রিতংশে রথে মহতি সংস্থিতঃ ।
 মহাপ্রমাণমুদ্যমা ঘোরং বিষ্কারয়ন্ ধনুঃ ॥ ২৫ ॥

হইল; এবং আপনার সুসজ্জিত সান্দনে আরোহন পূর্বক, ধনুর্বাণ গ্রহণ করিয়া সৌমিত্রিকে যুদ্ধে আহ্বান করতঃ সমরাজ্ঞে প্রবিষ্ট হইল এবং কহিতে লাগিল—হে সৌমিত্রে ! সমরে মারাজীবী মেঘনাদ উপস্থিত হইয়াছে, ক্ষণেক স্থির হও এক্ষণেই যথোচিত প্রতিফল প্রদান করিতেছি। ইত্যবসরে, পিতৃব্য বিভীষণকে সমুখে উপস্থিত অবলোকন করিয়া অভি নিষ্ঠুর বচনে বলিতে লাগিল—হে দুর্মতে ! পরান্নভোগী ! তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভাতা, অতএব এক্ষণেই আমার সমুখ হইতে পলায়ন কর, যেহেতু তুমি মহারাজ লঙ্কাদ্বিপতি রাবণের কনিষ্ঠ হইয়া, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ পূর্বক অন্যের দাসত্ব স্বীকার করতঃ পুত্রের অনিষ্টাচরণে উদাত্ত হইয়াছ, এই কারণ আমি আর কখনই তোমার মুখ দর্শন করিব না। পিতৃব্য বিভীষণকে এইরূপ বাক্য প্রয়োগানন্তর দুরাত্মা মেঘনাদ, মহাবীর লক্ষ্মণকে হনুমান স্কন্ধস্থিত সন্দর্শন করতঃ, আপনার উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ পূর্বক, স্রতীক্ষায়ুধ এবং অগ্নি হস্তে ধারণ করিয়া তাহাকে প্রহার

অদ্য বো মামকা বাণাঃ শ্রাণান্ পাস্যন্তি বানরাঃ । দশভিষ্চ হনুমন্তং তীক্ষ্ণধারৈঃ শরোন্তমৈঃ ।
 ততঃ শরং দাশরথিঃ সন্ধায়ামিত্রকর্ষণঃ । ২৬ । ততঃ শরশতেনৈব সংপ্রযুক্তেন বীর্যবান্ ॥ ৩২ ॥
 সসর্জ রাক্ষসেন্দ্রায় ক্রুদ্ধঃ সর্প ইয় শ্বসন্ । ক্রোধদ্বিগুণসংরক্তো নিবিভেদ বিভীষণম্ ।
 ইন্দ্রজিহ্বাক্রনয়নো লক্ষ্মণং সমুদৈক্ষত ॥ ২৭ ॥ লক্ষ্মণোহপি তথা শত্রুং শরবর্ষেরবাকিরং । ৩৩ ।
 শক্রাশনিসমস্পর্শৈর্লক্ষ্মণেনাহতঃ শরৈঃ । তস্মা বাণৈঃ স্তম্ভং বিদ্ধং কবচং কাঞ্চনপ্রভম্ ।
 মুহূর্তমভবন্মুঢ়ঃ পুনঃ প্রত্যাক্ষতেন্দ্రిয়ঃ ॥ ২৮ ॥ ব্যশীৰ্যত রথোপস্থে তিলশঃ পতিতং ভূবি ॥ ৩৪ ॥
 দদর্শাবস্থিতং বীরং বীরো দশরথাস্বজম্ । ততঃ শরসহস্রেন সংক্রুদ্ধো রাবণাস্বজঃ ।
 মোহতিচক্রাম সৌমিত্রিং ক্রোধসংরক্তলোচতঃ ২৯ । বিভেদ সমরে বীরং লক্ষ্মণং ভীমবিক্রমম্ । ৩৫ ।
 শরান্ ধনুষি সন্ধায় লক্ষ্মণং চেদমব্রবীৎ । ব্যশীৰ্যতাপতদ্দিব্যং কবচং লক্ষ্মণস্য চ ।
 যদি তে প্রথমে যুদ্ধে ন দৃষ্টো মে পরাক্রমঃ ॥ ৩০ ॥ কৃতপ্রতিকৃতান্যোহনাং বভূবতুরভিজতো ॥ ৩৬ ॥
 অদ্য ত্বাং দর্শয়িষ্যামি তিষ্ঠেদানীং ব্যবস্থিতঃ । অভীক্ষুং নিশ্বসন্তৌ তৌ যুদ্ধে তাংতুমূলং পুনঃ ।
 ইতু্যক্তা সপ্তভিবানৈরতিবিব্যাধ লক্ষ্মণম্ । ৩১ । শরসংব্রতসর্কারৌ সর্কারৌ কুধিরোক্শিতৌ । ৩৭ ॥
 দক্ষীর্ষকালং তৌ বীরাবন্যোনাং নিশিতৈঃ শরৈঃ । অযুধ্যোতাং মহাসত্ত্বৌ জয়াজয়বিবর্জিতৌ । ৩৮ ॥

করিতে উদ্যত হইলে রঘুবংশাবতংস লক্ষ্মণ, ক্রোধাস্থিত
 ভুজঙ্গের ন্যায়, সীম শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্বক, তাহা নিবারণ
 করিতে যত্ববান্ হইলেন এবং মেঘনাদকে বলিতে লাগিলেন—
 রে ছুরাস্বন্! অদ্য আমার শর সমূহের শক্তি সন্দর্শন কর,
 বিপক্ষ বিনাশ করিয়া বানর দিগকে রক্ষা করিবে ।। ২০ । ২১ ।
 । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ ।

এই কথা বলিয়া অরাতিমর্দন দাশরথি লক্ষ্মণ, স্ত্রীক্ষ
 শরনিকরে মেঘনাদের সর্কারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন ।
 সেই অশনি সম শরাঘাতে ইন্দ্রজিৎ, ক্রোধে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ
 ও ঘূর্ণায়মান করতঃ ক্ষণেক স্থির হইয়া রহিল, পরে স্বীয়
 শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্বক, মহাবীর লক্ষ্মণকে বলিতে
 লাগিল, ওহে রামাস্বজ! যদি তুমি প্রথম যুদ্ধে আমার পরা-
 ক্রম না দেখিয়া থাক, তবে ক্ষণকাল এই স্থানে স্থির হও,
 অতি শীঘ্রই দেখাইতেছি । এই বলিয়া মেঘনাদ অগ্রে
 শাণিত সপ্তবাণ দ্বারা লক্ষ্মণকে, দশ শরে হনুমানকে এবং শত

শরে পিভূষা বিভীষণকে বিদ্ধ করিয়া, অশেষাশ্রদ্ধারা কপি-
 কুলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ ।

তদর্শনে বীরকুলরবি লক্ষ্মণ, মহাক্রুদ্ধ হইয়া, স্রুশাণিত
 বিবিধ বাণ দ্বারা, মেঘনাদের কাঞ্চন-প্রভ-কবচ খণ্ড খণ্ড
 করিয়া সান্দন হইতে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন । তাহাতে
 রাবণাস্বজ, দণ্ডাহত বিষধরে ন্যায় মহাক্রুদ্ধ হইয়া, সহস্র শর-
 দ্বারা লক্ষ্মণের দিবা কবচ খণ্ড খণ্ড করিয়া, বাণাগ্রে সর্ক
 শরীর কধিরাপ্ত করিয়া ফেলিল ; এইরূপে বীরদ্বয়ের তুমুল
 তর সংগ্রামে মেদিনী মুহুমূহু চঞ্চলা হইতে লাগিল । ৩৩ । ৩৪ ।
 । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ ।

এমংকালে লঘুহস্ত মহাবীর লক্ষ্মণ, স্ত্রীক্ষ পঞ্চবাণ দ্বারা রাব-
 গির সারথি, অশ্বদ্বয়, রথ এবং কাশ্মুক ছেদন করিয়া ফেলি-

এতস্মিন্স্থরে বীরো লক্ষণঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ ।।
 রাবণেঃ সারথিং সাশ্বং রথং চ সমচূর্ণয়ৎ ॥ ৩৯ ॥
 চিচ্ছেদ কাশ্মুকং তস্য দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম ।
 সোহন্যন্তু কাশ্মুকং তদ্রং সক্ষ্যং চক্রে ত্বরাস্বিতঃ ।
 তচ্চাপমপি চিচ্ছেদ লক্ষণস্ত্রিভিরাশুগৈঃ ।
 তমেব চ্ছিন্নধন্বানং বিনাধানেকসায়কৈঃ ॥ ৪১ ॥
 পুনরন্যং সমাদায় কাশ্মুকং ভীমবিক্রমঃ ।
 ইন্দ্রজিহ্নলক্ষণং বাণৈঃ শতৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ ॥ ৪২ ॥
 বিভেদ বানরান্ সর্দান্ বাণৈরাপূরয়ন দিশঃ ।
 তত ঐন্দ্রং সমাদায় লক্ষণো রাবণিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
 সক্ষারাক্ষ্য কর্ণান্যং কাশ্মুকং দৃঢ়নিষ্ঠুরম ।
 উবাচ লক্ষণো বীরঃ স্মরন্ রামপদাঙ্গুলম্ ॥ ৪৪ ॥
 ধর্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্ষদি ।
 ত্রিলোক্যামপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদেনং জহি রাবণিম্ ॥ ৪৫ ॥

ইত্যান্ত্রা বাণমাকর্ণাদিক্ষ্য তমজিহ্নগম্ ।
 লক্ষণঃ সমরে বীরঃ সমর্জেন্দ্রজিতং প্রতি ॥ ৪৬ ॥
 সশরঃ সশিরস্ত্রাণং শ্রীমজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্ ।
 প্রমথ্যেন্দ্রজিতঃ কারাং পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৪৭ ॥
 ততঃ প্রমুদিতা দেবাঃ কীর্ত্তয়ন্তো রঘুত্তমম্ ।
 ববর্ষুঃ পুষ্পবর্ষণি স্তবস্তশ্চ মুহুমুহুঃ ॥ ৪৮ ॥
 জহর্ষ শক্ৰো ভগবান্ সহ দেবৈর্মহর্ষিভিঃ ।
 আকাশেহপি চ দেবানাং শুশ্রুবে ত্বন্দুভিস্বনঃ ॥ ৪৯ ॥
 বিমলং গগণং চামীং স্থিরাভূদ্বিশ্বধারিণী ।
 নিহতং রাবণিং দৃষ্ট্বা জয়জ্ঞাপ্যসমস্থিতঃ ॥ ৫০ ॥
 গতশ্রমঃ স সৌমিত্রিঃ শঙ্খমাপূরয়দ্রণে ।
 সিংহনাদং ততঃ কৃত্বা জ্যোত্স্বমকরোদ্বিভূঃ ॥ ৫১ ॥
 তেন নাদেন সংহৃষ্টা বানরাশ্চ গতশ্রমাঃ ।
 বানরেঐন্দ্রশ্চ সহিতঃ স্তবাস্তিস্তমসৈঃ ॥ ৫২ ॥

লেন । তখনি মেঘনাদ অনা শাসন গ্রহণ করিলে, রামানুজ তাহাও তদ্রং খণ্ড খণ্ড করিয়া, বাণ দ্বারা, মেঘনাদকে রথাস্থ ধর্ত্ত্বিধৌন এবং লঘুহস্ত প্রদর্শন পূর্বক, তাহার কাশ্মুক ছেদন করিলেন ; মেঘনাদও তৎক্ষণাৎ কাশ্মুক গ্রহণ করিয়া-
 নাত্র লক্ষণ দেবও শীঘ্র হস্তে তিনটী শর দ্বারা তাহাও খণ্ড খণ্ড করিলেন । অনন্তর মহাবল রাবণ অনা চাপ ধারণ পূর্বক শত সূর্য্য প্রভা সমন্বিত বাণ দ্বারা লক্ষ্মণকে এবং বাণ সমূহ দ্বারা দশ দিক আচ্ছন্ন করিয়া বানরগণকে বিদ্ধ করিল । অনন্তর লক্ষ্মণদেব ঐন্দ্রবাণ গ্রহণ করিয়া তাহা সন্ধান করি-
 বার আশায় সূদৃঢ় কাশ্মুক আকর্ণ সমাকর্ষণ পূর্বক, তাহাকে

নতুবা এক্ষণেই তোবে শমন সদনে প্রেরণ করিতেছি । বীর চূড়ামণি লক্ষণ, এই বলিয়া, ঐ আদিত্য সন্নিভ এক বাণদ্বারা, মেঘনাদের শরীর হইতে দীপ্তমান কুণ্ডল বিশিষ্ট উক্ষীষ বদ্ধ মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন । তদর্শনে দেবতারা আনন্দে ত্বন্দুভিস্বনি করত, লক্ষণের উপবে মুহুমুহুঃ পুষ্পবর্ষণ পূর্বক স্তব আরম্ভ করিলেন । অন্য দিকে দেবতা সকল মহর্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, ভগবান্ ইন্দ্র, কৃষ্ণম বিকীরণ সহ আনন্দে লক্ষ্মণের যশঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন । এদিকে রাবণি নিহত দর্শনে, গগণ নিম্নল ভাব এবং বহুমতী স্থিরভাব ধারণ করিল । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ ।

অনন্তর লক্ষণ বীরহস্তে মেঘনাদ বিনষ্ট হইল দেখিয়া, আনন্দিতাশ্রুঃ করণে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করতঃ কাশ্মুক টেকার

লক্ষ্মণঃ পরিতুষ্টাত্মা দদর্শাভ্যোত্য রাঘবম্ ।
 হনুমদ্রাক্ষসাত্মাং চ সহিতো বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৫৩
 ববন্দে ভ্রাতরং রামং জ্যেষ্ঠং নারায়ণং বিভূম্ ।
 ত্বৎপ্রসাদাদ্রযুশ্রেষ্ঠ ! হতো রাবণিরাহবে ॥ ৫৪ ॥
 শ্রুত্বা তল্লক্ষ্মণাদুক্ত্যা তমালিঙ্গ্য রঘুতমঃ ।
 মুক্ত্যবস্থায় মুদিতঃ সন্নেহমিদমব্রবীৎ ॥ ৫৫ ॥
 সাধু লক্ষ্মণ ! তুচ্ছোহস্মি কস্ম্য তে হৃদ্রং কৃতম্ ।
 মেঘনাদস্য নিধনে জিতং সৰ্বমরিন্দম ! ॥ ৫৬ ॥
 অহোরাত্রৈস্ত্রিভির্বীরঃ কথং চিহ্নিনিপাততঃ ।
 নিঃসপত্নঃ কৃতোহস্মাদ্য নির্যাস্থতি হি রাবণঃ ॥ ৫৭

পুজশোকান্ময়া যোদ্ধুং তং হনিষ্যামি রাবণম্ ।
 মেঘনাদং হতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণেন মহাবলম্ । ৫৮ ।
 রাবণঃ পতিতো ভূমৌ মুচ্ছিতঃ তুনরুখিতঃ ।
 বিললাপাতিদীনাত্মা পুজশোকেন রাবণঃ ॥ ৫৯ ॥
 পুজসা গুণকৰ্ম্মাণি সংস্মরন পর্যদেবয়ৎ ।
 অদ্য দেবগণাঃ সৰ্ব্বৈ লোকপালা মহর্ষয়ঃ ॥ ৬০ ॥
 হতমিন্দ্রজিতং জ্ঞাত্বা সূৰ্যং স্বপ্যাস্তি নির্ভয়াঃ ।
 ইত্যাদিবহুশঃ পুজলালসৌ বিললাপ হ ।
 ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
 উবাচ রাক্ষসান্ সৰ্ব্বান নিনাশয়িষ্যুরাহবে ॥ ৬১ ॥
 স পুজবধসন্তপ্তঃ শূরঃ ক্রোধবশং গতঃ ।
 সস্বীক্য রাবণো বুদ্ধ্য হন্তুং সীতাং প্রদুর্ভবে ॥ ৬২

প্রদান করিলেন । সেই ভয়ঙ্কর আনন্দ সূচক শব্দে, বানরগণ
 গভীর হইয়া, লক্ষ্মণের চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করতঃ আশ্লাদে
 ভয় জয় ধ্বনি আরম্ভ করিল । অতঃপর সৌমিত্রি, বিভীষণ,
 জাম্ববান, এবং ঋষিকুলকে সমভিব্যাহারে করিয়া রাম সগি-
 ধানে উপস্থিত হইলেন ; এবং জ্যেষ্ঠের চরণদ্বয় বন্দনা করতঃ
 কহিতে লাগিলেন : হে রঘুনাথ ! আমি আপনার প্রসাদে অদ্য
 ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছি । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ ।

এই কথা শুনিবামাত্র রঘুবর রাম, অল্পজকে সানন্দে
 সম্যক প্রকারে আর্গলিন্দন প্রদান পূর্বক, মস্তকাত্মাণ্ড ও মুখ-
 চুম্বন করতঃ বলিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ ! তুমি সাধু ! আমি
 তোমার এইরূপ হৃদয় কার্য্য দর্শনে, অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি ;
 হে অরিন্দম ! এক্ষণে জানিলাম যে, অবিলম্বেই অজ্ঞেয় রাবণ
 অামাদের হস্তে নিঃসন্দেহ নিধন প্রাপ্ত হইবে । কিন্তু
 বলিতেছি যখন রাবণ পুজশোকে কাতর হইয়া, আগমন
 করিবে সেই সময় অতি সাবধানে যুদ্ধ করিও ; কারণ সে
 বিহম অনর্থ না ঘটয় । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ ।

এদিকে লক্ষ্মাধিপতি রাবণ, মহাবল মেঘনাদ রণে নিহত
 হইয়াছে শ্রবণ করতঃ, বাতাহত রক্তেরন্যায় মুচ্ছিত হইয়া
 ভূতলে পতিত হইল এবং পুনর্বার উত্থিত হইয়া, শোকাকুলিত
 চিত্তে বহুবিলাপ ও পুত্রের গুণ কৰ্ম্মাদি স্মরণ করতঃ বিদ্রু-
 পিত্তাপ করিতে লাগিল । আর বলিল—অদ্য যুদ্ধে ইন্দ্রজিত
 নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, মহর্ষিগণ দেবগণ ও লোকপাল
 সকলে নিশ্চয়ই অন্তরে আনন্দ অনুভব করতঃ ভয় ধ্বনিতে ভগ্ন
 পূর্ণ করিবে ইত্যাদি বহু বিলাপের পর পরম ক্রুদ্ধ হইয়া
 রাক্ষসেশ্বর রাবণ, সন্নিহিত রাক্ষসদিগকে বলিল—ওহ
 রাক্ষসগণ ! তোমরা আমার সঙ্গে চল ; অদ্য অগ্রে সীতাকে
 বিনাশ করিয়া, পুত্র শোক নিবারণ করিব । এই বলিয়া
 তীক্ষ্ণ ধার অতি বৃহৎ এক অসি হস্তে ধারণ করত দ্রুতপদে
 সীতা সন্নিধানে গমন করিতে লাগিল । ৫৮ । ৫৯ । ৬০ । ৬১ ।
 ৬২ । ৬৩ ।

খজ্ঞপানিমথায়ান্তং ক্রুদ্ধং দৃষ্টা দশাননম্ ।
 রাক্ষসীমধ্যগা সীতা ভয়শোকাকুলাভবৎ ॥ ৬৪ ॥
 এতস্মিন্মন্তরে তস্মৈ সচিবো বুদ্ধিমান্ শুচিঃ ।
 সুপার্শ্বো নাম মেধাবী রাবণং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৫ ॥
 ননু নাম দশগ্রীব ! সাক্ষাৎদৈত্ৰবর্ণানুজঃ ।
 তেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ সৰ্বকৰ্মপরিমিষ্ঠিতঃ ॥ ৬৬ ॥
 অনেকগুণসম্পন্নঃ কথং স্ত্রীবধমিচ্ছসি ? ।
 অস্ম্যভিঃ সহিতো যুদ্ধে হত্বা রামং চ লক্ষ্মণম্ ।
 প্রাপ্যস্মৈ জ্ঞানকীং শীঘ্রনিভুক্তঃ স ন্যবর্তত ॥ ৬৭ ॥

এদিকে রাক্ষসী পরিবেষ্টিতা সীতা দশাননকে খজ্ঞাহস্তে
 ক্রোধস্তর ন্যায় আগমন করিতেছে, দর্শন করিয়া ভয়-
 ব্যাকুলিত চিত্তে কম্পাঘ্নিতা কলেবরা হইলেন । ইতাবসরে
 সুপার্শ্ব নামা রাবণের জ্ঞানৈক বুদ্ধিসম্পন্ন রূপাবান্ মন্ত্রী,
 তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল ; হে লক্ষ্মণ !
 দশগ্রীব ! আপনি ব্রহ্মকূলে জন্ম গ্রহণ করতঃ, বেদজ্ঞ, নিষ্ঠাপর,
 বুদ্ধিমান্ এবং বহুগুণ বিশিষ্ট হইয়া কি জন্য স্ত্রী বধে উদাত
 হইয়াছেন ? অন্যের কথা দূরে থাক, দেখুন আপনি ত্রিদশ
 লিগকেও পরাজিত করতঃ স্ববশে রাখিয়া, যশে ত্রৈলোক্য পূর্ণ

ততো দুরাত্মা সুহৃদা নিবেদিতং
 বচঃ সুধৰ্ম্মং প্রতিগৃহ্য রাবণঃ ।
 গৃহং জগামাশু শুচা বিমুঢ়ধীঃ
 পুনঃ সত্যং চ প্রযযৌ সুহৃদ্বৃত্তঃ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে নবমোঃধ্যায়ঃ ।

করিয়াছেন ; তবে কি জন্য স্ত্রী বধে অভিলষী হইতেছেন ?
 অতএব বলিতেছি, অতি দুরায় রণসজ্জা করুন ; যুদ্ধে রাম
 লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া, অবিলম্বেই নির্বিঘ্নে জ্ঞানকীর সহ
 সুখ অনুভব করিবেন । এই বলিয়া সে ক্ষান্ত হইলে ; মৃঢ়মতি
 দুরাত্মা রাবণ, স্বধৰ্ম্ম বাক্য প্রতিগ্রহ পূর্বক তদগ্রে গৃহমধ্যে
 প্রবেশ করিল ; আবার তৎক্ষণাৎ শোকে বিহ্বল হইয়া,
 উন্নতের ন্যায় সত্যর আগমন পূর্বক প্রধান প্রধান সুহৃদ
 সচীবদিগকে আহ্বান করতঃ রাজ্যসনের উভয় পার্শ্বে উপ-
 বেশন করিতে আদেশ করিল । ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে নবমোঃধ্যায়ঃ ।

দশমোহিত্যায়

স বিচার্য্য সতামধ্যে রাক্ষসৈঃ সহ মস্ত্রিভিঃ ।
 নির্য্যয়ো য়েহবশিষ্ঠ্যাস্তৈ রাক্ষসৈঃ সহ রাঘবম্ ॥ ১
 শলভঃ শলভৈর্যুক্তঃ প্রজ্জ্বলন্তমিবানলম্ ।
 ততো রামেণ নিহতাঃ সর্কে তে রাক্ষসা যুধি । ২
 স্বয়ং রামেণ নিহতস্তীক্ষ্ণবাণেন বক্ষসি ।
 ব্যথিতস্তুরিতং লঙ্কাং প্রবিবেশ দশাননঃ । ৩ ।
 দৃষ্ট্বা রামস্ত বহুশঃ পৌকষং চাপ্যমানুষম্ ।
 রাবণো মারুতৈশ্চৈব শীঘ্রং শুক্রান্তিকং যগৌ । ৪

নমস্কৃত্য দশগ্রীবঃ শুক্রং প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ।
 ভগবন্ ! রাঘবেনৈবং লঙ্কা রাক্ষসযুধপৈঃ । ৫ ।
 বিনাশিতা মহাদৈত্যা নিহতাঃ পুত্রবান্ধবাঃ ।
 কথং মে ছঃখসন্দোহস্তয়ি তিষ্ঠতি সদগুরো ? ৬ ।
 ইতি বিজ্ঞাপিতো দৈত্যগুরুঃ প্রাহ দশাননম্ ।
 হোমং কুরু প্রভুত্বেন রহসি ত্বং দশানন ! ॥ ৭ ॥
 যদি বিয়ৌ ন চেক্লামে তর্হি হোমানলোপ্তিতঃ ।
 মহান্ রথশ্চ বাহাশ্চ চাপতুণীরসায়কাঃ ।
 সন্তুবিষ্যন্তি তৈর্যুক্তস্তমজ্জৈরৌ ভবিষ্যসি । ৮ ।

পার্কীভী সরিধানে মহাদেব কহিয়ালেন । অনস্তর, সচীব
 সন্দ্র পরিবেষ্টিত রাক্ষসেশ্বর রাবণ, সতাস্থলে কিরংক্ষণ মন্ত্রণা
 করত, যুদ্ধাবশিষ্ট রাক্ষস-সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে রাম
 ও লক্ষ্মণ সহ যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল । যেমন শলভেরা স্বেচ্ছায়
 প্রজ্বলিত অনলে শরীর সমর্পণ করিয়া জীবন পরিত্যাগ করে,
 সেই রূপ রাবণের সমস্ত সেনাই রাম শরাঘাতে দেহ প্রদান
 করিয়া বিনষ্ট হইল, রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া বিপক্ষ
 পক্ষের উপরে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিল, তাহাতে রাম
 কিঞ্চিৎ কষ্ট হইয়া, এক বাণেই দশাননের বর্ষাচ্ছাদি বক্ষঃ-
 হন, সচ্ছিত্র করিয়া দিলেন, তাহাতে লঙ্কাপতি অতিশয়
 ব্যথিত হইয়া সভয়ে স্বভবনে প্রবেশ করিল । পরে তথায়
 উপস্থিত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও মাকতির বীরত্ব, অন্তরে স্মরণ
 করত ভীত হইয়া, দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করিল ।

ক্রমে তাঁহার সরিধানে উপনীত হইয়া, কৃতাজলিপুটে নমস্কার
 পূর্বক বলিতে লাগিল—ভগবন্ ! রাঘবদ্বয়, লঙ্কায় আগমন
 পূর্বক রণে আমার পুত্র, পৌত্র, আত্মীয় বান্ধবদিগকে বিনষ্ট
 করিয়া তথায় মহানন্দে অবস্থান করিতেছে । এক্ষণে, আপনি
 সন্মুখ থাকিতে আর কে আমাকে এ বিষম বিপদ-সাগর
 হইতে পার করিতে সক্ষম হইবে ? অতএব শীঘ্র উপায়
 স্থির করিয়া দিন । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ ।

রাবণ এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলে, দৈত্যগুরু দশাননকে
 বলিতে লাগিলেন—হে রাক্ষসেশ্বর রাবণ ! তুমি গোপনে অধি-
 প্রজ্বলিত করিয়া হোমের অনুষ্ঠান কর, নচেৎ জ্ঞানিও অবি-
 লম্বে তোমার বহু বিষয় বচিবার সম্ভাবনা আছে । অতএব
 অতি শীঘ্র তুমি আমার মন্ত্র গ্রহণপূর্বক রথ, অশ্ব, চাপ, তুণীর
 এবং শাস্ত্রক যুক্ত হইয়া, জন শূন্য স্থানে গমন করত মৌনভাবে

গৃহাণ মন্ত্রান্মদন্তান্ গচ্ছ হোমং কুরু দ্রুতম্ ।
 ইত্যুক্তস্বরিতং গত্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ । ১০ ।
 গুহাং পাতালসদৃশীং মন্দিরে স্বে চকার হ ।
 লঙ্কাদ্বারকপাটাদিবদ্ধা সর্দভ্র যত্নতঃ । ১১ ।
 হোমদ্রব্যানি সম্পাদ্য যান্ন্যক্তান্যভিচারিকে ।
 গুহাং প্রবিশ্য চৈকান্তে মৌনী হোমং প্রচক্রমে । ১২
 উৎখিতং ধূমমালোকা মহাস্তং রাবণানুজঃ ।
 রামায় দর্শয়ামাস হোমধূমং ভয়াকুলঃ । ১৩ ।
 পশ্য রাম ! দশগ্রীবো হোমং কতুং সমারভৎ ।
 যদি হোমঃ সমাপ্তঃ স্যাত্তদাজ্ঞেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১৪
 অতো বিস্মার হোমশ্চ প্রেষশাস্তু হরীশ্চরান্ ।
 তথৈতি রামঃ সূগ্রীবসম্মতেনাঙ্গদং কপিম্ । ১৫ ।

হনুমৎপ্রমুখান্ বীরান্ আদিদেশ মহাবলান্ ।
 প্রাকারং লঙ্ঘয়িত্বা তে গত্বা রাবণমন্দিরম্ । ১৬ ।
 দশকোট্যঃ প্লবঙ্গানাং গত্বা মন্দিরবক্ষকান্ ।
 চূর্ণয়ামানুরশ্বাংশ্চ গজাংশ্চ নাহনন্ ক্ষণাৎ । ১৭ ।
 ততশ্চ সরমা নাম প্রভাতে হস্তসংজয়া ।
 বিতীষণস্য ভার্য্যা সা হোমস্থানমসূচয়ৎ । ১৮ ।
 গুহাপিধানপাষণমঙ্গদঃ পাদঘট্টনৈঃ ।
 চূর্ণয়িত্বা মহাসত্ত্বঃ প্রবিবেশ মহাগুহাম্ । ১৯ ।
 দৃষ্ট্বা দশাননং তত্র মীলিতাক্ষং দৃঢ়াসনম্ ।
 ততোঃ ক্ষদাক্ষয়া সর্বেবানরা বিবিশুদ্রুতম্ । ২০ ।
 তত্র কোলাহলং চক্রুস্তাড়রন্তশ্চ সেবকান্ ।
 সস্তারাংশ্চিহ্নপুস্তত্র হোমকুণ্ডে সমস্ততঃ । ২১ ।
 অবমাজ্জিত্য হস্তাচ্চ রাবণশ্চ বলাজ্জবা ।

দেব দেবের আরাধনা কর, তাহা হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া
 তোমাকে তোমার অতিলম্বিত বর প্রদান করিবেন। এই
 বলাজ্জব শক্রাচায়া স্থির হইলে, কর্ণব্র-পতি লঙ্কায় আগমন
 পূর্বক নিজ গৃহের অভ্যন্তরে পাতাল ভুল্যা গুহা খনন করিয়া
 তন্মধ্যে প্রবেশানন্তর, লঙ্কার কবাটাদি সমস্তেরুদ্ধ করতঃ
 মৌনভাবে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার উপক্রম করিতে লাগিল।
 রাবণানুজ বিতীষণ বহুপরিমাণে ধূমোৎখিত হইতে দেখিয়া
 ভয়াকুলিত চিত্তে জীরামকে হোম ধূম সন্দর্শন করাইলেন
 এবং কহিলেন—দেখুন, দশানন হোম আরম্ভ করিয়াছে।
 এক্ষণে যদি হোম সমাপ্ত হয় তাহা হইলে সে অজ্ঞের হইবে;
 অতএব হোমের বিষয় সম্পাদন করিবার জন্য কপীশ্বরদিগকে
 প্রেরণ করুন। অনন্তর শ্রীরাম সূগ্রীবের সম্মতি অনুসারে
 অঙ্গদ, মহাবলীয়ান্ হনুমান ও অন্যান্য কপিদিগকে হোম

বিষয় জন্য আদেশ করিলেন; তাহার প্রাকার উল্লেখন পূর্বক
 রাবণ গৃহে প্রবেশ করিল। পরে দশকোটি বানর রাক্ষস
 মন্দিরে যাইয়া অশ্ব, গজাদি ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট করিল।
 অনন্তর বিতীষণের ভার্য্যা সরমা হোমস্থান অশুচি হইয়াছে
 জানিতে পারিলেন। অনন্তর মহাবল অঙ্গদ গুহাচ্ছাদন
 পাষণ পাদাঘাতে চূর্ণ করিয়া হোম গুহামধ্যে প্রবেশ করিল।
 ১৭ । ৮ । ১০ । ১১ । ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ ।
 ১৮ । ১৯ ।

তদনন্তর অঙ্গদাদি বানর নিকর, গহ্বরে প্রবেশ পূর্বক
 তথায় মীলিতাক্ষা শুভাসনোপবিষ্ট দশাননকে দর্শন করিয়া
 তাহার সেবক সৈনিকদিগকে দূরীকরণান্তর, হোমকুণ্ডের
 চতুর্দিকে আবজ্জনা দি নিষ্ক্ষেপ করতঃ মহাকোলাহলের সহিত
 বৃহৎ আরম্ভ করিল। তদর্শনে রাবণ, ক্রোধে অধীর হইয়া,

তেনৈব সঞ্জঘানাশু হনুমান্ প্লবগাশ্রণীঃ ॥ ২২ ॥

যুন্তি দন্তৈশ্চ কাঠৈশ্চ বানারাস্তমিতস্ততঃ ।

ন জহৌ রাবণো ধ্যানং হতোহপি বিজিগীষয়া ॥ ২৩ ॥

প্রবিশ্বান্তঃপুরে বেশ্মন্যঙ্কদো বেগবন্তরঃ ।

সমানয়ৎ কেশবন্ধে ধৃত্বা মন্দোদরীং শুভাম্ ॥ ২৪ ॥

রাবণৈশ্চৈব পুরতো বিলপন্তীমনাথবৎ ।

বিদদারাজদন্তস্ত্রাঃ কঞ্চুকং রত্নভূষিতম্ । ২৫ ।

মুক্তা বিমুক্তাঃ পতিতাঃ সমস্তাদ্রত্সঞ্চয়ৈঃ ।

শ্রোণিস্থত্রং নিপতিতং ক্রটিতং রত্নচিহ্নিতম্ । ২৬ ॥

কটিপ্রদেশাদ্বিস্রস্তা নীবী তসৈব পশ্যতঃ ।

ভূষণানি চ সর্করাণি পতিতানি সমস্ততঃ ॥ ২৭ ॥

দেবগন্ধর্বকন্যাশ্চ নীতা হৃষ্টৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ ।

মন্দোদরী রুরোদাথ রাবণস্যাশ্রতো ভূশম্ ॥ ২৮ ॥

ক্রোশন্তী করুণং দীনা জগাদ দশকন্ধরম্ ।

নির্লজ্জোহসি পঠৈরেবং কেশপাশে বিকৃষ্যতে । ২৯ ॥

ভার্য্যা তবৈব পুরতঃ কিং জুহোষি ন লজ্জসে ? ।

হন্যতে পশ্যতো যস্য ভার্য্যা পাপৈশ্চ শত্রুভিঃ ॥

মর্তব্যং তেন তত্রৈব জীবিতান্মরণং বরম্ ।

হা মেঘনাদ ! তে মাতা ক্লিশ্যতে বত বানরৈঃ ॥

ত্বয়ি জীবতি মে দুঃখমীদৃশং চ কথং ভবেৎ ? ।

ভার্য্যা লজ্জা চ সম্যক্তা তত্রী মে জীবিতাশয়া । ৩০ ॥

ঋতুদ্বারা প্রব আচ্ছাদন পূর্বক, সহসা উপস্থিত মহা অনর্থ চিন্তা করতঃ ধানে নিমগ্ন হইল। এমনকালে বানরাশ্রণী হনুমান, দশাননের হস্ত হইতে বলপূর্বক, প্রব গ্রহণ করতঃ, তদ্বারা ও দন্ত, নখ এবং কাষ্ঠাদি দ্বারা তাহার মস্তকে নিদাক্রণ প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তথাপি লঙ্কেশ্বর বৈরী-বিজয়েচ্ছায় সেই কঠিন আঘাত সহ করতঃ, ধানভজ্জ করিল না। তাহা দেখিয়া, অঙ্গদাদি কয়েক জন প্রধান প্রধান বানর, অন্দরে প্রবেশ পূর্বক, রাবণের প্রধান মহিষী মন্দোদরীর কবরী ধারণ করিয়া, তাহাকে তথায় আনয়ন করিল। সেই পরম রূপলাবণ্যবতী ময়দানবকন্যা মন্দোদরী ও অনাথার ন্যায় রাবণাশ্রয়ে দণ্ডায়মানা হইয়া বিস্তর বিলাপ ও প্রতিপাদ করিতে লাগিল। অমনি বালীরাজতনয় অঙ্গদ তাহার বিবিধ-রত্ন-খচিত-কঞ্চুক সবলে গ্রহণ পূর্বক, নখ-দ্বারা খণ্ড খণ্ড করতঃ, দূরে নিক্ষেপ করিল; তদ্রূপে অপরাপর প্লবঙ্গমেরা তাহার সমস্ত গাত্রাভরণ ও বহুমূল্য রত্নগুত্

কর্ণ ভূষণাদি নথ দস্ত দ্বারা ছিন্ন ছিন্ন করতঃ, বসুধায় বিক্ষিপ্ত করিল, অমনি কটিদেশ হইতে বসন স্লেখ হইল; তদ্রূপে বানর দ্বারা আনীতা, রাবণ-কৃতা যত দেব গন্ধর্ব কন্যারা ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭।

পরে ঈদৃশী অবস্থাপন্ন মন্দোদরীও রাবণাশ্রয়ে দণ্ডায়মানা হইয়া, সমধিক রোদন করতঃ দশাননকে কঞ্চুক দীন বচনে বলিতে লাগিল। দেখ নাথ! তুমি অতি নির্লজ্জ কারণ, সম্মুখে সামান্য শত্রুগণ, কেশাকর্ষণ করিয়া, যাহার মহিষীর এরূপ দুঃখবস্থা করে, সে ছীন বল হইলেও কখনই স্থির থাকিতে পারে না; তবে তুমি কেন স্থির ভাবে অবস্থান করিতেছ? অতএব জানিলাম; সকলই সময়ের অধীন। হা ধিক! হা পুত্র মেঘনাদ! তুমি এখন কোথায় রহিয়াছ? বন্যাপশু শাখায়ুগ বানরেরা তোমার জননীর কিরূপ দ্রুদশা করিয়াছে, এক বার আসিয়া দেখ। বৎস! তুমি জীবিত থাকিলে, তোমার জননীর এরূপ অপমান দেখিয়া কখনই

শ্রুত্বা তদেবিতং রাজা মন্দোদর্য্য দশাননঃ ।
 উত্তম্ভো খড়্গমাদায় তাজ্জ দেবীমিতি ক্রবন্ ॥ ৩৩
 জঘানাজ্জদমব্যগ্রঃ কটিদেশে দশাননঃ ।
 ততোঃসৃজ্য যযুঃ সর্ক্রে বিশ্বংস্যা হবনং মহৎ ॥ ৩৪
 রামপাশ্চ'মুপাগম্য তস্থুঃ সর্ক্রে প্রহর্যিতাঃ ।
 রাবণস্ত ততো ভার্য্যামুবাচ পরিষাস্ত্বয়ন্ ॥ ৩৫ ।
 দৈবাবধীনমিদং ভদ্রে ! জীবতা কিম্ দৃশ্যতে ? ।
 তাজ্জ শোকং বিশালাক্ষি ! জ্ঞানমালম্য নিশ্চিতম্ ॥

বহা করিতে সক্ষম হইতে না। হা নাথ! ভার্য্যার
 লজ্জা স্বতঃ পরতঃ স্বামীই রক্ষা করিয়া থাকেন ; কিন্তু
 আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ, সেই স্বামী বর্তমান থাকিতে, অদ্য
 তাহার বিপরীত, দেখিতেছি, এই আশ্চর্য্য! রে দগ্ধ
 প্রাণ! বলিতেছি তুমি এক্ষণে আমার দেহ পরিত্যাগ কর,
 নতুবা আর কতক্ষণ এ সব যন্ত্রণা সহ্য করিবি ? ।

মন্দোদরীর এইরূপ বহু বিল্যাপের পর, দশানন আর
 নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া অগ্রে মহিষীকে শাস্তনা করতঃ,
 ক্রোধে অধীর হইয়া, এক স্তম্ভীকৃত অসি করে 'গ্রহণ পূর্ব্বক,
 প্রথমেই অঙ্গদেয় কটিদেশে নিদাক্ষণ গ্রহণ করিল। তদর্শনে
 তত্রস্থ অপর বানরেরা অঙ্গদ সহ ক্রমে পলায়ন করতঃ সানন্দে
 রামপাশ্বে উপনীত হইয়া, সুখে অবস্থান করিতে লাগিল।
 ১২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫।

অনন্তর লক্ষ্মণের রাবণ, ভার্য্যাকে বিশেষ রূপে শাস্তনা
 করতঃ বলিতে লাগিল। দেখ, ভদ্রে! যাহা কিছু ঘটনা ঘটি-
 তেছে, সে সকলই দেবাবধীন, ইহা কি তুমি দেখিয়াও দেখি-
 তেছ না? অতএব হে বিশালাক্ষি! তুমি জ্ঞানাবলম্বন পূর্ব্বক
 এই মিথ্যাশোক ত্যাগ করতঃ স্থস্থির হও। তুমি জানিও,

অজ্ঞানপ্রভবঃ শোকঃ শোকো জ্ঞানবিনাশকৃৎ ।
 অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ শরীরাদিষ্ণান্নসু ॥ ৩৭ ॥
 তন্মূলঃ পুঞ্জদারাদিসম্বন্ধঃ সংসৃতিস্তুতঃ ।
 হর্ষশোকভয়ক্রোধলোভমোহম্পৃহাদয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
 অজ্ঞানপ্রভবা হেতে জন্মমৃত্যুজরাদয়ঃ ।
 আত্মা তু কেবলঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তো হলেপকঃ ॥
 আনন্দরূপো জ্ঞানাত্মা সর্বভাববিবর্জিতঃ ।
 ন সংযোগো বিয়োগো বা বিচ্ছতে কেনচিৎ সতঃ ॥
 এবং জাত্বা স্বমাত্মানং ত্যজ্জ শোকমনিন্দিতে ! ।
 ইদানীমেব গচ্ছামি হত্বা রামং সলক্ষ্মণম্ ॥ ৪১ ॥
 আগমিষ্যামি নো চেম্মাং দারয়িষ্যতি সায়কৈঃ ।
 ত্রীরামো বজ্রকপৈশ্চ ততো গচ্ছামি তৎপদম্ ॥ ৪২ ॥

অজ্ঞান হইতে শোক উৎপত্তি হয়; আবার শোকই জ্ঞানকে
 বিনাশ করে অজ্ঞান হইতে উৎপত্তি যে অহং বুদ্ধি, তাহা আত্মা
 ভিন্ন বাহ্যিক অনিত্য শরীরাদিতে ব্যাপিয়া আছে।
 সেই অজ্ঞান জ্ঞাত অহং ইত্যাকার জ্ঞানের মূল স্বরূপ যে,
 পুঞ্জ-দারাদি সম্বন্ধ-জ্ঞান, তাহা হইতে হর্ষ, শোক, ভয়, ক্রোধ,
 লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, জন্ম, মৃত্যু এবং জরাদির উৎপত্তি
 হয়। আত্মাকে কেবল নিছা অলেপক, আনন্দ-স্বরূপ, জ্ঞান-
 ময় এবং সর্বভাব বিবর্জিত বলিয়া জ্ঞানিবে। আত্মার কোন
 কালেই সংযোগ বিয়োগ নাই। অতএব হে আনন্দিতে! স্বীয়
 আত্মাকে এইরূপ জ্ঞান করিয়া, এ অনিত্য শোক ত্যাগ কর।
 আমি এক্ষণেই যুদ্ধে চলিলাম। অদ্য রাম লক্ষ্মণকে আমার
 হস্তে নিধন, কিম্বা ত্রীরামের অশনি সদৃশ শরে আমি পরম

তদা তয়া মে কর্তব্যং ক্রিয়া মচ্ছাসনাৎপ্রিয়ে ! ।
 সীতাং হত্যা ময়া সাক্ষাৎ ত্বং প্রবেক্ষ্যসি পাবকম্ ॥
 এবং শ্রদ্ধা বচস্তস্য রাবণস্যাতিদুঃখিতা ।
 উবাচ নাথ ! মে বাক্যং শ্রুণু সত্যং তথা কুরু ॥ ৪৪
 শক্যো ন রাঘবো জেতুং ত্বয়া চানৈঃ কদাচন ।
 রামো দেববরঃ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ৪৫ ॥
 মৎস্যো ভূত্যা পুরা কপ্পে মনুং বৈবস্বতং প্রভুঃ ।
 ররক্ষ সকলাপন্ত্যো রাঘবো তক্তবৎসলঃ ॥ ৪৬ ॥
 রামঃ কুর্মোহভবৎপূর্বং লক্ষ্যোজনবিস্মৃতঃ ।
 সমুদ্রমন্ডনে পৃষ্ঠে দধার কনকাচলম্ ॥ ৪৭ ॥
 হিরণ্যাক্ষোহতিদুর্ভক্তো হতোহনেন মহাস্থনা ।

ক্রোড়কপেণ বপুষা ক্ষোণীমুদ্ধরতা কচিন্ ॥ ৪৮ ॥
 ত্রিলোককণ্টকং দৈত্যং হিরণ্যকশিপুং পুরা ।
 হতবারাসিংহেন বপুষা রঘুনন্দনঃ ॥ ৪৯ ॥
 বিক্রমৈস্ত্রিভিরেবাসৌ বলিং বদ্ধা জগজ্জয়ম্ ।
 আক্রম্যদাৎ হরেস্ত্রায় ভূতায় রঘুসন্তমঃ ॥ ৫০ ॥
 রাক্ষসাঃ ক্ষত্রিয়াকারা জাতা ভূমেতরাবহাঃ ।
 তান্ হত্যা বহুশো রামো ভুবং জিত্বা হৃদাম্মনেঃ ॥
 স এব সাম্প্রতং জাতো রঘুবংশে পরাৎপরঃ ।
 ভবদর্শে রঘুশ্রেষ্ঠো মানুষম্বুপাগতঃ ॥ ৫২ ॥
 তস্য ভার্য্যা কিমর্থং বা হত্যা সীতা বনাদ্বলাৎ ? ।
 মম পুত্রবিনাশার্থং স্বস্যাপি নিধনায় চ ॥ ৫৩ ॥
 ইতঃ পরং বা বৈদেহীং প্রেষয়স্ব রঘুভূমে ।

পদ নিশ্চয় পাণ্ডু হইবে । পরে তুমি আমার অন্ত্যোক্তিক্রিয়ার
 পূর্বে সীতাকে বিনষ্ট করিয়া, আমার দহিত পাবকে প্রবেশ
 । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ ।

অনন্তর মন্দোদরী, রাবণের এইরূপ নিদাকণ বচন শ্রবণ
 করিয়া, অতি দুঃখিতান্তঃকরণে স্বামীকে বলিতে লাগিল ।
 দেখ নাথ ! তুমি যাহা স্থির করিয়াছ ভাণ্ড অবশ্যই হইবে,
 কিন্তু বলিতেছি, তুমি কি অন্য, রণে রাঘবকে কখনই পরা-
 জয় করিতে সক্ষম হইবে না । অতএব তুমি জানিও, শ্রীরাম
 মানুষ নয়, সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বর নারায়ণ । পুরাকল্পে
 মৎস্যাবতার হইয়া, বৈবস্বত মনুকে সকল আপদ হইতে রক্ষা
 করিয়াছিলেন, এই হেতু তক্তবৎসল রাম মানুষ নয় । আবার
 সেই রাম, পূর্বকালে লক্ষ্যোজন বিস্মৃত শরীর কুর্মাভাবতার
 হইয়া, সমুদ্রমন্ডনে পৃষ্ঠে কনকাচল ধারণ করিয়াছিলেন,
 অতএব তাঁহাকে মত্তম্য বলিয়া, নির্দেশ করা যায় না । আরও
 বলি, যে রাম, পূর্বকালে হুত হিরণ্যাক্ষকে নিধন করতঃ,

বরাহরূপ ধারণ পূর্বক, ভীষণ দন্ত দ্বারা উর্দ্ধার উদ্ধার
 সাধন করিয়াছিলেন । আরও যিনি পূর্বকালে নর-
 সিংহ রূপ ধারণ পূর্বক স্বীয় শরীর দ্বারা ত্রিলোক কণ্টক
 দৈত্য হিরণ্য কশিপুকে বিনাশ করিয়াছিলেন । আবার বে
 রঘুভূম রাম বামন রূপে ছিলনা পূর্বক বলিকে বদ্ধ করিয়া
 ত্রিভুবন আক্রমণ করতঃ দেবরাজ ইন্দ্রকে ভূত্যা ভাবে গ্রহণ
 করিয়াছিলেন । আর যিনি ভূতায় হরণ জন্য ধরায় বার-
 হার জন্ম গ্রহণ পূর্বক অসংখ্য রাক্ষস ও ক্ষত্রিয়দিগকে
 বিনাশ করিয়াছিলেন । সেই পরাৎপর পরমপুরুষ রাম
 সাম্প্রতি আপনার জন্য মানব দেহ ধারণ করিয়া রঘুবংশে
 জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । অতএব এক্ষণে জানিলাম, আমার
 পুত্রবিনাশের নিমিত্ত এবং আপনার বধের কারণ রাম-মহিষী
 বৈদেহীকে বন হইতে বলপূর্বক হরণ করিয়াছ । সে যাহা

বিভীষণায় রাজ্যং তু দত্ত্বা গচ্ছামহে বনম্ ॥ ৫৪ ॥
 মন্দোদরীবচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ।
 কথং ভদ্রে ! রণে পুজান্ ভ্রাতৃন্ রাক্ষসমণ্ডলম্ ॥
 যাতয়িত্বা রাঘবেণ জীবামি বনগোচরঃ ? ।
 রামেণ সহ যোঃস্যামি রামবানৈঃ সুষীভ্রগৈঃ ॥ ৫৬ ॥
 বিদার্যমাণো যাস্যামি তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ।
 জানামি রাঘবং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং জানামি জানকীং ।
 জাতৈব জানকী সীতা ময়া নীতা বনাদ্বলাৎ ॥ ৫৭ ॥
 রামেণ নিধনং প্রাপ্য যাস্যামীতি পরং পদম্ ।
 বিমুচ্য ত্বাং তু সংসারান্মিষ্যামি সহ প্রিয়ে ! ॥ ৫৮ ॥

পরানন্দময়ী শুদ্ধা সেব্যতে যা যুযুক্ষুতিঃ ।
 তাং গতিং তু গমিষ্যামি হতো রামেণ সংযুগে ॥
 প্রাক্কাল্য কল্যাণীহ মুক্তিং যাস্যামি দুর্জতাং ॥

ক্লেশাদিপঞ্চকতরঙ্গযুগং ভ্রমাট্যং
 দারান্নজাপ্তধনবন্ধুভূষাতিযুক্তং ।
 গুর্ভানলাভনিজরোষমনজ্জালং
 সংসারসাগরমতীত্য হরিং ব্রজামি ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে দশমোহধ্যায়ঃ ।

যদিবার যদিরাছে, এক্ষণে যাছা বলি শ্রবণ কর—অগ্রে
 বৈদেহী রামকে পরে রাজ্য বিভীষণকে প্রদান করিয়া চল
 বনে গমন করি। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১।
 ৫২। ৫৩। ৫৪।

মন্দোদরীর এইরূপ সুধাময় বাক্য শ্রবণ করিয়া, লঙ্কাধিপতি
 রাবণ বলিতে লাগিল—

হে ভদ্রে ! রাঘব কর্তৃক পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি রাক্ষস সমূহ-
 কে সমরে বিনষ্ট করিয়া বনচারী হওত কিরূপে জীবন ধারণ
 করিব ? রাম সহ যুদ্ধ করিয়া অতি শীঘ্রই তাঁহার বাণে
 বিদীর্ণ হইয়া সেই পরম বিষ্ণুর পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইব। আমি
 রাঘবকে বিষ্ণু ও জানকীকে লক্ষ্মী বলিয়া অবগত আছি,
 এবং সীতাকে ঐ রূপ জানিয়াই বন হইতে বলপূর্বক আন-

য়ন করিয়াছি ; এক্ষণে রাম কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত
 হইব, হে প্রিয়ে ! ভোমাকে বিমুক্ত করিয়া আমি সংসার
 হইতে গমন করিব। যুযুক্ষু ব্যক্তির যে আনন্দ সন্তোষ
 করিয়া থাকে আমি রাম কর্তৃক নিহত হইয়া ঐ গতি প্রাপ্ত
 হইব ; রক্ষ-দেহ-কৃত পাপ সমূহ রাম নাম স্মরণ দ্বারা দূরীভূত
 করিয়া দুর্ভাগ মুক্তি প্রাপ্ত হইব। স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, প্রভৃতি
 ব্যক্তি সমূহ রোগ ঘেঘাষি পঞ্চ ক্লেশ পাইয়াছি, এক্ষণে অনঙ্গ-
 জাল ও সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া হরির পাদপদ্ম লাভ
 করিব। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১।

ইতি শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে দশমোহধ্যায়ঃ ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

ইত্যুক্তা বচনং প্রেম্ণা রাজ্ঞীং মন্দোদরীং তদা ।
 রাবণঃ প্রায়যৌ যোদ্ধং রামেণ সহ সংযুগে ॥ ১ ॥
 দৃঢ়ং স্যান্দনমাস্থায় রূতো ঘোরৈর্নিশাচরৈঃ ।
 চক্রৈঃ ষোড়শতিযুক্তং সবকথং সকুবরং ॥ ২ ॥
 পিশাচবদনৈর্ঘোরৈঃ খরৈর্ষুক্তং ভয়াবহম্ ।
 সর্বাশ্রয়শস্ত্রসহিতং সর্কোপক্ষর সংযুতম্ ॥ ৩ ॥
 নিশ্চকামাথ সহসা রাবণো ভীষণাকৃতিঃ ।
 আয়ান্তং রাবণং দৃষ্ট্বা ভীষণং রণকর্কশম্ ॥ ৪ ॥
 সস্ত্রস্তাভূতদা সেনা বানরী রামপালিতা ॥ ৫ ॥
 হনুমানথ চোৎপ্লুতা রাবণং যোদ্ধুমাযযৌ ।
 আগত্য হনুমান্ রক্ষোবক্ষস্যতুলবিক্রমঃ ॥ ৬ ॥

মুক্তিবন্ধং দৃঢ়ং বন্ধা তাড়য়ামাস বেগতঃ ।
 তেন মুক্তিপ্রহারেণ জামুভ্যামপতদ্রথে ॥ ৭ ॥
 মুচ্ছিতোহথ মুহূর্ত্তেন রাবণঃ পুনরুস্থিতঃ ।
 উবাচ চ হনুমন্তং শূরোহসি মম সম্মতঃ ॥ ৮ ॥
 হনুমানাহ তং খিজ্রাং যন্তুং জীবসি রাবণ ! ।
 ত্বং তাবন্মুক্তিনা বক্ষো মম তাড়য় রাবণ ॥ ৯ ॥
 পঞ্চান্ময়া হতঃ প্রাণান্মোক্ষসে নাত্র সংশয়ঃ ।
 তথেতি মুক্তিনা বক্ষো রাবণেনাপি তাড়িতঃ ॥ ১০ ॥
 বিঘূর্ণমাননয়নঃ কিঞ্চিৎকশ্মুনমাযযৌ ।
 সংজ্ঞামবাপ্য কপিরাট্ রাবণং হনুমদ্যতঃ ॥ ১১ ॥

প্রেম ভরে মন্দোদরীর সহিত এই রূপ কথোপকথন করিয়া,
 দশানন জীৱাম সহ যুদ্ধ করিতে যাত্রা কারণ, পুদূঢ় স্যান্দনো-
 পরি উপবিষ্ট, ভয়ানক নিশাচর ও পিশাচ পরিবৃত্ত ষোড়শ
 চক্র রথ গুপ্তি যুক্ত, এবং নানাবিধ অস্ত্র সস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ
 সহ দশানন ভীষণাকৃতি হইয়া সহসা বহির্গত হইল । রাম-
 পালিত বানরী সেনা রাবণকে ভীষণ রণ-কর্কশ শব্দ করিতে
 করিতে আসিতে দেখিয়া ভীত হইল । অনন্তর হনুমান
 রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার আশয়ে উল্লক্ষন পূর্ব্বক উপস্থিত

হইয়া এবং মুক্তি বন্ধ করত অতি বেগে রাক্ষসের বক্ষঃ
 দেশে আঘাত করিল, রাবণ তাহাতে রথোপরি নিপতিত
 হইল, এবং ক্ষণ কাল মুচ্ছিত হইয়া পুনরায় উস্থিত হইয়া
 হনুমানকে কহিল—হে হনুমন্! তুমি যথার্থ বীর । হনুমান
 কহিল—হে রাবণ! আমাকে ধিক, কারণ তুমি জীবিত আছ
 হে রাবণ! তুমি আমার বক্ষ তাড়ন কর, পশ্চাৎ আমি
 তোমাকে প্রাণে বিনষ্ট করিব, তাহাতে তুমি মোক্ষ প্রাপ্ত
 হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । অনন্তর রাবণ মুক্তি দ্বারা
 হনুমানের বক্ষ তাড়ন করিল; হনুমান বিঘূর্ণমান নয়ন
 হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়াই আবার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রাবণকে

ততোহন্যত্র গতৌ ভীত্যা রাবণৌ রাক্ষসাধিপঃ ।
 হনুমানঋদশ্চৈব নলৌ নীলস্তম্বে চ ॥ ১২ ॥
 চত্বারঃ সমবেতাগ্রে দৃষ্টৌ রাক্ষসপুঙ্গবান্ ।
 অগ্নিবর্ণং তথা সর্পরোমাণং খড়্গারোমকং ॥ ১৩ ॥
 তথা রুশ্চিকরোমাণং নির্জম্বুঃ ক্রমশোহস্থুরান্ ।
 চত্বারশ্চতুরো হত্বা রাক্ষসান্, ভীমবিক্রমান্ ॥ ১৪ ॥
 সিংহনাদং পৃথক্ কৃত্বা রামপার্শ্বমুপাগতাঃ ।
 ততঃ ক্রুদ্ধৌ দশগ্রীবঃ সন্দশ্য দশনচ্ছদম্ ॥ ১৫ ॥
 বিব্রত্য নয়নেক্রুরৌ রামমেব স্নেধাবত ।
 দশগ্রীবৌ রথস্থস্ত রামং বজ্রোপটমঃ শটৈঃ ॥ ১৬ ॥
 আজঘান মহাঘোরৈর্ধারাভিরিব তোষদঃ ।
 রামস্য পুরতঃ সর্কান্ বানরানপি বিব্যথে ॥ ১৭ ॥
 ততঃ পাবনসংকাটৈঃ শটৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ ।

অভ্যবর্ষদ্রুণে রামৌ দশগ্রীবং সমাহিতঃ । ১৮ ।
 রথস্থং রাবণং দৃষ্টৌ ভূমিষ্ঠং রঘুনন্দনম্ ।
 আহুয় মাতলিং শক্রৌ বচনশ্লেদমব্রবীৎ ॥ ১৯ ॥
 রথেন যম ভূমিষ্ঠং শীঘ্রং যাহি রঘুত্তমম্ ।
 স্থরিতং ভূতলং গত্বা কুরুকার্যং মমানঘ । ২০ ।
 এবমুক্তোহথ তং নত্বা মাতলির্দেবসারথিঃ ।
 ততো হটৈশ্চ সংযোজ্য হরিতৈঃ স্যান্দনোত্তমম্ ॥
 স্বর্গাজ্জয়ার্থং রামস্য হ্যপচক্রাম মাতলিঃ ।
 অব্রবীচ্চ ততো রামমপ্রতর্ক্যরথেষ্টিতঃ ।
 প্রাঞ্জলির্দেবরাজেন প্রেষিতোহস্মি রঘুত্তম ! ২২ ।
 রথোহয়ং দেবরাজস্য বিজয়ায় তব প্রভো ।।
 প্রেষিতশ্চ মহারাজ ! ধনুরৈশ্চ চ ভূষিতম্ ২৩

বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর রাক্ষসাধিপ রাবণ ভীতান্তঃকরণে প্রস্থান করিল। হনুমান, অঙ্গদ, নল ও নীল সমবেত হইয়া অগ্নিবর্ণ, সর্পমান, খড়্গারোমক ও রুশ্চিক রোমাণ রাক্ষসদিগকে সম্মুখে নির্গত হইতে দেখিয়া ভীম বিক্রম চারি জনকে বিনষ্ট করিল, এবং প্রত্যেকেই সিংহনাদ করিতে করিতে রাম পার্শ্বে উপনীত হইল। অনন্তর দশগ্রীব ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া আরক্ত লোচনে রাম দিকে ধাবিত হইল এবং রথস্থ হইয়া ত্রীরামোপরি বরিষার ধারায় ন্যায় বজ্রোপম শর সমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহাতে রাম-সম্মুখবর্তী বানরগণ বাধিত হইতে লাগিল। অনন্তর রামচন্দ্র কাঞ্চন ভূষণ জড়িত পাবক সকাশ বাণ দ্বারা দশা-

ননকে সমাচ্ছাদন করিলেন। এই সময় ইন্দ্র রাবণকে রথোপরি ও রঘুনাথকে ভূতলে দর্শন করিয়া মাতলিকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন—তুমি আমার রথ লইয়া ভূতলে গমন পূর্বক রাম সন্নিধানে উপস্থিত হও—হে অনঘ! তুমি আমার এই কার্য কর। অনন্তর মাতলি তাঁহাকে নমস্কার পূর্বক হরিভ বর্ণের অশ্ব উত্তম রথে যোজনা করিয়া রামের স্বর্গ বিজয়ের জন্য আগমন করিল, এবং রাম সম্মুখে উপনীত হইয়া কহিল—হে ত্রীরাম! আমি দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি, হে প্রভো! আপনার বিজয়ের জন্য দেবরাজের এই রথ উপস্থিত, এবং ভৎকর্তৃক ধনুঃ ও ইন্দ্র বাণ প্রেরিত হইয়াছে। ১২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩

অভেদ্যাং কবচং ধ্বজাং দিব্যভূগীযুগং তথা ।

আকৃহ্য চ রথং রাম ! রাবণং জ্বহি রাক্ষসম্ । ২৪।

ময়া সারথিনা দেব ! বৃত্তং দেবপতির্যথা ।

ইত্যাক্তস্তং পরিক্রম্য নমস্কৃত্য রথোত্তমম্ । ২৫।

আকরোহ রথং রামো লোকান্ লক্ষ্ম্যা নিযোজয়ন্

ততোহভবন্মহাযুদ্ধং তৈরবং রোমহর্ষণম্ । ২৬।

মহাঅনো রাঘবস্য রাবণস্য চ ধীমতঃ ।

আগ্নেয়েন চ আগ্নেয়ং দৈবং দৈবেন রাঘবঃ । ২৭।

অস্ত্রং রাক্ষসরাজস্য জঘান পরমাস্ত্রবিৎ ।

ততস্ত সসৃজে ঘোরং রাক্ষসং চাস্ত্রমস্ত্রবিৎ । ২৮।

ক্রোধেন মহতাবিষ্টো রামস্যোপরি রাবণঃ ।

রাবণস্য ধনুর্মুক্তাঃ সর্পা ভূত্বা মহাবিষাঃ ।

শরাঃ কাঞ্চনপুষ্পাতা রাঘবং পরিতোহপতন্ । ২৯

তৈঃ শরৈঃ সর্পবদনৈর্কর্মস্তিরনলং মুঠৈঃ ।

দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব ব্যাপ্তাস্তত্র তদাভবন্ । ৩০।

রামঃ সর্পাংস্ততো দৃষ্ট্বা সমস্তাং পরিপূরিভান্ ।

সৌপর্ণমস্ত্রং তং ঘোরং পুরঃ প্রাবর্তয়দ্রুগে । ৩১

রামেণ মুক্তাস্তে বাণা ভূত্বা গরুড়রূপিণঃ ।

চিচ্ছিহুঃ সর্পবাণাংস্তান্ সমস্তাং সর্পশত্রবঃ । ৩২।

অস্ত্রে প্রতিহতে যুদ্ধে রামেণ দশকক্ষরঃ ।

অভাবর্ষস্ততো রামং ঘোরাতিঃ শরবৃষ্টিভিঃ । ৩৩।

ততঃ পুনঃ শরানীকৈ রামমক্লিষ্টকারিণম্ ।

অর্দয়িত্বা তু ঘোরেণ মাতলিং প্রত্যবিধ্যত । ৩৪।

পাতয়িত্বা রথোপস্থে রথকেভুং চ কাঞ্চনম্ ।

ঐন্দ্রানশ্বানভ্যহনজাবণঃ ক্রোধ মুচ্ছিতঃ । ৩৫।

বিষেদুর্দেবগন্ধর্বাস্চারুণাঃ পিতরস্তথা ।

আতর্ক্যারং হরিং দৃষ্ট্বা ব্যথিতাশ্চ মহর্ষয়ঃ । ৩৬।

হে শ্রীরাম ! তিনি অভেদ্য কবচ, ধ্বজা, দিব্য ভূগীর বস ও
প্রেরণ করিয়াছেন ; অতএব আপনি রথে আরোহণ করিয়া
দেবপতি যেমন এই সারথি সমভিযাহারে করিয়া বৃত্তান্তরূপে
বিনাশ করিয়া ছিলেন, সেই রূপে দশাননকে বিনাশ করুন।
মাতলি এই রূপে কহিলে রামচন্দ্র রথকে নমস্কার করিয়া,
রাবণ বধের অশ্ব কালাবশিষ্ট আছে বোধে, অনন্দিত
হইয়া, রথোপরি আরোহণ করিলেন । ২৪। ২৫

অনন্তর রাম ও রাবণে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।
পরমাস্ত্র বিশারদ রামচন্দ্র রক্ষপতির আগ্নেয়বাণ এবং দৈববাণ
খণ্ড খণ্ড করণান্তর মহা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাবণ প্রতি
ঘোর অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, রাবণ ও ক্রোধ পরভূত হইয়া
রামোপরি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং ঐ বাণ তক্ষশু-

মুক্ত হইয়া মহাবিষ সর্প হইল এবং তাহারা মুখ হইতে অনল
নির্গত করিতে করিতে চারিধিকে পরিব্যাপ্ত হইল ; শ্রীরাম
চন্দ্র তক্ষশনে সৌপর্ণাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, ঐ বাণ পরিত্যক্ত
হইয়া মাত্র সর্প শত্রু গরুড়রূপী হইয়া সর্প বাণ ছেদন করিল
দশানন যুদ্ধে সর্পবাণ প্রতিহত দেখিয়া রামোপরি অবিরল
হারায় শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। অনন্তর রাবণ পুনর্বার
অক্লিষ্ট রামকে অসংখ্য শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পরে মাতলিকে
বিদ্ধ করিল। এবং ক্রোধ-মুচ্ছিত হইয়া কাঞ্চন ময় ধ্বজা
ছেদন ও অশ্ব সমূহ বিদ্ধ করিল। দেব, গন্ধর্ব, চারণ, ঋষি
প্রভৃতি লোক সমস্ত রামকে বিহ্বল দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত

বাথিতা বানরেন্দ্রাশ্চ বভূবুঃ সবিভীষণাঃ ।
 দশাশ্বো বিংশতিভুজঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ । ৩৭ ।
 দদৃশে রাবণস্তত্র মৈনাক ইব পর্কতঃ ।
 রামস্ত ভূকুটিং বদ্ধা ক্রোধমংরক্তলোচনঃ ॥ ৩৮ ॥
 কোপং চকার মদৃশং নির্দিহন্নিব রাক্ষসম্ ।
 ধনুৰাদায় দেবেন্দ্রধনুরাকারমদ্রুতম্ । ৩৯ ।
 গৃহীত্বা পাণিনা বাণং কালানলসমপ্রভম্ ।
 নির্দিহন্নিব চক্ষুর্দ্যং দদৃশে রিপুসন্তিকে ॥ ৪০ ॥
 পরাক্রমং দর্শয়িতুং তেজসা প্রজ্বলন্নিব ।
 প্রচক্রমে কালকপী সর্বলোকস্থ পশাতঃ । ৪১ ।
 নিকৃষ্য চাপং রামস্ত রাবণং প্রতিবিধা চ ।
 হর্ষয়ন্ বানরানীকং কালান্তক উবাবলৌ ॥ ৪২ ॥
 ক্রুদ্ধং রামস্থ বদনং দৃষ্ট্বা শত্রুং প্রধাবতঃ ।
 তত্রস্থঃ সর্বভুতানি চচাগ চ বসুন্ধরা ॥ ৪৩ ॥

হইলেন; কপীধ্বংস ও বিভীষণ রাবণকে বিংশতি হস্তে
 শরাসন গ্রহণ করিতে দেখিয়া, বাথিতমনা হইলেন । এবং
 রাবণকে যেন মৈনাক পর্কতসদৃশ বোধ হইতে লাগিল ।
 তদর্শনে শ্রীরামচন্দ্র কালানল-সমপ্রভ বাণ করে গ্রহণ করিয়া,
 চক্ষুদি দ্বারাই যেন শত্রু দষ্ট করিবার নিমিত্ত চারিদিকে
 পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং তেজ দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া
 সর্বলোক সমক্ষে স্বীয় পরাক্রম পরিদর্শন করিয়া, রাবণ-
 বিনাশ জন্য কালরূপী হইলেন । শ্রীরামচন্দ্র চাপাকর্ষণ পূর্বক
 রাবণকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া, বানরগণের হর্ষোৎপাদন
 করতঃ, কালান্তকের ন্যায় উপস্থিত হইলেন; তাঁহার
 ক্রোধাগ্নিপূর্ণ বদনমণ্ডল দর্শনে সর্ব প্রাণি ভীত হইতে
 লাগিল এবং বসুন্ধরা কম্পমানা হইলেন । স্বর্গ, মর্ত্ত ও

রামং দৃষ্ট্বা মহারৌদ্রমুৎপাতাংশ্চ স্ফুটয়ান্ ।
 তস্তানি সর্বভুতানি রাবণং চাবিশ্চলয়ন্ ॥ ৪৪ ॥
 বিমানস্থঃ সুরগণাঃ সিদ্ধগন্ধর্বকিন্নরাঃ ।
 দদৃশুঃ সূমহাবুদ্ধং লোকসম্বর্ত্তকোপমম্ ।
 ঐন্দ্রমস্ত্রং সমাদায় রাবণস্থ শিরোহচ্ছিনৎ ॥ ৪৫ ॥
 মূর্ছানো রাবণস্তাথ বহবো রুধিরোক্ষিতাঃ ।
 গগনাৎপ্রপতন্তি স্ম তালাদিব ফলানি হি ॥ ৪৬ ॥
 ন দিনং ন চ বৈ রাত্রির্ন সন্ধ্যা ন দিশোঽপি বা ।
 প্রকাশন্তে ন তদ্রূপং দৃশ্যতে তত্র সঙ্করে ॥ ৪৭ ॥
 ততো রামো বভূবাত বিস্ময়াবিষ্টমানসঃ ।
 শতমেকোত্তরং ছিন্নং শিরসাং চৈকবর্চসাম্ ॥ ৪৮ ॥
 ন চৈব রাবণঃ শান্তো দৃশ্যতে জীবিতক্ৰয়াৎ ।
 ততঃ সর্গাস্ত্রবিছীরঃ কৌশল্যানন্দর্জনঃ ॥ ৪৯ ॥

পাতালস্থ লোক সমস্ত শ্রীরামকে মহা কোপাগ্নিত ও দর্শ-
 নীকে সন্দর্শন করিয়া ভয় বিহ্বল হইল । সুরগণ,
 সিদ্ধগণ, গন্ধর্বগণ ও কিন্নরগণ বিমান হইতে সর্বলোকপ্রায়
 যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে শ্রীরাম ঐন্দ্রবাণ
 গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে রাবণের সমস্ত শিরশ্ছেদন করিলেন,
 স্তব্রাং রাবণের মস্তক হইতে প্রভূত শোণিত ক্ষরিত হইতে
 লাগিল, রাবণ-মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হওয়াতে
 বোধ হইতে লাগিল যেন গগন হইতে তাল ফল সমূহ নিপতিত
 হইতেছে । দিবা নাই, রাত্রি নাই, সন্ধ্যা নাই, দিক্ নাই,
 রাবণের সহিত শ্রীরামের যোঁতর সংগ্রাম হইতে লাগিল,
 রামচন্দ্র একশত এক বার তুলাভেজী মস্তক ছেদন করিলেন ।
 কিন্তু পুনরায় মস্তক পরিদৃশ্যমান হইল, তাহাতে রঘুনন্দন
 সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন । রাবণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে জীবন
 পাইয়াও বিগত চেষ্ট হইলনা । অনন্তর সর্গাস্ত্র বিশারদ

অস্ত্রেণৈব বহুত্বিহুশ্চিন্তয়ামাস রাঘবঃ ।
 যৈর্ঘৈর্বৈগৈহতা দৈত্যা মহাসত্ত্বপরাক্রমাঃ ॥ ৫০ ॥
 ত এত নিষ্ফলং যাতা রাবণস্ত নিপাতনে ।
 ইতি চিন্তাকূলে রামে সমীপস্থে বিভীষণঃ ॥ ৫১ ॥
 উবাচ রাঘবং বাক্যং ব্রহ্মদত্তবরো হসৌ ।
 বিচ্ছিন্না বাহুবোহপাস্য বিচ্ছিন্নানি শিরাংসি চ ।
 উৎপৎসন্তি পুনঃ শীঘ্রমিত্যাহ ভগবানজঃ ।
 নাভিদেশেহমৃতং তস্ত কুণ্ডলাকারসংস্থিতম্ ॥ ৫৩ ॥
 তচ্ছোষণানলাগ্নেণ তস্ত মৃত্যুস্ততো ভবেৎ ।
 বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামঃ শীঘ্রপরাক্রমঃ ॥ ৫৪ ॥
 পাবকাস্ত্রেণ সংযোজ্য নাভিং বিব্যাধ রক্ষসঃ ।
 অনন্তরং চ চিচ্ছেদ শিরাংসি চ মহাবলঃ ॥ ৫৫ ॥

বাহুনপি চ সংরোধো রাবণস্ত রত্নমুখমঃ ।
 ততো ঘোরাং মহাশক্তিমান্দায় দশকন্ধরঃ ॥ ৫৬ ॥
 বিভীষণবধার্থায় চিচ্ছেদ ক্রোধবিহ্বলঃ ।
 চিচ্ছেদ রাঘবো বাগৈস্তাং শিতৈর্হেমভূষিতৈঃ ॥ ৫৭ ॥
 দশগ্রীবশিরঃশূন্যাত্তদা ভৈজো বিনিগতম্ ।
 স্নানকপো বভূবাহু ছিন্নৈঃ শীর্ষৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ॥ ৫৮ ॥
 একেন মুখ্যশিরস্য বাহুভ্যাং রাবণো বভৌ ।
 রাবণস্ত পুনঃক্রুদ্ধো নান্যস্ত্রাস্ত্ররুচিতিঃ ॥ ৫৯ ॥
 ববর্ষ রামং তং রামস্তথা বগৈর্কবর্ষ চ ।
 ততো যুদ্ধমভূৎ ঘোরাং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ৬০ ॥
 অথ সংস্মারয়ামাস মাতলী রাঘবং তদা ।
 বিসৃজ্যস্ত্রং বধায়াস্য ব্রাহ্মণঃ শীঘ্রং রঘুত্তম ! ॥ ৬১ ॥

কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রামচন্দ্র যে যে বাণ পরিত্যাগ করিয়াছি-
 লেন, সেই সকল মহাপরাক্রমদৈত্যকে নিপাত করিতে অসমর্থ
 হওয়ার, তিনি চিন্তাকুলিত হইলে, বিভীষণ ঔহার সমী-
 পবর্তী হইয়া, রাঘবকে ব্রহ্মদত্ত বর বিষয় উল্লেখ করিলেন এবং
 কহিলেন—হে রামচন্দ্র! ভগবান্ ব্রহ্মা ইহাকে এই বর
 দিয়াছিলেন যে, ঔহার মস্তক বার বার বিচ্ছিন্ন হইলেও
 পুনরায় উৎপন্ন হইবে, কিছুতেই মৃত্যু হইবে না ।
 ১৪০ । ১৪১ । ১৪২ । ১৪৩ । ১৪৪ । ১৪৫ । ১৪৬ । ১৪৭ । ১৪৮ । ১৪৯ ।
 ১৫০ । ১৫১ । ১৫২ ।

হে রাঘব! রাবণের মণ্ডলাকার নাভিগর্ভে অমৃত আছে,
 আপনি আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা তাহা পোষণ করিলে ঔহার মৃত্যু
 হইবে; রামচন্দ্র বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া লঘু হস্তে পাব-
 কাস্ত্র শরাসনে নগ্নী শর সংযোজন পূর্বক রাক্ষসের নাভিদেশ
 বিদ্ধ করিলেন, অনন্তর তাহার মস্তক ছেদন করিয়া তাহার বাহু

সমস্ত আক্রমণ করিলেন। পরে দশানন ক্রোধ বিহ্বল হইয়া
 অতি ভীষণ মহাশক্তি গ্রহণ পূর্বক বিভীষণকে বিনাশ করি-
 বার আশয়ে তাহা পরিত্যাগ করিল, রাঘবও হেমভূষিত তীক্ষ্ণ
 বাণ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দশাননের ছিন্ন
 শীর্ষ হইতে তেজোপগম হইতে লাগিল, সূতরাং রক্ষ বিকৃতরূপী
 হইল; রাবণ প্রধান মস্তক ও হস্ত সম্বলিত হইয়া রহিল;
 পরে পুনর্বার কোপাঘ্রিত হইয়া বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র জালে রাম-
 চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিল, শ্রীরামও অবিরল ধারায় শর বৃষ্টি
 করিতে লাগিলেন, অনন্তর দুইজনে লোম হর্ষণ তুমুল
 সংগ্রাম হইতে লাগিল। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮।
 ৫৯। ৬০।

অনন্তর ইন্দ্র সাবধি মাতলী শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া
 দিয়া কহিল—হে রঘুবর! রাবণ বিনাশ হেতু ব্রহ্ম অস্ত্র শীঘ্র

বিনাশকালঃ প্রথিতো যঃ সূরৈঃ সোচন্তু বর্ত্ততে ।
 উত্তমাক্ষং ন চৈতস্য চ্ছেদব্যং রাঘব ! ত্বয়া । ৬২
 নৈব শীর্ণ প্রভো ! বধো বধ্য এব হি মৰ্ম্মগি ।
 ততঃ সংস্মারিতো রামস্তেন বাক্যেন মাতলেঃ ৬৩
 জগ্ৰাহ সশরং দীপ্তং নিঃশ্বনস্তমিবোরগম্ ।
 যস্য পার্শ্বে তু পবনঃ ফলে ভাস্করপাবকৌ । ৬৪ ।
 শরীরমাকাশময়ং গৌরবে মেরুমন্দরৌ ।
 পৰ্শ্বষপি চ বিন্যস্তা লোকপালা মহৌজসঃ ৬৫ ॥
 জাজ্বল্যমানং বপুষা শান্তভাস্করবচনা ।
 তমুগ্রমস্ত্রং লোকানাং ভয়নাশনমন্তুতম্ । ৬৬ ॥
 অতিমত্তা ততো রামস্তং মহেৰুং মহাভুজঃ ।
 বেদপ্রোক্তেন বিধিনা সন্দধে কাম্মুকে বলী ৬৭

পরিভ্যাগ করিল, উহার বিনাশ বিষয়ে দেবতাদিগের দ্বারা
 বাহ্য কথিত হইয়াছে তাহা অর্থাৎ হইবে, কিন্তু হে রাঘব !
 অন্য কোন শর দ্বারা উহার মস্তক ছিন্ন হইবে না, হে
 প্রভো ! উহার মস্তক হেদনে বিনাশ নাই, তবে উরস্থল বিদ্ধ
 হইলেই উহার মৃত্যু হইবে। মাতলি বাক্যে শ্রীরামচন্দ্রের
 স্মরণ পথে রাবণবধ বিষয় জাগরুক হইলে, তিনি সগর্জ
 আশিষ্য সদৃশ ও সুদীপ্তায়মান শর গ্রহণ করিলেন ;
 তাহার পার্শ্বে পবন—ফলকে সূর্য্যায় সমন্বিত—শরীর
 আকাশময় অর্থাৎ বায়বাক্য্য ছেতু হিরণ্যগর্ভ—গৌরবে
 মেক পর্শ্বত সদৃশ—মহাতেজস্বী লোকপাল সকলের বল-
 প্রকাশ পায়—বাহার দেহের কান্তি মাধ্যাত্মিক সৌর কিরণকেও
 লঙ্ঘিত করে—মহাতেজ শ্রীরামচন্দ্র ঐ দোর্দণ্ড, সর্বলোক
 ভয়নাশী অস্ত্রুত বাণ বেদোক্তানুযায়ী মন্ত্রপুত করিয়া শরাসনে

তস্মিন্ সক্ষীয়মানে রাঘবেণ শরোত্তমে ।
 সর্বভূতানি বিজ্রেমুশ্চাল চ বশুক্ষরা ॥ ৬৮ ॥
 স রাবণায় সংক্রুদ্ধো ভূশমানম্য কাম্ম কম্ ।
 চিক্রেপ পরমায়ত্তস্তমস্ত্রং মৰ্ম্মঘাতিনম্ ॥ ৬৯ ॥
 স বজ্র ইব দুর্দ্ধৰ্ষো বজ্রপাণিবিমর্জিতঃ ।
 কৃতান্ত ইব ঘোরালো নাপতজ্জাবণোরসি ! ৭০ ।
 স নিমগ্নো মহাঘোরঃ শরীরাস্তকরঃ পরঃ ।
 বিভেদ হৃদয়ং তুর্ণং রাবণস্য মহাঅনং । ৭১ ।
 রাণস্যাহরৎপ্রাণান্ নিবেশ ধরণীতলে ।
 স শরো রাবণং হত্বা রামতুণীরমাবিশৎ ॥ ৭২ ॥
 তস্য হস্তাৎ পপাতাশু সশরং কাম্মকং মহৎ ।
 গতাস্ত্রমিবেগেন রাক্ষসেন্দ্রোহপতন্তুবি ॥ ৭৩ ॥
 তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ হতশেষাশ্চ রাক্ষসাঃ ।
 হতনাথঃ ভয়ত্রস্তা দুক্রবুঃ সর্বতো দিশম্ ॥ ৭৪ ॥

আরোপণ করিলেন, রঘুবীর সেই মহাশর সন্ধান করিলে
 সমস্ত জীব ভয়াকুলিত ও বশুক্ষরা কম্পমানা হইতে লাগিল ।
 ৬১ । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ ।

মহাবীর রামচন্দ্র সাতিশর ক্রুদ্ধ হইয়া চাপাকর্ষণ পূর্বক
 সেই সর্বঘাতী মহাত্ম্র পরিভ্যাগ করিলেন—বাণ রামচন্দ্রের
 বজ্রতুল্য হস্ত পরিত্যক্ত হইয়া কৃতান্তের ন্যায় দশাননের উপরে
 নিপতিত হইল। সেই শরীরাস্তকর মহাঘোর শর পতিত
 হইয়া মহাত্ম্র রাবণের হৃদয় অতি শীঘ্র ভেদ করিল ; অনন্তর
 রাবণ সংজ্ঞা বিহীন হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলে ঐ মহাত্ম্র
 রক্ষপতিবে বিনাশ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্বক রামচন্দ্রের
 তুণীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর রাবণের হস্ত হঠতে
 সশর শরাসন শীঘ্র স্থলিত হইল—এবং অবশিষ্ট রাক্ষসেরা
 দশাননকে ধরণীতলে পতিত দেখিয়া মহা আশিত হওত
 চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে বানরেরা রাবণ

দশগ্রীবস্য নিধনং বিজয়ং রাঘবস্য চ ।

ভতো বিনেতুঃ সংহৃষ্টা বানরা জিত কাশিনঃ ॥ ৭৫ ॥

বদন্তো রামবিজয়ং রাবণস্য চ তদ্বধম্ ।

অথাস্তরীক্ষে ব্যনদৎ সৌম্যাস্ত্রিশদশদুন্দুভিঃ ॥ ৭৬ ॥

পপাত পুষ্পরক্তিচ্চ সমস্তাদ্রাঘবোপরি ।

তুচ্ছবুধুনয়ঃ সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ দিবৌকসঃ ॥ ৭৭ ॥

অথাস্তরীক্ষে বনুতুঃ সৰ্বতোহপ্সরসো মুদা ।

রাবণস্য চ দেহোস্থং জ্যোদিরাদিত্যবৎ সুরং ॥ ৭৮ ॥

প্রবিবেশ রঘুশ্রেষ্ঠং দেবানাং পশ্যতাং সতাম্ ।

দেবা উচুঃ ভাগ্যং রাবণস্য মহাঅনঃ ॥ ৭৯ ॥

বয়ং তু স ত্বিকা দেবা বিষ্ণাঃ কাৰ্ণ্যভাজনাঃ ।

ভয়দুঃখাদিভিৰ্যাপ্তাঃ সংসারে পরিবর্তিনঃ ॥ ৮০ ॥

অয়ং তু রাক্ষসঃ ক্রুরো ব্রহ্মহাতী তামসঃ ।

পরদাররতো বিষ্ণুদ্রেষী তাপসহিংসকঃ ॥ ৮১ ॥

পশ্যৎসু সৰ্বভূতেষু রামমেব প্রবিক্তবান্ ।

এবং ক্রবৎসু দেবেষু নারদঃ প্রাহ সন্মিতঃ ॥ ৮২ ॥

শৃণুতাত্ত সুরা ! যুয়ং ধৰ্ম্মতত্ত্ববিচক্ষণাঃ ।

রাবণো রাঘবদ্রেষাদনিশং হৃদি ভাবয়ন্ ॥ ৮৩ ॥

ভূতৈঃ সহ সদা রামচরিত্রং দ্বেষসংযুতঃ ।

শ্রদ্ধা রামাৎ স্বনিধনং ভয়ং সৰ্বত্র রাঘবম্ ॥ ৮৪ ॥

পশ্যন্নুদিনং স্বপ্নে রামমেবানুপশ্যতি ।

ক্রোধোহপি রাবণস্যাস্ত গুরুবোধধিকোহভবৎ ॥

রামেণ নিহতশ্চান্তে নিধৃত্যশেষকল্মষঃ ।

রামসায়ুজ্যমেবাপ রাবণো মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৮৬ ॥

নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে ও শ্রীরামচন্দ্র বিজয়ী হইয়াছেন সমদর্শনে
যার পর নাই হস্তমনা হইল—এবং কেহ “রাম জয়” “রাম জয়”
শব্দ কেহ তৎকর্তৃক রাবণ বধ শব্দ আরম্ভ করিল—ওদিকে
অস্তরীক্ষে সৌম্যভাবানপন্ন দেবগণ সানন্দে দুন্দুভি ধ্বনি এবং
মধ্যে মধ্যে রাঘবোপরি পুষ্পরক্তি করিতে লাগিলেন । তৎ-
কালে মুনিগণও সিদ্ধ, চারণ এবং গন্ধৰ্ব্ব প্রভৃতি দিবৌকস-
গণ প্রধান শত্রু নিধনে সহাস্য বদন হইলেন এবং অপ্সরাগণ
সাক্ষাদে তৃপ্ত করিতে লাগিল । ৬৯ । ৭০ । ৭১ । ৭২ । ৭৩ ।
৭৪ । ৭৫ । ৭৬ । ৭৭ ।

এক্ষণে রাবণের দেহ হইতে সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতি বহির্গত
হইয়া দেবতাদিগের সমক্ষে রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের শরীর মধ্যে
প্রবেশ করিল—ওদর্শনে তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন
যে, মহাত্মা রাবণের কি সৌভাগ্য ! আমরা সাত্ত্বিক দেবতা—
বিষ্ণুর দয়ার পাত্র, ভয় দুঃখাদি পরিব্যাপ্ত, এবং সংসারে
গিণ্ড থাকিয়া কেবল ইন্ততঃ করিয়া থাকি, কিন্তু এই রাক্ষস

ক্রুর, ব্রহ্মহাতী, সাত্ত্বিক অহকারী, পরদী চরণে তৎপর
বিষ্ণুদ্রেষী, ও মুনি হিংসক হইয়া, দেখ দেখ সৰ্বভূত
সমক্ষে রাম শরীরে প্রবেশ করিতেছে—দেবতারা এইরূপ
কহিলেন—দেবর্ষি নারদ দ্বিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন—
দেবগণ ! মনোনিবেশ করিয়া ধৰ্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ কর । ৭৮ । ৭৯ ।
৮০ । ৮১ । ৮২ ।

মহাত্মা রাবণ ধেম সংযুক্ত হইলেও গুরুসারণদির নিকট ভূত
সমবাহারে শ্রীরাম চরিত্র শ্রবণ করিয়াও তাঁহার হৃদয় মধ্যে
শ্রীরামকে সৰ্বদা ভাবনা করিয়া—এবং শ্রীরাম হইতে শীঘ্র নিধন
হইবে শুনিয়া ভয়প্রযুক্ত কি স্বপ্নে কি জাগ্রতাবস্থায় সৰ্বদা সকল
সময় রাম দর্শন করিতেন ; এক্ষণে শ্রীরামকে সম্মুখে দেখিয়া
অতি ক্রুদ্ধ হইলেও গুরুপদেশ শুনি তাহার দিব্য জ্ঞান
জাগিয়াছে—অধুনা রামকর্তৃক নিহত হইয়া রাবণ সৰ্ব পাপ ও
বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া শ্রীরামের সায়ুজ্য প্রাপ্ত হইলেন ।
৮৩ । ৮৪ । ৮৫ । ৮৬ ।

পাপিষ্ঠো বা ছুরায়া পরধন-
 পরদারেষু সক্তো যদি স্যা-
 মিত্যং স্নেহাৎ ভয়াদা রঘু-
 কুলতিলকং ভাবয়ন্ সম্পরেতঃ ।
 ত্বা শুদ্ধান্তরকো ভবশত-
 জনিতানেকদোষৈর্বিমুক্তঃ
 সাত্তা রামস্য বিষ্ণোঃ সুরবর-

বজ্রাঙ্গি রাবণ পাপায়া বা ছুরায়া হইয়াও কিম্বা নিরস্তর পর-
 ধন ও পরদারে আক্রান্ত থাকিয়াও প্রতিদিন ভক্তিভাবে
 কিম্বা ভরে রঘুকুলতিলক শ্রীরামকে চিন্তা করত মরিয়াছে ;
 অতএব সে শুদ্ধান্তরকো ও সংসার শতজনিত বহুদোষ হইতে
 বিমুক্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রথমেই মগাবিষ্ণু, শ্রীরামের সুরবর
 সেবিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছে । যুদ্ধে ত্রিভুবনকণ্টক

বিমুক্তং যাতি বৈকুণ্ঠমাদ্যম্ ॥ ৮৭ ॥

ত্বা যুদ্ধে দশাসাং ত্রিভুবনবিষমং বামহস্তেন চাপং
 ভুমৌ বিষ্টত্যা তিষ্ঠন্নিবরকরধৃতং ভ্রাময়ন্ বাণমেকম্
 যারক্তোপাস্ত্রনেত্রঃ শরদলিতবপুঃসূর্য্যাকোটীপ্রকাশো
 বীরশ্রীবন্ধুরাধঃ স্ত্রিংশপতিমুতঃ পাতু মাং বীররামঃ

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামারণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে একাদশোহধ্যায়ঃ ।

দশাননকে বিনাশ করিয়া, বামহস্তে চাপ ভূমে রক্ষা করতঃ
 এবং দক্ষিণ হস্তে একটি বাণ ধারণ করিয়া ঘূর্ণায়মান করতঃ
 চক্ষুদ্বয় আরক্তবর্ণ করিয়া দণ্ডায়মান কোটীস্বাভ্যাসিত
 শরফলশরীর, বীরোগ্রাণ্য, বন্ধুর-অঙ্গ, এবং ত্রিংশ পতির দত্ত
 এইরূপ মহাবীর শ্রীরাম নিরতঃ আমাকে রক্ষা করণ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামারণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে একাদশোহধ্যায়ঃ ।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

রামো বিভীষণং দৃষ্ট্বা হনুমন্তং তথাঙ্গদম্ ।

লক্ষ্মণং কপিরাঙ্গং চ জাম্ববন্তং তথাপ্ৰান্ ॥ ১ ॥

পরিভ্রুঞ্চে ন মনসা সৰ্ব্বানৈবাত্রবীজ্জচঃ ।

ভবতাং বাহুবীৰ্য্যেণ নিহতো রাবণো ময়া ॥ ২ ॥

কীর্ত্তিঃ স্থাস্যতি বঃ পুণ্য যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ।

কীর্ত্তয়িষ্যন্তি ভবতাং কথাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্ ॥ ৩ ॥

যযোপেতাং কলিহরাং যাস্যন্তি পরমাং গতিম্ ।

এতস্মিন্মন্তরে দৃষ্ট্বা রাবণং পতিতং ভুবি ॥ ৪ ॥

মন্দোদরীমুখাঃ সৰ্ব্বাঃ স্ত্রিয়ো রাবণপালিতাঃ ।

পতিতা রাবণস্যাগ্রে শোচন্ত্যঃ পর্য্যদেবসম্ ॥ ৫ ॥

বিভীষণঃ শুশোচাত্তো শোকেন মহতাপ্রতঃ ।

পতিতো রাবণস্যাগ্রে বহুধা পর্য্যদেবসম্ ॥ ৬ ॥

রামস্ত লক্ষ্মণং প্রাহ বোধয়স্ব বিভীষণম্ ।

করোতু ভ্রাতৃসংস্কারং কিং বিলম্বেন ? মানদ !

স্ত্রিয়ো মন্দোদরীমুখাঃ পতিতা বিলপন্তি চ ।

নিবরয়তু তাঃ সৰ্ব্বা রাক্ষসী রাবণপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

এবমুক্তোহথ রামেণ লক্ষ্মণোহগাদ্বিভীষণম্ ।

উবাচ মৃতকোপান্তে পতিতং মৃতকোপমম্ ॥ ৯ ॥

অনন্তর জীহর ত্রীপার্কতী সরিধানে বলিয়াছিলেন। অনন্তর ত্রীরামচন্দ্র যুদ্ধান্তে বিভীষণ, হনুমান, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ, কপিরাঙ্গ সুগ্রীব, জাম্ববান্ এবং অন্যান্য বানরগণকে স্ত্রীয় সরিধানে উপস্থিত অবলোকন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কহিতে লাগিলেন—হে বীরগণ! অদ্য তোমাদিগেরই বীৰ্য্যবলে ও সাহায্যে রাবণ আমা কর্তৃক রণে বিনষ্ট হইল; অতএব আমি বলিতেছি, দিবাকর ও নিশাকরের অবস্থান কাল পর্য্যন্ত তোমাদিগের ত্রৈলোক্য পাবনী পুণ্য-কীর্ত্তি মেদিনী স্থায়িনী হইবে; আর কলিকালে এই ভুলোকে লোকে আমাবৃত্ত তোমাদিগের এই সমস্ত পুণ্য কথা কীর্ত্তন করিয়া যুনিগণ-রাধা পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে। এই রূপে ত্রীরাম স্বপক্ষ যোদ্ধা বর্গকে বলিতেছেন, ইত্যবসরে মন্দোদরী প্রভৃতি রাবণ

পালিতা স্ত্রীগণ, লঙ্কেশ্বরকে রণে নিহত এবং ধরায় নিপতিত দর্শনে, ভাঙ্গার পাদ যুগলের অগ্রে পতিত হইয়া উঠে:স্বরে বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। ১।২।৩।৪।৫।

অনন্তর ত্রীরাম, বিভীষণ ও মন্দোদরী প্রভৃতি স্ত্রী-গণকে সাশ্বনা করিবার নিমিত্ত, লক্ষ্মণকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সরিষেকী লক্ষ্মণও জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অত্যন্ত শোকাবিষ্ট ও রোদ্ধমান বিভীষণকে বলিতে লাগিলেন, হে ধার্ম্মিকবর বিভীষণ! তুমি অগ্রে স্ত্রীয় শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বামী সম্মুখে নিপতিতা বিলাপকারিণী মন্দোদরী প্রভৃতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূদিগকে সাশ্বনা করতঃ পশ্চাৎ ভ্রাতৃ সংস্কার কর, আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। দেখ, মধ্যে বিভীষণ! তুমি যাহার জন্য এত হঃখ ও

শোকেন মহতাবিস্কং সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ !।
 যং শোচসি ত্বং দুঃখেন কোহয়ং তব ? বিভীষণ ।
 ত্বং বাস্য কতমঃ সৃষ্টেঃ পুরন্দানীমতঃপরম্ ।
 যদ্বন্তোযৌঘপতিতাঃ সিকতা যাস্তি তদ্বশা । ১১ ।
 সংযুক্ত্যন্তে বিষজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ ।
 যথা ধানাসু বৈ ধানা তবন্তি ন ভবন্তি চ । ১২ ।
 এবং ভূতেষু ভুতানি প্রেরিতানীশমায়রা ।
 ত্বং চেমে বয়মন্যে চ ভুলাঃ কালবশোদ্ধবাঃ । ১৩
 জন্মমৃত্যু বদা যস্মাকদা তস্মাদ্ভবিষাতঃ ।
 ঈশ্বরঃ সর্বভুতানি ভূতৈঃ সৃজতি হন্যজঃ ॥ ১৪ ॥
 আয়সৃষ্টৈরস্বতজৈরনপেক্ষোহপি বালবৎ ।

দেহেন দেহিনো জীবা দেহাদ্বেহোভিজায়তে ॥
 বীজাদেব যথা বীজং দেহান্য ঈব শাস্বতঃ ।
 দেহিদেহবিভাগোয়মবিবেককৃতঃ পুরা ॥ ১৬ ॥
 নানাভ্যং জন্মনাশশ্চ ক্ষয়া রুদ্ধঃ ক্রিয়াফলম্ ।
 দ্রষ্টুরাভাস্যাতদ্বক্ষ্য্য যথাহগ্নেদারুবিক্রিয়াঃ ॥ ১৭ ॥
 ত ইমে দেহসংযোগায়না ভস্তুসদগ্রহাৎ ।
 প্রথা যথা তথা চান্যৎ ধ্যানতো সদসদগ্রহাৎ ॥ ১৮
 প্রস্তুপ্তম্যানহং ভাবাস্তদা ভাতি ন সংসৃতিঃ ।
 জীবতোহপি তথা তদ্বদ্বিমুক্তম্যানহকৃতৈঃ ॥ ১৯ ॥
 তস্মান্ময়ামনোধর্মাং জহ্যচংমমতাভ্রমম্ ।
 রামভদ্রে ভগবতি মনো বেষ্ম্যঅনীশ্বরে ॥ ২০ ॥

শোক করিতেছ, এ ব্যক্তি তোমার কে? আর সৃষ্টির পূর্বে, তুমিই বা ইহার কে ছিলে? এক্ষণেই বা কে হয়, এবং পরেই বা কে হইবে? বৈরাগ্য জগৎপ্রান্তে পতিত বালী সকল, তদবশতাপন্ন হইয়া সর্বক্ষণ সংসৃষ্ট বিসৃষ্ট হইতেছে, যেমন যবাদির মধ্যে কোনটী উর্দ্ধদিকে কোন কোনটী অধোদিকে বৃদ্ধি পায় এবং স্নিগ্ধবহেতু কোন কোনটী নষ্ট হয়; সেইরূপ জীবাশ্ম ও কালবশে শরীর সহ নিরন্তর সংযোগ বিয়োগ প্রাপ্ত হইতেছে। এবং প্রেরিত জীব সমূহ জীবের সংযুক্ত হয়।

অতএব তুমি, আমি এবং অন্য এই সমস্তই তুল্য ও কাল-বশতাপন্ন। যে দিবস যে সময়ে যাহার জন্ম, এবং যে দিন সেইক্ষণে যাহার মৃত্যু হইবে, তাহা কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে সক্ষম নহে। কেবল সৃষ্টিকর্তা অজ্ঞ, সর্বক্ষণ আপনার সৃষ্ট এবং অস্বাধীন ভূতদ্বারা ভূত সকলকে সৃজন ও সংহার করিতেছেন। সৃষ্টিকর্তা এইরূপ সর্বক্ষণ নিরপেক্ষ হইয়া

বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন। নিত্য আত্মা সর্বদা দেহ সংযোগে জীব হয়; যেমন বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেইরূপ দেহ হইতে পুনঃ দেহের উৎপত্তি হয়। এই দেহী ও দেহের বিভাগ পূর্বে করা হয় নাই; একারণ তুমি শোকে একরূপ কাতর হইতেছ। কর্ম জন্ম ফল, জন্ম, নাশ, ক্ষয় ও বৃদ্ধি নানা প্রকার হইয়া থাকে; সেই সমস্ত ধর্ম্য দ্রষ্টার নিকট প্রকাশ পায়। যেমন অগ্নিতে কাষ্ঠের বিকার প্রাপ্ত হয়; বস্তুতঃ কাষ্ঠের কিছুই নষ্ট হয় না, কেবল অসদজ্ঞান প্রযুক্ত সেই সকল ধর্ম্য গুলি আত্মাতে প্রকাশ পায়—বৈরাগ্য জল-ছত্রে ক্রমে জীব সকল মিলিত হইয়া, ক্রমশঃ স্থানান্তরে গমন করে, সেইরূপ সংসারে মিলিত হইয়া জীবগণ সময়ে সকলেই স্থানান্তরিচ্ছ হয়। বৈরাগ্য প্রস্তুত জনের জীবন সম্বন্ধে ‘অহং’ ইত্যাকার জ্ঞানের অভাবে সে সময়ে স্মরণ হয় না, সেইরূপ জীবমুক্ত জনও অহংকার হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। সেই হেতু আমার কার্য যে অহংকার ও মমতা, তাহা

সর্বভূতানি পরে মায়ামানুষকপিণি ।
 বাহ্যেন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধাৎ ত্যাজয়িত্বা মনঃ শনৈঃ ॥ ২১ ॥
 তত্র দোষান্ দর্শয়িত্বা রামানন্দে নিযোজয় ।
 দেহ বুদ্ধ্যা ভবেচ্ছাতা পিতা মাতা সুহৃৎপ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥
 বিলক্ষণং যদা দেহাৎ জানাত্যত্মনমাত্মনা ।
 তদা কঃ কস্য বা বন্ধুভ্রাতা মাতা পিতা সুহৃৎ ? ॥
 মিথ্যাজ্ঞানবশাজ্জাতা দারাগারাদয়ঃ সদা ।
 শব্দাদয়শ্চ বিষয়া বিবিধাশ্চৈতর্য সম্পদঃ ॥ ২৪ ॥
 বলং কোশো ভূতাবর্গো রাজ্যং ভূমিঃ সুদাদয়ঃ ।
 অজ্ঞানজ্ঞাত্যংসর্বে তে ক্ষণসঙ্গমভঙ্গরাঃ ॥ ২৫ ॥
 অথোত্তিষ্ঠ হৃদা রামং ভাবয়ন্ ভক্তিভাবিতম্ ॥ ২৬ ॥

ভূতং ভবিষ্যদভঙ্গন বর্তমানমথাচরন ।
 বিহরস্ব যথান্যায়ং ভবদোষৈর্ন লিপ্যসে ॥ ২৭ ॥
 আজ্ঞাপয়তি রামস্তাং যন্ত্রাতুঃ সাম্প্রায়িকম্ ।
 তৎ কুরুষু যথাশাস্ত্রং রুদতীশ্চাপি যোষিতঃ ॥ ২৮ ॥
 নিবারয় মহাবুদ্ধে ! লক্ষ্যং গচ্ছন্তু না চিরম্ ।
 শ্রুত্বা যথাবদচনং লক্ষ্যণস্য বিভীষণঃ ॥ ২৯ ॥
 ত্যক্তা শোকং চ মোহং চ রামপার্শ্বমুপাগমৎ ।
 বিমূষ্য বুদ্ধ্যা ধর্মজ্ঞো ধর্মার্থসহিতং বচঃ ॥ ৩০ ॥
 রামসৈবানুরক্ত্যর্থমুত্তরং পর্যভাষত ।
 নৃশংসমনৃতং ক্রুরং ত্যক্তধর্মব্রতং প্রভো ! ॥ ৩১ ॥
 নাহোঁহস্মি দেব ! সংস্কর্তুং পবদারাতিমর্শিনম্ ।

ভ্যাগ করিয়া, ভগবান্ রামভক্ত দেখরে মনোনিবেশ কর ।
 ১৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭।
 ১৮। ১৯। ২০।

সর্বভূতের আত্মস্বরূপ মায়া মানুষরূপী । আর বাহ্যেন্দ্রিয়ের
 বিষয় সম্বন্ধ হইতে মনকে নিবৃত্ত করাইয়া, তাহাতে দোষ
 দেখাইয়া সতত রামানন্দে নিবিষ্ট কর । তাহা হইলেই অস্তে
 মুক্তি পদ সেই পরম পদ লাভ করিবে । কেবল অনিত্য দেহ-
 বুদ্ধি দ্বারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ এবং প্রিয়াদি প্রিয়বস্তু
 বলিয়া বোধ হয় । কিন্তু যখন আত্মা শরীর হইতে বিস্টিষ্ট
 হয়, তখন কে কাহার বন্ধু, বা কে কাহার ভ্রাতা, পিতা,
 মাতা ও সুহৃৎ হইয়া থাকে ? শুদ্ধ মিথ্যা জ্ঞানের বশতাপন্ন
 সঙ্গম হইয়া ক্ষণভঙ্গুর দারাগারাদি শব্দাদি বিষয়, বিবিধ সম্পদ,
 বল, কোষ, ভূতাবর্গ, রাজ্য, ভূমি এবং পুত্রাদি সকল
 আপনার বোধ হইয়া থাকে । অতএব বলিতেছি তুমি শীঘ্র
 গাত্ৰোত্তান করিয়া, হৃদয়ে ভক্তিভাবে রামরূপ চিন্তাকরতঃ

উঁহার সেবার নিযুক্ত হও ; এবং প্রতিদিন আবদ্ধ রাত্যাগ
 ছোগকরতঃ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ভঙ্গনা সমাচরণ পূর্বক
 সত্যপথপ্রাপ্তি হইয়া বিহার কর, ভ্রান্তিক্রমেও ভবদোষে আদ
 নিপ্ত হইও না । দেখ, জ্ঞানম তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন
 তুমি অবিলম্বে যথাশাস্ত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতার শেষ ক্রিয়া কর, আর
 শোকার্ভা রোক্তদ্যমান রাবণমহাবীর্যগণকে নিবারণ করতঃ,
 সত্ত্বর লক্ষ্য প্রাপ্তিগমন করিতে আদেশ কর ।

অনন্তর অভিবুদ্ধি সম্পন্ন ধার্মিকবর বিভীষণ, মহাত্মা
 লক্ষ্মণের এইরূপ হিতজনক বাত্যা শ্রবণ পূর্বক, শোক
 মোহাদি পরিত্যাগ করিয়া রামপার্শ্বে আগমন করতঃ কুতাব-
 লি পুটে মগ্নহইল ।

অতঃপর ধর্মপরাগণ বিভীষণ সঙ্গুণের সেই সমস্ত ধর্মার্থ
 সংহিতবাচ্য বুদ্ধি দ্বারা মনে মনে বিবেচনা করিয়া, কেবল
 জ্ঞানমের সেবার নিমিত্ত উত্তর প্রদান করিল । হে প্রিয়
 বন্ধো ! আপনি আমাকে ওরূপ আজ্ঞা করিবেন না, দেখুন

শ্রদ্ধা তদ্বৎ প্রীতো রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥
 মরণান্তানি বৈরাগি নিরুতং ন প্রয়োজনম্ ।
 ক্রিয়তামস্যা সংস্কারো মমাপোষ যথা তব ।
 রামাজ্ঞাং শিরসা ধৃত্বা শীঘ্রমেব বিভীষণঃ ।
 সাস্তুবাকৈর্মহাবুদ্ধিং রাজ্ঞীং মন্দোদরীং তদা ॥ ৩৪ ॥
 সান্দ্রয়াম স ধর্মাত্মা ধর্মবুদ্ধিবিভীষণঃ ।
 তুরয়ামাস ধর্মজঃ সংস্কারার্থং স্ববাক্তবান্ ॥ ৩৫ ॥
 চিত্ত্যাং নিবেশ্য বিধিবৎ পিতৃমৈব বিধানতঃ ।
 আহিতাগ্নেয়ং কার্যং রাবণস্য বিভীষণঃ । ৩৬ ॥
 তথৈব সর্বমকোদ্বক্ষুণিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ।
 দদৌ চ পাবকং তস্মৈ বিধিব্যক্তং বিভীষণঃ ॥ ৩৭ ॥
 স্নাত্বা চৈবাজবস্ত্রেণ তিলান্ দত্তাভিমিশ্রিতান্ ।
 উদকেন চ সন্মিশ্রান্ প্রদায় বিধিপূর্বকম্ ॥ ৩৮ ॥

যে জন নির্দয়, মিথ্যাবাদী, অতিশয় খল, স্বধর্মত্যাগী এবং
 নিয়ত পরদারাক্ষক; তাহার অস্তোক্তি ক্রিয়ারূপ সংস্কার
 করিতে আমি কোন অংশেই যোগ্য নহি। তখন জিরাম
 বিভীষণের এইরূপ সগর্ষ বাক্য শ্রবণ পূর্বক, আত্মাদে পুল-
 কিত হইয়া, তাহাকে প্ররুতি দিবার মানসে বলিতে লাগি-
 লেন। দেখ যথৈ! মহুয়ার বৈরতা তাহার মরনান্ত পর্যন্ত,
 একবার মরিলে আর শত্রুতায় ফল কি? অতএব বলি সন্তর
 ইহার সংস্কার কর। ৩২। ৩৩।

অনন্তর ধর্মাত্মা ধর্মপর বিভীষণ, জীরামের আজ্ঞা মস্তকে
 ধারণ পূর্বক তৎকালে বুদ্ধিমতী মন্দোদরী রাজ্ঞীকে প্রবোধ
 বাক্যে সাযনা করতঃ, স্বীয় বাক্তবগণ সমভিব্যাহারে করিয়া,
 অতিশয় জ্যোষ্ঠের অস্তোক্তি ক্রিয়া করিতে প্ররুত হইলেন।

অনন্তর ধার্মিকবর বিভীষণ, আজ্ঞীয় বন্ধু এবং বাক্তবগণ

প্রদায় চোদকং তস্মৈ মুক্ত্বা চৈনং প্রণম্য চ ।
 তাঃ স্ত্রিয়োহমুনয়ামাস সান্দ্রমুক্তা পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৯ ॥
 গম্যতামিতি তাঃ সর্বা বিবিশুর্নগরং তদা ।
 প্রবিষ্টাসু চ সর্কাসু রাক্ষসীষু বিভীষণঃ ॥ ৪০ ॥
 রামপার্শ্বমুপাগতা তদা তিষ্ঠদ্বিনীতনং ।
 রামোহপি সহসৈন্যেন স্ত্রীণাং সহলক্ষণঃ ॥ ৪১ ॥
 হর্ষ লেভে রিপুন্ হত্বা যথা ব্রতং শতক্রতুঃ ।
 মাতলিচ্চ তদা রামং পরিক্রম্যতিবন্দ্য চ ॥ ৪২ ॥
 অনুজ্ঞাতশ্চ রামেণ যযৌ স্বর্গং বিহারস্য ।
 ততো হুতমনা রামো লক্ষণং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৩ ॥

সমভিব্যাহারে পিতৃসংস্কারের ন্যায়, বেদবিধি অনুসারে,
 ভাতৃসংস্কারের নিমিত্ত চিত্তাসজ্জা করিতে তুর্যস্থিত হইল।
 যেরূপ আহিতাগ্নির কার্য্য করিতে হয়, সেইরূপ বিভীষণ ও বন্ধু
 মন্ত্রিগণ সহ জ্যোষ্ঠের চিত্তার বিধিব্যক্ত অগ্নি প্রদান করিলেন।
 পরে স্নাত হইরা, আজবস্ত্রে তিল দত্ত মিশ্রিত উদকাজলিক্র
 প্রদান পূর্বক মস্তক অবনত করতঃ তাহাকে প্রণাম করিল।
 তদনন্তর বিভীষণ সেই মন্দোদরী প্রভৃতি রাবণ-মহিষীদিগকে
 পুনঃ পুনঃ প্রবোধ বাক্যে শাস্তনা করতঃ অগ্রে গৃহে পাঠাইয়া
 পশ্চাৎ আপনিও নগরে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে সেই সমস্ত
 রাক্ষসীগণ স্ব স্ব গৃহে প্রবিষ্ট হইলে, পুনরায় বিভীষণ জীরাম
 সরিধানে আগমন পূর্বক অতি বিনীত ভাবে তাহার পার্শ্ব
 ক্রোড়লিপটে দণ্ডারদাম হইল। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮।
 ৩৯। ৪০। ৪১।

তদনন্তর জীরাম লক্ষণ, স্ত্রীণ ও সৈন্যগণ সহ ব্রতাপুরকে
 বিনষ্ট করিয়া ব্রতহার ন্যায়, পরম শত্রু লক্ষাধিপতি রাবণকে
 নিধন করতঃ অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। ইত্যবসরে
 বাসবদারবি মাওনী জীরামকে ক্রোড়লিপটে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম

বিভীষণায় মে লঙ্কারাজ্যং দত্তং পূর্বৈব হি ।

কৃতকৃত্যমিবাশ্রানমমন্যত সহানুজঃ ।

ঐদানীমপি গতা ত্বং লঙ্কামধ্যে বিভীষণম্ ॥ ৪৪ ॥

সুগ্রীবং চ সমালিঙ্গ্য রামো বাক্যমথাত্মদীং ॥৪৫॥

অভিষেকয় বিপ্রৈশ্চ মন্ত্রবদ্ধিধিপূর্বকম্ ।

সহায়েন ত্বয়া বীর ! ক্রিতৌ মে রাবণো মহান্ ।

ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তূর্ণং জগাম সহ বানরৈঃ ॥ ৪৫ ॥

বিভীষণোহপি লঙ্কারামভিষিক্তো ময়ানঘ ! ৫০ ॥

লঙ্কাং স্তবর্ণকলশৈঃ সমুদ্রজলসংযুতৈঃ ।

ততঃ প্রাহ হনুমন্তং পার্শ্বস্থং বিনয়ান্বিতম্ ।

অভিষেকং শুভং চক্রে রাক্ষসেন্দ্রস্য ধীমতঃ ॥ ৪৬ ॥

বিভীষণস্যাস্মতে গচ্ছ ত্বং রাবণালয়ম্ ॥ ৫১ ॥

ততঃ পৌরজনৈঃ সাক্ষিং নানোপায়নপাণিভিঃ ॥

জানক্যৈ সৰ্ব্বমাখ্যাহি রাবণস্য বধাদিকম্ ।

বিভীষণঃ সসৌমিত্রিকুপায়নপূরঙ্কৃতঃ ॥ ৪৭ ॥

জানক্যাঃ প্রতিবাক্যং মে শীঘ্রমেব নিবেদয় ॥ ৫২ ॥

দণ্ডপ্রণামমকরোদ্ভ্রামস্যাক্লিষ্টকৰ্ম্মণঃ ।

এবমাজ্ঞাপিতৌ ধীমান্ রামেণ পবনানুজঃ ।

রামো বিভীষণং দৃষ্ট্বা প্রাপ্তরাজ্যং মুদাস্বিতঃ ॥৪৮॥

প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ ॥৫৩॥

পুরঃসর তাঁহার অনুজাত হইয়া লক্ষা পরিভ্যাগ করতঃ স্বর্গে গমন করিল। অতঃপর শ্রীরাম আনন্দিতান্তঃকরণে অনুজ লক্ষ্মণকে বলিলেন—দেখ লক্ষ্মণ, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, অগ্রে লঙ্কার রাজ্য বিভীষণকে দেওয়া হউক, ততঃ এক্ষণে তুমি সত্ত্বর লক্ষা মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিভীষণকে দ্বিজদিগের দ্বারা বিধি পূর্বক লঙ্কার রাজসিংহাসনে বসাইয়া সমস্তক অভিষেক করাও। ৪২। ৪৩। ৪৪।

অমনি লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বানরগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে লঙ্কায় প্রবেশ পূর্বক অগ্রে সমুদ্র-বারি পরিপূরিত, আত্মশাখা সমন্বিত স্তবর্ণ-কলসচর সভা মধ্যে সংস্থাপন করিয়া পরম মিত্র বিভীষণের অভিষেক ক্রিয়া সমাপ্তি করিলেন। অনন্তর বিভীষণ পৌরজন হস্তে বিবিধ উপ-চৌকন অৰ্পণ পূর্বক সৌমিত্র সহ শ্রীরাম সন্নিধানে আগমন করিলেন। অমনি তাঁহাকে দণ্ডবৎপ্রণাম পুরঃসর কৃতাজ্ঞা-পূটে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীরামও বিভীষণকে লঙ্কা প্রাপ্তান্তে বীৰ সন্নিধানে সমাগত সন্দর্শন পূর্বক

অত্যনন্দ অনুভব করিয়া, সহানুজ্ঞে তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করতঃ আশ্রকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন। পরে সুগ্রীবকে আহ্বান করতঃ, আলিঙ্গন প্রদান পূর্বক, কহিতে লাগি-লেন। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯।

হে বীর ! অদ্য তোমাদিগের সাহায্যে আমাকর্তৃক পরম শত্রু হৃদ্বাস্ত দশানন নিধন প্রাপ্ত আর বিভীষণও নিরাপদে রাজ্যাভিষিক্ত হইল। তাহার পর পার্শ্বস্থ পরম ভক্ত মহাবীর হনুমানকে সম্মুখে ডাকিয়া বলি-লেন। হে পরম হিতকারী হনুমান ! তুমি শীঘ্র বজ্রবর বিভীষণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া রাবণালয়ে গমন কর। তথায় উপস্থিত হইয়া, জানকী সমীপে গমন করতঃ, অগ্রে রাবণ বধাদি আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় বর্ণনা পূর্বক, পশ্চাৎ আমাদিগের শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিবে। ৫০। ৫১। ৫২। এইরূপে শ্রীরাম কর্তৃক আজ্ঞাপিত হইয়া, বীৰ্য্যবিশিষ্ট পবন পুত্র হনুমান লঙ্কাপুরী প্রবেশপূর্বক নিশাচরগণ দ্বারা পূজিত হইল। ক্রমে অতি সন্নিহিত রাবণ গৃহে প্রবেশ পুরঃসর

প্রবিশ্য রাবণগৃহং শিশপামূলমাশ্রিতাম্ ।
 দদর্শ জানকীং তত্র কুশাং দীনামনিন্দিতাম্ ॥ ৫৪ ॥
 রাক্ষসীতিঃ পরিত্যক্তাং ধ্যায়ন্তীং রামনৈব হি !
 বিনয়াবনতো ভূত্বা প্রণম্য পবনাত্মজং ॥ ৫৫ ॥
 কুশাঞ্জলিপুটে ভূত্বা প্রমোহো তস্ত্যাগ্রতঃ স্থিতঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা জানকী তুষ্ণীং স্থিত্বা পূর্বস্মৃতিং যযৌ ॥
 জাহত্যা তং রামদূতং সা হর্ষাৎসৌম্যমুখী ভবৎ ।
 স তাং সৌম্যমুখীং দৃষ্ট্বা তস্যাঃ পবননন্দনঃ ।
 রামস্য ভাবিতং সর্বমাক্ষাত্বমুপচক্রমে ॥ ৫৭ ॥
 দেবি ! রামঃ সমুগ্রীবো বিভীষণসহায়বান্ ।
 কুশলী বানরাণাং চ সৈন্যৈশ্চ সহ লক্ষ্মণঃ ॥ ৫৮ ॥

রাবণং সমুতং হত্বা সবলং সহ মদ্বিভিঃ ।
 তামাহ কুশলং রামো রাজ্যে কুত্বা বিভীষণম্ ॥ ৫৯ ॥
 শ্রুত্বা তর্জুঃ প্রিয়ং বাক্যং হর্ষদগদয়া গিরা ।
 কিং তে প্রিয়ং করোম্যদ্য ? ন পশ্যামি জগজ্জয়ে ॥
 সমস্ত প্রিয়বাক্যস্য রত্নান্যাতরণানি চ ।
 এবমুক্তস্ত বৈদেহ্যা প্রত্যুবাচ প্লবঙ্গমঃ ॥ ৬১ ॥
 রত্নৌষাদিবিধাদ্যপি দেবরাজ্যাদিশিষাতে ।
 হতশত্রুং বিজয়িনং রামং পশ্যামি স্থস্থিরম্ ॥ ৬২ ॥
 তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মৈথিলী প্রাহ মারুতিম্ ।
 সর্কে সৌম্য গুণাঃ সৌম্য ! ভূয়োব পরিনিষ্ঠিতাঃ
 রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রং মামাক্ষাপরতু রাঘবঃ ।

তদাশ্রয় শিশপা তক মূলশ্রিতা রাক্ষসী পরিত্যক্তা চিন্তাপরা
 অনিন্দিতা কুশাদী জনকনন্দিনী সীতাকে সমদর্শন করিল ।
 ক্রমে তথায় যাইয়া তাঁহাকে প্রণতি পুরঃসর ভক্তিপূর্বক
 কুশাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল । তখন জানকী
 মহাবীর হনুমানকে নিকটে নিরীক্ষণ করিয়া, ক্রমে স্থিরভাবে
 অবস্থান করতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে পূর্ব কথা
 স্বয়ং হওয়াতে যখন শ্রীরামের দূত বলিয়া পরিজ্ঞাতা হই-
 লেন, তৎক্ষণাৎ স্মিতমুখে অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে
 লাগিলেন । এমনকালে পবনপুত্র মহাবীর জনক-দুহিতাকে
 হাস্যমুখী দেখিয়া আনন্দিতাণ্ডকরণে রাম-ভাবিত সমস্ত
 কীর্তন করিতে আরম্ভ করিল । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ ।

হে দেবি ! শ্রীরাম সুগ্রীব ও বিভীষণের সহায়তায়,
 জাহ্নবান্ লক্ষ্মণ এবং বানরগণ সমভিব্যাহারে করিয়া মন্ত্রী,
 বল ও শূত সহ হুয়ায় রাবণকে বিনাশ করতঃ লঙ্কারাজ্য

বিভীষণকে প্রদান পূর্বক, এক্ষণে নিকটক হইরাছেন । ৫৮ ।
 ৫৯ ।

হনুমানের এইরূপ আনন্দজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া, জানকী
 হর্ষাৎকুল্ল নয়নে গদগদ বচনে হনুমানকে বলিতে লাগিলেন ;
 দেখ হনুমান্ ! তুমি অদ্য আমাকে যে রূপ প্রিয় কথা শুনা-
 ইলে, আমি ত্রৈলোক্যে এমন কোন বস্তু দেখিতে পাই না
 যে, এক্ষণে তোমাকে অর্পণ করিয়া সন্তোষ লাভ করি । তখন
 সীতার এই কথা শ্রবণে হনুমান্ সহাস্য বদনে তাঁহাকে
 প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিল । ৬০ । ৬১ ।

হে দেবি ! আমার বিবিধ রত্ন সমূহে আর রাজ্যাদি কিছু-
 তেই প্রয়োজন নাই । কেবল শত্রুজয় করিয়া, সুস্থির ভাবা-
 পর শ্রীরামের মুনিগণরাধ্য চরণ যুগল দর্শন করিব, নিরন্তর
 এই বাসনা । অনন্তর মারুতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া,
 মৈথিলী পুনর্বার তাহাকে বলিতে লাগিলেন ; দেখ বৎস
 অনিলকুমার ! তবে এক্ষণে সমস্তই সৌমাগুণাগন হইয়াছে,

তথৈতি তাং নমস্কৃত্য যযৌ দ্রুতং রঘুন্তমম্ ॥ ৬৪
 জানক্যা ভাষিতং সর্বং রামস্যাগ্রে ন্যবেদয়ৎ ।
 যন্নিমিত্তোহরমারত্তঃ কৰ্ম্মণাং চ ফলোদয়ঃ ॥ ৬৫ ॥
 তাং দেবীং শোকসন্তপ্তাং দ্রুতমহর্ষি মৈথিলীম্ ।
 এবমুক্তো হনুমতা রামো জ্ঞানবতাং বরঃ ॥ ৬৬ ॥
 মায়াসীতাং পরিত্যক্তুং জানকীমনলে স্থিতাম্ ।
 আদাতুং মনসা ধ্যাতা রামঃ প্রাহ বিভীষণম্ ॥ ৬৭ ॥
 গচ্ছ রাজন্ ! জানকজামানয়াশ্চ মমাস্তিকম্ !
 স্নাতাং বিরজবস্ত্রাঢ্যাং সর্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ৬৮ ॥

বিতীৰ্ণণোহপি তচ্ছ্রুত্বা জগাম সহ মারুতিঃ ।
 রাক্ষসীভিঃ সুরদ্বাভিঃ স্বাপয়িত্বা তু মৈথিলীম্ ॥
 সর্বাভরণসম্পন্নামারোপ্য শিবিকোত্তমে ।
 যাক্ষীকৈর্কব্ধহস্তিওঁপ্তাং কঞ্চুকোক্ষীষিভিঃ শুভাম্ ।
 তাং দ্রুতমাগতাঃ সর্কে বানরা জনকাত্মজাম্ ।
 তান্ বারয়ন্তো বহবঃ সর্বতো বেত্রপাণয়ঃ ॥ ৭১ ॥
 কোলাহলং প্রকুর্বন্তো রামপার্শ্বমুপায়যুঃ ।
 দৃষ্ট্য তাং শিবিকাঢ়াং দূরাদথ রঘুন্তমঃ ॥ ৭২ ॥
 বিভীষণ ! কিমর্থং তে ? বানরান্ বারয়ন্তি হি ।
 পশ্যন্তু বানরাঃ সর্কে মৈথিলীং মাতরং যথা ॥ ৭৩ ॥

এবং তুমিও সৃষ্টির হইয়াছ জানিলাম; কিন্তু যাহাতে আমি
 অতিশীঘ্র জীরামকে দেখি, এবং তিনি আমাকে লইয়া
 যাইতে অনুমতি করেন, এইরূপ করিও । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ ।

অনন্তর পবননন্দন, সীতাকে যে আজ্ঞা বলিয়া, প্রগতি
 পুরঃসর জয় রাম শব্দে জীরাম দর্শনে গমন করিল । ক্রমে
 হনুমান রামসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান
 পূর্বক ক্রতাজলিপুটে জানকীর কথিত সমস্ত বিষয় নিবেদন
 করিয়া বলিল, হে দেব ! যাহার জন্য এই সমস্ত ব্যাপার
 ঘটিল, সেই সমাপিত কর্ম্মের ফল স্বরূপ জনক-দুহিতা,
 অদ্যাপি রাবণগৃহে অবস্থান করতঃ আগমার জীচরণ দর্শনাভি-
 লাষে নিরন্তর সমুৎসুক রহিয়াছেন ; অতএব তাঁহাকে
 এখানে আনিতে শীঘ্র অনুমতি ককন । তখন অতি বিজ্ঞতম
 রঘুকুলতিলক জীরাম, হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মায়াসী-
 তা পরিভ্যাগ পূর্বক, অনলস্থিতা বিলুপ্তচরিত্রা জানকীকে
 প্রহর করিবার মানসে পরমমিত্র বিভীষণকে বলিয়াছিলেন,
 হে রাজন্ ! তুমি শীঘ্র গমন করিয়া, জনক দুহিতাকে
 স্নানান্তে শুভবস্ত্রে আচ্ছাদন ও সর্বাভরণে ভূষিত করতঃ,
 আমার নিকটে আনয়ন কর । ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ ।

অতঃপর বিভীষণ জীরামের এইরূপ আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র
 অতিমাত্র বাগ্নে হইয়া ত্বরিতপদে পবনপুত্র সহ সীতাসমিধানে
 উপনীত হইয়া দেখিল, অতি সুক্কা নিশাচরীগণ, তাঁহাকে
 স্নান করাইয়া, অতি উৎকৃষ্ট বহুমূল্য বস্ত্রে আচ্ছাদন ও সর্বা-
 লঙ্কারে ভূষিত করতঃ, অতি যত্নে শিবিকোপরি আরোহণ
 করাইতেছে । তখন বিভীষণ, তানকীর গাত্রে কঞ্চুক এবং
 মস্তকে মুকুট প্রদান পূর্বক বহুসংখ্যক যক্ষিধারী রক্ষস দ্বারা
 শিবিকার চতুর্দিকে সুরক্ষিত করিয়া, জীরামের নিকটে
 আনয়ন করিতে লাগিল । এমনকালে বানরগণ জনকাত্মজাকে
 দর্শন মানসে শিবিকার উত্তর পাশ্বে দণ্ডায়মান হইল । কিন্তু
 বেত্রপাণি রক্ষকেরা তৎক্ষণাৎ তদ্বাদিগকে নিবারণ করতঃ
 তথা হইতে স্নানান্তরিত করিয়া দিল । তাহাতে বানর নিকর
 যথেষ্ট অভিমানিত হইয়া মহাকোলাহলের সহিত রামপার্শ্বে
 আসিয়া উপস্থিত হইল । ৬৯ । ৭০ । ৭১ । ৭২ ।

অনন্তর জীরাম, দূর হইতে সীতাকে শিবিকাক্রুতা এবং
 কপিকুলকে নিকংসাহ ও স্নানমুখ সন্দর্শন করিয়া, কিঞ্চিৎ
 কষ্টভাবে বিভীষণকে বলিতে লাগিলেন । দেখ মখে বিভীষণ !

পাদচায়েণ সা যাতু জ্ঞানকী মম সন্নিধিম্ ।

শ্রদ্ধা তজ্জামবচনং শিবিকাদবরুহ সা ॥ ৭৪ ॥

পাদচায়েণ শনৈকৈরাগতা রামসন্নিধিম্ ।

রামোহপি দৃষ্ট্বা তাং মায়াসীতাং কার্যার্থনির্মিতাম্

অবাচ্যবাদান বহুশঃ প্রাহ তাং রঘুনন্দনঃ ।

অমৃষ্যমাণা সা সীতা বচনং রাঘবোদিতম্ ॥ ৭৬ ॥

লক্ষ্মণং প্রাহ মে শীঘ্রং প্রজ্ঞানয় হতাশনম্ ।

বিশ্বাসার্থং হি রামস্য লোকানাং প্রত্যয়ায় চ ॥ ৭৭ ॥

রাঘবস্য মতং জ্ঞাত্বা লক্ষ্মণোহপি তদৈব হি ।

নহাকান্তচয়ং কৃত্বা জ্ঞানরিভা হতাশনম্ ॥ ৭৮ ॥

রামপার্শ্বস্থপাদগম্য তাস্মৈ তুফীমবিন্দনঃ ।

ততঃ সীতা পরিক্রম্য রাঘবং ভক্তিসংযুতা ॥ ৭৯ ॥

তুমি কি অন্য বানর দিগকে নিবারণ করিলে ? উহারা সীতাকে নিজ নিজ গর্তধারিণীর ন্যায় সন্দর্শন করুক । আম সীতাও পাদচায়ে আমার নিকটে আগমন করুন । মৈথিলী শ্রীরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্বক শনৈঃ শনৈঃ পদব্রজে শ্রীরাম সন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন । ক্রমে শ্রীরাম তাঁহাকে দ্বীপ সমুদ্রে উপস্থিতা অবলোকন করিয়া আনন্দিতাভ্যুৎকরণে স্বকীয়া নির্মিতা মায়াসীতাং বহু অবাচ্য বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন । তখন মৈথিলী শ্রীরামের কথিত সেই সমস্ত অপ্রিয় বাণ্য মনে বিবেচনা না করিয়া, অতি দুঃখিতচিত্তে দেবর লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন ; লক্ষ্মণ ! তুমি শীঘ্র আমার নিমিত্ত হতাশন প্রজ্জলিত কর । রাঘবের বিশ্বাসের জন্য ও লোকের প্রত্যয়ের

পশাতাং সর্বলোকানাং দেবরাক্ষসয়োষিতাম্ ।

প্রণম্য দেবতাভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মৈথিলী ॥ ৮০ ॥

বন্ধাজ্জলিপুটা চেদমুবাচাশ্বিনমৌপগা ।

যথা মে হৃদয়ং নিতাং নাপসর্পতি রাঘবাৎ ॥ ৮১ ॥

তথা লোকশ্চ সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥ ৮২ ॥

এবমুক্ত্বা তদা সীতা পরিক্রম্য হতাশনম্ ।

বিবেশ জ্বলনং দীপ্তং নির্ভয়েন হৃদা সতী ॥ ৮৩ ॥

নিমিত্ত সত্ত্বর প্রজ্জলিত অনলে প্রবেশ করিব ; আমি রাঘবের এই অভিপ্রায় জানিয়াছি । ৭৪ । ৭৫ । ৭৬ । ৭৭ । ৭৮ । ৭৯ ।

অতঃপর অস্বিনম লক্ষ্মণ, সীতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক, অতি বিবর হৃদয়ে কাষ্ঠচর আহরণ করতঃ পাবক প্রজ্জলিত করিয়া, স্থির ভাবে রামপার্শ্বে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে জনকনন্দিনী, ভক্তি সহকারে অগ্রে রামচন্দ্রকে, ক্রমে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণতি পুরঃসর, দেব রাক্ষস, নরলোক এবং যোষিংগণ সমক্ষে অগ্নি সমীপে গমন করতঃ কৃতাজ্জলিপুটে দগ্ধমানা হইয়া, এই বাক্য বলিতে লাগিলেন । দেব, তোমরা সকল লোক সাক্ষী রহিলে ; যদ্যপি কখনও রামচন্দ্র আমার হৃদয় হইতে স্থানান্তরিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যেন এই প্রদীপ্ত হতাশন আমাকে সর্ব প্রকারে রক্ষা করেন । এই কথা বলিয়া সীতা অগ্নিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ নির্ভয়ে প্রজ্জলিত অনলে প্রবেশ করিলেন । অতঃপর দেব, সিদ্ধ এবং ভুতগণ প্রভৃতি সকলে অগ্নিগতা জনকপুত্রীকে জীবিত নিরীক্ষণ করিয়া, আশ্চর্য্য বোধে পর-পর বলিতে লাগিল,

দৃষ্টা ততো ভূতগণঃ সলিঙ্গাঃ
সীতাং মহাবল্লিগতাং ভূশার্তাঃ ।
পরম্পরং প্রাহুরহো স সীতাং

রামঃ শ্রিয়ং স্বাং কথমতাজ্জজ্ঞঃ ? ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

আহা ! মহাশয় রামচন্দ্র কি কখনও স্বীয় সহধর্মিণী সীতাকে
পরিভ্রাণ করেন নাই ? অতএব ধন্য সীতা, ধন্য সীতা

বলিতে বলিতে সকলে যুগপৎ সীতার উপরে পুষ্পকুটি কণ্ঠঃ,
বহুদানে প্রদান করিল । ৮০ । ৮১ । ৮২ । ৮৩ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ।

ততঃ শক্রঃ সহস্রাক্ষো যমশ্চ বরুণস্তথা ।
কুবেরশ্চ মহাতেজাঃ পিনাকী রুঘবাহনঃ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যাং শ্রেষ্ঠো মুনির্বিঃ সিদ্ধচারণৈঃ ।
পিতরো ঋষয়ঃ সাধ্যা গন্ধর্বাঙ্গরসোরগাঃ ॥ ২ ॥
এতে চান্যো বিমানাঃ প্রোক্তাঃ সুরাঃ ।
অক্রবন্ পরমাত্মনং রামং প্রোক্তনশ্চ তে ॥

অনন্তর বর্গাধিপতি সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, যম, বরুণ, যক্ষপতি
মহাতেজা কুবের, রুঘবাহন যোমকেশ, ব্রহ্মজ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ
ব্রহ্মা, পিতৃগণ এবং মুনি, ঋষি, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গর-
গণ আর অন্যান্য ত্রিদিবস্থ নির্জর নিকর, যোমযানে
আরোহণ পূর্ব্বক, ক্রমশঃ শ্রীরাম সম্মুখানে আগমন করিয়া,
কর্তৃকলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন । অননি

কর্তৃ, তুং সর্বলোকানাং সাক্ষী বিজ্ঞানবিগ্রহঃ ।
বহুনাং ক্রমোহসি তুং রুদ্রাণাং শঙ্করো ভবান্ ॥ ৪ ॥
আদিকর্তৃদ্যি লোকানাং ব্রহ্মা তুং চতুরাননঃ ।
অশ্বিনৌ ঘ্রাণভূতৌ তে চক্ষুযৌ চন্দ্রভাস্করৌ ॥ ৫ ॥

সর্বত্রো দেবগণ বহুজ্ঞানি হইয়া পরমাত্মারূপী শ্রীরামের
স্তব আরম্ভ করিলেন । ১ । ২ । ৩ ।

হে দেব ! আপনি সকলের কর্তা, এবং জ্ঞানময় দেহ
ধারণ করিয়া, সর্বক্ষণ সর্বজীবের প্রভাকীভূত হইতে
ছেন ; আপনি অক্রবন্তর প্রধান বসু এবং স্বয়ং একাদশ
কক্ষের মধ্যে প্রধান কক্ষ—শক্র আর আপনি, লোক
সকলের আদিকর্তা চতুরানন ব্রহ্মাও । অশ্বিনীকুমার-
দ্বয় আপনার ঘ্রাণভূত, চন্দ্র স্বর্গ্য আপনার দৃষ্টি চক্ষু,

লোকানামাদিরস্তোহসি নিত্য একঃ সদোদিতঃ ।

সদা শুদ্ধঃ সদা বুদ্ধঃ সদা যুক্তোহগুণোহুদয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

তন্মায়াসংব্রতানাং ত্বং ভাসি মানুষবিগ্রহঃ ।

ত্বন্ময় স্মরতাং রাম! সদা ভাসি চিদাম্বকঃ ॥ ৬৯ ॥

রাবণেন হৃতং জ্ঞানমস্মাকং তেজসা সহ ।

ত্বয়াদ্য তিহতো ছুটঃ পুনঃ প্রাপ্তং পদং স্বকম্ ॥

এবং স্তবৎস্থ দেবেষু ব্রহ্মা সাক্ষাৎপিতামহঃ ।

অব্রবীৎপ্রণতো ভূত্বা রামং সত্যপথে স্থিতম্ ॥ ৭০ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বন্দে দেবং বিষ্ণুমশেষস্থিতিহেতুং

ত্বামধ্যাক্ষানিভিরমুহুর্দি ভাব্যাম্ ।

অতএব আপনি সর্বদা নিত্য, এক হইয়া ধরার সর্বদা প্রকাশিত আছেন । আর আপনিই সদা শুদ্ধ, সদা বোধনীর, সদা গুণযুক্ত, ও সদা গুণ-প্রকাশক । আপনিই মায়ায়র হইয়া সর্বকণ মনুষ্যদেহে বিরাজ করিতেছেন । এই ধরনীতলে যে জন আপনার অমৃতময় রান নাম একবার স্মরণ করে, আপনি সেই কণ হইতেই তাহার অন্তরে জ্ঞানময় হইয়া প্রকাশিত থাকেন । দেখুন, দুরাখ্য দুর্জয় দুর্ভেদশানন, দোর্দণ্ডপ্রতাপে আশ্বাদিগের জ্ঞান হরণ করিয়াছিল; অন্য আপনি স্বয়ং সেই দুর্ভেদ লক্ষ্যপতিকে নিহত করায়, আমরা পুনর্বার স্বীয় জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম । ৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।

দেবগণ এইরূপ স্তব করিলে পর, ত্রিলোক পিতামহ ব্রহ্মা ত্রীময়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণতি পূরঃ-সরঃ গলগরীকৃতবাসে ও কৃতাজলি পুটে কহিতে লাগিলেন । হে রাম! তুমি মহাবীৰ্য, অশেষ যিতি হেতু, এবং আশ্বজানাদিগের জ্ঞানে সদা প্রকাশিত, অতএব তোমাকে

হেয়াহেয়দ্বন্দ্ববিহীনং পরমেস্বকং ।

সত্যমাত্রং সর্বহৃদিস্থং দৃশিকপম্ ॥ ১০ ॥

প্রাণাপানৌ নিশ্চয়বুদ্ধ্যা হৃদি বুদ্ধ্যা

চ্ছিত্বা সর্বং সংশয়বনধং বিষয়ৌঘান্ ।

পশ্যন্তীশং যং গতমোহা যতয়ঃ তং

বন্দে রামং রত্নকিরীটং রবিভাসম্ ॥ ১১ ॥

মারাভীতং মাধবমাদ্যং জগদাদিং

মানাভীতং মোহবিনাশং ভূনিবন্দ্যম্ ।

যোগিধোয়ং যোগবিধানং পরিপূর্ণং

বন্দে রামং রঞ্জিতলোকং রমণীয়ম্ ॥ ১২ ॥

ভাবাভাবপ্রত্যয়হীনং ভবমুদ্যো-

ভোগাসক্তৈরর্চিতপাদাম্ জঘুমাম্ ।

নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধমনস্তং প্রণবাধ্যং

বন্দে রামং বীরমশেষাত্মরদাবম্ ॥ ১৩ ॥

বন্দনা করি । আর তুমি তাজ্য অত্যাচার বিষয় বিহীন, সর্বশ্রেষ্ঠ, সত্যমাত্র, সর্বপ্রাণীর হৃদয়স্থ এবং দর্শনীয়রূপ প্রাণাপান বায়ু; যতিপণ্ডিতেরা নিশ্চল বুদ্ধিবার। সর্বসংশয় বন্ধ ও বিষয় সমূহ ছেদ করতঃ জ্ঞানে তোমাকে দেখিতেছে । অতএব রত্নকিরীটযুক্ত স্বর্ষ্যপ্রভাসিত তোমাকে বন্দনা করি । তুমি মারাভীত, আদিবিক্র, জগতের আদিভূত, মনোভীত, মোহবিনাশকারী, ভূনিবন্দ্য; যোগীধোয়, যোগবিধানকারী, রমণীয়, লোক পূজিত এবং পরিপূর্ণ; অতএব তোমাকে অমূল্য বন্দনা করি । ১০।১১।১২।

ইহ সংসার মিথ্যার পরিপূর্ণ হইলেও তোমাতে কোনরূপ ভাবাভাব প্রত্যয় হীন পরিলক্ষিত হয় না, অতএব ভোগমত-

ত্বং মে নাথো নাথিতকার্যখিসকলকারী ।
 মানাতীতো মাধবরূপোহখিলধারী ।
 ভক্ত্যা গম্যো ভাবিতরূপো ভবহারী
 যোগাভ্যাসৈতবিত্তচেতঃ সহচারী ॥ ১৪ ॥
 স্বামাদ্যন্তং লোকততীনাং পরমীশং
 লোকানাং নো লৌকিকমনৈরধিগম্যম্ ।
 ভক্তিপ্রজ্ঞাভাবসমৌতৈতৰ্জনীপ্লবং
 বন্দে রামং সুন্দরমিন্দীবরনীলম্ ॥ ১৫ ॥
 কো বা জ্ঞাতুং স্বামতিমানং গতমানং
 মানাসক্তো মাধব । শক্তো মুনিমান্যম্ ।
 সুন্দারণ্যে বন্দিত সুন্দারকরুদং
 বন্দে রামং ভবমুখবন্দ্যং সুখকন্দম্ ॥ ১৬ ॥

নানাশাষ্ট্রর্ষেদকদৈমঃ প্রতিপাদ্যং
 নিত্যানন্দং নিরীষয়জ্ঞানমনাদিম্ ।
 মৎসেবার্থং মানুষভাবং প্রতিপদ্যং
 বৈষ্ণৱ্যং রামং মরকতবর্ণং মথুরেশং ॥ ১৭ ॥
 শ্রদ্ধাবুক্তো যঃ পঠতীমং শ্রবমাদ্যং
 জ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানবিধানং ভুবি মত্যাঃ ।
 রামং শ্যামং কামিতকামপ্রদমীশং
 ধ্যাওয়া ধ্যাওয়া পাতকজ্বালৈর্কিগতঃ স্যাৎ ।
 শ্রদ্ধা স্তুতিং লোকগুণৈর্কিতাবতুঃ
 স্বাক্ষে সমাদায় বিদেহপুত্রিকাম্ ।
 ভিজ্জমানাং বিমলরুণদ্যাতিং
 রক্তাম্বরং দিব্যবিভূষণান্বিতাম্ ॥ ১৮ ॥

শিবাদির পূজিত তোমার চরণযুগল বন্দনা করি—হে জীৱাম!
 তুমি ত্রিকালব্যাপ্ত, মায়া বিহীন, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, জঁকার ও
 সর্বদৈতা নাশক, অতএব তোমাকে বন্দনা করি। তুমি
 আমার নাথ, তুমি প্রার্থিত কার্য সমস্তের কর্তা, তুমি দেশ-
 কাল ও রূপ এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্য, তুমি লক্ষ্মীপতি এবং
 অখিল জগতের কর্তা, তুমি ভক্তের প্রাণ ও প্রাপ্তরূপী হইয়া
 মানব নাশ করিতেছ, তুমি যোগাভ্যাসে পবিত্রীকৃত অস্ত্র-
 করণের সহচারী—হে রাঘব! তুমি পরম্পরের আদি ও অন্ত,
 লোক সমুদয়ের পালন কর্তা, লৌকিক প্রমাণে তুমি আমা-
 দিগের অজ্ঞেয়, ভক্তি ও শুদ্ধভাবাবলম্বীদিগের সেবা, অতএব
 সুন্দর ইন্দীবরশ্যাম কলেবর তোমাকে বন্দনা করি। ১৩।
 ১১৪। ১৫।

হে মাধব! তুমি সর্বত্র অতি ব্যাপক, তুমি গত-মান
 স্মৃতরাং মানাসক্ত কোন ব্যক্তিই তোমাকে জ্ঞানিতে পারে
 না, কৃষ্ণাবতারে সুন্দরবনে দেবত সুন্দ তোমাকে অভিবাদন

করিয়াছিলেন, অতএব তুমি শিবাদির অভিবন্দ্য, তোমাকে
 নমস্কার করি। বিবিধ শাস্ত্র নিগীত বেদ সমূহ তোমাতে
 নিত্যানন্দ এবং বাহ্য বিষয়ক জ্ঞান বিষয় বর্ণনা করিয়াছে,
 তুমি মৎসেবার্থ অর্থাৎ রাবণাদি বিনাশ করিবার জন্য মানব-
 রূপী হইয়াছ এবং কৃষ্ণাবতার হইবার অতিপ্রায়ে অগ্রে
 শক্ররূপে মথুরা রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, অতএব মরকত
 বর্ণ মথুরেশকে নমস্কার করি।

জ্ঞানবান্ হইয়া যে ব্যক্তি অগ্রে এই স্তব পাঠ করে এবং
 ইহ জগতে ব্রহ্মজ্ঞান বিধান অতীত বস্তুর দাতা শ্যাম কলেবর
 জীৱামকে ধ্যান করে, সে ব্যক্তি সর্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।
 হতাশন লোক গুরু ব্রহ্মার স্তব শ্রবণ করিয়া সর্বাদ সুন্দরী,
 বিমল অকণ জ্যোতির্ময়ী, রক্ত বস্ত্র পরিধানী, দিব্যভরণ বিভূ-
 ষিতা বিদেহি কন্যাকে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্বক জগৎকে

প্রোবাচ সাকী জগতাং রঘুন্তমং

প্রপন্নসর্বাতিহরং হতাশনঃ ।

গৃহাণ দেবীং রঘুনাথ ! জানকীং

পুরা ত্বয়া ময্যবরোপিতাং বনে । ২০ ॥

বিধায় মায়াজনকাজ্ঞাং হরে !

দশাননপ্রাণবিনাশনায় চ ।

হতো দশাশ্যঃ মহ পুত্রবান্ধবৈ-

নিরাকৃতোহেনেন ভরো ভুবঃ প্রভো ! ॥ ২১ ॥

ত্রিরোহিতা সা প্রতিবিশ্বরূপিণী

কৃত্য যদর্থং কৃতকৃত্যতাং গতা ।

ততোহতিহৃষ্টাং পরিগৃহ্যজ্ঞানকীং

রামঃ প্রহৃষ্টঃ প্রবিপূজ্য পানকম্ ॥ ২২ ॥

স্বাক্ষে সমাদেশ্য সদানপায়িনীং

স্রিয়াঃ ত্রিলোকীজননীং শ্রিয়ঃ পতিঃ ।

দৃষ্ট্বাথ রামং জনকাজ্ঞায়ুঃ

শ্রিয়া ক্ষুরন্তং সুরনায়কো মুদা ॥ ২৩ ॥

ভক্ত্যা গিরা গদ্গদয়া সমেতা

কৃতাজ্জলিঃ স্তোভুমধোপচক্রে ।

ইন্দ্র উবাচ ।

ভজেহহং সদা রামমিন্দীবরামং

ভবারণ্যদাবানলাভাভিধানম্ ।

ভবানীহৃদা ভাবিতানন্দরূপং

ভবাতাবহেতুং ভবাদিপ্রপন্নম্ ॥ ২৪ ॥

সুরানীকচ্ছোখোঘনাতৈকহেতুং

নরাকারদেহং নিরাকারমীডাম্ ।

পরেশং পরানন্দরূপং বরেণ্যং

হরিং রামমীশং ভজে ভারনাশম্ ॥ ২৫ ॥

প্রপন্নাখিলানন্দদোহং প্রপন্নং

প্রপন্নার্জিনিঃশেষনাশাভিধানম্ ।

সাকী করিয়া রঘুনাথকে কহিলেন, হে রাঘব! আপনি অরণ্য মধ্যে জানকীকে আমার নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন অধুনা তাঁহাকে গ্রহণ করুন । হে হরে ! লজ্জাধিপতি দশাননের প্রাণ বিনাশ হেতু জানকী-সদৃশী মায়া-সীতা স্বহস্ত করিয়া স্ববান্ধব দশাশ্যকে বিনাশ করিয়াছেন, অতএব হে প্রভো ! এক্ষণে পৃথিবীর ভার নিরাকৃত হইয়াছে । আপনি যে মায়াসীতা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই প্রতিবিশ্বরূপিণী জনকাজ্ঞা ত্রিরোহিতা হইয়াছেন ; অনন্তর রামচন্দ্র প্রহৃষ্ট চিত্তে সদানন্দময়ী জানকীকে গ্রহণ করিয়া হতাশনকে প্রতীপূজ্য করিলেন । ত্রীপতি ত্রিলোক-জননী স্ত্রীকে নিজ ক্রোড়ে উপবেশন করাইলে, ত্রিদশনাথ ইন্দ্র তাঁহাকে জনকহৃদিত্যুক্ত আনন্দিত

সন্দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন ; অনন্তর গদগদ বচনে ভক্তি সহকারে কৃতাজ্জলিপুট হইয়া শুব আশ্রয় করিলেন । ১৭ । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ ।

আমি ভক্তিসহকারে নীলোৎপল আভাসংযুক্ত সংসার অরণ্যের দাবানলাভিধান, পতিভাবনী ভগবতীর হৃদয়ভাবিত সদানন্দের রূপ, মহাদেব পরিসেবিত সংসার ক্লেশ নিবারক রামচন্দ্রকে ভজনা করি । দেবতাদিগের অপার দুঃখ বিনাশ হেতু যিনি মানবদেহ (বস্ত্রতঃ নিরাকার ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ) পরিগ্রহ করিয়া ভূতায় হরণ করিয়াছেন, আমি সেই জীহার স্বাধ-

তপোযোগযোগীশভাবাতিভাব্যং
 কপীশাদিমিত্রং ভজে রামমিত্রম্ ॥ ২৬ ॥
 সদা ভোগভাজাং স্তুদুরে বিভাস্তং
 সদা যোগভাজামদুরে বিভাস্তম্ ।
 চিদানন্দকন্দং সদা রাঘবেশং
 বিদেহাভ্যজানন্দরূপং প্রপদ্যে ॥ ২৭ ॥
 মহাযোগমারাবিশেষানুযুক্তো
 বিভাসীশ ! লীলানরাকারবৃত্তিঃ ।
 ভূদানন্দলীলাকথাপূর্ণকর্ণাঃ
 কদানন্দরূপা ভবন্তীহ লোকে ॥ ২৮ ॥
 অহং মানপানাভিমত্তপ্রমত্তো
 ন বেদাধিলেশাভিমানাভিমানঃ ।

ইদানীং ভবৎপাদপদ্মপ্রসাদাৎ
 ত্রিলোকাধিপত্যাভিমানো বিনষ্টঃ ॥ ২৭ ॥
 ক্ষুরদ্রুতকেশুরহার্যভিরামং
 ধরাভারভূতাসুরানীকদাবস্ ।
 শরচ্ছত্রবল্লভং লসৎপদ্মানেত্রং
 ছুরাবারপারং ভজে রাঘবেশম্ ॥ ৩০ ॥
 সুরাধীশনীলাভনীলাঙ্গকান্দিং
 বিরোধাদিরক্ষোবধাশ্লোকশাস্ত্রম্ ।
 কিরীটাংশিতাভং পুরাত্তিলাভং
 ভজে রামচন্দ্রং রঘুণামধীশম্ । ৩১ ।
 লসচ্ছত্রকোটিপ্রকাশাদিনীঠে
 সমাসীনমক্কে সনাধার সীতাম্ ।

চন্দ্রকে ভজনা করি। যিনি শরণাপন্নদিগের আশ্রয় দিয়া থাকেন, যিনি তপ ও যোগ নীতি বোধীদিগে অভিভাবক এবং যিনি কপীন্দ্র সুরীদিগের সহিত সখ্যতা নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন, আমি সেই রামচন্দ্রকে ভজনা করি। যিনি ভক্তজ্ঞান বিষয় সৎ সংসারী শ্রমীদিগের হইতে সুরবর্তী রাখিয়া আভ্যজ্ঞান বিষয় সমস্ত যোগীদিগের অতি নিকটে অক্ষরূপ রক্ষা করিয়া থাকেন, যিনি সনুদয় চৈতন্যদিগের ও বৈদেহী জানকীর আনন্দ বর্জন করিয়া থাকেন, আমি সেই রঘুবংশধরভাস রাঘবকে নমস্কার করি। হে জগদীশ্বর! মহাযোগমার্গ ও দ্বারা যেমন স্তম্ভা অমুক্ত হইয়া ক্ষটিক বৎ আভা প্রকাশ করে, সেইরূপ যোগীরা দ্বারা তোমার মানবাভূতি উজ্জলতা বিকাশ করিয়া থাকে, অতএব ইহ জগতে সনুদয় লোক তোমার লীলা কথায় পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

আমি অহঙ্কার ও সুরাদিতে উন্মত্ত, এবং লোকে ভূমাদি-

প্রযুক্ত হেরূপ অভিমান করিয়া থাকে, আমি সেইরূপ অভিমানিত হইয়া তোমাকে জানিতে পারি নাই; অতঃপাৎ এক্ষণে তোমার জ্ঞাপদ পদ্মের অনুগ্রহ ত্রিলোকের আধিপত্যাভিমান দূরীভূত হইয়াছে। যিনি রত্ন কেশ্বর ও হারভূষিত এবং পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরদিগের দাবানল সঙ্গ, বাঁহা শরচ্ছত্র সন্নিভ বনমণ্ডল এবং আকর্ণ-পদ্ম-নেত্র, আমি সেই ভূপুত্র পারাবার পার রঘুবংশধর জীরামচন্দ্রকে ভজনা করি। ২৯। ৩০।
 বাঁহা ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় নীলকান্তি, বাঁহা হার্য বিরোধপ্রভৃতি রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইয়া সর্গ মর্ত পাভালয় সনুদয় লোক অশ্রুলাভ করিয়াছে, যিনি যজ্ঞপ্রাপ্য নিধাদি সঙ্গ এবং কিরীটাদি ভূষণে শোভিত হইয়াছেন, আমি সেই রঘুবংশ চূড়ামণি জগদীশ্বর রামচন্দ্রকে ভজনা করি। বাঁহাতে কোটিচন্দ্রদেবীপাশমান আছে, যিনি হেম বর্ণা ও বিজুলতা সঙ্গী অশ্রুভূষিতা পীর অক্কে গ্রহণ করিয়াছেন এবং

ক্ষুরদ্ধেমবর্ণাং তড়িৎপুঞ্জভাসাং

ভজে রামচন্দ্রং নিরুত্তার্তিত্তম্ ॥ ৩২ ॥

ততঃ প্রোবাচ কগবান্ ভবান্যা সহিতো ভবঃ

রামং কমলপত্রাংকং বিমানেশ্বা নভস্তলে ॥ ৩৩ ॥

আগমিন্যামাযোধ্যারাং দ্রুতুং ত্বাং রাজ্যসংকৃতম্

ইদানীং পশ্য পিতরমশ্ব দেহশ্ব রাঘব ! ॥ ৩৪ ॥

ততোহপশ্যদ্বিমানস্বং রামো দশরথং পুরঃ ।

ননাম শিরসা পাদৌ মুদ্রা তন্ত্রা সহানুজঃ ॥ ৩৫ ॥

আলিঙ্গ্য মূৰ্ধাবিশ্রায় রামং দশরথোহব্রবীৎ ।

তারিতোহস্মি ত্বরা বৎস ! সংসারাদদুঃখমাগরাৎ ॥

ইতুক্ত্বা পুনরালিঙ্গ্য যযৌ রামেণ পুঞ্জিতঃ ।

রামে হপি দেবরাজং তং দৃষ্ট্বা প্রাহ কৃতাজ্ঞনিম ॥

মৎকৃতে নিহতান্ সংখ্যো বানরান্ পতিতান্ ভুবি

জীবরাশু সুধারুঢ়া সহস্রাংক ! মমাজ্ঞয়া ॥ ৩৬ ॥

তথতামুহুরুঢ়া তান্ জীবরামাস বানরান্ ।

যে,যে মৃত্যু মূখে পূর্ণং তে তে সুপ্তোপ্তিতা ইব ।

পূৰ্ব্বদ্ববিনিনো হৃদ্যো রামপার্শ্বমুপায়যুঃ ॥ ৩৭ ॥

নোপ্তিতা রাক্ষসাস্তত্র পীযুষস্পর্শনাদপি ।

বিভীষণস্ত সাক্ষাৎকং প্রণিপত্যাত্রীদ্বচঃ ॥ ৪০ ॥

দেব ! মামনুগৃহীষু ময়ি ভক্তিৰ্যদা তব ।

মঙ্গলম্নানয়দ্য ত্বং কুরু সীতাসমন্বিতঃ ॥ ৪১ ॥

অলঙ্কৃত্য সহ ভাত্রা শ্বো গনিষ্যামহে বয়ম্ ।

যিনি নিদ্রা ও আলস্য পরিশূন্য হইয়াছেন, আমি সেই রামকে ভজনা করি ॥ ৩১। ৩২।

অনন্তর মহাদেব গিরিরাজ কন্যা ভগবতীকে সমভিব্যাহারে করিয়া বিমান দ্বাৰ্গে অবস্থান পূৰ্ব্বক কমলপট্টে রামকে কঙ্কিতে লাগিলেন—হে রাঘব ! তুমি রাজ্যপ্রাপ্ত হইলে, আমি তোমাকে দর্শন করিবার জন্য অযোধ্যায় আগমন করিব, কিন্তু অধুনা তোমার দেহের জনরিত্তকে অবলোকন কর। ৩৩। ৩৪।

অনন্তর শ্রীরাম আকাশ পথে সৰ্ব্বাগ্রে দশরথকে দেখিতে পাইয়া অমুজ লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার পদপদ্ম স্পর্শ করিয়া হৃদয়নে মস্তকান্বত পূৰ্ব্বক প্রণাম করিলেন। দশরথও আলিঙ্গন করিয়া মস্তকান্বত পূৰ্ব্বক রামচন্দ্রকে করিলেন—বৎস ! আমি তোমা কর্তৃক এই সংসারের অপার দুঃখমাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি এই বলিয়া শ্রীরামকে পুনরালিঙ্গন

প্রদান করিলেন এবং শ্রীরাম তাঁহাকে পূজা করিলে দশরথ-স্বস্থান প্রস্থান করিলেন ; অনন্তর রামচন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্রকে অবলোকন করিয়া বন্ধাজলি পূৰ্ব্বক বসিতে লাগিলেন। ৩৫। ৩৬। ৩৭।

হে মহালোকন ! আমাকর্তৃক অসংখ্য বানর বৃন্দ নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত রহিয়াছে, অতএব অধুনা আমার নির্দেশান্তরে সুধাবর্ষণকারী উহার জীবিত হউক। অনন্তর যে সমুদয় বানর নিকর গত ও আহত হইয়াছিল সুধাবর্ষণে তাহার সমুদাই সুপ্তোপ্তিতের ন্যায়, গাভ্রোপ্তান করিয়া দেখিল যে পূৰ্ব্বের ন্যায় সকলই বলিষ্ঠ, তখন তাহার শ্রীরামের পার্শ্বদেশে আসিয়া উপহিত হইল—বিভীষণ পীযুষ স্পর্শে রাক্ষসদিগকে উত্তিতে না দেখিয়া রামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ প্রণিপাত পূৰ্ব্বক করিলেন—হে দেব ! আপনি এখন আমাকে ভক্তি করিয়া থাকেন, তখন আমাকে অনুগ্রহ করুন যে, অদ্য আপনি সীতাসমন্বিত হইয়া মঙ্গলম্নান করুন এবং অনুগ্রহ লক্ষ্মণের সহিত নানাবরণে ভূষিত হউন, পরে

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা প্রত্যাচ রঘুত্তমঃ ॥ ৪২ ॥
 সুকুমারোহতিভক্তো মে ভরতো মামবেক্ষতে ।
 জটাবল্কলধারী স শব্দব্রহ্মসমাধিতঃ ॥ ৪৩ ॥
 কথং তেন বিনা স্নানং অলঙ্কারাদিকং মম ? ।
 অতঃ সূত্রীবমুখ্যাংস্ত্বং পুঙ্গবাস্তু বিশেষতঃ । ৪৪ ॥
 পূজিতেষু কপীন্দ্রেষু পূজিতোহহং ন সংশয়ঃ ।
 ইত্যুক্তো রাঘবেণাস্তু স্বর্ণরত্নাঘরাণি চ ॥ ৪৫ ॥
 বনবাস্যাক্ষসশ্রেষ্ঠো যথাকামং যথাকৃচি ।
 ততস্তান্ পূজিতান্ দৃষ্ট্বা রামো রতৈশ্চ যুথপান্ ॥ ৪৬ ॥
 অভিনন্দ্য যথান্যায়ং বিসমর্জ্য হরীশ্বরান্ ।
 বিভীষণসমানীতং পুষ্পকং সূর্য্যবচসম্ ॥ ৪৭ ॥
 আকুরোহ ততো রামস্তদ্বিমানমন্ত্রতমম্ ।

অক্লে নিধায় বৈদেহীং লঙ্কমানং যশস্বিনীম্ । ৪৮
 লক্ষ্মণন সহ ভ্রাতা বিক্রান্তেন ধনুয়াত ।
 অত্রবীক্ষ্য বিমানস্থঃ শ্রীরামঃ সৰ্গবানরান্ ॥ ৪৯ ॥
 সূত্রীবং হরিরাজং চ অঙ্গদং চ বিভীষণম্ ।
 মিত্রকার্য্যং কৃতং সৰ্বং ভবাস্তুঃ সহ বানরৈঃ ॥ ৫০ ॥
 অমুক্তাতা ময়া সৰ্বৈ যথেক্টং গন্তুমর্হথ ।
 সূত্রীব ! প্রতি যাহ্যস্তু কিঙ্কিচ্চাং সৰ্বসৈনিকৈঃ ॥ ৫১ ॥
 স্বরাজ্যে বস লঙ্কায়াং মম ভক্তো বিভীষণ ! ।
 ন ত্বাং ধৰ্ম্ময়িতুং শক্তাঃ সেন্দ্রাঃ অপি দিবৌকসঃ ।
 অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামি রাজধানীং পিতুর্মম ।
 এবমুক্তাস্তু রামেণ বানরাস্তে মহাবলাঃ ॥ ৫৩ ॥
 উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সৰ্বৈ রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ ।
 অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামস্তুয়া সহ রঘুত্তম ! ॥ ৫৪ ॥

আমিরা সকলই অযোধ্যায় গমন করিব। রঘুনাথ বিভীষণের
 বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—আমার অতি ভক্ত
 ভ্রাতা ভরত জটাবল্কল পরিধান পূৰ্ব্বক, প্রণব স্বত্র সমা-
 হিত হইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে অতএব সূক-
 মার ভরত বিনা আমার স্নান বা ভূষণে প্রয়োজন কি ?
 অধুনা তুমি বানর রাজ সূত্রীবাদিকে বিশেষরূপে পূজা কর ।
 তাহা হইলেই আমার পূজা হইবে, ইহাতে আর সংশয় নাই ।
 ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ ।

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ নানাবিধ রত্ন
 ও বস্ত্রাদি যথেষ্ট প্রদান করিতে লাগিলেন। অন-
 ন্তর রামচন্দ্র যুথপতি বানরদিগকে বিবিধ রত্ন দ্বারা পূজিত
 সন্দর্শন করিয়া বানরশ্রেষ্ঠ দিককে অভিনন্দন পূৰ্ব্বক, বিভীষণ
 আনিত সূর্য্যবশি সদৃশ পুষ্পক রথ সূসজ্জীভূত করিলেন ।
 অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সলঙ্ক যশস্বিনী জনক তনয়াকে অনেক

আরোপিত করিয়া অত্যাশ্রিত বিমানে আরোহণ করিলেন, এবং
 মহাপ্রাক্রমণালী ধনুর্ধারী লক্ষ্মণ সমভিযাহারে বিমানস্থ হইয়া
 বানর রাজ সূত্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণকে বলিতে লাগিলেন,
 তোমরা বানরদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমস্তই বজুর
 ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । এক্ষণে,
 হে সূত্রীব ! আমার আদেশে তুমি গমন করিতে পার—
 অতএব তুমি সমস্ত সৈন্য লইয়া কিঙ্কিচ্চায় প্রতিগমন কর—
 হে বিভীষণ ! তুমি আমার পরম ভক্ত, অতএব নিজ রাজ্য
 লঙ্কা মধ্যে বাস কর—দেখ দিবৌকস বা ইন্দ্র নোমার প্রতি
 অত্যাচার করিতে সক্ষম নহে। এক্ষণে আমি পিতৃরাজ্যে
 গমন করিতে বাসনা করিয়াছি। রামচন্দ্র এইরূপ বলিবামাত্র
 মহাবলবান বানর সমূহ এবং রাক্ষসাদিগ্ধি বিভীষণ কৃত-
 তুলিপুটে বলিতে লাগিল—হে রঘুত্তম ! আমরাও
 আপনার সহিত অযোধ্যায় যাইতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো !

দৃষ্টা স্বামতিবিল্লং তু কৌশল্যামতিবাদ্য চ ।
 পশ্চাদ্ভ্রণীমহে রাজ্যমনুজাং দেহি নঃ প্রভো !
 রামস্তথৈতি স্ত্রীষ ! বানরৈঃ সবিভীষণঃ ।
 পুষ্পকং সচ্ছমাংশ্চ শীঘ্রমারোহ সাম্প্রতম ॥ ৫৬
 ততস্ত পুষ্পকং দিব্যং স্ত্রীষঃ সহ সেনয়া ।
 বিভীষণশ্চ সামাত্যঃ সর্কে চারুৰুহ্মতম্ ॥ ৫৭ ।
 তেষাক্ৰতেষু সর্কেষু কৌবেরং পরমাসনম্ ।
 রাঘবেণাভ্যনুজাতমুৎপপাত বিহারসা ॥ ৫৮ ॥

বভৌ তেন বিমানেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা ।
 প্রহৃষ্টশ্চ তদা রামশ্চতুর্মুখ ইবাপরঃ ॥ ৫৯ ॥

ততো বভৌ ভাস্করবিশ্বতুলাং
 কুবেরষ'নন্তপসানুলক্ৰম্ ।
 রামেণ শোভাং নিতরাং প্রপেদে
 সীতা সমেতেন সহানুজেন ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

আপনার অভিনবক সন্দর্শন এবং কৌশল্যা দেবী অভি-
 গদন পূর্বসর স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিব, এই অনুজ্ঞা
 প্রদান করুন। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫।

শ্রীরাম 'তথাস্থ' বলিয়া, কহিলেন--হে স্ত্রীষ! সমস্ত বানর,
 বিভীষণ ও হনুমান সমভিব্যাহাবে পুষ্পক রথে শীঘ্র
 আরোহণ কর। অনন্তর স্ত্রীষ বানরীসেনা সহিত ও
 বিভীষণ অমাত্যপরিবৃত হইয়া দিবা পুষ্পক রথে সত্বর
 আরোহণ করিল। তাহারা সকলে আরুঢ় হইলে কৌবের
 সমস্ত রাঘব কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গগনমার্গ হইতে উল্লঙ্ঘন

করিতে লাগিল। প্রহৃষ্টমনা রামচন্দ্র হংসবাহন পুষ্পক রথে
 আরোহণ করিয়া চতুর্মুখ ব্রহ্মার নায় বিমানমার্গে শোভা
 পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তপোলক্ক কুবেরের রথ ভাস্কর-
 বিশ্বের নায় শোভা পাইতে লাগিল। এবং অনুজ লক্ষ্মণ ও
 জনকায়জা পরিবৃত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের শোভা পরিবদ্ধিত
 হইতে লাগিল। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০।

ইতি শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্দশোধ্যায়ঃ।

পাতয়িত্বা ততশ্চক্ষুঃ সৰ্বতো রঘুনন্দনঃ ।
 অত্রবীন্মৈথিলীং সীতাং রামঃ শশীনিভাননাম্ ।
 ত্রিকূটশিখরাগ্রস্থাং পশ্য লঙ্কাং মহাপ্রভাম্ ।
 এতাং রণভুবং পশ্য মাংসকর্দমপঙ্কিলাম্ ॥ ২ ॥
 অমুরাণাং প্লবঙ্গানামত্র বৈশসনং মহৎ ।
 অত্র মে নিহতঃ শেতে রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৩ ॥
 কুন্তকর্ণেজ্জিহ্মখ্যাঃ সৰ্ব্বৈ চাত্র নিপাতিভাঃ ।
 এষ সেতুর্ময়া বন্ধঃ সাগরে সলিলাশয়ে ॥ ৪ ॥
 এতচ্চ দৃশ্যতে তীর্থং সাগরম্য মহাত্মনঃ ।
 সেতুবন্ধমিতি খ্যাতং ত্রৈলোক্যেন চ পূজিতম্ ॥ ৫

এতৎপবিত্রং পরমং দর্শনাৎ পাতকাপহম্ ।
 অত্র রামেশ্বরো দেবো ময়া শত্ৰুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৬ ॥
 অত্র মাং শরণং প্রাপ্তো মন্ত্ৰিভিঃ বিভীষণঃ ।
 এষা সূত্রীবনগরী কিঙ্কিক্যা চিত্রকাননা ॥ ৭ ॥
 তত্র রামাক্ষরা তারাপ্রমুখা হরিষোষিতঃ ।
 আনয়ামাস সূত্রীবঃ সীতারায়ঃ প্রিয়কাময়া ॥ ৮ ॥
 তাভিঃ সহোথিতং শীঘ্রং বিমানং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ ।
 প্রাহ চাত্ৰিং স্বাম্যমূকং পশ্য বাল্যত্র মে হতঃ ॥ ৯ ॥
 এষা পঞ্চবটী নাম রাক্ষস্যা যত্র মে হতাঃ ।
 অগস্ত্যস্য সূতীক্ষ্মস্য পশ্চাশ্রমপদে শুভে ॥ ১০ ॥

অনন্তর রঘুকুলভিলক রামচন্দ্র চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া শশিনিভাননা মৈথিল-রাজ-ত্বিঃ সীতাকে বলিলেন, ত্রিকূট পর্বত শিখরস্থ মহা প্রভাবিতা লঙ্কাপুরী ও মাংস-কর্দম-পঙ্কিল যুদ্ধক্ষেত্র অবলোকন কর। ঐ স্থানে বানর-সুরদিগের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, রাক্ষসেশ্বর দশানন ঐ স্থানে নিহত হইয়া পতিত হইয়াছিল। ঐ স্থানে মহাবীর কুন্ত-কর্ণ ও ইজ্জিৎ নিপতিত হইয়াছিল, এবং মহাসাগরোপরি আমি সেতু বন্ধন করিয়াছি অবলোকন কর। ১।২।৩। ৪।

এইট মহাত্মা সাগরের তীর্থ—যুগ মর্ত পাতালস্থ লোক সমুদায়ের পূজিত হইয়া সেতুবন্ধ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এখানে আমি রামেশ্বর নামে মহাদেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। হে

মৈথিলি! পাপীরা ইহা দর্শন করিলে সর্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ধর্মনিরত বিভীষণ মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে এই স্থানে আমার শরণাপন্ন হইয়াছিল, এবং এইটি সূত্রীবের চিত্র কাননা কিঙ্কিক্যা নগরী। ঐ স্থানে সূত্রীব রামনিদেশবর্তী হইয়া সীতার মঙ্গলাকাজিণী তারা প্রভৃতি বানর ষোষিগণকে আনয়ন করিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগের সহিত বিমান হইতে দর্শন করিলেন এবং সীতাকে কহিলেন ঐ দেখ গিরি-বর স্বাম্যমূক পর্বত—এই স্থানে বালী আমা কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া ছিল। ৫।৬।৭।৮।৯।

হে শুভে! ঐ পঞ্চবটী বন অবলোকন কর—অগস্ত্য মুনির আশ্রমপদে রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়াছি। হে

এতে তে তাপসাঃ সর্বে দৃশ্যন্তে বরবর্ণিনি ! ।

অসৌ শৈলবরো দেবি ! চিত্রকূটঃ প্রকাশতে ॥ ১১ ॥

অত্র মাং কৈকয়ীপুত্রঃ প্রসাদয়িতুমাগতঃ ।

ভরদ্বাজাশ্রমং পশ্য দৃশ্যতে যমুনাতে ॥ ১২ ॥

এষা ভাগীরথী গঙ্গা দৃশ্যতে লোকপাবনী ।

এষা সা দৃশ্যতে সীতে ! সরযুর্পমালিনী ॥ ১৩ ॥

এষা সা দৃশ্যতেহবোধ্যা প্রণামংকুরু ভামিনি ! ।

এবং ক্রমেণ সম্প্রাপ্তো ভরদ্বাজাশ্রমং হরিঃ ॥ ১৪ ॥

পূর্ণে চতুর্দশে বর্ষে পঞ্চমাং রঘুনন্দনঃ ।

ভরদ্বাজং মুনিং দৃষ্ট্বা ববন্দে সানুজঃ প্রভুঃ ॥ ১৫ ॥

পপ্রচ্ছ মুনিমাসীনং বিনয়েন রঘুত্তমঃ ।

শূণোষি কচ্ছিত্তরতঃ কুশল্যাস্তে সহানুজঃ । ১৬ ।

সুতিকা বর্ত্তিতহষোধ্যা জীবান্তি চ হি মাতরঃ ।

শ্রুত্বা রামস্য বচনং ভরদ্বাজঃ প্রহৃষ্টধীঃ ১৭ ॥

প্রাহ সর্বে কুশলিনো ভরতস্ত মহামনাঃ ।

ফলমূলকৃতাহারো জটাবল্কলধারকঃ ॥ ১৮ ॥

পাদুকে সকলং ন্যস্য রাজ্যং ত্বাং সুপ্রীকৃতে ।

যৎযৎকৃতং ত্বয়া কৰ্ম্ম দণ্ডকে রঘুনন্দন ! ॥ ১৯ ॥

রাক্ষসানাং বিনাশং চ সীতাহরণপুৰ্ব্বকম্ ।

সর্বং জাতং ময়া রাম ! তপসা তে প্রসাদতঃ ॥

ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদাদিমধ্যানুবর্জিতঃ ।

ত্বমগ্রে সলিনং সৃষ্ট্বা তত্র সুপ্তোহসি ভূতক্ৰুৎ ॥ ২১ ॥

নারায়ণোহসি বিশ্বায়ন্ ! নরাণামনুরাক্ষকঃ ।

ত্বম্ভাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ২২ ॥

বরবর্ণিনি ! ঐ তাপসব্রহ্ম এবং চিত্রকূট পর্বত দেখা যাইতেছে, এই স্থানে কৈকয়ীপুত্র ভরত প্রসাদি গ্রহণে সমাগত হইয়া-
ছি। ঐ দেখ যমুনাতে ভরদ্বাজাশ্রম দেখা যাইতেছে । হে
সীতে ! ঐ দেখ লোক পরিভ্রমকারিণী গঙ্গা ও সরযু
যুগপৎ লক্ষিত হইতেছে—হে ভামিনি ! এক্ষণে অযোধ্যা
নগরী দৃষ্ট হইতেছে, অতএব প্রণাম কর । এইরূপে ঐহরি
ক্রমশঃ ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন । ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪।
চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলে পঞ্চমীতিথিতে রঘুনন্দন ভরদ্বাজ-
মুনিকে দন্দর্শন করিয়া সানুজ তাঁহাকে বন্দনা করিলেন ।

রঘুনাথ সনিনয় আসনোপবিষ্ট ভরদ্বাজকে জিজ্ঞাসা
করিলেন—হে মুনিবর ! আপনি ভরত ও শত্রুঘ্নের কোন
কুশল সংবাদ কি শ্রবণ করিয়াছেন ? অযোধ্যা মধ্যে সুতিকা

আছেন ? আমার জননীরা জীবিতা আছেন ত ? শ্রীরাঘব
বাক্য শ্রবণে ভরদ্বাজ মুনি কঠিন্তঃকরণে বলিলেন—ফলমূল-
ভোজী জটাবল্কলধারী মহামতি ভরত প্রভৃতি সকলেই কুশলে
আছেন, আর সমুদায় রাজ্য আপনার পাণ্ডকায় ন্যস্ত হইয়া
আপনারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে—হে রঘুনন্দন ! দণ্ডকা-
রণে রাক্ষস বিনাশ, সীতাহরণ প্রভৃতি যে যে ঘটনা
ঘটিয়াছে, তৎসমুদায়ই আমি তপঃ প্রভাবে এবং আপনার
প্রসাদে অবগত হইয়াছি । ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।
হে রঘুনাথ ! আপনি আদি, মধ্য ও অন্ত বিবর্জিত—সাক্ষাৎ
পরম ব্রহ্ম, আপনি প্রথমে সলিল সৃজন করিয়া তত্পরি শয়ন
করিয়াছিলেন । হে বিশ্বায়ন্ ! আপনিই নারায়ণ—মণ্ড্যাদিগেব
অন্তরাত্মা ; আপনার নাভিপদ্ম হইতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা
উৎপন্ন হইয়াছেন, অতএব আপনি অখিল জগতের পতি—

অতস্ত্বং জগতানীশঃ সৰ্বলোকনমস্কৃতঃ ।
ত্বং বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মীঃ শেখোহয়ং লক্ষ্মণাতিথঃ ॥
আত্মনা সৃজসীদং ত্বমাভ্যন্যেবাভ্যমায়য়া ।
ন সজ্জসে নভোবস্ত্বং চিচ্ছক্ত্যা সৰ্বসাক্ষিকঃ ।
বহিরন্তশ্চ তুতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন ! ।
পুৰ্ণোহপি যুতদৃষ্টীনাং বিচ্ছিন্ন ইব লক্ষ্যসে ॥ ২৫
জগত্ত্বং জগদাধারস্ত্বমেব পরিপালকঃ ।
ত্বমেব সৰ্বভূতানাং ভোক্তা ভোজ্যং জগৎপতে !
দৃশ্যতে অস্রিতে যদ্যৎ স্মর্য্যতে বা রঘুন্তম ! ।
ত্বমেব সৰ্বমখিলং ত্বদিনান্যম্ কিঞ্চন ॥ ২৭ ॥

মায়া সৃজতি লোকাং শ্চ স্বগুণৈরহমাভিভিঃ ।
ত্বচ্ছক্তিপ্রেরিতা রাম ! তস্মাৎত্বয়াপচর্য্যতে ॥ ২৮
যথা চুষ্কসান্নিধ্যাচ্চলন্ত্যেবায়সাদয়ঃ ।
জড়া তথা ত্বয়া দৃষ্টা মায়া সৃজতি বৈ জগৎ ॥ ২৯
দেহদ্বয়মদেহস্য তব বিশ্বং রিরক্ষিষোঃ ।
বিরাট্ স্থূলং শরীরং তে সূত্রং সূক্ষ্মমুদাহৃতম্ ॥ ৩০
বিরাজঃ সত্ত্ববন্ত্যোতে অবতারাঃ সহস্রশঃ ।
কার্য্যান্তে প্রবিশন্ত্যেব বিরাজং রঘুনন্দন ! ॥ ৩১ ॥
অবতারকথাং লোকে যে গায়ন্তি গৃণন্তি চ ।
অনন্যমনসো মুক্তিস্তেষামেব রঘুন্তম ! ॥ ৩২ ॥
ত্বং ব্রহ্মণা পুরা ভূমেভারহারায় রাঘব ! ।
প্রার্থিতস্তপসা তুষ্ঠস্ত্বং জাতোহসি রঘোঃ কুলে ॥

সমস্ত লোকে আপনাকেই নমস্কার করিয়া থাকে—হে রঘুনাথ ! আপনি বিষ্ণু এবং জানকী লক্ষ্মী । আপনি আপনি ছইতে এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু আপনি মায়া দ্বারা আশ্রিত হয়েন না, এবং নভোমণ্ডল যেমন সৰ্ব্ব দর্শক আপনিই সেইরূপ চিচ্ছক্তি দ্বারা সমস্ত পরিদর্শন করিতেছেন সুতরাং আপনি সৰ্ব সাক্ষী । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ ।

হে রঘুনন্দন ! আপনি সকল জীবের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থান করিতেছেন, এবং পূর্ণ ব্রহ্ম হইলেও যুত ব্যক্তিদিগের নিকট যেন বিচ্ছিন্নের ন্যায় লক্ষিত হয়েন । আপনি জগ-
নয়, সমস্ত জগতের আধার, এবং আপনি জগতের প্র-
পালক; হে জগৎপতে ! আপনিই জীবসমুদায়ের ভোক্তা
এবং ভোজ্য । হে রঘুবর ! ইতস্ততঃ বাহ্য কিছু দেখিতে
পাই, শুনিতে পাই, এবং স্মরণ পথে উপস্থিত হয় তাহা
সমস্তই আপনি—অর্থাৎ সকল পদার্থে, সকল জীবেরই আপনি
পরিদৃশ্যমান আছেন । হে ত্রীরাম ! মায়া জীব সকলকে
লক্ষিত করিয়াছে ও আপনারই গুণে অহঙ্কারাদি সমুৎপন্ন

হইয়াছে এবং আপনার দ্বারাই প্রেরিত, সেই কারণেই
আপনিতে শ্রষ্টৃত্বব্যবহার হইয়া থাকে । যেমন চুষ্ক প্রস্ত-
রের আকর্ষণে লৌহ আকর্ষিত হইয়া প্রস্তরে সংমিলিত
হওয়ানন্তর একস্থানে অবস্থিতি করে তদ্রূপ আপনি বস্ত্র
সমুদায় জড় সন্দর্শন করিলে মায়াই জগৎ সমস্ত সৃষ্টি করি-
য়াছে । আপনি নিরাশ্রয় অথচ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ পরিগ্রহ
করিয়া ব্রহ্মাও মণ্ডল রক্ষা করিতেছেন, হে রঘুনন্দন ! আপনি
পৃথীতলে সহস্রবার অবতীর্ণ হইয়া বিরাজমান হইয়া পরে
দ্বীপ কার্য্য অবসানে পুনরায় লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন । হে রঘু-
ন্তম ! যে ব্যক্তি আপনার অবতার কথা গান করে বা ব্যাখ্যা
করে তাহার নিশ্চয় মুক্তিলাভ হয় । ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ ।
২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ ।

হে রাঘব ! পূর্বে ব্রহ্মার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া
আপনি পৃথিবীর ভার অপনোদনের জন্য রঘুকুলের জন্ম

দেবকার্যামশেষেণ কৃতং তে রাম ! দুষ্করম্।
 বহুবর্ষসংস্রাণি মানুষ্যং দেহমাস্ত্রিতঃ । ৩৪।
 কুর্দ্বন দুষ্করকর্ম্মাণি লোকদ্বয়হিতায় চ।
 পাপহারীণি ভুবশং যশসা পূরয়িষ্যামি। ৩৫।
 প্রার্থয়ামি জগন্নাথ ! পবিত্রং কুরু মে গৃহম্।
 শ্রুত্বাদা ভুক্তা সবলঃ শ্বো গমিষ্যামি পত্ননম্ ॥ ৩৬।
 তথেষতি রাঘবোহতিষ্ঠতু স্মিমাশ্রম উত্তমেন।
 সসৈন্যঃ পূজিতস্তেন সীতয়া লক্ষ্মণেন চ। ৩৭।
 ততো রামশ্চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং প্রাহ মারুতিম্।
 ইতো গচ্ছ হনুমৎস্বমাবাধ্যাং প্রতি সত্বরঃ ॥ ৩৮।
 জানীহি কুশলী কচ্চিজনো নৃপতিমন্দিরে।
 শৃঙ্গিবেরপুরং গত্বা ক্রহি মিত্রং গুহং মম ॥ ৩৯ ॥

জানকী লক্ষ্মণোপেতমাগতং মাং নিবেদয়।
 নন্দিগ্রামং ততো গত্বা ভ্রাতরং ভরতং মম ॥ ৪০ ॥
 দৃষ্ট্বা ক্রহি সভার্যাস্তা সভ্রাতৃঃ কুশলং মম।
 সীতাপহরণাদীনি রাবণস্য বধাদিকম্ ॥ ৪১ ॥
 ক্রহি ক্রমেণ মে ভ্রাতুঃ সর্বং তত্র বিচেষ্টিতম্।
 হত্বা শক্রগণান্ সর্দ্বান্ সভার্যাসঃ সহস্রক্ষণঃ। ৪২।
 উপয়াতি সমৃদ্ধার্থঃ সচ স্বাক্ষরীশ্বরৈঃ।
 ইত্যুক্ত্বা তত্র বৃন্তান্তং ভরতস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ৪৩ ॥
 সর্বং জাত্বা পুনঃ শীঘ্রমাগচ্ছ মম সন্নিধিম্।
 তথেষতি হনুমাংস্তত্র মানুষ্যং বপুর্প্রাস্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥
 নন্দিগ্রামং যযৌ তুর্ণং বায়ুবেগেন মারুতিং।
 গরুত্মানিব বেগেন জিঘৃক্ষন্ ভুজগোত্তমম্। ৪৫
 শৃঙ্গিবেরপুরং প্রাপ্য গুহমাসাদ্য মারুতিং।
 উবাচ মধুরং নাক্যং প্রহৃষ্টেনাতুরাত্মনা ॥ ৪৬ ॥

কালো বহু সহস্র বৎসর মানবদেহধারণ পূর্বক দুষ্কর দেব
 কার্য সাধন করিয়াছেন এবং ইহলোক ও পর লোকের
 মঙ্গলের নিমিত্ত দুষ্কর কার্য সমূহ সমাধা করিয়া যশে পৃথিবী
 পরিপূর্ণ করিয়াছেন । ৩০। ৩৪। ৩৫। হে জগন্নাথ ! আপনি
 আমার গৃহ পবিত্র করুন এবং অদ্য এখানে থাকিয়া কোজ-
 নাগে অযোধ্যায় গমন করুন এই আমি প্রার্থনা করি। ভর-
 তাজ মুনি এইরূপ কহিলে—শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষির উত্তমাশ্রমে
 গৈন্য, লক্ষ্মণ ও সীতা সহিত মুনি কর্তৃক পূজিত হইয়া অব-
 স্থান করিলেন। ৩৬। ৩৭।

অনন্তর রামচন্দ্র মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া পবন কুমারকে
 কহিলেন—হে মারুতে ! তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় গমন করিয়া
 তথাকার লোক সমুদায়ের কুশল বার্তা আগত হও এবং
 শৃঙ্গিবের নগরে গমন করিয়া মিত্র গুহকে আমার সংবাদ
 প্রদান কর। তদনন্তর তুমি নন্দিগ্রামে যাইয়া আমার ভ্রাতা

ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং তাঁহার কুশল সংবাদ
 জিজ্ঞাসা করিয়া সীতাহরণ প্রভৃতি রাবণের বিনাশাদি সমস্ত
 বিষয় তাহাকে বলিবে। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১।

আমার ভ্রাতা ভরত সমস্ত বিষয় সচেষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা
 করিলে তুমি বলিবে যে, রামচন্দ্র ভার্য্যা জানকী ও অমুজ
 লক্ষ্মণের সহিত থাকিয়া সমুদায় বৈরী বিনাশ পূর্বক মহৈ-
 শ্বর্য্যশালী হইয়া রাক্ষস ও বানরপতিদিগের সহিত উপগমন
 করিয়াছেন, তাঁহার অশ্বেষিত বৃন্তান্ত কহিয়া এবং সমস্ত
 বিষয় অবগত হইয়া পুনর্বার আমার সন্নিধানে শীঘ্র আগমন
 করিবে। এতচ্ছবণে পবন নন্দন মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া
 গরুড় ও পবন সদৃশ অতিবেগে নন্দিগ্রামাভিমুখে প্রস্থান
 করিল। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫।

অনন্তর পবন কুমার শৃঙ্গিবের পুত্রীতে উপস্থিত হইয়া
 গুহকের সাক্ষাৎকার লাভ করণান্তর সানন্দ চিত্তে ও মধুর

রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ সখা তে সহ সীতয়া ।
 সলক্ষ্মণস্তং ধৰ্ম্মাত্মা ক্ষেমী কুশলমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥
 অনুজ্ঞাতোহদ্য মুনিনা ভরদ্বাজেন রাঘবঃ ।
 আগমিষ্যতি তং দেবং দ্রক্ষ্যসি ত্বং রঘুসুতম ॥ ৪৮ ॥
 এবমুক্তা মহাতেজাঃ সংপ্রহৃষ্টতনুরুহম্ ।
 উৎপপাত মহাবেগো বায়ুবেগেন যাক্ৰতিঃ ॥ ৪৯ ॥
 সোহপশ্যাদ্রামগীৰ্ণং চ সরযুং চ মহানদীম্ ।
 তামতিক্রম্য হনুমান্নন্দিত্র্যামং যযৌ মুদা ॥ ৫০ ॥
 ক্রোশমাভ্রে তুষোধ্যাশীতীরকৃষ্ণাজিনাশ্রমম্ ।
 দদর্শ ভরতং দীনং ক্লশমাশ্রমবাসিনম্ ॥ ৫১ ॥
 মলপৰ্জ্বাদিদ্ধাক্ষং জটিলং বল্কলাশ্রমম্ ॥
 কনমূলকৃতাহারং রামচিহ্নাপরায়ণম্ ॥ ৫২ ॥

পাদুকে তে পুরস্কৃত্য শাসয়ন্তু বসুন্ধরাম ।
 মস্ত্রিভিঃ পৌরমুখৈশ্চ কাষায়ান্নরপারিভিঃ ॥ ৫৩ ॥
 ব্রহ্মদেহং মূর্ত্তিমন্তং সাক্ষাদ্ভ্রাম্যদ্বিস্থিতম্ ।
 উবাচ প্রাঞ্জলিৰ্বাক্যং হনুমান্ মরুতান্বজঃ ॥ ৫৪ ॥
 যং ত্বং চিন্তয়সে রামং তাপসং দণ্ডকে স্থিতম্ ।
 গনুশোচসি কাকুৎস্থঃ স ত্বাং কুশলমব্রবীৎ ॥ ৫৫ ॥
 ত্রিঃশতমিতি তে দেব ! শোকং ত্যজ সুদারুণম্ ।
 অস্মিন্মুহূর্ত্তে ভাত্রা ত্বং রামেন সহ সঙ্কতঃ ॥ ৫৬ ॥
 সমরে রাবণং হত্বা রামঃ সীতামবাপ্য চ ।
 উপয়াতি সমুদ্বার্যঃ সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥ ৫৭ ॥
 এবমুক্তো মহাতেজা ভরতো হর্ষমুচ্ছ্রিতঃ ।
 পপাত ভুবি চাস্তম্বঃ কৈকেয়ীপ্রিয়নন্দনঃ ॥ ৫৮ ॥

বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—আপনার প্রিয় মিত্র ধৰ্ম্মাত্মা দাশরথি শ্রীমান্ রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আপনাকে নিকট কুশল সংবাদ বলিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ; ভরদ্বাজ মুনির নির্দেশানুযায়ী হইয়া তিনি আগমন করিবেন, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন । মহাতেজস্বী পবন-তনয় এই বাক্য বলিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে অনিগবেগে উল্লক্ষ্মণ প্রদান করিয়া রামগীৰ্ণ ও মহানদী সরযু অবলোকন করিল । পরে সে সমুদায় অতিক্রম করিয়া পরমহর্ষে নন্দিত্র্যামে উপনীত হইল । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ ।

অযোধ্যার ক্রোশান্তর হইতেই অনিলতনয় দেখিল—ভরতের কৃষ্ণাজিন ও বল্কল পরিধান,—অবস্থা দীন—শরীর ক্লণ ও মল পত্র সিংহ—মস্তকে জটাতার—আহার বন্য ফল মূল এবং হৃদয় রামচিন্তায় আকুল । তিনি রাম-পাদ্ভাঙ্গয় সম্মুখে

সংস্থাপন পূর্ব্বক কাষায় বসন পরিধারী হইয়া প্রধান সচিব-গণের সহিত পৃথিবী শাসন করিতেছেন । পবনকুমার ভরতকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের ন্যায় উপবিষ্ট অবলোকন করিয়া করমোড়ে কহিতে লাগিল,—আপনি যে রামের জন্য চিন্তা পর হইয়াছেন, যে রাম তাপস বেশে দণ্ডকারণে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং স্বীকার জন্য অনুক্ষণ পরিতাপ করিতেছেন সেই ইচ্ছাকু বংশোদ্ভব রামচন্দ্র আপনাকে কুশল সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ ।

হে দেব ! আপনি মহৎ শোক পরিত্যাগ করুন,—আমি আপনাকে নিকটে প্রিয়সংবাদ কহিতেছি—এই মুহূর্ত্তেই ভাতা জীরাণের সহিত আপনাকে সন্মিলন হইবে । রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণপতি দশাননকে বিনাশ করিয়া সীতাকে উদ্ধার-করণানন্তর অতুল ঐশ্বর্যশালী হইয়া অনুজ লক্ষ্মণ ও জনক হুহিতা সীতা সমভিবাছারে আগমন করিতেছেন । ৫৬ । ৫৭ । হনুমান এই শুভসংবাদ প্রদান করিলে, কৈকেয়ীর প্রিয়

আলিঙ্গ্য ভরতঃ শীঘ্রং মারুতিং প্রিয়বাদিনম্ ।

আনন্দজৈরশ্রুজনৈঃ সিষেচ ভরতঃ কপিম্ ॥ ৫৯ ॥

দেবো বা মানুষো বা ত্বমুক্ৰোশাদিহাগতঃ ।

প্রিয়াখ্যানস্য তে সৌম্য! দদামি ক্রবতঃ প্রিয়ম্ ৬০

গবাং শতসহস্রঞ্চ গ্রামাণাং চ শতং বরম্ ।

সর্ষাতরুণসম্পন্ন মুক্খাঃ কন্যাস্তু ষোড়শ ॥ ৬১ ॥

এবমুক্ত্বা পুনঃ প্রাহ ভরতো মারুতাত্মজম্ ।

বহুনীমানি বর্ষাণি গতস্য সূমহদ্বনম্ ॥ ৬২ ॥

শৃণোম্যহং প্রীতিকরং মম নাথস্য কীর্তনম্ ।

কল্যাণী বত গাথেষং লৌকিকী প্রতিভাতি মে ॥

এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশাদপি ।

রাঘবশ্চ হরিণাঞ্চ কথমাঙ্গীং সমাগমঃ ॥ ৬৪ ॥

তত্ত্বমাখ্যাহি হৃদং তে বিশ্বসেসং বচস্তব ।

এবমুক্ৰোহথ হনুমান্ ভরতেন মহাত্মনা ॥ ৬৫ ॥

আচচক্ষেহথ রামস্য চরিতং কুৎসংশঃ ক্রমাৎ ।

শ্রুত্বা তু পরমানন্দং ভরতো মারুতাত্মজাৎ ॥ ৬৬

আজ্ঞাপয়চ্ছক্ৰহণং মুদাযুতং মুদাম্বিতং ।

দৈবতানি চ যাবন্তি নগরে রঘুনন্দন ! ॥ ৬৭ ॥

নানোপহারবলিভিঃ পূজয়ন্তু মহাধিয়ঃ ।

সুতা বৈতালিকাটৈশ্চ বন্দিনস্তুতিপাঠকাঃ ॥ ৬৮ ॥

বারমুখ্যাশ্চ শতশো নির্যাত্ত্বদৈব সজ্জশঃ ।

রাজদারান্তথামাতা সেনাহস্তাশ্চতুপয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

ব্রাহ্মণাশ্চ তথা পৌরা রাজানো যে সমাগতাঃ ।

নির্যাত্ত্ব রাঘবস্যাদ্য দ্রষ্টুং শশিনিভাননম্ ॥ ৭০ ॥

ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শক্রয়পরিচোদিতাঃ ।

অলঞ্চকুশ্চ নগরীং মুক্তারত্নময়োজ্জ্বলৈঃ ॥ ৭১ ॥

পুত্র মহাবলবান্ ভরত আনন্দে মুচ্ছুপন্ন হইয়া ভূগৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন; এবং পুনরুপান পূর্বক, শুভসংবাদ দাতা মারুতাত্মজ হনুমানকে শীঘ্র সমালিঙ্গন করতঃ আনন্দাশ্রু বিসঞ্জনেন মহাকপিকে অভিসিক্ত করিয়া কেলিলেন এবং কহিতে লাগিলেন—আপনি দেবতা না মানব দয়া পরিতন্ত্র হইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন? হে সৌম্য! আপনি প্রিয়বাদী নতএব আমি আপনাকে কি প্রিয়বস্তু প্রদান করিব? শত সহস্র গাভী, এক শত বৃহৎ গ্রাম ও সর্ষাতরুণভূষিতা সর্ষাজ সুল্লরী ষোড়শী কন্যা দান করিব। এইরূপ কহিয়া ভরত পবন-নন্দনকে পুনর্বার বলিলেন—আমার নাথের মহারণা মধ্যে এই সমস্ত বৎসর বিগত হইয়াছে, অতএব তাঁহার প্রীতিকর কীর্তন শ্রবণ করিব, কারণ এই সমস্ত আমার সভা বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, অধিকন্তু রাঘবের সহিত বানরদিগের সমাগম কিরূপে হইল, শ্রবণ করিলে অপার আনন্দ উপস্থিত হয়,

এক্ষণে আমার সমীপে তদ্বিব ব্যাখ্যা করুন। মহাত্মা ভরত এইরূপ কহিলে, পবনকুমার শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র ক্রমাগত বলিতে লাগিল, ভরত তাহা শ্রবণ করিয়া যাব পর নাই আনন্দ লাভ করিল এবং স্বয়ং আনন্দ হৃদয়ে ছুটুচিত্ত শত্রু-ঘকে আদেশ করিলেন যে, নগর মধ্যে দৈবকার্য্য আরম্ভ হউক। বিবিধ পূজোপকরণদ্বারা ব্রাহ্মণেরা পূজা করুন স্তূত বৈতালিক, বন্দী প্রভৃতি স্তুতি পাঠকেরা স্তুতি পাঠ করুক, শত শত প্রধানা বারাদনারা, রাজ দারী, অমাতা, পদাতিক, অখারোহী সেনা সমূহ দলে দলে অদ্যই নির্গত হউক—ব্রাহ্মণেরা, পৌরজনেরা ও সমবেত রাজারা শ্রীরামচন্দ্রের শশি-মুখ দর্শনে বহির্গত হউন। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০।

ভরতের বাক্য শুনিয়া শত্রুর নানামুক্তা রত্নদ্বারা নগরীকে সুসজ্জীভূত করিলেন; তোরণে বিবিধ চিত্র বিচিত্র পতাকা

ভোরগৈশ পতাকাভিন্দিচিত্রাবিবনেকবা ।
 অলঙ্করন্তি দেশ্যানি নানাবলিবিচক্ষণাঃ ৭২ ।
 নির্যান্তি বৃন্দশঃ সর্গে রামদর্শনলালসাঃ ।
 হয়ানাং শতসহস্রং গজানামযুতং তথা ৭৩ ।
 রথানাং দশসহস্রং স্বর্ণসূত্রবিভূষিতম্ ।
 পারমেষ্ঠীন্যুপাদায় দ্রব্যগুচ্চাবচানি চ ৭৪ ॥
 ততস্ত শিবিকাকটা নির্ঘণু রাজযোষিতঃ ।
 ভরতঃ পাছুকে ন্যস্য শিরসোব কুতাঞ্জলিঃ ৭৫ ॥
 শক্রয়ুসহিতো রামং পাদচারেণ নির্ঘণৌ ।
 তদৈব দৃশ্যতে দূরাঙ্ঘ্রিমানঞ্চন্দ্রসম্মিতম্ ৭৬ ॥
 পুষ্পকং সূর্যাসঙ্কাশং মনসা ব্রহ্মনির্মিতম্ ।
 এতস্মিন্ ভাতরৌ বীরৌ বৈদেহ্য রামলক্ষ্মণৌ ॥
 সূত্রীবশ্চ কপিশ্রেষ্ঠো মন্ত্রিভিশ্চ বিভীষণঃ ।

দৃশ্যতে পশ্যত জনা ইত্যাহ পদনাত্মজঃ ॥ ৭৮ ॥
 ততো হর্ষসমুদ্ভূতো নিঃস্বনো দিবসম্পূর্ণঃ ।
 স্ত্রীবালযুবরাজানাং রামাভ্যর্থমিত কীৰ্ত্তনাং ॥ ৭৯ ॥
 রথকুঞ্জরবাজিহ্মা অবতীর্ণা মহীং গতাঃ ।
 দদৃশুস্তে বিমানস্থং জনাঃ সোমসিধ্যায়রে ॥ ৮০ ॥
 প্রাঞ্জলিভরতো ভুত্বা প্রহৃষ্টো রামবোম্মুখঃ ।
 ততো বিমানাগ্রতং ভরতো রাঘবং মুদা ॥ ৮১ ॥
 বকন্দে প্রণতো রামং শেরুশ্চমিব ভাস্করম্ ।
 ততো রামাত্মনুজাতং বিমানমপতদ্ভুবি ॥ ৮২ ॥
 আরোপিতো বিমানং তদন্তঃ সানুজস্তদা ।
 রামমাসাদ্য মুদিতঃ পুনরেবাভ্যাবাদয়ং ॥ ৮৩ ॥
 সমুখাপ্য চিরাৎ দৃষ্টং ভরতং রঘুনন্দনঃ ।
 ভাতরং স্বাক্ষমারোপ্য মুদা তং পরিবস্বজে ॥ ৮৪ ॥

উড়টীরমান হইল—ভবন সমুদায় নানা আভরণে অলঙ্কৃত হইল । শত সহস্র অশ্ব, অযুত হস্তি, দশ সহস্র স্বর্ণ-সূত্র-বিভূষিত রথবৃন্দ রাম দর্শন লালসায় নির্গত হইল ; অনন্তর রাজ যোষিদ্বর্ণ নানা উপচার স্রবা সমূহ সমভিব্যাহারে করিয়া শিবিকায় আরোহণ পূর্বক বহির্গত হইলেন, পরে ভরত রামচন্দ্রের পাছুকা স্বীয় মস্তকে সংস্থাপন করিয়া শক্রয়ের সহিত পদব্রজে কুতাঞ্জলিপট হইয়া গমন করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে, দূর হইতে বিমানস্থ ব্রহ্মা নিম্নিত সূর্য্য সঙ্কাশ পুষ্পক রথের উপরি মহাবীর শ্রীরাম ও অনুজ লক্ষ্মণ এবং বিদেহপুত্রী জানকী উপবিষ্ট থাকায় বিমান যেন চন্দ্রে ন্যায় পরিলক্ষিত হইতে লাগিল । ৭১ । ৭২ । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ । ৭৬ । ৭৭ ।

অনন্তর হনুমান কহিতে লাগিল ঐ দেখ কপিশ্রেষ্ঠ সূত্রীব এবং মন্ত্রি পরিবৃত বিভীষণকে দেখা যাইতেছে, অনতি পূর্বে স্ত্রী, বালক, যুবা ও বৃদ্ধেরা শ্রীরামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া মাত্র “ঐ শ্রীরাম আসিতেছেন” ইত্যাকার হর্ষ সূচক শব্দ গগন স্পর্শ করিল । পরে অথারোহী অশ্ব হইতে, গজারোহী গজ হইতে ও রথারোহী রথ হইতে, অবতীর্ণ হইয়া বিমানস্থ রামচন্দ্রকে গগনাধরস্থ চন্দ্রের ন্যায় সন্দর্শন করিতে লাগিল, । ৭৮ । ৭৯ । ৮০ ।

অনন্তর ভরত অতিশয় হর্ষসহকারে ব্রহ্মাঞ্জলি হইয়া বিমানাগ্রত শ্রীরামচন্দ্রের সমুখবর্তী হইলেন এবং পর্বত শিখরস্থ ভাস্করের ন্যায় রামচন্দ্রকে বন্দনা করিতে লাগিলেন, অমনি রামচন্দ্র প্রভৃতির আদেশবর্তী হইয়া রথ ধরণীপলে অবতীর্ণ হইল, তখন ভরত ও শক্রয় পুষ্পক রথ আরোপিত করিয়া এবং রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন । অনন্তর রঘুনাথ রামচন্দ্র ভরতকে বিলম্বে উঠিতে

সুগ্রীবং জাম্ববন্তং চ যুবরাজং তথা ক্ষদম্।
 মৈন্দদ্বিবিদনীনাংশ্চ ঋষভশ্চৈব সম্বজে ॥ ৮৬ ॥
 সুবেগং চ নলং চৈব গবাক্ষং গন্ধমাদনম্।
 শরভং পনমং চৈব ভরতঃ পরিষম্বজে। ৮৭।
 সর্কে তে মানুষং রূপং কৃত্বা ভরতমাদৃতাঃ।
 পপ্রচ্ছুঃ কুশলং সৌম্যাঃ প্রদৃষ্টাশ্চ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৮৮ ॥
 ৩৩ঃ সুগ্রীবমগিস্ত্য ভরতঃ প্রাহ ভক্তিতঃ।
 ত্বৎসহায়েন রামস্য জয়োহভূদ্রাবণো হতঃ ॥ ৮৯ ॥
 ত্বমস্মাকং চতুর্গাং তু ভাতা সুগ্রীব! পঞ্চমঃ।
 শক্রয়শ্চ তদা রামমতিবাদা সলক্ষ্মণম্। ৯০।

সীতায়াশ্চরণৌ পশ্চাদ্ভবন্দে বিনয়াদ্বিঃ।
 রামো মাতরমাসাদ্য বিবর্ণাং শোকবিহ্বলাম্। ৯১
 জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনো মাতুঃ প্রসাদয়ন্।
 কৈকেয়ং চ সুমিত্রাঞ্চ ননামেতরমাতরঃ ॥ ৯২ ॥
 ভরতঃ পাতুকে তে তু রাঘবস্য স্পৃজিতে।
 যোজয়ামাস রামস্তা পাদয়োর্ত্তিসংযুতঃ। ৯৩।
 রাজ্যমেতন্ন্যাসভূতং ময়া নির্ধাতিতং তব।
 অদ্য মে সফলং জন্ম কলিতো মে মনোরথঃ। ৯৪
 যৎপশ্যামি সমায়াতমযোধ্যাং ত্বামহং প্রভো!।
 কোষ্ঠাগারং বলং কোশং কৃতং দশগুণং ময়া। ৯৫
 ত্বন্তেজসা জগন্নাথ! পালয়স্ব পুরং স্বকম্।

দেখিয়া মিত্রভ্রু হেতু তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে মাছলান্দে উপ-
 বেশন করাইলেন। তৎপরে ভরত লক্ষ্মণকে অভিবাদন পূর্বক
 জনকরাজ হুহিয়ার নাম সঙ্কীর্তন করিলেন; পশ্চাৎ তিনি
 যার পর নাই প্রীত ও প্রেম-বিহ্বল হইয়া, সুগ্রীব, জাম্ববন্ত,
 যুবরাজ অক্ষদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুবেগ, নল, গবাক্ষ,
 গন্ধমাদন, শরভ ও পনমকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন।
 ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬।

সমস্ত প্লবঙ্গম মনুষ্যরূপ পরিগ্রহ পূর্বক ভরতকে সমাদর
 করতঃ তাঁহার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। অনন্তর
 মহামতি ভরত সুগ্রীবকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া ভক্তি
 সহকারে কহিতে লাগিলেন, আপনার সাহায্যে শ্রীরামচন্দ্র
 মহাবীর দশাননকে বিনাশ করিয়া যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন; হে
 সুগ্রীব! আপনি আমারিগের চারি ভাতার পঞ্চম। পরে
 লক্ষ্মণ প্রথমতঃ রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া, পরে লক্ষ্মণকে
 অভিবাদন করিলেন, অনন্তর বিনয়বনত হইয়া জনকীর
 চরণে নমস্কার করিলেন। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০।

শ্রীরাম স্বীয় জননী কৌশল্যাকে মলিনা ও শোক
 বিহ্বলা দর্শন করণানন্তর তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত
 করিলেন, পরে সুমিত্রা, কৈকেয়ী প্রভৃতি অপরাপর জননী-
 দিগের চরণে প্রণাম করিলেন। ভরত রামচন্দ্রকে যে পাতক-
 স্বয় চতুর্দশ বর্ষ পূজা করিতেছিলেন, তাহা এক্ষণে অতিশয়
 ভক্তির সহিত শ্রীরামের পাদপদ্মে সংযোজিত করিয়া দিলেন,
 এবং কহিলেন, হে রঘুনাথ! আপনার রাজ্য এই কাষ্ঠ
 পাত্কাই ন্যস্ত ছিল, অদ্য আমার মনোবাঞ্ছা ফলবতী হইল
 এবং আমার জন্মও সার্থক হইল। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪।

হে প্রভো! অদ্য আমি আপনাকে অযোধ্যা নগরীতে
 সমাগত সন্দর্শন করিলাম; হে জগন্নাথ! আমি অন্নাদি
 স্থাপন গৃহ, সেনা ও ধন দশগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছি,
 এক্ষণে আপনি স্বয়ং স্বীয় ভেজে পৃথিবী পালন করুন কপী-
 স্বরূপ ভরতকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া যৎপরোনাস্তি

ইতি ক্রমাৎ ভরতং দৃষ্ট্বা সর্বৈ কপীশ্বর্যঃ ॥ ২৬

মুমূচুর্নেত্রজং তোয়ং প্রশংসুমুদাস্বিতাঃ ।

ততো রামঃ প্রফুটাত্মা ভরতং স্বাক্ষগং মুদা ॥ ২৭

যযৌ তেন বিমানেন ভরতস্যাপ্রমং তদা ।

অববুহু তদা রামো বিমানাগ্র্যাম্বদীতলম্ ॥ ২৮।

অত্রবীৎপুষ্পকং দেবো গচ্ছ বৈশ্রবণং বহ ।

অনুগচ্ছানুজ্ঞানামি কুবেরং ধনপালকম্ ॥ ২৯ ॥

রামো বশিষ্ঠস্য গুরোঃ পদাঙ্গুজং

নত্বা যথা দেবগুরোঃ শতক্রতুঃ ।

দত্ত্বা মহার্হাসনমুত্তমং গুরো-

কপাবিবেশাথ গুরোঃ সমীপতঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমানম্বেশ্বর সম্বাদে

দ্ব্যকাণ্ডে চতুর্দশোঃধ্যায়ঃ ।

অনিন্দিত হইয়া অত্র বিসর্জন করিতে করিতে তাঁহাকে
প্রশংসা করিতে লাগিল ।

অনন্তর রামচন্দ্র প্রফুল্লান্তঃকরণে ভরতকে আপনার
ক্ৰোড়ে লইয়া, সেই বিমানে আরোহণ পুষ্পক ভরতের
আশ্রমে গমন করিলেন : তথায় বিমান হইতে ধরণীতলে অব-

তীর্ণ হইয়া পুষ্পককে কহিলেন, এক্ষণে তুমি প্রতিমন করিয়া
কুবেরকে বহন কর, কারণ আমি জানি তুমি সেই ধনপালকেরই
অনুগমন করিয়া থাক । পরে শচিপতি ইন্দ্র যেন দেবগুকে

নমস্কার করিয়া থাকেন, শ্রীরামচন্দ্রও কৃপণক বশিষ্ঠ দেবের
পাদপদ্ম সেই রূপে গ্রহণ করিলেন, এবং গুরুর উপবেশনের
জন্য একখানি মহামূল্য উত্তম আসন প্রদান করিয়া অত্র
গুরুর সমীপে উপবিষ্ট হইলেন । ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।
১০০ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমানম্বেশ্বর সম্বাদে

দ্ব্যকাণ্ডে চতুর্দশোঃধ্যায়ঃ ।

পঞ্চদশোধ্যায়

ততস্ত্ব কৈকেয়ীপুত্রো ভরতো ভক্তিস যুতঃ ।

শিরস্যাজ্জলিমাধার জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমব্রবীৎ । ১ ।

মাতা মে সংকৃতা রাম ! দত্তং রাজ্যং ত্বয়া মম ।

দদামি তন্ত্বে চ পুনর্যধা ত্বমদদা মম । ২ ।

ইতুক্ত্বা পাদয়োৰ্ত্তত্যা মাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ ।

বহুধা প্রার্থয়িত্বাম কৈকেয়া গুরুণা সচ । ৩ ।

তথৈতি প্রতিজ্ঞাহ ভরতাজ্জ্যমীশ্বরঃ ।

মায়াশ্রিত্য সকলং নরচেট্যানুপাগতং । ৪ ।

স্বারাজ্যানুলভ্যে যস্য কুখজ্জানৈককপিণঃ ।

নিরস্তাতিশয়ানন্দক্ৰিণঃ পরমায়নঃ । ৫ ।

অনন্তর কৈকেয়ী পুত্র ভরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মন্তুকোপরি ভক্তি পূর্বক অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—হে রামচন্দ্র ! আমার জননী আমাকে রাজ্য প্রদান করিয়া আপনাকে বনবাসী করিয়াছিলেন, আপনি সেই বাক্য প্রতিপালন করিয়াছেন এবং আপনিই আমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন এক্ষণে আপনাকে পুনর্ব্বার সেই রাজ্য প্রদান করিতেছি । এই বলিয়া ভরত রামচন্দ্রের পাদপদ্মে মাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্বক কৈকেয়ীর সহিত বহু প্রকারে প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি সচ্চিদানন্দ অতএব এই ভরতের নিকট হইতে রাজ্য পুনঃ গ্রহণ করুন । আপনার ঈশ্বরত্ব হেতু সংসার পৃথ ও ব্রহ্মানন্দ রূপ

মামুষণে ভু রাজ্যেন কিং তস্য জগদীশিভূঃ ? ।

যস্য ক্রভঙ্কমাত্রেণ ত্রিলোকী নশ্যতি কণাৎ । ৬ ।

যস্যানুগ্রহমাত্রেণ ভবন্ত্যখণ্ডলশ্রিরঃ ।

লীলাস্বক্কেমহাসূক্তেঃ কিয়দেতদ্রমাপতেঃ । ৭ ।

তথাপি ভজতাং নিত্যং কামপূর্ববিধিৎসয়া ।

লীলামামুষদেহেন সর্ব্বমপানুবর্ত্ততে ॥ ৮ ॥

ততঃ শত্রুঘ্নবচনাম্বিপুণঃ শ্মশ্রুন্নুভবঃ ।

সংভারশচাতিষেকার্থং আনীতা রাঘবস্য হি ॥

জ্ঞান উত্তরই তুল্য ; অতএব মনুষ্য হইয়া এই বিস্তৃত রাজ্যে প্রয়োজন কি ? যাঁহার ক্রভঙ্কমাত্রে ত্রিলোক কণাদি মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যায়, যাঁহার অনুগ্রহমাত্রে অখণ্ডলীলাসুদুতা থাকে—যাঁহার লীলায় এই মহা সূক্তি স্বজাত হইয়াছে, হে রমাপতে ! তাঁহারই এই অদোষা রাজ্য । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ । ৭ ।

ভক্তদিগের অভিলষ পূর্ণ করিবার জন্য আপনি স্বকীয় লীলা দ্বারা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া লোক সমস্তকে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত মনুষ্যবৎ ব্যবহার করিতেছেন । অনন্তর কোরকারেরা শত্রুঘ্নের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দাশরথির অভিষেক জন্য মাগর সলিল আনয়ন করিল । অথমতঃ ভরত, মহাক্ষা

পূৰ্ব্বং তু ভরতে স্নাতে লক্ষ্মণে চ মহান্মনি ।
 স্মৃত্তীবে বানরেস্তে চ রাক্ষসেস্তে বিভীষণে ॥ ১০
 বিশোধিতজটঃ স্নাতশ্চিত্রমালামুলেপনঃ ।
 মহাহর্বসনোপেতস্তম্ভৌ তত্র শ্রিয়া জ্বলন ॥ ১১ ॥
 প্রতিকৰ্ম্মং চ রামস্য লক্ষ্মণশ্চ মহামতিঃ ।
 কারয়ামাস ভরতঃ সীতার্য্য রাজ্যেযোষিতঃ ॥ ১২ ॥
 মহাহর্বস্তাভরনৈরলক্ষ্যক্ৰঃ স্তম্ভাম্যাম্ ।
 ততো বানরপত্নীনাং সৰ্ম্মাসামেব শোভনা ॥ ১৩ ॥
 অকারয়ত কৌশল্য প্রহৃষ্টা পুত্রবৎসলা ।
 ততঃ স্যন্দনমাদায় শক্রয়বচনাং সুখীঃ ॥ ১৪ ॥
 স্তম্ভদ্বং সূর্য্যাসঙ্কাশং যোজয়িত্বাত্তস্থিতঃ ।
 আকুরোহ রথং রামঃ সত্য ধৰ্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১৫ ॥
 স্মৃত্তীবো যুবরাজশ্চ হনুম্মাংশ্চ বিভীষণঃ ।
 স্নাত্বা দিব্যোষ্ময়ং দিব্যভরণভূষিতাঃ ॥ ১৬ ॥

রামমম্বীয়ুরগ্রে চ রথাস্থগজবাহনাঃ ।
 স্মৃত্তীবপত্নাঃ সীতা চ যমুর্ধানৈঃ পুরং মহৎ ॥ ১৭ ॥
 বজ্রপাণিযথা দেবৈর্হরিতাশ্বরথে স্থিতঃ ।
 প্রযযৌ রথমাস্থায় তথা রামো মহৎপুরম্ ॥ ১৮ ॥
 সারথ্যং ভরতশ্চক্রে রত্নদণ্ডং মহাদুর্ভিতঃ ।
 শ্বেতাভপত্রং শক্রয়ো লক্ষ্মণো ব্যাজনং দধে ॥ ১৯ ॥
 চামরং চ সমাপস্থে ন্যবীজয়দরিন্দমঃ ।
 শশিপ্রকাশং ত্বপরং জগ্ৰাহাসুরনায়কঃ ॥ ২০ ॥
 দিবিজৈঃ সিদ্ধসজ্জৈশ্চ ঋষিভির্দিব্যদর্শনৈঃ ।
 স্তম্ভমানস্য রামস্য শুশ্রুবে মধুরধনিঃ ॥ ২১ ॥
 মানুষ্যং রূপমাস্থায় বানরা গজবাহনাঃ ।
 ভেরীশঙ্খানিনাদেচ্চ মৃদঙ্গপণবানকৈঃ ॥ ২২ ॥

লক্ষ্মণ, বানরেস্ত স্মৃত্তীব, রাক্ষসাদ্বিপতি বিভীষণ কেশ
 সংস্কারনানস্তর কৃত্যত হইয়া, অগুরু, চন্দন কুস্তমমালা ও
 মল্যমূল্য বসনধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।
 মহাত্মা লক্ষ্মণদেব স্মৃত্তীবচন্দ্রের বেষভূষা করাইয়া দিলেন
 এবং ভরত ও দশরথ পত্নীগণ সীতার বেষ বিন্যাস করিয়া
 দিলেন ॥ ১০ ১১ ১২ ১৩ ॥

অনন্তর পৌরজ্ঞানেরা মহামূল্য বসন ও বিবিধ ভূষণে
 জ্ঞানহীনে অলঙ্কৃত করিলেন এবং বানরপত্নীদিগেরও বেষ
 ভূষা করিয়া দিলেন। তদনন্তর স্তম্ভদ্ব শক্রয় বাক্য শ্রবণে
 সূর্য্যাসঙ্কাশ রথ লইয়া রামাগ্রে উপস্থিত হইল সত্য-
 ধর্ম্মপরায়ণ রামচন্দ্র বিমানারোহণ করিলেন। স্মৃত্তীব, যুব-

রাজ অঙ্গদ, হনুমান ও বিভীষণ স্নানানস্তর দিব্যোষ্ময় পরিধান
 করিলেন ও দিব্য ভূষণে ভূষিত হইলেন; অশ্বারোহী, গজা-
 রোহী, রথী ও পদাতিদল স্মৃত্তীবের অগ্র পশ্চাৎ গমন করিতে
 লাগিল, এবং স্মৃত্তীবপত্নী ও সীতা বিমানারোহণ পূর্ব্বক
 অযোধ্যাপুরী গমন করিলেন। মহাত্মা যেমন সুরাণ পরি-
 বৃত্ত হইয়া হরিত অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ করিতেন;
 সেইরূপ রামচন্দ্র পরিজন গেষ্টিত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক
 অযোধ্যাপুরী গমন করিলেন; মহাতেজা ভরত রত্ন দণ্ড
 গ্রহণ করিয়া সারথি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন—শক্রয় শ্বেতাভপত্র
 ধারণ ও লক্ষ্মণ চামর ব্যাজন করিলেন ॥ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ॥
 সন্নিকটবর্ত্তী অরিন্দম স্মৃত্তীব চামর ব্যাজন
 করিতে লাগিল এবং অস্তুরনায়ক বিভীষণ সজ্জপ্রকাশ ধারণ
 করিলেন। সিদ্ধ-সজ্জা ও দিব্য দর্শন ঋষিগণ স্মৃত্তীবের স্তুতি
 বাদ ধান মধুরবৎ কর্ণগোচর করিতে লাগিলেন; গজবাহন

প্রবযৌ রাঘবশ্রেষ্ঠস্তাং পুরীং সমলঙ্কৃতাম্ ।

দদৃশুস্তে সমায়ান্তং রাঘবং পুরবাসিনঃ ॥ ২৩ ॥

দূর্বাদলশ্যামতনুং মহার্হ-

কিরীটরত্নভরণাচিতাঙ্কম্ ।

আরক্তকঞ্জায়তলোচনান্তং

দৃষ্ট্বা যযুর্মোদমতীব পুণ্যঃ ॥ ২৪ ॥

বিচিত্ররত্নাশ্চিতমূত্রনদ্ধ-

পীতাম্বরং পীনভুজাস্তরালম্ ।

অনর্যামুক্তাকলদিব্যহারৈ-

র্ষিরোচমানং রঘুনন্দনং প্রজাঃ ॥ ২৫ ॥

সুগ্রীবমুখ্যৈর্হরিভিঃ প্রশান্তৈ-

র্নিষেব্যমাণং রবিতুল্যভাসম্ ।

কস্তুরিকাচন্দনলিপ্তগাত্রং

নিবীতকম্পদ্ভগপুষ্পমালম্ ॥ ২৬ ॥

বানর সকল মনুষ্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া, ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ ও পণব নিম্নাদে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিল ; রাঘব শ্রেষ্ঠ সমলঙ্কৃত অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন, ইত্যবসরে পুরবাসীগণ নবভূর্বাদলশ্যাম, মহার্হ কিরীট রত্নভরণ বিভূষিত, আরক্ত কমল লোচন রামকে সমাগত দর্শনে অপার আনন্দ সাগরে ভাসমান হইতে লাগিল । ২৩ । ২৪ । ২৫ । ২৬ । ২৭ ।

রঘুনন্দন বিচিত্র রত্নবুজ স্বর্ণময় কটীমূত্রবারা পীতাম্বার বন্ধন করিয়া, মহামূল্য দিব্য মুক্তাহার কণ্ঠধারণ করতঃ অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন ; কস্তুরিকা ও অণুর চন্দনে রামচন্দ্রের সর্বদেহে অলুপ্ত ও কম্পজন্ম মালা কণ্ঠলব্ধিত হইলে, সুগ্রীব প্রভৃতি প্রশান্তচিত্ত বানরগণ

শ্রুত্বা ত্রয়ো রামমুপাগতং মুদা

প্রহর্ষবেগোৎকলিতাননশ্রিয়ঃ ।

অপাম্য সর্বং গৃহকার্য্যমাহিতং

হম্যপি চৈবারুরুহঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ২৭ ॥

দৃষ্ট্বা হরিং সর্বদৃশুৎসবাকৃতিং

পুট্পৈঃ কিরন্ত্যঃ স্মিতশোভিতানন্যঃ ।

দৃগ্ভিঃ পুনর্নৈত্রমনোরসায়নং

স্বানন্দমুক্তিং মনসঃ ভিরে হিরে ॥ ২৮ ॥

রামঃ স্মিতস্নিগ্ধদৃশাঃ প্রজাসুখা

পশুন্ প্রজানাথ ইবাপরঃ প্রভুঃ ।

শনৈর্জগামাথ পিতুঃ স্বলঙ্কৃতং

গৃহং মহেন্দ্রালয়সন্নিভং হরিং ॥ ২৯ ॥

রবি কিরণ সন্নিভ রামচন্দ্রের সেবাহরক্ত হইল ; পুরবাসিনী স্ত্রীগণ ত্রীরাম আগমন করিতেছেন শ্রবণ করিয়া সমস্ত গৃহকার্য্য পরিভ্যাগ পূর্বক অলঙ্কৃত হইয়া, আনন্দোচ্ছাসিত বদনে প্রসাদোপরি আরোহণ করিল ; রামচন্দ্রের কান্তি যেন সর্বদিক আনন্দে উচ্ছলিত করিতে করিতে আগমন করিতেছে দেখিয়া, সন্মিত বদনা রমণীগণ প্রফুল্ল হৃদয়ে যেন চক্ষু ও মন দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল । প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন লোক সমূহকে পরিদর্শন করেন, সেইরূপ রমানাথ রামচন্দ্র ঈশঙ্কাস্য সংযুক্ত হইয়া প্রজা পুঞ্জ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন ; এবং মহেন্দ্র বেক্রপ সুরালয়ে গমন করেন, শ্রীহরি রামচন্দ্র সেইরূপ মণি মাণিক্য খচিত জনকগৃহে রুচন্দ্র গমনে প্রবেশ করিলেন । ২৭ । ২৮ । ২৯ ।

প্রবিশা বেষ্মান্তরসংস্থিতো মুদা

রামো ববন্দে চরণো স্বমাতুঃ ।

ক্রমেণ সৰ্ব্বাঃ পিতৃষোষিতঃ প্রভু-

র্ননাম ভক্ত্যা রঘুবংশকেতুঃ ॥ ৩০ ॥

ততো ভরতমাহেদং রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ।

সৰ্ব্বসম্পৎসমাযুক্তং মম মন্দিরমুত্তমম্ ॥ ৩১ ॥

মিত্রায় বানরেন্দ্রায় সুগ্রীবায় প্রদীয়তাম্ ।

সৰ্ব্বভ্যঃ সুখবাসার্থং মন্দিরানি প্রকল্পায় ॥ ৩২ ॥

রামেনৈব সমাদিষ্টো ভরতশ্চ তথাকরোৎ ।

উবাচ চ মহাতেজাঃ সুগ্রীবং রাঘবানুজঃ । ৩৩ ।

রাঘবশ্চাভিষেকার্থং চতুঃসিন্ধুজলং শুভম্ ।

আনেতুং প্রেষয়স্বাশু দূতাংসুরিতবিক্রমান্ । ৩৪

প্রেষয়ামাস সুগ্রীবো জাম্ববন্তং মরুৎসুতম্ ।

অঙ্গদং চ সুশেণং চ তে গতা বায়ুবেগতঃ ॥ ৩৫ ॥

রঘুবংশকেতু রামচন্দ্র স্বমাতৃ ভবনে প্রবেশ করিয়া
কৌশল্যা চরণে প্রণিসাত করিলেন, পরে ক্রমে ক্রমে পিতার
অপরাপর স্ত্রীদিগকে প্রণাম করিলেন । অনন্তর সত্য পরা-
ক্রম রামচন্দ্র ভরতকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ ! আমার গৃহ
অতি উত্তম ও সমস্ত সম্পদে সমাযুক্ত হইয়াছে, এক্ষণে
আমার প্রিয় মিত্র কপিরাজ সুগ্রীবেকে গৃহ প্রদান কর, পরে
অন্যান্য বানরগণ ও বিভীষণের নিমিত্ত বাসস্থান নির্দেশ
কর । রাম এইরূপ আদেশ করিবামাত্র ভরত সমুদায় নির্দেশ
করিয়া দিলেন । অনন্তর মহাতেজা রাঘবানুজ কহিলেন,
সুনাথের অভিষেকার্থ চতুঃসাগর হইতে পবিত্র জল
আনয়ন করিবার জন্য অতি বিক্রমশালী দূত সকলকে প্রেরণ
করুন । তচ্ছরণে কপিরাজ সুগ্রীব জাম্ববান্, হুম্মান, অঙ্গদ
ও সুশেণকে প্রেরণ করিলেন, তাহারাও অতি বেগে গমন

জলপূর্ণাংশ্ছাতকুন্তকলশাংশ্চ সমানয়ন্ ।

আনীতং তীর্থসলিলং শক্রয়ো মস্ত্রিভিঃ সহ ॥ ৩৬

রাঘবস্যাভিষেকার্থং বশিষ্ঠায় ন্যবেদয়ৎ ।

ততস্ত প্রযতো বৃদ্ধো বশিষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ । ৩৭ ।

রামং রত্নময়ে পীঠে সমীতং সন্ম্যবেশয়ৎ ।

বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালির্গৌতমস্তথা ॥ ৩৮ ॥

বাল্মীকিশ্চ তথা চক্রুঃ সৰ্ব্বৈ রামাভিষেচনম্ ।

কুণাগ্রতুলসীযুক্তপুণ্যগন্ধজলৈর্মুদা ॥ ৩৯ ॥

অভ্যধিষ্টন্ রঘুশ্রেষ্ঠং বাসবং বসবো যথা ।

ঋত্বিজ্জিত্বীক্ৰণৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ কন্যাভিঃ সহ মস্ত্রিভিঃ ॥

সৰ্ব্বৌষধীরসৈশ্চৈব দৈবতৈর্গণভিসি স্থিতৈঃ ।

চতুর্ভিলৌকপালৈশ্চ স্তবহিঃ সগণৈস্তথা ॥ ৪১ ॥

ছত্রং চ তস্য জগ্ৰাহ শক্রয়ুঃ পাণ্ডুরং শুভম্ ।

সুগ্রীবরাক্ষসেন্দ্রো ভৌ দধতুঃ শ্বেতচামরে । ৪২ ।

পূজক সুবর্ণ কলশপূর্ণ জল আনয়ন করিয়া । অনন্তর শক্রয়
অমাত্যগণ পরিবৃত্ত হইয়া বশিষ্ঠ দেবের নিকট রামাভিষেক
বিষয় নিবেদন করিলেন । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ ।
৩৬ ।

অনন্তর স্বর্গের বশিষ্ঠ দেব ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে
সমীত রামচন্দ্রকে রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন,
পরে বামদেব, জাবালি, গৌতম, এবং বাল্মীকি কুণাগ্র
ও তুলসী সংযুক্ত সুগন্ধি পবিত্র সলিল দ্বারা রাম
চন্দ্রকে অভিষেক করিলেন । বিষ্ণু যেমন বাসবকে অভিষেক
করিয়াছিলেন সেইরূপ ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ অমাত্য পরিবৃত্ত হইয়া
তঁাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন । দেবতা সকল নভো-
মণ্ডলে অবস্থিত করিয়া এবং বশিষ্ঠ, চতুর্লৌকপাল ও স্বজন
পরিবৃত্ত হইয়া সৰ্ব্বৌষধীরসে রামচন্দ্রকে অভিষেক করিলেন ।
শক্রয় অতি শোভা সম্পন্ন খেংস্হত্র তাঁহার মস্তকে ধারণ

মালাং চ কাঞ্চনীং বায়ুর্দদৌ বাসবচোদিতঃ ।
 সর্বরত্নসমায়ুক্তং মণিকাঞ্চনভূষিতম ॥ ৪৩ ॥
 দদৌ হারং নরেন্দ্রায় স্বয়ং সক্রান্ত ভক্তিতঃ ।
 প্রজগুর্দেবগন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪৪ ॥
 দেবদুন্দুভয়ো নেহুঃ পুষ্পরুষ্টিঃ পপাত খাৎ ।
 নবদূর্বাদলশ্যামং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ॥ ৪৫ ॥
 রবিকোটিপ্রভাযুক্তকিরীটেন বিরাজিতম্ ।
 কোটিকন্দর্পলাবণ্যং পীতাম্বরসমারতম্ ॥ ৪৬ ॥
 দিব্যাভরণসম্পন্নং দিব্যচন্দনলেপনম্ ।
 অযুতাদিত্যসঙ্কাশং দ্বিভুজং রঘুনন্দনম্ ॥ ৪৭ ॥

করিলেন, সুগ্রীব ও বাক্ষসাদিপতি বিভীষণ খেত চামর
 বাজন করিতে লাগিলেন। বায়ু বাসব প্রেরিত সর্বরত্ন
 সমায়ুক্ত মণি কাঞ্চন বিভূষিত কাঞ্চনী ও মালা প্রদান করি-
 লেন। স্বয়ং দেবরাজ ভক্তি সহকারে রঘুপতিকে হার
 প্রদান করিলেন। দেব গন্ধর্ব্ব সকলেই আগমন করিয়া-
 ছিলেন এবং অপরাগণ আনন্দে হতা আরম্ভ করিল। স্বর্গে
 হুন্দুভি ধ্বনি এবং পদ্মপলাশলোচন নবদূর্বাদল শ্যাম রামচন্দ্রো-
 পরি অবিরল ধারায় কুসুম বৃষ্টি হইতে লাগিল ; কিরীট মধ্যে
 যেন কোটি সূর্য্যের আভা বিরাজিত হইতে লাগিল, তাঁহার
 কাণ্ডি কোটি কন্দর্পের ন্যায় হইল, এবং তিনি দিব্য পীতাম্বর
 পরিধান করিলেন। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩।
 ৪৪। ৪৫। ৪৬।

তিনি দিব্যাভরণ সম্পন্ন ও দিব্য অঙ্কুর চন্দনামূলিগু-
 হইলেন ; তাঁহার বাহুদ্বয়ে অযুত আদিত্য সম্মিত আভা বহি-
 ভূত হইতে লাগিল। এবং বামভাগে বিবিধ ভূষণ

বামভাগে সমাসীনাং সীতাং কাঞ্চনসম্মিতাম্ ।
 সর্বাভরণসম্পন্নাং বামাক্ষে সমুপস্থিতাম্ ॥ ৪৮ ॥
 রক্তোৎপলকরান্তোজাং বামেনালিঙ্গ্য সংস্থিতাম্ ।
 সর্বাতিশয়শোভাঢ্যং দৃষ্ট্বা ভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৪৯ ॥
 উময়া সহিতৌ দেবঃ শঙ্করৌ রঘুনন্দনম্ ।
 সর্বদেবগণৈর্যুক্তঃ স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ৫০ ॥
 শ্রীমহাদেব উবাচ ।

নমোহস্ত রামায় শশক্তিকায়
 নীলোৎপলশ্যামলকোমলায় ।
 কিরীটহারাক্ষদভূষণায়
 সিংহাসনস্থায় মহাপ্রভায় ॥ ৫১ ॥
 ত্বমাদিমধ্যান্তবিহীন একঃ
 সৃজস্যবস্যাংসি চ লোকজাতম্ ।
 স্বমায়য়া তেন ন লিপ্যসে ত্বং
 যৎ স্বে সূথেহজস্রতোহনবদ্যঃ ॥ ৫২ ॥

বিভূষিতা হিরণ্ময়ী জ্ঞানকহুহিতা জ্ঞানকী আসীনা হইলেন
 এবং রক্তোৎপল বামকর দ্বারা সমালিঙ্গনে সর্বাতিশয় শোভা
 দর্শন করিয়া পিণাকপাণি মহাদেব দর্শনানী সমতিব্যাহার
 সর্বদেব পরিবৃত্ত হইয়া প্রগাঢ় ভক্তির সহিত রামচন্দ্রের স্তব
 আরম্ভ করিলেন। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০।

হে দেব ! আপনি মায়াশক্ত্যবতার সীতার সহিত অবস্থিতি
 করিতেছেন, আপনার কান্তি নীলকমলের ন্যায় শ্যামল ও
 কোমল—আপনি কিরীট, হার, কেয়ুর ভূষণে ভূষিত, আপনি
 মহাপ্রভাস্বিত সিংহাসনে উপবিষ্ট, আপনাকে নমস্কার করি।

লীলাং বিধৎসে গুণসম্বৃত্ত্বং
 প্রপন্নভক্তানুবিধানহেতো ! ।
 নানাবতারৈঃ সুরমানুষাদ্যৈঃ ।
 প্রতীয়সে জ্ঞানিত্বিরেব নিত্যম্ ॥ ৫৩ ॥
 স্মাংশেন লোকং সকলং বিধায় তং
 বিভর্ষি চ ত্বং তদধঃ ফণীশ্বরঃ ।
 উপর্যধো ভাস্বনিলোড়ুপৌষধী-
 প্রবর্ষকপোহবসি নৈকধা জগৎ ॥ ৫৪ ॥
 ত্বমিহ দেহভূতাং শিখিকপঃ
 পচসি ভক্তমশেষমজস্রম্ ।
 পবনপঞ্চককপসহায়ো
 জগদখণ্ডমনেন বিভর্ষি ॥ ৫৫ ॥

চন্দ্রসূর্য্যশিখিমধ্যগতং
 যন্তেজ ক্রীশ ! চিদশেষতনুনাং ।
 প্রাভবন্তুভূতামিহ ধৈর্য্যং
 শৌর্য্যমায়ুরখিলং তব সত্ত্বম্ ॥ ৫৬ ॥
 ত্বং বিরিঞ্চিশিব বিষ্ণুবিভেদাৎ-
 কালকর্মাশিশূর্য্যাবিভাগাৎ ।
 বাদিনাং পৃথগিবশে ! বিভাসি
 ব্রহ্মনিশ্চিতমনন্যদিহৈকম্ ॥ ৫৭ ॥
 মৎস্যাদিকপেণ যথা ত্বনেকঃ ।
 শ্রুতো পুরাণেষু চ লোকসিদ্ধিঃ ।
 তথৈব সর্ব্বং সদসদ্বিভাগ-
 স্ত্বমেব নান্যদ্ব্যবতো বিভাতি ॥ ৫৮ ॥
 যদ্যৎসমুৎপন্নমনন্তমূর্কো
 উৎপৎস্যাতে যচ্চ ভবচ্চ যচ্চ ।

আপনি একাই আদি, মধ্য ও অন্ত বিহীন—আপনি নিজ
 মায়ায় লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং ঐ মায়ায় লিপ্ত
 নহেন। আপনি মায়াবরা জীবাদি সৃজন করিয়াছেন
 এবং ঐ জীব বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও আপনি তদ্ব্যবহারে ভাগী
 নহেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আপনি নানা
 গুণপূর্ণ হইয়া শরণাগত ভক্তদিগের মোক্ষ বিধানের
 নিমিত্ত উপেন্দ্রাদি ও রামকৃষ্ণাদি নানা অবতার দ্বারা
 স্বকীয় লীলা প্রকাশ হেতু; আপনাকে নিত্য জ্ঞানীর
 ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অতএব আপনাকে নমস্কার করি।
 আপনি নিজ অংশে লোক সকল সৃজন করিয়া অধো-
 ভাগে ফণীশ্বর এবং উপরে সূর্য্য, বায়ু, চন্দ্র, ব্রীহাদি,
 মেঘ প্রভৃতি বহুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহ জগতে
 আপনি দেহাভ্যন্তরস্থ জঠরানল হইয়া সমুদায় পরিপাক
 করিতেছেন; আপনি প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান
 হইয়া প্রাণীমাত্রেরই আশ্রয় দাতা। হে জগদীশ! চন্দ্র, সূর্য্য ও
 বিষ্ণু মধ্যে যে তেজ উদ্ভূত হয়, তাহাই শরীরদিগের চৈতন্য,

অনন্ত ঐদগের শৌর্য্য এবং ধৈর্য্য, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আয়ুঃ
 কিন্তু এই সমস্তই আপনার স্বভাব। ৫১। ৫২। ৫৩।
 ৫৪। ৫৫। ৫৬। হে পরমেশ্বর! শিবপরায়ণ ব্যক্তি
 শিবকে, বিষ্ণুপারায়ণ ব্যক্তি বিষ্ণুকে, চন্দ্র পরায়ণ লোক
 চন্দ্রকে, সূর্য্য পরায়ণ লোক সূর্য্যকে জগদীশ্বর বলিয়া অভিমান
 করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তৎ সমস্তই আপনি। পুরাণে কথিত
 আছে, আপনি যেমন মৎস্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দশরূপ ধারণ
 করিয়াছেন, সেইরূপ লোকে আপনাকে সদসদ্বিভাগ করিয়া
 থাকে। এই অনন্ত সৃষ্টিতে স্থাবর জঙ্গমাди যে সমুদয় বস্তু সৃষ্ট
 হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তৎসমুদয়ের কোনটিও আপন। হইতে
 বিভিন্ন বলিয়া উপলক্ষিত হয় না। মনুষ্যমাত্রই আপনার
 মায়ায় সম্বর্ত্ত আছে। স্তবরাং আপনার তত্ত্বাবগত হইতে
 অক্ষম, কিন্তু আপনাতেই তত্ত্বসংলগ্ন আছে। ব্রহ্মাদি
 কেহই আপনার চৈতন্যরূপ অবগত নহেন, তবে বহিরর্থ

ন দৃশ্যতে স্বাবরজ্জন্মাদৌ
 ত্বয়া বিনাতঃ পরতঃ পরন্তম ॥ ৫৯ ॥
 তত্ত্বং ন জানন্তি পরাশ্রনস্তে
 জ্ঞানাঃ সমস্তাস্তব মায়য়াতঃ ।
 হৃদন্তসেবামলমানসানাং
 বিভাতি তত্ত্বং পরমেকমৈশম ॥ ৬০ ॥
 ব্রহ্মাদয়স্তেন বিদুঃ স্বরূপং
 চিদাত্মতত্ত্বং বহিরর্থভাবাঃ ।
 ততো বুধস্তামিদমেব রূপং
 তন্ত্যা ভজন্ত্যস্তিস্মৃপৈত্যক্তঃ ॥ ৬১ ॥
 অহং ভবন্ত্যাম গুণন্ কৃতার্থো
 বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্য ।
 মুমূর্ষমাণস্ত বিমুক্তয়েহহং
 দিশামি মন্ত্রং তব রামনাম ॥ ৬২ ॥
 ইমং স্তবম্নিত্যমনন্যতস্ত্যা
 শৃণুস্তি গায়ন্তি লিখন্তি যে বৈ ।
 তে সর্বমৌধ্যং পরমং চ লব্ধ্বা
 ভবৎপদং যান্তু ভবৎপ্রসাদাৎ ॥ ৬৩ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

রক্ষোহধিপেনাখিলদেবমৌধ্যং
 জ্ঞতং চ মে ব্রহ্মবরেণ দেব ! ।
 পুনশ্চ সর্বং ভবতঃ প্রসাদাৎ
 প্রাপ্তং হতো রাক্ষসচুৰ্জিতঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবা উচুঃ ।

হতা যজ্ঞভাগা ধরাদেবদন্তা
 মুরারে ! খলেনাদিদৈত্যেন বিকো ! ।
 হতোহদ্য ত্বয়া নো বিভানেষু ভাগাঃ
 পুরাবস্তবিষ্যন্তি যুগ্মৎপ্রসাদাৎ ॥ ৬৫ ॥

পিতর উচুঃ ।

হতোহদ্য ত্বয়া চুৰ্জিতৈত্যো মহান্নন !
 গম্যাদৌ নরৈর্দত্তপিণ্ডাদিকায়ঃ ।
 বলাদন্তি হত্বা গৃহীত্বা সমস্তা-
 নিদানীং পনর্লক্সত্বা ভবামঃ ॥ ৬৬ ॥

ভ্রাবাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় পণ্ডিতেরা জ্ঞান সমর্থ হইয়া
 আপনার প্রকৃত দৃশ্যমানরূপ ধ্যান করতঃ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া
 হে শ্রীরাম ! আমি জীবমুক্তির জন্য জীবের নিদান সময়ে আপ-
 নার 'রাম' নামরূপ মহামন্ত্রে তাহাদিগকে দীক্ষিত করিব ! যে
 ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া ভক্তি সহকারে এই স্তব পাঠ করে,
 শ্রবণ করে, গান করে, অথবা লেখে, সে আপনার পূরম
 সৎতা লাভ করিয়া আপনার প্রসাদে আপনার পাদপদ্ম
 প্রাপ্ত হয়। ৫৭।৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩।

ইন্দ্র কহিলেন—হে দেব ! রাক্ষসধিপতি দর্শনন ব্রহ্মা-
 কর্তৃক বর প্রাপ্ত হইয়া আপনার অখিল দেবরাজ্যের মিত্রতা
 হরণ করিয়াছিল, এক্ষণে ভবদীয় প্রসাদ হেতু সেই চুৰ্জ-
 ত রাক্ষস আপনার দ্বারাই বিনষ্ট হইয়াছে। ৬৪।

দেবতারা কহিলেন—হে মুরারে, বিকো ! তুমি যজ্ঞ-
 ভাগ প্রদান করিলে বলস্বভাব রাক্ষসদ্বারা তাহা অপহৃত হয়,
 এক্ষণে রাবণোৎপত্তির প্রাকালে যেমন যজ্ঞ ভাগ প্রাপ্ত হই-

যক্ষা উচুঃ ।

সদা বিষ্টিকর্মণ্যনেনাভিযুক্তা

বহানো দশাশ্চ বলাৎ দুঃখযুক্তাঃ ।

দুরাত্মা হতো রাবণো রাঘবেশ !

ত্বয়া তে বয়ং দুঃখজাতাবিমুক্তাঃ ॥ ৬৭ ॥

গন্ধর্বা উচুঃ ।

বয়ং সঙ্গীতনিপুণা গায়ন্তুস্তে কথামৃতম্ ।

আনন্দামৃতসন্দোহযুক্তাঃ পূর্ণাঃ স্থিতাঃ পুরা । ৬৮

পশ্চাদ্দুরাত্মনা রাম ! রাবণেনাভিবিজ্ঞতাঃ ।

তমেব গায়মানাশ্চ তদারাধনতৎপরঃ ॥ ৬৯ ॥

স্থিতাস্তুরা পরিত্রাতা হতোহয়ং দুর্ঘটরাক্ষসঃ ।

এবং মহোরগাঃ সিদ্ধাঃ কিমরা মরুতস্তথা । ৭০ ।

বসবো মুনরো গাবো গুহ্যকাশ্চ পতত্রিণঃ ।

সপ্রজাপতয়শ্চৈতে ভথা চাপ্সরসাং গণাঃ । ৭১ ।

তাম, অদ্য আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে আমরাদিগেরই সেই যজ্ঞীয় ভাগ হইবে। ৬৫। ৬৭।

পিতৃলোক কহিলেন—হে মহাত্মন! অদ্য তোমাকর্তৃক দুর্ঘটদৈত্য বিনষ্ট হইল। এই দুর্ঘট গরাক্ষেত্রে মনুষ্যদন্ত পিশাচ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভোজন করিত, এক্ষণে সেই পিশাচ পুনঃ প্রাপ্ত হইব। ৬৮।

যক্ষ কহিলেন—হে রাঘবেশ! আমরা এই দুর্ঘট রাক্ষস বর্জক িষ্টি কক্ষে প্রেরিত হইতাম, এক্ষণে আমরাদিগের অপার দুঃখ অপনোদনের নিমিত্ত আপনি সেই দুরাত্মাকে বিনাশ করিয়াছেন। গন্ধর্বা কহিয়াছেন, আমরা সঙ্গীত নিপুণ গন্ধর্ব্ব রাবণ

সর্বের রামং সমাসাদ্য দৃষ্ট। নেত্রমহোৎসবম্ ।

স্তুত্বা পৃথক পৃথক সর্বের রাঘবেণাভিবন্দিতাঃ ॥ ৭২

যযুঃ স্বং স্বং পদং সর্বের ত্রক্ষরুদ্ভাদয়স্তথা ।

প্রশংসন্তো মুদা রামং গায়ন্তুস্তস্মৈ চেষ্টিতম্ ॥ ৭৩ ॥

বা যন্তুস্তুতিষেকাদ্রস তালক্ষণসংযুতম্ ।

সিংহাসনস্থঃ রাজেন্দ্রঃ যযুঃ সর্বের হৃদিস্থিতম্ ॥ ৭৪ ॥

খে বাদ্যেষু ধনং প্রমুদিত-

হৃদয়ৈর্দেবরূপৈঃ স্তবন্তিঃ

বর্ষন্তিঃ পুষ্পরক্তিং দিবি মুনি-

নিকরৈরীড্যমানং সমন্তাৎ ।

রাজ্যের পূর্ব্ব হইতেই আপনার অমৃতময়ী কথা গান করিয়া পূর্ণানন্দিত ও আপনার বিষয় সন্দিহান চিত্ত হইয়া অবস্থান করিতাম ; পরে হে রামচন্দ্র! দুরাত্মা রাবণ আমরাদিগকে বল পূর্ব্বক স্ববশে আনিলেও আমরা আপনার আরাধনায় তৎপর হইয়া, আপনারই সঙ্গীত গান করিতাম। এক্ষণে আপনি সেই দুর্ঘট রাক্ষসকে নিহত করিয়া মহোরগ, সিদ্ধ, কিম্ব, মরুত, বনু, মুনি, গা, গুহ্যক, বিহঙ্গম, প্রজাপতি, অপরী এবং গণ সমূহকে রক্ষা করিয়াছেন। ৬৯। ৭০। ৭১।

অধুনা সকলেই রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া এবং তৎকর্তৃক সকলেই অভিবন্দিত হইয়া, প্রত্যেকই মণোৎসবে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল।

অনন্তর, ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি দেবতা সকল আনন্দিত মনে রামচন্দ্রের প্রশংসা ও গীত সংকীর্্তন করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ; রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষণের সহিত রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, সকলেই তাঁহাকে হৃদয়স্থ করিয়া ধ্যান করিতে করিতে প্রস্থান করিল। বিমান মার্গে বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল, দেবতারা প্রমুদিত

রামঃ শ্যামঃ প্রসন্ন স্মিতরুচির-

মুখঃ সূর্য্যাকোটিপ্রকাশঃ

সীতাদৌমিত্রিবায্যাজ্জমুনি-

হরিতিঃ সেব্যমানো বিভাতি ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

দ্বাকাণ্ডে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

অদরে স্তব করিতে লাগিল—সর্গ চইতে পুষ্পরুষ্টি হইতে লাগিল । মহর্ষিরা ইতস্ততঃ স্তুতি পাঠ আরম্ভ করিল ; নব-
দুর্বাদলশ্যাম শ্রীরাম প্রসন্ন হইয়া স্মিতমুখ হইলে এবং সীতা,

সৌমিত্রি, পবনাঅজ ও মুনি প্রভৃতিসকলের দ্বারা পরিসেব্যমান
হইয়া কোটি সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।

৭২ । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

যোড়শোহধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

রামেহতিষিক্তে রাজেন্দ্রে সর্বলোকমুখাবহে ।

বসুধা শস্যসম্পন্না ফলবন্তো মহীরুহাঃ ॥ ১ ।

গন্ধহীনানি পুষ্পাণি গন্ধবাস্ত চকাশিরে ।

সহস্রশতমশ্বানাং ধেনুনাং চ গবাং তথা । ২ ।

মহাদেব কহিলেন—শ্রীরাম রাজ্যাভিষিক্ত হইলে প্রজা-
পুঞ্জ প্রভৃতি লোক সমুদয় সুখসাগরে ভাসমান হইতে লাগিল,
বসুমতি শস্যপূর্ণা হইলেন, পাদপাবলি ফলবান হইল, সৌরভ
বিহীন কুসুমচয় সৌগন্ধ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল । রঘু-
নন্দন ব্রাহ্মণ দিগকে শত সহস্র অশ্ব, হস্তবতীধেনু প্রথমতঃ দান
করিলেন; পরে ত্রিশত কোটি স্বর্ণ মুদ্রা ও অসংখ্য বৃষ বিতরণ

দদৌ শতরথান্ পূর্ব্বং দ্বিজেন্ত্যো রঘুনন্দনঃ ।

ত্রিশংকোটিং সুবর্ণশ্চ ব্রাহ্মণেন্ত্যো দদৌ পুনঃ ॥

বস্ত্রাভরণরত্নানি ব্রাহ্মণেন্ত্যো মুদা তথা ।

সূর্য্যকান্তিসমপ্রখ্যাং সর্বরত্নময়ীং স্রজম্ ॥ ৪

সুগ্রীবায় দদৌ প্রীত্য রাঘবো ভক্তবৎসলঃ ।

অঙ্গদায় দদৌ দিবো হৃঙ্গদে রঘুনন্দনঃ । ৫ ।

করিলেন । অনন্তর ভক্তবৎসল রাঘব যার পর নাই হর্ষিত
হইয়া ব্রাহ্মণ দিগকে বস্ত্র, আভরণ, রত্ন, দান করিয়া কপিরাজ
সুগ্রীবকে সূর্য্য কান্তি সমিতি সর্বরত্নময়ী মালা এবং সুবর্ণস্র
জঙ্গদকে কেয়ুর প্রদান করিলেন । পরিশেষে রঘুকুলহিনক

চন্দ্রকোটপ্রতীকশং মণিরত্নবিভূষিতম্ !
 সীতায়ৈ প্রদদৌ হারং প্রীত্যা রথুকুলোত্তমঃ । ৬
 অবমুচ্যাত্মনঃ কণ্ঠাং হারং জনকনন্দিনী ।
 অবৈক্ষত হরীন্ সৰ্বান ভৰ্ত্তারং চ মুহুমুহঃ ॥ ৭ ॥
 রামস্তামাহ বৈদেহীমিঙ্গিতজ্ঞো বিলোকয়ন্ ।
 বৈদেহি ! যস্য তুষ্ঠানি দেহি তন্মৈ বরাননে ! ৮
 হনুমতে দদৌ হারং পশ্যতে রাঘবস্য চ ।
 তেন হারেণ শুশ্রুতে মারুতিগৌরবেণ চ ॥ ৯ ॥
 রামোহপি মারুতিং দৃষ্ট্বা কৃতাজ্জলিমুপস্থিতম্ ।
 তক্ত্যা পরময়া তুষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ । ১০ ।
 হনুমন্তে প্রসম্মোহস্মি বরং বরয় কাঙ্ক্ষিতম্ ।
 দাস্যামি দেবৈরপি যদ্বচ্ছল'তং ভুবনজয়ে' ১১ ।
 হনুমানমপি তং প্রাহ নত্বা রামং প্রাক্ষতধীঃ ।

দ্বন্দ্বামস্মরতো রাম ! ন তৃপ্যতি মনো মম । ১২ ।
 অতস্তন্মাম সততং স্মরন্ স্থাস্যামি ভূতলে ।
 যাবৎ স্থাস্যতি তে নাম লোকে তাবৎকালবরম্ ।
 মম তিষ্ঠতু রাজেন্দ্র ! বরোহরং মেহতিকাক্ষিতঃ
 রামস্তথৈতি তং প্রাহ মুক্তস্তিষ্ঠ যথামুখম্ ॥ ১৪ ॥
 কপ্পাস্তে মম সাযজ্যং প্রাপস্যসে নাত্র সংশয়ঃ ।
 তস্মাহ জানকী প্রীত্যা যত্র কুত্রাপি মারুতে ! ॥
 স্থিতং তামমুখাস্যন্তি ভোগাঃ সৰ্ব্বৈ সমাজ্ঞয়া ।
 ইতুক্তো মারুতিস্তাত্যাং ঈশ্বরাত্যাং প্রাক্ষতধীঃ ॥
 আনন্দাশ্রুপরীতাক্ষো ভূয়োভূয়ঃ প্রণম্য তৌ ।
 কচ্ছাদ্যৌ তপস্তপুং হিমবন্তং মহামতিঃ ॥ ১৭ ॥
 ততো গুহং সমাসাদ্য রামঃ প্রাজ্জলিমব্রবীৎ ।
 সখে ! গচ্ছ পুরং রমাং শৃঙ্গিবেরমভূতমম্ ॥ ১৮

ঈরাম কোটিচন্দ্র প্রভাষিত মণিরত্ন বিভূষিত হার মহাস্যাস্যসৌ
 সীতার কণ্ঠদেশে প্রদান করিলেন, জনক নন্দিনীও বামর-
 গণ ও রাম সমক্ষে আপনার কণ্ঠ হইতে হার উন্মুক্ত করিয়া
 তাহাঙ্গিরের প্রতি বারম্বার নয়নপাত করিতে লাগিলেন । ১ ।
 । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ । ৭ ।

ঈরাম বৈদেহীকে ইঙ্গিতে অবলোকন করিয়া কহিলেন,
 হে বরাননে ! তুমি যাহার প্রতি পরিতুষ্টা আছ তাহাকে হার
 প্রদান কর । অমনি বিদেহ পুত্রী-সীতা রাম সমক্ষে হনু-
 মানকে রত্নহার প্রদান করিলেন, মারুতি সেই রত্নহারে
 সুশোভিত হইল । রঘুনন্দন পবনকুমারকে প্রগাঢ় ভক্তি
 সহকারে কৃতাজ্জলিপুট হইয়া সীর সন্নিধানে উপনীত
 সন্দর্শন করিয়া অতি সন্তোষ চিত্তে তাহাকে বলিলেন—হে
 হনুমন্ ! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব এই
 ত্রিভুবন মধ্যে দেব দ্বন্দ্ব'ত বর প্রার্থনা কর আমি তোমাকে
 প্রদান করিব । ৮ । ৯ । ১০ । ১১ ।

হনুমান প্রাক্ষত চিত্তে প্রণতি পুরঃসর ঈরামকে কহিল, হে

রঘুনন্দন ! আপনার নাম স্মরণ করিয়াও আমার তৃপ্তি হয়না,
 অতএব ইহলোকে আপনার নাম যত দিন থাকিবে আমিও তাহা
 আমরণ সতত স্মরণ করিয়া অবস্থিতি করিব—হে রাজেন্দ্র !
 মদাকাঙ্ক্ষিত এই বর আমাকে প্রদান ককন, রামচন্দ্র 'তথাজ্জ'
 বলিয়া তাহাকে কহিলেন—তুমি জীবমুক্ত হইয়া যথা স্মৃথে
 অবস্থান কর; কপ্পাস্তে—তুমি নিঃসন্দেহই আমার সাযুজ্য
 প্রাপ্ত হইবে, অমনি জানকীও কহিলেন—হে মারুতে ! ভোগ
 সমূহ আমার আজ্ঞাসারী হইয়া তোমার অঙ্গগমন করিবে ।
 তাঁহার এইরূপ কহিলে প্রাক্ষতামনা মহামতি পবনন্দন আন-
 ন্দাশ্রুপূর্ণ নয়ন হইয়া সসীত রামকে বারম্বার প্রণাম করতঃ
 রাম দর্শন বিরোগ ছেতু তপস্যা করণাভিলাষে হিমালয়াভি-
 মুখে প্রস্থান করিল । ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ ।

অনন্তর রামচন্দ্র গুহকঁকে প্রাপ্ত হইয়া বন্ধাজলি পূর্বক
 তাঁহাকে কহিলেন—হে সখে ! তুমি অত্যাশ্রম শৃঙ্গিবের
 পুরিতে গমন পূর্বক আমাকে অঙ্গুষ্ঠ চিন্তা করতঃ প্রোপাখ্যাত

মামেব চিন্তয়ন্তিত্যং ভুংক্ষ্য ভোগান্নিজ্জার্জিতান্।
 অস্তে মমৈব সাক্ষিপাং প্রাপ্যাসে ত্বং ন সংশয়ঃ। ১৯
 ইতুত্বা প্রদদৌ তস্মৈ দিব্যান্যাতরগানি চ।
 রাজ্যং চ বিপুলং দত্ত্বা বিজ্ঞানং চ দদৌ বিভুঃ। ২০।
 রামেণালিঙ্কিতো হৃষ্টো যযৌ স্বভবনং গুহঃ।
 যে চান্যে বানরাঃ শ্রেষ্ঠা অযোধ্যাং সমুপাগতাঃ।
 অমূল্যাভরণৈর্কর্ষন্তৈঃ পূজয়ামাস রাঘবঃ।
 সূগ্রীবপ্রমুখাঃ সর্কে বানরাঃ সবীভীষণাঃ। ২২।
 যথাইং পূজিতাস্তেন রামেণ পরমাত্মনা।
 প্রহৃষ্টমনসঃ সর্কে জগ্মরেব যথাগতম্। ২৩।
 সূগ্রীবপ্রমুখাঃ সর্কে কিক্ষিক্যাং প্রযযুর্মুদা।
 বিভীষণস্ত সপ্রাপ্য রাজ্যং নিহতকণ্টকম্। ২৪।
 রামেণ পূজিতঃ প্রীত্যা যযৌ লঙ্কামনিন্দিতঃ।
 রাঘবো রাজ্যমখিলং শশাসাখিলবৎসলঃ। ২৫।
 অনিচ্ছন্নপি রামেণ যৌবরাজ্যেহভিষেচিতঃ।

অনু ভোগ কর, পরে মৃত্যু সময়ে আমার সাধুজ্য নিশ্চয়ই
 প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া তিনি তাহাকে দিব্য ভূষণ, বিপুল
 রাজ্য এবং বিজ্ঞান প্রদান করিয়া আলিঙ্গন করিলেন; ওহ
 রামালিঙ্গনে আক্লাদিত হইয়া স্বভবনে প্রস্থান করিল। অপ-
 রাপর যে সমস্ত বানর শ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় উপনীত হইয়াছিল,
 রাঘব তাহাদিগকে অমূল্য বস্ত্র ও আভরণ দ্বারা পূজা
 করিলেন। ১৮। ১৯। ২০। ২১।

সূগ্রীব প্রভৃতি সমস্ত বানর শ্রেষ্ঠ ও বিভীষণ পরমাত্মা
 রাঘব কর্তৃক পূজিত হইয়া আনন্দিতাক্তঃকরণে যথাস্থানে
 প্রস্থান করিল; পরে সূগ্রীবাদি বানরগণ কিক্ষিক্যা নগরীতে
 গমন করিল; বিভীষণ নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাম
 কর্তৃক সানন্দে পূজিত হওনানন্তর লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করি-
 লেন। অখিল বৎসল রাঘব সমস্ত রাজ্য শাসন করিতে

লক্ষ্মণঃ পরয়া তক্ত্যা রামসেবাপরোহিতবৎ। ২৬।
 রামস্ত পরমাত্মাপি কৰ্ম্মাধ্যক্ষোহপি নির্মলঃ।
 কর্তৃত্বাদিবিহীনোহপি নিক্সিকারোহপি সৰ্ব্বদা। ২৭
 স্বানন্দেনাপি তুষ্টঃ সন্ লোকানামুপদেশকুৎ।
 অশ্বমেধাদিযজ্ঞৈশ্চ সতৈর্কিপুলদক্ষিণৈঃ। ২৮।
 অযজ্ঞং পরমানন্দো যানুৰূপং বপুরাশ্রিতঃ।
 ন পর্যাদেবস্বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্। ২৯।
 ন ব্যাধিজং ভয়ং চাসীদ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
 লোকে দম্যভয়ং নাসীদনরো নাস্তি কশ্চন।
 বৃদ্ধেষু সৎসু বালানাং নাসীনমৃত্যুভয়ং তথা।
 রামপূজাপরাঃ সর্কে সর্কে রাঘবচিন্তকা। ৩১।
 ববর্ষুর্জলদাস্তোয়ং যথাকালং যথাকৃচ্চি।
 প্রজাঃ স্বধর্ম্মনিরতা বর্ণাশ্রমগুণান্বিতা। ৩২।
 ঔরসানি ব রামোহপি জুগোপ পিতৃবৎপ্রজাঃ।
 সর্কলক্ষণসংযুক্তাঃ সর্কধর্ম্মপরাযণাঃ। ৩৩।

লাগিলেন এবং লক্ষ্মণদেব অনিচ্ছুক থাকিলেও শ্রীরাম
 তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু তিনি দৃঢ়
 ভক্তির সহিত রামচন্দ্রের সেবানুরক্ত হইলেন। নির্মল
 পরমাত্মা রামচন্দ্র কার্য্যাধ্যক্ষ হইলেও, অহুঙ্কণ নিরজিমানী
 ও বিকার শূন্য হইয়া স্বকীর্ত্তানে লোকদিগকে উপদেশ
 দিবার জন্য বিপুল দক্ষিণার সহিত, যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন।
 ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

দেহ সম্বলিত পরমানন্দ রামচন্দ্র লোকরঞ্জন করিতে
 লাগিলেন, রাজ্য মধ্যে সর্প, ব্যাঘ্র, অনারক্তিভয়, ব্যাধি,
 দম্য ও অনর্থ ভয় তিলার্দ্র মাত্র রহিল না। বৃদ্ধদিগের
 মধ্যে বালকদিগের মৃত্যু ভয় পরিশূন্য হইল এবং সকলেই
 রাঘব চিন্তাপর হইয়া রামপূজায় নিরত হইল। মেঘ সময়ে
 জল দান করিতে লাগিল, বর্ণাশ্রম প্রজ্ঞাপঞ্জ স্বধর্ম্ম নিরত

দশবর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমুপাস্ত সঃ ॥ ৩৪ ॥

ইদং রহস্যং ধনধান্যসমৃদ্ধিমং

দীর্ঘায়ুরারোগ্যকরং সুপুণ্যদম্ ।

পবিত্রমাধ্যাত্মিকসংজ্ঞিতং পুরা

রামায়ণং ভাবিতমাদিশত্ৰুনা ॥ ৩৫ ॥

শৃণোতি ভক্ত্যা মনুজঃ সমাহিতো

ভক্ত্যা পঠেদ্বা পরিতুষ্টমানসঃ ।

সর্বাঃ সমাপ্নোতি মনোগতাশিষো

বিমুচ্যতে পাতককোটিভিঃ ক্রণাং ॥ ৩৬ ॥

রামাভিষেকপ্রযতঃ শৃণোতি যো

ধনাভিলাষী লভতে মহদ্ধনম্ ।

পুত্রাভিলাষী সূতমার্যসম্মতং

প্রাপ্নোতি রামায়ণমাদিতঃ পঠন্ ॥ ৩৭ ॥

শৃণোতি যোহধ্যাত্মিকরামসংহিতাং

প্রাপ্নোতি রাজা ভুবমুদ্ধসম্পদম্ ।

শত্রুশিঞ্জিত্যারিতিরপ্রধর্ষিতো ।

ব্যপেতদুঃখো বিজরী ভবেন্নৃপঃ ॥ ৩৮ ॥

স্ত্রিয়োহপি শৃণুস্ত্যধিরামসংহিতাং

ভবন্তি তা জীবন্তুতাশ পূজিতাঃ ।

বন্ধ্যাহপি পুত্রং লভতে সূকৃপিণং

কথানিমাং তন্ত্ৰিষুতা শৃণোতি যা ॥ ৩৯ ॥

শত্রুশিঞ্জিতো যঃ শৃণুয়াৎপঠেন্নরো

বিজিতা কোপং চ তথা বিমৎসরঃ ।

দুর্গাণি সর্বাণি বিজিত্য নির্ভয়ো

ভবেৎ সুখী রাঘবভক্তিসংযুতঃ ॥ ৪০ ॥

সূরাঃ সমস্তা অপি যান্তি তুষ্টতাং

বিয়াঃ সমস্তা অপযান্তি শৃণুতাম্ ।

অধ্যাত্মরামায়ণমাদিতো নৃণাং

ভবন্তি সর্বা অপি সম্পদঃ পরাঃ ॥ ৪১ ॥

রজস্বলা বা যদি রামতৎপরা

হইল। রামচন্দ্র তাহাদিগকে পুজবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন, সর্বলক্ষণ সম্পন্ন সর্ব ধর্মপরায়ে প্রজারাও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল। দাশরথি দশ সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। পূর্বে মহাদেব স্বয়ং ধন ধান্য সমৃদ্ধি সম্পন্ন দীর্ঘ জীবনারোগ্যকারী সুপুণ্যদ, পবিত্র আধ্যাত্মিক রামায়ণ বর্ণনা করিয়াছিলেন । ২২। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫।

যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে রামায়ণ শ্রবণ এবং পরিতুষ্ট মনে ও ভক্তির সহিত পাঠ করে, সে ব্যক্তি সর্ব প্রকার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া কোটি কোটি পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি অর্ধাভিলাষী হইয়া ত্রীরামের অভিষেক বিষয় সযত্নে শ্রবণ করে, সে বিপুল ধন প্রাপ্ত হয়। যে পুত্রাশয়ে রামায়ণের আদ্যস্ত পাঠ করে সে শিষ্ট সম্মত পুত্র লাভ করে। যে রাজা আধ্যাত্মিক রাম সংহিতা শ্রবণ

করেন, তিনি সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া ও সর্ব দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। যে সকল কামিনী অধ্যাত্মরামায়ণের আখ্যান শ্রবণ করে, তাহারা জীবন্তুতা দ্বারা পূজিতা হয়; যে বন্ধ্যাত্মী ভক্তি সংযুক্ত হইয়া রামায়ণ কথা শ্রবণ করে, সে অভিলাষ অনুরূপ সম্ভান লাভ করে, যে নর ত্রীরামের উপর ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক বিগত চিত্তে রামায়ণ কথা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে বিমৎসর, কোপ ও সর্ব দুঃখ জয় করিয়া পরম সুখ লাভ করে। রামায়ণ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিলে দেবতারা পরিতুষ্ট হইবেন, বিশ্ব সমুদায় বিনয় ও সর্ব সম্পদ সম্পন্ন হয়। যদি রাম তৎপরা রজস্বলা কামিনী রামায়ণ শ্রবণ করে, তৎপ্রসবিত পুত্র ঋষিদিগের ন্যায় দীর্ঘ

শৃণোতি রামায়ণমেতদাদিতঃ ।

পুত্রং প্রাপ্তে ঋষভক্ষিরায়ুষং

পতিব্রতা লোকস্থপূজিতা ভবেৎ । ৪২ ।

পূজয়িত্বা তু যে তক্ত্যা নমস্কুবন্তি নিত্যশঃ ।

সর্বৈঃ পাঠৈর্পবিনিমুক্তা বিষ্ণোর্ব্যাস্তি পরং পদম্

অধ্যাত্মরামচরিতং কুৎসং শৃণুস্তি ভক্তিতঃ ।

পঠন্তি বা স্বয়ং বক্তাভ্যেবাং রামঃ প্রণীদতি ॥ ৪৪

রাম এব পরং ব্রহ্ম তস্মিন্ স্তুত্বৈহখিলাত্মনি ।

ধর্মার্থকামনোক্ষাণাং যদাদিচ্ছতি তত্ত্ববেৎ ॥ ৪৫

শ্রোতব্যাং নিয়মে নৈতদ্রামায়ণমখণ্ডিতম্ ।

আয়ুস্য মারোগ্যকরং কল্পকোট্যঘনাশনম্ ॥ ৪৬ ।

দেবাশ্চ সর্বৈ তুষ্যন্তি গ্রহাঃ সর্বৈ মহর্ষয়ঃ ।

রামায়ণস্য শ্রবণে তুষ্যন্তি পিতরস্তথা । ৪৭ ।

অধ্যাত্মরামায়ণমেতদন্তু তং

বৈরাগ্যবিজ্ঞানযতং পুরাতনম্ ।

• পঠন্তি শৃণুস্তি লিখন্তি যে নরা-

স্তেবাং ভবেহস্মিন পুনর্ভবো ভবেৎ । ৪৮ ।

আলোড্যাখিলবেদরাশিমসকৃদ্যন্তারকং ব্রহ্ম

তদ্রামো বিষ্ণুরহস্যমুত্তিরিতি যো বিজ্ঞায়-ভূতেশ্বরঃ

উদ্ধৃতাখিলসারসংগৃহমিদং সংক্ষেপতঃ প্রস্কুটং

শ্রীরামস্য নিগূঢ়তত্ত্বমখিলং গ্রাহ প্রিয়ায়ৈ ভবং । ৪৯

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সন্বাদে

যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

জীবন প্রাপ্ত হয়, এবং পতিব্রতা রমণী সর্বলোক পূজিতা
হয়েন । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । যাঁহারা
ভক্তি সহকারে গন্ধপুষ্প দ্বারা রামচন্দ্রকে নিত্য পূজা করিয়া
নমস্কার করে, তাঁহারা সর্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর
পরম পদ লাভ করে, যিনি অধ্যাত্ম শ্রীরামের চরিত্র বিচক্ষ
চিত্তে ও ভক্তির সহিত অধ্যয়ন বা স্বয়ং বর্ণনা করেন, শ্রীরাম
তাঁহার উপরে পরিতুষ্ট হয়েন । রামচন্দ্র স্বয়ং পরমব্রহ্ম, তিনি
তুষ্ট থাকিলে অখিল সংসার সন্তুষ্ট থাকে, এবং ধর্মার্থ কাম
মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই অর্থাগত অধ্যাত্ম রামায়ণ
পরমায়ু রক্ষি, রোগ অপনোদন, ও কোটি কল্প পাপ জনিত
নিরস্রগমন নিবারণ করে, অতএব নিরমিতরূপে ইহা শ্রবণ
করা কর্তব্য । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ ।

রামায়ণ শ্রবণ করিলে দেবতা, গ্রহ, ঋষি এবং পিতৃলোক
সমস্ত সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন । যাঁহারা বৈরাগ্যবিজ্ঞান
যুক্ত পুরাতন অধ্যাত্ম রামায়ণ অধ্যয়ন করেন, শ্রবণ করেন
এবং লিখেন এই ভবসংসারে তাঁহাদিগের আর পুনর্জন্ম হয়
না । ভূতেশ্বর মহাদেব স্বয়ং অখিল বেদরাশি বিলোড়ন
করিয়া তারকব্রহ্ম শ্রীরামকে বিষ্ণুর রহস্য মুক্তি অবগত হইয়া,
উপনিষদের সারভূত অর্থ সংগ্রহ পূর্বক, তাঁহার এই নিগূঢ়
তত্ত্ব ভবানীকে সংক্ষেপে কহিয়াছিলেন । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসন্বাদে

যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্তঃ

উত্তর কাণ্ডম্।

জয়তি রঘুবংশতিলকঃ কৌশল্যা-হৃদয়নন্দনো রামঃ

দশবদননিধনকারী দাশরথিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ । ১ ।

পার্কীত্বাচ ।

অথ রামঃ কিমকরোৎকৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ ।

ইত্বা মৃধে রাবণাদীন্ রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমঃ ? । ২ ।

অভিষিক্তস্ত্রযোধ্যায়াং সীতয়া সহ রাঘবঃ ।

মারামানুষতাং প্রাপ্য কতিবর্ষাণি ভূতলে ? ॥ ৩

স্থিতবান্ লীলয়া দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।

অতাজ্ঞান্যনুষং লোকং কথমন্তে রঘুদ্বজঃ ? । ৪ ।

এতদাখ্যাহি ভগবন্ ! শ্রদ্ধথত্যা মম প্রভো ! ।

কথাপীযুষনাস্বাদ্য তৃষ্ণা নেহতীব বর্দ্ধতে ।

রামচন্দ্রস্য ভগবন্ ! ক্রহি বিস্তরশঃ কথাম্ । ৫ ।

দশানন নিধনকারী পুণ্ডরীকাক্ষ রঘুবংশ তিলক কৌশল্যা-

হৃদয় নন্দন দাশরথি রামের জয় হউক ।

পার্কীতী মহাদেবকে বলিয়াছিলেন—কৌশল্যানন্দ বর্দ্ধন
অমিত তেজা শ্রীরাম দশানন প্রভৃতি রাক্ষসদিগকে যুদ্ধে বিনাশ
করিবার পর আর কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন ? রঘুবংশাবতংশ
রামচন্দ্র অযোধ্যায় সীতার সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া
নারামানুষ রূপে আর কত কাল এই ধরাধামে অবস্থিতি
করিয়াছিলেন ? পরমব্রহ্ম সনাতন শ্রীরাম স্বকীয় লীলায়
অবস্থান করিয়া ইহলোক কি রূপে পরিত্যাগ করিলেন ? হে
ভগবন্ ! রামচন্দ্রের অমৃতময়ী কথা শ্রবণে, তাঁহার বিবরণ অবগত
হইবার জন্য আমার পিপাসা উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতেছে
অতএব উক্ত বিষয় বর্ণন করিয়া আমার কোতূহল পরিতৃপ্ত করুন
। ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

রাক্ষসানাং বধং কৃত্বা রাজ্যং রাম উপস্থিতে ।

আযযু মুনয়ঃ সর্কে শ্রীরামমতিবন্দিতুম্ । ৬ ।

বিশ্বামিত্রোহসিতঃ কণ্ণোদূর্ক্সাসা ভৃগুরঙ্গিরাঃ ।

কশ্যপো বামদেবোহত্রিস্থা সপ্তর্ষয়োহমলাঃ ॥ ৭

অগস্ত্যঃ সহ শিষ্যৈশ্চ মুনিভিঃ সহিতোহভ্যগাৎ ।

দ্বারমাসাদ্য রামস্য দ্বারপালমথাত্রবীৎ । ৮ ।

ক্রহি রামায় মুনয়ঃ সমাগত্য বহিঃস্থিতাঃ ।

অগস্ত্যপ্রমুখাঃ সর্কে আশীর্ভিরভিনন্দিতুম্ ॥ ৯ ॥

প্রতিহারস্ততো রামনগস্ত্যবচনাদ্ভ্রতম্ ।

নমস্কৃত্যাত্রবীদ্বাক্যং বিনয়াবনতঃ প্রভুম্ ॥ ১০ ॥

মহাদেব कहিলেন—শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষস দিগকে বিনাশ
করিয়া রাজ্য মধ্যে উপনীত হইলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র, অসিত,
কণ্ণ, দুর্ক্সাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি ও আর
আর মহর্ষি তাঁহাকে অভিবাদন করিবার জন্য অযোধ্যায়
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; পরে অগস্ত্যমুনি শিষ্যগণ পরিবৃত্ত
হইয়া রামচন্দ্রের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দ্বারপালকে कहি-
লেন—তুমি সত্তর গিয়া রামচন্দ্রকে বল যে, অগস্ত্য প্রভৃতি
মুনিশ্রেষ্ঠগণ আপনাকে আশীর্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিতে
আগমন করিয়া বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । প্রতিহারী
অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণান্তর ভ্রতপদে রামসন্নিধানে গমন করিয়া
নমস্কার পূর্বক কৃতাজ্ঞাপিতে कहিল, প্রভো ! অগস্ত্য প্রভৃতি

কৃতাজ্জলিকবাচেদমগন্ত্যো মুনিভিঃ সহ ।
 দেব ! ত্বদর্শনার্থায় প্রাপ্তো বহির্কপস্থিতঃ ॥ ১১ ॥
 তন্মুবাচ দ্বারপালং প্রবেশয় যথাসুখম্ ।
 পূজিতা বিবিশুর্কৈশ্ম নানারত্নবিভূষিতম্ ॥ ১২ ॥
 দৃষ্ট্বা রামো মুনীন্ শীঘ্রং প্রত্যুত্থায় কৃতাজ্জলিঃ ।
 পাদ্যার্য্যাদিভিরাপূজ্য গাং নিবেদ্য যথাবিধি ॥ ১৩ ॥
 নত্বা তেভ্যো দদৌ দিব্যান্যাসনানি যথাহৃতঃ ।
 উপবিষ্টাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ মুনয়ো রামপূজিতাঃ ॥ ১৪ ॥
 সম্পৃক্তকুশলাঃ সর্বৈ রামং কুশলমব্রুবন ।
 কুশলং তে মহাবাহো ! সর্বত্র রঘুনন্দন ! ॥ ১৫ ॥
 দিষ্টোদানীং প্রপশ্যামো হতশত্রুমরিন্দম ! ।
 নহি ভারঃ স তে রাম ! রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥

সধনুস্ত্বং হি লোকাংশ্রীন্ বিজেতুং শক্ত এব হি ।
 দিষ্ট্য ত্বয়া হতাঃ সর্বৈ রাক্ষসা রাবণাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥
 সহ্যমেতন্মহাবাহো ! রাবণস্য নিবহণম্ ।
 অমৃহমেতৎসম্প্রাপ্তং রাবণৈর্বৈশ্বদনম্ ॥ ১৮ ॥
 অন্তকপ্রতিমাঃ সর্বৈ কুন্তকর্ণাদয়ো যুধে ।
 অন্তকপ্রতিমৈর্কাণৈর্হতাশ্চৈব রাঘুসন্তম ! ॥ ১৯ ॥
 দত্তা চেয়ং ত্বয়াইন্মাকং পুরা হভয়দক্ষিণা ।
 হত্বা রক্ষোগণান্ সঙ্ক্য কৃতকৃত্যোহদ্য জীবসি ॥ ২০ ॥
 শ্রুত্বা তু ভাষিতং তেষাং মুনীনাং ভাবিতান্মনাম্ ।
 বিস্ময়ং পরমং গত্বা রামঃ প্রাজ্জলিরব্রবীৎ ॥ ২১ ॥
 রাবণাদীনতিক্রম্য কুন্তকর্ণাদিরাক্ষসান্ ।
 ত্রিলোকজয়িনো হিত্বা কিং প্রশংসথ রাবণিম ? ॥

মহর্ষিগণ আপনাকে দর্শন করিবার অভিলাষে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন । প্রতিহারী বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, পরমসমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন পূর্বক বিবিধ মণি মানিক্য খচিত উত্তম গৃহ মধ্যে আনয়ন কর। ১১ । ১২ ।

অনন্তর রামচন্দ্র মহর্ষিদিগকে অবলোকন করিয়া বহু-
 জ্ঞলি হওত শীঘ্র গাত্রোত্থান করিলেন ; এবং পাদ্যার্য্যাদি দ্বারা
 পূজা করণানন্তর মধুপুর্ণার্থ বৃষভ বিধানাহুসারে নিবেদন করিয়া
 সাক্ষাৎ প্রণিপাত পূর্বক যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলেন
 এবং তাঁহারা রাম কর্তৃক পূজিত হইয়া সানন্দ চিত্তে উপবে-
 শন করতঃ জীয়াসকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—হে
 মহাবাহো! রঘুনাত! আপনার সমস্ত মঙ্গল ত? হে অরিন্দম!
 অধুনা আত্মাদের বিষয় যে, শত্রু নিপাত হইয়াছে। হে
 রামচন্দ্র! রাক্ষসাধিপতি রাবণ আপনার আর ভারস্বরূপ
 নাই। আপনি ধনুগ্রহণ করিলে স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল এই
 ত্রিভুবন জয় করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হন, দেখুন আপনি রাব-

ণাদি রাক্ষসগণকে অবলীলাক্রমে নিপাত করিয়াছেন ; হে
 মহাবাহো! আপনি অনায়াসেই রাবণ বিনাশ করিয়াছেন,
 কিন্তু রাবণ ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতেই অসহ্য হইয়াছিল ; হে
 রঘুসন্তম! সমরঙ্গনে কুন্তকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসের কাণাস্তকের
 ন্যায় প্রতীক্ষমান হইয়াছিল বটে কিন্তু আপনি কালোপম শর
 নিক্ষেপে তাহাদিগকে অনায়াসে বিনষ্ট করিয়াছেন । ১৩ ।

১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ । ১৯ ।

পূর্বে আপনি আমাদিগকে অভয়দান করিয়াছিলেন, এক্ষণে
 রক্ষদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাহার সফলতা সম্পন্ন
 করিয়াছেন। অতএব অদ্য কৃতকৃত্য হইয়া আপনার জীবন শ্লাঘ-
 নীয় হইল। ঈশ্বরপরায়ণ বিশুদ্ধচেতা মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ
 গোচর করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া রামচন্দ্র কৃতাজ্জলিপুটে
 বিনীত বচনে কহিলেন, আপনারা স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল বিজয়ী
 অমিতনেত্র দশানন ও অভুল বলশালী কুন্তকর্ণকে অতিক্রম
 করিয়া কি কারণে রাবণিকে এত প্রশংসা করিতেছেন ?
 ২০ । ২১ । ২২ ।

ততশ্চদচনং শ্রদ্ধা রাঘবস্য মহাত্মনঃ ।
 কুন্তযোনির্মহাতেজা রামং প্রীত্যা বচোহব্রবীৎ ।
 শৃণু রাম ! যথা ব্রহ্মতং রাবণে রাবণস্য চ ।
 জন্মকৰ্ম্মবরাদানং সজ্জ্ঞপাদ্গদতো মম ॥ ২৪ ॥
 পুরা কৃতযুগে রাম ! পুলস্ত্যা ব্রাহ্মণঃ সূতঃ ।
 তপস্তপ্তুং গতো বিদ্বান্ মেরোঃ পার্শ্বং মহামতিঃ
 তৃণবিন্দোরাশ্রমেহসৌ ন্যবসন্মুনিপুঙ্গবঃ ।
 তপস্তপে মহাতেজাঃ স্বাধ্যায়নিবৃত্তঃ সদা ॥ ২৬ ॥
 তত্রাশ্রমে মহারম্যে দেবগন্ধৰ্বকন্যকাঃ ।
 গায়ন্ত্যো ননৃতুস্তত্র হসন্ত্যো বাদয়ন্তি চ ॥ ২৭ ॥
 পুলস্ত্যস্য তপো বিঘ্নং চক্রুঃ সৰ্বা অনিন্দিতাঃ ।
 ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা ব্যাজ্জহার বচো মহৎ ২৮
 যা মে দৃষ্টিপথং গচ্ছৎ সা গর্তং ধারয়িষ্যতি ।
 তাং সৰ্বাঃ শাপসমিধা ন তং দেশং প্রচক্রুঃ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর মহামতি রাঘবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 মহাতেজা কুন্তযোনি অগস্ত্য প্রীরামকে প্রসন্ন করিয়া
 কহিলেন—হে রঘুনন্দন ! দশানন্যাজ্ঞ ইন্দ্রজিতের জন্ম কৰ্ম্ম
 ও বরাদির ব্রহ্মত সংক্ষেপে কহিতেছি, মনোনিবেশ পূর্বক
 শ্রবণ করুন।—হে রঘুনাথ ! সত্যযুগে ব্রহ্মপুত্র কৃতবিদ্যা
 মহাত্মা পুলস্ত্যমুনি তপস্য্য করিবার নিমিত্ত মহাপৰ্ব্বতের
 পার্শ্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। ঋষিসত্তম তৃণবিন্দুর আশ্রম
 মধ্যে অবস্থিতি করিয়া অনুক্ষণ কঠোর তপস্য্য করিতে
 আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু ঐ মহারণ্য মধ্যে দেব ও গন্ধৰ্বকন্যারা
 সুরভানলরে স্রমবুর সঙ্গীত, নৃত্যবাদ্যাদি দ্বারা আশ্রম
 প্রমোদ করিত ; এইরূপে তাহারা পুলস্ত্যের তপোবিঘ্ন করিতে
 লাগিল—অনন্তর মহাতেজস্বী মহর্ষি তপস্তার বিঘ্নাবলোকনে
 ক্রোধ পবত্ব হইয়া এই অভিশাপ করিলেন যে, যে আমার
 দৃষ্ট পথে উপনীত হইবে তাহাকেই গর্তধারণ করিতে হইবে,

তৃণবিন্দোস্তু রাজর্ষেঃ কন্যা তয়াশৃণোদ্বচঃ ।
 বিচচার মুনেরগ্রে নিভর্যা তং প্রপশ্যতি । ৩০।
 বভূব পাণ্ডুরতনুর্বাঞ্জিতান্তঃশরীরজা ।
 দৃষ্ট্বা সা দেহবৈবৰ্ণং ভীতা পিতরমম্বগাৎ ॥ ৩১ ॥
 তৃণবিন্দুশ্চ তাং দৃষ্টা রাজর্ষিরমিতভ্রাতিঃ ।
 ধ্যাত্বা মুনিকৃতং সৰ্বমবৈদ্বিজ্ঞানচক্ষুৰ্বা ॥ ৩২ ॥
 তাং কন্যাং মুনিবর্যায় পুলস্ত্যায় দদৌ পিতা ।
 তাং প্রগৃহ্যাব্রবীৎকন্যাং বাঢ়মিত্যেব স দ্বিজঃ ॥
 শুশ্রবণপরাং দৃষ্ট্বা মুনিং প্রীতোহব্রবীদ্বচঃ ।
 দাম্যামি পুত্রমেকস্তে উভয়োর্বংশবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৪ ॥
 ততঃ প্রাসূত সা পুত্রং পুলস্ত্যাল্লোকবিশ্রুতম্ ।
 বিশ্রবা ইতি বিখ্যাতঃ পৌলস্ত্যো ব্রহ্মবিন্মুনিঃ ॥

কিন্তু তাহারা শাপগ্রস্থা হইয়াও ঐ মহারণ্য পরিত্যাগ
 করিল না। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

মহামুনি এইরূপ অভিশপ্তাত প্রদান করিলেন বটে কিন্তু
 রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা ঐ বাক্য শ্রবণ করে নাই, হতরাস
 একদা সে অসংস্কৃচিত চিত্তে ঐ মুনির অগ্রে বিচরণ করিতে
 ছিল। ইত্যবসরে মুনিকন্যার গর্ভসঞ্চারণ হইবামাত্র তাহার
 বর্ণ পাণ্ডুর হইল, তদ্রূপে তৎকালীন মনে পিতৃসন্নিধানে
 আসিয়া উপনীতা হইল। অমিততেজা রাজর্ষি তৃণবিন্দু কন্যার
 অবস্থা অবলোকন করিয়া ধ্যানোপবেশনপূর্বক বিজ্ঞান চক্ষু
 দ্বারা মুনি কৃত সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন ; অনন্তর শ্রী
 কন্যাকে সমভিব্যাহারে করিয়া মুনিসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া
 কহিলেন—আপনি এই কন্যাটি গ্রহণ করুন। আমি আপ-
 নাকে অর্পণ করিলাম ; পুলস্ত্য রাজর্ষি বাক্য শ্রবণে তথাস্ত
 বলিয়া গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ৩০। ৩১। ৩৪।

মহর্ষি পুলস্ত্য তৃণবিন্দু কন্যার শুশ্রবায় পরিতুষ্ট হইয়া
 তাহাকে বলিলেন আমি তোমার পরিচর্য্যায় যার পর নাই
 সঙ্কট হইয়াছি অতএব তোমার গর্ভে একপুত্র সন্তান জন্ম

তস্য শীলাদিকং দৃষ্ট্বা ভরদ্বাজো মহামুনিঃ ।
 ভাৰ্য্যার্থং স্বাং দুহিতরং দদৌ বিশ্রবসে মুদা । ৩৬
 তস্মান্ত পুত্রঃ সঞ্জ্ঞে পৌলস্ত্যলোকসম্মতঃ ।
 পিতৃতুল্যো বৈশ্রবণো ব্রহ্মণা চানুশোদিতঃ ॥ ৩৭
 দদৌ তত্পত্না তুৰ্য্যো ব্রহ্মা তস্মৈ বরং শুভম্ ।
 মনোহৰিলাষিতং তস্য ধনেশতমখণ্ডিতম্ ॥ ৩৮ ॥
 ততো লক্শবরং মোহপি পিতরং দ্রষ্টুমাগতঃ ।
 পুষ্পকেন ধনাধাক্ষো ব্রহ্মদত্তেন ভাস্বতা ॥ ৩৯ ॥
 নমস্কৃত্যথ পিতরং নিবেদ্য তপসঃ কলম্ ।
 প্রাহ মে ভগবান্ ব্রহ্মা দত্ত্বা বরমনিন্দিতম্ ॥ ৪০

নিবাসায় ন মে স্থানং দত্তবান্ পরমেশ্বরঃ ।
 ক্রুহি মে নিয়তং স্থানং হিংসা যত্র ন কস্যচিৎ ॥
 বিশ্রবা অপি তং প্রাহ লক্ষা নাম পুরী শুভা ।
 রাক্ষমানাং নিবাসায় নিৰ্ম্মিতা বিশ্বকৰ্ম্মণা ॥ ৪২ ॥
 তাত্ত্বা বিষ্ণুভয়াদৈত্যা বিবিশুস্তে রসাতলম্ ।
 সা পুরী দুঃপ্রধৰ্ষানৈৰ্ম্মধ্যোনাগরমাস্থিতা । ৪৩ ।
 তত্র বাসায় গচ্ছ ত্বং নানৈঃ সাধিষ্ঠিতা পুরা ।
 পিত্রাদিক্তম্বসৌ গত্বা তাং পুরীং ধনদোহবিধাং ৪৪
 স তত্র সূচিরং কালম্বাস পিতৃসম্মতঃ ।
 কস্যচিদ্ধ্বং কালস্য সুমালী নাম রাক্ষসঃ ॥ ৪৫ ॥

গ্রহণ করিবে যে, সে স্বকীয় মাতৃ এবং পিতৃকুল পরি-
 বন্ধন করিবেক। অনন্তর ভগবিন্দুর দুহিতা এক পুত্র প্রসব
 করিলেন এবং ঐ সন্তান পুণ্ড্রা মুনি হইতে জন্ম গ্রহণ করি-
 লেছে বলিয়া সমস্ত ঘোষিত হইল, সুতরাং সে বিশ্রবা ও
 অপারায়ণ পৌলস্ত্য মুনি নামে সমস্ত বিখ্যাত হইলেন। অন-
 তর তাঁহার স্বভাব ও চরিত্র পারদর্শনে মহামুনি ভরদ্বাজ পরম
 প্লবিত মনে তাঁহাকে স্বকীয় দুহিতা সমর্পণ করিলেন
 ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯।

অনন্তর ব্রহ্মা প্রদত্ত ববে ভরদ্বাজ দুহিতার গর্ভে ও পৌলস্ত্য
 মুনির গুহ্রসে সৰলোক বিখ্যাত বৈশ্রবণ নামে পিতৃতুল্য এক
 সন্তান জন্মিল। ঐ পুত্র বোর তপস্যা প্রবৃত্ত হইলে
 কমলধোনি ব্রহ্মা পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অতুল ধনের
 অধিপতি করিয়া দিলেন। অনন্তর ধনাধিপতি কুবেরব্রহ্মা-
 দত্ত অপূৰ্ণ পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া পিতৃদর্শনে
 গমন করিলেন। ৩৭। ৩৮। ৩৯।

ধনাধক্ষ পিতৃ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম
 পূর্বক তপস্যায় কল রত্নান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন—
 জগদীশ্বর আমার বাস স্থান নির্দেশ করিয়া দেন নাই;

সুতরাং আমার নির্দিক্ত বাসস্থান নাই, অতএব যেখানে
 হিংসাদি কিছুই নাই এরূপ স্থান আমাকে বলিয়া দিন, আমি
 তথায় বাস করিব; তচ্ছবণে বিশ্রবা কহিলেন—পুণ্ড্র
 বিশ্বকৰ্ম্মা রাক্ষসদিগের নিবাস হেতু লক্ষানাম্নী এক অতি সুশো-
 ভনা বকপুরী নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিষ্ণুর ভদ্রে দৈত্যা
 সমূহ তাহা পরিত্যাগ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছে,
 সেই পুরী অন্য শত্রুদ্বারা বিজিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।
 কারণ উহা সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত; অতএব তুমি ঐস্থানে
 গিয়া বাস কর। বৈশ্রবণ পিতার আদেশে ঐ পুরী মধ্যে
 বহুকালাবধি বাস করিতে লাগিলেন। ৪০। ৪১। ৪২।
 ৪৩। ৪৪।

একদা সুমালী নামক গাংসভোজী এক রাক্ষস অপূৰ্ণ-
 রূপা লাবণ্যবতী স্ত্রীর কন্যা সমভিবাচারে রসাতল
 হইতে আগমন করিয়া মর্তলোকে বিচরণ করিতেছিলেন,
 ইত্যবসরে ধনপতিকে পুষ্পক রথে বিচরণ করিতে অবলোকন
 করিয়া আশ্চর্যিত পরদত্ত হইয়া তাঁহার কৈকনীনাঙ্গী কন্যাকে

রসাতলাশ্চলোকং চচার দিশিতাশনঃ ।

গৃহীত্বা তনয়াং কন্যাং সাক্ষাদেবৌমিব শ্রিয়ম্ । ৪৬

অপশ্যাক্ষনদং দেবং চরন্তং পুষ্পকেণ সঃ ।

হিতায় চিত্তরামাস রাক্ষসানাং মহামনাঃ ॥ ৪৭ ॥

উবাচ তনয়াং তত্র কৈকসীং নাম নামতঃ ।

বৎসে ! বিবাহকালন্তে যৌবনং চাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৮

প্রত্যাখ্যানাচ্চ তীতৈস্ত্বং ন বরৈর্গৃহ্মসে শুভে ! ।

স। ত্বং বরয় তত্রং তে মুনিং ব্রহ্মকুলোদ্ভবম্ ॥ ৪৯

স্বয়মেব ততঃ পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ ! ।

ঐদৃশাঃ সর্বশোভাঢ্যাঃ ধনদেন সমাঃ শুভে ! ॥ ৫০ ॥

তথ্যেতি সাশ্রমং গত্বা মুনেরগ্রে ব্যবস্থিতা ।

লিখন্তী ভুবমগ্রেণ পাদেনাধোমুখী স্থিতা ॥ ৫১ ॥

তামপৃচ্ছৎ মুনিঃ কা ত্বং কন্যাসি ? বরবর্ণিনি ! ।

সাত্রবীৎপ্রাঞ্জলিব্রহ্মন্ ! ধ্যানেন জাতুমহ'সি ॥

ততো ধাত্বা মুনিঃ সর্বং জাহ্না তাং প্রত্যভাবত ।

জাতং তত্কাভিলষিতং মন্তুঃ পুত্রানভী ক্যসি ॥ ৫৩

কহিলেন—বৎসে ! এক্ষণে তোমার যৌবনকাল উপস্থিত, অতএব তোমার উবাহ সময় হব্বাছে : কিন্তু তুমি ভয়পর-তন্ত্রা হইয়া ব্রহ্মকুলোদ্ভব মহর্ষির নিকট হইতে সূদূরবর্ত্তিনী হওয়ার বরপ্রার্থনা কর নাই, তথাপি হে শুভে ! সর্বসম্পদ সম্পন্ন ধনদেবের ন্যায় তোমারও মহাবলবান সন্তান উৎপন্ন হইবে ; অনন্তর কৈকসী মুনির আশ্রমে উপনীত হইয়া লজ্জাবনতমুখী হওত স্বীয় পাদদিকে নয়নপাত করিয়া রহিল । মহর্ষি কহিলেন—হে বরবর্ণিনি ! তুমি কি জাতীয়া, কাহার কন্যা, আমাকে প্রকাশ করিয়া বল । কৈকসী মুনি বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মাঞ্জলি হইয়া কহিল, হে ব্রহ্মণ ! আপনি আমাকে বৃথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কারণ ধ্যানযোগে আসীন হইলে

দাক্ষণ্যাং তু বেলায়ামাগতাসি সুনধ্যমে ! ।

অতন্তে দারুণো পুত্রো রাক্ষসো সন্তবিষ্যতঃ ॥ ৫৪

সাত্রবীন্মুনিশাদূল ! তত্তোহপ্যেবম্বিশ্বো কৃতো ? ।

তামাহ পশ্চিমো যন্তে ভবিষ্যতি মহামতিঃ ॥ ৫৫

মহাভাগবতঃ শ্রীমান্ রামভক্ত্যেকতৎপরঃ ।

ইত্যুক্ত্বা সা তথা কালে স্তম্বুবে দশকক্ষরম্ ॥

রাবণং বিংশতিভুজং দশশীর্ষং সুদাক্ষণম্ ।

তদ্রক্ষোজাতমাত্রেণ চচাল চ বহুক্ষরা ॥ ৫৭ ॥

বভূবুর্নাশহেতুনি নিমিত্তান্যখিলান্যপি ।

কুন্তকর্ণস্থতো জাতো মহাপর্কিতসম্মিভঃ ॥ ৫৮ ॥

ততঃ শূর্ণনখা নাম জাতা রাবণসৌদরা ।

ততো বিভীষণো জাতঃ শান্তাত্মা সৌমদর্শনঃ ॥

আপনি সমস্ত অবগত হইতে পারেন । অনন্তর মহর্ষি ধ্যানা-বলদ্বন পূর্বক তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই জানিতে পারিয়া কহিলেন আমি ধ্যান বলে জানিয়াছি যে, তুমি পুত্রাকাজিগী হইয়া এখানে আসিয়াছ অতএব এক্ষণে যেমন নিদাক্ষণ সময়ে আমার নিকট আগমন করিয়াছ তদ্রূপ তুমি ভয়ানক রাক্ষস পুত্র সন্তবা হইবে । অনন্তর সেই ললনা কহিল, হে মুনিশাদূল ! আপনার বাক্যে এবম্বিধ পুত্র উৎপন্ন হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই পুত্র কি মহামতি, এবং পরম বৈষ্ণব শ্রীমান্ রামচন্দ্রের ভক্ত হইবে ? অনন্তর ঐ কন্যা যথা-সময়ে বিংশতিভুজবিশিষ্ট, দশশীর্ষ, ভয়ানক রাবণকে প্রসব করিল এবং ঐ রাক্ষস প্রসবিত হইবামাত্র বসুমতী কম্পমানা হইলেন অধিকন্তু রক্ষঃবংশের ও অখিল জগতের ধনাশ কারণ ও সমুদ্ভূত হইল । ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭।

অনন্তর মহমেকসদৃশ কুন্তকর্ণ জম্বুগ্রহণ করিল পরে রাবণ সহোদরা শূর্ণনখা ভূমিষ্ঠ হইল, শেষে বেদাধারন

স্বাধ্যায়ী নিয়ত হারী নৃত্যকর্মপরায়ণঃ ।

কুস্তকর্ণস্ত দুষ্টত্বা দ্বিজান্ সন্তুষ্টচেতসঃ ৬০ ।

তক্ষণম্ ঋষিসঙ্ঘাৎশচ বিচারাভিদাক্ষণঃ ।

রাবণোহপি মহাসত্ত্বো লোকানাং ভয়দায়কঃ ।

বরুধে লোকনাশায় হ্যাময়ো দেহিনামিব ৬১ ॥

রাম ! ত্বং সকলান্তরত্মম-

ভিত্তো জানাসি বিজ্ঞানদৃক্ ।

সাক্ষীসর্বহৃদিস্থিতো হি পরমো

নিত্যোদিতো নির্মলঃ ।

ত্বং লীলাময়জাকৃতিঃ স্ব-

মহিমা মায়াগুণৈর্নাজ্যমে

লীলার্থং প্রতিলোদিতোহদ্য

ভবতো বক্ষ্যামি বক্ষোদ্ববম্ ৬২ ॥

নিরত, সংযতাহার, নিত্যকর্মপরায়ণ, সুশীল ও শান্ত মু-
বিশীষণ জন্মগ্রহণ করিলেন । ভয়ানক মূর্তি দুরাত্ম কুস্তকর্ণ
ব্রাহ্মণ ও ঋষি হিংসা করিয়া সাক্ষাদদ্রুদয়ে ইতস্ততঃ
বিচরণ করিতে লাগিল । এদিকে রাবণও লোক-ভয়বহ
জীবমাত্রেরই ব্যাধি স্বরূপ হইয়া লোক বিনাশের জন্য
পরিবর্জিত হইতে লাগিল । ৫৮ । ৫৯ । ৬০ । ৬১ ।

হে রামচন্দ্র ! আপনি বিজ্ঞান স্বরূপ এবং সর্বাস্তর্যামী
হইয়া সকলেরই অন্তরস্থ যাবতীর বিষয় অবগত আছেন । অত-
এব আপনি সাক্ষাৎ দ্রষ্টা । তাহা না হইলে আমি মহাভা হইয়া
কি প্রকারে আমার ঈদৃশ ভাব উপস্থিত হয় । হে রঘুনাত !
আপনি সকলের সদয়স্থ হইয়া সর্বদাই বিমল ভাবে উদ্ভিত
হয়েন । আপনি স্বীয় লীলা বশতঃ মানুষ্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া
ছেন । বস্তুতঃ আপনি মহাশয় নহেন, আপনার মহিমা আপনিই
অবগত আছেন, অপরে ঐ মহিমা কিরূপে জানিতে পারিবে ।
আপনি মায়া দ্বারা সমুদায়ই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু
যখন কোন রূপ স্পর্শ করেন না—আপনি সর্বজ্ঞ, আপনার

জানামি কেবলমনস্তমচিন্ত্যশক্তিং

চিন্মাত্রমক্ষরমজ্ঞং বিদিতাত্মতত্ত্বম্ ।

ত্বং রাম ! মূঢ়নিজরূপমনুপ্রবৃত্তো

• মূঢ়োহপ্যহং ভবদমুগ্রহতশ্চরামি ॥ ৬৩ ॥

এবং বদন্তমিনবংশপবিত্রকীর্তিঃ

কুস্তোদ্ববং রঘুপতিঃ প্রহসন বতাবে ।

মায়াশ্রিতং সকলমেতদনন্যকত্বাৎ

মৎকীর্তনং জগতি পাপহরং নিবোধ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

উত্তরকাণ্ডে প্রথমোধ্যায়ঃ ।

সম্মুখে বাক্য বিন্যাস করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসুবিধ,
তবে লোক সমুদায়ের অবগতির নিমিত্ত আপনি যে সমস্ত
বলিয়াছিলেন অদ্য আমি সেই রক্ষঃ বংশের বিষয় বর্ণনা
করিব । হে মহাজন ! আপনি আমাকে জানাবিদ্ বলিয়া
উল্লেখ করিতেছেন, কিন্তু আমি আপনাকে এক মাত্র বলিয়া
জানি—আপনি অনাদি অনন্ত, আপনার শক্তি চিন্তার
বহির্ভূত, আপনি চৈতন্য স্বরূপ, আপনি অক্ষর অর্থাৎ
আপনার ক্ষরণ নাই, আপনি অজ অর্থাৎ কাহার গর্ভে জন্ম
গ্রহণ করেন নাই । আপনিই আপনার ভস্তু অবগত আছেন,
আপনার রূপ বিষয় অতিশয় গূঢ় কেহই জানিতে সমর্থ নহে ।
অতএব আমি মূঢ় হইয়াও আপনার প্রদর্শিত প্রবৃত্তিমার্গ
অবলম্বন করিয়া ইচ্ছলোকে পর্যটন করিতেছি । রঘুপতি
সুখা বংশের পবিত্র কীর্তিরূপ অমৃত কথা কহিতে শ্রবণ
করিয়া উৎকল্লাস্তঃকরণে মহর্ষিকে বলিলেন—মহর্ষে ! আমার
অনন্যকত্ব হেতু পৃথিবীর সমস্ত লোক মায়ায় আচ্ছন্ন
হইয়া আছে, অতএব আমার এই অবতার গ্রহণের মুখ্য
উদ্দেশ্য এই যে, এই জগৎমাণ্ডলে আমি স্বয়ং মৎকীর্তন আলাপ
করিলে সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইবে । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

উত্তরকাণ্ডে দ্বাদশোধ্যায়ঃ ।

শ্রীরামবচনং শ্রুত্বা পরমানন্দনিভরঃ ।
 মুনিঃ প্রোবাচ সদসি সর্বেষাং তত্র শৃণুতাম্ ॥ ১ ॥
 অথ বিতেন্দ্রো দেবস্তত্র কালেন কেনচিত্ ।
 আযযৌ পুষ্পকাকটঃ পিতরং দ্রুমঙ্গুসা ॥ ২ ॥
 দ্রুম! তং কৈকসী তত্র ভ্রাজমানং মহৌজসম্ ।
 বান্ধসী পুত্রসামীপ্যং গহ্বা রাবণমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥
 পুত্র! পশ্য ধনাধ্যক্ষং জ্বলন্তং শ্বেন তেজসা ।
 ভ্রমপ্যেবং যথাভূয়াস্তথা যত্নং কুরু প্রভো ॥ ৪ ॥
 তচ্ছ্রুত্বা রাবণো রোষাৎ প্রতিজ্ঞামকরোদ্ভূতম্ ।
 ধনদেন সমো বাপি হৃদিকো বা চিরেণ তু ॥ ৫ ॥
 ভবিষ্যামাশ্ব! মাং পশ্য সস্তাপং ত্যজ সূত্রতে! ।
 ইত্যুক্ত্বা দুষ্করং কর্ত্তং তপঃ স দশকন্ধরঃ ॥ ৬ ॥
 আগমৎ ফলসিদ্ধ্যর্থং গোকর্ণং তু সহানুজঃ ।
 স্বং স্বং নিয়মাস্থায় ভ্রাতরস্তে তপো মহৎ ॥ ৭ ॥

মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ সাগরে ভাসমান হইয়া কহিলেন—অতঃপর তোমরা শ্রবণ কর, বিতেন্দ্রব কুবের কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়া এক দিন পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্বক পিতাকে দর্শন করিবার মানসে আগমন করিলেন; তথায় কৈকসী দীপ্তমান কুবেরকে সন্দর্শন করিয়া স্বপুত্র রাবণকে কহিল, হে পুত্র! দেখ ধনাধ্যক্ষ স্বকীয় উজ্জলভায় পবিশোভিত হইয়া আগমন করিয়াছে, অতএব তুমিও যাহাতে ঐরূপ হও তাহার চেষ্টা কর। রাবণ মাতার বাক্য আকর্ণন করিয়া ক্রোধাবেগে প্রতিজ্ঞা করিল, আমি ধনদের সমান অথবা তাহার অপেক্ষা ধনশালী ও পরিশোভমান হইব। অতএব হে মাতঃ সূত্রতে! এক্ষণে সস্তাপ পরিহার করুন, এই বলিয়া দশানন কঠোর তপস্যা দ্বারা ফলসিদ্ধি করিবার নিমিত্ত অশ্রুজ ভ্রাতা হস্ত সমভিযাহারে গোকর্ণে আগমন করিল। তথায়

আস্থিতা দুষ্করং ঘোরং সর্বলোকৈকতাপনম্ ।
 দশবর্ষসহস্রাণি কুন্তকর্ণেহিকরোস্তপঃ ॥ ৮ ॥
 বিভীষণোহপি ধর্ম্মাত্মা সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ ।
 পঞ্চবর্ষসহস্রাণি পাদেনৈকেন তস্থিমান্ ॥ ৯ ॥
 দিব্যবর্ষসহস্রং তু নিরাহারো দশাননঃ ।
 পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শীর্ষমগ্নৌ জুহাব সঃ ।
 এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্যাতিচক্রমুঃ ॥ ১০ ॥
 অথ বর্ষসহস্রে তু দশমে দশমং শিরঃ ।
 ছেতুকামস্যা ধর্ম্মাত্মা প্রাপ্তশচাথ প্রজাপতিঃ ।
 বৎস! বৎস! দশগ্রীব! প্রীতোহস্মীতান্যভাষত ।
 বরং বরয় দাস্যামি যন্তে মনসি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ১১ ॥
 দশগ্রীবোহপি তচ্ছ্রুত্বা প্রজ্ঞেয়ান্তুরাগ্ননা ।
 অমরত্বং ব্রণোমীশ! বরদো যদি মে ভবান্ ।
 সুপর্ণনাগযক্ষাণাং দেবতানাং তথাস্মুরৈঃ ॥ ১২ ॥

ভ্রাতৃত্রয় স্ব স্ব নিয়মাবলম্বন পূর্বক সর্ব লোক ভয়দর্শী অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। কুন্তকর্ণ দশহাজার বৎসর ঘোরতর তপঃ করিয়াছিল। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮।

সত্যধর্ম্ম পরায়ণ বিভীষণ পঞ্চসহস্র বৎসর এক পদে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। দশানন অগ্নিতে আত্মতা প্রদান পূর্বক সহস্র বৎসর অনশনে থাকিয়া ঘোরতর তপস্যা করিল। ঐ সহস্র বৎসর অতীত হইলে আগনার এক এক মন্তক ছিঃ করিয়া নয় হাজার বৎসর ব্যাপিয়া তপস্যা করিতে লাগিল। অনন্তর দশম বৎসর উপস্থিত হইলে দশম মন্তক ছিন্ন করিতে উদ্যত হয়, তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা উপনীত হইয়া কহিলেন, বৎস, দশগ্রীব! তোমার তপস্যায় আমি নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি এক্ষণে তোমার অভিলষিত বরপ্রার্থনা কর। দশানন পণ্ডাঘোনি ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে আনন্দোৎফুল্লমনে কহিল, হে জগদীশ! যদি আমাকে অমরত্ব করিয়া বরদান করেন

অনধ্যত্বং তু মে দেহি তৃণভূতা হি মানুষাঃ ।
 তথাস্থিত প্রজাপতিঃ পুনরাহ দশাননম্ । ১৩ ।
 অগ্নৌ হতানি শীর্ষাণি যানি তেহস্মরপুঙ্গব ! ।
 ভবিষ্যন্তি যথাপূর্বমক্ষয়াণি চ সন্তম্ । ১৪ ।
 এবমুক্ত্বা ততো রামো ! দশগ্রীবং প্রজাপতিঃ ।
 বিভীষণমুবাচেদং প্রণতং ভক্তবৎসলঃ । ১৫ ।
 বিভীষণ ! ত্বয়া বৎস ! কৃতং ধর্ম্মার্থমুত্তমম্ ।
 তপস্বতো বরং বৎস ! স্নানীবাতিমতং হি তম্ । ১৬ ।
 বিভীষণোহপি তং নত্বা প্রাঞ্জলিন্দ্যাক্যমব্রবীৎ ।
 দেব ! মে সর্বদা বুদ্ধির্বর্ধ্মে তিষ্ঠতু শাশ্বতী ।
 না রোচ্যেত্বধর্ম্মে মে বুদ্ধিঃ সর্বত্র সর্বদা । ১৭ ॥
 ততঃ প্রজাপতিঃ প্রীতো বিভীষণমথাব্রবীৎ ।

বৎস ! ত্বং ধর্ম্মশীলোহসি তথৈব চ ভবিষ্যসি । ১৮ ।
 অবাচিতোহপি তে দাস্যে হমরত্বং বিভীষণ ! ।
 কুন্তকর্ণমথোবাচ বরং বরয় সুব্রত ! । ১৯ ।
 বাণ্য বাণ্টোহথ তং প্রাহ কুন্তকর্ণঃ পিতামহম্ ।
 স্বপ্স্যামি দেব ! যন্মাসান্ দিনমেকং তু ভোজনম্
 এবমাস্থিত তং প্রাহ ব্রহ্মা দৃষ্ট্বা দিবৌবসঃ ।
 স্বরস্বতী চ তদ্বক্ত্রান্নির্গতা প্রবযৌ দিবম্ । ২১ ।
 কুন্তকর্ণস্ত দুষ্টিয়া চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ।
 অনভিপ্রেতমেবাস্যাৎ কিং নির্গতমহো বিধিঃ । ২২ ।
 সুমালী বরলঙ্কাংস্তান্ জ্ঞাত্বা পৌত্রান্ নিশাচরান্ ।
 পাতালান্নির্ভরঃ প্রায়াৎ প্রহস্তাদিভিরন্বিতঃ । ২৩ ।
 দশগ্রীবং পরিষজ্য বচনং চেদমব্রবীৎ ।
 দিক্টা তে পুত্র ! সম্ভূতো বাঞ্জিতো মে মনোরথঃ ।

তবে, এই বরদান ককন আমি যেন অমর হই অর্থাৎ
 সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ দেবতা বা অসুর কেহই যেন আমাকে
 বিনাশ করিতে সক্ষম হয় না । যখন আমি মনুষ্যদিগকে ভূণের
 ন্যায় জ্ঞান করি তখন আমাকে অমরত্ব বরপ্রদান করুন ;
 প্রজাপতি ব্রহ্মা তণাস্ত বলিয়া পুনরায় তাহাকে কহিলেন—হে
 অসুর শ্রেষ্ঠ ! তুমি যে সকল মন্তক অগ্নিতে আলুতি দিয়াছ
 সে সমস্তই অক্ষয় হইবে । ১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ ।

হে রামচন্দ্র ! ভক্তবৎসল ব্রহ্মা দশগ্রীবকে এই কথা বলিয়া
 প্রণত ধর্ম্মায়া বিভীষণকে কহিলেন—হে বিভীষণ ! তুমি
 ধর্ম্মাভিলাষী হইয়া তপস্যা করিয়াছ, এক্ষণে তোমার
 মনোমত বরপ্রার্থনা কর । বিভীষণ তাঁহার কথা শ্রবণ
 করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে কহিলেন,
 হে দেব ! আপনি আমাকে এই বরদান করুন, যেন আমার
 বুদ্ধি সর্বদাই ধর্ম্ম পথে অবস্থিতি করে, কারণ আমার
 বুদ্ধি সর্বদা সর্বত্র ধর্ম্মে অভিক্রটি করিয়া থাকে । অনন্তর
 ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি যাবপর নাই প্রীতি প্রদর্শন পূর্বক

কহিলেন—হে বৎস ! তুমি পরম ধর্ম্মশীল, প্রার্থনা না করি-
 লেও আমি তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম । ১৫ । ১৬ ।
 ১৭ । ১৮ ।

অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা কুন্তকর্ণকে কহিলেন—হে সুব্রত !
 তুমি বরপ্রার্থনা কর ; কুন্তকর্ণ তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া
 কহিলেন—হে দেব ! একদিবস ভোজন করিয়া ছয় মাস
 নিদ্রা ভোগ করিব এই বর প্রদান করুন, ব্রহ্মাও 'তথাস্থ'ত
 কহিলেন । এক্ষণে স্বরস্বতী তাঁহার বদন হইতে নির্গতা হইয়া
 স্বর্গে গমন করিলেন । অতঃপর দৃষ্টমতি কুন্তকর্ণ দুঃখিত চিত্তে
 চিন্তা করিতে লাগিল যে, বিধাতার বিড়ম্বনা প্রযুক্ত আমার
 অনভিপ্রেত বরলাভ হইল । সুমালী আপনার নিশাচর
 পৌত্রেরা বরলাভ করিয়াছে অবগত হইয়া প্রহস্ত প্রভৃতি
 রাবণ সেনাপতি পরিত্রত হইয়া পাতাল হইতে নির্ভয়ে আগমন
 পূর্বক রাবণাদির সমীপে উপস্থিত হইল । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ ।
 অনন্তর দশগ্রীব রাবণকে কহিল—হে পুত্র ! তুমি পরম

ସନ୍ତ୍ରାସ୍ତ ବୟଂ ଲଙ୍କାଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ବା ସାତା ରମାତଲମ୍ ।
 ତଦ୍ଗତଂ ନୋ ମହାବାହୋ ! ମହଦ୍ବିଷ୍ଣୁକୃତଂ ଭୟମ୍ । ୧
 ଅସ୍ମାତିଃ ପୂର୍ବମୁଷିତା ଲଙ୍କେୟଂ ଧନଦେନ ତେ ।
 ଭ୍ରାତ୍ରାକ୍ରାନ୍ତାମିଦାନୀଂ ତ୍ବଂ ପ୍ରାତ୍ୟାନେତୁମିହାହମି । ୨
 ମାମ୍ବା ବାସ ବଳେନାପି ରାଜାଂ ବନ୍ଧୁଃ କୃତଃ କୁହଂ ।
 ଈତ୍ୟୁକ୍ତୋ ରାବଣଃ ପ୍ରାହ ନାହମିେବଂ ପ୍ରଭାଷିତୁମ୍ ୨
 ବିଷ୍ଣେଶୋ ଖୁରୁରସ୍ମାକମେବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତମତ୍ରବୀଂ ।
 ପ୍ରହସ୍ତଂ ପ୍ରୀତିତଂ ବାକ୍ୟଂ ରାବଣଂ ଦଶକନ୍ଧରମ୍ । ୩
 ଶ୍ରମୁ ରାବଣ ! ସତ୍ତ୍ବେନ ନୈବଂ ତ୍ବଂ ବକ୍ତୁମହମି ।
 ନାସୀତା ରାଜଧର୍ମାସ୍ତେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରଂ ତଥୈବ ଚ । ୪
 କୁରାଣାଂ ନ ହି ମୌଭ୍ରାତ୍ରଂ ଶ୍ରମୁ ମେ ବଦତଃ ପ୍ରଭୋ ।
 କଷାପୟା ସୁତା ଦେବା ରାକ୍ଷସାଂ ମହାବଳାଃ । ୫

ପରସ୍ପରମୟୁଧାନ୍ତ ତ୍ୟକ୍ତ୍ବା ମୌହଦମାୟୁଧୈଃ ।
 ନୈବେଦାନୀନ୍ତନଂ ରାଜନ୍ ! ଟୈବଂ ଦେୱୈବନୁର୍ଦ୍ଧିତମ୍ ॥ ୧
 ପ୍ରହସ୍ତସ୍ୟ ବଚଃ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦଶଗ୍ରୀବୋ ହୁରାଂଭନଃ ।
 ତଥେତି କ୍ରୋଧତାତ୍ରାକ୍ତସ୍ତ୍ରିକୃଟାଚଳମନ୍ତ୍ରଗାଂ । ୨
 ଦୂତଂ ପ୍ରହସ୍ତଂ ସଂପ୍ରେଷା ନିକ୍ଷାନ୍ତା ଧନଦେଶ୍ବରମ୍ ।
 ଲଙ୍କାମାକ୍ରମ୍ୟ ସଚିଟୈ ରାକ୍ଷସୈଃ ସୁଧମାସ୍ଥିତଃ । ୩
 ଧନଦଃ ପିତୃବାକ୍ୟେନ ତ୍ୟକ୍ତ୍ବା ଲଙ୍କାଂ ମହାଘଣାଂ ।
 ଗତ୍ବା କୈଳାସଶିଖରଂ ତପନ୍ନା ତୋଷୟାଚ୍ଛିନମ୍ । ୪
 ତେନ ସନ୍ଧ୍ୟାମୁଦ୍ରାପ୍ୟ ତେନୈବ ପରିପାଳିତଃ ।
 ଅଳକାଂ ନଗରୀଂ ତତ୍ର ନିର୍ମାମେ ବିଶ୍ବକର୍ମଣା । ୫
 ଦିକ୍ପାଳତ୍ବଂ ଚକାରାତ୍ର ଶିବେନ ପରିପାଳିତଃ ।
 ରାବଣୋ ରାକ୍ଷସୈଃ ସାଧର୍ମ୍ୟଭିଷିକ୍ତଃ ସହାବୁଜୈଃ ॥ ୬

ମୌଭ୍ରାଗ୍ୟ ବଶତଃ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୈଷାହି, ଅତଏବ ଏକ୍ଷଣେ ଆମାର
 ଚିରାଭିଳାଷିତ ମନୋରଥ ସଫଳ ହୈଲ ; ହେ ମହାବାହୋ ! ସେ
 ତରେ ଆମରା ଲଙ୍କା ପରିତ୍ୟାଗ କରିয়া ପାତାଳ ମଧ୍ୟେ ପଳାୟନ
 କରିଯାଇଲାମ ଏକ୍ଷଣେ ସେହି ବିଷ୍ଣୁର ଡର ଅପନୋଦିତ ହୈଲ ।
 ପୂର୍ବେ ଆମରାଟି ଏହି ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ବାସ କରିତାମ କିନ୍ତୁ, ତୋମାର
 ଭ୍ରାତା କୁବେର ତୋମାକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେଓ ତୁମି ମୈନ୍ୟ
 ସମସ୍ତ ମାହାସୋ ଲଙ୍କା ପୁରୀ ଅବଲୀଳାକ୍ରମେ ସାଧୀନ କରିତେ
 ସମର୍ଥ ହୈଷାହି । ଏହିରୂପ କହିଲେ ଦଶାନନ ଅୁମାଳୀକେ କହିଲ—
 ଦେଖନ ଆପନାର ଗୁପ୍ତେ ଶ୍ରୈରୂପ କଥା ଓପଯୁକ୍ତ ନହେ । କାରଣ
 ଧନପତି ଆମାଦିଗେର, ଖୁବ୍ ରାବଣ ସେନାପତି ପ୍ରହସ୍ତ ତାହାର
 ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିয়া ଅତି ବନୀତ ବଚନେ କହିଲ—ହେ ରାବଣ !
 ଆପନି ଏହିରୂପ କହିତେଛେନ, କିନ୍ତୁ ଓହା ଆପନାର ପକ୍ଷେ
 ଅନୁପଯୁକ୍ତ । ଅତଏବ ଆପନି ସେମନ ରାଜଧର୍ମ ଏଂ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର
 ଅଧ୍ୟୟନ କରେନ ନାହି ସମ୍ବିତ ଚିତ୍ତେ ଆମାର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ
 କରନ । ୧ । ୨ । ୩ । ୪ । ୫ । ୬ ।

ହେ ପ୍ରଭୋ ! ଆମି ସମସ୍ତହି ବଂଶିତେହି ଶ୍ରବଣ କରନ—
 ଅୁରାଦିଗେର ମଧ୍ୟେ କିଛିହି ସନ୍ଧ୍ୟା ନାହି, ଦେଖନ, କଷାପେର ପୁତ୍ର

ଦେବତା ଓ ମହାବଳ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ରାକ୍ଷସାଦିଗେର ମଧ୍ୟେ ତିଳାର୍ଜିମାତ୍ରଓ
 ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲ ନା । ତାହାରା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧେ ଚିରକାଳହି ଅତିବାହିତ
 କରିତେଛେ । ହେ ରାଜନ୍ ! ଏହି ବିବାଦଟି ହୁତନ ବାଲିଆ ମନୋ-
 ମଧ୍ୟେ ଘୁମା ଦିବେନ ନା—କାରଣ ଅତି ପ୍ରାଚୀନକାଳ ହୈତେ ଏହି
 ଦେବ ଚାଲିଆ ଆସିତେଛେ । ହୁତମତି ଦଶାନନ ପ୍ରହସ୍ତେର ବାକ୍ୟ
 ଶ୍ରବଣ କରିଆ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିମୟନେ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତେ ପ୍ରାନ୍ତାନ କରିଲ,
 ସଚିବ ବର ରକ୍ଷଂଗଣ ପ୍ରହସ୍ତକେ ଦୂତରୂପେ ଶ୍ରେରଣ କରିଆ ଧନଦେଶ୍ବର
 କୁବେରକେ ବହିଷ୍କୃତ କରିଆ ଲଙ୍କା ଆକ୍ରମଣ କରିଲ ଏଂ ପରମ ଅୁପ୍ତେ
 ଅବହାନ କରିଲ । ମହାଘଣା କୁବେର ପିତାର ଆଦେଶ କ୍ରେମେ ଲଙ୍କା-
 ଶୀପ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ କୈଳାଶ ପର୍ବତେର ଶିଖର ଦେଶେ ଗମନ
 କରିଆ ତପନ୍ନା ଦ୍ବାରା ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବକେ ପରିତୁଷ୍ଟ କରି-
 ଶେନ, ଅନନ୍ତର ତଂକର୍ତ୍ତୃକ ସନ୍ଧ୍ୟାତା ନିଗଡେ ଆବଦ୍ଧ ଏଂ ପରି-
 ପାଳିତ ହୈଆ ତଥାର ବିଶ୍ବକର୍ମା ଦ୍ବାରା ଅଳକାନଗରୀ ନିର୍ମାଣ
 କରାହିଲେନ ; ଏଥାନେ ଦଶାନନଓ ମହାଦେବେର ଦ୍ବାରା ପରିପାଳିତ
 ହୈଆ କର୍ମିତ ଭ୍ରାତା ଓ ଅପରାପର ରାକ୍ଷସଗଣେର ସହିତ ଲଙ୍କା-
 ରାଜ୍ୟେ ଅତିଷିକ୍ତ ହୈଆ ସ୍ବୀୟ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷାର ନିମିତ୍ତ ଦିକ୍ପାଳ-

রাজ্যং চকারাস্তুরাণাং ত্রিলোকীং বাধয়ন্ খলঃ ।

ভগিনীং কালখণ্ডায় দদৌ বিকটরূপিণীং । ৩৬ ।

বিদ্যাঞ্জিহ্বার নামাসৌ মহামায়ো নিশাচরঃ ।

ততো ময়ো বিশ্বকর্মা রাক্ষসানান্দিতঃ সূতঃ । ৩৭

সুতাং মন্দোদরীং নাম্না দদৌ লোকৈকহৃন্দরীম্ ।

রাবণায় পুনঃ শক্তিমেমোঘাং প্রীতমানসঃ । ৩৮ ॥

বৈরোচনস্য দৌহিত্রীং বৃজজ্বালেতি বিব্রুতাম্ ।

স্বয়ং দত্তামুদবহৎ কুন্তকর্ণায় রাবণঃ । ৩৯ ॥

গন্ধর্বারাজস্য সুতাং শৈলুষস্য মহাস্থনঃ ।

বিভীষণস্য ভার্য্যার্থে ধর্ম্মজ্ঞাং সমুদাবহৎ । ৪০ ॥

সরমাং নাম সুভগাং সর্বলক্ষণসংবৃতাম্ ।

ততো মন্দোদরী পুত্রং মেঘনাদমঙ্গীকরৎ । ৪১ ॥

জাতমাত্রস্ত যো নাদং মেঘবৎ প্রমুখোচ হ ।

দিগকে নিযুক্ত করিল, এৱ অস্তুর দিগকে বাধা করিয়া
স্বর্গ মর্ত্ত ও পাতাল রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল । ৩০ ।

৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ ।

অনন্তর কালখণ্ড বংশোৎপন্ন মহামায়িক নিশাচর বিদ্যা-
ঞ্জিহ্বার সহিত আপনার বিকট রূপিণী ভগিনী শূর্ণনখার
পরিণয় কার্য্য সমাধা করিল । পশ্চাৎ কশ্যাপপত্নীসুত ময়দানব
দশাননকে স্বীয় দুহিতা মন্দোদরী প্রদান করিলেন । এই সময়ে
বিশ্বকর্মা প্রীতি-প্রফুল্ল হইয়া স্বহস্ত নিশ্চিত অমোঘা শক্তি
রাবণকে প্রাদান করিলেন । ৩৭ । ৩৮ ।

রাবণ স্বয়ং বৃজজ্বালা নাম্নী লোক বিখ্যাত বিরোচন পুত্রের
দৌহিত্রীর সহিত কুন্তকর্ণের উল্লাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন ;
মহামতি গন্ধর্বাধিপতি গৈলুষের পরমধন্য পরায়ণা সৌভা-
গ্যবতী সর্ব সুলক্ষণসম্পন্ন সরমা নাম্নী কন্যার সহিত বিভি-
ষণের পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত লইল । অনন্তর রাবণ মহিষী
মন্দোদরী একটী সন্তান প্রসব করিলেন, ঐ পুত্র ভূমিষ্ট
হইবা মাত্র মেঘনির্ঘোষের ন্যায় গভীর শব্দ করিয়াছিল

ততঃ সর্বৈ ক্রবশ্চৈঘনাদোহয়মিতি চাসক্লৎ ॥ ৪২ ॥

কুন্তকর্ণস্ততঃ প্রাহ নিদ্রা মাং বাধতে প্রভো ! ।

ততশ্চ কারয়ামাস ওহাং দীর্ঘাং সুবিস্তুরাম্ ॥ ৪৩

তত্র সুশাপ মুঢ়াস্মা কুন্তকর্ণো বিঘূর্ণিতঃ ।

নিদ্রিতে কুন্তকর্ণে তু রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণান্ ঋষিমুখ্যাংশ্চ দেবদানবকিন্নরান্ ।

দেবপ্রিয়ো মনুষ্যাংশ্চ নিজ্জশ্বে স মহোরগান্ ॥ ৪৫ ॥

ধনদোহপি ততঃ শ্রুত্বা রাবণস্যাক্রমং প্রভুঃ ।

অধর্ম্মং মা কুরুষেতি দূতবাকৈর্ন্যাবারয়ৎ ॥ ৪৬ ॥

ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবো জগাম ধনদালয়ম্ ।

বিনির্জিত্য ধনাধ্যক্ষং জহারোত্তমপুষ্পকম্ ॥ ৪৭ ॥

ততো যমস্ত বরুণং নির্জিত্য সমরেহসূরঃ ।

স্বর্গলোকমগাতুর্গং দেবরাজজিঘাংসয়া ॥ ৪৮ ॥

বলিয়া সকলেই তাহার নাম মেঘনাদ রাখিল । ৩৯ । ৪০ ।
৪১ । ৪২ ।

অনন্তর কুন্তকর্ণ দশাননকে কহিল, হে প্রভো ! 'নিদ্রা
আসিয়া আমাকে যাবপূর নাই কষ্টপ্রদান করিতেছে । এই বলিয়া
মুঢ়াস্মা এক অতি সুপ্রশস্ত ওহা মিস্রাণ করাইয়া তন্মধ্যে বিঘূ-
র্ণিত হইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল । কুন্তকর্ণ নিদ্রিত হইলে সর্ব
লোকভয়প্রদ দুর্ভিত, দশানন ব্রাহ্মণ ঋষি পুঞ্জব, দেবতা, দানব,
কিন্নর, দেবগ্রী, মনুষ্য ও মহোরগ সমস্তকেই বিনাশ করিতে আরম্ভ
করিল । ধনপতি কুবের রাবণের এইরূপ অহিতাচরণ জ্ঞাবণ
করিল । তাহাকে অধম্মাচরণ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়া পাঠা-
ইলেন । কিন্তু দুর্ভিক্ষ দশানন কুবেরের এই হিতকর বাক্য
অাকর্ণনে ক্রোধানলে বিদগ্ধ হইয়া বক্ষপতির আলয়ে গমন
করিল, এবং তাহাকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া পুষ্পক রথ অপ-
হরণ করিল ; অনন্তর মহাবলবান অস্তুর যম ও বরুণের
সহিত সমরাসনে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে পরাভূত
করিল । ত্রিদিবাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রকে বিনাশ করিবার

ততোহ্ভবন্যহৃত্যঙ্কমিল্লেন সহ দৈবতৈঃ ।

ততো রাবণমভ্যোত্য ববন্ধ ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥

তচ্ছুত্বা সহস্রাগত্য মেঘনাদঃ প্রতাপবান্ ।

কৃত্বা ঘোরং মহত্যাঙ্কং জিত্বা ত্রিদশপুঙ্গবান্ ॥ ৫০ ॥

ইন্দ্রং গৃহীত্বা বন্ধাসৌ মেঘনাদৌ মহাবলঃ ।

মোচয়িত্বা তু পিতরং গৃহীত্বেন্দ্রং যযৌ পুৰম্ ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মা তু মোচয়ামাস দেবেন্দ্রং মেঘনাদতঃ ।

দত্ত্বা বরান বহুংস্তস্মৈ ব্রহ্মা স্বভবনং যযৌ ॥ ৫২ ॥

রাবণো বিজয়া লোক ন সর্সান্ জিত্বা ক্রমেণ তু ।

কৈলাসং তোলয়ামাস বাহুভিঃ পরিষোপমৈঃ ॥ ৫৩ ॥

তত্র নন্দীশ্বরেণৈবং শপ্তোহয়ং রাবণেশ্বরঃ ।

বানরৈর্মানুষৈশ্চৈব নাশং গচ্ছেতি কোপিনা ॥ ৫৪ ॥

শপ্তোহপ্যগণয়ন্ বাক্যং যযৌ হৈহয়পত্ননম্ ।

তেন বান্দো দশগ্রীবঃ পুলস্ত্যেন বিমোচিতঃ ॥ ৫৫ ॥

আশয়ে দর্গলোকে অতি গভীর গমন করিল ; সেখানে দেবরাজ ইন্দের সহিত তাহার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল, কিন্তু রাবণই বিজীত হইয়া তৎকষ্টক বন্দীভূত হইল : ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯।

মহাপরাক্রান্ত মেঘনাদ পিতার ছুবস্থা শ্রবণ করিয়া ত্রিদশনাথের সহিত যোরতর যুদ্ধ করতঃ তাঁহাকে পরাজিত ও দূঢ় রূপে আবদ্ধ করিয়া পিতাকে মুক্ত করিল, এবং ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া স্বপরে আগমন করিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা ইন্দের দুর্গতি দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া মেঘনাদের নিকট হইতে তাঁহাকে মোচন কথনান্তর স্বভবনে প্রস্থান করিলেন। ৫০। ৫১। ৫২।

মহাবলশালী রাবণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত লোক জয় করিয়া পরিঘ সমূহ কৈলাস গিরি স্বীয় বাহু দ্বারা উত্তোলন করিয়াছিল তদর্শনে নন্দীকেশ্বর কোপাশ্রিত হইয়া তাহাকে এই অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, বানর ও মনুষ্য দ্বারা তোমার বিনাশ হইবে।

ততোহপি বলমানাদ্য জিঘাংসুহরিপুঙ্গবম্ ।

ধৃতস্তেনৈব কক্ষণ বালিনা দশকক্ষরঃ ॥ ৫৬ ॥

ভ্রাময়িত্বা তু চতুরং সমুদ্রান্ রাবণং হরিঃ ।

বিসর্জয়ামাস ততস্তেন সখ্যং চকার সঃ ॥ ৫৭ ॥

রাবণঃ পরমপ্রীত এবং লোকান্মহাবলঃ ।

চকার স্ববশে রাম ! বুভুজে স্বয়মেব তান্ ॥ ৫৮ ॥

এবং প্রভাবো রাজেন্দ্র ! দশগ্রীবঃ সহেন্দ্রজিৎ ।

ত্বয়া বিনিহতঃ সজ্যো রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ৫৯ ॥

মেঘনাদশচ নিহতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।

কুন্তকর্ণশচ নিহতত্বয়া পর্বতসম্নিভঃ ॥ ৬০ ॥

ভবান্নারায়ণঃ সাক্ষাজ্জগতামাদিকৃদ্বিভুঃ ।

ত্বৎস্বকপমিদং সর্দং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৬১ ॥

দশানন অভিশপ্ত হইয়া শাপের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে

সহস্রার্জুন নগরে গমন করিল, সেখানে কাণ্ডবীষা দ্বারা বদ্ধ

হইল : মহর্ষি পুলস্ত্য রাবণের বন্ধনাবস্থা শ্রবণে সেখানে

ভ্রিত পদেগমন করিয়া তাহাকে বিমুক্ত করিলেন। মহাতেজ

রাবণ বল প্রাপ্ত হইয়া জিঘাংসা রূতি পরিত্যক্ত করিয়া

মানসে বানর শ্রেষ্ঠ বালির নিকটে গমন করিল, তথায় হরি

পুঙ্গব বালি দশগ্রীবকে কক্ষের ভিতর রাখিয়া অপরূপ করি

লেন। বালি তাহাকে চারিসমুদ্রের উপরে ভ্রমণ করাইয়া

অবশেষে সমুদ্রে বিসর্জন করিলেন, পরে রাবণ সমুচিত

প্রতিকূল প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিল।

৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১।

হে রামচন্দ্র ! মহাবল

শালী পৌলস্ত্যের সমুদয় লোক স্ববশে আনয়ন করিয়া

পরম প্রীত মনে রাজ্য সম্ভোগ করিতে লাগিল : হে

রাজেন্দ্র ! ইন্দ্রজিৎ ও দশাননের এইরূপ প্রভাব ছিল বটে,

কিন্তু আপনি ধোয় যুদ্ধে সর্বলোক বিজয়ী রাবণকেও বিনাশ

করিয়াছেন। মহামতি লক্ষ্মণদেব মেঘনাদকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিয়া

ছেন এবং আপনি মহামেরু সমূহ কুন্তকর্ণকে বিনাশ করিয়া

ছেন। হে বিভো ! আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, আপনি জগতের

তুলাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 অগ্নিস্তে মুখতো জাতো বাচা সম রঘুত্তম ! ৬২ ॥
 বাহুভ্যাং লোকপালৌঘাশ্চক্ষুর্ভ্যাং চন্দ্রাশ্চরৌ ।
 দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব কণাভ্যাং তে সমুখিতাঃ ৬৩
 ব্রাণাং প্রাণঃ সমুৎপন্নশ্চাশ্বিনৌ দেবসত্তমৌ ।
 জজ্ঞা জানুর্জঘনাত্তুবলৌকাদয়োহভবন্ ৬৪ ।
 কুক্ষিদেশাং সমুৎপন্নশ্চত্বারঃ সাগরা হরে ! ।
 স্তন্যভ্যাং মিশ্রবক্ণে বালখিলাশ্চ রেতসঃ ৬৫ ।
 মেঢ়াদ্যমো গুদান্মৃত্যুর্মন্যো রুদ্রস্ত্রিলোচনঃ ।
 অস্তিত্যাং পর্বতা জাতাঃ কেশেভ্যো মেঘসংহতিঃ ।
 ওষধ্যস্তব রোমভ্যো নখেভ্যশ্চ খরাদয়ঃ ।
 তুং বিশ্বকপঃ পুরুষো মায়াশক্তিসমম্বিতঃ ৬৭ ॥

নানাক্রপ ইবাভাসি গুণব্যতিকরে সতি ।
 ত্বামাশ্রিত্যেব বিবুধাঃ পিবন্ত্যভূতমধ্বরে । ৬৮ ।
 ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্বং বিশ্বং স্থাবরজঙ্গমম্ । ৬৯ ।
 ত্বামাশ্রিত্যেব জীবন্তি সর্বের স্থাবরজঙ্গমাঃ । ৭০ ।
 ত্বদুত্তমখিলং বস্তু ব্যবহারেহপি রাখব ! ।
 ক্ষীরমধ্যগতং সর্পবধা ব্যাপ্যখিলং পয়ঃ । ৭১ ।
 ত্বদ্ভাসা ভাসতেহর্কাদি ন ত্বং তেনাবভাসমে ।
 সর্বগং নিত্যমেকং ত্বাং জ্ঞানচক্ষুর্বিরলোকয়েৎ ।
 নাজ্ঞানচক্ষুস্ত্বাং পশ্যেদক্ষদৃক্ ভাস্করং যথা ।
 যোগিনস্ত্বাং বিচিন্তন্তি স্বদেহে পরমেশ্বরম্ । ৭২
 অতন্নিরসনমুখৈর্বেদশীর্ষৈরহর্নিশম্ ।
 ত্বৎপাদভক্তিলেশেন গৃহীতা যদি যোগিনঃ । ৭৩ ।

সৃষ্টিকর্তা : এই স্থাবর জঙ্গমাঙ্ক জগৎ সমস্ত আপনারই স্বরূপ, হে রঘুত্তম! আপনার নাভিপদ হইতে লোক পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, অগ্নি আপনার মুখ হইতে বাক্যের সহিত জগৎ প্রবাহ করিয়াছেন, আপনার বাহুদ্বয় হইতে লোকপাল, নয়নদ্বয় হইতে নিশাকর ও সূর্য্য এবং শ্রবণ যুগল হইতে দিক্ ও বিদিক্ সমুৎপন্ন হইয়াছে; হে শ্রীহরে! আপনার আশ্রণ হইতে প্রাণবায়ু ও দেবশ্রেষ্ঠ অশ্বিনী কুমারদ্বয়, জজ্ঞা জানু, উক ও জঘনদেশ হইতে ভুবলোক সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে এবং আপনারই কুক্ষিদেশ বহির্গত হইয়া চারিটী মণ্ডপাগর অখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। আপনার স্তনদ্বয় হইতে ইন্দ্র ও বকণ প্রভৃতি দেবতা সকল, রেত হইতে বালখিলা নুনি, মেঢ় হইতে যম, গুহদেশ হইতে মৃত্যু অর্থাৎ ত্রিলোচন রুদ্র আপনার অস্তি হইতে মেঘ এবং কেশ হইতে মেঘ সংহতি সমুৎপন্ন হইয়াছে; হে রমানাথ! ওষধ সমুদায় আপনার রোম হইতে এবং খরাদি সমস্ত আপনার নখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আপনই বিশ্বরূপ পুরুষ—মায়া-

শক্তি সমন্বিত হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি নানাক্রপে প্রকাশমান আছেন। ৫৮ । ৫৯ । ৬০ । ৬১ । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ ।

হে জগৎপতে! দেবতা সকল আপনাকে আশ্রয় করিয়া যজ্ঞস্থানে অমৃত পান করিয়া থাকেন; এই স্থাবর জঙ্গমাঙ্ক বিশ্ব আপনার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়া আপনারই আশ্রয়ভূতা হইয়াছে এবং অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে; হে রাখব! যখন ক্ষীরমধ্যগত হইয়া সমুদায় পয়ঃ পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনিও অখিল জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। অর্কাদি সমস্ত আপনার বিষয় প্রকাশ করিতেছে, তজ্জন্য আপনি স্বয়ং স্বীয় বিষয়ের কিছুই প্রকাশ করেন না; হে ব্যক্তি জ্ঞান চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই কেবল আপনাকে নিত্য ও সর্বত্র অবলোকন করিয়া থাকেন। ৬৯ । ৭০ । ৭১ । তামসাক্ষর স্থানে দিবাকর যেমন পরিলক্ষিত হয় না তজ্জন্য অজ্ঞান চক্ষু ব্যক্তির আপনার সন্দর্শন করিতে পারে না, কেবল তপস্যানিরত তপোলক যোগিগণ স্ব স্ব শরীরাত্তরে

বিচিন্ত্যন্তো হি পশান্তি চিন্মাত্রং ত্বাং ন চানাথা ।

ময়া প্রলপিতং কিঞ্চিৎ সৰ্ব্বজস্য তবাগ্রতঃ ।

ক্ষন্তুমহঁসি দেবেশ ! তবানুগ্রহভাগহম্ । ৭৪ ।

দিগ্দেশকালপরিহীনমনন্যমেকং

চিন্মাত্রমক্ষরমজং চলনাদিহীনম্ ।

সৰ্ব্বজমীশ্বরমনন্তগুণবাদন্ত-

মায়ং ভজে রঘুপতিং তজ্জতামভিন্নম্ । ৭৫ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

আপনার পরমেশ্বররূপ অবলোকন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ আপনি সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বত্র চৈতন্য স্বরূপে বিদ্যমান আছেন ; নিজীবন বদন উপনিষদে আপনার পুরুষ বা প্রকৃতি রূপের বিষয় কিছুই নাই, তবে আপনার চরণকমলে ভক্তি থাকায় যোগিরা আপনার দ্বারা অনুগ্রহীত হইয়া থাকেন, হে দেবেশ ! বিচার করিয়া দেখিতে হইলে উপনিষদেই আপনাকে চিন্ময় বলিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় । তন্নিম্ন অপর কোন স্থানেও আপনার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সমস্তই বিদিত আছেন, অতএব

আমি আপনার নিকটে গাছা কিছু কহিলাম, তদ্বিশয়ে তিতীক্ষা প্রদর্শন করিবেন, কারণ আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্র । হে রঘুবর ! আপনি দিগ্দেশ ও কাল পরিহীন, আপনি ইহ জগতের এক মাত্র আরাধ্য, আপনি চিন্ময় চিন্মাত্র আপনি অক্ষতুন আপনি চলনাদি বিহীন, আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ, আপনি ঈশ্বর, আপনি নিরন্তর আপনি ভক্তদিগের অভিন্ন অতএব আপনাকে ভজনা করি । ৭২ । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ

শ্রীরাম উবাচ ।

বানিসুগ্রীবয়োজ্ঞান্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।

রবীন্দ্রো বানরাকারো জজ্ঞাত ইতি নঃ শ্রুতেঃ । ১

শ্রীরাম কহিলেন—হে মহর্ষে ! আপনার নিকট বালি ও সুগ্রীব প্রভৃতির জন্ম রূপান্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, এবং রবীন্দ্র প্রভৃতি দেবতা সকল বানরাকার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এইরূপ আমাদের পুরাণান্তর্গত বিবৃতি সমূহ বর্ণন

অগস্ত্য উবাচ ।

মেরোঃ স্বর্ণময়যস্যাজেৰ্ম্মধ্যশৃঙ্গে মণিপ্রভে ।

তস্মিন্ সভাস্তে বিস্তীর্ণা ব্রহ্মণঃ শতযোজনানি । ২ ।

ককন, প্রবণ করিব । অগস্ত্য কহিলেন, মহাপর্কতের অন্তর্গত সুবর্ণময় শৃঙ্গ ছিল । তথায় লোকপিতামহ ব্রহ্মার শত যোজন বিস্তৃত আশ্রম ছিল ; এক দিবস চতুর্দশ ব্রহ্মা যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে তাঁহার নেত্র হইতে বহু পরিমাণে

তস্যাত্ চতুর্মুখঃ স ক্ষাৎকদাঃ দ্যোগমা হি তঃ ।
 নেত্রাভ্যাং পতিতং দিব্যমানন্দসলিলং বহু । ৩ ।
 তদগৃহীত্বা করে ব্রহ্মা ধ্যায়া কিঞ্চিৎকৃত্যজ্ঞং ।
 ভূমৌ পতিতমাত্রেণ তস্মাক্ষাতো মহাকপিঃ । ৪ ।
 তমাহ ক্রহিণো বৎস ! কিঞ্চিৎকালং বসাত্ত্ব মে ।
 সনীপে সৰ্ব্বশোভাত্যে ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥
 ইত্যুক্তো ন্যবসত্ত্ব ব্রহ্মণা বানরোত্তমঃ ।
 এবং বহুতিথে কালে গৃতে ঋক্ষাধিপঃ সুধীঃ । ৬ ।
 কদাচিৎপৰ্য্যটয়িত্বৌ কলমূলার্থমুদ্যতঃ ।
 অপশ্যাদিব্যাসলিলাং বাপৌঃ মণিশিলাস্থিতাম্ । ৭
 পানীয়ং পাতুমাগচ্ছত্ব ছায়াময়ং কপিম্ ।
 দৃষ্ট্বা প্রতিকপিং মন্থা নিপপাত জলান্তরে । ৮ ।
 তত্রা দৃষ্ট্বা হরিং শীঘ্রং পুনরুৎপ্লুত্য বানরঃ ।
 অপশ্যৎ সুন্দরীং রামামাত্ৰ্যানং বিস্ময়ং গতঃ । ৯

দিব্যানন্দাশ্রম নিপতিত হইল, তিনি তাহা করতলে ধারণ
 করিয়া ধ্যান করতঃ কিঞ্চিৎ পরিভাগ করিলেন, এই জল ভূমি-
 তলে পতিত হইবা মাত্র তাহা হইতে এক মহাকপি সমুৎপন্ন
 হইল। অনন্তর ব্রহ্মা সেই মহাকপিকে কহিলেন, বৎস !
 তুমি আমার নিকট কিঞ্চিৎ কাল অবস্থান কর, তুমি
 সৰ্ব্ব শোভাস্বিত ও সৌভাগ্যশালী হইবে। ব্রহ্মা এই রূপ
 কহিলে, বানরোত্তম সেখানে অবস্থান করিল, এবং বহু
 কাল বিগত হইলে এক দিবস ঋক্ষপতি ফল মূলাদি ভক্ষণে
 সমুদ্যত হইয়া পৰ্ব্বতোপরি পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। পথি-
 মধ্যে মণিময় সোপান সম্বন্ধিত সুবিল জলাশয় সন্দর্শন
 করিয়া জলপানান্তিলাবে তৎসনীপে উপনীত হইলে
 কল মধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব নিপতিত হওয়ার মনে মনে
 প্রাবিল যে, জলমধ্যে অপর বানর অবস্থিতি করিতেছে, এই
 কণ কৃতনিশ্চয় হইয়া সে এই জল মধ্যে ঝপ্প প্রদান করিল,
 কিন্তু দ্বিতীয় বানরকে দেখিতে না পাইয়া এই মহাকপি পুনর্বার

ততঃ সুরেশো দেবেশং পূজয়িত্বা চতুর্মুখম্ ।
 গচ্ছন্মধ্যাহ্নসময়ে দৃষ্ট্বা নারীং মনোরমাম্ । ১০ ।
 কন্দৰ্পশরবিছাৎকৃত্যাক্তবান্ বীৰ্য্যমুত্তমম্ ।
 তামপ্রাপ্যৈব তদ্বীজং বালদেশে পতন্তুবি । ১১ ॥
 বালী সমতবস্ত্র শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ।
 তস্মৈ দত্ত্বা সুরেশানঃ স্বর্ণমালাং দিবং গতঃ ১২ ॥
 ভানুরপ্যাগতস্তস্ত তদানীমেব ভামিনীম্ ।
 দৃষ্ট্বা কামবশো ভূত্বা গ্রীবাদেশে সৃজন্মহৎ ॥ ১৩
 বীজং তলাস্ততঃ সদ্যো মহাকাশোহভবচ্ছরিঃ ।
 তস্য দত্ত্বা হনুমন্তং সহায়ার্থং গতো রবিঃ ॥ ১৪ ॥
 পুঞ্জদ্বয়ং সমাদায় গত্বা না নিদ্রিতা ক্ৰটিৎ ।
 প্রভাতেইপশ্যদাঙ্গানং পূর্ববদ্বানরাকৃতিম্ ॥ ১৫ ॥

উল্লঙ্ঘন পূর্বক দেখিল যে, একটি অপূর্ব রূপবতী কামিনী
 তাহার সমুখবর্তিনী হইয়াছে। তদর্শনে সে বিস্ময়াপন্ন হইল।
 ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।

অনন্তর সুরপতি ইন্দ্র চতুরানন ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া
 মধ্যাহ্ন কালে সহরাভিমুখে গমন করিতে করিতে এই মনোরমা
 রমণীকে দর্শন করণানন্তর কন্দৰ্পশরে একান্ত জর্জরিত
 কণেবর হইয়া তাহার সহিত মিলনের অভাব হইলেও বীৰ্য্য
 পরিভাগ করিলেন, এই বীৰ্য্য বালদেশে নিপতিত হইল, এবং
 তাহা হইতে ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী বালী সমুৎপন্ন
 হইল। সুরেশ্বর তাহাকে একটি স্বর্ণমালা প্রদান করিলেন।
 ১০।১১।১২। অনন্তর সূর্য্য সেই অনির্বচনীয় রূপলাবণ্যবতী
 ভামিনীকে নগ্নন গোচর করিয়া মদন সান্নকে নিতান্ত ব্যথিত
 হইয়া গ্রীবাদেশে বহু পরিমাণে বীৰ্য্য স্রষ্টি করতঃ পরিভাগ
 করিলেন; এই বীৰ্য্য ছায়া রূপবতী কামিনীর একটি মহাকায়
 বানর সদ্য সন্তুত হইল; রবি বালীকে তাহার সহায় স্বরূপ
 এই সদ্য জাত হনুমানটী প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।
 একদা এই কামিনী পুত্র দ্বয় লইয়া নিজা যাইতেছিল,

ফলমূল দিতিঃ সার্ব্বং পুন্নাভাঃ সহিতঃ কপিঃ ।
 নত্বা চতুর্মুখস্যাত্রে ঋক্ষরাজঃ স্থিতঃ সুধীঃ ॥ ১৬ ॥
 ততোহত্রবীং সমাশ্বাসা বহুশঃ কপিকুঞ্জরম্ ।
 তত্রৈকং দেবতাদূতমাহুয়ামরমগ্নিতম্ ॥ ১৭ ॥
 গচ্ছ দূত ! মরাদিষ্টো গৃহীত্বা বানরোত্তমম্ ।
 কিঙ্কিঙ্ক্যাং দিব্যানগরীং নির্মিতাং বিশ্বকর্মাণা ॥ ১৮ ॥
 সর্মিসৌভাগ্যবলিতাং বৈবৈরপি ছুরাসদাম্ ।
 তস্যাং সিংহাসনে বীরং রাজানমভিষেচয় ॥ ১৯ ॥
 সপ্তদ্বীপগতা যে যে বানরাঃ সন্তি দুর্জয়াঃ ।
 সর্কে তে ঋক্ষরাজনা ভবিষ্যন্তি বশেহুগাঃ ॥ ২০ ॥
 যদা নারায়ণঃ সাক্ষাদ্রামো ভূত্বা সনাতনঃ ।
 ভূভারানুরনাশায় সন্তবিষ্যতি ভুতলে ॥ ২১ ॥

তদা সর্কে মহাবীরে তস্যা গচ্ছন্তু বানরাঃ ।
 ইত্যাক্তো ব্রহ্মণা দূতো দেবানাং স মহামতিঃ
 যথাক্ষপ্তস্তথা চক্রে ব্রহ্মণা তং হরীশ্বরম্ ।
 দেবদূতস্ততো গত্বা ব্রহ্মণে তস্ম্যবেদয়ৎ ॥ ২০ ॥
 তদাদি বানরাণাং সা কিঙ্কিঙ্ক্যাভূম্পাশ্রয়ঃ ।
 সর্কেশ্বরস্তু মন্যসীরিদানীং ব্রহ্মণাহথিতঃ ॥ ২১ ॥
 ভূমেভারো হতঃ কুৎসস্তুরা লীগানুদেহিনা
 সর্কভূতান্তরস্থস্য নিত্যমুক্শিচিদায়নঃ ॥ ২২ ॥
 অথগুণানন্দরূপস্য ক্রিয়ানেষ পরাক্রমঃ ।
 তথাপি বর্ণ্যতে সন্তিনীলামানুষকপিণঃ ॥ ২৩ ॥

রজনী প্রভাত হইলে দেখিল যে, আপনার সম্মান দয় পূর্ব্বের
 ন্যায় বানরাকার প্রাপ্ত হইয়াছে; অনন্তর ঋক্ষরাজ ফল
 মৃগাদি আহরণ পূর্ব্বক পুত্রদিগকে সমভিবাচারে করিয়া
 লোকপিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মার সন্নিধানে উপনীত হইয়া
 তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক অবস্থিতি করিল; পরে তিনি
 কপিকুঞ্জরকে বিবিধ প্রকারে সমাশ্বাস প্রদান করিয়া অমর-
 গণ সন্নিধানে এক দেবতা তত্বে আস্থান করিয়া কহিলেন—
 হে দূত! তুমি আমাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বানর শ্রেষ্ঠ
 দিগকে গ্রহণ করিয়া বিশ্বকর্মা বিনির্ম্মিত কিঙ্কিঙ্ক্যা নাম্নী দিবা
 নগরীতে গমন কর ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

সেই নগরী দেবতা দিগের দ্বারা পরম সৌভাগ্য সংযুক্ত
 হইয়াছে, অতএব তাহার সিংহাসনে মহাবীর বালীকে অধি-
 বেশন করাইয়া তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত কর, আর সপ্তদ্বীপ মধ্যে
 যে সমস্ত দুর্জয় বানর আছে, তাহারা সকলেই এই ঋক্ষরাজের
 বশবর্ত্তী হইবে; যখন সাক্ষাৎ সনাতন নারায়ণ পৃথিবীর
 ভার অপনোদনের নিমিত্ত অর্থাৎ অন্তরদিগকে বিনাশ
 করিবার জন্য রানরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন, তখন

এই বানর সমস্ত তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত গমন
 করিবে। অনন্তর দূত ব্রহ্মার নির্দেশবর্ত্তী হইয়া হরীশ্বাকে
 রাজ্যপদে অধিষ্ঠিত করিয়া পুনর্বার তৎসন্নিধানে গমন করিয়া
 সমুদায় ব্রহ্মান্ত তাহার নিকট নিবেদন করিল ॥ ২০ ॥ ২১ ॥
 ২২ ॥ ২৩ ॥

হে হৃণ! কিঙ্কিঙ্ক্যানগরী পূর্ব্বক বানর দিগের আশ্রয়
 ছিল, অধুনা ব্রহ্মাচার্য্য প্রার্থিত হইয়া তুমি সমস্ত বানরের
 রাজা হইলে। হে দেবেশ! আপনি দীর লীলা অবতারণ
 করিবার নানসে মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন। আপনার
 দেহে এতদূর পরাক্রম যে, আপনি ভূভার হরণ করিয়াছেন।
 যে লোক আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়া কেবল মাত্র আপ-
 নাকেই জ্ঞাত আছে তাহারই মুক্তিসাধ হইয়া থাকে।
 আপনার রূপ অথও আনন্দময় হইলেও সাধারণের পাপ
 বিনাশ ও স্বকীয় বশ এবং লোক সমুদায়ের সুখের জন্য
 দৈদৃশ পরাক্রম নিত্যন্ত আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু সমস্ত লোক
 এইটী আশ্চর্য্যভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে, ব্যক্তি
 বালী ও সুগ্রীবের মহতী কীর্ত্তি শোষণা করে তাহার জন্ম

বশন্তে সর্বলোকানাং পাপহত্যৈ স্তুখায় চ ।
ব ইদং কীৰ্ত্তয়েম্মর্তো বালিসুগ্রীবয়োর্মহৎ । ২৭
জন্ম ত্বদাশ্রয়ত্বং স মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ।
অথান্যং সম্প্রবক্ষ্যামি কথ্যং রাম ! ত্বদাশ্রয়ান্ । ২৮
সীতা হতা যদর্থং সা রাবণেন চুরাশ্রয়ান্ ।
পুরা কৃতযুগে রাম ! প্রজাপতিসুতং বিভূম্ । ২৯
সনৎকুমারমেকাশ্বে সমাসীনং দশাননঃ ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা হৃতিদ্যাদ্যদনব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥
কো হুস্মিন্ প্রবরো লোকে দেবানাং বলবত্তরঃ ?
দেবাস্ত যং সমাশ্রিত্য যুদ্ধে শত্রুং জয়ন্তি হি ? ।
কং রজন্তি দ্বিজা নিত্যং কং ধ্যায়ন্তি চ যোগিনঃ ?
এতাস্মৈ শংস তগবন ! প্রশ্নং প্রশ্নবিদাম্বর ! ॥ ৩১ ॥
জ্ঞাত্বা তস্য হৃদিস্ত্বং বহুদশেষেণ যোগদৃক্ ।
দশাননমুবাচেদং শৃণু বক্ষ্যামি পুঞ্জক ! ॥ ৩২ ॥

আপনারই আশ্রয়ভূত হয় ও সে সর্ব পাপ হইতে বিনিমুক্ত
হইয়া যায় । ২৪ । ২৫ । ২৬ । ২৭ ।

হে শ্রীরাম ! সম্প্রতি আবার বিষয়ক কথা অর্থাৎ চুরাশ্রয়
দশানন যে কারণে জনকাণ্ডজা সীতাকে হরণ করিয়া
ছিল, কহিতেছি, শ্রবণ করুন । হে রামচন্দ্র ! , এক দিন
কৃতযুগে দশগ্রীব লোক পিতামহ ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎ-
কুমারকে নির্জন প্রদেশে সমাসীন সন্দর্শন করিয়া বিনয়া-
বনত হইয়া অভিবাদন পূর্বক কহিল—হে ভগবন্ !
ইহ লোকে দেবতাদিগের মধ্যে কে অধিক বলবান্ আছে
যে, তাহার আশ্রয়ভূত হইয়া দেবতার। সমরঙ্গনে শত্রু জয়
করে ? ব্রাহ্মণেরা কাহাকে নিত্য ভজনা করে এবং কাহাকেই
বা যোগিয়া ধ্যান করিয়া থাকে ? হে প্রশ্নবিদাম্বর ভগবন্ !
আপনি আমার এই সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিল । রাবণের মনো-
মধ্যে ইচ্ছা মৃত্যু অবগত হইয়া যোগ বিশারদ সনৎকুমার
দশাননকে কহিলেন, হে পুঞ্জক ! আমার বাক্য শ্রবণ কর—

তর্তা যো জগতাং নিত্যং বশ্য জন্মাদিকং নহি
হুরাসুতৈরনুতো নিত্যং হরিনারায়ণোহিবায়ঃ ॥ ৩৩ ॥
বয়াতিপৎকজাজ্জাতো ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাপতিঃ ।
সৃষ্টং যেনৈব সকলং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৪ ॥
তং সমাশ্রিত্য বিবুধা জয়ন্তি সমরে দ্বিপূন ।
যোগিনো ধ্যানযোগেন তমেবাসুজপন্তি হি ॥ ৩৫ ॥
মহর্ষের্কচনং শ্রুত্বা প্রত্যাচ দশাননঃ ।
দৈত্যদানবরক্ষাংসি বিষ্ণুনা নিহিতানি চ ॥ ৩৬ ॥
কাং বা গতিং প্রপদান্তে প্রেত্য তে মুনিপুঙ্গব ।
তম্বাচ মুনিশ্রেষ্ঠো রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৩৭ ॥
দৈবতৈর্নিহতা নিত্যং গত্বা সর্গমনুত্তমম্ ।
ভোগক্ষয়ে পুনস্তস্মাদ্রুটো ভূমৌ ভবন্তি তে ॥ ৩৮ ॥

যিনি এই জগৎ প্রতিপালন করিতেছেন, বাঁহার জন্ম বা
মৃত্যু কিছুই নাই, দেব, বক্ষ, রক্ষপ্রভৃতি বাঁহার
অচ্যুত নারায়ণ বলিয়া সর্বদা নমস্কার করে, বাঁহার মানস
কমল হইতে বিশ্বসৃষ্ট কর্তা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন,
স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে
আশ্রয় করিয়া সমরে শত্রু জয় করিয়া থাকেন, যোগিরা
যোগাসনে উপবেশন করিয়া নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন ।
২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ ।

দশানন মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন
বিষ্ণু কর্তৃক দৈত্য দানব ও রাক্ষস সমস্ত নিহত হইয়াছে
কিস্ত হে মুনি পুঙ্গব ! তাহাদিগের কি গতি হইবে, অমৃত্যু
করিয়া প্রকাশ করুন ; মহর্ষি রক্ষাশ্রিত্য বাক্যাকগন
করিয়া কহিলেন, তাহারা দেবতাগণ কর্তৃক নিহত হইয়া
নিত্য পরমপবিত্র স্বর্গধামে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু
তাহাদিগের ভোগক্ষয় হইলে স্বর্গচ্যুত হইয়া পুনরায়
পৃথিবীতে নিপতিত হয় । হে রক্ষপতি ! পূর্বজন্মার্জিত পুণ্য
ও পাপ হেতু তাহারা স্বর্গ-লোকে ও ভূ-লোকে অবস্থিতি

পূর্বার্জিতৈঃ পুণ্যপাপৈস্ত্রিস্তে চোদ্ধবন্তি চ ।

অগ্নিরিচ্ছন্তথা মৃত্যুঃ পজ্জন্মো বসবন্তথা ।

বিষ্ণুণা যে হতান্তে তু প্রাপ্নুবন্তি হরের্গতিম্ । ৪০

ব্রহ্মা রুদ্রাদয়শ্চৈব যে চান্যে দেবদানবাঃ ॥ ৪১ ।

শ্রুত্বা মুনিমুখাং সর্বং রাবণো হৃষ্টমানসঃ ।

বিদ্যোতিতী জ্বলতোষ পাতি চাত্তীতি বিশ্বকুং ।

যোৎস্যেহং হরিণা সাক্ষিমিতিচিন্তাপরোহভবৎ । ৪১

ক্রীড়াং করোত্যব্যযাত্মা সোহরং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ।

মনঃস্থিতং পরিজ্ঞাত্বা রাবণস্য মহামুনিঃ ।

তেন সর্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।

উবাচ বৎস ! তেহভীক্টং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪২

নীলোৎপলদলশ্যামো বিদ্যুদ্বর্ণাঙ্ঘরারুতঃ । ৪২ ।

কক্ষিৎকালং প্রতীক্স্ব সুখী ভব দশানন ! ।

শুদ্ধজ্ঞানদগ্ধপ্রখ্যাং শ্রিয়ং বামাক্সসংস্থিতাম্ ।

এবমুক্ত্বা মহাবাহো ! মুনিঃ পুনরুবাচ তম্ । ৪৩ ।

সদানপায়িনীং দেবীং পশ্যন্নালিন্দ্র্য তিষ্ঠতি । ৫০

তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি হরুপস্যাপি মায়িনঃ ।

দ্রষ্টুং ন শকাতে কৈশ্চিদ্বেদানবপন্নগৈঃ ।

স্থাবরেষু চ সর্কেষু নদেষু চ নদীষু চ । ৪৪ ।

যস্য প্রসাদং কুরুতে স চৈনং দ্রষ্টুমর্হতি । ৫১ ।

ওঁকারশ্চৈব সত্যং চ সাবিত্রী পৃথিবী চ সঃ ।

ন চ যজ্ঞতপোভির্বা ন দানাধায়নাদিভিঃ ।

সমস্তজগদারঃ শেষরূপধরো হি সঃ । ৪৫ ।

শকাতে ভগবান্দ্রষ্টু মুপায়ৈরিতরৈরপি । ৫২ ।

সর্কে দেবাঃ সমুদ্রাশ্চ কালঃ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাঃ ।

সূর্য্যোদয়ো দিব্যারাত্রী যমশ্চৈব তথানিলঃ ॥ ৪৬ ।

করিয়া থাকে, আর বিষ্ণু ঐহাকে ধ্বংস করেন তিনি মুক্তি পদ লাভ করিয়া গোলোক ধামে থাকেন । ৩৭। ৩৮ । ৩৯। ৪০।

হৃষ্টমানস রাবণ মুনিমুখ হইতে সমুদায় অবগণ করিয়া ভগবন্মান্নবশ ও তমোক্ত প্রধানত্ব হেতু বিষ্ণুদেবী হইয়া আমিও তাহার সহিত যুক্ত করিব বলিয়া চিন্তা পরতন্ত্র হইল । মহামুনি দশগ্রীবের মনের বাসনা অবগত হইয়া কহিলেন— বৎস ! গোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে, ইহাতে তিলার্ক-মাত্রও সংশয় নাই, অতএব হে দশানন ! কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, সুখী হইবে । ৪১। ৪২ । এই বলিয়া মহামুনি সনৎ কুমার রাবণকে পুনর্বার বলিলেন, হে মহাবাহো ! আমি সেই মহামায়ী নিরাকার সনাতন বিষ্ণুর স্বরূপ তত্ত্ব কহিতেছি—তিনি স্বরূপ ও পরস্বরূপ, নদ ও নদী মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন । তিনি সর্বা বস্তুর ওঁকার, তিনি সমস্ত সত্য ও সাবিত্রী, তিনি পৃথিবীর সর্বস্থলে পরিব্যাপ্ত, তিনি সমুদায় জগতের আধার ও অনন্তদেব । সমস্ত দেবতা, সমুদ্র,

কাল, দিবাকর, নিশাকর, দিবস, রজনী, ধর্ম্মরাজ যম, অনিল, অনল, ইন্দ্র, মৃত্যু, পজ্জন্ম, বয়গণ, প্রজাপতি ব্রহ্মা ক্রতু, এবং অপরূপ দেব দানব সমূহের সহিত সেই মহাবিষ্ণু সনাতন ক্রীড়া করিয়া থাকেন অর্থাৎ উপরোক্ত সমুদায়ই তাঁহার ক্রীড়ার বস্তু সদৃশ ; তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ও চরাচর বিশ্ব সংসারে পরিব্যাপ্ত, নীলকমলের ন্যায় শ্যামল, বিদ্যুদ্বর্ণ সদৃশ পীতবসনে আবৃত । নিম্নলিখিত সুবর্ণ সন্নিভগ্রী তাঁহার বামকোড়ে সংস্থিতা আছেন, তিনি সেই অপার বিহীনা দেবীকে সমাবলোকন করিয়া (অর্থাৎ স্বীয় দর্শনে অস্তিত্বাপারাদিতে প্ররুত হইয়া) তাঁহাকে সমালিঙ্গন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন । ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। দেবতা হউক, দানব হউক আর গন্ধর্ব্ব হউক, তাঁহাকে দর্শন করিতে কেহই সমর্থ হয় না । তবে তিনি যাহার উপর অনুগ্রহ করিয়া থাকেন সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে দেখিতে সক্ষম হয়, নচেৎ যজ্ঞ কর, তপস্যা কর, দান কর, অধ্যয়ন কর, অথবা অপরূপ ইতর উপায় অবলম্বন কর, কিছুতেই ভগবানকে দর্শন করিতে সক্ষম হইবেনা; কিন্তু তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন

তদন্তৈস্তদন্ত রূপাণৈস্তচ্চিত্তৈধু তকল্যবৈঃ ।

শক্যতে তগবাম্বিকুর্বেদাত্মায়নদৃষ্টিঃ । ৫৩ ।

অথ বা দ্রষ্টুনিচ্ছা তে শৃণু যৎ পরমেশ্বরম্ ।

ত্রেতাযুগে স দেবেশো ভবিতা নৃপবিগ্রহঃ । ৫৪ ।

হিতার্থং দেবমর্জ্যানানামিকাকুণ্ডাং কুলে হরিঃ ।

রামো দাশরথিভূত্বা মহাসমুদ্রপরাক্রমঃ । ৫৫ ।

পিতুর্নিরোগাৎস জাজ্ঞা ভার্য্যা দণ্ডকে বনে ।

বিচরিস্যতি ধর্মাত্মা জগন্মাতা স্বমায়য়া । ৫৬ ।

এবং তে সর্বমাখ্যাতং ময়া রাবণ ! বিস্তরাৎ ।

ভঙ্গস্ব ভক্তিতাবেন তদা রামং শ্রিয়া যুতম্ । ৫৭ ।

কর, তাঁহার প্রিয়কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ কর, তাঁহার চিত্তের সহিত
তোমার চিত্ত ন্যস্ত কর, বিগত পাপ হও, তবে বেদান্তের
বিমল দৃষ্টি দ্বারা ভগবান নারায়ণের দর্শন পাইবে । ৫১ ।
৫২ । ৫৩ ।

হে লঙ্কাধিপতি দশানন! তোমার ভগবান দর্শনের
বিষয় আরও কহিতেছি, শ্রবণ কর । সেই ভগবান নারায়ণ
দেব ও মর্ত্য লোকের মঙ্গল জন্য ত্রেতাযুগে ইক্ষ্বাকু বংশা-
বংশ রাজা দশরথের ঔরসে মহাবলপরাক্রান্ত রামচন্দ্র জন্ম
গ্রহণ করিয়া রাজকলেবর ধারণ করিবেন । তিনি পিতার
নিদেশানুযায়ী হইয়া অমূল্য লঙ্কায় ও ভার্য্যা জানকীর সহিত
দণ্ডকারণ্যে গমন করিবেন, এবং স্বকীর মারা বিস্তার
করিয়া জগজ্জননী জানকীর সহিত বনবধো পরিভ্রমণ করিয়া
বেড়াইবেন । হে রাবণ ! আমি তোমার নিকট সবিস্তার
সমুদায় কহিলাম, এক্ষণে অটল ভক্তির সহিত শ্রীমান্ রাম-
চন্দ্রকে ভজনা কর । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ ।

২৫

এবং শ্রুত্বা সুরাম্যকো ধাত্বা কিঞ্চিদিচার্য্য চ ।

তুয়া সহ বিরোধেপুত্ৰমু মুক্তে রাবণো মহান । ৫৮

যুদ্ধার্থী সর্বতো লোকান্ পর্যাটন সমবস্থিতঃ ।

এতদর্থং মহারাজ ! রাবণোহতীব বুদ্ধিমান্ ।

হতবান্ জানকীং দেবীং তুয়াঙ্গবধকাক্ষকরা ॥ ৫৯ ॥

ইমাং কথাং যঃ শৃণুয়াৎপঠেদ্বা

সংশ্রাবয়েদ্বা শ্রবণার্থিনাং সদা ।

আম্বুষ্যামারোগ্যমনস্তসৌখ্যং

প্রাপ্নোতি লাভং ধনমক্ষয়ং চ । ৬০ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাতুরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে

উত্তরকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সুরাধ্যক্ষ এবম্বিধ জবণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল মনে মনে
চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন রাবণ ভ্রমোণ্ড প্রধানত্ব প্রযুক্ত
আপনার সহিত বিরোধ করিবার জন্য যুদ্ধার্থী হইয়া সমস্ত
লোক পর্যাটন করিয়াছিল—হেমহারাঙ্গ! অবিদ্ধ রাবণ আপ-
নার হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিবে বলিয়াই জনকভনয়া, সীতা
দেবীকে হরণ করিয়াছিল । যে ব্যক্তি রামচন্দ্রের এই সমস্ত
কথা শ্রবণ করে, পাঠ করে, শ্রবণেচ্ছুক দিগকে সর্বদাই জবণ
করায়, সে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয়, অনন্ত যিত্ততা এবং
অক্ষয় ধন লাভ করে । ৫৮ । ৫৯ । ৬০ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাতুরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে

উত্তরকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোধ্যায়

একদা ব্রহ্মণো লোকাণ্যাস্তং নারদং মুনিম্ ।
পর্যটন্ রাবণো লোকান্ দৃষ্ট্বা নত্বাহব্রবীদৃচঃ । ১
ভগবন্ ! ক্রাহি মে যোদ্ধুং কুত্ৰ সন্তি মহাবলাঃ ।
যোদ্ধামিচ্ছামি বলিত্তিস্ত্বং জ্ঞাতাসি জগজ্জয়ম্ ॥ ২
মুনির্ধ্যাত্বাহ সূচিরং শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ ।
মহাবলা মহাকাশাস্তত্র যাহি মহামতে ! ॥ ৩
বিষ্ণুপূজারতা যে বৈ বিষ্ণুনা নিহতাশ্চ যে ।
ত এব তত্র সঞ্জাতা অজেয়াশ্চ সুরাসুরৈঃ ॥ ৪ ।

কোন সময়ে দশানন জিতুবন পরিভ্রমণ করিতে করিতে
পশ্চিম-মধ্যে দেবর্ষি নারদকে ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিতে
অবলোকন করিয়া তাহাকে প্রণিপাত পূর্বক কহিল—
ভগবন্ ! আপনি স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের সমস্তই অবগত
আছেন। এক্ষণে বলশালী দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা
করিতেছি। অতএব কোন্ প্রদেশে মহাবল পরাক্রমী বাস
করে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন ; দেবর্ষি রাবণের বাক্য
শ্রবণ করিবারাত্রি ধ্যান করিয়া বলিলেন, হে মহামতে !
শ্বেতদ্বীপ নিবাসীরা 'মহাবলশালী ও মহাকার বিশিষ্ট।
তাহারা বিষ্ণু পূজার অহঙ্কণ নিরত, বিষ্ণু ও তাহাদিগকে
নিহত করিয়া থাকেন, সুরাঃ সুরাসুর তাহাদিগকে জয়
করিতে সমর্থ হন নাই, অতএব তুমি সেই স্থানে গমন
কর; তচ্ছবণে সমরভিলাষী রাবণ সচিবগণ পরিবৃত্ত
হইয়া পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্বক অতি সত্বর শ্বেত
দ্বীপ সমীপে আসিয়া উপনীত হইল। সেই দ্বীপ প্রভা

শ্রুত্বা তদ্রাবণো বেগান্মজ্জিভিঃ পুষ্পকেন তান্ ।
যোদ্ধকামঃ সমাগত্য শ্বেতদ্বীপসমীপতঃ ॥ ৫ ॥
তৎপ্রভাহততেজস্কং পুষ্পকং নাচলন্ততঃ ।
তাক্ত্বা বিমানং প্রবযৌ মজ্জিঃশ্চ দশাননঃ ॥ ৬ ॥
প্রবিশন্নেব তদদ্বীপং ধৃতো হস্তেন ঘোষিতা ।
পৃষ্ঠৈশ্চ ত্বং কুতঃ কোহসি প্রেথিতঃ কেন বা বদ ॥ ৭ ॥
ইত্যুক্তো লীলয়া স্ত্রীতিহঁসস্তীতিঃ পুনঃপুনঃ ।
কৃচ্ছ্রাক্ষস্তাঙ্গিনিমুক্তস্তাসাং স্ত্রীণাং দশাননঃ । ৮
আশ্চর্য্যমতুলং লব্ধ্বা চিন্তয়ামাস দুর্শ্মতিঃ ।
বিষ্ণুনা নিহতো যামি বৈকুণ্ঠমিতি নিশ্চিতঃ ॥ ৯ ॥
ময়ি বিষ্ণুর্যথা কুপ্যন্তথা কার্য্যং করোম্যহন্ ।
ইতি নিশ্চিত্য বৈদেহীং জহ্যার বিপিনেহসুরঃ ॥ ১০ ॥

দ্বারা পুষ্পক রথ প্রতিকঙ্কগতি হইল সূতরাং রাবণ ও সচিব
বর্গ বিমান পরিভ্রমণ পূর্বক পদব্রজে গমন করিতে লাগিল।
তাহারা দ্বীপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাত্র ঘোষদ্বগণ দশা-
ননকে হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া কহিল, তুমি কোথা হইতে
আসিয়াছ ? কোন ব্যক্তিই বা তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে ?
আর কেনই বা এখানে আসিয়াছ ? শীঘ্র বল । ১ । ২ । ৩ ।
৪ । ৫ । ৬ । ৭ ।

সেই স্ত্রীগণ হাস্য করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ এইরূপ
কহিলে দৈহিক রোশ হেতু সেই কামিনীদিগের হস্ত হইতে
বিমুক্ত হইয়া দশানন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিতে
লাগিল 'আমি বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন
করিব । বিষ্ণু যেমন আমার প্রতি ক্রুপিত, আমিও সেইরূপ

জ্ঞানেন্নৈব পরাঙ্গান স জহারাৱনীমুতাম্ ।

নাতৃবৎপালয়ামাস ভূতঃ কাক্ষক্ষম্বধং স্বকম্ । ১ ।

রামস্ত্বং পরমেশ্বরোহসি সকলং জানাসি বিজ্ঞানদৃক

ভূতং ভব্যমিদং ত্রিকালকলনা সাক্ষী বিকলোপাশ্রিতঃ

ভক্তানামনুবর্তনায় সকলাং কুর্ৱন্ ক্রিয়াস হতিং

শৃণ্বশ্রমশ্রদ্ধাকৃতিমুনিবচো ভাসীশ লোকার্চিতঃ ॥ ১২ ॥

স্তবৈবং রাঘবং তেন পুজিতঃ কুন্তসত্ত্ববঃ ।

স্বাশ্রমং মুনিভিঃ সার্দ্ধং প্রযযৌ লুপ্তমানসঃ ॥ ১৩ ॥

রামস্ত সীতরা সার্দ্ধং ভ্রাতৃভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ।

সংসারীৱ রমানাথো রমমাগোহবসদগৃহে ॥ ১৪ ॥

অনাসক্তোহপি বিষয়ান্ বৃভুজে প্রিয়য়া সহ ।

হনুমৎপ্রমুখৈঃ সন্তির্বানরৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ১৫ ॥

কার্য্য করিব ।' হে রঘুনাথ ! এইরূপ কৃত নিশ্চয় হইয়া দশানন অরণ্য মধ্যে বিদেহ রাজতনয়াকে হরণ করিয়াছিল এবং আপনাকে পরমাত্মা অবগত হইয়া ও আপনার দ্বারা ই স্বকীয় বিনাশ স্থিরসিদ্ধান্ত জানিয়া অবনী স্রুতাকে হরণ করিয়া জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিল । ৮ । ৯ । ১০ । ১১ ।

হে রামচন্দ্র ! আপনি পরমেশ্বর, আপনি সমুদায়ের প্রতি আশ্রয় জ্ঞান করিয়া থাকেন । আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালের সমস্তই অবগত আছেন, সেই জগৎ আপনি এই ত্রিকালের সাক্ষী, ভক্তদিগের কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তি দিবার নিমিত্ত মনুষ্যাকৃতি পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যবৎ ক্রিয়া করিয়াছেন এবং ইন্দ্রাদি দেৱভাদিদিগের দ্বারা অর্জিত হইয়াও মৎসদৃশ মুনিদিগের বাক্য আভিগোচর করিয়া পরিশোধিত হইতেছেন । অগস্ত্য রাঘবকে এইরূপ লব করিয়া ও স্বয়ং ভূত-কর্তৃক পূজিত হইয়া মুনিগণ সঙ্গে প্রহ্লাদভক্ত্যকরণে আত্মনে প্রত্যাবর্তন করিলেন । ১১ । ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ ।

পুষ্পকং চাগমদ্রামৈকদা পূর্ববৎপ্রভুম্ ।

প্রাহ দেব ! কুবেরেণ প্রেষিতং স্বামহং ততঃ ॥ ১৬ ॥

জিতং ত্বং রাবণেনাদৌ পশ্চাদ্রামেগ নির্জিতম্ ।

অতস্ত্বং রাঘবং নিত্যং বহু যাবদ্বসেদু বি ॥ ১৭ ॥

যদা গচ্ছেদ্রঘুশ্রেষ্ঠো বৈকুণ্ঠং যাদি মাং তদা ।

তচ্ছ্রদ্ধা রাঘবঃ প্রাহ পুষ্পকং সূর্য্যাসন্নভম ॥ ১৮ ॥

যদা স্মরামি ভদ্রং তে তদাগচ্ছ মমাস্তিকম্ ।

তিষ্ঠানুধার্য্য সর্বত্র গচ্ছেদাণীং মমাজয়া ॥ ১৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা রামচন্দ্রোহপি পৌরকার্য্যাণি সর্বশঃ ।

ভ্রাতৃভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং যথান্যায়ং চকার সঃ ॥ ২০ ॥

রাঘবে শাসতি ভুবং লোকানাথে রমাপতো

বসুধা শস্যসম্পন্না ফলবন্তশ্চ ভুরুহাঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীরামচন্দ্র ও অন্ধ লক্ষ্মী সীতা, অমৃতভর ও মন্ত্রিগণের সহিত সংসারীর ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । বিষয় উপ-ভোগে ল্পৃগ হীন হইয়াও আশঙ্কের ন্যায় প্রাণ প্রিয় জ্ঞানকী ও সাধুগণের সহিত সংসার উপভোগ করিতেছেন ইত্যব-সরে পুষ্পক একদিন শ্রীরাম সন্নীপে উপনীত হইয়া কংপুটে-কহিল, হে দেব ! আমি আপনার আদেশবর্তী হইয়া কুবের-সন্নীপে গমন করিয়াছিলাম । তিনি আমাকে পুনরায় আপনাব নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে বলিয়াছেন যে, তুমি অত্রো রাবণ কর্তৃক বিজিত হইয়া পরে শ্রীরামদ্বারা জিত হইয়াছ অথবা তুমি মহামুনি অগস্ত্যকে এবং রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রকে বহন কর । যখন রঘুনাথ বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন তখন তুমি আমার সন্নীপে পুনরায় গমন করিবে । রাঘব সূর্য্য-প্রভাসন্নিত পুষ্পকের বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, যখন আমি তোমাকে স্মরণ করিব তখন তুমি আমার সন্নীপে আগমন করিও, এক্ষণে আমার নিদেশানুসারে কুন্তধার্য্য হইয়া সকল স্থানে অবস্থান কর । অনন্তর রামচন্দ্র ভ্রাতা ও

জনা ধর্মপরাঃ সর্বৈ পতিভক্তিপরাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
 নাপশ্যৎপুত্রমরণং কশ্চিদ্ভাজনি রাঘবে ॥ ২২ ॥
 সমাক্রুহ বিমানাগ্রাং রাঘবঃ সীতয়া সহ ।
 বানরৈর্ভাতিঃ সার্বং সঞ্চচারাৱনিং প্রভুঃ ॥ ২৩ ॥
 অমামুবাণি কার্যাণি চকার বহুশো ভুবি ।
 ব্রাহ্মণস্য মৃতং দৃষ্ট্য বালং মৃতমকালতঃ ॥ ২৪ ॥
 শোচন্তুং ব্রাহ্মণং চাপি জাত্বা রামো মহামতিঃ ।
 তপস্বন্তং বনে শূদ্রং হত্বা ব্রাহ্মণবালকম্ ।
 জীবয়ামাস শূদ্রস্য দদৌ স্বর্গমমুত্তমম্ ॥ ২৫ ॥
 লোকানামুপদেশার্থং পরমাত্মা রঘুতমঃ ॥ ২৬ ॥
 কোটিশঃ স্থাপয়ামাস শিবলিঙ্গানি সর্বশঃ ।
 সীতাং চ রময়ামাস সর্বভোগৈরমানুষৈঃ ॥ ২৭ ॥

মন্ত্রিগণের সহিত অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন; লোকনাথ রম্যপতি রাঘবের সুরাশনে বসুমতি প্রচুর শস্যশালিনী হইল এবং মহীকহ সকল অপৰ্যাপ্ত ফলদান করিতে লাগিল। প্রজাপুঞ্জ ধর্মপরাঙ্গণ, সমস্তিনীগণ পতিসেবার অহরত এবং অকাল মৃত্যু এককালে তিরোহিত হইল। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২।

একদা রামচন্দ্র পুষ্পকে স্মরণ করিবারাত্র পুষ্পক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল এবং তিনি সীতা সম-
 ভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ পূর্বক বানর ও ব্রাহ্মণ সহ বিদ্রোহ
 মার্গে পর্যটন করিতেছেন, ইত্যবসরে কোন ব্রাহ্মণের এককী
 সন্তান অকালে কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছে অবলো-
 কন করিয়া নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ
 পুত্র শোকে নিভান্ত বিহ্বল হইয়াছেন দেখিয়া মহামতি রামচন্দ্র
 ষোড়শ অরণ্যমধ্যে এক শূদ্র উপাস্য করিতেছিল সন্দর্শন করিয়া
 তাহার মন্তক ছেদন করতঃ তাহাকে অভ্যুত্থান স্বর্গ ধামে
 প্রেরণ করিলেন, এবং ঐ মৃত ব্রাহ্মণ বালককে পুনর্জীবিত
 করিলেন। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬।

অনন্তর পরমাত্মা রামচন্দ্র মহাবাদিগকে উপদেশ দিবার

শশাস রামো ধর্মোণ রাজ্যং পরমধর্মবিৎ ।
 কথাং সংস্থাপয়ামাস সর্বভোগমলাপহাম্ ॥ ২৮ ॥
 দশবর্ষসহস্রাণি মায়ামানুষবিগ্রহঃ ।
 চকার রাজ্যং বিবিধলোকবন্দ্যপদাম্বুজঃ ॥ ২৯ ॥
 একপত্নীভূতো রামো রাজর্ষিঃ সর্বদা শুচিঃ ।
 গৃহমেধীয়মখিলমাচরন্ শিক্ষয়ন্ জনান্ ॥ ৩০ ॥
 সীতা প্রেমাংসুরক্ত্যা চ প্রশ্রয়েণ দমেন চ ।
 তর্জয়ন্নোহরা সাদ্বী ভাবজা সা হিরা ত্রিয়া ॥ ৩১ ॥
 একদাক্রীড়বিপিনে সর্বভোগসমম্বিতে ।
 একান্তে দিব্যভবনে সুখাসীনং রঘুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥
 নীলমাণিক্যসঙ্কাশং দিব্যাভরণভূষিতম্ ।
 প্রসন্নবদনং শাস্ত্রং বিদ্বাং পুঞ্জনিভাম্বরম্ ॥ ৩৩ ॥

উদ্দেশে কোটি কোটি শিবলিঙ্গ সর্বত্র সংস্থাপন করিলেন
 ও অলৌকিকভাবে সর্ব ভোগ উপভোগ করিয়া জনকনন্দিনী
 সীতার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। পরম ধার্মিক রামচন্দ্র
 ধর্মের সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং সর্ব লোক
 পাপনাশিনী স্মৃতিরক্ত বিষয়ী কথা সংস্থাপন করিয়া সর্ব-
 লোক কর্তৃক বিধিবৎ পরিপূজিত হইয়া দশ সহস্র বৎসর
 রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। রাজর্ষি রামচন্দ্র সর্বদা এক
 পত্নীর প্রতি অসুরক্ত থাকিয়া বিশুদ্ধভাবে মহাবাদিগকে ভগ-
 বদ্ভক্তিচরণ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গৃহ মধ্যে অবস্থিতি করিতে
 লাগিলেন; জনকহৃদিতা সাদ্বী সীতা রামচন্দ্রের উপর প্রগাঢ়
 প্রেম প্রদর্শন করিয়া নিরন্তর অবিলম্বভাবে থাকিতেন
 এবং তাহার অনুষ্ঠিত ইঞ্জির নিগ্রহাদি দ্বারা তর্জার মন-
 মোহিনী হইয়া তাহার ভাবপ্রাণিনী হইয়াছিলেন। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১।

একদিন সর্বভোগসমাম্বিত প্রেমাংসুরক্ত দিব্য হস্ত্যমধ্যে
 নীলমাণিক্য ভোজ্যাদি দিব্যাভরণ ভূষিত প্রসন্ন বদন
 শাস্ত্রপ্রকৃতি তড়িত নিভাম্বর রাঘচন্দ্র একাকী নির্জনে

সীতা কমলপত্রাকী সর্বাতরণভূষিতা ।
 রামমাহ করাভ্যাং সা লালয়ন্তী পদাষুজে । ৩৪
 দেবদেব ! জগন্নাথ ! পরমাত্মন ! সনাতন ।।
 চিদানন্দাদিমধ্যান্তরহিতাশেষকারণ ! । ৩৫ ।
 দেব ! দেবাঃ সমানাদ্য মামেকান্তেহক্ৰবষুচঃ ।
 বহুশোহর্ধরমানান্তে বৈকুণ্ঠগমনং প্রতি । ৩৬ ।
 ত্বরা সমেতচ্চিচ্ছন্ত্যা রামস্তিষ্ঠতি ভূতলে ।
 বিসৃজ্যান্মান স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠং চ সনাতনম্ । ৩৭
 আস্তে ত্বরা জগদ্ধাত্রি ! রামঃ কমললোচনঃ ।
 অগ্রতো যাহি বৈকুণ্ঠং ত্বং তথা চেদ্রঘুত্তমঃ । ৩৮
 আগমিষ্যতি বৈকুণ্ঠং সনাথান্নঃ করিষ্যতি ।
 ইতি বিজ্ঞাপিতাহৈন্তময়া বিজ্ঞাপিতো ভবান্ ।

যদ্যুক্তং তৎ কুরুষ্বাদ্য নান্নমাজ্ঞাপয়ে প্রভো ! ।
 সীতারান্তদ্বঃ শ্রদ্ধা রামো ধ্যাওয়াইত্রীং কণম্ । ৪০
 দেবি ! জ্ঞানামি সকলং তত্ত্বোপায়ং বদামি তে ।
 কল্পয়িত্বা মিমং দেবি ! লোকবাদং ত্বদাশ্রয়ম্ । ৪১
 জ্ঞামি ত্বাং বনে লোকবাদাকীত উপায়ঃ ।
 ভবিষ্যতঃ কুমারৌ দ্বৌ বাল্মীকেরাশ্রয়ান্তিকে । ৪২
 ইদানীং দৃশ্যতে গৰ্ভঃ পুনরাগত্য মেহস্তিকম্ ।
 লোকানাং প্রত্যয়ার্থং ত্বং কৃত্বা শপথমাদয় ৷ ৪৩
 ভূমের্বিবরমাত্রেণ বৈকুণ্ঠং যাস্যসি ক্রতম্ ।
 পশ্চাদহং গমিষ্যামি এষ এব সুনিশ্চয়ঃ । ৪৪ ।
 ইত্যুক্ত্বা তাং বিসৃজ্যথ রামো জ্ঞানৈকলক্ষণঃ ।
 মস্তিভিন্নস্ততত্ত্বজৈকলমুখ্যৈশ্চ সংবৃতঃ । ৪৫ ।

উপবিষ্ট আছেন অবলোকন করিয়া কমললোচনা সর্বাতরণ
 ভূষিতা জনক ভূষিতা সীতা শ্রীরামের পাদপদ্ম হস্তধারণ করিয়া
 কহিলেন, হে দেব ! হে জগন্নাথ, হে পরমাত্মন, হে সনাতন !
 আপনি সচ্চিদানন্দ, আপনার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত
 নাই । আপনি অশেষ জগতের কারণ ; হে দেব ! ইত্যাদি
 দেবতাগণ আপীকে বিজ্ঞানে প্রাপ্ত হইয়া আপনার বৈকুণ্ঠ গমন
 সম্বন্ধে আমার নিকট বিবিধ প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—
 “রামচন্দ্র আমাদিগকে ও সনাতন গোলোক ধাম পরিত্যাগ
 পূর্বক মায়ারূপী হইয়া আপনার সহিত ধরামণ্ডলে অবস্থিতি
 করিতেছেন । হে জগদ্ধাত্রি ! অগ্রে আপনি বৈকুণ্ঠ গমন করুন,
 তাহা হইলে পঞ্চজনেত্র রঘুনাম ও স্বর্গ ধামে আগমন কর
 ণামাদিগকে সনাথ করিবেন ।” তাহারাই আমাকে এইরূপ বলিয়া
 ছিলেন এবং আমিও এক্ষণে আপনাকে কহিতেছি । অতএব
 হে নাথ ! যাহা যুক্তিযুক্ত হয়, অন্য তাহাই কখন । কিন্তু হে
 প্রভো ! আমি আপনাকে কোন রূপ আজ্ঞা করিতেছি না, জানি
 বেন । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । দশরথি

বৈদেহীর এবস্তৃত বাক্য আ কর্ণন করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তার
 পর কহিলেন, হে দেবি ! আমি সমস্তই অবগত আছি, কিন্তু
 ওরিয়েলের উপায় আছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর । আমি
 তোমাকে রাবণালয় হটতে পুণগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া লোকে
 অপবাদ ঘোষণা করিতেছে । অতএব লোকাপবাদ ভয়ে আমি
 তোমাকে কানন মধ্যে পরিত্যাগ করিব, কিন্তু আপাততঃ
 তোমার গর্ভ সম্ভব বলিয়া অনুমিত হইতেছে, অতএব বিপিনস্থ
 বাল্মীকির আশ্রমে তোমার গর্ভে দুইটী সন্তান উৎপন্ন হইবে ।
 তাহার পর তুমি পুনর্বার আমার সমীপে আগমন করিলে
 আমি প্রজা পুঞ্জের বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য তোমাকে পুনর্বার
 পরীক্ষা করিব, তখন তুমি পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ পূর্বক
 শীত্রই গমন করিবে এবং আমিও তোমার পক্ষাৎ প্রস্থান
 করিব, এইটী নিশ্চয় জানিবে । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ ।
 এই বলিয়া সর্বলক্ষণ সম্পন্ন রামচন্দ্র সীতাসমিধান পরিত্যাগ
 করিয়া ভক্তজ সচিব ও সেনাপতিদিগের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া

তত্রোপবিষ্টং শ্রীরামং সুহৃদঃ পৰ্য্যাপাসত ।
 হাস্যপ্রটোকথাসুজ্ঞা হাসয়ন্তঃ স্থিতা হরিম্ । ৪৬ ॥
 কথাপ্রসঙ্গাৎপশ্যচ্চ রামো বিজয়নামকম্ ।
 পৌরা জানপদা মে কিং বদন্তীহ শুভাশুভম্ ? ৪৭
 সীতাং বা মাতরং বা মে ভ্রাতৃষা কৈকয়ীমথ ।
 ন ভেতব্যাং ত্বয়া ক্রুহি শাপিতোহসি মমোপরি । ৪৮
 ইত্যুক্তঃ প্রাহ বিজয়ো দেব ! সৰ্ব্বৈ বদন্তি তে ।
 কৃতং সুহৃদ্বরং সৰ্বং রামেণ বিদিতাজ্জনা । ৪৯ ।
 কিন্তু হত্বা দশগ্রীবং সীতামাহত্য রাঘবঃ ।
 অমৰ্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ্ম প্রতাপাদয়ৎ ॥ ৫০ ॥
 কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতা সন্তোষজং সুখম্ ।
 যা হতা বিজনেহরণ্যে রাবণেন দুরাজনা ॥ ৫১ ॥

সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং উপাসক সুহৃদ্বর্গ নানা-
 বিষয়িনী কথার তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিল ;
 কথা প্রসঙ্গে রামচন্দ্র বিজয়কে কহিলেন, তুমি বলিতে পার
 পুরজন ও জনপদবাসীরা আমার শুভাশুভ বিষয়ে কে কি
 বলিতেছে ? সীতারই হউক বা আমার জননীসই, হউক বা
 ভ্রাতাদিগেরই হউক অথবা কৈকেয়ীরই হউক, যাহারই হউক
 নির্ভয় চিত্তে বল, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তোমা-
 দিগের কোন ভয় নাই । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ ।

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, বিজয় বলিল, হে দেব ! সকলেই
 আপনাকে বলিয়া থাকে যে, বিদিতায়া রঘুনাথ হৃদয়
 কার্য্য অকল করিয়াছেন বটে, কিন্তু দশাননকে সময়ে নিহত
 করিয়া রাঘব ক্রোধ অপরিদর্শন পূর্বক সীতাকে পুনর্বার
 অতর্কিত করিয়াছেন । আর দুঃখী রাঘব যে সীতাকে
 বিজন অরণ্য হইতে বলপূর্বক হরণ করিয়াছিল, সেই
 সীতা তাঁহার হৃদয়ে কিরূপে অধরাগিনী হইল ? অতএব আমা-
 দিগের জ্ঞীরা যদি কোন হৃদয় করে, তবে তাহাদিগেরও কমা

অস্মাকমপি হৃদয় যো বিতাং মৰ্ষণং ভবেৎ ।
 যাদৃক্ তবতি বৈ রাজা তাদৃশ্যো নিয়তং প্রজাঃ ।
 শ্রুত্বা তদ্বচনং রামঃ স্বজনান্ পর্য্যপৃচ্ছত ।
 তেহপি নত্বাক্রবন্ রামমেবমেতন্ম সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
 ততো নিসৃজ্য সচিবান্ বিজয়ং সুহৃদস্তথা ।
 আহুয় লক্ষ্মণং রামো বচনং চেদমব্রवीৎ ॥ ৫৪ ॥
 লোকাপবাদস্ত মহান্ সীতামাশ্রিত্য মেহতবৎ ।
 সীতাং প্রাতঃ সমানীয় বাল্মীকিরাশ্রমাস্থিকে ॥ ৫৫ ॥
 ত্যক্তা শীত্ৰং রথেন ত্বং পুনরাগ্নাহি লক্ষ্মণ ! ।
 বক্ষ্যামে যদি বা কিঞ্চিৎতদা মাং হতবানসি ॥ ৫৬ ॥
 ইত্যুক্তো লক্ষ্মণো ভীতা প্রাহরুথাপ্য জানকীম্
 সুমন্ত্রস্য রথে কৃত্বা জগাম সহসা বনম্ ॥ ৫৭ ॥
 বাল্মীকিরাশ্রমল্যাস্তে ত্যক্তা সীতানুবাচ সঃ ।
 লোকাপবাদভীত্যা ত্বাং তাক্তবান রাঘবো বনে ॥

হইতে পারে । কারণ রাজা যেৰূপ আচরণ করিবেন প্রজা-
 রাও সেইরূপ করিবে । রামচন্দ্র তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য
 পরিজনকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন—কিন্তু তাহারাও
 তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।
 ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ । ৫৩ ।

অনন্তর রঘুপতি সচিববর্গ, বিজয় ও সুহৃদবর্গকে পরিত্যাগ
 পূর্বক লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—হে লক্ষ্মণ !
 সীতাকে আশ্রয় দেওয়ার ভয়ানক কলঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে,
 অতএব কল্য প্রাতে তুমি সীতাকে অন্তঃপুর হইতে লইয়া
 বাল্মীকির আশ্রম প্রদেশে পরিত্যাগ পূর্বক পুনর্বার রথা-
 যোহণ করিয়া অতি শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করিবে । যদি তুমি ইহাভে
 কিছু বিকলি কর, তবে তুমি আমাকে হনন করিবে । রাঘব
 এইরূপ কহিলে লক্ষ্মণ ভীতঃকরণে জানকীকে অতি
 প্রাতে গাত্রোত্থান করাইয়া সুমন্ত্রের রথে আরোহণ পূর্বক
 সহসা বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর বাল্মীকির আশ্রমের

দোষো ন কশ্চিৎশ্চ মাতর্গচ্ছাশ্রমপদং যুনেঃ ।

ইতু্যক্তা লক্ষণঃ শীঘ্রং গতবান্ রামসম্মিধিम् ॥৫৯

সীতাপি ছঃষসন্তস্তা বিলম্বাপাতিমুক্তবৎ ।

শিষ্যৈঃ শ্রদ্ধা চ বাল্মীকিঃ সীতাং জাহ্না ন দিব্যদৃক

অর্ঘ্যাদিভিঃ পূজয়িত্বা সমাশ্রাণ্য চ জনকীম্ ।

জাহ্না ভবিষ্যৎ সকলমার্পয়শ্চুনিয়োষিতাম্ । ৬১ ।

তাস্তাঃ সম্মুজয়ন্তি স্য সীতাং ভক্ত্যা দিনে দিনে

জাহ্না পরাশ্রনো লক্ষ্মীং মুনিবাক্যেন যোষিতঃ ।

সেবাং চক্রুঃ সদা তস্যা বিনয়াদিত্তিরাদরাৎ ॥ ৬৩

এক প্রাস্তভাগে সীতাকে পরিহার করিয়া লক্ষণ তাঁহাকে কহিলেন—লোকাপবাদ ভয়ে শ্রীরাম আপনাকে অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিলেন—হে মাতঃ ! আমার ইচ্ছাতে কিছু মাত্র দোষ নাই। এক্ষণে আপনি মুনির আশ্রম পদে গমনকরুন, এই বলিয়া লক্ষণ রামসম্মিধানে শীঘ্র আসিয়া উপনীত হইলেন । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ । ৫৯ । ৬০ ।

এদিকে সীতা পতি বিরহানলে দহমানা হইয়া মুক্তকণ্ঠে বোদন করিতে করিতে বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন, দিব্যদৃক বাল্মীকি শিষ্যগণ প্রমুখাৎ ক্রন্দন বিষয় অবগত হইয়া সীতাকে অবগত হইয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করণানন্তর তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং ভাবি বিষয়

রামোহপি সীতারহিতঃ পরাশ্রা

বিজ্ঞানদৃষ্কেবল আদিদেবঃ ।

সন্ত্যজ্য ভোগানখিলাম্ বিরক্তো

মুনিব্রতোহভূন্মুনিসেবিতাঙ ঘিঃ । ৬৪ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

উত্তরকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

সমস্ত আশ্রিতে পারিয়া যৌষিধর্গ নিযুক্ত করিয়া দিলেন তাহার। মুনিপ্রমুখাং সীতাকে পরমাশ্রা বিষ্ণুর লক্ষ্মী অবগত হইয়া প্রতিদিন পূজা এবং পরম আদরের সহিত তাঁহাকে নিরন্তর পরিচর্যা করিয়াছিল। ওদিকে আদি দেব পরমাশ্রা রামচন্দ্র বিজ্ঞান দৃক হইয়া সীতা শূন্য প্রযুক্ত একাকী অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সমস্ত ভোগ বিষয়ে বিরক্ত ও অনাসক্ত হইয়া মুনিবৎ কার্য্য করিয়াছিলেন । ৬১ । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

উত্তরকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

রামগীতা ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততো জগন্মঙ্গলমঙ্গলাক্ষনা
বিধায় রামায়ণকীর্তিবৃন্তনাম ।
চচার পূর্বাচরিতং রঘুন্তমো
রাজর্ষিবৈর্যরতিসেবিতং যথা । ১ ।
সৌমিত্রিণা পৃষ্ঠ উদারবুদ্ধিনা
রামঃ কথাঃ প্রাহ পুরাতনীঃ শুভাঃ ।
রাজ্ঞঃ প্রমত্তস্য নৃগস্য শাপতো
দ্বিজস্য তির্যাক্তমথাহ রামবঃ । ২ ।
কদাচিদেকান্ত উপস্থিতং প্রভুং
রামং রমালালিতপাদপঙ্কজম্ ।
সৌমিত্রিরাসাদিতপ্লবতাবনং
প্রণম্য ভক্ত্যা বিনয়ান্বিতোহব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

মহাদেব কহিলেন—বাহা হইতে জগতের সমুদায় মঙ্গল
বিধান হইতেছে এবং যিনি অতি—সুখ—কর অবতারমান
রামায়ণরূপ উত্তম কীর্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই রঘুপতি
রামচন্দ্র প্রিয়তমা সীতাকে পরিহার করিয়া প্রজা-
পালন ও সংকথা শ্রবণাদি কার্যে কালান্তিপাত করিতে লাগি-
লেন । অনন্তর স্রমিত্রা নন্দন উহার বুদ্ধি লক্ষণে প্রাচীন
রাজা দিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ার্থে শ্রীরামকে জিজ্ঞাসা করিলে,
রঘুনাম প্রমত্ত হুপতি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব অপহরণ জন্য বিজ
কর্তৃক অভিষেক হইয়াছিলেন, তাহির আখ্যান করিয়াছিলেন ।
। ১ । ২ ।

তং শুদ্ধবোধোহসি হি সর্বদেহিনা-
মাত্মাসাধীসোহসি নিরাকৃতিঃ স্বয়ম্ ।
প্রতীক্সে জ্ঞানদৃশাং মহামতে ।
পাদাজ্জভৃঙ্গাহিতসঙ্গসন্ধিনাম্ । ৪ ।
অহং প্রপন্নোহস্মি পদাম্বুজং প্রভৌ !
ভবাপবর্গং তব যোগিত্যবিতম্ ।
যথাঞ্জল্যজ্ঞানমপারবারিধিং
স্থখং তরিষ্যামি তথানুশাদি মাম্ ॥ ৫ ॥
শ্রুত্বাথ সৌমিত্রিবচোহখিলং তদা
প্রাহ প্রপন্নার্তিহরঃ প্রসন্নধীঃ ।

ভগবদ্রক্ত-সংকথা শ্রবণে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া স্রমিত্রা-
নন্দন কোন সময় রামচন্দ্রকে বিজনে প্রাপ্ত হইয়া
তাঁহাকে গুরু নির্দেশ করতঃ ভক্তি সহকারে তাঁহার চরণ
কমলে প্রণিপাত পূর্বক বিনীত ভাবে কহিলেন, হে মহামতে !
আপনি নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপী, সর্বাস্তঃস্বামী, আপনি
আকার বিহীন অথচ আপনার পদাম্বুজ সংলগ্নাস্তঃকরণ ভক্ত-
দিগের সমুখে স্বয়ং প্রতীক্সমান হইতেছেন ; হে প্রভৌ !
যোগিরা আপনার পাদপদ্মে সংসারের অপবর্গ চিত্তা করেন ।
একদা আমি আপনার সেই সর্বজনসাধ্য চরণে আশ্রয়
লইলাম । আমার জ্ঞান সংসারের মুখ্য কারণ এবং বাহ্যতে
অনার্য্যসে পরিব্রাজ্য পাই আমাকে তাহাই শিক্ষা প্রদান
করেন । ভক্তদিগের সংসার মুখ্যপহারী, রাজন্য দিগের
ভূষণ, ভক্তবৎসল রামচন্দ্র অহংজের বাক্য শ্রবণ করিয়া

বিজ্ঞানমজ্ঞানতনোপাধাতয়ে
 শ্রুতিপ্রপন্নং কিত্তিপালভূষণঃ । ৬ ।
 আদৌ স্বর্ণাশ্রয়বর্ণিতাঃ কিত্তিঃ
 কৃত্বা সম্যগাদিতপ্তকুমানসঃ ।
 সমাপ্য তৎপূর্বমুপাত্তসাধনঃ
 সমাপ্রয়েৎসদগুরুমাত্মলক্রে ॥ ৭ ॥
 কিত্তি শরীরোক্তবহেতুরাদৃত্য
 প্রিয়াপ্রিয়ৌ ভৌ তবতঃ সুরাগিণঃ ।
 ধর্মোত্তরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং
 পুনঃ কিত্তিচক্রবদীর্ঘতে তবঃ ॥ ৮ ॥
 অজ্ঞানমেবাস্য হি মূলকারণং
 তজ্ঞানমেবাত্ত্র বিধৌ বিধীয়তে ।
 বিদ্যৈব তন্নাশবিধৌ পটীকসী
 ন কৰ্ম্ম তজ্জং সবিরোধমীরিতম্ ॥ ৯ ॥

না জ্ঞানহানির্চ সাপেক্ষকয়ো
 ভবেত্ততঃ কৰ্ম্ম সর্বোদযুক্তয়েৎ ।
 ততঃ পুনঃ সংস্কারপ্যাবারিতা
 তন্মাদবুধো জ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ ॥ ১০ ॥
 নমু কিত্ত্যবেদমুখেন চোদিতা
 যথৈব বিদ্যা পুরুষার্থসাধনম্ ।
 কর্তব্যাতা প্রাপ্তভূতঃ প্রোচোদিতা ।
 বিদ্যা সহায়কমুপৈতি সা পুনঃ ॥ ১১ ॥

এং কিত্তি সর্বদাই পরিবর্তনশীল হইতেছে। অত্র বিষয়
 অজ্ঞানই মূল কারণ এবং ঐ কারণটিকে বিনষ্ট করিবার
 জন্য অগ্রে অজ্ঞান মূলের হ্রাস করা অতীব কর্তব্য, কিন্তু
 জ্ঞান দ্বারা কি রূপে বিনষ্ট হয়, এই আশঙ্কা হেতু
 বিদ্যারূপ জ্ঞান, অজ্ঞান রূপ মূলকে হ্রাস করিতে অসমর্থ।
 যেহেতু কর্ম্মাদি কর্তৃক ঐ মূল কখনই হ্রাস করা যায় না।
 ৭।৮।৯।

নিত্য নৈমিত্তিক কিত্ত্যকলাপে বিরোধ না থাকিলেও
 অজ্ঞানের অথবা ক্রোধের বিনাশ হয় না। পরন্তু কর্ম্মাহ-
 তানে পুনর্বার দোষ বিগ্ৰহিত হয়, অপরন্তু সংস্কার হইতে মুক্তির
 প্রত্যাশা থাকে না, সেই জন্য বিবেকী ব্যক্তির জ্ঞান
 বিচারে প্রবৃত্ত হয়; যেমন বিদ্যা, কিত্তি, পুরাণ লক্ষণদ্বারা
 ব্রহ্মবিন্ হইরা থাকে এবং ইহার দ্বারাই পুরুষার্থ সাধন
 উক্ত হইরাছে, সেইরূপ জ্ঞান কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মকে যে প্রাপ্ত
 হওয়া যায়, ও ইহা দ্বারাই পরমেশ্বরকে সাধনা করা যাইতে
 পারে, কিন্তু কিত্তি অবশ্য কর্তব্যভন হেতু নিরোজিত হই-
 রাছে এবং এই সকল কার্য না করিলে জানোৎপাদন না
 হইরা বঃ পাপের উৎপত্তি হয়, সেই কারণে দণ্ডক্রাদির
 দ্বারা উদ্বিগ্নের উত্তরেরই পরম্পর সহায়তা আছে। শ্রুতি
 সিদ্ধান্ত কার্য অকৃত হইলে দোষোৎপত্তি হইরা থাকে সেই
 জন্য মুমুক্শুজনের সর্বদাই কিত্তি সমাধা করিয়া থাকেন,
 অধিকন্তু পুরুষার্থ যোক্শমিক। বিদ্যা ধারণ সহায় গ্রহণ

অজ্ঞান তিমির বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাহাকে আত্ম-
 তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতে লাগিলেন। ৩।৪।৫।।৬।

হে লক্ষ্যণ! তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ক্রমশঃ
 বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের সাধন কার্য অর্থাৎ অগ্রে স্বর্ণাশ্রয়
 বর্ণিত নিত্য, নৈমিত্তিক যজ্ঞ দানাদি রূপ ক্রিয় সমস্ত সাধন
 করিয়া অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ করণানন্তর শ্রম দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান
 পূর্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মনিষ্ঠা লক্ষণ সংযুক্ত
 সদ্গুরু পরিত্যজ্য করা উচিত। চক্র যেমন পরিভ্রমণ সময়ে
 একবার অধঃ ও একবার ঈষদঃ করে, সেইরূপ সংসার
 কার্য অনবরত হইতেছে বলিয়া কথিত হইরা
 থাকে, সুতরাং পূর্বজন্মার্জিত কিত্তির ফলস্বরূপ শরীরোৎপত্তির
 জন্য তুমি বিধ্বস্তলাষী হইয়াছ, কোন অধঃ কিত্তি ও কোন
 কোমধঃ কার্যে মগ্নলাভ হইবে বলিয়া ঐ সমুদয় কার্য করিতে
 তোমার প্রবৃত্তি হইরা থাকে, এই সমুদায় কারণে শরীর

কৰ্মাকৃতৌ দোষমপি অতিক্রম্যে
 তন্মাত্মনঃ কার্যমিদং সুসুক্ষ্মা ।
 ননু স্বতন্ত্রা অবকার্যকারিণী
 বিদ্যা ন কিঞ্চিদন্যাপ্যপেক্ষতে ॥ ১২ ॥
 ন সত্যকার্যোহপি হি বহুদধরঃ
 প্রকাক্ষতঃ সত্যানপি কারকাদিকান্ ।
 তথৈব বিদ্যা বিধিতা প্রকালিভৈ-
 র্বিশিষ্যভৈ কৰ্মভিঃ সত্যায় ॥ ১৩ ॥
 কেচিদ্বদন্তীতি বিতর্কবাদিন-
 শুদপ্যসদৃশবিরোধকারণাৎ ।
 দেহাভিমানাদৃতিবদ্বিতে ক্রিয়া
 বিদ্যা গতাংকৃতিতঃ প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ১৪ ॥
 বিশুদ্ধবিজ্ঞানবিরোচনাক্ষিতা
 বিদ্যাশ্রুতিশ্রমেতি ভণ্যতে ।

উদেতি কৰ্মাকৃত্যকারকাদিতি-
 নির্হিত্য বিদ্যাবিষয়কাদিকম্ ॥ ১৫ ॥
 তন্মাত্মনঃ কার্যমশেষতঃ সুখী-
 র্বিদ্যাবিবোধায় ননু কহৌ ভবেৎ
 আত্মানুজ্ঞানপরাধঃ সন্য
 নিরুত্তরবৈজ্ঞানিকবৃত্তিশোচনঃ ॥ ১৬ ॥
 যাবচ্ছরীরাদিষু যারমাস্বখী-
 ত্যাবচ্ছিন্নেয়া বিধিবাদকৰ্মণাম্ ।
 নেতীতিবাতৈকারখিলং নিবিধ্য তৎ
 জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎক্রিয়াঃ ॥ ১৭ ॥

না করিয়া লিজে কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ, যনের দ্বারা
 কিঞ্চিৎ সহায়ত্ব প্রদান করিয়া থাকে না । আর কেহ যেমন
 তিমির বিলাস করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ বিদ্যা ফলজননে
 নিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্র বলভঃ ভেদোৎপাদক হইয়া থাকে ;
 সত্য কার্য কর্তব্য বস্তু প্রকট অকৃত্য প্রকৃতি হইয়া কার্য
 সমুদায়, যজ্ঞ এবং অন্যান্য উপকারকাদি বিশিষ্ট দেশ
 কালাদির প্রতি যেমন আকর্ষণ করে না, সেইরূপ বিদ্যার
 বিধি বাক্য সমূহ যে সমস্ত কৰ্ম প্রকাশ করিতেছে, এই
 সমস্ত কৰ্ম দ্বারা ই মুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥
 হেতুসম্মত ! কোন কোন বিতর্কবাদীরা বলেন যে, ক্রিয়া
 ক্রিয়া হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহা অসম্ভব
 যেমন কৰ্ম যোক সাধন অসম্ভব—তদ্রূপ তাহার দ্বিতীয় পরামর্শ
 মিলিত হইলেও তাহা অসম্ভব বলোকিত হইয়া থাকে ।
 হে সৌমিত্রের ! এই বিরোধ হেতু সৌমিত্রের হইতে ক্রিয়া

পরিবর্তিত হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তির অহঙ্কার বিনষ্ট হই-
 যাচ্ছে তাহার বিদ্যাই প্রসিদ্ধ ; পরিশুদ্ধ বোধান্ত বাক্য
 সবিশেষ বিচার করিলে প্রায় ব্রহ্মের আকার ও অন্তঃ-
 করণ বৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং এই চরমা বিদ্যা—বিশুদ্ধ-
 নেত্রা বিদ্যাকে উজ্জ্বল করেন ; পুনশ্চ কৰ্ম কর্তব্য কার্যাদির
 অঙ্গের সহিত কলোদ্ভূত হইয়া আসার বিদ্যা কর্তৃত্বাদি বুদ্ধিকে
 বিনষ্ট করে । বিদ্যা এবং কৰ্ম পরস্পর বিরোধী অন্য সুসুক্ষ-
 মত্বের নৈমিত্তিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্ম পরমেশ্ব-
 রের প্রতি আত্মসমর্পণ চিত্ত সমর্পণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ
 সমস্ত ইঞ্জির শোচনীয় বিষয় হইতে অন্তর হইয়া সর্বদা
 সাক্ষিদান আত্মসম্মানে তৎপর করেন । হে সমাসুসামিন্ !
 রাগী ও বিরাগী ভেদে কৰ্ম করা কর্তব্য, সেই বিষয়
 কহিতেছি অঙ্গণ কর । শরীর মধ্যে যাহা অহঙ্কার বাবৎ
 কাল পরিত্যাগ করিতে পারিলে তৎকাল বিরহ কর্তব্য কার্য করাই
 উচিত, এবং তাহা অপগম্য হইলে সৌমিত্রের জগতের
 যাক্য বাক্য বিদ্যা অসম্ভব করিয়া সত্য সত্যকে অবগত
 হইয়া সমস্ত কৰ্ম ত্যাগ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥
 ১৬ ॥ ১৭ ॥

যদা পরাত্নীত্বাবিভেদভেদকং
বিজ্ঞানমাত্মন্যাবভাতি ভাবয়ম্ ।
তদৈক যয়া প্রবিলীর্ণতৈঃ স্তম্ভা
সকারকাকারনমাত্মসংযুক্তৈঃ ॥ ১৮ ॥
প্রতিপ্রমাণাভিব্যাপিতা চ সা
কথং ভবিষ্যত্যাশি কার্যকারিণী ? ।
বিজ্ঞানমাত্মাদমলাদ্বিতীয়ত-
স্তস্মাদবিদ্যা ন পুনর্ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥
যদি স্ম নকী ন পুনঃ প্রসূয়তে
কর্ত্তাহমস্যেতি মতিঃ কথং ভবেৎ ? ।
তস্মাৎ স্বতন্ত্রা ন কিমপ্যপেক্ষতে
বিদ্যা বিমোক্ষার বিভাতি কেবলা ॥ ২০ ॥

আত্মা পরিশুদ্ধ হইয়া জগদীশ্বরের এবং জীবের আত্মার
সহিত পরস্পর বিভেদ লক্ষিত হয়, এই বিজ্ঞান প্রত্যাকর
দ্বীর প্রকাশ লীলা প্রত্যাহারা ইতর বৃত্তি সমুদায় উপলব্ধি
পূর্বক ব্রহ্মাকার অখণ্ড বৃত্তির মায় বধন করিয়া প্রধান
করে তখন দ্বারা জ্ঞাতার প্রাপ্ত করের সহিত সন্নিবিষ্ট
হইয়া নীত্র বিমাণ প্রাপ্ত হয়, অধিকন্তু জাহা বিমল হইলে
সংসার অর্থাৎ ক্রিয়া মাণ্ড উপস্থিত হয়। এই সমস্ত জ্ঞান
প্রমাণ দ্বারা বিমল হইয়া এই অবিস্ম্য ক্রিয়াকার্য কারিণী
হইবে? অর্থাৎ তাহার আর উত্তর হয় না, কারণ অতি-
পবিত্র দ্বিতীয়ত্ব দ্বিত্বক বিজ্ঞান ব্রহ্ম হইতে অর্থাৎ নিদি-
ধ্যাসন জ্ঞান দ্বারা এককালে বিমল হইয়া যায়, সেই কন্য
রজুতে সর্বব্যং জ্ঞানের দ্বারা উৎপত্তি হইবে না।
যদি তত্ত্বজ্ঞান নিম্নাণকারী অবিদ্যা পুনরায় উপায় না হইল
তবে কারণের অভাব প্রসূত “আমিই হইয়া কথা” এইটুকি
প্রকারে সংযোগিত হইতে পারে। সেই হেতু অসংসারের অভাব
কখনই নিরপেক্ষ হইয়া থাকে না, এবং এই কারণ বলতঃ বিমো-

ক্ষা তৈত্তিরীয়প্রতিরাহ সাদরং
ন্যাসং প্রশস্তাধিলকর্ম্মণাং ক্ষুটম্ ।
এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং প্রতিঃ
জ্ঞানং বিমোক্ষার ন কর্ম্ম সাধনম্ ॥ ২১ ॥
বিদ্যালমহেন তু দর্শিতত্ত্বা
ক্রতূর্ন দৃষ্টান্ত উদাহৃতঃ সমঃ ।
কলৈঃ পৃথকদ্বাদ্ব্যকারকৈঃ ক্রতুঃ ।
সংসাধ্যতে জ্ঞানমতো বিপর্যায়ম্ ॥ ২২ ॥
সপ্রত্যাবায়ো হহনিত্যনাত্যনাত্মদ্বীঃ ।
অজপ্রলিঙ্গা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ ।
তস্মাদবুদৈন্ত্যাজ্যমপি ক্রিয়াতুতি-
বিধানতঃ কর্ম্মবিধিপ্রকালিতম্ ॥ ২৩ ॥

চন জন্য অসংসারের মায় শোভমান হয়। এই প্রসিদ্ধা তৈত্তি-
রীয় অর্থাৎ বজ্রকেন্দ্র শাখাসম্বন্ধীয় প্রতি সবিস্তার অব্যবহিত
কার্যের পরিহার অতি আদর ও পরিশুদ্ধ রূপে কথিত
হইয়াছে, এবং এইরূপ বাজসমেয়ীদিগের অর্থাৎ বজ্রকেন্দ্র
শাখাধোভীদিগের জ্ঞান বিমুক্তি সাধনের পক্ষে কার্যকর
নহে। হে সমুদ্রবর্ষাদি! তুমি অমিত্যেয় প্রতি বিদ্যা সম-
ভাবে পরিবর্তন করিয়াই বটে, কিন্তু সমুদ্রের উদাহরণ
সমান রূপে আশ্রিত হয় নাই; কলতেন বলতঃ এবং অমিত্যেয়
প্রতি কার্য-সমতা ও অভিমান রূপ-অন্তর-বাহ্য-
উপেক্ষালাবি নিম্নব কল্পিত আদি সাধিত হইয়া থাকি, এই
কারণে জ্ঞানের দ্বিত্বও বিপরীত রূপে একটি হইয়াছে
অতএব তুমি তাহা কহিতে সার্য হও নাই। কর্ম্ম পরি-
জ্ঞান করিলে, আদি নিম্নবহই পাণ-ভারপ্রাপ্ত হইব,
বাহারা পুনরা অলোকন করিলে তাহাদিগের নিকট
অমর্যক ধারিক এবং তত্ত্বজ্ঞান বিকল কালি কখনই প্রসিদ্ধ

শ্রদ্ধাশ্রিতস্তত্ত্বমসীতিবাক্যতো ।
 গুরোঃপ্রসাদাদপি শুদ্ধমানসঃ ।
 বিজ্ঞান চৈকাত্ম্যমখাত্ম্যজীবরোঃ
 স্থখী ভবেন্মেকুরিষ্যপ্রকল্পনঃ ॥ ২৪ ॥
 আদৌ পদার্থবিগতির্হি কারণং
 বাক্যার্থবিজ্ঞানবিধৌ বিধানতঃ
 তত্ত্বংপদার্থৌ পরমাণুজীবকা-
 বসীতি চৈকাত্ম্যমখানরোত্তবেৎ ॥ ২৫ ॥
 প্রত্যক্পরোক্ষাদিবিরোধমাত্মনো-
 বিহার সংগৃহ্য তয়োচ্চিদাত্মাত্ম-
 সংশোধিতাং লক্ষণয়া চ লক্ষিতাং
 জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখাত্ম্যজ্ঞা ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

হইতে পারে না, এমন কি তত্ত্বদর্শীরাও ওরূপ হইতে
 অক্ষম, সেই কারণে পণ্ডিতেরা ক্রিয়া কলাসকু চিত্ত বিশিষ্ট
 লোক দিগের বিধানাত্ম্যজ্ঞার বিত্তি প্রকাশিত কর্ত্ত্ব পরি-
 হার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিজের কার্য্য করিয়া
 স্বকীয় মনকে পরিশুদ্ধ করিয়াছেন, তদ্বার মন এক শান্ত
 বিশ্বাসে সংযোজিত হইরাছে এবং গুরুর প্রসাদে ব্রহ্ম জ্ঞান
 প্রাপ্ত হইয়া, এবং স্বকীয় ও অপরাপর লোক দিগের
 একাত্ম্য অবগত হইয়া, গিরি বেঙ্গল কিছুতেই বিচলিত
 হয় না সেই রূপ বিবরাতিলাষ দ্বারা অকোত্তিত না হইয়া
 সমুদায় ব্রহ্মঃসীল হয়। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩।
 ২৪।

প্রথম প্রমাণ বহিত প্রযুক্ত বাক্যার্থ বিজ্ঞানের উৎপত্তিই
 প্রথম এবং পদার্থ অবগতির কারণ মিচ্ছাই প্রসিদ্ধি ; এবং
 ঐ পদ ত্রয়ের ভিত্তি 'ভুমি' ; এতৎ পদার্থ-পরমাণু—সর্ব-
 জ্ঞাদি গুণ—'ভূমি পদার্থ জীব'—এই সকলের মধ্যে একাত্ম
 হইয়া থাকে। অহং বুদ্ধি হইতে জীব ধর্ম্ম এবং পরোক্ষ
 হইতে অর্থাৎ স্বকীয় আদি ধর্ম্ম ও পরমাণু জীবাত্মার মধ্যে

একাত্মিকতাব্যবহী ন সম্ভবেৎ
 তথাহি ব্রহ্মকর্ম্মভাবিরোধতঃ ।
 সোহরং পদার্থবিধি ভাগলক্ষণা
 যুক্তোত্তত্ত্বমখাত্ম্যরোত্তবেৎ ২৭ ।
 রসাদিপদার্থকৃতকৃতসংগতঃ
 ভোগালয়ঃ স্থঃস্থখাদিকর্ম্মণাম্ ।
 শরীরমাত্ম্যস্তবদাদিকর্ম্মজং
 মায়াময়ং স্থূলসূক্ষ্মাদিমাণ্ডলম্ ॥ ২৮ ॥

বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক তোমা কর্ত্ত্ব সমাক্ষ বিচারিত ভব
 পদ বক্ষমাণ লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত তত্ত্বপদ উপস্থিত বিবরক
 একাত্ম্য জ্ঞানোদয় চিত্ত স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ
 একাত্মক প্রযুক্ত স্বার্থতাগবত্তী লক্ষণা (অর্থাৎ যেমন গঙ্গার
 ঘোষ—এই স্থলে গঙ্গাপদার্থের প্রবাহ ঘোষ সর্ব্বতোভাবে
 পরিভাগ জন্য ভীরূপার্থ লক্ষণা) কখনই সম্ভব হইতে পারে
 না এবং কাক কর্ত্ত্ব দধি রক্ষা করণে যেমন কাক পদের
 দধি উপধাতক্য লক্ষণা সেট প্রকার বিরোধবশতঃ ঐ লক্ষণা
 সম্ভাবিত হইতে পারে না, এই কারণে লক্ষণ লক্ষণা সংযো-
 জিত হয় ; পূর্ব্বোক্ত ঘোষের অভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ ধর্ম্মা-
 শতাংশ বশতঃ দুটাত্ত্ব যেমন ঐ দেবদত্ত পদার্থে দেশাদি-
 বিশিষ্টঅনুভবমান বেদনাব্যর্থ অসম্ভূত হয়। পৃথিব্যাদি
 পদার্থতত্ত্ব সম্ভূত সম্ভব এক চিত্ত হইয়া সমুদায় দ্বিধা বিভাগ
 পূর্ব্বক তাহার এক ভাগকে চারিঅংশে বিভক্ত করণানন্তর
 তাহার অংশ সমুদয়ের অপরাপর ভূত চকুড়ীর অর্ধভাগ চকু-
 টার দ্বারা সংযুক্ত করিয়া এক একটী পদার্থক ভূত উৎপন্ন
 হয়, এবং অধিক পরিমাণে বিভিন্ন হস্তার পৃথিব্যাতির
 ব্যবহারোপযোগী স্থব্র ব্রহ্ম কৰ্ত্ত্ব সম্ভবের ভোগাশ্রয়,
 ভূত উৎপত্তি ও সাধোপযুক্ত প্রাপ্তত্বীয় কর্ম্ম জন্য মায়াম-
 য় অর্থাৎ বিকারভূত এই শরীর আপনা হইতেই স্থূলতা
 প্রাপ্ত হইরাছে এইরূপ কথিত আছে। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

স্থল্যং মনোবুদ্ধিঃ শাস্ত্রৈর্যুতং

প্রাণৈরগন্ধীকৃতভূতভবভবম্ ।

ভোক্তাঃ স্থল্যাকেরস্থল্যধনং ভবেৎ

শরীরমন্যভিহুরাত্মনো বুধাঃ ॥ ২৯ ॥

অনাদ্যনির্ঝাচ্যমণীহ কারণং

মায়াপ্রধানন্তু পরং শরীরকম্ ।

উপাধিভেদাত্ম যতঃ পৃথক্স্থিতং

স্বাত্মানমাত্মনাবধারয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৩০ ॥

কোষেষু যং তেষু তু ততদাকৃতি-

বিভাতি সজ্জাৎ স্ফটিকোপনো যথা ।

অসঙ্গকপোহযমজো যতোহবয়োরো

বিজ্ঞায়তেহস্মিন্ পরিতো বিচারিতে ॥ ৩১ ॥

এক্ষণে পণ্ডিতেরা নিজ দেহাত্মক স্থূল শরীর সম্বন্ধি হইতেছে জানিয়া কহিয়াছেন যে সংকল্পাত্মক মন, নিশ্চরাত্মক বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয়, রসনা, দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় ও ত্বক্ এই ছয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়—এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চ প্রাণ সমুদারে এই সপ্তদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা সংযুক্ত হইয়া অপেক্ষীকৃত ভূত সম্ভব; অতএব অদৃশ্য তথা সূক্ষ্ম ভূতাদির অসুতব সাধন স্থূল শরীরভূগত ভোগ লাভ হইয়া থাকে । ২৯ ।

হে বৎস! ইহ জগতে লোকে উৎপত্তি বিহীন, সত্ত্বা-সত্ত্ব নির্ঝাচা, জগৎ প্রপঞ্চপতি, ব্রহ্মদাতা, পরমাত্মা উপাধি ভেদ একমাত্র চৈতন্য, ভেদ বুদ্ধি বিষয়ে পৃথক জগৎপাতা জগদীশ্বরকে সর্ব লক্ষণ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া ও জগৎ ব্রহ্ম নিরীক্ষ্যাসন দ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানিতে পারে; আনন্দময় ব্রহ্মেতে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, ও অরময় এই চারি চারিই কোষমধ্যে তৎসম্বন্ধী আকৃতি দেবীপাশান আছে অর্থাৎ যেমন জ্বালি কুন্দম কটিক সংযুক্ত হইলে নান্য-

বুদ্ধেন্দ্রিয়া বুদ্ধিরপীহ দৃশ্যতে

স্বপ্নাদিভেদেন গুণত্রয়াত্মনঃ ।

অন্যোহন্যতোহস্মিন্ ব্যভিচারতো মৃধা

নিত্যে পরে ব্রহ্মণি কেবলে শিবে ॥ ৩২ ॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনশ্চিদাত্মনাং

সজ্জাদকস্রং পরিবর্ততে দ্বিগঃ ।

বুদ্ধিস্তমোমূলতরাজসকণা

যাবন্তবেত্তাবদসৌ ভবোত্তরঃ ॥ ৩৩ ॥

নেতিপ্রমাণেন নিরাকৃতাখিলো

হৃদা সমাস্বাদিতচিদ্বনামৃতঃ ।

বিধ আকৃতি পরিদৃশ্যমান হয়, সেই প্রকার আনন্দময় জগদীশ্বর ও জীব সমূহ পরস্পর সন্মিলিত হইলে কোষ-মধ্যে তাঁহার বিবিধ রূপ লক্ষিত হয়; এই মহাবাক্য সমাক্রমে বিচার করিয়া দেখিলে ঐ আত্মাকে অন্নাদি সঙ্গ রহিত স্বরূপ ও অহর বলিয়া পরিচক্ষিত হইতে অর্থাৎ অজ্ঞাদি জনেরা ততৎকোষসঙ্গ প্রযুক্ত স্ফটিকবৎ বোধ করিবে, কিন্তু তত্ত্বজ ব্যক্তি চিগের সে রূপ প্রতীতি হইবে না। এই আত্মা মধ্যে জাগরিতাবস্থায় যে তিনটী বৃত্তি অবলোকিত হয় তাহাই গুণত্রয়াচার সত্ত্ব রজ ও তমরূপ গুণ ত্রয়ের বুদ্ধির ধর্ম এবং উক্ত অবস্থাজন্মের মূলকল্প হেতু এই ত্রিগুণাবস্থায় অবস্থান এই স্থানেই হইয়া থাকে, অন্যান্য ব্যভিচারারম্ভ-ত্রয়ের স্বরূপতঃ অমর্যক হেতু স্বপ্নকালিন জাগরণ বা সুস্থিতির অভাব হয়। সেই জন্য ঐ দুইটির না থাকার পরস্পর ব্যভিচার উপস্থিত হয়, সুতরাং আপনার অন্যত্র প্রযুক্ত উৎপত্তি বা নাশ বিহীন, পরম ব্রহ্ম ও আনন্দ রূপ জগদীশ্বরের প্রতি ব্যভিচার ধর্ম অসম্ভব। আপনার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও চিত্তের অবস্থির হওয়ার অসম্ভব বুদ্ধি বৃত্তি ও তমমূল কারণে অজ লক্ষণা যাবৎকাল পরিবর্তন হইবে তাবৎ ঐ সংসারের উৎপত্তি হইবে। তমপদ ব্রহ্মোক্তের উপলক্ষণ মাত্র

তাজে শেখঃ জগদ্বাস্তুদৃশং
 শীত্বা যথাত্তঃ প্রকৃতি তৎকলম্। ৩৪।
 কদাচিদাত্মা ন মৃতো ন জায়তে
 ন কীর্ততে নাপি বিবর্ততে নবঃ।
 ন রন্ত সর্বান্তিগতঃ সুখাত্মকঃ
 স্বয়ং প্রভঃ সর্বগতো হযমদ্বয়ঃ। ৩৫।
 এবং বিধে জ্ঞানায়ৈ সুখাত্মকে
 কথং ভবো দুঃখময়ঃ প্রযীয়তে ?
 অজ্ঞানতো হ্যাসবশাৎ প্রকাশতে
 জ্ঞানে বিলীয়েত বিরোধতঃ কণাৎ ॥ ৩৬।

এবং রজঃতম অপেক্ষা প্রথান বুদ্ধি সেই জন্য সংসারের নিমিত্ত সর্বভোভাবে পরিত্যক্ত। যিনি এই সমস্ত প্রমাণলইয়া জগৎকে মিথ্যারূপে পরিগৃহীত হইয়াছে বোধ করেন ও জগৎ মধ্যে সাত্ত্বিক মমত্বাদি চিত্তক্লেশ ও সুখ সমাধা দমন করিয়াছেন, তিনি পরিণাম হুঃখ প্রযুক্ত সন্তিরের ন্যায় হইয়া অশেষ জগৎ, দেহ, ইন্দ্রিয়াদি দৃশ্য সমূহ পরিত্যাগ করেন, অথচ রজঃত্যাগের উপাদান বিধর কার্য করেন ন, এবং ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তৎ জ্ঞান লাভশিরে কি প্রকারে উপলব্ধির পরিহারাকার দৃষ্টান্ত পরিদর্শন করিয়া পরিহার করেন; যেমন তৃণাত্ত জল নারিকেল কণাদি আহার করিয়া শুষ্কল স্বরূপ উদ্ভাসী হইয়া, সেদ্রুপ সর্বদৃশ্য সারাংশ ত্রাকাক প্রাপ্ত হইবার জন্য নৌক নিঃসার বস্তকেও ছেদ জ্ঞান করেনা। শরীর উৎপত্তির পর আহার লব্ধ ভাবট থাকে, জীর্ণাধরা কখনই প্রাপ্ত হয় না, সেই কারণে বড়কাব বিকার রহিত একজিহ্ন সর্ব মুক্ত বড় ভাব বিকারেণ অনিত্য হইয়া বিরাজমান করে বলিয়া বোধ হয়। কারণ উহার একদূর বিরুদ্ধ দেহে ইন্দ্রিয়াদির অতিশয় ব্যবহারে প্রকাশিত থাকে। যেমন দরং কানজী বস্ত্র, অমরকণ ইন্দ্রিয়াদির ভয়, জল, আগুন, প্রত্যেক অবস্থাকে অতিরিক্ত ব্যবহার করিয়া এই রূপ বিকার শূন্য আহার জন্ম মরণাদি প্রবাহ রূপ সংসারে

যদন্তদণ্ডে বিভাব্যতে ত্রাৎ
 অধ্যাসমিত্যাহরমুং নিশ্চিতঃ।
 অসম্পদ্বতে হি বিভাবনঃ কথ্য
 রজ্জ্বাদিকে তদ্বদপীকরে জগৎ ॥ ৩৭ ॥
 বিকল্পসারাহিতে চিদাত্মকে-
 হৃৎকার এষঃ প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ।
 অধ্যাস এবাত্মনি সর্বকারণে
 নিরাময়ে ত্রাকণি কেবলে পরে ॥ ৩৮ ॥

কি প্রকারে ভীত হওয়া যায়? হুঃখ প্রচুর অজ্ঞানের ফল।
 এট প্রকার বিকার শূন্য আহার জন্ম মরণাদি প্রবাহ রূপসংসার ভাবকে কি প্রকারে শকা করা যাইতে পারে? অজ্ঞান মূলক দেহাত্তঃকরণাদিতে আমার অধ্যাগবশানুবর্তী বশতঃ ভ্রান্তিরূপ প্রতীতি, এবং ঐ সংসার হইতে কি প্রকারে নিবৃত্তি হয়? তদপমোদনার্থ কথিত আছে যে যেমন জ্ঞান রূপ রজ্জ্বতে সর্পের লয় হয় সেই প্রকার জ্ঞান আবির্ভূত হইতে ভাহার সহিত অজ্ঞানের বিবোধ হইলে লগ্ন কাল মধ্যে কারণ উপস্থিত হয়, ঐ কারণ ভূত অজ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং ঐ বিকাশ কার্যদ্বারা সংসারের রিলয় প্রাপ্ত হয়। যেমন ত্রম ত্রমক দোষ তেতু অমাত্ত রজ্জ্বতে সর্প বলিয়া বোধ হয়। বিদ্বজ্জনেরা অধ্যাস বিষয় কহিয়াছেন, যেমন রজ্জ্ব অসর্প হইলেও অজিহবতা-চরিত হয় কিন্তু ঐ সর্প তরের মূল কারণ রজ্জ্ব এবং ঐ রজ্জ্ব ন্যায় জগৎপাতা জগদীশ্বরে অগাং অর্থাৎ দেহাদি সংসারাত্ত সমূহ আশ্রয় জালাত্ত বশতঃ বশাবশৎ অবগত হওয়া যায়। সর্ব বিকল্প কারণ মায়া রহিত, বস্তৃতঃ তৎকাল চরিত সর্বকারণ চিত্তবরণ উপর সন্ততি আনন্দময় সর্ব বিকার-শূন্য দৃশ্য চিত্তক্লেশ অসদীশ্বর পরিবাণ্ড আহার প্রবাহতঃ অবস্থার পরিকল্পিত অধ্যাগ অর্থাৎ অহং

ইচ্ছাদিরাশাদিহুখাদিধাৰ্মিকাঃ

সদা ধিঃ সংহতিহেতুঃ পরে ।

যস্মাৎ প্রসঙ্গো ভবত্যতঃ পরঃ

সুখস্বরূপেণ বিভাষ্যতে হি নঃ ॥ ৩৯ ॥

অনাদ্যবিদ্যোত্তববুদ্ধিবিবিতো

জীবঃ প্রকাশোহয়মিতীর্ষাতে চিতঃ ।

আত্মা ধিঃ সাক্ষিতয়া পৃথক্স্থিতো

বুদ্ধ্যা পরিচ্ছিন্নপরঃ স এব হি ॥ ৪০ ॥

চিদ্বিস্বসাক্ষাত্মাধিয়াং প্রসঙ্গত-

স্বকত্র বাসাদনলাক্তলোহবৎ । . .

অন্তোন্তমধ্যাসবশাৎ প্রতীয়তে

জড়াজড়ত্বং চ চিদ্রাজচেতসোঃ ॥ ৪১ ॥

গুরোঃ সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ

সম্ভ্রাতবিদ্যানুভবো নিরীক্য তম্ ।

স্বাভ্যাসমাস্ত্রহমুপাধিবর্জিতঃ

ত্যজেনশেবঃ জড়মাস্ত্রগোচরম্ ॥ ৪২ ॥

প্রকাশরূপোহহজোহহমহয়ো

কৃদ্বিতাতোহহমতীব নির্মলঃ ।

বিশুদ্ধবিজ্ঞানখনো নিরাময়ঃ

সম্পূর্ণ আনন্দময়োহহমক্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

সদৈবযুক্তোহহমচিন্ত্যশক্তিমা-

ন তীন্দ্রিয়জ্ঞানমবিক্রিয়াত্মকঃ ।

অনন্তপারোহহমহর্নিশং বুধে-

র্ষিতাবিতোহহং হৃদি বেদবাদিভিঃ ॥ ৪৪ ॥

বুদ্ধ্যাত্মক সমস্ত সংসারের কারণ । সর্বলক্ষী আত্মা ভাস-
মান সংসারের কারণ অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান
কালীন উপেক্ষা, রাগ, দুঃখ, হুঃখাদির দ্বন্দ্ব ধাৰ্মিকা—যে
কারণ বশতঃ প্রহৃষ্টির অর্থাৎ বুদ্ধি বৃত্তির অভাব প্রযুক্ত
আত্মা আত্মানুগের দুঃখ স্বরূপে অর্থাৎ স্বরূপহারা নিষ্কটী-
কৃত হয় । পুনশ্চ তৎসংসার্য বিবরণ সহজে এইরূপ কথিত
আছে, অমাদি বিদ্যা হইতে উৎপন্ন অন্তঃকরণের প্রতিবিম্বিত
চিত্ত হইতে জীবের উদ্ভব হয়, এবং পরমাত্মা বুদ্ধির সাক্ষী হও-
য়ার ধীর্ঘর্ষসক হইতে পৃথকভাবে অবস্থিত থাকে অতএব
বুদ্ধির লক্ষণ সমূহের পরিচ্ছেদ বিহীন হয়, অর্থাৎ পরমাত্মাও
জ্ঞান হারা প্রতিবিম্বাধার বিলয় প্রাপ্ত হইলে ঐ জীব পর-
মাত্মার ন্যায় প্রসিদ্ধ হয় । চিত্তের বৃত্তি সমূহের জ্ঞান
জীবাত্মা হইতে জড়ত্ব প্রতীয়মান হয়, অতএব পাণ্ডুরো
পরমাত্মার চিত্তের তাত্ত্বিক ব্যবহার এবং জীবাত্মার জড়

উল্লেখ করিয়াছেন, এস্থলে স্মার্তব্যবহারই করিয়া থাকেন ;
যেমন অগ্নিতত্ত্বলোহপিও অমলের ধর্ম রক্ষা করে, অর্থাৎ
তাহার দাহিকা শক্তি হয়, এবং লোহের বর্ত্তনত্ব হেতু অমলে
ভাসমান হয় । গুরু সতীপে বেদবাক্য আকর্ষণ করিয়া
যে ব্যক্তি বিদ্যালাত করিয়া, তদ্বারা জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে
অহংভব করিতে সক্ষম হইলেন, তিনি সেই চিদানন্দ স্বরূপ—
ঐগারি বিরহিত জগদানন্দকে স্বকীয় স্বরূপ অবলোকন
করিয়া দৃশ্য জড় পরিভ্রাস করেন, অর্থাৎ এককালীন উদা-
লীন হইলেন । ৩৭ । ৩৯ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ ।
৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ ।

হে লক্ষণ ! আমি আপনাকেই প্রকাশ করিয়া থাকি, আমি
জন্মাদি বিহীন, স্বকীয়ের বিতীর বিরহিত, আমি সংকট-
নিগের শূন্য, আমি জীব নির্মল হারা কৃত্যবর্জিত বিক্ষেপ
বিরহিত, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বদ, কর্তৃক সত্যদান পরিপূর্ণ, দেশ

এবং সদাত্মনমখণ্ডিতাঙ্গনা
 বিচারমাৎস্য বিমুক্তভাবনা ।
 ইন্দ্ৰাদবিদ্যামচিরেণ কারকৈ-
 রসায়নং যদ্বদুপাসিতং রুজঃ ॥ ৪৫ ॥
 বিবিক্ত আত্মীন উপারতেন্দ্রিয়ো
 বিনির্জিতাত্মা বিমলাস্তুরাশয়ঃ ।
 বিভাবয়েদেকমনন্যসাধনো
 বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আত্মসংস্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥

কাল, পরিচ্ছেদ বিহীন ; আমি আনন্দরূপ ও পরিণাম শূন্য ।
 পণ্ডিতেরা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অর্থাৎ অমূলক সমস্ত ধর্ম
 বিরহিত অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত
 জ্ঞানরূপ অপরিণামীকে—অনন্ত ও দেশকাল পরিচ্ছেদ সদৃশ
 পরমাত্মাকে মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া থাকেন । ৪৩ । ৪৪ ।

এইরূপ ভাবনা করিলে তাহার ফল এই যে, বিষয়ে
 মনঃ সমর্পণ না করিয়া যে আত্মার প্রতি মনঃসংযোগ করিয়া
 বিচারপূর্বক সর্বদা ধ্যান করে, তাহাতে পরমতত্ত্বের
 আকার অন্তঃকরণ বৃত্তি—ইত্যাদি অতি পবিত্র ভাবনা
 উদ্ভূত হয়, পরে দেহ ও অন্তঃকরণ কণ্ঠ সমুদয়ের সহিত,
 সূচক পরিসেবিত রসায়ন যেমন পীড়াকে বিনাশ করে,
 সেইরূপ অবিদ্যা অতি শীঘ্র দূরীভূত হয়। অনন্তর ধ্যান
 বিষয়ের কর্তব্যতা এই নিশ্চয় হইরাছে যে, ইন্দ্রিয়াদি কার্য
 সমস্ত নিবৃত্তি করিয়া অর্থাৎ শব্দরূপাদি সম্পন্ন হইয়া বিজ্ঞান
 প্রদেশে যথোচিত পদ্মাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম-
 মাদি কৰ্ত্তব্য জিজ্ঞাস্তঃকরণ অথচ অতিপ্রবিত্ত চিত্ত হইয়া, ত্রু-
 দ্ধশ্যামান বিবর্জিত—অনন্য সাধন অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞানাতিরিক্ত
 মুক্তি সাধন ত্রয় বিরহিত, বিষয় কাৰ্য্যে যেমন অন্তর প্রবিষ্ট
 করিয়া থাকে সেই একার পরমাত্মার দ্বিত্ব সমর্পণ পূর্বক
 ঐ পরমপিতা জগদীশ্বরকে চিন্তা করে । ৪৫ । ৪৬ ।

বিশ্বং যদেতৎপরমাত্মদর্শনং
 বিলাপয়েদাত্মনি সর্বকারণে ।
 পূর্ণশ্চিদানন্দময়োহবতিষ্ঠতে
 ন বেদ বাহ্যং ন চ কিঞ্চিদাস্তরম্ ॥ ৪৭ ॥
 পূর্বং সমাধেরঞ্চিলং বিচিন্তয়েৎ
 ওঁকারমাত্রং সচরাচরং জগৎ ।
 তদেব বাচ্যং প্রণবো হি বাচকো
 বিভাব্যতেহজ্ঞানবশাম্ বোধতঃ ॥ ৪৮ ॥
 অকারসংজ্ঞঃ পুরুষো হি বিশ্বকো
 হ্যকারকন্তৈজস সৈর্য্যতে ক্রমাৎ ।
 প্রাজ্ঞো মকারঃ পরিপঠ্যতেহখিলৈঃ
 সমাধিপূর্বং ন তু তত্ত্বতো ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥

অধিকন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিশ্ব সংসার ও
 পরমাত্মা দর্শন কারণে মায়ার নিকটবর্তী সর্বোপাদানাত্তি-
 মতে আত্মার প্রতি বিলাপ করিয়া থাকে অর্থাৎ
 উপাদানসত্ত্বাত্তিরিক্ত কার্য সমস্ত দেখিতে না পাওয়ার
 সর্বদা চিদানন্দময় হইয়া অবস্থান করে। অর্থাৎ বাহ্য
 অন্তর বা দৃশ্য কিছুই জানিতে পারে না, সর্বত্রই পরম-
 তত্ত্বকে পরিদর্শন করে। সমাধির অর্থাৎ সকল বিষয়
 ব্যাসঙ্গ নিবৃত্তি পূর্বক ব্রহ্মাকার বৃত্তির পূর্বে চরাচর
 অখিল ব্রহ্মাণ্ডে ওঁকার মাত্র লোকে চিন্তা করে প্রণব
 বাচক দিগের নিকটই প্রসিদ্ধ, কিন্তু এই চিন্তা অজ্ঞানতা
 জন্য অনুষ্ঠিত হয় না। 'অ'কার সংজ্ঞ পুরুষই বিশ্বের তাৎপ-
 সাকী, অনন্তর 'উ'কার'সদ পুরুষই অর্থাৎ লিঙ্গদেহাভিমাত্র
 হিরণ্য যদ্বৎ 'উ'কারক যদ্বৎ সাকী—অনন্তর প্রকৃতি সাকী প্রাজ
 পদবাচ্য মকার বেদমধ্যে পঠিত হইয়া থাকে ; সমাধির পূর্বে
 তত্ত্ব সাক্যের কার্য হয় না । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ ।

বিশং স্বকারং পুরুষং বিলাপয়েৎ
 উকারমধ্যে বহুধা ব্যবস্থিতম্।
 ততো মকারে প্রবিলাপ্য তৈজসঃ
 দ্বিতীয়বর্ণং প্রণমন্ত্য চান্তিমে ॥ ৫০ ॥
 মকারমপ্যাস্মি চিদমেনে পরে
 বিলাপয়েৎ প্রাজ্ঞমপীহ কারণম্।
 সোহহং পরং ব্রহ্ম সদাবিমুক্তিম-
 দ্বিজ্ঞানদৃষ্টুং উপাধিতোহমলঃ ॥ ৫১ ॥
 এবং সদা জাতপরাশ্রভাবনঃ
 স্বানন্দতুষ্টঃ পরিবিস্মৃতাখিলঃ।
 আস্তে স নিত্যাত্মস্থপ্রকাশকঃ
 সাক্ষাদ্বিমুক্তোহচলবারিসম্ভবৎ ॥ ৫২ ॥

এবং সদাহত্যাত্মসম্বন্ধিযোগিনো
 নিবৃত্তসর্বক্লিন্নগোচরস্য হি।
 বিনির্জিতাশেষরিপোরহং সদা
 দৃশ্যো ভবেয়ং জিতবড়্গ্যাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥
 ধ্যাত্বৈবমাত্মানমহর্নিশং মুনি-
 ত্তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবন্ধনঃ।
 প্রারব্ধমগ্নভিমানবর্জিতো।
 ময্যেব সাক্ষাৎপ্রবিলীয়তে ততঃ ॥ ৫৪ ॥
 আদৌ চ মধ্যে চ তথৈব চান্ততো
 ভবং বিদিত্বা ভয়শোককারণম্।
 হিত্বা সমস্তং বিধিবাদচৌদিতং
 ভজেৎ স্বমাত্মানমথাখিলাত্মনাম্ ॥ ৫৫ ॥

উ'কার মধ্যে স্থূল দেহাভিমান বিশ্ব পুরুষ বহুবিধ রূপে
 ব্যবস্থিত আছেন, এবং উক্ত 'অ'কার তাহাতে বিলীন হয়,
 অনন্তর লিঙ্গদেহাভিমানে প্রণবের দ্বিতীয় 'উ'কার বর্ণ
 'ম'কারে বিলীন হয়। প্রাজ্ঞ কারণত্বাভিমানে 'ম'কার ইহার
 পরে আত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, অনন্তর ঐ সর্ববিলাপা-
 ধিষ্ঠান পরব্রহ্ম বিভাসিত করেন, পরে সর্বদা বিমুক্তির
 ন্যায় নিত্য মুক্ত রাগ দেবাদি মলিন ব্রহ্ম মুক্তি কি রূপে
 পাইতে পারে, অতএব বিজ্ঞান বর্ণীজ্ঞান-নিদিধ্যাসন ও তৎ-
 সাক্ষাৎকারে লাবণ্য হইয়া থাকে। ৪৭।৪৮।৪৯।৫০।
 ৫১।

অতএব উক্ত প্রকারে যে ব্যক্তির অগর আত্মার জ্ঞতি
 ভাবনা উপভুক্ত হয়, অকীর পুত্র ও দেবাদি সমস্ত পরি-
 বিন্দিত হয়, স্বরূপানন্দে পরিভুষ্ট হয় অর্থাৎ বিবর্তনাদে

বাহ্যের পরিণামে হৃৎ হেতু আর বিরক্তি নাই, নিত্য আত্মা-
 ভেদে স্থখ প্রকাশ হইয়া থাকে, জীবমুক্ত নিষ্কল বাহ্য
 সম্বলিত সিদ্ধুর ন্যায় অর্থাৎ বিবর্তনময় রূপ লহরী রহিত
 হইয়া আছে। সর্বদা সমাধি যোগ অভ্যাস করে, সমস্ত ইন্দ্রি-
 যাদি হইতে বিবর্তন বাপার নিবৃত্ত করে, কামাদি রিপুকুল
 বলীভূত করিয়াছে, আমি ঐ ভক্তের দৃষ্ট্য অর্থাৎ আমি
 তাহার দৃষ্টি পথে উপনীত আছি। যে মুনি সমুদায় সংসার
 বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দিবা রাত্র পরমাশ্রমে ধ্যান করে
 ও জীবমুক্ত আরব্ধ বশান্তবর্তীর স্বাক্ষ অভিমান বর্জিত
 হইয়াছে, তিনি আমাতে বিলীন করেন। আদিত
 মধ্যে ও অন্তে সমস্তই ভয় শোক কারণ অবগত
 হইয়া ও ঐ কারণীভূত বিধি বাদ প্রোক্ত কাম্য ভোগ
 পরিত্যাগ করিয়া অখিল জীব দিগের স্বরূপভূত পরমে-

আজ্ঞাতভেদেন বিভাবয়ম্ভিদং
ভবত্যভেদেন ময়াত্মনা তদা।
যথা জলং বারিনিধৌ যথা পরঃ
ক্ষীরে বিয়দ্বোদ্যানিলে যথানিলঃ ॥ ৫৬ ॥
ইথং যদিহৈতং হি লোকসংস্থিতো
জগন্মুখৈবেতি বিভাবয়ম্মুনিঃ।
নিরাকৃতত্বাচ্ছ্রুতিযুক্তিমানতো
যথেষ্টভেদো দিশি দিগ্ভ্রমাদয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
যাবন্ন পশ্যেদখিলং মদাত্মকং
তাবন্মদারাবনতংপরো ভবেৎ।
অন্ধালুরত্বার্জিতভক্তিলক্ষণে
যন্তস্ত দৃশ্যোহমহর্নিশং হৃদি ॥ ৫৮ ॥

রহস্তমেতচ্ছ্রুতিসারসংগ্রহঃ
ময়া বিনিশ্চিত্য ভবোদিতং প্রিয়।।
বস্তুতদালোচয়তীহ বুদ্ধিমান্
সমুচ্যতে পাতকরাশিভিঃ কৃণাৎ ॥ ৫৯ ॥
ভ্রাতর্বদীদং পরিদৃশ্যতে জগৎ
মায়ৈব সর্বং পরিহৃত্য চেতসা।
মন্তাবনাভাবিতশুদ্ধমানসঃ
সুখী ভবানন্দময়ো নিরাময়ঃ ॥ ৬০ ॥
যঃ সেবতে গাগুণং গুণাৎপরং
হৃদা কদা বা যদি বা গুণাত্মকম্।

ধরকে উদ্ভব করে। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। যেমন মদী
সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলে তাহার জল সমুদ্রের ন্যায় হয়,
তুমি মধ্যে জল মিশ্রিত করিলে যেমন ক্ষীরবৎ হয়, চন্দ্র
ভক্তিকাদির অবিচ্ছিন্ন বাস্তু মহাবাস্তুর সাহিত সংমিলিত হইয়া
যেমন একাকার হয়, সেই রূপ আত্মার সমস্ত অধিষ্ঠান
থাকার আমাতে পুঙ্খপূর্ণ জীব অভেদ রূপে অবস্থিতি করে
সুতরাং আমার ও পরমেশ্বরের আত্মা অভিন্ন রূপে অব-
স্থিত আছে। জীবমুক্তি দশার প্রারম্ভ বশতঃ লোক
ব্যবহার করিয়া, জগৎকে মিথ্যা ভাবনা করিয়া যদি মূরিয়া
একাত্মা জানিতে সক্ষম হয়, ত্রুতি বৃত্ত্যানুসারে জগৎ
মিথ্যা পরিদৃশ্যমান হয়, যেমন চন্দ্র এক, কিন্তু ভ্রম
বশতঃ দুই চন্দ্র বলিয়া বোধ হয়, যেমন মধ্যে মধ্যে দিগ্ভ্র-
ম উপস্থিত হয়। সেই রূপ তব জ্ঞানেও ভ্রম উপ-

স্থিত হয়। যাবৎ কাল অখিল জগৎ মধ্যে আমার অধিষ্ঠান
দর্শন না পাইবে তাবৎ কাল আমাকে পাইবার জন্য অগ-
বদারাদন তৎপর, দৃঢ় বিশ্বাসবান হইয়া আমাকে আরা-
ধনা করিবে এবং আমিও তাহার কৃপাপন্ন মধ্যে দিবারাত্র
দৃষ্ট হইয়া থাকি। ৫৬। ৫৭। ৫৮। হে প্রিয়! আমি
অতিসার সংগ্রহ এই সমস্ত রহস্যের স্থির নিশ্চয় করিয়াছি।
ইহ জগতে যে বুদ্ধিমান এই বিষয় সমূহ আলোচনা
করে সে পাতক রাশি হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়।
হে ভ্রাতঃ! যদি এই জগৎ পরিদৃষ্ট হয় তাহা হইলে
সমস্তই মায়্যা অবগত হইয়া চৈতন্য লাভ করণানন্তর সমস্ত
(বস্তুর পরিত্যাগ করিয়া আমাকে চিন্তা করিবার নিমিত্ত)
বিশুদ্ধ মনসে নিরাময় হইয়া সুখী হও। ৬০।

যে ব্যক্তি বিহ্বলান্তঃকরণে আমার প্রকৃত সর্ব রজ ও
তম গুণা বহিত, সন্তানানন্দকে বা দৃশ্যমান রূপকে সেবা

সোহং স্বপাদাকিতরেণুভিঃ স্পৃশন্
পুন্যতি লোকত্রিতয়ং যথা রবিঃ ॥ ৬১ ॥
বিজ্ঞানমেতদখিলং শ্রুতিসারমেকং
বেদান্তবেদ্যচরণেন নয়ৈন্ন গীতম্ ।

যঃ শ্রুত্যা পরিপঠেদ্বভক্তিযুক্তো
মদ্রূপমেতি যদি মদ্বচনেন ভক্তিঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

কর সে স্বপাদ লগ্নরেণু স্পর্শ করাইয়া, হৃদ্য যেমন
জ্যোতির অঙ্গকার হরণ করে, সেই রূপ লোক ত্রয়ের পবিত্র
সাধন করিয়া থাকে ; এই শ্রুতিসার অখিল বিজ্ঞান গীত
আমি বেদান্ত চরণে সন্নিবেশিত করিয়াছি। অতএব যে ভক্তি

যুক্ত হইয়া পাঠ করে, সে আমার বাক্যানুসারে আমার
সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৬১। ৬২।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

একদা যুনয়ঃ সর্বে যমুনা তীরবাসিনঃ ।
আজগ্মু রায়বং দ্রষ্টুং তযাঙ্গবনরক্ষসঃ ॥ ১ ॥
কৃত্বাগ্রে তু যুনিশ্রেষ্ঠং ভার্গবং চ্যবনং দ্বিজাঃ ।

অসম্প্রাতাঃ সমাপ্রাতা রামানভয়কাজিহণঃ ॥ ২ ॥

তান্ পূজয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যা রঘুকুলোত্তমঃ ।

উবাচ মধুরং বাক্যং হর্যয়ন্যুনিমণ্ডলম্ ॥ ৩ ॥

মহাদেব পার্শ্বভীকে কহিলেন, একদা যমুনা তীরবাসী
মহর্ষিগণ লবণ নামে রাক্ষসের ভয়ে পলায়নপর হইয়া

রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের।
যুনি শ্রেষ্ঠ ভার্গবকে অগ্রবর্তী করিয়া কহিলেন, এই অসংখ্য
পরি রামচন্দ্রের নিকট হইতে লবণ বিদ্যাপ্রাপ্ত হইয়া

করবাণি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ ! কিমগমনকারণম্ ? ।
 ধনোহুশ্চি যদি বৃহৎ মাং প্রীতাজ্জকুমিহাগতাঃ ॥৪॥
 দুষ্করং চাপি যৎ কার্য্যং ভবতাং তৎকরোন্যহম্ ।
 আজ্ঞাপয়ন্তু মাং ভূত্যাং ব্রাহ্মণা দৈবতং হি মে ॥ ৫॥
 তচ্ছ ত্বা সহসা দৃষ্টচ্যবনো বাক্যমব্রবীৎ ।
 মধুনামা মহাদৈত্যঃ পুরা কৃতযুগে প্রভো ! ॥ ৬ ॥
 আসীদতীব ধর্ম্মাজ্ঞা দেবব্রাহ্মণপূজকঃ ।
 তস্ম তু কো মহাদেবো দদৌ শূলমশ্রুতমম্ ॥ ৭ ॥
 প্রাহ চানেন যং হংসি স তু ভস্মীভবিষ্যতি ।
 রাবণস্তানুজ্জকুর্ভার্যা তস্য কুন্তীনসী শ্রুতা ॥ ৮ ॥
 তস্মাৎ তু লক্ষণো নাম রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ ।
 আসীদুছুরাজ্ঞা দুর্ধরো দেবব্রাহ্মণহিংসকঃ ॥ ৯ ॥

পীড়িতান্তেন রাজেন্দ্র ! বরং ত্বাং শরণং গতাম্ ।
 তচ্ছ ত্বা রাববৌহিধ্যাহ মা ভীর্বো মুনিপুঙ্গবাঃ ! ॥১০॥
 লবণং নাশয়িষ্যামি গচ্ছন্তু বিগতভরতাঃ ।
 ইতু্যক্তু। প্রাহ স্রাষ্ট্রোহপি জাতুম্ কো বা হনিষ্যতি
 লবণং রাক্ষসং দদ্যাদব্রাহ্মণেভ্যোভয়ং মহৎ ।
 তচ্ছ ত্বা প্রাজ্ঞলিঃ প্রাহ ভরতো রাঘবায় বৈ ॥ ১২ ॥
 অহমেব হনিষ্যামি দেবাজ্ঞাপয় মাং প্রভো ! ।
 ততো রামং নমস্কৃত্য শত্রুঘ্নো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥
 লক্ষ্মণেন মহৎ কার্য্যং কৃতং রাঘব ! সংযুগে ।
 নন্দিগ্রামে মহাবুদ্ধির্ভরতো দুঃখমশ্রুতং ॥ ১৪ ॥
 অহমেব গমিষ্যামি লবণস্য বধায় চ ।
 ত্বৎপ্রসাদাদ্রযুশ্রেষ্ঠ ! হন্যাং তং রাক্ষসং যুধি ॥১৫॥

সমাগত হইরাছেন। রঘুকুলোত্তম রামচন্দ্র পরমা ভক্তির
 সহিত তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া মুনি মণ্ডলীর মধ্যে
 আনন্দ উৎপাদন করাইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন—হে মুনি
 শ্রেষ্ঠগণ! আমি আপনাদিগের কি কার্য্য করিব, আর আপনা-
 দিগের আগমনেরই বা কারণ কি? যদি আপনারা আমন্বিত
 হইরা আমাকে দেখিবার জন্য আসিয়া থাকেন, তাহাহইলে
 আমি ধন্য। ১২। ৩। ৪। আপনাদিগের যে যে সাধ্যাভীত কার্য্য
 আছে তৎসমুদায় এই ভূতের প্রতি আদেশ করুন,
 এখনই সম্পাদন করিতেছি; ত্রীরামের বাক্য জবাব করিয়া
 চাবন মহানন্দে কহিলেন—হে প্রভো! সভ্য যুগ হইতে
 মধুনামক এক মহাদৈত্য আছে। এই বৈত্ম পূর্বে যার পর
 নাই ধর্ম্মাজ্ঞা ও দেবব্রাহ্মণ পূজক ছিল। এক সময় মহাদৈত্য
 জাহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া এক অতি উত্তম শূল প্রদান করিয়া

বলিয়াছিলেন যে, এই শূল বাহার উপর নিক্ষেপ করি
 তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। হে জগদানন্দ! রাব-
 ণের কনিষ্ঠা ভগিনী কুন্তীনসী তাহার ভার্যা তাহার গর্ভজাত
 লবণনামে ভীম বিক্রম ছুরাজ্ঞা রাক্ষস সাতিশর দুর্ধর্ষ ও দেবতা
 ও ব্রাহ্মণদিগের হিংসক। হে রাজেন্দ্র! আমরা তৎকর্তৃক পীড়িত
 হইরা আপনার শরণাগত হইলাম। রাঘব বলিলেন হে মুনি
 পুঙ্গবগণ! আপনাদের আর ভয় নাই। আপনারা বিগতভর
 হইরা প্রভাগমম করুন, আমি লবণকে বিনাশ করিব। এই
 বলিয়া জ্ঞাতাদিগকে বলিলেন তোমাদের মধ্যে কে লবণকে
 বিনাশ করিবে। ব্রাহ্মণেরা এই রাক্ষসের ভয়ে মহাভীত
 হইরাহে। এতৎ জবাব করিয়া ভরত ব্রাহ্মণী হইরা রাঘবকে
 কহিলেন, হে প্রভো! আমাকে আদেশ করুন, আমি এই দুই
 রক্ষকে বিনাশ করিব; অনন্তর শত্রু রামচন্দ্রকে নমস্কার

তচ্ছত্রা স্বাক্ষমারোপা শক্রস্বং শক্রসূদনঃ ।

প্রাহাদৈবাভিষেক্যামি মধুরারাজ্যকারণং ॥ ১৬

অনায়া চ স্রসস্তারান্ লক্ষ্মণেনাভিষেচনে ।

অনিচ্ছন্তমপি স্নেহাদভিষেকমকারণং ॥ ১৭ ॥

দত্তা তস্মৈ শরং দিব্যং রামঃ শক্রস্বমব্রবীৎ ।

অনেন জহি বাণেন লবণং লোককণ্টকম্ ॥ ১৮ ॥

স তু সংপূজ্য তচ্ছূলং গেহে গচ্ছতি কাননম্ ।

ভক্ষণার্থং তু জন্তুনাং নানা প্রাণিবধায় চ ॥ ১৯ ॥

স তু নায়াতি সদনং যাবদ্বনচরো ভবেৎ ।

তাবদেব পুরদ্বারি তিষ্ঠ স্বং ধৃতকাম্মুখঃ ॥ ২০ ॥

যোংস্মতে স হুয়া ক্রুদ্ধস্তদা বধ্যো ভবিষ্যতি ।

তং হুয়া লবণং ক্রুরং তদ্বনং মধুসংজ্ঞিতম্ ॥ ২১ ॥

নিবেশ্য নগরং তত্র তিষ্ঠ স্বং মেহমুশাসনাৎ ।

অশ্বানাং পঞ্চসাহস্রং রথানাং চ তদধিকম্ ॥ ২২ ॥

গজানাং ষট্শতানীহ পতীনামমুতজয়ম্ ।

আগমিষ্যতি পশ্চাত্তমত্রে সাধয় রাক্ষসম্ ॥ ২৩ ॥

ইতুক্ত্বা মৃদ্ধ্যবদ্রায় প্রেবয়ামাস রাঘবঃ ।

শক্রস্বং মুনিভিঃ সার্কমাশীর্ভিরভিমন্দ্য চ ॥ ২৪ ॥

শক্রস্নোহপি তথা চক্রে যথা রামেণ তাদিতঃ ।

হুয়া মধুস্বতং যুদ্ধে মধুরায়করোংপুরীম্ ॥ ২৫ ॥

স্বীতাং জনপদাং চক্রে মধুরাং দানমানতঃ ।

সীতাপি স্রমুবে পুত্রৌ দ্বৌ বাল্মীকিরথাত্মজৈঃ ॥ ২৬

করিয়া কহিলেন, হে রাঘব! লক্ষ্মণ আপনীর সম্ভিবাঁহারে থাকিয়া মহৎকাৰ্য্য করিয়াছেন। শক্রের বাক্য অবগানন্তর শক্রনিহন রামচন্দ্র তাঁহাকে স্বকীয় ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, আমি অগ্রে তোমাকে মধুরা রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিব; এই বলিয়া লক্ষ্মণকে অভিব্যেক ত্রব্য সমূহ আরোজন করিতে আদেশ দিলেন। লক্ষ্মণও অতি সত্ত্বর যাবতীর ত্রব্য আরোজন করিলেন, পরে শক্রর মধুরা রাজ্যসিংহাসনে উপবেশন করিতে অনিচ্ছুক থাকিলেও রামচন্দ্র স্নেহ পরতর হইয়া কুলক্লর বলিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করাইয়া তাঁহাকে মধুরা রাজ্যপদে অভিব্যেক করাইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র তাঁহাকে দিব্য শর প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি এই শর দ্বারা লোক কণ্টক লবণকে জয় কর। লবণ গৃহমধ্যে নীর শূল রাখিয়া বন্য জীব ও অপরাধর প্রাণী বিনাশ করিবার নিমিত্ত কানন মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে; সে বিধিন হইতে যতকণ প্রতিগমন না করিবে, তৎকালাবধি তুমি কাম্মুখ ধারণ পূর্বক তাহার অপেক্ষার সিংহদ্বারে অবস্থান করিবে;

সে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যখন তোমাকে পুরদ্বারে অবলোকন করিবে, তখন ক্রোধসংরক্ত নয়ন হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া অচিরে বিনষ্ট হইবে; অনন্তর সে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, কানন মধ্যে মধু নামে সুবিখ্যাত এক নগর আছে, তুমি তথায় প্রবেশপূর্বক আমার নির্দেশবর্তী হইয়া পাঁচ সহস্র গজারোহী ও অযুতজর পদাতি লইয়া অবস্থান কর, পরে আমার নিকটে আগমন করিবে। এই বলিয়া ত্রীরাম শক্রের মন্তকাজাগ করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ পূর্বক মুনিদিগের সম্ভিবাঁহারে প্রেরণ করিলেন। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

ত্রীরাম শক্রকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন তিনিও সেইরূপ যাবতীর কাৰ্য্য সমাধা করিলেন, অর্থাৎ মধুতনয়কে সমর ক্ষেত্রে বিনাশ করিয়া মধুবানারী নগরীকে তাহার রাজধানী করিলেন। এক্ষণে মধুরা নগরী যদ্যমমুদ্রিষ্টাণী জন পদ হইয়া উঠিল। এই সময়ে সীতা বাল্মীকির আজ্ঞাপদে-দুইটা বনজ সন্তান প্রসব করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি জ্যেষ্ঠের নাম

মুনিমুখ্যো নাম চক্রে কুশো জ্যেষ্ঠোহনুজো লবঃ ।
 ক্রমেণ বিদ্যাসম্পন্নো সীতাপুত্রো বভূবতুঃ ॥ ২৭ ॥
 উপনীতো চ মুনিনা বেদাধ্যয়নতৎপরো ।
 কৃৎস্নং রামায়ণং গ্রাহ কাব্যং বালকয়োমুনিঃ ॥ ২৮ ॥
 শঙ্করেণ পুরা প্রোক্তং পার্বতীত্য পুরহরিণা ।
 বেদোপবৃংহণার্থায় তাবদগ্রাহয়ৎ প্রভুঃ ॥ ২৯ ॥
 কুমারো স্বরসম্পন্নো হৃন্দরাবশ্বিনাবিব ।
 তন্ত্রীতালসমায়ুক্তো গায়ন্তো চেরভূবনে ॥ ৩০ ॥
 তত্র তত্র মুনিভিঃ তৌ সমাজে সুররূপিণৌ ।
 গায়ন্তাবভিতৌ দৃষ্ট্বা বিস্মিতা মুনয়োহক্ৰবন্ ॥ ৩১ ॥
 গন্ধর্বেষিহ কিম্বরেষু ভুবি বা দেবেষু দেবালয়ে
 পাতালেষথ বা চতুর্শ্চুখগ্ণে লোকেষু সর্বেষু চ ।

অস্মাভিশ্চিরজীবিশ্চিরন্তনং দৃষ্ট্বা দিশঃ সর্বতো ।
 নাজ্ঞায়ীদৃশগীতবাদ্যগরিমা নাদর্শিনাশ্রাবি চ ॥ ৩২ ॥
 এবং স্তবস্তিরথিলৈশ্চ মুনিভিঃ প্রতিবাসরম্ ।
 আসাতে অখমেকাশ্চে লাল্মীকেরাশ্রমে চিরম্ ॥ ৩৩ ॥
 অথ রামোহশ্বমেধাদীংশ্চকার বহুদক্ষিণান্ ।
 যজ্ঞান্ স্বর্ণময়ীং সীতাং বিধায় বিপুলদ্যুতিঃ ॥ ৩৪ ॥
 তস্মিন্মিতানে ঋষয়ঃ সর্বে রাজর্ষয়স্তথা ।
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ সমাজগ্নুর্দিদৃক্ষবঃ ॥ ৩৫ ॥
 বাল্মীকিরপি সংগৃহ্য গায়ন্তো তৌ কুশীলবৌ ।
 জগাম ঋষিবাটস্য সমীপং মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩৬ ॥
 তত্রৈকান্তে স্থিতং শান্তং সমাধিবিরমে মুনিম্ ।
 কুশঃ পপ্রচ্ছ বাল্মীকিং জ্ঞানশাস্ত্রং কথান্তরে ॥ ৩৭ ॥

কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। দিন দিন সম্ভানন্দর
 শশিকলার ন্যায় উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত ও নানা বিদ্যায়
 সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিল। কিয়দিবস পরে মুনি
 বালকদিগের উপনয়ন কার্য সমাধান করিয়া তাহাদিগকে
 বেদাভ্যাস করাইতে লাগিলেন এবং মহাদেব পার্বতীর নিকট
 যেক্রপ রামায়ণ বর্ণন করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ তাহাদিগকে
 বেদের তাৎপর্য জ্ঞানপ্রদান করিবার নিমিত্ত রামায়ণ
 কাব্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। অতি রূপলাবণ্যময় কুমার-
 দ্বয় সুমধুর স্বরসম্পন্ন এবং তন্ত্রীতালময় বিষয়ে অভাস্ত নিপুণ
 হইয়া কানন ভিতরে গান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মুনি
 গণ সুররূপী কুমার দ্বয়কে নির্ভর চিত্তে গান করিতে দেখিয়া
 বিশ্বমোহক্ল লোচনে বলিতেল, গন্ধর্বলোকে, কিম্বরলোকে
 ভুলোকে, দেবলোকে, পাতালে, ব্রহ্মলোকে অথবা সমুদায়

লোক মধ্যে ঐদৃশ গায়ক কদাপি দর্শন বা কদাপি ঐদৃশ
 গীত শ্রবণ করি নাই। অখিল সুরময় মুনিগণের সহিত
 সীতার তনয় দুইটি বাল্মীকির আশ্রমপদে পরম সুখে অবস্থান
 করিতে লাগিল। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১।
 ৩২। ৩৩।

কিছু দিবস পরে পরম শোভাময় জীরামচন্দ্র হিরণ্যসীতা-
 প্রতিষ্ঠিত নিষ্কায় করাইয়া বহুদক্ষিণা সমেত অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ
 করিলেন; মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি যাবতীয়
 লোক নামাদিক্ দেশ হইতে আসিয়া সেই যজ্ঞস্থলে সমবেত
 হইলেন। মুনিপুঙ্গব বাল্মীকিও গীত নিপুণ কুশীলবকে সমভি-
 বাহারে করিয়া ঋষিসমবেত স্থানে উপনীত হইলেন। তথায়
 কুশসমাধি বিরামে মুনিকে নির্জনস্থানে উপবিষ্ট সন্দর্শন
 করিয়া বিবিধ কথা প্রশ্নে জ্ঞান শাস্ত্র বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন
 জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভগবন্! এই অখিল সংসারের বন্ধন

ভগবন্ ! শ্রোতুমিচ্ছামি সঙ্কেপাদ্ভবতোহখিলম্ ।

দেহিনঃ সংসৃতির্বন্ধঃ কথমুৎপদ্যতে দৃঢ়ঃ ? ॥ ৩৮ ॥

কথং বিমুচ্যতে দেহী দৃঢ়বন্ধাদ্ভবাভিধাং ? ।

বক্তুমর্হসি সর্বজ্ঞঃ ! মম শিষ্যায় তে মুনৈ ! ॥ ৩৯ ॥

বাল্মীকিরূবাচ ।

শৃণু বক্ষ্যামি তে সর্বং সঙ্কেপাদ্ভবমোকয়োঃ ।

স্বরূপং সাধনং চাপি মন্তঃশ্রদ্ধা যথোদিতম্ ॥ ৪০ ॥

তথৈবাচর ভদ্রং তে জীবমুক্তো ভবিষ্যসি ।

দেহ এব মহাগেহমদেহস্য চিদাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥

তস্মাহঙ্কার এবাস্মিন্মন্ত্রী তেনৈব কল্পিতঃ ।

দেহগেহাভিমানং স্বং সমারোপ্য চিদাত্মনি ॥ ৪২ ॥

তেন তাদাত্ম্যাপন্নঃ স্বচেষ্টিতমশেষতঃ ।

বিদধাতি চিদানন্দে তস্তাসিতবপুঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৩ ॥

তেন সংকল্পিতো দেহী সঙ্কল্পনিগড়ারতঃ ।

পুত্রদারগৃহাদীনি সঙ্কল্পয়তি চানিশম্ ॥ ৪৪ ॥

সঙ্কল্পয়ন্ স্বয়ং দেহী পরিশোচতি সর্বদা ।

ত্রয়স্তস্মাহমো দেহা অধমোভয়মধ্যমাঃ ॥ ৪৫ ॥

তমঃসত্ত্বরজঃসংজ্ঞা জগতঃ কারণং স্থিতেঃ ।

তমোরূপাদ্ধি সঙ্কল্পান্নিত্যং তামসচেষ্টয়া ॥ ৪৬ ॥

অত্যন্তং তামসো ভূত্বা কৃমিকীটত্বমাপ্নুয়াৎ ।

সত্ত্বরূপো হি সঙ্কল্পো ধর্মজ্ঞানপরায়ণঃ ॥ ৪৭ ॥

অদূরমোক্সমাত্রাজ্যঃ সুখরূপো হি তিষ্ঠতি ।

রজোরূপো হি সঙ্কল্পো লোকে স ব্যবহারবান্ ॥ ৪৮ ॥

কি প্রকারে দৃঢ়রূপে উৎপন্ন হয়, আপনার নিকট তদ্বিষয়
সম্বন্ধে কিছু শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি—হে সর্বজ্ঞ
মহামুনে ! শরীরীক এই সংসারের দৃঢ়তর বন্ধন হইতেই বা
কিপ্রকারে বিমুক্ত হয়, তৎ সমুদায় আপনার এই শিষ্যকে
বলিতে সমর্থ হইলেন । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ ।

বাল্মীকি কহিলেন—হে বৎস ! আমি বন্ধন ও মোক্ষ
বিষয়ের সমস্তই তোমার নিকট সংক্ষেপে কহিতেছি শ্রবণ
কর । আমার নিকট আকর্ষণ করিয়া আমার বর্ণিত স্বরূপ ও
সাধন ধরূপ হইবে, তুমি সেই গুণি অতি যত্নসহকারে
সংরক্ষা কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে, এবং
জীবমুক্তি প্রাপ্ত হইবে । দেহ সজ্জহীন ব্যক্তির দেহ যেমন
আপনার নয়, চিদাত্মার দেহও সেইরূপ জানিবে । এই দেহ
মধ্যে অহঙ্কারই সর্বপ্রধান ও মন্ত্রী এবং যে সমুদায় অব-
শ্যকন করিতেছে সে সমস্তই অহঙ্কার পরিকল্পিত ; অহঙ্কার

স্বকীর গেহ অর্থাৎ বিষয়াভিমানকে আরোপিত করিয়াছে ।
সেই চিদাত্মা কর্তৃক অতেন যুক্ত হইয়া স্বচেষ্টিত পরমানন্দ
সচ্চিদানন্দের প্রতি প্রধাবিত হয় । ঐ অহঙ্কার দ্বারা শরীরী
সমুদায় সঙ্কল্পিত এবং সঙ্কল্পরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া
পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদির উপর বাসনা হইয়া থাকে । অধম
উত্তম ও মধ্যম এই গুণত্রয়যুক্ত দেহীর ঐ কামনা
অসম্পূর্ণ হইলে সে অসুখগণ পরিতাপ করিয়া থাকে ; ভয়ঃ
সদ ও রজঃ এই তিনটা অখিল জগতের অবস্থিতর কারণ
জানিবে এবং তমোগুণের দ্বারা আবর্তিত সঙ্কল্পিত হইয়া থাকে ;
লোক সমূহ অত্যন্ত তমোগুণময় হইলে কৃমি কীট প্রাপ্ত
হয় । বাহ্যার সত্ত্বগুণ অলঙ্কৃত, তাহার ধর্মজ্ঞান পরায়ণ
হইয়া সর্বসুখদায়ক সন্নিকটবর্তী মোক্ষ সাম্রাজ্যের ন্যায়
অব্যাহত করেন ; এবং যিনি রজোগুণাজয় করিয়া থাকেন,

পরিতিষ্ঠতি সংসারে পুত্রদারামুরঞ্জিতঃ ।

ত্রিবিধং তু পরিত্যজ্য রূপবৈতন্যহামতে ! ৪৯ ॥

সকলঃ পরমাপ্রোক্তি পদমাস্তপসিকরে ।

দৃষ্টীঃ সৰ্বা পরিত্যজ্য নিরম্য মনসা মনঃ ॥ ৫০ ॥

সবাহ্যাত্মস্তুস্বার্থস্য সকলস্য কয়ং কুরুঃ ।

যদি বর্ষসহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণম্ ॥ ৫১ ॥

পাতানন্তত্ব ভূত্বস্ত স্বর্গস্থত্বাপি তেহনঘ ! ।

নান্যঃ কশ্চিছুপায়োহস্তি সকলোপশমাদৃতে ॥ ৫২ ॥

অনাবাধেহবিকারে স্তে স্থখে পরমপাবনে ।

সকলোপশমে যত্র পৌরুষেণ পরং কুরু ॥ ৫৩ ॥

সকলভক্তৌ নিখিলা ভাবাঃ প্রোক্তাঃ কিলানঘ ! ।

হিস্মে তন্তৌ ন জানীমঃ ক যাস্তি বিভবাঃ পয়াঃ ॥ ৫৪ ॥

নিঃসকলো যথাপ্রাপ্তব্যবহারপরো ভব ।

কয়েসকলান্ত জীবো ব্রহ্মহমাশ্রুয়াৎ ॥ ৫৫ ॥

অধিগতপরমার্থতামুপেত্য

প্রসভমপাশ্য বিকলজালযুচ্চৈঃ ।

অধিগময় পদং তদ্বিতীয়ং

বিততস্বখায় হৃদগুচিত্তবৃত্তিঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মসংসারমার্গে উন্মাদহেশ্বর সম্বাদে

উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

তিনি ইহ জগতে ব্যবহার যোগ্য হইয়া পুত্র ও স্ত্রী প্রভৃতির উপর প্রীতি সম্পাদন করতঃ সংসারে অবস্থিতি করেন ; কিন্তু হে মহামতে ! এই ত্রিবিধ গুণ পরিহার্য্য উপযোগী বলিয়া তিনি পরিত্যাগ করেন, তিনি শাস্যতা প্রাপ্ত হইলেন ।

। ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ ।

এবং তিনি পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ সত্ত্বরূপ সকল সর্ব সত্ত্ব নাশে পরিণত হইয়া প্রাপ্ত দূর যোগ্যত্ব বিরচনা করগানন্তর আত্মসকল হইয়া সমুদার ইন্দ্রিয় জ্ঞান পরিত্যাগ পূর্বক বাহ্য বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা তোমার সর্বতোভাবে কর্তব্য । যদি সহস্র বৎসর কঠোরতপসা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বাহ্যেস্ত্রিয় বিষয় সহিত অজ্ঞানত্বের বিষয়ার্থ লবন্ত সকল পরিত্যাগ কর, অর্থাৎ অন্য উপায়ে কোন সন্তেই অর্থপ্রাপ্তি হয় না । হে অমঘ ! তুমি এই ভুলোকেই থাক, বা পাতালে অথবা অর্ধে অবস্থিতি কর, অর্থাৎ যেখানেই থাক, সকলের উপশম বিদ্যা তোমার

অন্য কোন উপায় নাই ; স্বাশ্রয়ে স্মৃতিলাভ করিয়া বাসনা থাকিলে অতীব দুঃখ ও বিষয় সম্বন্ধ বিহীন না হইলে তাহা প্রাপ্তির জন্য অপর কোন উপায় নাই, অতএব সকল উপশম করিবার নিমিত্ত সাহসে নির্ভর করিয়া যুবান হও । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ ।

হে অমঘ ! এই সমুদার জগৎ সংসার সকল হৃদে আবদ্ধ কিন্তু হৃদে বিচ্ছিন্ন হইলে ঐ বিভব কোথায় প্রস্থান করে অবগত নহি । অতএব সকল বিহীন হইয়া যথা প্রাপ্ত ব্যবহার কর, এবং সকল জ্ঞান এককালীন হ্রাস হইলে জীব সমূহ পরমব্রহ্ম লাভ করে । সহসা সংশয় জ্ঞান বিচ্ছিন্ন করিয়াও অধিগত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের পদপ্রাপ্ত হও এবং অহঙ্কেদা স্থখের নিমিত্ত ব্রহ্মাকার চিত্ত বৃত্তির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হও । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মসংসারমার্গে উন্মাদহেশ্বর সম্বাদে

উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

বাল্মীকিনা বোধিতোহসৌ কুশঃ সদ্যো গতভ্রমঃ ।

অন্তর্ঘুক্তো বহিঃ সর্বমমুকুর্বংশচচার সং ॥ ১ ॥

বাল্মীকিরপি তো প্রাহ সীতাপুত্রৌ মহাদিয়ৌ ।

তত্র তত্র চ গায়ন্তৌ পুরে বীথিষু সর্বতঃ ॥ ২ ॥

রামস্যাগ্রে প্রগায়েতাং শুশ্রুর্ষদি রাখবঃ ।

ন প্রাহুং বৈ যুবাভ্যাং তদ্যদি কিঞ্চিৎপ্রদাস্যতি ॥ ৩ ॥

ইতি তো চোদিতৌ তত্র গায়মানৌ বিচেরতুঃ ।

যথোক্তং ঋষিণা পূর্বং তত্র তত্রাত্যগায়তাম্ ॥ ৪ ॥

তাং স শূশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্বচর্যাং ততস্ততঃ ।

অপূর্বপাঠজাতিং চ গেয়েন সমভিপ্লুতাম্ ॥ ৫ ॥

বালয়ৌ রাখবঃ শ্রুত্বা কোতুহলমুপেয়িবান্ ।

অথ কস্মীন্তরে রাজা সমাহুয় মহামুনি ॥ ৬ ॥

রাজ্যৈশ্চ নরব্যাঘ্রঃ পণ্ডিতাংশ্চ নৈগমান্ ।

পৌরাণিকাংশ্চন্দবিদো যে চ বৃদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭ ॥

এতান্ সর্বান সমাহুয় গায়কৌ সংপ্রবেশয়ৎ ।

তে সর্বৈ হৃষ্টমনসো রাজানো ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৮ ॥

রামং তো দারকৌ দৃষ্ট্বা বিস্মিতা হনিমেষণাঃ ।

অবোচন্ সর্ব এবৈতে পরস্পরমথাগতাঃ ॥ ৯ ॥

ইমৌ রামস্য সদৃশৌ বিশ্বাদ্বিশ্বমিবোদিতৌ ।

জটিলৌ যদি ন স্মৃতাং ন চ বন্ধলধারিণৌ ॥ ১০ ॥

বিশেষং নাধিগচ্ছামো রাখবস্থানয়োস্তদা ।

এবং সম্ভদতাং তেষাং বিস্মিতানাং পরস্পরম্ ॥ ১১ ॥

উপচক্রমতুর্গাতুং তাবুভৌ মুনিদারকৌ ।

ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্দর্কর্মতিমানুষম্ ॥ ১২ ॥

কুশ বাল্মীকি কঙ্ক উপবিষ্ট হইলে সদ্য বিগত ভ্রম ও নিধিধ্যাননাস্ত-সাধন-সম্পন্ন হইয়া চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল । মহর্ষি বাল্মীকি বীথিসম্পন্ন, সুরাগ-ডাল-লয়-বিভূক্ত, সজ্জীতনিপুণ, সর্বত্র গীতায়মান সীতা পুত্রদ্বয়কে কহিলেন, তোমরা শ্রীরাম সমীপে সংগীত কর, কিন্তু তিনি যদি স্নেহ পরভ্রম হইয়া কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করেন, তাহা গ্রহণ করিবে না । কুমারদ্বয় ঋষি কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সংগীত করিতে করিতে শ্রীরাম সমীপে উপনীত হইয়া গান করিতে আরম্ভ করিল । ১। ২। ৩। ৪। সূর্য্যাবতংশ্রামচন্দ্র বালকদ্বয়ের গীতের অপূর্ব গঠন রীতি ও তাহাদিগের মধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া বার পর নাই কোতুহলাক্রান্ত হইলেন; অনন্তর নরব্যাঘ্র রামচন্দ্র অন্য কার্য্যোপলক্ষে মহামুনিদিগকে, রাজন্যগণকে, নীতি শাস্ত্র পারদর্শী পণ্ডিতগণকে, এবং পৌরাণিক ও ব্যাকরণবিদ যত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ

ছিলেন, সকলকেই আহ্বান পূর্বক গীত নিপুণ কুশীলব সমভিব্যাহারে সভা মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজন্যগণ ও ব্রাহ্মণবর্গ সানন্দচিত্তে সাক্ষাৎসঙ্গে আসিয়া উপনীত হইলে, রামচন্দ্র বালকদ্বয়ের প্রতি অনিমেষলোচনে অবলোকন করিয়া সাতিশর বিস্মিত হইলেন এবং সকলেই পরস্পর বলিতে লাগিলেন, যদি এই বালক দুইটির মস্তকে জটাতরণ এবং পরিধান বন্ধল না থাকিত তাহা হইলে ইহাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিবিম্ব বলিয়া কিছুতেই সংশয় থাকিত না । আছা! রামচন্দ্র ও বালকদ্বয়ের মধ্যে কিছুই প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে না । সভাস্থ সমুদায় লোক এই রূপ বলিতে বলিতে বিশ্বাসাপন্ন হইতে লাগিলেন; ইত্যবসরে মুনি বালকদ্বয় অলৌকিক মধুর সংগীত আরম্ভ করিল । ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২।

শ্রদ্ধা তমধুরং গীতমপরাহ্নে রঘুভ্রমঃ ।
 উবাচ ভরতং চাভ্যাং দীয়তামযুতং বস্তু ॥ ১৩ ॥
 দীয়মানং সুবর্ণস্ত ন তজ্জগ্রহতুস্তদা ।
 কিমেনে ন সুবর্ণেন রাজনৌ বন্যাভোজনৌ ? ॥ ১৪ ॥
 ইতি সংত্যজ্য সংদত্তং জগ্মহুমুনিসন্নিধিম্ ।
 এবং শ্রদ্ধা তু চরিতং রামঃ স্বসৈব বিস্মিতঃ ॥ ১৫ ॥
 জ্ঞাত্বা সীতাকুমাৰৌ তৌ শত্রুঘ্নং চেদমব্রবীৎ ।
 হনুমন্তং সুমেষশ্চ বিভীষণমথাস্তদম্ ॥ ১৬ ॥
 ভগবন্তং মহাত্মানং বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্ ।
 আনয়ধ্বং মুনিবরং সসীতং দেবসম্মিতম্ ॥ ১৭ ॥
 অস্যাস্ত পৰ্যদৌ মধ্যে প্রত্যয়ং জনকাত্মজা ।
 করৌতু শপথং সৰ্ব্বৈ জনস্ত গতকল্পবাম্ ॥ ১৮ ॥

সীতাং তদ্বচনং শ্রদ্ধা গতাঃ সৰ্ব্বৈহতিবিস্মিতাঃ ।
 উচ্যুথোক্তং রামেণ বাল্মীকিং রামপার্ষদাঃ ॥ ১৯ ॥
 রামস্ত হৃদগতং সৰ্বং জ্ঞাত্বা বাল্মীকিংরব্রবীৎ ।
 স্বঃ করিষ্যতি বৈ সীতা শপথং জনসংসদি ॥ ২০ ॥
 যোষিতাং পরমং দৈবং পতিরেব ন সংশয়ঃ ।
 তচ্ছ্রদ্ধা সহসা গতা সৰ্ব্বৈ প্রোচুমুর্নৈর্বচঃ ॥ ২১ ॥
 রাঘবস্যাপি রামোহপি শ্রদ্ধা মুনিবচস্তথা ।
 রাজানো ! মুনয়ঃ ! সৰ্ব্বৈ শৃণুধ্বমিতি চাত্রবীৎ ॥ ২২ ॥
 সীতায়ঃ শপথং লোকা বিজানন্তু শুভাশুভম্ ।
 ইত্যুক্তা রাঘবেণাথ লোকাঃ সৰ্ব্বৈ দিদৃক্ষবঃ ২৩
 সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা সৰ্বং সম্ভোহিতং জগৎ ।
 রামস্ত সৰ্বং জ্ঞাত্বৈব ভবিষ্যৎকার্য্যগেহোবা ॥ ২৪

রঘুনাথ ঐ শিশু হুইটীর মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া ভর-
 তকে কহিলেন, 'ইহাদিগকে অযুত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান কর ।' এই
 প্রকার আদিষ্ট হইয়া ভরত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে গমন
 করিলেন, কিন্তু বালক দ্বয় প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিল, হে রাজন!
 আমরা বন্য-কল-মুলাশী, সুবর্ণ মুদ্রা লইয়া কি করিব? এই
 বলিয়া তাহার। বাল্মীকির নিকট প্রস্থান করিল। রামচন্দ্র
 তাহাদিগের ঈদৃশ চরিত্ত কথা শুনিয়া ব্যরপর নাই বিস্ময়গত
 হইলেন। ১৩। ১৪। ১৫।

অনন্তর রামচন্দ্র ঐ হুইটী বালককে অভাগিনী বমবাসিনী
 সীতার সম্ভান বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং শত্রুঘ্ন,
 হনুমান, সুমেষ, বিভীষণ ও অঙ্গদকে, বলিলেন যে, এই
 বালকেরা নিশ্চয়ই সীতার সম্ভান, অতএব একগণে ক্ষণবাদ
 মহাত্মা, মুনিসত্তম বাল্মীকির সমভিব্যাহারে সীতাকে
 আনয়ন কর; এবং সীতা তাঁহার বিতস্ত চরিত্ত সকলকে

অবগত করাইবার নিমিত্ত সভামধ্যে শপথ করুন, তাহা
 হইলে পৃথিবীস্থ সমুদ্র লোক তাঁহাকে নিষ্পাপী বলিয়া
 অবগত হউক। সভাস্থ লোক সমুদ্র রামচন্দ্রের বাক্য ও
 সীতার বিষয় শ্রবণ করিয়া সাতিশর বিস্মিত হইলেন।
 অনন্তর শ্রীরামের পারিষদগণের। তাঁহার অভিপ্রায়
 বাল্মীকিকে কহিলে, বাল্মীকি রামচন্দ্রের হৃদয়গত ভাব
 বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, সীতা এই সভামধ্যে শপথ করিবেন।
 ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

সভাস্থ বাবতীর লোক মহর্ষির বাক্য শ্রবণ পূর্বক
 সহসা গাতোখ্যাত পূর্বক কহিলেন, ত্রীলোকের পক্ষে পতি
 পরম দেবতা, তাহার কোন সন্দেহ নাই; রামচন্দ্রও মুনি
 বাক্য বিন্যাস আকর্ষণ করিয়া সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া
 কহিলেন, হে রাজম্যগণ ও মুনিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন,
 আপনারা জনকহৃদিতর শপথ শ্রবণ করিয়া তাঁহার
 ধর্মার্থ মিথর করুন। এই বলিয়া তিনি সভাস্থ বাবতীর
 লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ত্রাঙ্গ

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব মহর্ষয়ঃ ।
 বানরাশ্চ সমাজগ্নুঃ কোতুহলসমস্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥
 ততো মুনিবরস্তুর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ ।
 অগ্রতস্তমুষ্টিং কৃত্বা যাস্তী কিঞ্চিদবাঙ্কুখী ॥ ২৫ ॥
 কৃতাজ্জলির্বাষ্পকণ্ঠা সীতা যজ্ঞং বিবেশ তম্ ।
 দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীমিবায়াস্তীং ব্রাহ্মণমনুযায়িনীম্ ॥ ২৬ ॥
 বাল্লীকে পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধ্বাদো মহানভুৎ ।
 তদা মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২৭ ॥
 সীতা সহায়ো বাল্লীকিরিতি প্রাহ চ রাঘবম্ ।
 ইয়ং দাশরথে । সীতা সূত্রতা ধর্মচারিণী ॥ ২৮ ॥
 অপাপা তে পুরা ত্যক্তা মমাস্রমসমীপতঃ ।
 লোকাপবাদভীতেন ত্বয়া রাম । মহাবনে ॥ ২৯ ॥
 প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তদমুজ্জাতুমর্হসি ।
 ইমৌ তু সীতাতনয়ৌ ইমৌ যমলজাতকৌ ॥ ৩০ ॥

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বানর ও মহর্ষি প্রভৃতি সমস্ত লোকই
 রাঘবের কথা শুতিগোচর করিয়া বার পর নাই কোতুহলা-
 ক্রান্ত হইলেন। অন্তর মহর্ষি বায়ীক সীতাকে সমভি-
 ব্যাহারে করিয়া সভা হলে উপনীত হইলে, সীতা মুনিকে
 অগ্রবর্তী করিয়া নীরবে আগমন করিতে লাগিলেন এবং বজ্র-
 জলি হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে যজ্ঞস্থলে উপনীতা হইলেন।
 পরমব্রহ্মের অনুগামিনী লক্ষ্মীকে বাল্লীকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ
 আগমন করিতে সন্দর্শন করিয়া সভা সাধ্বাদে পরিপূর্ণ
 হইল, পরে মহামুনি বায়ীক সীতা সমেত যজ্ঞস্থলে উপনীত
 হইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে দাশরথে! আপনার
 সূত্রতাবলিণী স্বধর্ম রক্ষিণী সীতাকে গ্রহণ করুন; হে
 রামচন্দ্র! আপনি লোকাপবাদ ভয়ে এই নিষাপা জনক
 হৃদিতাকে পুর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মদীর আশ্রম পরিধানে

স্বর্তো তু তব চুর্ধর্ষো তথ্যমেতদব্রবীমি তে ।
 প্রচেতসোহহন্দশমঃ পুত্রো রঘুকুলোদ্বিহ ! ॥ ৩১ ॥
 অন্তং ন স্মরাম্যুক্তং যথেমৌ তব পুত্রকৌ ।
 বহুন্ বর্ষগণান্ সমাকৃ তপশ্চর্য্যা ময়া কৃত। ॥ ৩২ ॥
 নোপাস্মীয়াং ফলং তস্তা হুর্কেয়ং যদি মৈথিলী ।
 বাল্লীকিনৈবমুক্তস্ত রাঘবঃ প্রত্যভাষত ॥ ৩৩ ॥
 এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ ! যথা বদসি সূত্রত ! ।
 প্রত্যয়ো জনিতো মহং তব বাকৈরকিলিষৈঃ ॥ ৩৪ ॥
 লঙ্কায়ামপি দত্তো মে বৈদেহ্য প্রত্যয়ো মহান্ ।
 দেবানাং পুরতন্তেন মন্দিরে সংপ্রবেশিতা ॥ ৩৫ ॥

পরিভাগ করিয়াছিলেন। সীতা আপনার প্রত্যয় উৎপাদন
 করিতেছেন, আপনিও তাহা অবগত হইতে লক্ষ্য করেন;
 এই সীতা গর্ভজ যমজ সন্তান ছয় আপনারই। ২১। ২২। ২৩।
 ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।

হে রঘুকুলধ্বজ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই
 দুইটি আপনারই হৃদয় তনয়—হে রামচন্দ্র! আমি বহুকাল
 ব্যাপিয়া তপস্যাচরণ করিয়াছি জানিবেন, অতএব আমি
 মিথ্যাকে কখন আশ্রয় প্রদান করি না, এই পুঞ্জের
 আপনারই, আমার বাক্য কখনই মিথ্যা নহে; যদি মিথিলা
 রাজকন্যা কোনরূপ দোষ করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার
 প্রতি ওরূপ করা কোন মতেই কর্তব্য হয় নাই। বায়ীক এই
 প্রকার কহিলে রাঘব তাঁহাকে বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ!
 হে সূত্রত! আপনি সমস্তই কহিলেন, এবং আপনার পরম
 পবিত্র বাক্যে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসও জন্মিয়াছে। হে মুনে!
 লঙ্কার বিদেহ পুত্রী অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার বিশ্বাস
 উৎপাদন ও দেবতাদিগের সম্মুখে তিনি বলিব যথো প্রবেশ
 করিয়াছেন। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫।

সেয়ং লোকভয়াদব্রজন্ ! অপাপাপি সতী পুরা ।
 সীতা ময়া পরিত্যক্তা ভবান্ তৎ ক্ষম্যমহঁসি ॥ ৩৬ ॥
 মমৈব জাতৌ জানামি পুজ্যাবেতৌ কুশীলবৌ ।
 শুদ্ধায়াং জগতীমধ্যে সীতায়াং প্রীতিরস্ত মে ॥ ৩৭ ॥
 দেবাঃ সৰ্বে পরিজ্ঞায় রামাভিপ্রায়মুৎসুকাঃ ।
 ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা সমাজঘ্নুঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৮ ॥
 প্রজাঃ সমাগমন্ হৃষ্টাঃ সীতা কোষেয়বাসিনী ।
 উদগ্ধুখী হৃদোদৃষ্টিঃ প্রাঞ্জলিবর্ষাকামব্রবীৎ ॥ ৩৯ ॥
 রামাদন্যং যথাহং বৈ মনসাপি ন চিস্তয়ে ।
 তথা মে ধরণী দেবী বিবরং দাতুমহঁতি ॥ ৪০ ॥
 তথা শপস্যাঃ সীতায়াঃ প্রাতুর্হাসীন্মহাদভূতম্ ।
 ভূতলাদ্ব্যমত্যর্থং সিংহাসনমনুত্তমম্ ॥ ৪১ ॥

নাগৈস্তৈর্দ্রীয়ামাণং চ দিব্যদেহৈরবিপ্রভম্ ।
 ভূদেবী জানকীং দোভ্যাং গৃহীত্বা স্নেহসংযুতা ॥ ৪২ ॥
 স্বাগতং তামুবাচৈনাং আসনে সন্মাবেশয়ৎ ।
 সিংহাসনস্থং বৈদেহীং প্রবিশন্তীং রসাতলম্ ॥ ৪৩ ॥
 নিরস্তরা পুষ্পসৃষ্টির্দিব্যা সীতামবাকিরৎ ।
 সাধুবাদশ্চ স্তমহান্ দেবানাং পরমাত্মতঃ ॥ ৪৪ ॥
 উচুশ্চ বহুধা বাচো হস্তরীক্ষগতাঃ সুরাঃ ।
 অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সৰ্বে স্বাবরজঙ্গমাঃ ॥ ৪৫ ॥
 বানরাশ্চ মহাকায়াঃ সীতাশপথকারণাং ।
 কেচিচ্চিস্তাপরাস্তস্থাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৪৬ ॥
 কেচিদ্ভ্রামং নিরীক্ষন্তঃ কেচিৎসীতামচেতসঃ ।
 মুহূর্তমাত্রং তৎসর্বং তৃক্ষীভূতম্চেতনম্ ॥ ৪৭ ॥

হে ব্রহ্মণ ! জনক হৃহিতা নিপাপা হইলেও আমি লোকা-
 পগান ভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু
 আপনি আমাকে ক্ষমা করিতে সমর্থ হইবেন ; কুশীলব
 আমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বাহ্য হউক, এক্ষণে
 আমার শুদ্ধমতি জানকী পুনরায় শপথ করিয়া জগৎগুলে
 অবস্থিতি পূর্বক সানন্দ চিন্তা হউন। উৎকণ্ঠচিত্ত সহ-
 স্রাক প্রভৃতি দেবতার। ত্রিরাশচন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া
 ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া আগমন করিলেন। হৃষ্টান্তঃকরণ
 প্রজা সমাগম অবলোকন করিয়া কোষের বাসিনী বাস্পা-
 কুলমুখী অধোবদনা জনকহৃহিতা কৃতপ্রাঞ্জলিপুটে কহিতে
 লাগিলেন, আমি যেমন মনোমধ্যে রাম ভিন্ন অন্যকে
 এখন চিন্তা করি নাই, তাতা বহুধা আমার পাতাল প্রবেশ
 জন্য যেন চিত্তরূপ পথ প্রদান করিতে সমর্থ হন ;
 সীতা এইরূপে শপথ করিতেছেন, ইতি মধ্যে তাঁহার নিমিত্ত
 অতি অদ্ভুত, দিবা, অত্যন্ত সিংহাসন ভূতল হইতে প্রত্যেক
 উদ্ভিত হইল। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১।

লোক সমুদায়ের আশ্চর্য্য উপাদানের জন্য সীতার
 কলেবর সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি ধারণ করিল এবং পৃথিবী
 দেবী স্নেহ পরভক্তা হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ পূর্বক স্বগত
 কহিতে কহিতে তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া, রসাতল
 মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সীতাকে এইরূপ
 অবস্থাপন্ন হইলে স্বর্গ হইতে অবিরল কুসুম বর্ষণ হইতে লাগিল
 এবং দেবতার। যার পর নাই আমলিত চিত্ত হইয়া অতদ্ভূ
 সাধুবাদ চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষস্থ
 সুর সমূহ 'হে সীতে ! আপনার এরূপ সৌন্দর্য্য অযোগ্য' ইত্যাদি
 নানাবিধ বাক্য কহিতে লাগিলেন। কি অন্তরীক্ষে, কি পৃথিবীতে
 স্বাবর জঙ্গম সমুদায় লোক এই প্রকার কহিতে লাগিল।
 ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫।

সীতার শপথ হেতু মহাকাশ বানরদিগের মধ্যে কেহ বা
 এরূপ কথা বলিতে লাগিল—কেহ বা 'জানকী কোথায় গমন
 করিলেন', ইত্যাকার চিন্তা করিতে লাগিল—কেহ বা তাঁহার
 পাতাল গমন কালীন রূপ ধ্যান করিতে লাগিল—কেহ বা
 রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল—কেহ বা যেন

সীতা প্রবেশনং দৃষ্ট্। সৰ্বং সম্মোহিতং জগৎ ।
 রামস্ত সৰ্বং জ্ঞাতৈব ভবিষ্যৎকার্য্যগৌরবম্ ॥ ৪৮ ॥
 অজানমিব হুঃখেন শুশোচ জনকাস্তজাম্ ।
 ব্রহ্মণা স্বাষিভঃ সার্কিং বোধিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৪৯ ॥
 প্রতিবুদ্ধ ইব স্বধাক্ষকারানন্তরাঃ ক্রিয়াঃ ।
 বিসমর্জ স্বামীন্ সৰ্ব্বান্ স্বত্বিজো যে সমাগতাঃ ॥ ৫০ ॥
 তান্ সৰ্ব্বান্ ধনরত্নাদ্যৈস্তোষয়ামাস ভূরিণঃ ।
 উপাদায় কুমারো তো অ্যুযোধ্যামগমৎপ্রভুঃ ॥ ৫১ ॥
 তদাদিনিম্পৃহো রামঃ সৰ্ব্বভোগেষু সৰ্ব্বদা ।
 আত্মচিন্তাপরো নিত্যমেকাশ্তে সমুপস্থিতঃ ॥ ৫২ ॥
 একান্তে ধ্যাননিরতে একদা রাঘবে সতি ।
 জাহ্না নারায়ণং সাক্ষাৎকৌশল্যা প্রিয়বাদিনী ॥ ৫৩ ॥

সীতাকেই দর্শন করিতে লাগিল, পরে মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেই
 অচেতনবৎ তুচ্ছীভাব ধারণ করিল। রামদরিড্রা সীতার
 রসাতলে প্রবেশ সন্দর্শন করিয়া সমুদার জগৎ মুক্ত হইল।
 রামচন্দ্র ভবিষ্যতের সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াও জনকাস্তজার
 নিমিত্ত প্রাকৃতজনের মায় হুঃখ ও শরিতাপ করিতে লাগিলেন
 এবং ব্রহ্মা ও ঋষিগণ তাঁহাকে প্রবেশ দান করিতে লাগিলেন।
 । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ ।

রামচন্দ্র স্বপ্নাবস্থায় অবগত হইয়া যজ্ঞের অবশিষ্ট কার্য্য
 সমাধা করিলেন, অনন্তর ঋষি ও ঋত্বিক্ দিগকে বহুপরি-
 মাণে ধন ও ঐশ্বর্য্য দিয়া তার পর নাই সন্তুষ্ট করিয়া
 বিদায় করতঃ কুমার রমকে গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাপুরীমধ্যে
 আগমন করিলেন । ৫০ । ৫১ ।

একণে রামচন্দ্র যাবতীর পার্শ্বব পুংখ সর্বদাই পূর্য্যাপূর্য্য
 হইলেন এবং আপনার চিন্তার উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতিদিন

ভক্ত্যাগত্য প্রসন্নং তং প্রণতা প্রাহ স্বক্ৰোধীঃ ।
 রাম ! ত্বং অগতামাদিরাদিমধ্যান্তবর্জিতঃ ॥ ৫৪ ॥
 পরমাত্মা পরানন্দঃ পূর্ণঃ পুরুষ সৈশ্বরঃ ।
 জাতোহসি মে গর্ভগৃহে মম পুণ্যাতিরেকতঃ ॥ ৫৫ ॥
 অবসানে মমাপ্যন্য সময়েহভূদ্রঘুভম ! ।
 নাদ্যাপ্যবোধজঃ কুৎসো ভববন্ধো নিবর্ততে ॥ ৫৬ ॥
 ইদানীমপি মে জ্ঞানং ভববন্ধনিবর্তকম্ ।
 যথা সজ্জপতো ভূয়াত্তথা বোধয় মাং বিভো ! ॥ ৫৭ ॥
 নির্বেদবাদিনীমেবং মাতরং মাতৃবৎসলঃ ।
 দয়ালুঃ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা জরাজর্জরিতাং শুভাম্ ॥ ৫৮ ॥

বিজন স্থানে উপবিষ্ট থাকিতেন। একদিন রামচন্দ্র একান্তে
 উবেশন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলে প্রিয়ভাষিনী রামজননী
 কৌশল্যা তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণজামিতে পারিয়া সাতিশর
 হস্তোত্তঃকরণে ও তক্তিসহকারে আগমন পূর্ব্বক সন্দানন্দ
 রামচন্দ্রকে প্রণাম পুরঃসর কহিলেন, হে রাম ! তুমি
 অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আদি, মধ্য ও অন্ত বিবর্জিত ; তুমি পরমাত্মা,
 পরমানন্দ, পূর্ণব্রহ্ম সৈশ্বর, আমার পুণ্যাধিকা প্রযুক্তই আমার
 জঠরমধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। হে রঘুভম ! আমার বার্কিক্য
 দশা উপস্থিত, তোমারও অবতার লীলা অবসান প্রায় হইয়াছে,
 কিন্তু তোমার আনুযায়িকতা বশতঃ এই লামানা সংসার বন্ধন
 হইতে আমার কোন রূপ নিষ্কৃতি হইতেছে না ; অন্তএব হে
 বিভো ! এই অবসান সময়ে ভববন্ধন নিষ্কৃতি সম্বন্ধীর জ্ঞান
 বিষয়ক কিছু সংক্ষিপ্ত ভক্ত আশাকে প্রদান কর । ৫২ । ৫৩ ।
 । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ ।

দয়ালু, ধর্ম্মাত্মা ও মাতৃপরিহার রামচন্দ্র জরাজর্জরিতাং
 জরাজর্জরিতাং করিয়া নির্বেদবাদিনী, জরাজর্জরিতকলেবরা, ভব-
 লক্ষণসম্পন্ন স্বীয় গর্ভধারিণীকে কহিলেন, হে মাতঃ ! আমি

মার্গান্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তিসাধকাঃ ।
 কর্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিয়োগশ্চ শাস্বতঃ ॥৫৯॥
 ভক্তির্বিভিদিদ্যতে মাতন্ত্রিবিধা গুণভেদতঃ ।
 স্বভাবো যস্ত যন্তেন তস্ত ভক্তির্বিভিদিদ্যতে ॥ ৬০ ॥
 যস্ত হিংসাং সমুদ্दिश्य দন্তং মাংস্তুর্য়মেব বা ।
 ভেদদৃষ্টিশ্চ সংরম্ভী ভক্তো মে তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৬১ ॥
 ফলাভিসন্ধির্ভোগার্থী ধনকামো যশস্তথা ।
 অর্চাদৌ ভেদবুদ্ধ্যা মাং পূজয়েৎ স তু রাজসঃ ॥৬২॥
 পরস্মিন্মর্পিতং যস্ত কর্মনির্হরণায় বা ।
 কর্তব্যামিতি বা কুর্ধ্যান্তেদবুদ্ধ্যা সসাত্ত্বিকঃ ॥ ৬৩ ॥
 মদৃগুণাশ্রয়ণাদেব ময্যানন্তগুণালয়ে ।
 অবিচ্ছিন্না মনোরতির্বিধা গঙ্গাস্বনোহম্বুধৌ ।
 তদেব ভক্তিয়োগস্ত লক্ষণং নিগুণস্ত হি ॥ ৬৪ ॥
 অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তির্ময়ি জায়তে ।
 সা মে সালোক্য সামীপ্য সান্ধিঁ সাযুজ্যমেব বা ॥৬৫॥

ইতি পূর্বে বেদসম্বত ত্রিমার্গ বিষয় অর্থাৎ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ
 ও তৎপরে ভক্তিয়োগ উল্লেখ করিয়াছি । হে জননি! তম, রাজঃ
 ও সম্ভ এই তিনটির গুণভেদানুসারে ভক্তি তিন ভাগে বিভক্ত
 হয়, অর্থাৎ যাহার স্বরূপ স্বভাব, তাহার সেই স্বভাবদ্বারা
 ভক্তি বিভিন্ন লক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি হিংসা, শত্রুর দন্ত,
 পুত্ৰাভিলাষি, ফলরূপ মাংসল্য অর্থাৎ পরগুণেষু অরিমিত্রাদি
 বিষয়ে আগ্রহ করে, সেই আমার তামস ভক্ত বলিয়া উদ্ভিধিত
 হয় ; যে ব্যক্তি স্বর্গ ভোগেচ্ছা, ঐহিক যশঃ ও অর্থভিলাষ
 প্রকাশ করিয়া থাকে এবং ভেদ বুদ্ধি, হৃদীলাদি পূজা
 স্থান সংগ্ৰহ করিয়া আমাকে উপাসনা করিয়া থাকে সেই
 রাজস ; যে ব্যক্তি পাপ বিনাশ জন্য পূজা করিয়া আমাকে
 সমর্পণ করে এবং নিজবুদ্ধিদ্বারা শাস্ত্র কথিত অবস্থা কর্তব্য

দদাত্যপি ন গৃহ্ণন্তি ভক্তা মৎসেবনং বিনা ।
 স এবাত্যন্তিকো যোগো ভক্তিমার্গস্ত ভামিনি ! ॥৬৬॥
 মস্তাবং প্রাপ্নুয়ান্তেন অতিক্রম্য গুণত্রয়ম্ ।
 মহতা কামহীনেন স্বধর্মাচরণেন চ ॥ ৬৭ ॥
 কর্মযোগেন শস্তেন বর্জিতেন বিহিংসনম্ ।
 মদর্শনস্ততিমহাপূজাতিঃ স্মৃতিবন্দনৈঃ ॥ ৬৮ ॥
 ভূতেষু মস্তাবনয়া সঙ্কেনাসত্যবর্জনৈঃ ।
 বহুমানেন মহতাং হুঃখিনামনুকম্পয়া ॥ ৬৯ ॥
 স্বসমানেষু মৈত্র্যা চ যমাদীনাং নিষেবয়া ।
 বেদান্তবাক্যশ্রবণায়ম নামানুকীর্তনাং ॥ ৭০ ॥

কার্য সমূহ সম্পাদন করে, সেই সাত্ত্বিক । ৫৮ । ৫৯ । ৬০ ।
 ৬১ । ৬২ । ৬৩ ।

আমি অনন্তগুণের অধার ; যেমন জাহ্নবী জল সাগর
 মধ্যে মিলিত হইলে অভেদ বিষয়ত্ব হয়, সেইরূপ আমার গুণ
 হইতে অবিচ্ছিন্ন মনোরতি আমাতে সংমিলিত হইয়া অভেদত্ব
 প্রাপ্ত হয়। হে মাতঃ! ভক্তিয়োগ ও নিগুণের লক্ষণ
 ঠিক ঐরূপ জানিবেন। বিনা কারণে আমার উপর যে
 অব্যবহিতা ভক্তিই অমিয়। থাকে সেই ভক্তি মুক্তি আমার
 সামীপ্য, স্বরূপতা ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় ; যিনি আমার সেবা
 নিরত হইয়া মোক্ষাভিলাষী হয়েন, তিনি আমার প্রকৃত
 ভক্ত। হে ভামিনি! আমার সেবা না করিলে ভক্ত,
 কাহাকেও গ্রহণ করেন না। তিনি ভক্তি যোগদ্বারা মায়ী
 অতিক্রম করিয়া, অতি মহৎ, কাম বিহীন, নিত্য, নৈমিত্তিকরূপ
 সর্বধর্মাচরণেও মর্দক্য প্রাপ্ত হইবেন। ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ ।

যিনি কর্ম-যোগ সাধন করিয়া থাকেন, হিংসা বিরহিত
 হইয়া পূজা, স্তুতি ও বন্দনাদি করিয়া থাকেন, তিনিই আমার
 সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন, আমাকে চিন্তাপথে বন্ধ
 করিতে হইলে দুর্ভাগ্য পরিহার, অসত্য বিসর্জন, মহৎ
 ব্যক্তিদিগের বহুমান, হুঃখীদিগের প্রতি দয়া, আপনায়
 দমানাবহাপনদিগের সহিত মিত্রতা, যমনিয়ম, প্রাণায়াম

সংসঙ্গেনার্জবেনৈব হৃদয়ঃ পরিবৰ্জনাৎ ।
 কাঙ্ক্ষয়া মম ধর্মস্য পরিশুদ্ধাস্তুরো জনঃ ॥ ৭১ ॥
 মদৃশ্বশ্রবণাদেব যাতি মামঞ্জসা জনঃ ।
 যথা বায়ুবশাৎ গন্ধঃ স্বাশ্রয়াদ্ভ্রাণমাবিশেৎ ॥ ৭২ ॥
 যোগাভ্যাসরতং চিত্তমেবমাত্মানমাবিশেৎ ।
 সর্বেষু প্রাণিজাতেষু হৃদয়ান্না ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭৩ ॥
 তমজ্ঞাত্বা বিমূঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ ।
 ক্রিয়োৎপন্নৈর্নৈকভেদৈর্দ্রবৈর্গে'নাম্ব ! তোষণম্ ॥
 ভূতাবমানিনার্চায়ামর্চিতোহহং ন পূজিতঃ ॥ ৭৫ ॥

তাবশ্যামর্চয়েদেবং প্রতিমাদৌ স্বকর্ম্মভিঃ ।
 যাবৎসর্বেষু ভূতেষু স্থিতং চাত্মনি ন স্মরেৎ ॥ ৭৬ ॥
 যন্ত ভেদং প্রকুরুতে স্বাত্মনশ্চ পরশ্চ চ ।
 ভিন্নদৃষ্টৈর্ভয়ং যত্ন্যস্তস্য কুর্য্যাম সংশয়ঃ ॥ ৭৭ ॥
 মামতঃ সর্বভূতেষু পরিচ্ছিন্নেষু সংতিস্থম্ ।
 একং জ্ঞানেন মানেন মৈত্র্যা চার্চেদভিন্নধীঃ ॥ ৭৮ ॥
 চেতসৈবানিশং সর্বভূতানি প্রণমেৎ স্থধীঃ ।
 জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেণ সংস্থিতম্ ॥ ৭৯ ॥
 তস্মাৎকদাচিম্নেকৈত ভেদমীশ্বরজীবয়োঃ ।
 ভক্তিয়োগো জ্ঞানযোগো ময়া মাতরুদীরিতঃ ॥ ৮০ ॥

নিষেবন, বেদান্ত বাক্য আকর্ষণ, আমার নামসঙ্কীর্ণন, সং-
 সঙ্গের সহিত সরল ব্যবহার, অহং “কর্তা” এই বুদ্ধিঘারা
 আমার পূজাদিতে ইচ্ছা বিধান করা, পরিশুদ্ধাস্তুরো: করণ
 লোকের অবশ্য কর্তব্য। যেমন গন্ধবহন্যারা বাহিত হইয়া সৌরভ
 নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে; তজপ যে ব্যক্তি আমার চরিত্র বিষয়
 অবগন করে, সে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৬৮। ৭১। ৭২।
 ৭১। ৭২।

যে চিত্ত নিরন্তর যোগাভ্যাসে আসক্ত হয়, সেই
 পরমাত্মায় প্রবর্ত্তিত হয়; হে মাতঃ! আমি সর্বত্রই চেতন রূপে
 বিরাটমান আছি, স্তবরাং প্রাণি সমুদায় অশ্রদ্ধা করিয়া
 মাত্র আমি তাহাদিগের চেতন সম্পাদন করিয়া থাকি; হে
 অশ্বে! আমাকে সর্বভূতের চৈতন্য সম্পাদক জানিয়া
 বিমূঢ় ব্যক্তির গন্ধপুষ্পাদিঘারা পূজা করিয়া আমার
 সন্তোষ উৎপাদন করে না; সর্বপ্রাণির অপমানকারী ব্যক্তি
 যাবৎকাল আমার প্রতিমা পূজা না করে, তাবৎকাল আমার
 পূজা বা অর্চনা কিছুই হয় না। ৭৩। ৭৪। ৭৫।

আমি সর্বপ্রাণির মধ্যে অবস্থিত আছি, এইটা লোকে
 যতদিন না আপন স্মৃতি পথে আনয়ন করে, অর্থাৎ অবগত
 না হয়, তদবধি পূজাদিতে তাহার অধিকার নাই। যে ব্যক্তি
 আপনায় এবং অপরের মধ্যে ভিন্ন জ্ঞান করে, ঐ ভেদ
 দৃষ্টি বশতঃ তাহার মৃত্যু ভয় উপস্থিত হয়, তাহাতে কোন
 সংশয় নাই; আমাতে ও সর্বপ্রাণি মধ্যে পরিচ্ছিন্নরূপে
 সংস্থিত হইলেও অভিন্ন হৃদয় সর্বত্র এক জ্ঞানে ও এক
 মনে সর্বপ্রাণির উপর মিত্রভাবে আমাকে অর্চনা করে
 আমাকে সর্বভূতে জীবরূপে সংস্থিত অবগত হইয়া চেতনা
 প্রযুক্ত পণ্ডিত লোকে যাবতীর প্রাণিকে প্রণাম করিয়া থাকেন
 সেই কারণ তাহারা কদাচিৎ দেবর ও জীব মধ্যে কোনরূপ
 প্রভেদ পরিদর্শন করেন না। হে মাতঃ! আমি জ্ঞান যোগ ও
 ভক্তি যোগের সহিত প্রস্তারিত করিয়াছি। পুরুষ কেবল
 ভক্তি যোগদ্বারা পরিণামে জ্ঞান যোগ প্রাপ্ত হইবার জন্য
 আমি ভক্তি যোগে জীব সমূহের হৃদয়স্থ হইয়া আছি। হে
 মাতঃ! আপনি; আমাকে পুঞ্জরূপে নিরন্তর স্মরণ করিয়া

আলম্ব্যৈকতরং বাপি পুরুষঃ শময়চ্ছতি ।
 ততো মাং ভক্তির্যোগেন মাতঃ ! সৰ্ব্বহৃদিস্থিতম্ ॥৮১॥
 পুত্ররূপেণ বা নিত্যং স্তুত্বা শান্তিমবাশ্যসি ।
 শ্রুত্বা রামস্ত বচনং কোশল্যানন্দসংযুত ॥ ৮২ ॥
 রামং সদা হৃদি ধ্যায়া ছিত্বা সংসারবন্ধনম্ ।
 অতিক্রম্য নভীন্তিস্রোহপ্যাবাপ পরমাং গতিম্ ॥৮৩॥

শান্তিভোগ করিবেন ; কোশল্যা রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া
 সান্তিশর আনন্দিতা হইলেন । ৭৬ । ৭৭ । ৭৮ । ৭৯ । ৮০ ।
 ৮১ । ৮২ ।

রাম জননী কোশল্যা সংসার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া হৃদয় মধ্যে
 রামচন্দ্রকে অনুকণ ধ্যান করতঃ সন্তুষ্টাঃ ও তম এই গুণত্রয়
 অতিক্রম পূৰ্ব্বক পরমাগতি প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর কৈকেয়ী
 পরিতপ্ত, ভক্তিসংযুক্ত ও প্রশান্ত অন্তঃকরণে রঘুনাথকে

কৈকেয়ী চাপি যোগং রঘুপতিগদিতং পূৰ্বমেবাধিগম
 শ্রদ্ধাভক্তিপ্রশান্তা হৃদি রঘুতিলকং ভাবয়ন্তী গতাসুঃ ।
 গত্বা স্বর্গং স্মরন্তী দশরথসহিতা মোদমানাবতশ্চে
 মাতা শ্রীলক্ষ্মণস্তাপ্যতিবিমলমতিঃ প্রাপ ভতুঃ সমীপম্

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 উত্তরকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায় ।

স্মরণ করিয়া চিত্রকূট পৰ্ব্বতে গমন পূৰ্ব্বক রঘুকুলটুড়ামা
 রামচন্দ্রকে চিত্রা করিতে লাগিলেন, পরে সাঙ্লান্দম
 স্বর্গ গমন করিয়া রাজা দশরথের সহিত কেলি সংযুক্ত
 হইয়া অবস্থান করিলেন এবং এক্ষণে অতি বিমল হৃদ
 শ্রীলক্ষ্মণ জননী স্মিত্রা রঘুরাজ দশরথের সঙ্গ প্রাপ্ত
 হইলেন । ৮৩ । ৮৪ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 উত্তরকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ কালে গতে কস্মিন্
ভরতো ভীমবিক্রমঃ ।
যুধাজিতা মাতুলেন হ্যাহুতো-
ইগাং সৈনিকঃ ॥ ১ ॥
রামাঙ্জয়া গতাস্তত্র
হত্বা গন্ধর্ব নায়কান্ ।
তিস্রঃ কোটিঃ পুরে ধ্বংস-
নিবেশ্য রঘু নন্দনঃ ॥ ২ ॥
পুষ্করং পুষ্পরাবত্যাং
তক্ষং তক্ষশিলাস্বয়ে ।
অভিষিচ্য হুতো তত্র
ধনধান্য মুহুদ্বুতো ॥ ৩ ॥

পুনরাগত্য ভরতো
রাম সেবাপরোহভবৎ ।
ততঃ প্রীতো রঘুশ্রেষ্ঠো
লক্ষ্মণং প্রাহ সাদরম্ ॥ ৪ ॥
উভৌ কুমারৌ সৌমিত্রে !
গৃহীত্বা পশ্চিমাং দিশম্ ।
তত্র ভিল্লান্ বিনির্জিত্য
দুষ্টান্ সৰ্বাপকারিণঃ ॥ ৫ ॥
অঙ্গদশ্চিত্রকেতুশ্চ
মহাসত্ত্ব পরাক্রমো ।
দ্বয়ো ধ্বংসনগরে কৃত্বা
গজাশ্ব ধনরত্নকৈঃ ॥ ৬ ॥
অভিষিচ্য হুতো তত্র
শীঘ্রমাগচ্চ মাং পুনঃ ।

মহাদেব কহিলেন, অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত ভরত স্বদেশ নিকটবর্তী গন্ধর্ব বধার্থ মাতুল কর্তৃক আহত হইলে সৈন্য বহির্গত হইয়া রামাঙ্জয় তিনকোটি গন্ধর্বনায়ক বিনাশ করিলেন; অনন্তর তিনি পুষ্কর এবং পুষ্কর-বত্যা নামক নগরীদ্বয় ধনধান্য প্রপূরিত ও বহু বান্ধব পরিবৃত্ত করিয়া স্বকীয় পুত্রদ্বয় তক্ষ ও তক্ষশীলকে তথাকার রাজ্য পদে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর ভরত প্রত্যাগমন পূর্বক শ্রীরাম-চন্দ্রের সেবার নিবৃত্ত হইয়া রহিলেন। পরে রঘুশ্রেষ্ঠ

রামচন্দ্র পরম প্রীতান্তঃকরণে ও সাদরে ভ্রাতৃপারায়ণ অনুজ লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে সৌমিত্রে ! তুমি স্বীয় পুত্রদ্বয় সমভি-বাহারে পশ্চিমদিকস্থ সৰ্বাপহারী দুঃখী ভিল্লদিগকে জয় করণানন্তর দুইটি নগর গজাশ্ব, ধন ও রত্ন দ্বারা বিভূষিত করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্গদ ও চিত্রকেতুকে তথায় অভিষেক পূর্বক পুনর্বার শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবে। সৌমিত্রি লক্ষ্মণ শ্রীরাম-চন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, হর, হস্তি ও সৈন্যাদি

রামস্ফাট্যাং পুরস্কৃত্য
 গজাশ্ব বলবাহনঃ ॥ ৭ ॥
 গত্ত্বা হস্তা রিপূন্ সৰ্ব্বান্
 স্থাপয়িত্বা কুমারকৌ ।
 সৌমিত্রিঃ পুনরাগত্য
 রামসেবাপরোহভবৎ ॥ ৮ ॥
 ততস্তু কালে মহতি প্রয়াতে
 রামং সদা ধৰ্ম্মপথেস্থিতং হরিম্ ।
 দ্রষ্টুং সমাগাদৃষিবেশধারী ।
 কালস্ততো লক্ষ্মণমিত্যুবাচ ॥ ৯ ॥
 নিবেদয়স্বাতিবলস্য দূতং
 মাং দ্রষ্টুকামং পুরুষোত্তমায় ।
 রামায় বিজ্ঞাপনমস্তি তস্মা
 মহর্ষিষুখ্যস্ত চিরায় ধীমন্ ॥ ১০ ॥
 তস্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা
 সৌমিত্রি স্তুরয়াস্বিতঃ ।

আচচক্ষেহথ রামায় স
 সংপ্রাপ্তং তপোধনম্ ॥ ১১ ॥
 এবং ক্রবস্তুং প্রোবাচ
 লক্ষ্মণং রাঘবো বচঃ ।
 শীঘ্রং প্রবেশ্যতাং তাত !
 মুনিঃ সংকার পূর্বকম্ ॥ ১২ ॥
 লক্ষ্মণস্ত তথেষ্টাত্মা
 প্রাবেশয়ং তাপসম্ ।
 স্বতেজসা জলস্তং তং
 যুতসিক্তং যথানলম্ ॥ ১৩ ॥
 সোহভিগম্য রঘুশ্রেষ্ঠং
 দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ।
 মুনির্শ্বধুরবাক্যেন
 বর্ধস্বৈত্যাহ রাঘবম্ ॥ ১৪ ॥
 তস্মৈ স মুনয়ে রামঃ
 পূজাং কৃৎবা যথাবিধি ।

এহণ পূর্বক যাবতীর শত্রু বিনাশ করিলেন এবং কুমার দ্বয়কে
 তথাকার রাজ পদে অভিষিক্ত করিয়া পুনশ্চ প্রত্যাবর্তন পূর্বক
 জীরামের সেবার অনুরক্ত হইলেন । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ ।
 এইরূপে বহুকাল বিগত হইলে, একদিন ঋষিবেশধারী কাল নির-
 স্তর ধনানুরাগী জীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে
 লক্ষ্মণ সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে ধীমান্ ! আমি
 পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করি-
 রাছি, অতএব অতি শীঘ্র গমন করিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠের বিজ্ঞাপন
 রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন কর । লক্ষ্মণদেব তাঁহার বাক্য

শ্রবণ করিয়া অতি দ্রুত পদে জীরাম সমীপে উপনীত হইয়া
 ঋষির আগমন বার্তা বিজ্ঞাপন করিলেন ; রঘুনাথ অনুজ্ঞা
 বাক্যাকর্ণন করিয়া কহিলেন, হে তাত ! তুমি মুনিকে অতি
 সমাদরে সংকার পূর্বক শীঘ্র গৃহমধ্যে আনয়ন কর । ১ ।
 ১০ । ১১ । ১২ । লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা শীঘ্রোদ্যোগ্য করিয়া
 সযত্নতাপনের নায় স্বতেজ জলস্ত তপোধনকে পরম সমাদরে
 গৃহাভ্যন্তরে আনয়ন করিলেন ; অমন্তর স্বতেজ, দীপ্তমান,
 মুনিপুংগব রঘুনাথের নিকট গমন করিয়া অতি মধুর বাক্যে
 রাঘবকে বলিলেন, আপনি তুরাজ্য অপেক্ষা স্বর্গরাজ্য লাভে
 উদ্যোগী হউন । রামচন্দ্র মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া যথো-

পৃষ্ঠানাময়মব্যগ্রো রামঃ
 পৃষ্ঠোহথ তেন সঃ ॥ ১৫ ॥
 দিব্যাসনে সমাসীনো
 রামঃ প্রোবাচ তাপসম্ ।
 যদর্থ মাগতোহসি
 হুমিহ তৎপ্রাপয়স্ব মে ॥ ১৬ ॥
 বাক্যেন চোদিত স্তেন
 রামেণাহ মুনির্বচঃ ।
 ব্রহ্মমেব প্রয়োক্তব্যম্-
 অনালক্ষ্যন্তু তদ্বচঃ ॥ ১৭ ॥
 নান্থেন চৈতৎ শ্রোতব্যং
 নাখ্যাতব্যং চ কস্য চিৎ ।
 শৃণুয়াদ্ বা নিরীক্ষেদ্ বা
 যঃ স বধ্যস্তয়া প্রভো ! ॥ ১৮ ॥

তথেতি চ প্রতিজ্ঞায়
 রামো লক্ষ্মণম্ ব্রবীৎ ।
 তিষ্ঠ ত্বং হারি সৌমিত্রে !
 নায়াস্তত্র জনো রহঃ ॥ ১৯ ॥
 যদ্যাগচ্ছতি কো বাপি
 স বধ্যো মে ন সংশয়ঃ ।
 ততঃ প্রাহ মুনিং রামো
 যেন বা ত্বং বিসর্জিতঃ ॥ ২০ ॥
 যন্তে মনীষিতং বাক্যং
 তদ বদস্ব মমাগ্রতঃ ।
 ততঃ প্রাহ মুনির্বাক্যং
 শৃণু রাম ! যথাতথম্ ॥ ২১ ॥
 ব্রহ্মণা প্রেষিতোহস্মীশ !
 কার্যার্থে তেহস্তিকং প্রভো ! ।

পযুক্ত বিধানানুসারে তাঁহাকে পূজা করিলে, মুনি তাহার
 অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন ; শ্রীরামও তাঁহার কুশল বার্তা
 জিজ্ঞাসা করিলেন । অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র দিব্যাসনে উপবেশন
 করিয়া তপোধনকে বলিলেন, আপনি এখানে যাহার নিমিত্ত
 আগমন করিয়াছেন তাহঁদের আমার নিকট সবিস্তার প্রকাশ
 করুন । রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে, মুনিবর কহিলেন, আমার বিশেষ
 যুঁচ রহস্য আছে, কিন্তু তাহা অন্যের নিকট অব্যক্তব্য বলির
 অতি গুপ্তভাবে কহিব ; হে প্রভো ! আপনি ভিন্ন অপরা
 কেহই তাহা শ্রবণ করিবে না বা আপনি কাহাকেও বলিবেন
 না । স্বীকার করুন, যে, যদি কেহ অন্তরাল হইতে শ্রবণ বা
 নিরীক্ষণ করে সে আপনার বধ্য । রামচন্দ্র মহর্ষির বাক্যে

প্রতিজ্ঞা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, হে সৌমিত্রেয় ! তুমি
 এই দ্বারদেশে অবস্থান কর, দেখিও কেহ যেন এই রহস্য
 জানে না আইসে, কিন্তু যদি কেহ উপনীত হয়, সে নিশ্চয়ই
 আমার বধ্য । পরে মুনি কহিলেন, যে কোন লোক
 যাউক না কেন কিন্তু তুমি বিসর্জিত হইবে । ১৩ । ১৪ । ১৫ ।
 ১৬ । ১৭ । ১৮ । ১৯ । ২০ ।

অনন্তর শ্রীরাম কহিলেন, এক্ষণে আপনার মনোভিলষিত
 বাক্য আমার নিকট প্রকাশ করুন, তৎপ্রবণে মুনি বলিলেন,
 হে শ্রীরাম ! এক্ষণে আমার সত্য বাক্য শ্রবণ করুন । হে
 প্রভো, হে জগদীশ্বর ! কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ব্রহ্মা
 আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । হে দেব ! হে

অহং হি পূর্বজো দেব !

তব পুত্রঃ পরন্তপ ! ॥ ২২ ॥

মায়া সঙ্গমজো বীর !

কালঃ সর্বহরঃ স্মৃতঃ ।

ব্রহ্মা হ্যামাহ ভগবান্

সর্বদেবর্ষি পূজিতঃ ॥ ২৩ ॥

রক্ষিতুং স্বর্গ লোকস্ত

সময়ন্তে মহামতে ! ।

পুরা হুমেক এবাসী-

লোকান্ সংহত্য মায়া ॥ ২৪ ॥

ভার্যয়া সহিত স্ত্রং

মামাদৌ পুত্রমজীজনঃ ।

তথা ভোগবতং নাগ-

মনন্তমুদকেশয়ম্ ॥ ২৫ ॥

মায়া জনয়িত্বা ত্বং

দ্বৌ সমাত্তৌ মহাবলৌ ।

মধুকৈটভকৌ দৈত্যৌ

হত্বা মেদোহস্থিসঞ্চয়ম্ ॥ ২৬ ॥

ইমাং পর্বত সম্বন্ধাং

মেদিনীং পুরুষবভ !

পদ্মে দিব্যার্ক সংকাশে

নাভ্যামুৎপাদ্য মামপি ॥ ২৭ ॥

মাং বিধায় প্রজাধ্যক্ষং

ময়ি সর্বং নৃবেদয়ৎ ।

সোহহং সংযুক্তসংভার-

স্ত্রামবোচং জগৎপতে ! ॥ ২৮ ॥

রক্ষাং বিধৎস্ব ভূতেভ্যো

যে মে বীৰ্য্যাপহারিণঃ ।

ততস্ত্বং কশ্যপাজ্জাতো

বিষ্ণুর্কীর্তনরূপ ধ্বক্ ॥ ২৯ ॥

পরন্তপ! আমি আপনার সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ সৃষ্টির অনেক পূর্বে আপনি আমাকে সজ্জন করিয়াছেন। হে বীর! আমি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সঙ্গ—সমুদায় পদার্থ সংহারী কাল নামে বিখ্যাত। মহামতে! এক্ষণে সর্বদেবর্ষি পূজিত ভগবান্ ব্রহ্মা আপনাকে বলিয়াছেন যে, আপনার অবতার অবসান হইয়াছে, অতএব এক্ষণে স্বর্গ লোক রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বে আপনি মায়া দ্বারা অনাবৃত থাকিয়া অভেদরূপে একই ছিলেন; অত্রে আমাকে মায়া সহিত পুত্ররূপে, পরে ভোগবত অনন্ত নাগকে সজ্জন করিয়াছেন, অতঃপর আপনি নিজমায়া দ্বারা সপরাক্রমী মধুকৈটভ নামে দুইটি মহাবলশালী দৈত্যকে সজ্জন করিয়া পুনর্বার

তাঁহাদিগকে সংহার পূর্বক মেদাস্থি সঞ্চয় স্বরূপ এই পর্বত সম্বন্ধা বসুন্ধরা সজ্জন করিয়াছেন। তৎকণ অকণ সদৃশ আপনার নাভি পদ্ম হইতে আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন, হে জগৎপতে! আপনি আমাকে প্রজাপুঞ্জের অধ্যক্ষ করিয়া আমার উপর তাঁহাদিগের উৎপাদন, লালনপালনাদি যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়াছেন। আমিও ঐ কার্য্য করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া স্বকীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছি—কিন্তু অধুনা আমার প্রজাপীড়নকারী হ্রাশ্বাদিগের বধসাধন করিয়া আমাকে রক্ষা করুন, হে ধরণীধর! আপনি ঐ কারণ পর-তন্ত্র হইয়া কশ্যপের ঔরসে বামনরূপী হইয়া জন্ম গ্রহণ পূর্বক রাক্ষসগণ বিনাশ করিয়া পৃথিবীর ভার দূরীভূত

হস্তবানসি ভূভারং
 বধা দ্রক্ষো গণশ্চ চ ।
 সৰ্ব্বাসুং সার্থ্যমাণাস্থ
 প্রজাস্থ ধরণীধর ! ॥ ৩০ ॥
 রাবণশ্চ বধাকাজ্ঞকী
 মর্ত্যালোক মুপাগতঃ ।
 দশবর্ষ সহস্রাণি
 দশবর্ষ শতানি চ ॥ ৩১ ॥
 কৃষ্ণা বাসশ্চ সময়ং
 ত্রিদশেষ্বাত্মনঃ পুরা ।
 স তে মনোরথঃ পূর্ণঃ
 পূর্ণে চামুষি তে নৃষু ॥ ৩২ ॥
 কালস্তাপস রূপেণ
 ত্বং সমীপ মুপাগমম্ ।

ততো ভূয়শ্চ তে বুদ্ধি-
 যদিরাজ্য মুপাসিতুম্ ॥ ৩৩ ॥
 ততথা ভব ভদ্রং তে
 এবমাহ পিতামহঃ ।
 যদি তে গমনে বুদ্ধি-
 দেবলোকং জিতেন্দ্রিয় ! ॥ ৩৪ ॥
 সনাথা বিষ্ণুনা দেবা
 ভবন্তু বিগত জ্বরঃ ।
 চতুশ্চুর্ধ্বশ্চ তদ্ বাক্যং
 শ্রুত্ব কালেন ভামিতম্ ॥ ৩৫ ॥
 হসন্ রামস্তদা বাক্যং
 কৃৎস্নস্যাস্তকম ব্রবীৎ ।
 শ্রুতং তব বচো মেহদ্য
 মমাপীকৃতরং তু তৎ ॥ ৩৬ ॥

করতঃ প্রপীড়িত প্রজা সমূহকে রক্ষা করুন ; আপনি
 লক্ষাধিপতি দশাননকে বিনাশ করিবার মানসে মর্ত্যালোকে
 আসিয়া দশসহস্র ও দশশত বৎসর কাল অবস্থিতি করিতে-
 ছেন । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ ।
 ৩০ । ৩১ ।

ইতিপূর্বে ত্রিদিব মধ্যে স্বকীর অবস্থিতির কাল সমুত্তীর্ণ
 হইলে, আপনি নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন । আপাততঃ
 আপনার অবতরণ সময় প্রায় অতীত হইতে দেখিয়া আমি
 “কাল” তাপসরূপ পরিগ্রহ পূর্বক আপনার সমীকটে

আগমন করিয়াছি । অধুনা স্বকীর মনোরম রাজ্য সুখ
 উপভোগ করিতে যদি আপনার বাসনা থাকে, তাহা হইলে
 হে জিতেন্দ্রিয় ! পিতামহ বলিয়াছেন, যে আপনি ভব সৌভাগ্য
 সন্তোগ করুন, মতেৎ যদি দেবলোকে গমন করিতে আপনার
 ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে দেবতার বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া সনাথ
 এবং বিগত জ্বর হইবেন । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ ।

কাল মুখে চতুশ্চুর্ধ্ব ব্রহ্মার কথা জবণ করিয়া জীরাম
 হাস্য করিয়া কালকে কহিলেন, আজ ভোমার নিকট হইতে
 আমার ইচ্ছিতর বাক্য সমুদার শ্রবণ করিলাম । ৩৬ ।

সন্তোষঃ পরমো জ্ঞেয়-
 স্তৃদাগমন কারণাৎ ।
 ত্রয়াণামপি লোকানাং
 কার্যার্থং মম সম্ভবঃ ॥ ৩৭ ॥
 ভদ্রং তেহস্তাগমিষ্যামি
 যত এবাহ মাগতঃ ।
 মনোরথস্ত সংপ্রাপ্তো
 ন মেহত্ৰাস্তি বিচারণা ॥ ৩৮ ॥
 মৎসেবকানাং দেবানাং
 সর্বকাৰ্য্যেষু বৈ ময়া ।

হে কাল ! তুমি মুনিবেশ পরিগ্রহ করিয়া আমার সহিত
 সাক্ষাৎ করিবার মানসে মর্ত্যলোকে আগমন করিয়াছ তুমি,
 আমার সাতিশয় সন্তোষ লাভ হইয়াছে। এক্ষণে আমার
 পক্ষে স্বর্গ, মর্ত্য, ও পাতালের কার্য্য সর্বতোভাবে সম্পাদন
 করা কর্তব্য; আপাততঃ ভুলোকের কার্য্য অবসান হইয়াছে,
 সুতরাং এখানে আর অধিককাল অবস্থানের প্রয়োজন নাই।
 হে কাল ! তোমার মঙ্গল হউক; আমি যে কারণ অবলম্বন
 করিয়া মর্ত্যলোকে আগমন করিয়াছিলাম, সেই কারণেই পুন-
 র্কার ইহলোকে আগমন করিব, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।
 কিন্তু ইদানীং তুমি যে আমার নিকট আসিয়াছ, তাহাতেই
 আমার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং আমার আর
 কোনরূপ বিচারের অবশ্যকতা নাই। মদীয়াসেবা পরিত্যক্ত
 দেবতা মণ্ডলীদিগের যাবতীয় কার্য্য আমার দ্বারা সম্পাদিত
 হইয়া থাকে। হে পুত্র ! জামিরে মারা দ্বারাই সমুদায়
 পদার্থ অবস্থানশীল অর্থাৎ ইত্যন্তঃ বে সমস্ত বস্তু অবলোকন
 করিতেছ, তৎসমুদায়ই মারা কর্তৃক সৃজিত ও রক্ষিত, এবং

স্বাভব্যং মায়য়া পুত্র !
 যথা চাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৯ ॥
 এবং তয়োঃ কথয়তো-
 দুর্বাসা মুনিরভ্যাগাৎ ।
 রাজ দ্বারং রাঘবসা-
 দর্শনাপেক্ষয়াদৃতম্ ॥ ৪০ ॥
 মুনির্লক্ষ্মণমাসাদ্য
 দুর্বাসা বাক্যমব্রবীৎ ।
 শীঘ্রং দর্শয় রামং মে
 কার্য্যং মেত্যন্তমাহিতম্ ॥ ৪১ ॥
 তচ্ছ ত্বা প্রাহ সৌমিত্রি-
 মুনিং জ্বলনতেজসম্ ।
 রামেণ কার্য্যং কিং তেহদ্য-
 কিং তেহভীষ্টং করোম্যহম্ ? ॥ ৪২ ॥

শিতামহ প্রজাপতিও এবিষয় সম্বন্ধে কহিয়াছেন। ৩৭। ৩৮।
 ৩৯।

ঐরামচন্দ্রের সহিত কালের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে,
 ইত্যবসরে দুর্বাসা মুনি রঘুনাথ লক্ষ্মণ লালসার লক্ষ্মণ রক্ষিত
 দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন, অনন্তর তিনি লক্ষ্মণ-
 দেবকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া বলিলেন, আমি কোন
 বিষয়কার্য্যানুরোধে ঐরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার
 জন্য আগমন করিয়াছি, অতএব এক্ষণে তুমি শীঘ্র তাঁহার
 সহিত সাক্ষাৎ করাও; রামাভূজ দুর্বাসার বাক্য শ্রবণ করিয়া
 পাবক সদৃশ তেজঃপুঞ্জশালী মুমিকে কহিলেন, অন্য ঐরামের
 সহিত আপনাদি কি কার্য্য আছে, আমার আপনাদি বাসনাই বা কি

রাজা কার্যান্তরে ব্যগ্রো
 মুহূর্তং সংপ্রতীকৃতাম্ ।
 তচ্ছ ত্বা ক্রোধসন্তপ্তো
 মুনিঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥ ৪৩ ॥
 অগ্নিন্ ক্ষণে তু সৌমিত্রে !
 ন দর্শয়সি চেদ্বিভুম্ ।
 রামং সবিসয়ং বংশং
 ভগ্নীকুর্য্যাম্ সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
 শ্রেষ্ঠা তদ্বচনং ঘোর-
 মুখে হৃৎকাসসো ভূশম্ ।
 স্বরূপং তস্য বাক্যস্য
 চিস্তয়িত্বা স লক্ষণঃ ॥ ৪৫ ॥
 সর্বনাশাঙ্করং মেহদ্য
 নাশো হোকস্য কারণাৎ ।

নিশ্চিত্যৈবং ততো গত্বা
 রামায় গ্রাহ লক্ষণঃ ॥ ৪৬ ॥
 সৌমিত্রেবচনং শ্রেষ্ঠা
 রামঃ কালং ব্যসর্জয়ৎ ।
 শীঘ্রং নির্গম্য রামোহপি
 দদর্শাত্রেঃ স্ততং মুনিম্ ॥ ৪৭ ॥
 রামোহভিবাদ্য সংপ্রীতো
 মুনিং পপ্রচ্ছ সাদর ।
 কিং কার্যং তে করোমীতি
 মুনিমাহ রঘুভূমঃ ॥ ৪৮ ॥
 তচ্ছ ত্বা রামবচনং
 হৃৎকাসা রামমব্রবীৎ ।
 অদ্য বর্ষসহস্রাণা-
 যুপবাস সমাপনম ॥ ৪৯ ॥

অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আমি করিতেছি ; কারণ মহারাজ
 অপর কার্যে সাতিশয় ব্যস্ত, অতএব মুহূর্তকাল প্রতীক্ষা করুন।
 তচ্ছবণে মহর্ষি ক্রোধাক্ত হইয়া সৌমিত্রানন্দনকে কহিলেন,
 “রে সৌমিত্রে ! এই দণ্ডে যদি তুই জগদীশ্বর রামকে না
 দেখাস, তাহা হইলে রামকে বিশেষতঃ রঘুবংশ একবারে
 ভগ্নীভূত করিয়া ফেলিব, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।”
 লক্ষণ মহাতেজস্বান্ মহর্ষি হৃৎকাসার এইরূপ ভয়াবহ বচন
 আকর্ণন করিয়া, তাঁহার বাক্যের স্বরূপত্ব বিবয় ইত্যন্ততঃ
 চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে স্থির করিলেন যে, এক মহর্ষি
 হৃৎকাসার কারণে সর্বোন্মোহ হওয়া অপেক্ষা, অদ্য আমায়ই
 মৃত্যু সর্বভোক্তাবে প্রায়শ্চর্য্য। এই প্রকার কৃতবিশ্বাস হইয়া
 লক্ষণ মুনিকে যারদেখে রক্ষা করিয়া অতি ক্রতপদে

শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে উপনীত হইয়া সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন
 করিলেন। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬।

রঘুকুলভিলক রামচন্দ্র অমৃতের বাক্য শ্রবণ করিয়া কালকে
 পরিভ্যাগ পূর্বক ত্বরিত পদে বহির্দেশে আগমন করিয়া
 অত্রিপুত্র হৃৎকাসা মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং যার পর
 নাই প্রীতান্তঃকরণে তাঁহাকে পাদ্যাদিদি দ্বারা অভিবাদন
 পূর্বক পরম সমাদরের সহিত কহিলেন, হে মুনিপুত্রব !
 আমাকে আদেশ করুন, আপনার কি কি কার্য্য সম্পাদন
 করিতে হইবে। হৃৎকাসা শ্রীরামের বাক্য শুনিয়া কহিলেন,
 আমি এক সহস্র বৎসর কাল উপবাস করিয়া আছি, এক্ষণে
 সেই উপবাস সমাপ্ত হইয়াছে, অতএব, হে রঘুবর !

অতো ভোজনমিচ্ছামি
 সিদ্ধং যতে রঘুভূতম্ ! ।
 রামো মুনিবচঃ শ্রুত্বা
 সম্ভোষণে সমম্বিতঃ ॥ ৫০ ॥
 সসিদ্ধমগ্নং মুনয়ে
 যথাবৎ সমুপাহরৎ ।
 মুনিভূংক্ত্বাম্মমমৃতং
 সন্তুষ্টঃ পুনরভ্যাগাৎ ॥ ৫১ ॥
 স্বেগাশ্রমং গতে তস্মিন্
 রামঃ সম্মার ভাষিতম্ ।
 কালেন শোকহুঃখার্থো
 বিমনাশ্চাতি বিহ্বলঃ ॥ ৫২ ॥
 অবাঙ্মুখো দীনমনা
 ন শশাকান্তিভাষিতুম্ ।

মনসা লক্ষণং জ্ঞাত্বা
 হতপ্রায়ং রঘুদ্বহঃ ॥ ৫৩ ॥
 অগাঙ্মুখো বভূবাত্থ
 তৃষ্ণামেবাখিলেশ্বরঃ ।
 ততো রামং বিলোক্যাহ
 সৌমিত্রিহুঃখমংগুতম্ ॥ ৫৪ ॥
 তৃষ্ণীং ভূতং চিন্তয়ন্তং
 গর্হন্তং স্নেহ বন্ধনম্ ।
 মৎ কৃতে ত্যজ সম্ভাপং
 জহি মাং রঘু নন্দন ! ॥ ৫৫ ॥
 গতিঃ কালস্য কলিতা
 পূর্বমেবেদৃশী প্রভো ! ।
 হ্রয়ি হীনপ্রতিজ্ঞে তু
 নরকো মে ধ্রুবং ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥

ইদানীং সিদ্ধায় ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ; রামচন্দ্র মহর্ষির বাক্য প্রতিগোচর করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহর্ষির নিমিত্ত বধোপযুক্ত সিদ্ধায় সমাহরণ করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন ; দুর্কাসাও অমৃততুল্য অন্নাদি ভোজন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন । ৪৭।৪৮।৪৯। ৫০।৫১।

একণে মহর্ষি বাশ্রে প্রতিনিবৃত্ত হইলে কালের নিদারুণ বাক্য রঘুনাথের স্মৃতি পাথে জাগরুক হইল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি শোক ও হুঃখে নিরতিশয় বিমনা ও বিহ্বল হইলেন । একণে আপনীর স্নেহাপদ অক্লু লক্ষণ নির্কানিত হইতেছে মনে মনে এই ভাবিয়া কিং কর্তব্য বিমুঢ় হইলেন । আর তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হয় না—মন সর্বদাই প্রতি

দীনভাবাপন্ন সুতরাং লক্ষণকে কালের রূতাস্ত কিছুই বলিতে সক্ষম হইলেন না । ৫২।৫৩।

অনন্তদেব লক্ষণ ব্রহ্মাণ্ডপতি রামচন্দ্রকে নির্কাক বদন তৃষ্ণাস্তাবাপন্ন এবং নিরতিশয় বিষয় সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, হে রঘুনাথ ! আমার উপর আপনার অকপট স্নেহ নিবন্ধন আপনি মৎপ্রতি কোনরূপ অহিতাচরণ করিতে অক্ষম, এবং ঐ স্নেহ হেতু আমাকে বিনাশ করিতে অন্ত—কিন্তু তাহা না করিলে আপনাকে প্রতিজ্ঞা তজ-রূপ পাশে লিপ্ত হইতে হয়, মনমধ্যে এই সমুদায় বিষয় আন্দোলন করিয়া আপনি মৌনাবলম্বন করিয়াছেন । হে প্রভো ! আপনি আমার জন্য সম্ভাপ পরিহার পূর্বক আমাকে বিনাশ বকন ; কালের গতি পরিবর্তন অসাধ্য, ইহা অবশ্যস্বারী—দেখুন আমার বিষয় চিন্তা করিলে আপনি সজ্ঞ প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হই-

ময়ি প্রীতি যদি ভবেং
 দানুগ্রাহতা তব ।
 ত্যক্তা শঙ্কাঃ জহি প্রাজ্ঞ !
 মা মা ধর্ম্যং ত্যজ প্রভো ! ॥ ৫৭ ॥
 সৌমিত্রিণোক্তং তচ্ছ ত্বা
 রামশ্লিত মানসঃ ।
 আহুয় মস্ত্রিণঃ সর্বান্
 বশিষ্ঠং চেদ মব্রবীং ॥ ৫৮ ॥
 মুনৈ রাগমনং যত্ন
 কালস্তাপি হি ভাষিতম্ ।
 প্রতিজ্ঞা মাত্মনশ্চৈব
 সর্ব মাবেদয়ৎপ্রভুঃ ॥ ৫৯ ॥
 শ্রুত্বা রামস্য বচনঃ

মস্ত্রিণঃ সপুত্রোহিতাঃ ।
 উচুঃ প্রাজ্ঞলয়ঃ সর্বৈ
 রাম মল্লিক্কারিণম্ ॥ ৬০ ॥
 পূর্বমেব হি নির্দিষ্টং
 তব ভূভার হারিণঃ ।
 লক্ষ্মণেন বিয়োগস্তে
 জ্ঞাতো বিজ্ঞান চক্ষুষা ॥ ৬১ ॥
 তাজাশু লক্ষ্মণং রাম !
 মা প্রতিজ্ঞাং ত্যজ প্রভো !
 প্রতিজ্ঞাতে পরিত্যক্তে
 ধর্ম্যে ভবতি নিষ্ফলঃ ॥ ৬২ ॥
 ধর্ম্যে নষ্টেহখিলে রাম !
 ত্রৈলোক্যং নশ্বতি ধ্রুবম্ ।
 যং তু সর্বস্য লোকস্য
 পালকোহসি রঘুত্তম ! ॥ ৬৩ ॥

বেন এবং আমাকেও নিশ্চয় নিরস্তরগামী হইতে হইবে ; যদি
 আমার প্রতি আপনার প্রসন্নতা এবং অনুগ্রহ থাকে, তাহা
 হইলে, হে প্রভো ! শোক ও মোহ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে
 বিনষ্ট করুন—হে প্রভো ! কখনি ধর্ম্য পরিত্যাগ করিবেন না,
 কারণ তাহা হইলে আপনার প্রতিজ্ঞা পালন হয়, অধিকন্তু
 প্রতিজ্ঞা পালনই কত্রিদিগের প্রধান ধর্ম্য, অতএব ধর্ম্য বর্জন
 করিবেন না—করিবেন না । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ ।

রঘুকুলভিলক রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এবল্লুত বাক্য শ্রবণ
 করিয়া বিচলিতমনা হইলেন, অনন্তর সমস্ত মন্ত্রী ও
 বশিষ্ঠদেবকে সভাস্থলে আনয়ন করিয়া মহারি চুর্কাসার
 আশমন বৃত্তান্ত—কাল কঙ্ক উক্তি—এবং স্বকীয় প্রতিজ্ঞা
 ত্যাগাদিগের নিকট সমুদায় সত্যতারে প্রকাশ করিলেন ।
 রামচন্দ্র প্রমুখ্যৎ এই বিদারক বাক্য শ্রবণ করিবারাজ কুল-

পুত্রোহিত বশিষ্ঠ ও মস্ত্রিবর্গ বাক্যগুলি হইয়া অল্লিককারী
 রঘুনাথকে কহিলেন, হে রাজন্ ! আপনি ভূভার অপনোদন-
 কারী, অতএব পূর্ব হইতেই আপনার সমুদায়ই নির্দিষ্ট হই-
 যাছে, অর্থাৎ লক্ষ্মণের সহিত আপনার বিয়োগ সংঘটন আপনি
 বিজ্ঞান চক্ষু দ্বারা অবগত আছেন, অতএব হে রামচন্দ্র !
 আপনি লক্ষ্মণকে নীত্রই পরিত্যাগ করুন, হে প্রভো ! আপনি
 প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন না, কারণ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে
 ধর্ম্য নিষ্ফল হয়, হে রঘুত্তম ! এই অখিল জগৎমধ্যে স্বাকার
 ধর্ম্য বিনষ্ট হইলে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোক নিশ্চয়ই
 বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, অধিকন্তু আপনি সমুদায় লোকের ধর্ম্য-

মৈবৈত্যক্তা লক্ষণকং
 ত্রৈলোক্যং ত্রাতু মর্হসি
 মারো ধর্মার্থ সহিতং ।
 বাক্যং তেষা মনিন্দিতম্ ॥ ৬৪ ॥
 সভামধ্যে সমাশ্রিত্য
 প্রাহ সৌমিত্রি মঞ্জসা ।
 যথেষ্টং গচ্ছ সৌমিত্রে ।
 মাতৃকুর্শস্য সঙ্কয়ঃ ॥ ৬৫ ॥
 পরিত্যাগো বধো বাপি
 সতামেবোভয়ং সমম্ ।
 এব মুক্তে রঘুশ্রেষ্ঠে
 দুঃখ ব্যাকুলিতেক্ষণঃ ॥ ৬৬ ॥

রামং প্রণম্য সৌমিত্রিঃ
 শীঘ্রং গৃহমগাৎ স্বকম্ ।
 ততোহগাৎ সরযুতীর-
 মাচম্য স কৃতাজ্জিলঃ ॥ ৬৭ ॥
 নবদ্বারাগি সংযম্য
 মুগ্ধি প্রাণ মধারয়ৎ ।
 যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম
 বাসুদেবাখ্য মবায়ম্ ॥ ৬৮ ॥
 পদং তৎ পরমং ধর্ম
 চেতসা সৌহৃদ্যচিন্তয়ৎ ।
 বাস্তু রোধেন সংযুক্তং
 সর্বৈ দেবাঃ সহর্ষয়ঃ ॥ ৬৯ ॥
 সাগরো লক্ষণং পুষ্প-
 স্তম্ববৃশ্চ সমাকরন্ ।

রক্ষক, অতএব ধর্ম বিনষ্ট করিবেন না; হে মহারাজ! কেবল
 লক্ষণকে পরিত্যাগ করিলেই ত্রিলোক রক্ষা করিতে সমর্থ
 হইবেন। রঘুকুলচূড়ামণি রামচন্দ্র সভাস্থ বশিষ্ঠ প্রভৃতির
 যথোপযুক্ত অনিন্দিত ধর্মার্থসংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সৌমিত্রা-
 তনয়কে ভৎক্ষণাৎ কহিষেন—হে সৌমিত্রেয়! যথেষ্ট হইয়াছে।
 এক্ষণে যেন যজ্ঞের ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, ধর্মনিষ্ঠ সাধু ব্যক্তি-
 দিগের পক্ষে বিনাশ ও পরিহার উভয়ই সমতুল্য, অতএব
 তোমার বাহ্য অতিক্রমি ছয় তাহাই কর। ৫৮। ৫৯। ৬০।
 ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫।

রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র অজ্ঞেয় প্রতি এইরূপ কহিলে, দুঃখ
 ব্যাকুলিত লোচন সৌমিত্রানন্দম ঐরাবতজ্ঞের পদযুগলে প্রসি-
 পাত পূর্বক দ্রুত পদে স্বকীয় গৃহ মধ্যে গমন করিলেন।

অনন্তর সরযুর তীরদেশে উপস্থিত হইয়া বজ্রাজ্জিল হইয়া সলিল-
 গ্রহণ পূর্বক আচমন করিলেন, ও নবদ্বার সমূহ অর্থাৎ চক্ষু,
 কণ, নাসিকা, মুখ, পায়, উপহু ও ব্রহ্মরজ্জু সংযম পূর্বক শীঘ্র
 দেশে প্রাণ ধারণ করিয়া ‘অহং অব্যয় বাসুদেবাখ্য’ পরম ব্রহ্ম
 এই অক্ষরাবলম্বন পূর্বক চিত্তমধ্যে তাঁহার পরম পদকমল
 চিন্তা করিতে লাগিলেন। মর্হসি প্রভৃতি দেবতারা অনন্ত-
 দেবকে বাস্তু নামক পূর্বক ধ্যানে নিমগ্ন সন্দর্শন করিয়া সাতি-
 শয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কুহুমধারা তাঁহাকে আবৃত করিলেন,
 পরে বাসব তাঁহাকে সশরীর গ্রহণ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান
 করিলেন; এই সময়কেই বেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেও পারেন
 নাই; অনন্তর দেবরাজ ও দেবর্ষিরা বিষ্ণু চতুর্ভাগ লক্ষণ-

অদৃশ্যং বিবুধৈঃ কৈশ্চিৎ
 শরীরং স বাসবঃ ॥ ৭০ ॥
 গৃহীত্বা লক্ষ্মণং শক্রঃ
 স্বর্গলোক মথা গমৎ ।
 ততো বিষ্ণো শ্চতুর্ভাগং
 তং দেবং স্তর সত্তমাঃ ।
 সর্বৈ দেবর্ষয়ো দৃষ্ট্বা
 লক্ষ্মণং সমপূজয়ন্ ॥ ৭১ ॥

লক্ষ্মণে হি দিবমাগতে হরৌ
 সিদ্ধলোকগতযোগিনস্তদা ।
 ব্রহ্মণা সহাসমাগমম্মদা
 দ্রষ্টুমাহিতমহাহি রূপকম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি ত্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 উত্তরকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

দেবকে স্বর্গধামে অবলোকন করিয়া পূজা করিলেন । লক্ষ্মণ-
 দেব স্বর্গে আগমন করিলে, সিদ্ধলোকস্থ বোগীরা ব্রহ্মার
 সহিত মিলিত হইয়া বার পর নাই হর্ষোৎকুল হওত অনন্ত-

দেবকে দেখিবার জন্য আগমন করিলেন । ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ ।
 ৬৯ । ৭০ । ৭১ । ৭২ ।

ইতি ত্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 উত্তরকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

লক্ষ্মণং তু পরিত্যজ্য
রামো দুঃখ সমন্বিতঃ ।
মস্ত্রিণো নৈগমাংশ্চৈব
বশিষ্ঠং চেদ মব্রবীৎ ॥ ১ ॥
অভিষেক্যামি ভরত
মধিরাজ্যে মহামতিম্ ।
অদ্য চাহং গমিষ্যামি
লক্ষ্মণস্য পদানুগঃ ॥ ২ ॥
এব মুক্তে রঘুশ্রেষ্ঠে
পৌর জানপদা স্তদা
ক্রমা ইব ছিন্নমূলা

দুঃখার্থাঃ পতিতা ভূবি ॥ ৩ ॥

মুচ্ছিতো ভরতো রাপি
শ্রদ্ধা রামাভি ভাষিতম্ ।
গহয়ামাস রাজ্যং স
প্রাহেদং রাম সন্নিধৌ ॥ ৪ ॥
সত্যেন চ শপেনাহং
ঐহং বিনা দিবি বা ভূবি ।
কাঙ্ক্ষ রাজ্যং রঘুশ্রেষ্ঠ !
শপে ত্বং পাদয়োঃ প্রভো ! ॥ ৫ ॥
ইমৌ কুশীলবৌ রাজান্ !
অভিষিক্তস্য রাঘব ! ।
কোশলেষু কুশং বীর-
মুত্তরেষু লবং তথা ॥ ৬ ॥

মহাদেব বলিলেন, রাজীবলোচন রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে
পরিবর্জন করণানন্তর সাতিশর দুঃখাকুল হইয়া সচিব, নৈগম
ও কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, অদ্য আমি মহা-
মতি ভরতকে এই অযোধ্যা রাজ্যে অভিষেক পূর্বক লক্ষ্মণের
পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সহিত সন্মিলিত হইব । রঘু-
কুলোদ্ভূত রামচন্দ্র সর্বসমক্ষে এইরূপ মনোগত ভাব প্রকাশ
করিলে পৌরজনেরা নিরতিশয় দুঃখে বিহ্বল হইয়া ছিন্নমূল
ক্রম ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতে লাগিল । রাঘবের

এই নিদাকণ বাক্য ভরতের শ্রুতিগোচর হইবা মাত্র
ভরতও মুচ্ছিত হইলেন, অতঃপর রাজ্যকে অশেষ প্রকারে
নিষ্পন্ন করিয়া শ্রীরাম সন্নিধানে এই নিবেদন করিলেন
হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! স্বর্গধামেই হউক, অথবা এই ধরণীতলেই
হউক, আমি আপনার অনুজ, সত্য ও শপথ করিয়া
বলিতেছি যে, আপনি বিদ্যমান না থাকিলে কখনই
রাজ্যাভিলাষ করিনা; হে প্রভো ! আমি আপনার
শ্রীচরণ স্পর্শ পূর্বক কহিতেছি, আমি কদাপি এই
রাজ্যের প্রত্যাশা করি না। হে রাজান্ ! হে রঘুংশাবতংস

গচ্ছন্ত দূরাস্থরিতং
 শক্রশ্রানয়নায় হি ।
 অস্মাকমেতদ্ গমনং
 স্বৰ্কসায় শৃণোতু সং ॥ ৭ ॥
 ভরতেনোদিতং শ্রুত্বা
 পতিতস্তাঃ সমীক্ষ্য তম্ ।
 প্রজাশ্চ ভয় সন্নিয়া
 রাম বিশ্লেষ কাতরাঃ ॥ ৮ ॥
 বশিষ্ঠো ভগবান্ রাম-
 মুবাচ সদয়ং বচঃ ।

পশ্য তাতাদরাৎসৰ্ব্বাঃ
 পতিতা ভূতলে প্রজাঃ ॥ ৯ ॥
 তামাং ভাবানুগং রাম !
 প্রসাদং কৰ্ত্তুমহিসি ।
 অশ্রুত্বা বশিষ্ঠ বচনং তাঃ
 সমুখাপ্য পূজ্য চ ॥ ১০ ॥
 সন্মোহো রঘুনাথস্তাঃ
 কিং করোমীতি ? চাত্রবীৎ ।
 ততঃ প্রাঞ্জলয়ঃ শ্রোচুঃ
 প্রজা ভক্ত্যা রঘুদ্বহম্ ॥ ১১ ॥
 গন্তু মিচ্ছসি যত্র
 হ্রমণুগচ্ছামহে বয়ম্ ।

বীরচূড়ামণে ! আমি আপনার চরণারবিন্দে এই প্রার্থনা
 করি যে, আপনি লব ও কুশকে এই রাজ্যে অভিষিক্ত করুন,
 অর্থাৎ মহাবীর কুশকে কোশল রাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত
 করুন এবং অকুতোভয়াসাহসী লবকে উত্তর রাজ্য প্রদান করুন ।
 হে রঘুবর ! এক্ষণে শক্রর মথুরা নগরীতে অবস্থান করিতেছে,
 অতএব তাহাকে এখানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ
 করুন, কারণ আমরা যখন সকলেই প্রস্থান করিতে বাসনা করি-
 তেছি, তখন সে আমাদের প্রস্থানের বিষয় জ্ঞাপন করুক ।
 এদিকে ঈরামচন্দ্রের বিচ্ছেদামলে দহ্যমান প্রজাপুত্র যার পর
 নাই কাতর হইয়া ধূলার বিলুপ্তিত হইতে লাগিল; অপর
 দিকে ভরত প্রমুখাৎ অতি ভয়ঙ্করী কথা তাহাদিগের জ্ঞাপন
 বিবরে প্রবিষ্ট হইল। মাত্র, তাহারা ভরতের প্রতি অনিমিত্ত
 নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া অধিকতর ভয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল ।
 । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ ।

অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠদেব প্রজাবর্গকে ধূল্যাবলুপ্তিত
 হইতে অবলোকন করিয়া কণারসাত্ৰ চিতে প্রজাবৎসল

রামচন্দ্রকে কহিলেন—হে তাত ! আপনার প্রজামণ্ডলী
 ধরণীতলে নিপতিত হইয়া রহিয়াছে, একবার অবলোকন
 করুন ; হে রাজীবলোচন রামচন্দ্র ! এক্ষণে আপনার
 পক্ষে এই কর্তব্য হইতেছে যে, আপনি তাহাদিগের
 মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাদিগের উপর
 রূপা বিতরণ করেন । প্রজামণ্ডলী কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের
 এই শুভময়ী কথা শ্রবণ করিয়া মহানন্দে গাত্রোথান
 পূর্বক ঈরামচন্দ্রের পাদপদ্ম পূজা করিলে, ঈরামচন্দ্র
 তাহাদিগকে কহিলেন—বৎস প্রজাগণ ! তোমরা নিভান্ত
 হৃৎখ বিহ্বল হইয়াছ, অতএব আমি তোমাদিগের কি কার্য্য
 করিব প্রকাশ করিয়া বল । অনন্তর তাহারা কৃতজ্ঞ হইয়া
 অতি বিনয়-মন্ত্র ও দীনবচনে কহিল, হে রঘুনন্দন ! আপনি
 যেখানে গমন করিতে বাসনা করিয়াছেন, আমরাও তথায়

অস্মাকমেমা পরমঃ।
 প্রীতিধর্মো যমক্ষয়ঃ ॥ ১২ ॥
 তবানুগমনে রাম !
 হৃদ্যতা নো দৃঢ়া মতিঃ।
 পুত্রদারাদিভিঃ সাক্ষি-
 মনুষ্যমোহদ্য সর্বথা ॥ ১৩ ॥
 তপোবনং বা স্বর্ণং বা
 পুরং বা রঘু নন্দন !।
 জ্ঞাত্বা তেষাং মনো দার্য্যং
 কালস্য বচনং যথা ॥ ১৪ ॥
 ভক্তং পৌরীজনং চৈব
 বাচ মিত্যাহ রাঘবঃ।

কুহৈব নিশ্চয়ং রাম-
 স্তস্মিন্নেবাহনি প্রভুঃ ॥ ১৫ ॥
 প্রস্থাপয়ামাস চ তো
 রামভদ্রঃ কুশীলবো।
 অষ্টৌ রথ সহস্রাণি
 সহস্রৈব দন্তিতাম্ ॥ ১৬ ॥
 যষ্টিং চাশ্ব সহস্রাণা-
 মেকৈকৈশ্চ দদৌ বলং।
 বহুরথৌ বহুধনৌ
 দৃষ্ট পুষ্ট জনাবৃতৌ ॥ ১৭ ॥
 অভিবাদ্য গতৌ রামং
 কৃচ্ছ্রেণ তু কুশী লবৌ।
 শত্রুঘ্নানয়নে দূতান

আপনার অনুগমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, ইহাতে আমাদের
 যার পর নাই পরিতোষ এবং অক্ষয় ধর্মোপার্জন হইবে। হে
 রঘুকুলভিলক রামচন্দ্র ! আপনার পক্ষাৎ গমন করিবার
 নিমিত্ত আমরা দিগন্ত মধ্য একান্ত অভিলষ জন্মিয়াছে।
 অতএব আমরা জ্ঞী, পুত্র ও অপরাপর বহুবাক্যের সমভিব্যাহারে
 অদাই আপনার অনুগমন করিব; হে রঘুনাথ ! আপনি
 মহর্ষিদিগের দিব্য আশ্রম পদেই যান, কিম্বা স্বর্ণা-
 যোত্মক ককন— অথবা পুরমধ্যেই অবস্থান করুন, যেখানেই
 যান, আমরা আপনার পক্ষাদগামী হইব, ইহাতে কিছু মাত্র
 সন্দেহ নাই। ১০। ১১। ১২। ১৩।

নবদুর্জাদলশ্যাম রামচন্দ্র প্রজামণ্ডলীর এরপ্রকার মনো-
 গত অভিপ্রায় অবগত হইয়া কালের বাক্য স্মৃতিমার্গে আশ্রো-
 লন পূর্বক, পরমতত্ত্ব পূরজনবাসী প্রজাগণকে কহিলেন—

হে মন্তক প্রজাগণ ! তোমাদিগের আন্তরিক বাসনা
 সুসিদ্ধ করিব। মহাপ্রভু রামচন্দ্র তাহাদিগকে এইরূপ
 কৃতনিশ্চয় করিয়া যেখানে কুশীলব অবস্থিতি করিতে
 ছিলেন সেই স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর আট সহস্র
 রথ, এক সহস্র হস্তী, ছয় সহস্র অশ্ব এবং বহু সেনা
 তাহাদিগের প্রত্যেককে প্রদান করিলেন; এতদ্ব্যতীত বহুবিধ
 রত্ন ও প্রচুর ধন তাহাদিগের প্রত্যেককে প্রদান করিলেন।
 অনন্তর কুশীলব ভগবান্ রামচন্দ্রের বিরোগ জনিত
 দুঃখে সাতিল্লুর কাতর হইয়া তাঁহার চরণ কমলে ভক্তি
 সহকারে প্রণিপাত করিয়া প্রস্থান করিলেন। ১৪। ১৫।
 ১৬। ১৭।

অনন্তর রঘুনন্দন রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে অযোধ্যামধ্যে আনয়ন
 করিবার নিমিত্ত অতি দ্রুত গমনশীল দূতগণকে প্রেরণ

প্রেময়ামাস রাঘবঃ ।
 তে দূতাস্তুরিতং গতা
 শক্রস্বায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ১৮ ॥
 কালস্যাগমনং পশ্চা-
 দত্রিপূজস্য চেস্থিতম্ ।
 লক্ষ্মণস্য চ নির্বাণং
 প্রতিজ্ঞাং রাঘবস্য চ ॥ ১৯ ॥
 পুত্রাভিষেচনং চৈব
 সর্বং রামচক্রীর্ণিতম্ ।
 শক্রস্বা তদুতবচনং
 শক্রস্বঃ কুলনাশনম্ ॥ ২০ ॥

ব্যথিতোহপি ধৃতিং লব্ধা
 পুত্রাবাহুয় সত্বরঃ ।
 অভিষিচ্য সুবাহুং বৈ
 মথুরায়াং মহাবলঃ ॥ ২১ ॥
 যুপকেতুং চ বিদিশা-
 নগরে শক্রসূদনঃ ।
 অযোধ্যাং ত্বরিতং প্রাগাং
 স্বয়ং রাম দিদৃক্ষস্বা ॥ ২২ ॥
 দদর্শ চ মহাত্মানং
 তেজসা জ্বলন প্রভম্ ।

করিলেন, তাহারও রামাঙ্গা প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি দ্রুত
 বেগে গমন করিয়া শক্রস্ব সন্নিধানে উপনীত হইল, এবং
 অযোধ্যামধ্যে যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছিল তাহার একে একে
 নমুদার তাঁহার সমীপে কহিতে লাগিল যে, হে ভাতা !
 পথমতঃ কাল মহর্ষি বৈশ প্ররিণ্বেহ করিয়া রঘুনাথের
 নহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করেন, তিনি
 রামচন্দ্রের সহিত নিভৃত স্থানে কথোপকথন করিতেছেন
 ইতিমধ্যে অত্রিপুত্র দুর্কাসা লক্ষ্মণ রক্ষিত দ্বারদেশে উপনীত
 হইয়া মহারাজ রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা
 প্রকাশ করিলে লক্ষ্মণদেব রাজ্যদেশ অকস্মারে তাঁহাকে
 নিবৃত্ত করিতে ক্রোধকণায়-লোচন দুর্কাসা তাঁহার কণায়
 কর্ণপাত করিলেন না সূতরাং কাল ও রামচন্দ্রের নিষেধ
 সত্ত্বেও লক্ষ্মণদেব তাঁহাদিগের নিভৃতস্থানে উপস্থিত হইয়া

ত্রীরামচন্দ্রকে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, সূতরাং
 ত্রীরামের প্রতিজ্ঞা অমুযায়ী লক্ষ্মণদেব বিবর্জিত হইয়াছেন ।
 হে দেব ! অনন্তর রঘুনাথ স্বয়ং ইহলোক পরিত্যাগ করি-
 বার বাসনা প্রকাশ করিয়া কুলীলবকে রাজ্যাভিষিক্ত
 করিয়াছেন । মহাবল পরাক্রান্ত শক্রস্ব দ্রুতমুখে রঘুবংশের
 অবসান হইতেছে জ্ঞতিগোচর করিয়া যার পর নাই
 ব্যথিত হইলেন বটে, কিন্তু হৃদয়মধ্যে সহিষ্ণুতা অবলম্বন
 পূর্বক অনতিবিলম্বে কুমারস্বয়কে আহ্বান করিয়া পাঠা-
 ইলেন ; পরে সুবাহ নামে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মথুরা রাজ্যে অভি-
 ষিক্ত করিলেন, অনন্তর কনিষ্ঠ তনয় যুপকেতুকে বিদিশার
 রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া শক্রসূদন শক্রস্ব স্ব্যাবংশ-
 কেতু ত্রীরামচন্দ্রকে সন্দর্শন করিবার ঞ্চানসে মথুরনাগরী
 হইতে রহিগত হইয়া অতিসত্বর অযোধ্যা রাজ্যে আসিয়া
 উপনীত হইলেন । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ ।
 মহাত্মা রামচন্দ্র দিব্য রাজবেশ পরিহার পূর্বক চীরস্বর

দুকূলযুগ সন্নীতঃ
 ঋষিভিষ্চাক্ষয়ে বৃত্তম্ ॥ ২৩ ॥
 অভিবাদ্য রমানাথঃ
 শক্রয়ে রঘুপুঙ্গবম্ ।
 প্রাঞ্জলিধর্ম্য সহিতঃ
 বাক্যং প্রাহ মহামতিঃ ॥ ২৪ ॥
 অভিষিচ্য স্ততো তত্র
 রাজ্যে রাজীবলোচনঃ । ।
 তবানুগমনে রাজন্
 বিক্রি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ২৫ ॥
 ত্যক্তুং নাইসি মাং বীর

তত্ত্বং তব বিশেষতঃ ।
 শক্রয়স্য দৃঢ়া বুদ্ধিঃ
 বিজ্ঞায় রঘু নন্দনঃ ॥ ২৬ ॥
 সজ্জী ভবতু মধ্যাহ্নে
 ভবা নিত্য ত্রবীহচঃ ।
 অথ ক্রণাং সমুৎপেভু-
 র্বানরাঃ কামরূপিণঃ ॥ ২৭ ॥
 ঋক্ষাশ্চ রাক্ষসাস্চৈব
 গোপুচ্ছাশ্চ সহস্রশঃ ।
 ঋষীণাং দেবতানাক্ষ
 পুত্রারামস্য নির্গমং ॥ ২৮ ॥

পরিধান করতঃ স্বকীয় তেজ সন্তুত উজ্জল প্রভা সমন্বিত
 হইয়া অতি দীর্ঘজীবী বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ পরিবৃত্ত হইয়া
 অবস্থান করিতেছেন ইত্যবসরে শক্রয় উপনীত হইয়া তাঁহাকে
 দর্শন করিলেন ।

মহামতি, স্মৃতিভাণ্ডার শক্রয়, রঘুকুলভিলক সীতাপতি
 রামচন্দ্রের চরণ কমলে সাক্ষাৎ প্রণিপাত করিলেন, অনন্তর
 কৃতাজলিপুট হইয়া ধর্ম সন্নিবিষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিলেন,
 হে রাজীব লোচন! আমি স্বকীয় কুমারধরকে মধুরা ও
 বিদিশ নগরে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে—হে
 রাজন্! আমি আপনার পশ্চাৎকারী হইবার মানসে আপ-
 নার নিকটে আগমন করিয়াছি ইহা আমি মনোমধ্যে
 স্থিরীকৃত হইয়াছি জানিবেন । ২৩ । ২৪ । ২৫ ।

হে বীরবর! আমি আপনার অনুজ, বিশেষতঃ আপনার
 পরম ভক্ত, অন্য ভাবে গ্রহণ করিয়া আপনি আমাকে
 পরিত্যাগ পূর্বক গমন করিতে কখনই সমর্থ নহেন । অতএব
 আমি বিনয় মন্ত্র বচনে বলিতেছি দয়া পরতন্ত্র হইয়া আমাকে
 সমভিব্যাহার করিয়া লউন রঘুনন্দন অনুজ শক্রয়ের
 যারপর নাই দৃঢ়া বুদ্ধি অবগত হইয়া তাঁহাকে কহি-
 লেন—হে শক্রয়! যদি তুমি আমার সহিত গমন করিতে
 অভিলাষ করিয়া থাক তাহা হইলে এই মধ্যাহ্ন সময়ে
 সজ্জীভূত হও, অনন্তর কামরূপধারী হরিপুঙ্গবগণ ঋক্ষ
 সমস্ত রক্ষা বংশ সন্তৃত্ত যাবতীয় রাক্ষসগণ এবং গোপুচ্ছ
 সহস্রাধ এখনই এস্থান হইতে উদগমন করুক । বিজ্ঞান বিপিন
 নিবাসী মহর্ষিদিগের দেবতাদিগের এবং জীরামচন্দ্রের
 তনয়েরা রঘুবংশধর সীতাপতির বহির্গমন বিষয়ে বানর ও

শ্রুত্বা প্রোচু রঘুশ্রেষ্ঠঃ
 সর্বৈ বানর রাক্ষসাঃ ।
 তবানুগমনে বিজি
 নিশ্চিতার্থং শুনঃ প্রভো ! ॥ ২৯
 এতস্মিন্নন্তরে রামঃ
 স্ত্রীবোহপি বনঃ
 যথা বদতি বাদ্যাহ
 রাঘবং ভক্তবৎসলং ।
 অভিষিচ্যাদ্ধনং রাজ্যে
 আপতো হস্মি মহাতেজ ।
 তবানুগমনা বিজি মাং
 রাম কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ৩০ ॥

শ্রুত্বা তেষাং দৃঢ়ং বাক্যং
 ঋক্ষ বানর রক্ষসাম্ ।
 বিভীষণ মুবাচেনং
 বচনং যুহু সাদরম্ ॥ ৩১ ॥
 ধরিস্যতি ধরা যাবৎ
 প্রজাস্তাবৎ প্রসাধিমে ।
 বচনাদ্রাক্ষসং রাজ্যং
 শাসিতোহসি মমো পরি ॥ ৩২ ॥
 ন কিঞ্চি দুত্তরং বাক্যং
 ভুয়া মৎ প্রিয়কারণা ।
 এবং বিভীষণং ত্যক্ত্বা
 হনুমন্ত মথা ব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥
 বচনা মাক্রতে ত্বং চিরং
 জীবমমাজ্ঞাঃ মামৃষ কৃথাঃ ।

রাক্ষসেরা রমানাথের বচন কর্ণপাত করিয়া নিরতিশয় ভক্তি
 এবং বিনয় প্রদর্শন পূর্বক তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো!
 আপনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ প্রতিগমন করিবেন
 বটে, কিন্তু আমরাও আপনার সহিত গমন করিব এ বিষয়ে
 আপনি কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকিবেন । ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

কিরংকণ পরে মহাবলপরাক্রম কশিরাজ স্ত্রী
 ভক্তানুরাগী রাজীবলোচন রঘুনামকে যথাবিধি অহুসারে
 অভিষাদন পূর্বক করপুটে কহিল, হে শ্রীরাম! আপনার
 ঐচরণে আমার এই নিবেদন যে, আমি অতুল বিক্রমশালী
 সুবরাজ অঙ্গদকে কিঞ্চিৎ রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। অনন্তর
 আপনি যথায় গমন করিবেন আমিও আপনার সঙ্কতি-
 বাহ্যারে প্রস্থান করিব, আমি ক্ষম্য মধ্যে এইটী নিশ্চয়
 করিয়াছি জানিবেন। দাশরথি ঋক্ষ বানর ও রাক্ষসদিগের
 প্রতিজ্ঞা বচন আকর্ণন করিয়া দশগ্রীবানুজ বিভীষণকে যৎ-

পরোনাতি আদর সহকারে এবং অতি যুহু যুহু বাক্যে
 কহিতে লাগিলেন, হে ধর্মপরায়ণ বিভীষণ! যতদিন অবধি
 এই বন্দুকরা অবস্থানিণী থাকিবে তাবৎ কাল তুমি আমার
 বচনানুযায়ী হইয়া প্রজামণ্ডলীর সন্তোষ উৎপাদন ও ঋক্ষ
 সম্রাজীর রাজ্য প্রতিপালন কর—যদি তুমি ইচ্ছাতে আমাকে
 অন্য কোন রূপ বাক্য বল, তাহাহইলে তুমি আমার বিনাশ
 ভিত্তিপাতকে কলুষিত হইবে; অতএব এক্ষণে হে রাবনানুজ!
 আমার উল্লংঘ্যবাক্যের তিল মাত্র প্রতিরুদ্ধক প্রদান করিও না
 । ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।

রঘুনাম পরম সাদিক বিভীষণকে এই প্রকার কহিয়া
 পবন কুমার হনুমানকে বলিলেন, হে মাক্রতে! তুমি চিরজীবী

জাম্ববন্ত মথ প্রাহ

তিষ্ঠত্বং দ্বাপরাস্তরে ॥ ৩৪ ॥

ময়া সার্কং ভবেদ্যুজ্জং

যং কিঞ্চিৎ কারণাস্তরে

তত স্তানুশ্ববঃ প্রাহ

মে ঋকবানরাক্সান ॥ ৩৫ ॥

সর্বানৈব ময়াসার্কং

প্রযাতেতি দয়াশ্রিতঃ ।

ততঃ প্রভাতে রঘুবংশনাথো

বিশালবক্ষাঃ শিতকঞ্জলোচনঃ ॥ ৩৬ ॥

পুরোবসং প্রাহ বশিষ্ঠমার্য্যং

বৃন্দাশ্রিতোহত্রাপি পুরো গুরোমে ।

ততো বশিষ্ঠোহপি চ কারসর্বং

প্রাস্থানিকং কৰ্ম্মমহদ্বিধানাং ॥ ৩৭ ॥

ক্ষৌমাশ্বরো দৰ্ভপবিত্রপাণি-

শ্বাহাপ্রয়াণায় গৃহীত বুদ্ধিঃ ।

নিষ্কমা রামো নগরাং সিতভ্রোচ্চ-

শীবয়াতঃ শশিকোটিকান্তিঃ ॥

রামশ্চ সৰ্বো শিতপদ্মহস্তা

পদ্মাগতা পদ্মবিশাললোচনা ।

পাশ্বেহথ দক্ষেরুণ কঞ্জহস্তা

শ্যামায়র্যো দ্রীরপি দীপ্যমানা ॥ ৩৮

হইয়া এই ধরণীতলে অবস্থান কর—হে পবননন্দন! আমার আজ্ঞা কখনই মিথ্যা হইবার নহে জানিবে। অতঃপর রঘুনন্দন রামচন্দ্র জাম্ববানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে জাম্ববান! ত্রেতা যুগ অতিক্রান্ত হইলে দ্বাপর যুগ আসিবে, তুমি দীর্ঘ-জীবী হইয়া সেই দ্বাপর যুগ পর্য্যন্ত এই পৃথিবী তলে অবস্থিতি কর; হে জাম্ববান! কোন কারণ প্রযুক্ত আমার সহিত তোমার তুলন সংগ্রাম হইবে, তোমারপর তুমি অর্পণ গমন করিবে, ইহাতে কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষরিত হবে। পরিণেবে বহুতুল তিলক ভগবান নারায়ণ অপরায়ণ ঋক-রাকস ও বামরগণের উপর রূপা কটাকপাত করিয়া বহিরূপহিলেন—হে ঋক, রাকস ও সকল! তোমরা সকলেই আমার সহিত গমন করিতে পার ॥ ৩৪। ৩৫। ৩৬।

অনন্তর রাজারী প্রভাত হইলে রঘুবংশসমুদায় বিশালবক্ষ পদ্ম পলাস লোচন রঘুবংশপতি দ্বারকী বসন্ত রামচন্দ্র বক্ষা-

ঞ্জলি হইয়া কুলপুরহিত বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন—হে গুরো! আমার প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি অগ্রে অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য সমূহের আয়োজন করুন, তিনিও রঘু-নাথের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার মহাপ্রহামোপযুক্ত যাবতীর কন্ম রীতিমত বিধানানুসারে সমাধা করিলেন অর্থাৎ সুবুদ্ধি সম্পন্ন কুলগুরু বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রের মহা প্রয়াণের নিমিত্ত হুকুল পরিধান ও দৰ্ভকিনশিত পবিত্র বস্ত্র সমুদায় আয়োজন করিলেন। হারঃ কোটী শশি কান্তি পরম ব্রহ্ম পরমাশ্রয় রামচন্দ্র মহা প্রয়াণের নিমিত্ত বিবিধ মঙ্গলাচরণ করিয়া অধোবস্ত্র নগরী হইতে নিক্রান্ত হইলেন। জনক হুহিতা দীপ্য শেখরানিধি হস্তে গ্রহণ করিয়া স্বর্ণ হইতে সমাগমন পূর্বক বিশাল বক্ষন মঙ্গল্যে তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী হইলেন, এইরূপে লক্ষ্মী নারায়ণ একত্র হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। বসুমতীস্বর পার্বত্যকেশবরা অধিষ্ঠাত্রী দেবীও করে রক্ত গ্রহণ পূর্বক চতুর্দিক আলোকময় করিয়া রঘুনাথের

শস্ত্রানিশাস্ত্রানি ধনুশ্চবাণা
জগ্মুপুরস্তাকৃত্ত বিগ্রাহাস্তে ।
দেব্যাশ্চ সর্বে ধৃত বিগ্রাশ্চ
যযুশ্চ সন্বেমুনয়শ্চ দিব্যাঃ ॥ ৩৯ ॥
মাতাশ্চতানং প্রণবেণ সাক্ষিঃ
যযৌহরিং ব্যাহুতিভিঃ সমেতা ।
গচ্ছন্তমেবানুগতা জনান্তে
সপুত্রদারাঃ সহ বন্ধুবর্গৈঃ ।
অনাবৃতদ্বারমিবাণবর্গং
রামং ব্রজস্তুং যযুরাণ্ডকামাঃ ॥ ৪২ ॥
সাপ্তঃপুং সানুচরঃ সভায্যঃ
শক্রঘ্নযুক্তো ভরতোহনুযায়াং ।

গচ্ছন্তমালোক্য রমাসমেতং
ত্রিরাঘবং পৌরজনাঃ সমস্তাঃ ॥ ৪৩ ॥
সবালবৃদ্ধাশ্চ যযুর্দ্বিজাগ্রাঃ
সামাত্যবর্গাশ্চ সমস্তিণো যযুঃ ।
সর্বে গতাঃ কত্রমুখাঃ প্রহৃক্টা
বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ তথাপরে চ ॥ ৪৪ ॥
সুগ্রীবমুখ্যা হরিপুঙ্গবাশ্চ
মাতা বিশুদ্ধাঃ শুভশকযুক্তাঃ ।
ন কশ্চিদাসৌস্তবদুঃখযুক্তো
দীনোহথ বা বাহুস্থেব সতঃ ॥ ৪৫ ॥
আনন্দরূপানুগতা বিরক্তা
যযুশ্চ রামং পশু ভূত্যবর্গৈঃ ।

সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন ; শাস্ত্র, শস্ত্র, ধনু,
ও বামনিকর ভীষণ আকার পরিগ্রহ পূর্বক অগদীশ্বর রাম-
চন্দ্রের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। স্বর্গীয় দেবতার
বিগ্রহ মূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎভর্তী হইলেন, সনকাদি
মহর্ষি প্রভৃতি ও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন ; এবং
বেদমাতা সাধ্বী গায়ত্রী এবং প্রণব ব্যাহতি সমভিব্যাহারে
করিয়া ত্রিহরির সন্নিধ্যমে গমন করিলেন। লোকে যেমন
অর্গলযুক্ত দ্বারদেশে অবলীলাক্রমে গমন করিয়া থাকে সেইরূপ
অযোধ্যাবাসী বাবতীর প্রজা মণ্ডলী অগণগণন পুত্র, পরিবার
ও বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে লইয়া স্বকীয় বাসনা সিদ্ধি করি-
বার জন্য গমনশীল পদযাত্রা দাপ্তরিক পক্ষাৎ পক্ষাৎ গমন
করিতে লাগিল। প্রখ্যাত স্বভাব কৈকেয়ী পুত্র অনুচর বর্গকে

স্বাগামী করিয়া স্বকীয় ভাষ্যা ও শক্রঘ্নকে সমভিব্যাহারে
লটয়া জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিলেন। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০।
। ৪১। ৪২। ৪৩।

ইতিবসরে পুরজন বাসীরা পরাৎপর রামচন্দ্রকে লক্ষ্মী
সমভিব্যাহারে মহাপ্রাণ করিতে অবলোকন করিয়া, কি বালক,
কি বৃদ্ধ। সমস্ত ভ্রাক্ষণেরা আশ্চর্যক লোকদিগের সহিত তাঁহার
অনুগমন করিলেন ; অমাত্যবর্গেরা ও পরিশেষে বৈশ্য এবং
শূদ্র সমস্ত লাক্ষ্যাদান্তঃকরণে রমুনাপের পশ্চাৎগামী হইল।
বানর পুংসবেরা শরীররাঘবান পুংসক স্নান করিয়া এবং সর্ব-
ভোভাবে বিশুদ্ধা হইয়া কপিলব্রহ্ম সুগ্রীবের অগ্রেবর্তি হইয়া
মহানন্দে মজল সূচক শব্দকরিতে করিতে গমন করিতে লাগিল।
একণে কেহই সংসার মিবন্ধন হুঃখ প্রাপীড়িত ছিলনা অথবা
দীন ভাবাপন্ন বা সাংসারিক কষ্ট মুখ সন্তোষ অভিলাষী ছিল
না। অতঃপরে সে সমুদায় লোক এবং নগরীস্থ বাবতীর কিহর-

ভূতান্দ্ৰশ্যানি চ যানি তত্র
 যে প্রাণিনঃ স্থাবরজঙ্গমাশ্চ ॥ ৪৬
 সাক্ষাৎ পরাঙ্গানমনস্তশক্তিং
 জগ্মুর্বিবরক্তাঃ পরমেকমীশম্ ।
 নাসীদযোধ্যানগরে তু জন্তুঃ
 কশ্চিত্তদা রামমনা ন যাতঃ ॥ ৩৭
 শূন্যং বভূবাখিলমেব তত্র
 পুরং গতে রাজনি রামচন্দ্রে ।
 ততোহতিদূরং নগরাংস গম্বা
 দৃষ্ট্ৱ নদীং তাং হরিনেন্দ্রজাতাম্ ॥ ৪৮ ।

ননন্দ রামস্মৃতপাবনোহতো
 দদর্শ চাশেষমিদং হৃদিস্থম্ ।
 অথাগতস্তত্র পিতামহো মহান্ ।
 দেবাশ্চ সর্বের ঋষয়শ্চ সিদ্ধাঃ ॥ ৪৯
 বিমানকোটিভিরপারপারং
 সমাবৃতং খং সুরসেবিতাভিঃ ।
 রবিপ্র কাশাভিরভিস্কুরংস্বং
 জ্যোতির্ময়ং তত্র নভো বভূব ॥ ৫০ ॥
 স্বয়ং প্রকাশৈশ্মহতাং মহন্তিঃ
 সমাবৃতং পুণ্যকৃতাং বরিতৈঃ ।
 ববুশ্চ বাতাশ্চ স্নুগন্ধবন্তো
 ববর্ষ বৃষ্টিঃ কুন্তুমাবলীনাম্ ॥ ৫১ ॥

গগন ভব স্রুখে বিরক্ত হইরা অপার আনন্দ সাগরে সম্ভরণ দিতে
 দিতে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠনাথ রাঘবের অনুগমন করিল, অপরাপর
 যাবতীয় জীব এবং স্থাবর জঙ্গমাঙ্ক প্রাণিনিকর সাক্ষাদ
 চিত্তে এবং অলক্ষিতভাবে রমুনাথের অনুগামী হইতে লাগিল ।
 । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ ।

সংসার সম্ভোগ বিরহিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পরমেশ্বর সনাতন
 অনন্তশক্তি পরমাঙ্গা ত্রিভুবনেশ্বর রামচন্দ্রের পক্ষাৎ পক্ষাৎ
 গমন করিতে লাগিল; তাঁহার এই মহাপ্রয়াণের সময়
 অযোধ্যা নাগরীতে এমন কোন জীব ছিলনা,যাহারা রামরূপ
 ধানে নিমগ্ন হয় নাই অর্থাৎ যাবতীয় জীব রাম নাম মন্ত্রে
 দীক্ষিত হইরা তাঁহার অনুবর্তী হইরাছিল । মহারাজ দাশরথির
 মহাপ্রস্থান গত হইলে অখিল ব্রহ্মাণ্ড এককালে শূন্যময়
 অর্থাৎ যাবতীয় জীব রাম নাম মন্ত্রে দীক্ষিত হইরা তাঁহার
 অনুবর্তী হইরাছিল; অনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র পরম শোভা-
 বিত অযোধ্যানগরী হইতে অধিকদূর গমন করিয়া পরিশেষে
 জৈহরির নরনোৎপল সায়ু নদীর তীরদেশে উপনীত হইলেন ।
 লক্ষ্মীপতি রাঘব ভাষায় উপস্থিত হইরা স্বকীয় বিরাট

দেহ স্মৃতিপথে আনয়ন পূর্বক তদানন্দ বর্ধন করিতে লাগি-
 লেন অতঃপর আপনার হৃদয় মধ্যে এই অপরিমীমা জগৎ
 অবস্থিতি আছে, এইরূপ সম্মর্শন করিলেন । ইতিমধ্যে তাঁহার
 মহাপিতামহ, ইন্দ্রাদি দেবতা সকল এবং সনকাদি মহর্ষি
 প্রভৃতি রামচন্দ্রের সরযু তীরে আগমন সংবাদ শ্রবণ করণা-
 নন্তর সকলই তাঁহার সমীপে সমাগমন করিলেন । এক্ষণে
 অপরিমীম গগনমণ্ডল দেবতাদিগের কোটি কোটি বিমানে
 সমাচ্ছন্ন হইল অর্থাৎ স্বর্গীয় দেবতা প্রভৃতি লোক সমূহ
 দিবা দেবখানে আগোহন করিয়া সন্নিবিষ্ট গগনমণ্ডলে আসিয়া
 উপনীত হইলেন। ইহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, সূর্য্যের
 উদয়ে নক্ষত্রাবলী প্রচুর জ্যোতির্ময় হইরা আকাশ পথে অব-
 স্থিতি করিতেছে; যে সমস্ত ব্যক্তি এই জগদ্বধ্যে অতি পবিত্র
 কার্য্য সমূহ সমাধা করিয়াছেন, তাঁহারই স্বর্গে অপরাপেক্ষা
 আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং গগনমার্গ করত এখন

উপস্থিতে দেবমুদঙ্গনাদে
 পায়ংস্ব বিদ্যাধর কিন্নরেষু ।
 রামস্ত পদ্মাং সরযুজলং সকৃৎ ।
 স্পৃক্তু। পরিক্রামদনন্তশক্তিঃ ॥ ৫২
 ব্রহ্মা তদা প্রাহ
 কৃতাজ্জলিস্তং
 রামং পরাস্মিন্ !
 পরমেশ্বরস্তম্ ।
 বিষ্ণুঃ সদানন্দ-
 ময়োহসি পূর্ণো
 জ্ঞানাসি তত্ত্বং নিজ-
 মৈশমেকম্ ॥ ৫৩ ॥

তথাপি দাসস্ত
 মমাখিলেশ ! কৃতং
 বচো ভক্তপরোহসি বিদ্বন্ !
 ত্বং ভ্রাতৃভিবৈষ্ণবমেকমাধ্যং
 প্রবিশ্য দেহং পরিপাহি দেবান্ ॥ ৫৪
 যদ্বা পরো বা
 যদি রোচতে তং
 প্রবিশ্য দেহং
 পরিপাহি নন্তম্ ।
 ত্বমেব দেবাধিপতিশ্চ-
 বিষ্ণুর্জানন্তি ন ত্বাং
 পুরুষা বিনা মাম্ ॥ ৫৫ ॥

রামচন্দ্রকে অবলোকন করিতেছেন ; আর সমীপে পতিত—
 পাপন রামচন্দ্রের উপর স্নেহ ক্রম বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।
 ১৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১।

দেবতাদিগের মৃদঙ্গ মিনারে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইল
 এবং বিদ্যাধর ও কিন্নর কামিনীগণ সুরতানলয়ে সংগীত
 আরম্ভ করিল । যাহার শক্তির সীমা নাই, সেই অপরিমিত
 শক্তি রাজীবলোচন রামচন্দ্র সরযুর পবিত্র সলিল স্পর্শ করিয়া
 প্রদক্ষিণ করিলেন ; ইত্যবসরে পিতামহ ব্রহ্মা কৃতাজ্জলিপুটে
 স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে পরমাস্মিন্ !
 আপনি পরমেশ্বর—জগৎ সৃষ্টিস্থিতি ও বিলয় কর্তা, আপনি
 বিষ্ণু—আপনি সদানন্দময়—আপনি পূর্ণব্রহ্ম—আপনিই এক-
 মাএ ঈশ্বর, আমি আপনার কোন তত্ত্বই জানি না। আপনিই
 আপনার ব্রহ্মরূপ অবগত আছেন। হে দেব-দেব জগদীশ্বর !

আমি জানি, ব্রহ্মরূপের শরীর পরিগ্রহণ কখনই হইতে
 পারে না, কিন্তু ভক্তদিগের উপর আপনার বিশেষ অমুগ্ৰহ
 আছে বলিয়া, আপনি মায়া দ্বারা সমুদায় সৃজন করিয়াছেন,
 অতএব হে বিদ্বন্ ! এক্ষণে চারি ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া
 অগ্রে বৈষ্ণব দেহে প্রবেশ করিয়া দেবতাদিগকে পরিভ্রাণ
 করুন। ৫২।৫৩।৫৪।

হে ভবভারসংহারিন্ রামচন্দ্র ! যদি আপনি পরদেহ
 অভিলাষ করেন, তাহা হইলে আপনি তদ্ব্যবস্থায় প্রবিষ্ট হইয়া
 পুনরায় জন্মগ্রহণ পূর্বক আমাদের পরিভ্রাণ করুন ;
 হে দেব ! আপনি দেবতাদিগের অধিপতি পুরুষোত্তম বিষ্ণু,
 কেবল আমিই আপনাকে নারায়ণ বলিয়া অবগত আছি,
 কিন্তু অপর কোন ব্যক্তি আপনাকে জানিতে সক্ষম নহে।

সহস্রকৃৎস্ত নমো
নমস্তে প্রসীদ
দেবেশ ! পুনর্নমস্তে ।
পিতামহপ্রার্থনয়া
স রামঃ পশ্যংস্ব
দেবেষু মহাপ্রকাশঃ ॥ ৫৬ ॥
মুখ্যং চ চক্ষুঃ দিবৌকসাং তদা
বভূব চক্রাদিমুতশ্চতুর্ভুজঃ ।
শেষো বভূবেশ্বরতল্লভুতঃ
সৌমিত্রিরত্যদুতভোগধারী ॥ ৫৭
বভূবভুশ্চক্রদরৌ চ
দিব্যৌ কৈকেরি-

সুদূর্ল বণাস্তকশ্চ ।
গীতা চ লক্ষ্মীরভংপুরৈব
রামো হি বিষ্ণুঃ
পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ৫৮ ॥
সহানুজঃ পূর্ববশরীরকেণ
বভূব তেজোময়দিব্যমূর্তিঃ ।
বিষ্ণুং সমাসাদ্য সুরেন্দ্রমুখ্য।
দেবাশ্চ সিদ্ধা মুনয়শ্চ যক্ষাঃ ॥ ৫৯ ॥
পিতামহাদ্যাঃ পরিতঃ পরেশং
স্তবৈর্গুণন্তঃ পরিপূজয়ন্তঃ ।
আনন্দসংপ্লাবিতপূর্ণচিভা
বভূবিরে প্রাপ্তমনোরথাস্তে ॥ ৬০ ॥

হে দেবেশ্বর ! আপনি সহস্র কৃৎস্ত অতএব আপনাকে নমস্কার
করি—আপনি প্রসন্ন হউন। ৫৬ জগদীশ্বর ! পুনর্বার
আপনাকে নমস্কার করি। ইন্দ্রাদি দেবতারা রঘুনাথকে সন্দ-
র্শন করিতেছেন, এষ্ট অবসরে পিতামহ পদ্মবোনি ত্রক্ষার
প্রার্থনানুসারে পরমব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণু, তাহাদিগের প্রতি
প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন। ৫৫। ৫৬।

এক্ষণে দিবৌকস দিগের চক্ষু সমূহ বিজ্ঞান দৃষ্টি প্রাপ্ত হইল
এবং বৈকুণ্ঠপতি নিজ মায়া দ্বারা এতাবৎকাল দ্বিভুজ পরিগ্রহ
করিয়া পৃথিবীস্থ সমুদায় লোকদিগের নয়নগোচর হইয়া
এই ধরাতেলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন ; কিন্তু এখন শঙ্খ, চক্র,
গদা, পদ্ম বিশিষ্ট চারিটী হস্ত ধারণ করিলেন ; কিন্তু কি
আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লক্ষ্মণ দেবলোকান্তর প্রাপ্ত হইলেও
রামচন্দ্রের চতুর্ভুজ ধারণ সময়ে তাঁহার দেহ ত্রিহরি রঘুনাথের
সমীপে উপনীত হইল। লবণ রাক্ষস সংহারী কৈকেয়ী আক্কেজ

অনতিবিলম্বে দিবা চক্র ও শঙ্খ রূপ পরিগ্রহ করিলেন—জনক
ভূহিতা রামমনোরমা সীতা পূর্বে লক্ষ্মী ছিলেন, এক্ষণে
আর্য্যপুত্রকে চতুর্ভুজ ধারণ করিতে সন্দর্শন করিয়া লক্ষ্মীরূপে
নিজ পতির বামপার্শ্বে আসিয়া উপনীতা হইলেন অতএব
রামচন্দ্র স্বর্গ, প্রতিস্বর্গ, বংশ, মনন্তর, বংশানুরচিত এই
পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত ব্যাসাদি মুনি প্রণীত গ্রন্থোল্লিখিত রামচন্দ্র
পরমব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণু। পরমসনাতন রামচন্দ্র অনুজ-
দিগের চতুরাশভূত দেহ একত্রীকৃত হইয়া দিবা তেজো-
ময় বিষ্ণুরূপ পরিগ্রহ করিলেন। ত্রিদিবেশ্বর ও দেবতারা
এবং সিদ্ধগণ, মহর্ষিগণও যক্ষাদি প্রভৃতি দেববোনিরা ও
পিতামহাদি দেব সকল গোলকপতি চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে
সংপ্রাপ্ত হইয়া সাক্ষিয় হর্ষোৎফুল্লাস্তঃকরণে বিবিধ স্তব
দ্বারা তাঁহার গুণ গান এবং পূজা করিতে লাগিলেন ; এখন
তাঁহাদিগের চিত্ত অপার আনন্দ ভরণে উচ্ছসিত হইল,
লক্ষ্মীগণিকে প্রাপ্ত হইবার বাসনা রূপ উর্ধ্বী বহুকাল

তদাহ বিকুর্ভাং
মহাত্মা এতে হি ভক্তা
ময়ি চানুরক্তাঃ ।
যান্তং দিবং নামনুবাস্তি
সর্বৈ তিথ্যাক্ষরীরা অপি
পুণ্যযুক্তাঃ ॥ ৬১ ॥
বৈকুণ্ঠসাম্যং পরমং
প্রয়াস্ত সমাবিশ্রাস্ত
সমাজ্ঞয়া ভ্রম্ ।
ক্রহা হরেক্ষা-
ক্যমথাত্রবীকঃ
সান্তানিকাত্মস্ত
বিচিত্রভোগান্ ॥ ৬২ ॥

লোকাগদীয়োপরি দীপ্যমানাং-
স্তম্ভাবযুক্তাঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ।
যে চাপি তে রাম ! পবিত্রনাম
গৃণন্তি মত্যা লয়কাল এব ॥ ৬৩ ॥
অজ্ঞানতো বাপি ভজন্ত লোকাং
স্তানেব যোগৈরপি চাধিগম্যান্ ।
ততোহতিদ্রষ্টা হরিরাক্ষসাদ্যাঃ
স্পৃষ্টা জলং ত্যক্তকলেবরাস্তে ॥ ৬৪

কহিতে তাহাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছিল এক্ষণে তাহা
সুসম্পাদিত হইল । ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫।

ভগবানের বিষ্ণু রূপে বৈকুণ্ঠে অবস্থান বিষয় ভারতের
সভা পক্ষে—সর্বদিকপাল সভাবর্ণনে—যমসুভা প্রস্তাবে
কথিত আছে যে, দশরথি রামচন্দ্র যমের সভায়ও
পরিদৃশ্যমান হইয়াছিলেন, দেবর্ষি নারদ তৎপ্রতিবাদ করিয়া
বলিয়াছিলেন যে, ভগবান বিষ্ণুব রামাবতার পরিগ্রহ করিবার
ভূইটি প্রয়োজন ছিল, প্রথমটি দ্রষ্টায়া লোকদিগকে বিনষ্ট
করিয়া শিক্ষাচারী ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালন করিবেন এবং
অপরটি স্বয়ং লোকব্যবহার প্রদর্শন করিয়া পৃথিবীস্থ
যাবতীয় লোকদিগকে ধর্ম ও মর্যাদা রূপ জ্ঞানালোকে
আলোকিত করিবেন এবং ব্যবহার প্রদর্শনে তাহাদিগের
প্রবৃত্তি উৎপাদিত হইবে । সর্বকালদর্শী বাস্মীকি প্রভৃতি
নহর্ষিদিগের ভূত ও ভবিষ্যৎ তত্ত্বজ্ঞান আছে—দেবতার

কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাশি রাশি পুণ্য আহরণ করিয়া
পুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্র পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন
যাহারা আমার অনুগমন করিয়াছে তাহারা সকলেই
আমার পরম ভক্ত এবং আমাতে সাতিশয় অনুরক্ত আর
তিথ্যক জাতিরাও পুণ্যযুক্ত হইয়া আমার সহিত স্বর্গে আগমন
করুক, হে ব্রহ্মণ ! আমি তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি আমার
আদেশ গ্রহণ পূর্বক আমার পরম স্থান বৈকুণ্ঠ সদৃশ লোকে
তাহাদিগকে শীঘ্র লইয়া যাও । পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান নারা-
য়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন তাহারা বিচিত্র সুখ
ভোগ সমন্বিত সান্তানিক লোকে প্রস্থান করুক :—হে ভূত—
ভাবন নারায়ণ ! যে সমস্ত ব্যক্তি অস্তিম সময়ে আপনায়
পরম পবিত্র ‘রাম’ নাম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা আমার
উদ্ধৃষ্ট লোকে অর্থাৎ ব্রহ্ম লোক অতিক্রম করিয়া তদৃষ্ট
ভাগ্যবিত্ত সাতিশয় উজ্জল লোকে প্রস্থান করে, অধিকন্তু
যাহারা অজ্ঞান বশতঃ আপনাকে ভজনা করিয়া থাকে,
তাহারাও ঐ লোকে গমন করিয়া থাকে । অনন্তর যানর
সত্তমগণ, ব্রাহ্মসগণ ও অপরাপর যে সমুদায় লোক রঘু-
নাথের অনুগমন করিয়াছিল, তাহারা যার পর নাই আশ্চর্য্যচিত
হইয়া সরস্বতী সলিল স্পর্শ করিয়া মলবাহী কলের পরিত্যাগ
করিল । ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪।

প্রপেদিরে প্রাক্তনমেব রূপং
 বদংশজা স্বাক্ষহরীশ্বরাস্তে ।
 প্রভাকরং প্রাপ হরিপ্রবীরঃ
 সুগ্রীব আদিত্যজ বীৰ্য্যবদ্বাৎ ॥ ৬৫ ॥
 ততো বিমগ্নাঃ সরযূজলেষু নরাঃ
 পরিত্যজ্য মনুষ্যদেহম্ ।
 আরুহু দিব্যাভরণা বিমানং
 প্রাপুশ্চ তে সাস্তনিকাখ্যলোকান্ ॥ ৬৬ ॥
 তিৰ্য্যক্প্রজাতা অপি রামদৃষ্টা
 জনং প্রবিষ্ট দিবমেব বাতাঃ !
 দিদৃক্ষুবো জানপদাশ্চ লোকা
 রামং সমালোকা বিমুক্তসজ্জাঃ ॥ ৬৮ ॥

শ্রুত্বা হরিং লোকগুরুং পরেশং
 স্পৃষ্ট্য জলং স্বর্গগবাপুরঞ্জঃ ।
 এতাবদেবোত্তরমাহ শব্দুঃ
 শ্রীরামচন্দ্রস্য কথাবশেষম্ ॥ ৬৮ ॥
 যঃ পাদমপ্যত্র পঠেৎস পাপাৎ-
 বিমুচ্যতে জন্মসহস্রজাতাৎ ।
 দিনে দিনে পাপচয়ং প্রকুর্বন্
 পঠেন্নরঃ শ্লোকমপীহ ভক্ত্যা ॥ ৬৯ ॥
 বিমুক্তসর্ব্বাঘচয়ঃ প্রবাতি
 রামেতি সালোক্যগনন্যলভ্যম্ ।

অনন্তর স্বাক্ষ এবং হরি পুঙ্খবেরা যে যে বংশ হইতে জন্ম
 গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা সেই পূৰ্ব্ব জন্মার্জিত রূপ প্রাপ্ত
 হইল। বানরদিগের অধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত সুগ্রীব দিবা-
 করের বীৰ্য্য হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং বানর
 সত্ত্বক কিষ্কিন্দ্যারাজ প্রভাকরের সহিত বিলীন হইলেন।
 অনন্তর ভগবান রামচন্দ্রের পঞ্চাদশমী যাবতীর মনুষ্য উছা-
 দিগের রূপান্তর সন্দর্শন করিয়া অতি ব্যগ্রতা সহকারে সরযু
 নদীর সলিলে নিমগ্ন হইয়া মানব কলেবর পরিত্যাগ করিলেন,
 পরিশেষে বিবিধ মণি মানিক্য খচিত বিমানে আরোহণ করিয়া
 প্রকৃষ্ট চিত্তে সাস্তনিকা নামক লোকাভিমুখে প্রস্থান করিতে
 লাগিলেন। তিৰ্য্যক্ যোনিরা নীচা নাথকে সন্দর্শন করণাস্তর
 সলিল মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিগত পাপা হইল ও তৎক্ষণাৎ
 স্বর্গারোহণ করিল। জনপদ বাসীরা উছাদিগের ঐরূপ অব-

স্থানিস্তর পরিদর্শন করিয়া লোকাভিরাম রঘুনাথকে সন্দর্শন ও
 সাক্ষাৎ প্রণিপাত করণাস্তর সংসার বন্ধন হইতে বিনিমুক্ত
 হইলে এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপ বৈরাগ্যাবলম্বন পূৰ্ব্বক লোক গুরু
 পরমেশ্বর শ্রীহরিকে শ্রুতিপথে আনয়ন এবং সরযুর জল স্পর্শ
 করিয়া মাত্র স্বর্গারোহণ করিল। অধুনা শ্রীরাম ভক্তিভাজন
 শব্দর শ্রীরামচন্দ্রের কথা অবশেষ করিয়া কহিল যে—যিনি
 রামায়ণের একচরণ শ্লোক মাত্র মনোনিবেশ করিয়া ভক্তি
 পূৰ্ব্বক পাঠ করেন, তিনি সহস্র বার জন্ম গ্রহণ করিয়া যে
 সমুদায় পাপ করিয়াছেন, তাহার সেই সমুদায় কলুষ রাশি
 ভস্মীভূত হইয়া যায়, আর যিনি প্রতিদিন পাপ কার্য্য করিয়াও
 আন্তরিক ভক্তির সহিত একবার এক চরণ শ্লোক পাঠ করিয়া
 থাকেন, তাহার সেই পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ রামা-
 য়ণ অধ্যয়ন করিলে সমস্ত পাপ তিরোহিত হইয়া যায় এবং
 পতিতপাবন রামচন্দ্রের সালোক্য প্রাপ্ত হয়; এই রামায়ণ
 আখ্যান রঘুনাথক কর্তৃক রচিত এবং অতি পুরাকালে অয়ং

আখ্যানমেতদ্রবুনয়কশাস্ত্র
 কৃতং পুরা রাঘবচোদিতেন ॥ ৭০ ॥
 মহেশ্বরেণাপ্তভবিষ্যদর্থং
 শ্রুত্বা তু রামঃ পরিতোষমেতি ।
 রামায়ণং কাব্যমনস্তপুণ্যং
 শ্রীশঙ্করেণাভিহিতং ভবান্যে ॥ ৭১ ॥
 ভক্ত্যা পঠেদ্যঃ শৃণুয়াৎ স পাপৈ
 র্বিমুচ্যতে জন্মশতোক্তবৈশ্চ ।
 অধ্যাত্মরামং পঠতশ্চ নিত্যং
 শ্রোতুশ্চ ভক্ত্যা লিখিতুশ্চ রামং ॥ ৭২ ॥

অতিপ্রসন্নশ্চ সদা সমীপে
 নীতাসমেতঃ শ্রিয়মাতনোতি ॥ ৭৩ ॥
 রামায়ণং জনমনোহরমাদিকাব্যং
 ব্রহ্মাদিভিঃ সুরবরৈরপি সংস্কৃতমে ।
 শ্রদ্ধাশ্রিতঃ পঠতি যঃ শৃণুয়াত্তু নিত্যং
 বিষ্ণোঃ প্রয়াতি সদনং স বিশ্বকদেহঃ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উন্মাদহেশ্বরসম্বাদে
 উত্তরকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ।

যমুনাথ কঙ্ক প্রেরিত হইয়াছে । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ ।
 ৬৯ । ৭০

রাক্ষসলোচন রামচন্দ্র দেবদেব মহাদেব কর্তৃক রামায়ণ
 সহস্রক ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া যারপর নাই পরিতোষ হইলেন,
 স্বয়ং ভবানীপতি এই অপরিমিত পুণ্যপ্রদ শ্রীরাঘচরিত
 কাব্য ভবানীর নিকট কহিয়াছিলেন । যে ব্যক্তি ভক্তি-
 সহকারে অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠ করে, সে ব্যক্তি শতজন্ম
 সঙ্কট পাপ হইতে বিমুক্ত হয় । শ্রীরাঘচন্দ্র স্বপদ ঘটিত
 অধ্যাত্ম রামায়ণ পুরাণ যার পর নাই ভক্তিসহকারে প্রতিদিন

পাঠ ও শ্রবণ করিয়া সাতিশত প্রসন্ন হৃদয়ে সর্বদা নীতাব
 সমীপে উপবেশন করিয়াছেন । ব্রহ্মাদি সুরগণ লোক
 মহাদয় রঞ্জন আদি কাব্য রামচরিত বিষয় স্তুতিবাদন করিয়া
 থাকেন । যিনি শ্রদ্ধার সহিত রামায়ণ পাঠ করেন অথবা
 অবস্থিত চিত্তে প্রতিদিন শ্রবণ করেন তিনি পরিমার্জিত
 শরীরে বিষ্ণুর সন্নিধানে গমন করিয়া থাকেন । ৭১ । ৭২ । ৭৩ ।
 ৭৪ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উন্মাদহেশ্বরসম্বাদে
 উত্তরকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীরাম স্তবঃ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

অশ্রু শ্রীরামচন্দ্রস্তবরাজস্তোত্রমন্ত্রস্ত সমংকুমার
ঋষিঃ । অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ । শ্রীরামো দেবতা । সীতা-
বীজম্ । হনুমান্ শক্তিঃ । শ্রীরামপ্রীত্যর্থৈ জপে
বিনিয়োগঃ ।

সূত উবাচ ।

সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজং ব্যাসং সত্যবতীশ্রুতম্ ।
ধর্মপুত্রঃ প্রহৃষ্টোজ্জ্বা প্রত্নাবাচ মুনীশ্বরম্ ॥ ১ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভগবন্যোগিনাং শ্রেষ্ঠ সর্বশাস্ত্রবিশারদ ।
কিং তত্ত্বং কিং পরং জ্ঞাপ্যং কিং ধ্যানং মুক্তিসাধনং ॥
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্বং ক্রুহি মে মুনিসত্তম ।

বিদ্বানশক্ গণপতিকৈ নমস্কার করি । সনৎকুমার মুনি
ভগবান্ রামচন্দ্র স্তব ও স্তোত্র বলিয়াছিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র
দেবতা, জনক হৃষীকেশী সীতার আদি, পবন কুমার হনুমানের
শক্তি, অতএব শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতির নিমিত্ত জপ করি ।

সূত কহিলেন—ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সাক্ষাদাত্তঃকরণ হইয়া
সর্বশাস্ত্র বিশারদ তত্ত্বজ্ঞানবিদ্ মুনিসত্তম সত্যবতীনন্দন
ব্যাসকে বলিয়াছিলেন—হে ভগবন্! আপনি যোগিগণের
শ্রেষ্ঠ, আপনি সর্বশাস্ত্রের পারদর্শী, অতএব তত্ত্বই বা কিরূপে
অবগত হইবে—পরম পুরুষকেই বা কিরূপে জপ করিতে
হইবে—ধ্যানই বা কিরূপে করিতে হইবে—মুক্তি সাধনই বা
কিরূপে হইবে—হে মুনি সত্তম! আপনি আপনার নিকট এই

বেদব্যাস উবাচ ।

ধর্মরাজ মহাভাগ শৃণু বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥
যৎপরং যদগুণাতীতং যজ্জ্যোতিরমলং শিবং ।
তদেব পরমং তত্ত্বং কৈবল্যপদকারণং ॥ ৪ ॥
শ্রীরামেন্তিপরং জাপ্যস্তারকং ব্রহ্মসংস্কৃতং ।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপম্মমিতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৫ ॥
শ্রীরামরামেন্তি জনায়ে জপন্তি চ সর্বদা ।
তেষাং ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥
স্তবরাজং পুস্তা প্রোক্তং নারদেন চ ধীমতা ।
তৎসর্বং সম্প্রবক্ষ্যামি হরিধ্যানপুরঃসরং ॥ ৭ ॥

সমুদায় জানিতে ইচ্ছা করিরাছি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে
বলুন । ১ । ২ ।

বেদব্যাস কহিলেন—হে ধর্মরাজ! তোমার অভিলষিত
তত্ত্ব বিষয় সমূহ বলিতেছি অবহিত মনে অবলম্বন কর । ৩ ।

হে যুধিষ্ঠির! যিনি পরং ব্রহ্ম, যিনি গুণাতীত, যাচার
জ্যোতিঃ নিরুদল ও মঙ্গলময়, বেদজ ব্যক্তিরূপে তাঁহার তত্ত্ব
বিষয় এই বলেন যে, যোদ্ধা প্রাপ্ত হইবার কারণই তাঁহার
শ্রীচরণাবিলম্ব—শ্রীরাম এইটী জপ করাই উচিত, তিনি এই
সংসার নিস্তার কর্তা, তিনিই পরম ব্রহ্ম নাম ধারণ করেন,
তাঁহার শরণাগত হইলে ব্রহ্মহত্যাাদি পাপ হইতে মুক্তি
পাওয়া যায় । ৪ । ৫ ।

যে মহাত্মা ব্যক্তিরূপে তাঁহাকে সর্বদাই জপ করিয়া থাকেন
তাঁহাদিগের ভক্তি এবং মুক্তি হইবে ইচ্ছাতে তিলমাত্র সংশয়
নাই । ৬ ।

তাপত্রয়াগ্নিশমনং সর্বাধৌষনিকৃন্তনং ।
 দারিদ্র্যহুঃখশমনং সর্বসম্পৎকরং শিবং ॥ ৮ ॥
 বিজ্ঞানফলদং দিব্যং মোক্ষৈকফলসাধনং ।
 নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি রামং কৃষ্ণং জগন্ময়ং ॥ ৯ ॥
 অযোধ্যানগরে রম্যে রত্নমণ্ডপমধ্যগে ।
 স্মরেৎ কল্পতরো মূলে রত্নসিংহাসনং শুভং ॥ ১০ ॥
 তন্মধ্যেহৃদয়ং পদ্মং নানারত্নৈশ্চ বেষ্টিতম্ ।
 স্মরেন্মধ্যে দাশরথিঃ সহস্রাদিত্যভেজসম্ ॥ ১১ ॥
 পিতুরঙ্কগতং রামমিত্রনীলমণিপ্রভম্ ।
 কোমলাঙ্গং বিশালকং বিদ্যুদ্বর্ণান্বরাবৃতম্ ॥ ১২ ॥
 ভানুকোটীপ্রতীকাশং কিরীটেন বিরাজিতম্ ।
 রত্নথৈবেয়কেশুররত্নকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ১৩ ॥

রত্নকঙ্কণমঞ্জীরং কটিসূত্রৈরলঙ্কৃতম্ ।
 ত্রীবৎসকৌস্তভোরক্ষং মুক্তাহারোপশোভিতম্ ॥ ১৪ ॥
 দিব্যরত্নসমায়ুক্তমুদ্রিকান্তিরলঙ্কৃতম্ ।
 রাঘবং দ্বিভুজং বালং রামমীলংস্মিতাননম্ ॥ ১৫ ॥
 তুলসীকুন্দমন্দারগুণ্ণমাল্যৈরলঙ্কৃতম্ ।
 কর্পূরাগুরুকস্তুরিদিব্যগন্ধানুলেপনম্ ॥ ১৬ ॥
 যোগশাস্ত্রেষভিরুক্তং যোগীশং যোগদায়কম্ ।
 সদা ভরতসৌমিত্রশত্রুহৈরুপশোভিতম্ ॥ ১৭ ॥
 বিদ্যাধরসুহৃদাশীশসিদ্ধগন্ধর্বকিঙ্করৈঃ ।
 যোগীশৈর্নারদাদৈশ্চ স্তূয়মানমহর্নিশম্ ॥ ১৮ ॥
 বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠাদিমুনিভিঃ পরিসেবিতম্ ।
 সনকাদিমুনিভ্যেষ্ঠৈর্ধোগিরত্নৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ১৯ ॥

যীশক্তি সম্রত দেবর্ষি নারদ পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন
 আমিও ভগবান্ শ্রীহরির ধ্যান এবং অপরপর যাবতীরই
 কহিতেছি । ৭ ।

তাপত্রয়ানল বিনাশকারী, পাপরাশি মিথনকারী, যাবতীর
 দারিদ্র্যদিগের হুঃখাপহারী, সমুদায় বিভব দাতা সর্ব মঙ্গলময়
 দিব্য বিজ্ঞান ফল প্রদানকারী, মোক্ষ ফল সাধন জগদ্ব্যাপক
 রাম কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া তাঁহার বিবরণ বলিতেছি । ৮ ।

মন্মোহন অযোধ্যানগরস্থ রত্নাদি খচিত মণ্ডপাবস্থায়ী
 কল্প তরুর মূলদেশে সংস্থিত শুভময় রত্নসিংহাসন অরণ্যে
 আনয়ন করিবে ; অনন্তর তাহার মধ্যস্থিত হৃদয় কমল,
 কব্ধি রত্নাদি পরিবেষ্টিত তনয় রত্ননাথকে অরণ্য করিবে
 । ১০ । ১১ ।

ইহ নীলমণিপ্রভ কোমলাঙ্গ বিশালময় বিদ্যুদ্বর্ণান্বরাবৃত
 পঙ্কজোড়গুণ্ণ শ্রীকৃষ্ণমহাক্ষকে অরণ্য করিবে ; কোটি দিনমণি
 গদ্য কিরীট বিরাজিত রত্ন মণ্ডিত কেশুর নুপুর এবং কুণ্ডল

সমায়ুক্ত রত্ননাথকে অরণ্য করিবে ; রত্ন কঙ্কণ সমায়ুক্ত কটি
 হুজাহৃত ত্রীবৎস কোস্তভ মণিবৃত্ত মুক্তাহারে উপশোভিত
 সীতানাথকে অরণ্য করিবে । ১২ । ১৩ । ১৪ ।

দিব্য রত্ন সমায়ুক্ত মুদ্রিকার অলঙ্কৃত কৈবল্যাবদন দ্বিভুজ
 বিশিষ্ট বালক রত্নপুতিকে অরণ্য করিবে ; তুলসী, কুন্দ,
 মন্দার তরু কুসুম মাণ্যে অলঙ্কৃত—কর্পূর অঙ্কুর কস্তুরি
 দিব্য সুগন্ধাঙ্কুরিত রাঘবকে অরণ্য করিবে ; যিনি যোগশাস্ত্রে
 সর্বদা অনুরক্ত, যিনি যোগীশ ও যোগদায়ক, যিনি অকুণ্ণ
 ভরত সৌমিত্র ও শত্রু উপশোভিত, হইয়া আছেন তাঁহাকে
 অরণ্য করিবে ১৫ । ১৬ । ১৭ ।

যিনি বিদ্যাধর এবং সুরদিগের অধিপতি, যিনি সিদ্ধ
 গন্ধর্ব, কিন্নরগণ এবং নারদ প্রভৃতি যোগীবরদিগের দ্বারা
 দিব্যাবলি স্তূয়মান হইয়া থাকেন তাঁহাকে অকুণ্ণ অরণ্য
 করিবে । যিনি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিদিগের দ্বারা
 পরিসেবিত হইয়া থাকেন, যিনি সনকাদি যোগীরূপ কর্তৃক
 সর্বদা উপাষিত হইয়া থাকেন তাঁহাকে হুংপদে সর্বদা অরণ্য

রামং রঘুবরং বীরং ধনুর্বেদবিশারদম্ ।
 মঙ্গলায়তনং দেবং রামং রাজীবলোচনং ॥ ২০
 সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞানন্দকরমুন্দরং ।
 কৌশল্যানন্দনং রামং ধনুর্বাণধরং হরিম্ ॥ ২১
 এবং সন্ধিস্তয়ন্ বিষ্ণুং যজ্ঞোজ্যোতিরমলং বিভূং ।
 প্রহৃষ্টমানসো ভূত্বা মুনিবর্ষঃ স নারদঃ ॥ ২২ ॥
 সর্বলোকহিতার্থায় তুষ্ঠাব রঘুনন্দনং ।
 কৃতাজলিপুটো ভূত্বা চিস্তয়ন্নদুত্তং হরিম্ ॥ ২৩
 যদেকং যৎপরং নিত্যং যদনন্তক্ষিদাত্মকং ।
 যদেকং ব্যাপকং লোকে তদ্রূপং চিস্তয়াম্যহং ॥ ২৪

বিজ্ঞানহেতুং বিমলায়তাকং

প্রজ্ঞানরূপং স্বস্থৈথিকহেতুং ।

শ্রীরামচন্দ্রং হরিমাদিদেবং

পরংপরং রামমহং ভজামি ॥ ২৫ ॥

কহিলেন। ধনুর্বেদ বিশারদ মঙ্গলায়তন লোচন, মহাবল
 পরাক্রম রাজীবলোচন রঘুবর শ্রীরামচন্দ্রকে নিরন্তর স্মরণ
 করিবে; যিনি সর্ব শাস্ত্র ও বিজ্ঞান তত্ত্ববিষয় অবগত আছেন,
 যিনি আনন্দকর ও সুন্দর, যিনি কৌশল্যাভ্যাসের সেই
 পুরুষাঙ্গধারী শ্রীহরি রামচন্দ্রকে স্মরণ করিবে। দেবর্ষি নারদ
 মহাজ্যোতি সম্পন্ন বিমল বিভূ বিষ্ণুকে হৃদয় মধ্যে এইরূপ
 ভাবনা করিয়াও প্রহৃষ্ট হইয়া কৃতাজলিপুট হইয়া সর্বলোক মঙ্গল
 কামনার নিমিত্ত রঘুনন্দনকে পরিতুষ্ট করিলেন;—যিনি জগতের
 একমাত্র সঞ্চল—যিনি পরম পুরুষ—যিনি নিত্য, বাহার অন্ত নাই,
 যিনি চিৎসাক্ষ, যিনি ইহলোকে এক মাত্র ব্যাপক, বাহার সেই
 রূপ চিন্তা করি; যিনি বিজ্ঞানের কারণীভূত, বাহার নয়ন বিমল
 ও অয়ত, বাহার রূপ প্রজ্ঞানে পূর্ণ, যিনি একমাত্র স্বস্থৈথের
 নিদান, যিনি আদিদেব, আমি সেই পরংপর শ্রীরামচন্দ্রকে
 ভজনা করি। দেবর্ষি নারদ মহাকবি অনাদি, পুরুষোত্তম,

কবিং পুরাণং পুরুষং পুরস্তাৎ

সনাতনং যোগিনীশিতারং ।

অণোরগীয়াং সমনস্তবীৰ্য্যং

প্রাণেশ্বরং রামমসৌ দদর্শ ॥ ২৬ ॥

নারদ ভবাচ ।

নারায়ণং জগন্নাথমভিরামং জগৎপতিং ।

কবিং পুরাণং বাগীশং রামং দশরথাজ্ঞজং ॥ ২৭ ॥

রাজরাজং রঘুরং কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনম্ ।

ভগং বরেণ্যং বিশেষং রঘুনাথং জগদগুরুম্ ॥ ২৮

সত্যং সত্যপ্রিয়ং শ্রেষ্ঠং জ্ঞানকীবল্লভং বিভূম্ ।

সৌমিত্রি পূর্বজং শান্তং কামদং কমলেক্ষণং ॥ ২৯

আদিত্যং রবিমীশানং হুনিং সূর্য্যমনাময়ম্ ।

আনন্দরূপিণং সৌম্যং রাঘবং করুণাময়ং ॥ ৩০ ॥

সনাতন, যোগী প্রধান, অতি সুন্দর, অনন্ত বীৰ্য্য প্রাণেশ্বর শ্রীরাম-
 চন্দ্রকে দর্শন করিলেন । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ ।
 ২৫ । ২৬ ।

নারদ কহিলেন—নারায়ণ জগন্নাথ, অভিরাম জগৎপতি,
 অনাদি, বাক্যের ঈশ্বর, শ্রীরামচন্দ্র রাজা দশরথের তনয়। তিনি
 রাজাদিগের রাজা, রঘুবর, কৌশল্যার আনন্দ বর্দ্ধন; তিনি ভগ
 অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বীৰ্য্য বশঃ সৌভাগ্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়
 প্রকার শক্তি; তিনি প্রধান, বিশ্বসংসারের ঈশ্বর, তিনি রঘু-
 বংশের প্রভু, তিনি জগতের গুরু। তিনি সত্য, সত্যপ্রিয়, শ্রেষ্ঠ;
 তিনি জ্ঞানকীবল্লভ ও বিভূ; তিনি সৌমিত্রির পূর্বজ, শান্ত,
 অতীষ্টদাতা, এবং কমলেক্ষণ। তিনি আদিত্য, রবি, ঈশান
 তিনি হুনি, তিনি সূর্য্য ও অনাময়; তিনি আনন্দরূপী, শান্ত রঘু-
 করুণাতব করুণাময়। ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ ।

জামদগ্ন্য তপোমূর্তিঃ রামঃ পরশুধারিণম্ ।
 বাক্পতিং বরদং বাচ্যং শ্রীপতিং পক্ষিবাহনম্ ॥ ৩১ ॥
 শ্রীশাস্ত্রধারিণং রামং চিন্ময়ানন্দবিগ্রহম্ ।
 হলধৃথিকুম্ভাশানং বলরামং কৃপানিধিম্ ॥ ৩২ ॥
 শ্রীবল্লভং কৃপানাথং জগন্মোহনমচ্যুতম্ ।
 মৎস্যকূর্মবরাহাদি রূপধারিণমব্যয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
 বাসুদেবং জগদেষানিমনাদিনিধনং হরিম্ ।
 গোবিন্দং গোপতিং বিষ্ণুং গোপীজনমনোহরম্ ॥ ৩৪ ॥
 গোপোপালপরীবারং গোপকন্যাসমাবৃতম্ ।
 বিদ্যাংপুঞ্জ প্রতীকাশং রামং কৃষ্ণং জগন্ময়ম্ ॥ ৩৫ ॥
 গো গোপিকা সমাকীর্ণং বেণুবাদনতৎপরম্ ।
 কামরূপং কলাবন্তং কামিনীকামদং বিভূম্ ॥ ৩৬ ॥
 মন্মথং মথুরানাথং মাধবং মকরধ্বজং ।

শ্রীধরং শ্রীকরং শ্রীশং শ্রীনিবাসং পরাংপরম্ ॥ ৩৭ ॥
 ভূতেশম্পতিং ভদ্রং বিভূতিং ভূতিভূষণং ।
 সর্বদুঃখহরং বীরং দুষ্টদানববৈরিণং ॥ ৩৮ ॥
 শ্রীনৃসিংহং মহাবাহুং মহাস্তং দীপ্তভেজম্ ।
 চিদানন্দময়ং নিত্যং প্রণবং জ্যোতিরূপিণম্ ॥ ৩৯ ॥
 আদিতামণ্ডলগতং নিশ্চিতার্থ স্বরূপিণং ।
 ভক্তপ্রিয়ং পদ্মনেত্রং ভক্তানামীপিতপ্রদং ॥ ৪০ ॥
 কোশল্যেয়ং কলামূর্তিঃ কাকুৎস্থং কমলাপ্রিয়ং ।
 সিংহাসনেসমাসীনং নিত্যব্রতমকল্মষং ॥ ৪১ ॥
 বিশ্বামিত্রপ্রিয়ং দান্তংস্বদারনিয়তব্রতং ।
 যজ্ঞেশং যজ্ঞপুরুষং যজ্ঞপালনতৎপরং ॥ ৪২ ॥

তিনি জামদগ্ন্য, তপোমূর্তি পরশুধারী রামচন্দ্র ; তিনি বাক্পতি বরদ, বাচ্য, লক্ষীপতি, এবং পক্ষিবাহন ; তিনি শ্রীশাস্ত্রধারী রামচন্দ্র । তিনি চিন্ময়, আনন্দ ও বিগ্রহরূপী ; তিনি ঈশান ও কৃপানিধি হলধারী বলরাম । তিনি শ্রীনাথ, কৃপানাথ, জগন্মোহন অচ্যুত ; তিনি মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি রূপধারী অবতার ; তিনি জগৎ যোনি বাসুদেব, অনাদি নিধন শ্রীহরি ; তিনি গোবিন্দ, গোপতি, গোপীজনমোহনকারী পরম বিষ্ণু ; তিনি পৃথিবীর পালক এবং গোপাল ও গোপকন্যায় সমাবৃত এবং বিদ্যাংশি সদৃশ ; তিনি শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সমুদার জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন । ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ ।

তিনি গো এবং গোপিকাগণদ্বারা সমাকীর্ণ বংশিধরনি করিতে যারপর নাই তৎপর ; তিনি কামরূপী ও কলাবৎ, তিনি কামিনী-দিগের কামদ, সর্বময় জগদীশ্বর । তিনি মন্মথ এবং মথুরানাথ ;

তিনি মাধব ও মকরধ্বজ, তিনি শ্রীধর, শ্রীকর, শ্রীশ, শ্রীনিবাস এবং পরাংপর পরব্রহ্ম । তিনি ভূত সমুদায়ের ঈশ্বর, ও ভূ-পতি ; তিনি ভদ্র, বিভূতি এবং ভূতিভূষণ ; তিনি সর্বদুঃখহর মহাবীর ও দুষ্টদানবদিগের শত্রু । তিনি নৃসিংহ ও মহাবাহু ; তিনি মহাস্ত এবং দীপ্ত ভেজা, চিদানন্দময় ও নিত্য, তিনি প্রণব সর্বজ্যোতি রূপী, তিনি সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত আছেন ; তিনি নিশ্চিত বিষয়ের স্বরূপী ; তিনি ভক্ত জনের প্রিয় ও পদ্মনেত্র এবং ভক্তদিগের বাঞ্ছিত পদার্থ প্রদান করিয়া থাকেন । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ ।

তিনি কোশলতনয়র কলা মূর্তি—কাকুৎস্থ কমলাপতি ; সিংহাসনোপবিষ্ট নিত্যধর্ম্যাবলম্বী নিষ্পাপ রামচন্দ্র ; তিনি বিশ্বামিত্রের প্রিয়শত্রুদিগের দমনকারী, সর্বদা উদারব্রতে ব্রতী ; তিনি যজ্ঞের ঈশ্বর, তিনি যজ্ঞ পুরুষ এবং যজ্ঞ পালনে তৎপর । তিনি সত্যসক এবং ক্রোধকে পরাজয় করিয়াছেন ; তিনি, শরণাপন্নদিগকে সম্ভাদের ন্যায় সম্ভর্জন ও সর্বক্লেশ বিদূরিত করিয়া থাকেন ; তিনি ঋগ্নিকবর বিভীষণকে বর প্রদান করিয়াছিলেন । তিনি রোদ্র অতএব দক্ষরাজার মন্তক ছিন্ন

সত্যসন্ধং জিতক্রোধং শরণাগতবৎসলং ।

সর্বক্লেশাপহরণং বিভীষণ বরপ্রদং ॥ ৪৩ ॥

দশগ্রীবহরং রৌদ্রং কেশবং কেশিমর্দনং ।

বালিপ্রমথনং বীরং সুগ্রীবেষ্পিতরাজ্যদং ॥ ৪৪ ॥

নরবানরদেবৈশ্চ সেবিতং হনুমৎপ্রিয়ং ।

শুদ্ধং সূক্ষ্মং পরং শাস্তং তারকব্রহ্মরূপিণং ॥ ৪৫ ॥

সর্বভূতানুভূতস্বং সর্বাধারং সনাতনং ।

সর্বকারণকর্তারং নিদানং প্রকৃতেঃ পরং ॥ ৪৬ ॥

করিয়াছিলেন, তিনি কেশীবিনাশী কেশব। তিনি কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য বালিকে মণিত করিয়া সুগ্রীবের অভিলষিত রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি নর বানর ও দেবতাদিগের দ্বারা পরিসেবিত এবং পবন নন্দন হনুমানের প্রিয়; তিনি শুদ্ধ, তিনি সূক্ষ্ম, পরংব্রহ্ম, শাস্ত ও তারক ব্রহ্মরূপী। তিনি যাবতীয় ভূতের আত্মা ও সমুদায় ভূতের অন্তর্গত এবং সমস্ত পদার্থের আধার ও সনাতন; তিনি চতুর্দিকস্থ যাবতীয় বস্তুর কারণ ও কর্তা তিনি নিদান ও প্রকৃতির পরম ব্রহ্ম অতএব তাঁহাকে নমস্কার করি। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬।

হে বিভো! আপনি নিরাশ্রয়, নিরাভাস, নিরবৎ, নিরঞ্জন, নিত্যানন্দ, নিরাকার, অদ্বৈত, তম ও পরমব্রহ্ম; আপনি পরাৎপরতর, তত্ত্ব, সত্যানন্দ, চিদাত্মক মনে ও শীর্ষদেশে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন অতএব আপনাকে নমস্কার করি। হে রঘুনারথ! আপনি সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত আছেন, আপনি দীভা সমন্বিত রামচন্দ্র, আপনি পুণ্ডরীকাক্ষ, অমের ও গুরুতংপর অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আমি জ্যোতিষ্ক পদার্থপত্তি বাসুদেবকে নমস্কার করি— জগদানন্দরূপী রামচন্দ্রকে নমস্কার করি। আপনি যোগী ও ব্রহ্মবাদীদিগের বেদান্তমিষ্ট এবং জনসেবীদিগের মায়াময় নিস্তারের জন্য উদ্ভূত হইয়াছেন অতএব আপনাকে নমস্কার করি। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০।

নিরাময়ং নিরাভাসং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং ।

নিত্যানন্দং নিরাকারমদ্বৈতং তমসঃপরং ॥ ৪৭ ॥

পরাৎপরতরং তত্ত্বং সত্যানন্দং চিদাত্মকং ।

মনসাশিরসা নিত্যং প্রণমামিরঘুভূতমং ॥ ৪৮ ॥

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং রামং সীতাসমন্বিতং ।

নমামিপুণ্ডরীকাক্ষমমেরং গুরুতংপরং ॥ ৪৯ ॥

নমোহিস্তবাসুদেবায় জ্যোতিষাংপতয়ে নমঃ ।

নমোহিস্ত রামদেবায় জগদানন্দরূপিণে ॥ ৫০ ॥

নমোবেদান্তনিষ্ঠায় যোগিনে ব্রহ্মবাদিনে ।

মায়াময় নিরন্তায় প্রপন্নজনসেবিনে ॥ ৫১ ॥

বন্দ্যমহেমহেশান চণ্ডকোদণ্ডখণ্ডনম্ ।

জ্ঞানকীংহৃদয়ানন্দবর্দ্ধনং রঘুনন্দনম্ ॥ ৫২ ॥

উৎফুল্লামলকোমলোৎপলদলশ্যামায়রামায়তে

কামায় প্রমদামনোহরগুণগ্রামায়রামাত্মনে ।

যোগারূঢ়মুনীন্দ্রমানস সরোহংসায় সংসার-

বিক্ষংসায় স্ফুরদোজসে রঘুকুলোত্তংসায়পুংসেনমঃ

প্রচণ্ড কোদণ্ড খণ্ডনকারী মনোহর বন্দনা করি। জ্ঞান-
কীর হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন রঘুনারথকে নমস্কার করি। সূকো-
মল বিকচ কমল নয়ন নবদুর্লাদলশ্যাম প্রমদা মহেশপূর্ণকাম
ও অশেষ গুণগ্রাম পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে নমস্কার করি;
যোগাসনাসীন মুনীন্দ্র মানস-সর হংস সংসার বিক্ষংসকারী
মহাদীপ্তি রঘুকুলজাত পুরুষোত্তম রঘুনারথকে নমস্কার করি।
এই সংসারোৎপত্তি-কারণ বেদবিদ জ্ঞানের অগ্রগণ্য, আদিত্য-
চন্দ্র সুপ্রভা সমন্বিত অমল সর্বাঙ্গক সর্বজীবগত স্বরূপ রাম
চন্দ্রকে অগ্রে নমস্কার করি। নিরঞ্জন, প্রতিম-বিহীন নিরীহ
নিরাশ্রয়, নিষ্কল, মহামায়া, নিত্য নিষ্কল বিষয় শূন্য স্বরূপ

ভবোদ্ভবং বেদবিদ্যাং বরিত্-
 মাদিত্য চন্দ্রাননসুপ্রভাবম্ ।
 সৰ্ব্বাঙ্গকং সৰ্ব্বগতস্বরূপং
 নমামিরামং তমসঃপরস্তাং ॥ ৫৪ ॥
 নিরঞ্জনং নিষ্প্রতিমং নিরৌহং
 নিরাশ্রয়ং নিকলমপ্রপঞ্চম্ ।
 নিত্যধ্বং নির্বিষয়স্বরূপং
 নিরন্তরং রামমহং ভজামি ॥ ৫৫ ॥
 ভবাক্রিপোতং ভরতাগ্রজন্তম্
 ভক্তপ্রিয়ং ভাসুকুলপ্রদীপম্ ।
 ভূততিনাথ ভুবনাধিপন্তম্
 ভজামি রামং ভবরোগবৈদ্যম্ ॥ ৫৬ ॥
 সৰ্ব্বাধিপত্যং সমরাজধীরং
 সত্যং চিদানন্দময়স্বরূপম্ ।

সত্যং শিবং শান্তিময়ং শরণাং
 সনাতনং রামমহং ভজামি ॥ ৫৭ ॥
 কার্যাক্রিয়া কারণমপ্রমেয়ং
 কবিং পুরাণকমলায়তাকম্ ।
 কুমারবেদ্যং করুণাময়ত্
 কল্পদ্রুমং রামমহং ভজামি ॥ ৫৮ ॥
 ত্রৈলোক্যানাথং সরসীরূহাঙ্কং
 দয়ানিধিং দ্বন্দ্ববিনাশহেতুম্ ।
 মহাবলং বেদনিধিং হুরেশং
 সনাতনং রামমহং ভজামি ॥ ৫৯ ॥
 বেদান্তবেদ্যং কবিমীশিতার-
 মনাদিমধ্যান্তমচিন্ত্যমাদ্যম্ ।
 অগোচরং নিশ্চলমেकरূপং
 নমামিরামং তমসঃ পরস্তাং ॥ ৬০ ॥

রামচন্দ্রকে অমুক্ষণ ভজনা করি । ৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১।
 ৫২।৫৩।৫৪।৫৫।

ভবজলধির ভরণী ভরতাগ্রজ সেই ভক্তপ্রিয় সূর্য্যবাংশ
 প্রদীপ রামচন্দ্রকে যাবতীয় ভূতদিগের জীপতি স্বর্গ, মর্ত্য ও
 পাতাল ত্রিভুবনাধিপতি সেই ভবরোগ বৈদ্য জীরামকে ভজনা
 করি। সৰ্ব্বাধিপতি সমরাজ ধীর সত্য, চিদানন্দময় স্বরূপ,
 শিব, শান্তিময় শরণ্য সনাতন রামচন্দ্রকে ভজনা করি। হে
 ভগবন্! আপনি কার্য ও ক্রিয়া কারণ, অপ্রমেয়—কবি,
 পুরাণ, কমলায়তাকি, কুমার বেদ্য করুণাময় সেই কল্পদ্রুম রাম
 চন্দ্র অতএব আপনাকে ভজনা করি—আপনি ত্রৈলোক্যানাথ,
 পরঞ্জনয়ন, দয়ালু সাগর দ্বন্দ্ব বিনাশ কারণ, মহাবল, বেদের

পারাবার, হুরেশ সনাতন রামচন্দ্রকে ভজনা করি; আপনি
 অপার ও স্থখ স্বরূপ পরাংপর রামচন্দ্র, অতএব আপনাকে
 ভজনা করি; আপনি ভক্ত স্বরূপ, পুরুষ পুরাণ ও আপনি
 স্বতেজ পরিপূরিত বিশ্ব, আপনি রাজাদিগের রাজা ও স্বর্গ
 মণ্ডল মধ্যে অবস্থিত, আপনি এই নিখিল জগতের ঈশ্বর রামচন্দ্র
 অতএব আপনাকে ভজনা করি । ৫৬।৫৭।৫৮।৫৯।৬০।
 ৬১।৬২।

চিদানন্দময় রঘুবংশপতি লোকাতিরাম মুকুন্দ জীহরি রাম
 চন্দ্রকে নমস্কার করি। হে রঘুবর! আপনি বিদ্যাধিপতি
 কবিদিগের শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনাকে প্রণাম করি। হে রাম!
 আপনি যোগীদিগের শ্রেষ্ঠ ও সত্যস্বরূপ—আপনাকে সকলে

অশেষবেদান্তকমাদিসঙ্কমজং
 হরিং বিষ্ণুমনস্তমাদ্যম্ ।
 অপারসম্বিস্তমেকরূপং
 পরাংপরং রামমহং ভজামি ॥ ৬১ ॥
 তত্ত্বস্বরূপং পুরুষং পুরাণং
 স্বতেজসা পূরিতবিশ্বমেকম্ ।
 রাজাধিরাজং রবিমণ্ডলম্
 বিশ্বেশ্বরং রামমহং ভজামি ॥ ৬২ ॥
 লোকাভিরামং রঘুবংশনাথং
 হরিকিদানন্দময়ং মুকুন্দম্ ।
 অশেষবিদ্যাধিপতিং কবীন্দ্রং
 নমামিরামং তমসঃ পরস্তাং ॥ ৬৩ ॥
 যোগীন্দ্রসঙ্ক্লেষশ্চসেব্যমানং

নারায়ণং নিঃশলনাদি দেবম্ ।
 নতৌহস্মিনিত্যং জগদেকনাথ-
 মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥ ৬৪ ॥
 বিভূতিন্দবিশ্বস্বজংবিরামং
 রাজেন্দ্রমীশং রঘুবংশনাথম্ ।
 অচিন্ত্যমব্যক্তমনস্তমূর্ত্তিং
 জ্যোতির্শ্চয়ং রামমহং ভজামি ॥ ৬৫ ॥
 অশেষসংসারবিহারহীন-
 মাদিত্যং পূর্ণস্বাভিরামম্ ।
 সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাং
 নারায়ণং বিষ্ণুমহং ভজামি ॥ ৬৬ ॥
 মুনীন্দ্রগুহ্যং পরিপূর্ণকামং
 কলানিধিঙ্কল্যমণ্যশাহেতুম্ ।
 পরাংপরং যৎপরমং পবিত্রং
 নমামিরামং মহতোমহাস্তুতম্ ॥ ৬৭ ॥

ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ দেবেন্দ্রে দেবতাস্তুতম্ ।

আদিত্যাদিগ্রহাষ্টৈশ্চৈব ত্রয়েবরঘুনন্দন ॥ ৬৮ ॥

সেবা করিয়া থাকে—আপনি নিঃশলন আদিদেব নারায়ণ ও
 ভগবতের একমাত্র পতি, অককার আদিত্যরূপ ধারণ করিয়া-
 ছেন অতএব আপনাকে প্রতিদিন নমস্কার করি। আপনি
 বিভূতিপ্রদ অর্থাৎ অগ্নিমা, লব্ধিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা
 ঈশ্বর, বংশজ, কামাবসারিভ প্রদান করিয়া থাকেন ও বিশ্ব
 সংসার স্তবন করিয়াছেন, আপনি বিরাট—রাজাদিগের
 ঈশ্বর রঘুবংশাধিপতি জগদীশ্বর—আপনি চিন্তাতীত বাক্য-
 তীত জ্যোতির্ময় অনন্তমূর্ত্তি রামচন্দ্র অতএব আপনাকে ভজনা
 করি। ৫৯। ৬০। ৬১।

আপনি এই অশেষ বিশ্ব সংসারের বিহার হীন আদিত্য
 ওক পূর্ণ স্বাভিরাম স্বাভীর বস্তুর সাক্ষি দীপ্তিময় নারায়ণ
 বিষ্ণু অতএব আপনাকে ভজনা করি—মুনীন্দ্র গুহ্য পরিপূর্ণ
 কাম—আপনি চন্দ্র পাপবিনাশ কারণ পরাংপর পরব্রহ্ম পবিত্র ;
 মহান রামচন্দ্রকে নমস্কার করি, হে রঘুনন্দন ! আপনি ব্রহ্ম

বিষ্ণু ও মহেশ্বর—আপনি দেবতা ও দেবতাদিগের ঈশ্বর এবং
 আদিত্য ও গ্রহ, আপনি তাপন, স্বর্ষ, সিক, সাধ্যা ও মকং—
 আপন বিপ্র বেদ ও বজ্র এবং পুণ্য ও ধর্ম সাহিত্য, যক্ষ,
 রাক্ষস ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি কাপালিক দিগ্গজাদিগের বর্ণা
 শ্রম ধর্ম ও বর্ন সমস্তই আপনি ; হে রঘুপুত্র ! আপনি সন-
 কাদি মুনিদিগের শ্রেষ্ঠ আপনি অকুবক্ষ—আপনি ত্রিকাল
 ও একাদশ কল্প । হে রঘুনন্দন ! আপনি তারকা ও দশক—
 সপ্তরীপ ও সমুদ্র—নগ নদ ও ক্রম ; হে রঘুনায়ক আপনি
 স্থাবর ও জঙ্গম আপনি দানব দিগের অন্তকারী ; হে রঘুবল্লভ !

তাপসাস্থমরঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ মরুতস্তথা ।

নারদ উবাচ ।

বিপ্রা বেনাস্তথাংযজ্ঞাঃ পুরাণং ধর্মাসংহিতা ॥ ৬৯ ॥

যদিতুষ্টোহসি সর্বজ্ঞ ত্রীরাম করুণানিধে ।

বর্ণাশ্রমাস্তথাধর্মী বর্ণধর্মাস্তথৈবচ ।

তস্মা ত্বির্দর্শনেনৈব কৃতার্থোহহং চ সর্বদা ॥ ৭৮ ॥

গন্ধরাক্ষস গন্ধর্বাদিক্ পাদাদিগগজাদিভিঃ ॥ ৭০ ॥

ধন্যোহহং কৃতকৃত্যোহহং পুণ্যোহহং পুরুষোত্তম ।

সনকাদিমুনিশ্রেষ্ঠাস্তমেব রঘুপুঙ্গব ।

অদ্য মে সফলং জন্মজীবিতং সফলঞ্চমে ॥ ৭৯ ॥

বসবোহকৌতুহলঃকালো রুদ্রোএকাদর্শন্যুতাঃ ॥ ৭১ ॥

অদ্য মে সফলং জ্ঞানমদ্য মে সফলস্তপঃ ।

তারকাদশদিক্ চৈবত্বমেব রঘুনন্দন ।

অদ্য মে সফলং কুর্ষ্য ত্বংপাদান্তোজ দর্শনাৎ ।

সপ্তদ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ নগানদ্যস্তথাক্রমাঃ ॥ ৭২ ॥

অদ্য মে সফলং সর্বমুত্তমামস্মরণং তথা ॥ ৮০ ॥

স্বাবরা জজ্ঞমাস্চৈব ত্বমেব রঘুনায়ক ।

ত্বং পাদান্তোরুহদ্বন্দ্বসন্তুষ্টিং দেহি রাঘব ।

দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাণাং দানবানাং তথৈবচ ॥ ৭৩ ॥

ততঃ পরমসম্পীতঃ স রামঃ প্রাহনারদম্ ॥ ৮১ ॥

মাতা পিতা তথা ভ্রাতা ত্বমেব রঘুবল্লভ ।

সর্বেষাং ত্বং পরং ব্রহ্ম ত্বময়ং সর্বমেবহি ॥ ৭৪ ॥

ত্বগন্ধরং পরং জ্যোতিষ্ত্বমেব পুরুষোত্তম ।

ত্বমেব তারকং ব্রহ্মত্বভোহন্যনৈবকিঞ্চন ॥ ৭৫ ॥

শাস্তং সর্বগতং সূক্ষ্মং পরং ব্রহ্মসনাতনম্ ।

রাজীবলোচনং রামং প্রণমামি জগৎপতিম্ ॥ ৭৬ ॥

বাস উবাচ ।

ততঃ প্রসন্নঃ ত্রীরামঃ প্রোবাচ মুনিপুঙ্গবম্ ।

তুষ্টোহস্মি মুনিশাদূল বৃণীষস্বরমুত্তমম্ ॥ ৭৭ ॥

বাস কহিলেন ! অনন্তর ত্রীরামচন্দ্র তাঁহার স্তবশ্রবণে
সাতিশর পরিতুষ্ট হইরা মুনিপুঙ্গবকে বলিলেন, হে মুনিশাদূল !
আমি হোমার স্তব আকর্ষণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হই-
রাছি অতএব এক্ষণে উত্তম বরপ্রার্থনা কর । ৭৭ ।

নারদ কহিলেন । হে সর্বজ্ঞ, করুণাময় ত্রীরামচন্দ্র ! যদিও
আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইরাছেন বটে, কিন্তু অদ্য আপ-
নার মূর্তি সন্দর্শন করিয়া আমি কৃতকৃত্য হইলাম ; হে
পুরুষোত্তম, আমি ধন্ত হইলাম, কৃতকৃত্য হইলাম—আমি পুণ্য-
শীল, অদ্য আমার জন্ম ও জীবন সফল হইল ; আপনার পাদ-
পদ্ম দর্শন হেতু অদ্য আমার জ্ঞান সার্থক হইল, তপস্তা সফল
হইল, আমার যাবতীর কার্য্য সফল প্রসব করিল, অধিকতর
আপনার নাম স্মরণ করিয়া অদ্য আমার সমস্তই সফল
হইল, অতএব হে রাঘব ! আপনার পাদপদ্মরূপ তরণীতে
যাহাতে আমার দৃঢ়া ভক্তি থাকে, তাহাই প্রদান করুন ।
অনন্তর রামচন্দ্র পরম পরিতুষ্ট হইরা নারদকে কহিলেন । ৭৮ ।
৭৯ । ৮০ । ৮১ ।

আপনি মাতা পিতা ও ভ্রাতা—আপনি সমস্তই পরম ব্রহ্ম ও
ত্বময় । ৬৯ । ৭০ । ৭১ । ৭২ । ৭৩ । ৭৪ ।

হে পুরুষোত্তম ! আপনি স্বাক্ষর ও পরম, আপনি জ্যোতি-
স্বরূপ, আপনি ভারকব্রহ্ম, আপনার অন্য কোনরূপ তত্ত্ব নাই ;
আপনি শাস্ত, সকল বস্তুর অন্তর্গত ও হৃদয় ; আপনি পরম
ব্রহ্ম সনাতন ও রাজীবলোচন রামচন্দ্র এবং জগতের পতি,
অতএব আপনাকে প্রণিপাত করি । ৭৫ । ৭৬ ।

শ্রীরাম উবাচ ।

মুনিবর্ষমহাভাগ মুনেচ্ছিক্তং দদামি তে ।

যত্নয়া চেপ্সিতং সর্বং মনসা তন্তুবিঘাতি ॥ ৮২ ॥

নারদ উবাচ ।

বরং নযাচে রঘুনাথ বৃশ্চ-

পাদাক্তভক্তিঃ সততং মমাস্তু ।

ইদং প্রিয়ং নাথবরং প্রযাচে

পুনঃ পুনস্ত্যামিদমেব যাচে ॥ ৮৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যেবমীড়িতো রামো প্রাদান্ত্যৈবরাস্তুরম্ ।

বিররাম মহাতেজাঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ ॥ ৮৪ ॥

অষ্টৈতমমলং জ্ঞানং ত্বমামস্মরণং তথা ।

অন্তর্ধায় জগন্নাথঃ পুরতন্তুস্তরাঘবঃ ॥ ৮৫ ॥

শ্রীরাম বলিলেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠ মহাভাগ নারদ ! আমি তোমাকে উগাই প্রদান করিলাম । অধিকন্তু তুমি মনে বাহ্য অভিলাষ করিবে তোমার তাছাই লফল হইবে । ৮২ ।

নারদ কহিলেন । হে রঘুনাথ ! আমি আপনার নিকট অন্য কোনরূপ বর যাচঞা করি না, কেবল আপনার জ্ঞানাদ-কমলে যেম আমার ভক্তি থাকে এই মাত্র প্রিয়বর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করি । ৮৩ ।

ব্যাস কহিলেন—নারদকর্তৃক এইরূপ স্তুত হইলে সচ্চিদানন্দ অমিততেজা রামচন্দ্র তাঁহাকে অপর একটা বরদান করিলেন যে, অষ্টৈত অমলজ্ঞান এবং ত্বমাম স্মরণ থাকিবে—অনন্তর তাঁহার সমুখেই জগন্নাথ অন্তর্হিত হইলেন ।—রঘুনাথ রাম-চন্দ্রের এই অমূল্য সর্বসৌভাগ্য সম্পত্তি ও মুক্তিপ্রদ এবং ভবময় স্তবরাজ ব্রহ্মার পুত্রদ্বারা বেদের সারাংশ হইতে হে দেব ! আপনার অতিগুঢ় স্নেহ বশতঃ প্রকীর্তিত হইয়াছে । যিনি ত্রিসন্ধ্যা ও প্রজাবান্ হইয়া এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করেন

ইতি শ্রীরঘুনাথস্যস্ত বরাজমমূল্যম্ ।

সর্বসৌভাগ্যসম্পত্তি দায়কঙ্কাস্তিক্তং শুভম্ ॥ ৮৬ ॥

কথিতং ব্রহ্মপুত্রেন বেদানাং সারমূল্যম্ ।

শ্রুতাদিগুহ্যতমং দিব্যং তবস্নেহাৎপ্রকীর্তিতম্ ॥ ৮৭ ॥

যঃ পঠেচ্ছ্রুয়াদ্যপি ত্রিসন্ধ্যাং প্রজয়াশ্রিতঃ ।

ব্রহ্মহত্যাदिपापानि तत्समाप्तिं बहूनि च ॥ ৮৮ ॥

স্বর্ণস্তেয়ী সুরাপানী গুরুতন্মাতৃঘাতানি চ ।

গোবধাত্যপপাপানি অন্তাতঃসন্তবানি চ ॥ ৮৯ ॥

সর্বৈঃ প্রমুচ্যতে পাটৈঃ কমাধুতশতোদ্ভবৈঃ ।

মানসস্মৃতিকং পাপং কর্মণাসমুপার্জিতম্ ॥ ৯০ ॥

শ্রীরামস্মরণেনৈব তৎকণামশ্রুতি ধ্রুবম্ ।

ইদং সত্যমিদং সত্যং সত্যমেতদিহোচ্যতে ॥ ৯১ ॥

রামং সত্যং পরংব্রহ্ম রামাষ্টিক চিত্তবিদ্যতে ।

তস্মাদ্রামস্মরণোহয়ং সত্যং সত্যমিদং জগৎ ॥ ৯২ ॥

শ্রীরামচন্দ্ররঘুপুঙ্গবরাজবর্ষা-

রাজেন্দ্র রামরঘুনাথক রাঘবেশ ।

রাজাধিরাজ রঘুনন্দন রামচন্দ্র

দাসোহহ মদ্য ভবতঃ শরণাগতোহস্মি ॥ ৯৩ ॥

তিনি ব্রহ্মহত্যা এবং গোবধ জনিত পাপ হইতে অথবা যমোগত হউক, বাচনিক হউক, কিবা অপর কর্ম সঙ্কৃত পাপ হউক, বাবতীর পাপ হইতে নিকৃতি লাভ করেন ; এবং শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিলে সমুদয় কর্মব তৎকণাৎ কর্মপ্রাপ্তি হয়, ইহা সর্বথা লভ্য তাহার সংলগ্ন মাই । ৮৪। ৮৫। ৮৬ । ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২ ।

রামচন্দ্র লভ্য ও পরমব্রহ্ম, তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই, সেই জন্য সমুদায়ই রামরূপ স্তুতঃ জগৎ সত্য । শ্রীরাম-চন্দ্র রঘুবংশজাত রাবাদিগের শ্রেষ্ঠ রঘুনামক রাঘব জগদীশ্বর,

বৈদেহী সহিতং সুরক্রম-
তলেহৈম মহামণ্ডপে মধ্য
পুষ্পকমাসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্ ।
অগ্রেবাচযতিপ্রভং জনস্তুতং তত্বং
মুনৌল্লৈঃপরং ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ
পরিত্বতং রামং ভজেশ্যামলম্ ॥ ৯৪ ॥
রামং রত্নকিরীটকুণ্ডলযুতং কেয়ুরহারাস্থিতং
সীতালঙ্কৃতবামভাগমলং সিংহাসনস্থং বিভূম্
সুগ্রীবাদি হরীশ্বরৈঃ সুরগণৈঃ সংদেবামানং সদা
বিশ্বামিত্রপরাশরাদিমুনিভিঃ সংস্তুয়মানং প্রভূম্ ॥ ৯৫ ॥
সকল গুণনিধানং যোগিভিঃস্তুয়মানং

ভূজবিজিতসমানং রাক্ষসেন্দ্রাদিমানম্ ।
মহিতনৃপভয়ানং সীতয়াশোভমানং
স্বতরুদয়বিমানং ব্রহ্মরামাভিধানম্ ॥ ৯৬ ॥
রঘুবর তবমূর্তির্মামকে মানসাজে
নরকগতিহরং তেনামধেয়ং মুখে মে ।
অনিশমতুলভক্ত্যামস্তকং স্বংপদাজে-
ভবজলনিধিমগ্নং রক্ষমাযার্তবন্ধো ॥ ৯৭ ॥
রামরত্নমহং বন্দে চিত্রকূটপতিং হরিম্ ।
কৌশল্যাভক্তিসম্ভূতং জানকীকণ্ঠভূষণম্ ॥ ৯৮ ॥
ইতি শ্রীসনৎকুমারসংহিতায়াং নারদোক্তং শ্রীরাম-
চন্দ্রস্তবরাজস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

তিনি রাজাদিগের রাজ্য রঘুনন্দন, আমি তাঁহার কিঙ্কর অতএব
আমি সুরগণাপন্ন হইলাম । ৯৩ ।

সুরভক্ত (কম্পতরু) মূলস্থিত হিরণ্যয় মহামণ্ডপ মধ্যস্থ
কুহ্ম ও মণিময় বীরাসনোপবিষ্ট রামচন্দ্রকে এবং যতিপ্রভ
জনস্তুত ভবযোগিজন কথিত ভরত প্রভৃতি ব্রাতৃ চতুষ্টয়
পরিত্বত নবদুর্জাদলশ্যাম রঘুনাথকে ভজনা করি । কিরীটি
ও কুণ্ডলযুত এবং কেয়ুরহার লম্বিত বামপার্শ্বোপবিষ্টাসীতা-
লঙ্কৃত সুবিমল সিংহাসনোপবিষ্ট দ্বিত্ব রামচন্দ্রকে—আর বিনি
সুগ্রীবাদি বানর শ্রেষ্ঠ ও দেবগণজারা নিরস্তর পরিসেবামান
হটরা থাকেন—যিনি বিশ্বামিত্র ও পরাশর প্রভৃতি মুনিদিগের
স্তুয়মান হইরা থাকেন আমি সেই প্রভুকে বন্দনা করি—

সকল গুণ নিধান যোগিগণ সংস্তুয়মান, দশানন প্রভৃতি রাক্ষ-
সেশ্বর বিজিত ভূজদণ্ড সমন্বিত রাজগণপূজিত জনক জ্যেষ্ঠা
শোভমান স্বতরুদয়বিমান রামাভিধান রঘুনাথকে বন্দনা
করি । হে রঘুবর ! আমার মানসাজ মধ্য আপনার মূর্তি
চিন্তা করি ; আপনি নরকগতি হরণ করেন, আমি সংসারা-
র্গবে নিমগ্ন হইরা আছি, অতএব অতুল ভক্তি সহকারে
আপনার শ্রীচরণাবিন্দে আমার মস্তক প্রণত করি—আমাকে
রক্ষা করুন ; কৌশল্যাভক্তিসম্ভূত জানকী কণ্ঠভরণ চিত্রকূট-
পতি রামরত্ন শ্রীহরিকে বন্দনা করি । ৯৪ । ৯৫ । ৯৬ । ৯৭ । ৯৮ ।

ইতি শ্রীসনৎকুমার সংহিতা নারদোক্ত শ্রীরামচন্দ্রের
স্তব সম্পূর্ণ হইল ।

অথ সংক্ষিপ্তমূলরামায়ণপ্রারম্ভঃ ।

তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বীবাগ্‌বিদাস্বরম্ ।
 নারদং পরিপত্রচ্ছ বাগ্মীকিমুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১ ॥
 কোম্মশ্বিন্ সান্প তং লোকে গুণবান্‌কশ্চবীৰ্য্যবান্ ।
 ধৰ্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যোদৃঢ়ব্রতঃ ॥ ২ ॥
 চারিভ্ৰেণচ কো যুক্তঃসৰ্ব্বভূতেষু কোহিতঃ ।
 বিদ্বান্‌কঃ কঃসমর্থশ্চ কশ্চেকঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৩ ॥
 আত্মবান্‌ কো জিতক্রোধো হ্যুতিমান্‌কো নসূয়কঃ ।
 কস্তাবিত্যাতিদেবাশ্চ জাতরোষস্ত সংযুগে ॥ ৪ ॥
 এতদিচ্ছামাহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে ।
 মহর্ষেভ্যং সমর্থোহসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্ ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্তমূল রামায়ণ ।

একদা বাগ্মীকি তপঃস্বাধ্যায় নিরত তপস্বী বাগ্‌বিদাস্বর
 মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদকে কহিলেন, হে মুনে! সম্প্রতি এই
 জগতে গুণবান্‌ বীৰ্য্যবান্‌, ধৰ্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাক্‌ ও দৃঢ়ব্রত
 কোন ব্যক্তি আছে—ধৰ্ম্মাচরণযুক্ত ও সৰ্ব্বজীবের হিতকারী
 বিদ্বান্‌ই বা কে, কেই বা প্রিয়দর্শন, ইহ জগতে কোন
 ব্যক্তি আত্মবান্‌ ও সমর ক্ষেত্রে ক্রোধকে পরাজয় করিয়াছেন।
 আমি সমুদয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কারণ ত্রৈ সমস্ত
 শুনিতে আমার যার পর নাই কৌতূহল জন্মিয়াছে, হে মহর্ষে!
 আপনি এবিধ মনুষ্যের বিষয় আমাকে অবগত করাইতে
 সক্ষম। ১। ২। ৩। ৪। ৫।

শ্রুত্বাচৈতত্রিলোকজোবান্মীকেনারদোবচঃ ।
 শ্রয়তামিতি চামন্ত্যপ্রকটো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥
 বহবো দুর্লভাশৈচ্চ যে ত্বয়া কীর্তিতা গুণাঃ ।
 মুনৈবক্ষ্যাম্যহং বুধ্বাতৈযুক্তঃ শ্রয়তাং নরঃ ॥ ৭ ॥
 ইক্ষাকুবংশপ্রভবো রামোনামজনৈঃশ্রুতঃ ।
 নিয়তাত্মা মহাবাৰ্য্যোহ্যুতিমান্‌ধৃতিমান্‌শ্রী ॥ ৮ ॥
 বুদ্ধিমাত্রীতিমায়ায়া শ্রীমাংচ্ছত্রনিবহঁগঃ ।
 বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কশ্মুগ্রীবো মহাহনুঃ ॥ ৯ ॥
 মহোরস্কো মহেষাসো গূঢ়জক্ররিন্দমঃ ।
 আজানুবাহুঃ হুশিরাঃ স্থললাটঃসুবিক্রমঃ ॥ ১০ ॥

ত্রিলোকজ দেবর্ষি নারদ বাগ্মীকির এবশ্রকার বাক্য শ্রবণ
 করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্বক পরম সন্তোষ প্রদবাক্যে
 বলিলেন, হে মুনে! তবে শ্রবণ কর। তুমি যে সমস্ত গুণের
 বিষয় কীর্তন করিয়াছ তৎসমুদায় মনুষ্যে সংশ্লিষ্ট থাকি অতি
 দুর্লভ। কিন্তু, হে মুনে! যে মনুষ্য ঐ সমস্ত গুণে ভূষিত আছেন,
 আমি তাঁহারই বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর—লোকপ্রমুখাৎ
 শ্রুতিয়াছি ইক্ষাকুবংশোদ্ভব শ্রীরামচন্দ্র সংযুতাত্মা, মহাবীর
 হ্যুতিমান্‌ ও ধৃতিমান্‌। তিনি বুদ্ধিমান্‌, নীতিমান্‌, বাগ্মী,
 শ্রীমান্‌, শত্রু বিনাশক। তিনি পৃথিবীর অংশভূত ও মহা-
 বাহু; তাঁহার গ্রীবা শরীর স্থায়, গাওস্থলোপরিভাগ প্রশস্ত;
 তিনি মহোরস্ক মহাধনুর্ধর, গূঢ় জক্র, ও অরিন্দম, তাঁহার
 বাহু জাহ্নুদেশ পর্য্যন্ত লক্ষ্যমান, শীর্ষদেশ উত্তম, ললাটপ্রশস্ত
 ও মহাবিক্রমশালী; তাঁহার অঙ্গ সমুদয় সমভাগে বিভক্ত,

সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্ ।
 পানবক্ষা বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবাঞ্ছুভলক্ষণঃ ॥ ১১ ॥
 ধর্মজ্ঞঃ সত্যসঙ্কশ্চ প্রজানাক্ষহিতেরত্তঃ ।
 যশস্বীজ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্ক্ষমাঃ সমাধিমান্ ॥ ১২ ॥
 প্রজ্ঞাপতি সমঃ শ্রীমাক্ষাতারিপুনিসুদনঃ ।
 রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য পরিরক্ষিতা ॥ ১৩ ॥
 রক্ষিতাস্বস্য ধর্মস্য স্বজনস্ত চ রক্ষিতা ।
 বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞো ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ ॥ ১৪ ॥
 সর্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্ ।
 সর্বলোক প্রিয়ঃ সাধুরদীনাভ্যা বিচক্ষণঃ ॥ ১৫ ॥
 সর্বদাহভিগতঃ সন্তিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ ।
 আর্ধ্যঃ সর্বসমশ্চৈব সর্দৈব প্রিয়দর্শনঃ ॥ ১৬ ॥
 স চ সর্বগুণোপেতঃ কোশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ ।
 সমুদ্র ইব গান্ধীর্যো ধৈর্য্যেণহিমবানিব ॥ ১৭ ॥

বিষ্ণুনাঙ্গদৃশোবীর্য্যো সোমবৎপ্রিয়র্শনঃ ।
 কালাগ্নিসদৃশঃক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥ ১৮ ॥
 ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম্মইবাপরঃ ।
 তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমন্ ॥ ১৯ ॥
 জ্যেষ্ঠং জ্যেষ্ঠগুণৈর্যুক্তং প্রিয়ং দশরথাত্মজম্ ।
 প্রকৃतीনাং হিতৈর্যুক্তং প্রকৃতি প্রিয়কামায়া ॥ ২০ ॥
 যৌবরাজেন সংযোক্তুমৈচ্ছৎ প্রীত্যামহীপতিঃ ।
 তস্মাভিমেকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাহথ কৈকেয়ী ॥ ২১ ॥
 পূর্ব্বং দত্তবরাদেবী বরমেনমযাচত ।
 বিবাসমঞ্চ রামস্য ভরতস্মাভিবেচনম্ ॥ ২২ ॥
 স সত্যবচনাদ্রাজা ধর্ম্মপাশেন সংযুতঃ ।
 বিবাসয়ামাসস্তুতং রামং দশরথঃ প্রিয়ম্ ॥ ২৩ ॥
 স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ।
 পিতৃর্ব্বচননির্দেশাৎ কৈকেয়াঃ প্রিয়কারণাৎ ॥ ২৪ ॥

বর্ণস্নিগ্ধকর, প্রতাপ অসীম, বক্ষঃদেশ উন্নত, নয়ন বিশাল ;
 লক্ষ্মী দেদীপমান ও লক্ষণ শুভময় । ৩। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১।

তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যসঙ্ক ও প্রজ্ঞা সমুহের হিতের জন্য নিরন্তর
 নিরন্ত, তিনি যশস্বী, জ্ঞানসম্পন্ন, শুচি ও সমাধিমান্ । তিনি
 প্রজ্ঞাপতির সদৃশ শ্রীমান্, বিধাতা ও অরিনিসুদন ; তিনি জীব-
 দিগকে রক্ষা করেন এবং ধর্ম্মও পরিরক্ষণ করিয়া থাকেন, এমন
 কি আপনাদে ধর্ম্ম যেভাবে রক্ষা করেন, স্বজন সমুহের ধর্ম্মও
 সেই ভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন । তিনি যেমন বেদ বেদাদিনী
 তত্ত্বপ ধনুর্বেদেও নিষ্ঠিত । তিনি সর্ব শাস্ত্রের অর্থভূত,
 স্মৃতিমান্, ও অসাধারণ বুদ্ধিশালী ; সর্বলোকের প্রিয় ও সাধু
 এবং অদীনাভ্যা ও বিচক্ষণ । ১২। ১৩। ১৪। ১৫।

সিন্ধুর সহিত যেমন সমুদ্র মিলিত হইয়াছে, তিনিও তদ্রূপ
 সাধু ব্যক্তির সহিত সর্বদা গতিবিধি করিয়া থাকেন, এবং যাবতীর
 আধাকে সমান ভাবে সর্বদা দর্শন করেন । তিনি তাঁহাদিগের
 প্রিয় দর্শন, সমস্ত সদ্ গুণে বিভূষিত, কোশল্যার আনন্দ বর্দ্ধন,

সমুদ্রের জায় গান্ধীর এবং পূর্ব্বতের মত অটল । তিনি বীর্য্যো
 বিষ্ণুর সদৃশ, সুধা বর্ণে চন্দ্রের সদৃশ, ক্রোধে কালাগ্নির তুলা এবং
 ভীতীকার পৃথিবীর মত ছিলেন । তিনি স্বস্ত্যাগ বিষয়ে
 ধনদেবের মত ও সত্যে ধর্ম্মের তুলা ছিলেন । সত্যপরাক্রম
 রামচন্দ্রই এই সমস্ত গুণসংযুক্ত ছিলেন । প্রকৃতির প্রিয়কামনা
 হেতু মহারাজ দশরথের প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামই সর্ব জ্যেষ্ঠ গুণে
 অলঙ্কৃত ছিলেন । ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

মহারাজ শ্রীত হইয়া রামচন্দ্রকে 'যৌবরাজো' অভিষিক্ত
 করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং তাঁহার অভিষেক জব্যাদি আয়ো-
 জিত হইতে দেখিয়া, রাজমহিষী কৈকেয়ী মহারাজের নিকট
 পূর্ব্বান্বীকৃত বরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন—এক বরে, শ্রীরামের বন-
 বাস ও অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক । রাজা সত্যরূপ ধর্ম্ম-
 পাশে আবদ্ধ থাকায় প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে বনে নির্বাসন করিলেন ।
 মহাবীর রামচন্দ্র পিতার আদেশ ও কৈকেয়ীর প্রিয়কারণ হেতু

তং ব্রজস্তুং প্রিয়োভ্রাতা লক্ষ্মণোন্মুজগামহ ॥
 স্নেহাদ্বিনয়সম্পন্নঃ স্মিত্ত্রানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ২৫ ॥
 ভ্রাতরং দয়িতোভ্রাতুঃ সৌভ্রাত্রমনুদর্শয়ন্ ।
 রামস্য দয়িতোভ্রাতুঃ স্মিত্ত্রানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ২৬ ॥
 জনকস্য কুলেজাতা দেবমায়ৈব নিশ্চিতা ।
 সর্বলক্ষণসম্পন্না নারীগামুভয়াবধুঃ ॥ ২৭ ॥
 সীতাপ্যনুগতামং শশিনং রোহিণী যথা ।
 পৌরৈরনুগতো দূরং পিত্রা দশরথেন চ ॥ ২৮ ॥
 শৃঙ্গবেরপুরে সূতং গঙ্গাকূলে বাসজ্জয়ৎ ।
 গুহ্যাসাদ্য ধর্ম্মজ্ঞা নিষাদাধিপতিং প্রিয়ম্ ॥ ২৯ ॥
 গুহেন সহিতো রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ।
 তে বনেন বনং গতা নদীস্তুতীর্জা বহুদকাঃ ॥ ৩০ ॥
 চিত্রকূটমনুপ্রাপ্য ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ ।
 রম্যমাবসথং কৃষ্টা রমমাণা বনে ত্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥

দেবগন্ধর্বসঙ্কশা স্তত্র তে ন্যবসন্মুখম্ ।
 চিত্রকূটং গতে রামে পুত্রশোকাতুরস্তদা ॥ ৩২ ॥
 রাজা দশরথঃ স্বর্গং জগাম বিলপন্তুতম্ ।
 মূতে তু তস্মিন্ ভরতো বশিষ্ঠপ্রমুখৈষ্মিভৈঃ ॥ ৩৩ ॥
 নিযুক্ত্যমানো রাজ্যায়
 নৈচ্ছদ্রাজ্যং মহাবলঃ
 স জগাম বনং বীরো
 রামপাদপ্রসাদকঃ ॥ ৩৪ ॥
 গণ্ডাতুল্লমহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্ ।
 অযাচদ্ভ্রাতরং রামমার্জ্জুনামপুরস্কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥
 ষমেব রাজা ধর্ম্মজ্ঞ ইতি রামং বচোহব্রবীৎ ।
 রামোহপি পরমোদারঃ স্মুখঃ স্মমহাযশাঃ ॥ ৩৬ ॥
 নচৈচ্ছৎ পিতুরাদেশাদ্রাজ্যং রামো মহাবলঃ ।
 পাতুকেচাস্য রাজ্যায়ন্যাসং দত্তা পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

বনে প্রস্থান করিলেন । বিনয়সম্পন্ন স্মিত্ত্রানন্দবর্দ্ধন রামাঙ্ক
 লক্ষণ প্রিয় ভ্রাতাকে বনগমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহার অনুগমন
 করিলেন । শ্রীরামচন্দ্রের প্রণয়িনী জনকবংশোদ্ভবা দেবমায়
 নিশ্চিতা, সর্বলক্ষণ সম্পন্না, নারীশ্রেষ্ঠা জামকী লক্ষ্মণের সৌভ্রাত
 সন্দর্শন করিয়া, রোহিণী যেমন নিশাকরের অনুগামিনী হইয়াছি-
 লেন, তজ্জন শ্রীরামের পশ্চাদগামিনী হইলেন এবং পুরবাসীরা
 ও তাঁহার পিতা দশরথও কিয়দূর পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
 গমন করিয়া গুহ্যে প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গাतीরস্থ শৃঙ্গবেরপুরে
 প্রিয় পুত্রকে পরিভ্রাণ করিলেন । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ ।
 ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ ।

রামচন্দ্র ওহ, লক্ষণ ও সীতার সহিত বহুবন তীর্থ ও জলা-
 শয়নক্রম করিয়া পরিশেষে ভরদ্বাজ নির্দিষ্ট চিত্রকূট পর্বতে
 উপস্থিত হইয়া, স্মরম্য আবাস নির্মাণ করিয়া ভগ্নাথে বাস

করিতে লাগিলেন । দেবতা গন্ধর্ব সঙ্কশ প্রভৃতি চিত্রকূট
 পর্বতে পরম সুখে বাস করিতেন । রামচন্দ্র চিত্রকূট শিখরে
 প্রস্থান করিলে পর, রাজা দশরথ পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া জীবন
 পরিহার পূর্বক স্বর্গে গমন করিলেন । অনন্তর বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্ম-
 ণেরা ভরতকে রাজ্যভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলে,
 তিনি রাজ্যভোগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া জ্যোতীর পদ
 প্রসাদের জন্য বনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন । ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪।

ভরত সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট উপনীত হইয়া
 অগ্রে ক্রমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে তাত ! আপনিই রাজা
 ও ধর্ম্মজ্ঞ । রামচন্দ্রও যার পর নাই উদার চরিত্র, মিষ্টভাষী ও
 মহাযশা ; এক্ষণে পিতার আদেশক্রমে বনগমন করিরাছেন,
 সুতরাং পুনর্বার রাজ্যভোগ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না । পরে
 ভরতের মন্তকাষণ পূর্বক আপনীর পাছুকা প্রদান করিয়া

নিবর্তয়ামাস ততো ভরতঃ ভরতাগ্রজঃ ।
 স তু কামমবাপৌব রামপাদাবুপস্পৃশন্ ॥ ৮ ॥
 নন্দি গ্রামেহকরোজ্রাজ্যং রামাগমনকাজ্জয়া ।
 গতেতু ভরতে শ্রীমান্‌সত্যাস্কোজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৯ ॥
 রামস্ত পুনরালক্ষ্য নাগরস্ত জনস্য চ ।
 তত্রাগমনেনকাগ্রো দণ্ডকান্‌ এবিবেশহ ॥ ৪০ ॥
 প্রবিশ্যতু মহাহরণ্যং রামো রাজীবলোচনঃ ।
 বিরোধং রাক্ষসং হৃদা শরভঙ্গং দদর্শহ ॥ ৪১ ॥
 সূতীক্ষ্ণকপাগস্ত্যাক্ষ অগস্ত্যাত্রাতরং তথা ।
 অগস্ত্যবচনাক্ষৈব জগ্রাহৈন্দ্রশরাসনম্ ॥ ৪২ ॥
 খড়্গাশ্চ পরমং প্রীতস্তু নীচাক্ষয়সায়কৌ ।
 বসতস্তস্য রামস্য বনে বনচরৈঃ সহ ॥ ৪৩ ॥
 ঋষয়োভাগমস্তুসর্বে বধায়াশ্বররক্ষসাম্ ।
 স তেষাংপ্রতিশুশ্রাব রাক্ষসানাং তথা বনে ॥ ৪৪ ॥

প্রতিজ্ঞাতশ্চ রামেণ বধঃসংযতিরক্ষসাম্ !
 ঋষীগামগ্রিকল্পানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ ॥ ৪৫ ॥
 তেন তত্রৈব বসতা জনস্থাননিবাসিনী ।
 নিরূপিতা শূর্ণগথা রাক্ষসীকামরূপিণী ॥ ৪৬ ॥
 ততঃ শূর্ণগথাবাক্যাহুত্য়াক্তাস্তসর্করাক্ষসান্ ।
 ধরং ত্রিশিরসশ্চৈব দূষণশ্চৈব রাক্ষসম্ ॥ ৪৭ ॥
 নিজঘান রণে রামস্তেষাক্ষৈব পদানুগান্ ।
 বনে তস্মিন্‌নিবসতা জনস্থাননিবাসিনাম্ ॥ ৪৮ ॥
 রক্ষসাং নিহতান্যাসহস্রসহস্রাণি চতুর্দশ ।
 ততো জ্ঞাতিবধং শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্চিতঃ ॥ ৪৯ ॥
 সহায়ং বরয়ামাস মারীচং নামরাক্ষসম্ ।
 বার্য্যমাণঃ সুবহুশো মারীচেন স রাবণঃ ॥ ৫০ ॥
 ন বিরোধো বলবতাক্ষমৌ রাবণ তেন তে ।
 অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ ॥ ৫১ ॥

ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র ভরতকে নিবৃত্ত করিলেন এবং সত্যসন্ধ,
 জিতেন্দ্রিয় রামানুজ শ্রীমান্‌ ভরতও অগ্রজের পাদস্পর্শ করিয়া
 নন্দিগ্রামে অবস্থান পূর্বক শ্রীরামের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা
 করিয়া তথায় রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন । শ্রীরাম পুনর্বার
 নাগরিক লোকদিগকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া, চিত্রকূট
 পরিভাগ পূর্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ ।
 ৩৮ । ৩৯ । ৪০ ।

রাজীবলোচন রামব দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াই বিরাম
 নামক রাক্ষসকে বিনাশ পূর্বক শরভঙ্গকে দর্শন করিলেন ।
 অনন্তর তিনি সূতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্য জ্ঞাতাকে দর্শন করিয়া,
 অগস্ত্যের বাক্যানুসারে ইন্দ্রশরাসন গ্রহণ করিলেন ; এবং অপর
 খড়্গ, অক্ষয়তুণীর ও সারকগ্রহণ পূর্বক বনচরদিগের সহিত বাস
 করিতে লাগিলেন । অনন্তর যদ্বিরা রাক্ষস-সুরদিগকে বধংস
 করিবার নিমিত্ত শ্রীরাম সন্নিধান আগমন করিতে লাগিলেন ।

তিনিও তাঁহাদিগের মুখে তত্ত্বাত্তা রাক্ষস সমূহের কথা শ্রবণ
 করিয়া, দণ্ডকারণ্যবাসী অগ্রিকল্প ঋষিদিগের সমক্ষে রাক্ষস
 বধের প্রতিজ্ঞা করিলেন । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ ।

পরে তিনি জনস্থান নিবাসিনী কামরূপা শূর্ণগথানায়ী রাক্ষ-
 সীকে লক্ষ্য করিলেন ; অনন্তর শূর্ণগথার বাক্যোত্তেজিত হইয়া
 ধর,দূষণ এবং ত্রিশিরা শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধমানসে আগমন করিলে,
 তিনি তাহাদিগকে অহুচরণ সমেত সংগ্রামে নিহত করিলেন ।
 সেই জন-স্থান নিবাসী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস এবং জ্ঞাতি বধ শ্রবণ
 করিয়া মহাহৃদ্য রাবণ ক্রোধে মূর্চ্চিত হইল । অনন্তর লক্ষা-
 ধিগতি মারীচনামক রাক্ষসকে বরপ্রদান পূর্বক তাহার সহায়তা
 করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিল । মারীচ কহিল—হে রাবণ !
 বলবানের সহিত বিরোধ করা কোনমতে উচিত নহে । কিন্তু
 মহাকাল প্রেরিত রাবণ তাহার বাক্য অনাদর করিয়া তৎসহ

জগাম সহ মারীচস্তস্যাত্মম পদং তদা ।
 তেন মায়াবিনা দূরমপবাহনৃপাত্মজো ॥ ৫২
 জহার ভাৰ্য্যাং রামস্য গৃধ্ৰং হৃদা জটায়ুসং ।
 গৃধ্ৰং চ নিহতং দৃষ্ট্বা ক্রুতাং শ্রুত্বা চ মৈথিলীং ।
 রাঘবঃ শোকসন্তপ্তো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ ।
 ততস্তেনৈব শোকেন গৃধ্ৰং দধ্বা জটায়ুসং ॥ ৫৪
 মার্গমাণো বনে সীতাং রাক্ষসং সন্দর্শহ ।
 কবন্ধং নামরূপেণ বিকৃতং ঘোরদর্শনমং ॥ ৫৫ ॥
 তং নিহত্যা মহাবাহুর্দদাহ স্বর্গতশ্চ সং ।
 স চাস্য কথয়ামাস শবরীং ধর্মচারিণীমং ॥ ৫৬ ॥
 শ্রমণীং ধর্মনিপুণামভিগচ্ছতি রাঘবমং ।
 সোহভিপচ্ছন্নহাতেজাঃ শবরীং শত্রুসুদনং ॥ ৫৭
 শবর্যা পূজিতঃ সমাগ্রামো দশরথাত্মজঃ ।
 পম্পাতীরে হনুমতা সঙ্গতো বানরেণহ ॥ ৫৮ ॥

হনুমদ্বচনাচ্চৈব স্ত্রীবেণ সমাগমঃ ।
 স্ত্রীবায চ তৎসর্বং শংসদ্রামো মহাবলঃ ॥ ৫৯ ॥
 আদিতস্তদ্যথারূতং সীতারাস্ত বিশেষতঃ ।
 স্ত্রীবশ্চাপি তৎসর্বং শ্রুত্বা রামস্য বানরঃ ॥ ৬০ ॥
 চকার সখ্যং রামেণ প্রীতশ্চৈবাগ্নি সাক্ষিকং ।
 ততো বানররাজেনবৈরাগ্যকথনং প্রতি ॥ ৬১ ॥
 রামায়াবেদিতং সর্বং প্রণয়া হুংখিতেন চ ।
 প্রতিজ্ঞাতং চ রামেণ তদা বালিবধং প্রতি ॥ ৬২ ॥
 বালিনশ্চ বলং তত্র কথয়ামাস বানরঃ ।
 স্ত্রীবঃ শক্তিতশ্চাগ্নিমিত্যং বীর্যেণ রাঘবে ৬৩
 স্ত্রীব প্রত্যয়ার্থস্ত্ব দুন্দুভেঃ কায়যুত্তমং ।
 দর্শয়ামাস স্ত্রীবো মহাপর্বতসম্মিতং ॥ ৬৪ ॥
 উৎস্রিয়িত্বা মহাবাহুঃ প্রেক্ষচান্মিৎ মহাবলঃ ।
 পাদাস্তুঠেন চিক্ষেপ সম্পূর্ণং দশযোজনং ॥ ৬৫

সেইঅর্জুনপদে উপনীত হইল। অনন্তর মায়াবী বাহকুমার
 ধরকে মায়াধারা দ্বারে আনয়ন করিলে রাঘব রামচন্দ্রের পত্নী
 সীতাকে হরণ করিল, ও পথিমধ্যে গৃধ্রবাহু জটায়ুকে নিহত
 করিয়াছিল। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২।

শ্রীরামচন্দ্র গৃধ্রবাহু বিনষ্ট এবং মৈথিলী অপহৃত্য হটয়াছে
 প্রবণ করিয়া যার পর নাই শোকাক্ত হইয়া আকুলচিত্তে বিলাপ
 করিতে লাগিলেন। তিনি হুঃসহ শোক সন্তপ্ত হইলেও গৃধ্রবাহু
 জটায়ুর অগ্নিসংহার করিলেন। অনন্তর বনে বাটকে যাটতে
 পথিমধ্যে ঘোরদর্শন বিকৃতিরূপ কবন্ধকে দেখিতে পাঠিলেন, এবং
 মহাবাহু তাঁহাকে নিহত করিয়া দাহ করিলেন। সে অর্গে প্রস্থান
 কালে ধর্মচারিণী শবরীকে কহিল—অগ্নি ধর্মনিপুণে! তুমি
 রামচন্দ্রসদীপে গমন কর। ইতিমধ্যে শত্রুনিধনকারী মহাতেজা
 রামচন্দ্র শবরীর নিকট গমন করিতে করিতে গমনপথে তদ্যাব
 সম্যক বিধানানুসারে পূজিত হইলেন। পরে পম্পানদীতীরে

বানররূপী হনুমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল ও হনুমা-
 নের বচনে স্ত্রীবের সহিত তাঁহার সমাগম হইল। মহাবল
 রঘুনন্দন নিজের আত্মপুঙ্খিক সমস্ত বিষয় স্ত্রীবকে বলিলেন ;
 বিশেষতঃ সীতার আদ্যোপান্ত রূতান্ত অবগত করাইলেন।
 মহাকপি স্ত্রীব শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করণানন্তর অগ্নিসাক্ষি
 করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা স্ত্রে বদ্ধ হইল। কপিবর
 প্রণয়বশতঃ বানররাজ বালীর বৈরীতাব সমস্ত অতি হুংখত্রে
 তাঁহার নিকট নিবেদন করিল, রঘুনাথও তখন তৎসমক্ষে বালি-
 বধের প্রতিজ্ঞা করিলেন। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫।
 ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪।

বানর বালির বল বিষয় সর্বদাই বলিত এবং রাঘবের
 বীর্যসম্বন্ধে সন্দেহ করিতে লাগিল। অনন্তর স্ত্রীব
 তাঁহার বসপ্রভাবের জন্য মহাপর্বত সতৃপ্ত হৃদুতির উত্তম, দেখ
 সন্দর্শন করাইল ; মহাবাহু মহাবল রাঘব উখিত হইয়া তাহার

বিভেদ চ পুনস্তালান্ সপ্তৈকেন মহেশুণা ।
 গিরিং রসাতলং চৈব জনয়ন্ প্রত্যয়ং তদা ॥ ৬৬ ॥
 ততঃ শ্রীমতনাস্তেন বিশ্বস্তঃ স মহাকপিঃ ।
 কিক্ষিষ্ঠাং রামসহিতো জগাম চ গুহাং তদা ॥ ৬৭ ॥
 ততো গজক্করিবরঃ স্ত্রীবেণ হেমপিঙ্গলঃ ।
 তেন নাদেন মহতা নির্জগাম হরীশ্বরঃ ॥ ৬৮ ॥
 অবমন্য তদা তারং স্ত্রীবেণ সমাগতঃ ।
 নিজ্জঘান চ তত্রৈব শরৈর্গৈকেন রাঘবঃ ॥ ৬৯ ॥
 ততঃ স্ত্রীব বচনাক্ত্বা বালিনমাহবে ।
 স্ত্রীবেমেব তদ্রাজ্যে রাঘবঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ৭০ ॥
 স চ সর্বান্ সমানীয বানরান্ বানরর্ষভঃ ।
 দিশঃ প্রস্থাপয়ামাস দির্দৃক্ষুর্জনকাত্মজাম্ ॥ ৭১ ॥
 ততো গৃধ্রস্ত বচনাং সম্পাতেইনুমান্ বলী ।
 শতযোজনবিস্তীর্ণং পুণ্ড্রবে লবণার্ণবম্ ॥ ৭২ ॥

তত্র লক্ষাং সমাসাদা পুরীং রাবণপালিতাম্ ।
 দদর্শ সীতাং ধায়ন্তীমশোকবনিকাংগতাম্ ॥ ৭৩ ॥
 নিবেদয়িত্বাভিজ্ঞানং প্রবৃতিং বিনিবেদ্য চ ।
 সমাস্ত্রা চ বৈদেহীং মদয়ামাস তোরণম্ ॥ ৭৪ ॥
 পঞ্চসেনাগ্রগান্ হত্বা সপ্তমস্ত্রিতানপি ।
 শূরমক্ষঞ্চ নিষ্পিষ্য গ্রহণে সমুপাগতম্ ॥ ৭৫ ॥
 অস্ত্রোণোন্মুক্তমাত্মনং জ্ঞাত্বাপৈতামহাদ্বরাং ।
 মর্ষয়ন্ রাক্ষসান্ বীরোমস্ত্রিগন্তান দৃচ্ছয়া ॥ ৭৬ ॥
 ততো দক্ষা পুরীং লক্ষ্যমুতে সীতাক্ষ মৈথিলীম্ ।
 রামায় প্রিয়মাখ্যাভুং পুনরায়ান্ মহাকপিঃ ॥ ৭৭ ॥
 মোহভিগম্য মহাত্মনং কৃত্বা রামং প্রদক্ষিণম্ ।
 ন্যবেদয়দমেয়াত্মা দৃষ্টা সীতেতি তদ্বৃত্তং ॥ ৭৮ ॥
 ততঃ স্ত্রীবসহিতো গত্বা তীরং মহোদধেঃ ।
 সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাস শরৈরাদিত্য সন্নিভৈঃ ॥ ৭৯ ॥

।--

অস্ত্র দর্শন করিয়া পাঁচজুঁটদ্বারা দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং পুনর্বার বাণবাঁরা সপ্তভালভেদ করিলেন। বাণ সপ্তভাল ভেদ করিয়া গিরি ভেদ করতঃ রসাতলে প্রবেশ করিল, তখন স্ত্রীবেণ দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিল ; অনন্তর মহাকপি সমাক বিশ্বস্ত হইয়া অতিশ্রীকমনে রাঘবের সহিত কিক্ষিষ্ঠার গমন করিয়া গুহায় প্রবেশ করিলেন । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ ।

অনন্তর পিঙ্গলবর্ণ মহাকপি স্ত্রীবে সিংহনাদ করিলে, কপী-
 শ্বর বালি ঐ নিনাদ আকর্ষণ করিয়া বহিগত হইলেন এবং
 তারার বাক্য উপেক্ষা করিয়া স্ত্রীবেণ লিখিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত
 হইলেন । রাঘব স্ত্রীবেণের বাক্যানুসারে এক পরে বালিকে
 বিনাশ করিয়া স্ত্রীবেকে কিক্ষিষ্ঠা রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ।
 স্ত্রীবে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনকপ্রহিতার অশ্বে-
 যগাধ বানরবৃন্দকে চারিদিকে প্রেরণ করিলেন । মহাবলী

হনুমান গৃধ্র সম্প্রতি বচনে শত যোজন বিস্তীর্ণ লবণ
 সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিল এবং সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইয়া রাবণ—পালিতা
 লক্ষ্যপুরী দেখিতে পাইল । অভঃপর অশোকবনোপবিষ্টা
 চিন্তাকুলা সীতাকে দর্শন করিল । ৬৮ । ৬৯ । ৭০ । ৭১ । ৭২ ।
 ৭৩ ।

হনুমান বৈদেহীকে অভিজ্ঞানমুচক নিদর্শন প্রদর্শন
 করিয়া তাঁহার অবেষণ বাক্ত্য বিজ্ঞাপন করিল এবং আশ্বাস
 প্রদান করিয়া তোরণদ্বার ভগ্ন করিল ; পরে পাঁচটী
 প্রধান সেনাধ্যক্ষকে নিপাত ও আর সাত মস্ত্রি স্ত্রীকে নিহত
 করণানন্তর রাবণের তিন পুত্রকে বিনষ্ট করিল । পরি-
 শেষে মহাবীর অক্ষয়কুমারকে উপনীত দেখিয়া তাহাকে নিষ্পে-
 ষিত করিল । মহাবীর হনুমান অস্ত্রোন্মুক্ত আনিয়াও রাক্ষস
 এবং মস্ত্রিদিগকে ক্ষমা করিল ; এবং মৈথিলী বাতীত

দর্শয়ামাস চাত্মানং সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ।
 সমুদ্রবচনাচ্চৈব নলং সেতু মকারয়ৎ ॥ ৮০ ॥
 তেন গত্ত্বা পুরীং লঙ্কাং হত্বা রাবণমাহবে ।
 রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য পরাংত্রীড়ামুণাগমৎ ॥ ৮১ ॥
 তামুবাচ ততো রামঃ পুরুষঃ জনসংসদি ।
 অমৃষ্যমাণা সা সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী ॥ ৮২ ॥
 ততোহগ্নি বচনাং সীতাং জ্ঞাত্বা বিগতকল্মষাম্ ।
 কৰ্ম্মণা তেন মহতা ত্রৈলোক্যং স চরাচরম্ ॥ ৮৩ ॥
 স দেবর্ষিগণং তুষ্ঠং রাঘবস্য মহাত্মনঃ ।
 বভৌরামঃ স্তুসংহৃষ্টঃ পূজিতঃ সর্বদৈবতৈঃ ॥ ৮৪ ॥
 অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্ ।
 কৃতকৃত্যস্তদারামো বিজুরঃ প্রমুখোদ হ ॥ ৮৫ ॥

সমুদায় লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া রামচন্দ্রকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিবার নিমিত্ত শ্রীরাম সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিল । হনুমান মহাত্মা রাঘবের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্বক সীতাদর্শন ও লঙ্কাদগ্ধ বিষয় আনুপূর্বক নিবেদন করিল । রামচন্দ্র স্ত্রীবেশ সহিত যত্নসমুদ্ভূত তীরে উপনীত হইয়া আদিত্যাস্নিত শরদ্বারা সমুদ্র বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন, পরে সরিৎপতি স্বয়ং উথিত হইয়া দর্শন দিলেন । এবং সমুদ্রবচনে নল সেতু নির্মাণ করিল । ৭৬ । ৭৭ । ৭৮ । ৭৯ । ৮০ ।

রামচন্দ্র সেই সেতু দিয়া লঙ্কাপুরী গমন পূর্বক রণক্ষেত্রে রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতাকে প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু যার পর নাই ত্রপাসংবৃত্ত হইলেন । তিনি লোকসভামধ্যে সীতাকে আশ্রয় বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, নিষ্পাপা সাক্ষী জনক-চুহিতা জলস্তপাবক মধ্যে প্রবেশ করিলেন । শ্রীরাম অগ্নির বাক্যানুসারে তাঁহাকে বিগতপাপা অবগত হইলেন এবং সীতার সেই কর্ম্ম স্বর্গ মর্ত ও পাতালস্থ সকলেই তাঁহাকে গাপবিহীন জানিল । পরে দেবর্ষিগণ মহাত্মা শ্রীরামের প্রতি পরিতুষ্ট হইলে সমস্ত দেবতা কর্তৃক তিনি পূজিত হইলেন ;

দেবতাভ্যো বরং প্রাপ্য সমুখ্যপ্য চ বানরান্ ।
 অযোধ্যাং প্রস্থিতো রামঃ পুষ্পকেন স্তনুদ্বরতঃ ॥ ৮৬ ॥
 ভরদ্বাজাশ্রমং গত্ত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
 ভরতশ্চান্তিকং রামো হনুমন্তংব্যসজ্জয়ৎ ॥ ৮৭ ॥
 পুনরাখ্যায়িকং জল্পন্ স্ত্রীবেশহিতস্তদা ।
 পুষ্পকং তৎসমারুহ্য নন্দিগ্রামং যযৌ তদা ॥ ৮৮ ॥
 নন্দিগ্রামে জটাং হিত্ব ভ্রাতৃভিঃসহিতোহনঘঃ ।
 রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাণ্ডবান্ ॥ ৮৯ ॥
 প্রহৃষ্টমুদিতোলোকস্তুষ্ঠঃ পুষ্ঠঃ স্ত্রধার্ম্মিকঃ ।
 নিরাময়োহু রোগশ্চ দুর্ভিক্ষভরবর্জিতঃ ॥ ৯০ ॥
 ন পুত্রমরণং কেচিদ্ দ্রেক্ষ্যন্তি পুরুষাঃকচিৎ ।
 নার্য্যশ্চা বিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ ॥ ৯১ ॥
 ন চাঘ্নিজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাস্তুমুজ্জন্তি জন্তবঃ ।
 ন বাতজং ভয়ঙ্কিঞ্চিনাপি জ্বরকৃতং তথা ॥ ৯২ ॥

অনন্তর হনুমাথ রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বিগতজর হইয়া কৃতকৃত্য হইলেন । ৮১ । ৮২ । ৮৩ । ৮৪ । ৮৫ ।

অগ্নিনিহনন রামচন্দ্র দেবতাদিগের বরপ্রাপ্ত হইয়া সমুদায় নিষ্ঠুর বানরদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া পরে স্তনুদ্বরণ পরিবৃত্ত হইয়া পুষ্পকরথে আরোহণ পূর্বক অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন । সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র ভরদ্বাজাশ্রমে উপনীত হইয়া অনুরক্ত ভরতের নিকট হনুমানকে প্রেরণ করিলেন । পরে তাহার প্রত্যাবর্তনে রাঘব স্ত্রীবেশ সহ পুষ্পকরণে আরোহণ করিয়া নন্দিগ্রামে প্রস্থান করিলেন । তথায় উপনীত হইয়া অনঘরামচন্দ্র ভ্রাতৃসহ জটা পরিভ্যাগ করিলেন এবং সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন । ৮৬ । ৮৭ । ৮৮ । ৮৯ । ৯০ । ৯১ ।

প্রজাপুঞ্জ, মহাযশ সম্পন্ন, প্রহরুচিত, পরিতুষ্ট এবং স্ত্রী-

মচাপি ক্ষুদ্ৰুয়ং তত্র ন তক্ষরভয়ং তথা ।
 নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি ধনধান্যযুতানি চ ॥ ৯৩ ॥
 নিত্যং প্রমুদিতাঃ সৰ্ব্বৈ যথা কৃতযুগে তথা ।
 অশ্বনেধশতৈরিক্তাবহবস্ত্র স্ববর্ণকৈঃ ॥ ৯৪ ॥
 গবাং কোটিযুতং দত্ত্বা ব্রহ্মলোকং গমিষ্যতি ।
 অসংখ্যেয়ং ধনং দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো মহায়শাঃ ॥ ৯৫ ॥
 রাজবংশাচ্ছতগুণান্ স্থাপয়িষ্যতি রাঘবঃ ।
 চাতুৰ্বৰ্ণং চ লোকেহস্মিন স্বেস্মৈ ধৰ্ম্মে নিয়োক্ততি ।
 দশবর্ষদহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ ।
 রামো রাজ্যমুপাশিত্বা ব্রহ্মলোকং গমিষ্যতি ॥ ৯৭ ॥

শ্মিক হইয়া উঠিল। আমরা বেগ ও দুর্ভিক্ষ ভয় দূরীভূত
 হইল। পুত্রের মৃত্যু আর কাহাকে দেখিতে হইল না। প্রতিব্রতা
 স্ত্রী আর বিধবা হইল না। অগ্নি হইতে কোনরূপ ভয় থাকিল
 না। জরুত সমূহ গলে আর নিমগ্ন হইবে না, বাক হইতে আর
 কোন ভয় নাই এবং জরা আর কাহাকেও আক্রমণ করিবে
 না। নগর ও রাষ্ট্রসমূহ ধন ধান্যযুক্ত হইল; সকলেই নিত্য
 বহুবস্ত্র ও স্ববর্ণ সমায়ুক্ত অশ্বমেধের যজ্ঞ সমাহিত করিবে।
 লোক সমূহ ব্রাহ্মণদিগকে কোটি কোটি ধেনু এবং অসংখ্য
 ধনদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩।
 ৯৪। ৯৫।

রঘুনাথ রাজবংশ হইতে শতগুণ রাজ্য সংস্থাপন করিলেন

ইদং পবিত্রং পাপহরং পুণ্যং বৈদৈশ্চ সম্মিতম্ ।
 যঃ পঠেদ্ভ্রামচরিতং সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৮ ॥
 এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ ।
 সপুত্রপৌত্রঃ সগণঃ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৯৯ ॥
 পঠন্নিজ্ঞো বাগ্ধৃষভদ্বমীয়াৎ
 ক্ষত্রস্তথাভূমিপতিত্বমীয়াৎ ।
 বণিগ্জনঃ শস্ত্রফলত্বমীয়া-
 জ্জনশ্চশূদ্রোহপি মহত্বমীয়াৎ ॥ ১০০ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ভ্রামায়ণে বাগ্নিকীয়ে আদিকাব্যে
 নারদবাকো সংক্ষিপ্তঃ প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

এবং ইহলোকে চারি বর্ণকে স্ব স্ব ধৰ্ম্মে নিয়োজিত করিলেন,
 তিনিদশসহস্র ও দশ শত বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া ব্রহ্মলোকে
 গমন করেন, যে ব্যক্তি এই বেদ সম্মিত পাপহর পরম পবিত্র
 শ্রীরামচরিত্র শ্রবণ করে সে সৰ্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া যার,
 মহত্ব্য এই রামায়ণ আখ্যান পাঠ করিয়া সপুত্র পৌত্র ও সজন
 পরিবৃত্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে। ব্রাহ্মণ পাঠ করিলে বাগ্নীজা
 প্রাপ্ত করেন, ক্ষত্রিয় ভূমিপতিত্ব লাভ করেন, বণিক্
 শস্য ও ফলপ্রাপ্ত হয় এবং শূত্রও মহত্ব লাভ করে। ৯৬।
 ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

ইতি বাগ্নিকীর আদি কাব্যে রামায়ণে নারদ প্রোক্ত সংক্ষিপ্ত
 প্রথমবর্গ সমাপ্ত।

অথ রামাষ্ট প্রারম্ভঃ

ভজে বিশেষশুন্দরং সমস্তপাপখণ্ডনম্ ।
 স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈব রামমদ্বয়ম্ ॥ ১ ॥
 জটাকলাপশোভিতং সমস্তপাপনাশনম্ ।
 স্বভক্তভীতিভঞ্জনং ভজেহ রামমদ্বয়ম্ ॥ ২ ॥
 নিজস্বরূপবোধকং কৃপাকরং ভবাপহম্ ।
 সমং শিবং নিরঞ্জনং ভজেহ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৩ ॥
 সপ্রপঞ্চকল্লিতং হনানরূপবাস্তবম্ ।
 নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজেহ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৪ ॥
 নিশ্চাপঞ্চ নিৰ্ব্বিকল্প নিশ্চলং নিরাময়ং ।
 চিদেকরূপং সততং ভজেহ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৫ ॥

রামাষ্টক প্রারম্ভঃ ।

যিনি পরম সুন্দর ও সমুদার পাপ খণ্ডন করেন, যিনি
 আপনার ভক্তজনের হৃদয় ভঞ্জন করেন, আমি সেই অদ্বিতীয়
 রামচন্দ্রকে সৰ্ব্বদাই বন্দনা করি। যিনি জটাসমূহে পরি-
 শোভিত ছইয়াছিলেন এবং যাবতীয় কলহ বিনষ্ট করিয়াছেন,
 যিনি আপনার ভক্তজনের ভবভয় ভঞ্জন করিয়াছেন আমি
 সেই অদ্বয় শ্রীরামকে বন্দনা করি। যিনি সকলকে আপনার
 স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সকলেরই উপর কৃপা বিতরণ করেন, এবং
 ভববিল অপরহরণ করেন, যিনি সমদর্শী, মঙ্গলময় ও নিরঞ্জন,
 আমি সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি। ১।২।৩।

সপ্রপঞ্চ কল্পিত নামধারী, নিরাকার নিরাময় সেই অদ্বয়

ভবাক্রিপোতরূপকং হৃদয়দেহকল্লিতং ।
 গুণাকরং কৃপাকরং ভজেহ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৬ ॥
 মহাবাক্যবোধকৈর্বিরাজমানবাকৃপদৈঃ ।
 পরব্রহ্মব্যাপকং ভজেহ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৭ ॥
 শিবপ্রদং সুখপ্রদং ভবচ্ছিদং ভ্রমাপহং ।
 বিরাজমানদৈশিকং ভজেহ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৮ ॥

রামাষ্টকং পঠতি যঃ শুকরং সুপুণ্যং
 ব্যাসেন ভাষিতমিদং শৃণু তে মনুষ্যাঃ ।
 বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলমৌখ্যমনন্তকীর্তিঃ
 সম্পাদ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষং ॥৯॥
 ইতি রামাষ্টকং সম্পূর্ণং ।

সীতানাথকে বন্দনা করে। নিশ্চাপঞ্চ, নিৰ্ব্বিকল্প, নিশ্চল, নিরা-
 ময় চিদেকরূপী অদ্বয় রাঘবকে সতত বন্দনা করি। ভবাপহ
 তরগিরপী সৰ্ব্বগুণাকর, কৃপা-নিধি অদ্বয় সীতাপতিক বন্দ
 করি। ৪।৫।৬।

মহাবাক্যবোধক বাকৃপদ বিরাজমান পরব্রহ্মব্যাপক অদ্বয়
 দশরথায়ুজকে বন্দনা করি। মঙ্গল ও সুখ প্রদ, ভবভ্রমাপহারী,
 বিরাজমান, অদ্বয় ঈশ্বর শ্রীরামকে বন্দনা করি। যেমন্ত
 শুকর ও সুপুণ্য ব্যাসোক্ত এই রামাষ্টক শ্রবণ করে, সে বিদ্যা,
 শ্রী, বিপুল সম্বাদ এবং অনন্তকীর্তি প্রাপ্ত হইয়া দেহ বিলয়
 সময়ে মোক্ষলাভ করে। ৭।৮।৯।

ইতি শ্রীরামাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

নারায়ণ স্তবঃ

যোগেন সিদ্ধিবিবুধৈঃ পরিভাব্যমাণং
লক্ষ্ম্যালয়ং তুলসিকাচিতভক্তভৃঙ্গম্ ।
প্রোভুঙ্গরক্তনখরাঙ্গুলিপত্রচিত্রং
গঙ্গারসং হরিপদাশু জমাশ্রয়েহম্ ॥ ১ ॥
গুণ্ফলগিপ্রচয়ঘটিতরাজহংস-
সিঞ্জৎসুপূরযুতং পদপদ্মবৃন্তম্ ।
পীতাম্বরাকলবিলোলচলংপতাকং
স্বর্ণত্রিবক্তবলয়ঞ্চ হরেঃ স্মরামি ॥ ২ ॥
জজ্ঞে সুপার্শ্বগননীলমণিপ্রবন্ধে
শোভাস্পাদরুণমণিচ্যুতিচক্ষুমধো ।

যোগসিদ্ধপণ্ডিতগণদর্শনং বাহ্যর চিন্তা করিয়া থাকেন,
বিনি লক্ষ্মীর আশ্রয়, বাহার ভক্তরূপ ভক্তেরা তুলসী দ্বারা
বাস্তব থাকে, বাহার সতিশয়, রক্তবর্ণ-নখযুক্ত অঙ্গুলিরূপ
পত্রদ্বারা গঙ্গাজল চিত্রিত রহিয়াছে, ঈদৃশ হরিপাদপদ্মের
আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ১ ।

বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ-চরণ-কমলরূপ গুপ্তিত মণিসমূহ দ্বারা ঘটিত
৩ রাজহংসের ন্যায় লক্ষ্মীর শোভন হুপুয়ে সুসজ্জিত
রহিয়াছে, যাহা পীত বসনে চঞ্চল অঞ্চল দ্বারা প্রচলিত
পতাকার ন্যায় শোভা পাইতেছে, যাহাতে সুবর্ণনির্মিত
ত্রিবক্তবলয় দীপ্তি বিস্তার করিতেছে, সেই চরণ-কমল-রূপ
স্মরণ করি। ২ । যাহা গকড়ের গলদেশস্থ নীলকান্ত মণির
সদৃশ, বাহার মধ্যস্থলে বিনতদলনের অরুণবর্ণ-মণি-তুল্য
চক্ষুদ্বয় শোভা বিস্তার করিতেছে- বাহার নিয়ে লবমান ঈষৎ

আরক্তপাদতললঙ্ঘনশোভমানে
লোকেক্ষণোৎসবকরে চ হরেঃ স্মরামি ॥ ৩ ॥
তে জ্ঞানুনী মথপতেভুজমূলসঙ্গ
রঙ্গোৎসবাবৃততড়িৎসনে নিচিত্রে ।
চঞ্চপতত্রমুখনির্গতসামগীত-
বিস্তারিতাশ্রয়শসী চ হরেঃ স্মরামি ॥ ৪ ॥
বিষ্ণোঃ কটিং বিধিকৃতাস্তমনোজভূমিং
জীবাণুকোষগনসঙ্গদুকূলমধ্যাম্ ।
নানাগুণপ্রকৃতিপীতবিচিত্রবজ্রাং
ধ্যায়েন্নিবদ্ধবসনাং খগপৃষ্ঠসংস্থাম্ ॥ ৫ ॥
শীতোদরং ভগবতন্ত্রিবলিপ্রকাশম্

রক্তবর্ণ-পদতল শোভা পাইতেছে, যাহা ভক্তবৃন্দের লোচনের
আনন্দদায়ক, হস্তির সেই ভক্ত্যবস্থা স্মরণ করি। ৩ ।

উৎসবার্থ স্তবদেশে অর্পিত বিদ্যাসদৃশ পীতবসন
পণ্ডিত হওয়ার্তে বাহা বিচিত্রবর্ণ হইয়াছে, চঞ্চল গকড়মুখে
নির্নির্গত সামগান দ্বারা বাহার মাহাত্ম্য বিস্তার হইতেছে ।
বিষ্ণুর সেই জ্ঞানদর স্মরণ করি। ৪ ।

বাহা বিধাতা যম ও কলপের আধার অর্থাৎ বাহা সৃষ্টি
স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, ত্রিগুণ প্রকৃতি পীত ও বিচিত্র বসন-
রূপে যেখানে অবস্থান করিতেছে, জীবগণের বীজের আধার
সংযুক্ত দুকূল যে স্থলে শোভা পাইতেছে, সেই গগণপৃষ্ঠস্থিত
বিষ্ণুর কটিদেশ চিন্তা করি। ৫ ।

আবর্তনাভিগিকসরিধিজন্মপদ্ম ।
 নাড়ীনদীগগরসোথসিতাস্ত্রসিকুং
 ধ্যায়ৈহওকোবনিলয়ং তনুলোমরেখম্ ॥ ৬ ॥
 বক্ষঃ পয়োধিতনয়াকুচকুঙ্কুমেণ
 হারেণ কোস্তভমণিপ্রভয়া বিভাতম্ ।
 শ্রীবৎসলক্ষ্ম হরিচন্দনজপ্রসূন-
 মালোচিতং ভগবতঃ স্তভগং স্মরামি ॥ ৭ ॥
 বাহু স্বেশসদনৌ বলয়ান্দাদি-
 শোভাস্পদৌ তুরিতদৈত্যবিনাশদক্ষৌ ।
 তৌ দক্ষিণৌ ভগবতশ্চ গদাস্তনাভ-
 তেজোজিতৌ স্তুললিনৌ মনসা স্মরামি ॥ ৮ ॥
 বামৌ ভূজৌ মুররিপোধৃ তপদ্যশাশ্বৌ
 শ্যামৌ করীন্দকরবন্মণিভূষণাটৌ ।

বাগতে ত্রিণি শোভা পাইতেছে, যে স্থলে আবর্ত সদৃশ
 নাভিস্রোবণে ব্রহ্মার জন্মস্থানরূপ পদ্ম বিকসিত হইয়া বহি-
 য়াছে, যে স্থানে নাড়ীরূপ নদীগণের রস দ্বারা অঙ্গরূপ সিকু
 উল্লসিত হইতেছে, যাহা ব্রহ্মাণ্ডের আধাররূপ, যাহাতে
 সূক্ষ্মরোমহরাজি শোভা সম্পাদন করিতেছে, ভগবানের ভাদৃশ
 ক্ষীণ উদর অরণ করি। ৬।

লক্ষ্মীর কুচকুঙ্কমদ্বারা, তার দ্বারা ও কোস্তভমণির প্রভা
 দ্বারা বিরাজমান শ্রীবৎসচিহ্নিত হরিচন্দনজাত কুসুমমালা
 দ্বারা বিভূষিত পরম রমণীয় ভগবানের বক্ষঃস্থল অরণ করি। ৭।

যে বাহুদ্বয়, স্বেশনিলয় ও বলয় অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কার
 দ্বারা শোভমান; যে বাহুদ্বয়, দুর্দান্ত দৈত্যগণকে বিনাশ করি-
 যাছে; যে বাহুদ্বয়, গদা ও স্তম্ভর্শন চক্রেণ তেজো দ্বারা
 সকলকে অভিভব করিতেছে; ভগবানের সেই স্তুললিত দক্ষিণ
 বাহুয়ুগল মনো দ্বারা অরণ করি। ৮।

মুররিপূর যে বাম ভূজদ্বয় করিকরসদৃশ শ্রীমবর্ণ ও শঙ্খ-পদ্ম-
 ধারী, যাহাতে মণিভূষণ শোভা পাইতেছে, যাহার রক্তবর্ণ

রক্তাস্তুলিপ্রচয়চুস্বিতজানুমধৌ
 পদ্মলয়াপ্রিয়করৌ কুচিরৌ স্মরামি ॥ ৯ ॥
 কণ্ঠং যুগলমমলং মুখপঙ্কজস্ত
 লেখাত্রয়েণ বনমালিকয়া নিবীতম্ ।
 কিংবা বিমুক্তিবসমস্তকসংফলস্ত
 বস্ত্রং চিরং ভগবতঃ স্তভগং স্মরামি ॥ ১০ ॥
 রক্তাস্তুজং দশনহাসবিকাশরমাং
 রক্তাধরৌষ্ঠবরকোমলবাক্ স্মরাটাম্ ।
 সন্মানসৌদ্রবচলেকণপত্রচিত্রং
 লোকাভিরামমমলঞ্চ হরেঃ স্মরামি ॥ ১১ ॥
 শূরাঙ্গজাবসথগন্ধবিদং স্মরাণং
 জপলবং স্থিতিলয়োদয়কর্ম্মদক্ষম্ ।
 কামোৎসবঞ্চ কমলারুদয়প্রকাশং
 সচ্চিত্তস্মরামি হরিবক্তৃবিবাসদক্ষম্ ॥ ১২ ॥

অঙ্গলিসমূহ জাহ স্পর্শ করিয়াছে, পদ্মালয়ার প্রিয় দেহ
 মনোহর করযুগল অরণ করি। ৯। মুখপদ্মের যুগলসমূহ
 নির্মল রেখাযুক্ত বনমালাবিভূষিত ও মুক্তাবস্ত্র প্রা-
 স্থিতির ময়ূরূপ রমণীয় ফলের বস্ত্ররূপ পরম সুন্দর ভগ-
 বানের কণ্ঠ নিরন্তর ধ্যান করি। ১০।

রক্তপদ্মসদৃশ, রক্তাধরোষ্ঠ দ্বারা কমলীর, হস্তমালা বর্ণন
 বিকাশ হওয়াতে পরম সুন্দর, বচনরূপ সূধাসম্পন্ন, মনো-
 প্রীতিকর, চকণ-নয়নপত্রদ্বারা চিত্রিত, লোকের মনোবঞ্জন
 হরির বদন-কমল অরণ করি। ১১।

যাহা হইতে বস সদের গন্ধ ও আত্মাণ করিতে হয় না,
 বাহার সরিধানে উত্তম নাসিকা শোভা পাইতেছে, যাহা
 হইতে জগতের সৃষ্টি হিতি প্রলয় হয়, যাহা হইতে নন্দন
 মহোৎসব প্রকাশ হইয়া থাকে, বদর্শনে কমলার জবন
 বিকসিত হয়, হরির মুখপঙ্কজ যাহা শোভমান হইতেছে,
 জপলব অরণ করি। ১২।

কর্ণৌ লসম্ভকরকুণ্ডলগণ্ডলোলৌ
নানাদিশাঞ্চ নভসশ্চ বিকাশগেহৌ ।
লোলালকপ্রচয়চুস্বনকুক্ষিতাগ্রৌ
লগ্নৌহরেন্দ্রগ্নিকিরীটতে স্মরমি ॥ ১৩ ॥
ভালং বিচিত্রতিলকং প্রিয়চারুগন্ধ-
গোরোচনারচনয়া ললনাক্ষিসথ্যাম্ ।
ব্রহ্মেকধামমণিকাস্তিকিরীটযুগ্মং-
ধ্যায়েন্মনোনয়নহারকমীশ্বরস্ত ॥ ১৪ ॥
শ্রীবাসুদেবচিকুরং কুটিলং নিবুদ্ধং
নানাসুগন্ধিকুসুমৈঃ স্বজনাদিরেণ ।
দীর্ঘং রমাসুদয়গাশমনং ধুনন্তং
ধ্যায়েহস্ব বাহরুচিরং হৃদয়াক্রমধ্যে ॥ ১৫ ॥
মেঘাকারং সোমসূর্য্যপ্রকাশং
সুজলশং শক্রচাপৈকমানম্ ।
লোকাভীতং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং

বিদ্বাচ্ছেলক্ষাশ্রয়েহং হৃদপূর্ব্বম্ ॥ ১৬ ॥
দীনং হীনং সেবয়া বেদবত্যা
পাপৈস্তাপৈঃ পূরিতং মে শরীরম্ ।
লোভাক্রান্তং শোকমোহাদিবিদ্ধং
কৃপাদৃক্টা পাহি মাং বাসুদেব ! ॥ ১৭ ॥
যে তক্তাদ্যাং ধ্যায়মানাং মনোজ্ঞাং
ব্যক্তিং বিক্ষোঃ ষোড়শশ্লোকপুষ্পৈঃ
স্তুত্বা নম্রা পূজয়িত্বা বিধিজ্ঞাঃ
স্তুত্বা মুক্তা ব্রহ্মসৌখ্যং প্রয়াস্তি ॥ ১৮ ॥
পদ্মেরিতমিদং পুণ্যং শিবেন পরিভাষিতং ।
ধন্যং যশস্ত্রয়ায়ুধ্যাং স্বর্গাং সন্ত্যায়নং পরং ॥ ১৯ ॥
পঠতি যে মহাভাগান্তে মৃত্যুস্তেহহসোহধিলাং ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং পরত্রেহ কলপ্রদং ॥ ২০ ॥
॥ ইতি নারায়ণ স্তোত্রং সম্পূর্ণং ॥

গণ্ডস্থলে চঞ্চল মকরাকার কুণ্ডল দ্বারা বাহ্য বিভূষিত
রহিয়াছে, বাহ্য দ্বারা নানাদিক্ আকাশমণ্ডল প্রকাশিত
হইয়াছে, বাহ্য অগ্রভাগ চঞ্চল অলক-সুসুহু স্পর্শে কিঞ্চিৎ
কুক্ষিতের ন্যায় প্রতীতমান হইতেছে, বাহ্য মণিময়-কিরীট-
প্রান্তে সংলগ্ন রহিয়াছে, হরির ঈদৃশ কণধর স্মরণ করি ॥ ১৩ ॥
বাহ্য বিচিত্র তিলকদ্বারা বিভূষিত, প্রিয় ও মনোহার-গন্ধ-
বিশিষ্ট-গোরোচনার রচিত পত্রাবলি দ্বারা বাহ্য কামিনীর
নয়ন-সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে, বাহ্য ব্রহ্মের একমাত্র আশ্রয়,
যেখানে মণিধর রমণীয় কিরীট রহিয়াছে, বাহ্য সকলেরই মন
ও নয়ন হরণ করে, ঈশ্বর হরির ভাদৃশ ললাট স্মরণ করি ॥ ১৪ ॥
স্বজনগণ কর্তৃক সমাগর পূর্ব্বক নানা সুগন্ধিকুসুম দ্বারা
ওঙ্ক, কুটিল, দীর্ঘ, লক্ষ্মীর মনোভব-নিবারণকারী, (বাসু দ্বারা
ঈষৎ) কম্পিত, কৃষ্ণমেঘের ত্রায়, কচির, শ্রীবাসুদেবের
কেশপাশ, হৃৎপদ্মমধ্যে চিস্তা করি ॥ ১৫ ॥
বাহ্য শরীর মেঘের ত্রায়, বাহ্য (নয়নধর) চন্দ্র ও
চন্দ্রগৌর ত্রায়, ঈশ্বরসদৃশ বাহ্য শোভন জয়গল, বাহ্য

নাসিকা দীর্ঘ, বাহ্য পদ্মের সদৃশ সূর্য্য নয়নধর, বাহ্য (পীত)
বসন বিদ্বৎসদৃশ, ঈদৃশ অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ
করি ॥ ১৬ ॥
আমি অতি দীন ও বেদবিহিত-সেবাদিবিহীন । আমার
শরীর পাপতাপে প্রপূরিত, লোভাক্রান্ত এবং শোক মোহ ও
মানসী ব্যথা দ্বারা অভিভূত । অতএব বাসুদেব ! কৃপাদৃষ্টি
দ্বারা আমাকে রক্ষা কর ॥ ১৭ ॥
যে সকল ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর এই আদ্য মনোহর
মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া ষোড়শ-শ্লোক-রূপ পুষ্প দ্বারা স্তব করিয়া
নৈমন্ত্যর ও পূজা করিবে, সেই সকল বিধিজ্ঞ ব্যক্তির স্তব ও
মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবে ॥ ১৮ ॥
পদ্মা কর্তৃক বর্ণিত শিবপ্রোক্ত এই (স্তব) অতীব পবিত্র
ধন্য যশস্বর আশ্রয় স্বর্গফলদায়ক ও পরম সন্ত্যায়ন । ১৯ ॥
এই স্তব, পরলোকে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ রূপ কলপ্রদ ।
যে সকল মহাত্মা এই স্তব পাঠ করিবেন, তাঁহার সমু-
দায় পাপ হইতে মুক্ত হইবেন ॥ ২০ ॥
ইতি নারায়ণ স্তোত্র সমাপ্তঃ ।

